

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাসৌ জন্মতঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাক্ততসংহিতেতাপরনামধেয়ম্

শ্রীক্ষমদ্রাগবতম্

অষ্টমস্কন্ধমাত্রম্

শ্রীমদ্রুকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিহ্নিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠাকুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিরত্যাঙ্ক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিষ্ণুনাথ-চন্দ্রবর্তি-ঠাকুরকৃত-
সারার্থদশিন্যাখ্য-টীকয়া
তথা

শ্রীহৃদ্যাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাঙ্কজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণী কৃতেন সারার্থদশিনী-টীকয়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ও শ্রীমভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ-
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনে বর্তমানাচার্য্যেণ
দ্বিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্

৫১২ শ্রীগৌরাঙ্গে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঐশোদ্যানস্থিত “শ্রীচৈতন্যবাণী”-ইত্যাক্ষ্য-মুদ্রায়ন্ত্রে দ্বিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমভক্তিবিরিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

৫ গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাঙ্গ
২২ মাঘ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা—নদীয়া
(পশ্চিমবঙ্গ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িশ্যা)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম)

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ হুন্দাবন-২৮১১২১
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

বিজ্ঞপ্তি

‘শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদৈক্ষবানাহং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে ।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈক্ষর্য্যমাবিকৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্চেম্বরঃ ॥’

— ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগোরাপের রূপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিষ্ণু-
নাথ চক্রবর্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের
অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ,
পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া
প্রকাশিত হইয়াছেন । ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবাদি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ
স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা শুভ-
বাসরে প্রকটিত হইলেন । শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরূপ মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন
করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন । আশা করি শ্রীগুরু-
বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী রূপায় শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধসমূহও
ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

৫ গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাঙ্গ
২২ মার্চ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে ।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয় ।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

অষ্টম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

১-১২

স্বাম্ভব মনুর সুনন্দাভীরে তপস্যা, সমাধিস্থ মনুকে রাক্ষসাদির কবল হইতে ভগবান্ যজ্ঞ কর্তৃক রক্ষা এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মনুর বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৩-২১

করিণীসহ জলক্রীড়ারত গজেন্দ্রের কুন্তীর কর্তৃক আক্রমণ ও নিজপ্রাণরক্ষার্থ শ্রীহরিঃস্মরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

২২-৪০

গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রের ভগবৎস্তুতি ও শ্রীহরির গজেন্দ্রমোক্ষণ।

চতুর্থ অধ্যায়

৪০-৪৬

গ্রাহ ও গজেন্দ্রের পূর্ববৃত্তান্ত, গ্রাহের গন্ধর্ব্বহ ও গজেন্দ্রের ভগবৎপার্ষদত্বপ্রাপ্তি এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ-লীলার ফলশ্রুতি।

পঞ্চম অধ্যায়

৪৬-৬৫

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত এবং দুর্ব্বাসাশাপে দ্রুতশ্রী দেবগণের ক্ষীরোদ সাগরে শ্রীহরিস্তুতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬৬-৭৮

ক্ষীরোদশায়ী শ্রীহরির দেবগণ-সমীপে আবির্ভাব, দেবগণসহ ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি, সমুদ্রমস্থনার্থ দেব-গণকে শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ এবং দেব ও দানবগণের তাহাতে উদ্যম।

সপ্তম অধ্যায়

৭৯-৯৪

সমুদ্র-মস্থনারস্ত, আধারশূন্য মন্দারের সলিল-মগ্নাবস্থা, কুর্মরূপী ভগবানের নিজ পৃষ্ঠদেশে মন্দার ধারণ, মস্থনে হল্লাহলের উৎপত্তি, প্রজাপতিগণের শিবস্তুতি ও শিবের হল্লাহল পান।

অষ্টম অধ্যায়

৯৫-১০৯

সমুদ্রমস্থনে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি, অমৃত-কলস-হস্তে বিষ্ণুঃশসস্তুত ধন্বন্তরীর আবির্ভাব, দৈত্যগণের অমৃত কলস লইয়া প্রস্থান এবং অসুরমোহনার্থ ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ।

নবম অধ্যায়

১১০-১২১

অমৃত-ভাণ্ড লইয়া অসুরগণের মধ্যে কলহ, মোহিনীর দর্শনে অসুরগণের মোহ ও বিবাদ-প্রশমনার্থ মোহিনীকে মধ্যস্থে বরণ, মোহিনীর অসুরগণকে

বধনা ও দেবগণের মধ্যে সুধা বণ্টন, কপট দেব-চিহ্নধারী রাহু কর্তৃক অমৃত পান এবং ভগবানের রাহুমস্তক ছেদন।

দশম অধ্যায়

১২১-১৩৩

ভগবান্ বিষ্ণুর অন্তর্জ্ঞান, অমৃতলাভে বঞ্চিত অসুরগণের দেবতাগণ সহ যুদ্ধ, দৈত্যমায়ায় পরাভূত দেবগণের বিষ্ণুঃস্মরণ, ভগবানের আবির্ভাবে অসুর-মায়্যা নাশ এবং কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণের বিষ্ণু-হস্তে নিধন।

একাদশ অধ্যায়

১৩৩-১৪৪

শ্রীভগবৎকৃপায় অসুরমায়্যাবিমুক্ত দেবগণের অসুরগণ সহ যুদ্ধ, ইন্দ্র কর্তৃক জম্বাসুর, নমুচি, বল ও পাক নামক অসুরচতুষ্টয়ের বিনাশ, নারদকর্তৃক দেবগণকে অসুরবিনাশে নিষেধ, গুহ্যচার্য্যকর্তৃক হত দৈত্যগণের পুনর্জীবন দান।

দ্বাদশ অধ্যায়

১৪৪-১৬২

মোহিনীরূপ দর্শনাশায় মহাদেবের বিষ্ণুস্তুতি, ভগবানের পুনরায় মোহিনীরূপ ধারণ, তদর্শনে মহাদেবের মোহন ও আত্মসম্বরণ, ভগবানের শত্ৰু গুণগান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৬৩-১৬৯

সপ্তম হইতে চতুর্দশ মনু ও তত্তৎ মন্বন্তরে ভগবদবতারের বিবরণ।

চতুর্দশ অধ্যায়

১৬৯-১৭২

মনু, মনুপুত্র, ঋষি, দেবতা, দেবরাজ প্রভৃতির কর্ম-বিবরণ ও শ্রীহরির সনকাদিরূপী অবতার-লীলা কথন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৭৩-১৮২

বলির বিশ্বজিৎযজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞাগ্নি হইতে রথ-অশ্বাদির উত্থান, বলিকর্তৃক ইন্দ্রপুত্রী আক্রমণ, রথ-স্পতির উপদেশে দেবগণের স্বর্গত্যাগ ও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান এবং বলির ইন্দ্রত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শতাস্থমেধ যজ্ঞ সম্পাদন।

ষোড়শ অধ্যায়

১৮৩-১৯৭

দেবগণের অদর্শনে দেবমাতা অদিতির শোক, এবং কশ্যপ কর্তৃক অদিতিকে পয়োরত্নানুষ্ঠানের উপদেশ।

সপ্তদশ অধ্যায়

১৯৮-২০৬

অদিতির হরিব্রত, শ্রীহরির অদিতিসমীপে আবির্ভাব, অদিতির ভগবৎস্তব, ভগবান্ কর্তৃক অদিতির পুত্রত্বে অঙ্গীকার, অদिति গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব ও ব্রহ্মাকর্তৃক ভগবৎস্তব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

২০৭-২১৬

বামনরূপী ভগবানের আবির্ভাব, কশ্যপ কর্তৃক বামনদেবের উপনয়নাদি সংস্কার সম্পাদন ও বামনদেবের বলিযজ্ঞ গমন।

উনবিংশ অধ্যায়

২১৬-২৩০

বামনদেবের ত্রিপাদভূমি যাচঞা, তৎপ্রদানে বলির প্রতিশ্রুতি এবং গুণ্ডাচার্যের তন্নিবারণ-চেষ্টা।

বিংশ অধ্যায়

২৩১-২৪৩

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে বলির বামনদেবকে অঙ্গীকৃত ভূমি দান, বামনদেবের দেহবর্জন এবং ভূমি, অন্ত-রীক্ষ, দিক্ ও স্বর্গাচ্ছাদন।

একবিংশ অধ্যায়

২৪৩-২৫৩

ভগবদাদেশে গরুড়কর্তৃক বলির বন্ধন, বলির নিকট বামনদেবের তৃতীয় পাদবিন্যাসের স্থান প্রার্থনা ও তৎপ্রদানে অসমর্থ বলিকে পাতালগমনে ভগবদাদেশ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

২৫৪-২৬৯

বলির আত্মসমর্পণ ও ভগবৎস্তব, প্রহলাদের বামনদেব-সমীপে আগমন, বলিপত্নী বিক্র্যাবলীর ভগবৎস্ততি ও নিজপতির বন্ধনমুক্তি প্রার্থনা, ভগবানের বলিসমীপে অবস্থানঙ্গীকার।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

২৬৯-২৭৮

বলির সূতলে প্রবেশ, প্রহলাদের ভগবৎস্ততি, প্রহলাদকে সূতলে যাইতে ভগবানের আদেশ এবং ইন্দ্রকর্তৃক বামনদেবকে স্বর্গে আনয়ন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

২৭৯-২৯৯

রাজষি সত্যব্রতের ভগবদারাধনা এবং মৎস্যদেবের উপাখ্যান।



অষ্টম-স্কন্ধের কথাসার

স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবিস্তার শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ অন্যান্য মনু এবং তন্ত্বে মন্বন্তরে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-বিষয়-শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীশুকদেব স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকুতির গর্ভে ভগবান্ যজ্ঞের আবির্ভাব-কথা কীর্জন করিতে লাগিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যার্থ বনগমনপূর্বক সুন্দা-নদীতীরে সমাধিস্থ হইলে অসুর ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে ভক্ষণার্থ উপস্থিত হয়। ভগবান্ 'যজ্ঞ'রূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণকে বধ এবং ইন্দ্ররূপে স্বর্গ পালন করিলেন। দ্বিতীয় মনু অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ, তৃতীয় মনু উত্তম, চতুর্থ মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস। এই মন্বন্তরে ভগবান্ 'হরি' আবির্ভূত হইয়া গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র-মোক্ষণ করিয়াছিলেন।

ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত 'ব্রিকুট' পর্বতের এক সরোবরে এক করী করিণীগণ সহ জলক্লীড়াকালে একটী কুন্তীর আসিয়া ঐ গজেন্দ্রকে আক্রমণ

করিল। আত্মমোচন জন্য গজেন্দ্রের যথাসাধ্য চেষ্টা এবং কুন্তীরের প্রবল আকর্ষণে সহস্র বৎসর গত হইল, তথাপি হস্তী স্বয়ং অথবা অন্যের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে ক্ষীণবল হইয়া এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহার পূর্বজন্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্তবদ্বারা শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিল। গজেন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তথায় অবতীর্ণ হইলেন এবং চক্রে দ্বারা নক্রে বদন বিচ্ছিন্ন করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন।

ঐ গ্রাহ 'হহ' নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিল। একদা ক্ষীণপরিব্রত হইয়া জলক্লীড়ারত হহ স্নানরত দেবল ঋষির পদ ধারণ পূর্বক আকর্ষণ করায় ঋষির অভিসম্পাতে গ্রাহ হহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীহরির চক্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্বদেহ লাভ করিল। গজেন্দ্র পূর্বজন্মে 'ইন্দ্রদ্যাম্ন' নামে পাণ্ড্যদেশীয় নরপতি ছিলেন। ইনি মলয়াচলে মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারা-

ধন্যারত থাকিলে অগস্ত্য ঋষি বহু শিষ্যসহ তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু ধ্যানমগ্ন রাজার নিকট কোন প্রকার অভ্যর্থনাদি প্রাপ্ত না হইয়া রাজাকে স্তম্ভমতি গজেন্দ্রভূ-প্রাপ্তির অভিষাপ প্রদান করিলেন। গ্রাহগ্রস্ত অবস্থায় পূর্বস্মৃতি উদিত হওয়ায় তৎফলে ভগবানের স্তব করিয়া সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিলেন।

তামসের দ্রাতা পঞ্চম মনু রৈবত। এই মন্বন্তরে ভগবান্ 'বৈকুণ্ঠ' রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করাইয়াছিলেন। চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। এই মন্বন্তরে ভগবান্ অজিত বৈরাজপত্নী-দেবসন্তুতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া সমুদ্র মন্থন এবং কূর্মরূপে-মন্দর ধারণাদি লীলা করেন। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণের পরাজয় এবং দুর্কাসার শাপে দেবরাজ প্রীত্বশ্চ হইলে ব্রহ্মার সহিত দেবগণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর স্তব করিলে তিনি ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ভগবানের আদেশে দেবগণ দৈত্যগণসহ মিলিত হইয়া মন্দর পর্বত লইয়া চলিলেন, কিন্তু গুরুভারবশতঃ বহনে অসমর্থ হইয়া উহা পরিত্যাগ করায় অনেকের প্রাণ-নাশ হইল। তখন পরম করুণ ভগবান্ সেই পর্বতকে এক হস্ত দ্বারা তুলিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। উহা আধারশূন্য হইলে মন্থনের অসুবিধা হইবে বলিয়া ভগবান্ কূর্মরূপে পৃষ্ঠদেশে ঐ পর্বতকে ধারণ করিলেন। বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেবগণ ও দানবগণ মিলিয়া মন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমেই কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল। সেই হলাহলের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে মহাদেব উহা পান করিয়া নিজ কণ্ঠে ধারণপূর্বক 'নীলকণ্ঠ' নামে বিখ্যাত হইলেন। ক্রমে লক্ষ্মীদেবী, সুরভি, পারিজাত উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবতাদি অনেক বস্তু উৎখিত হইবার পর বিষ্ণু-অংশে ধন্বন্তরি অমৃত-কলসহস্তে উৎখিত হইলেন। অসুরগণ উহা লইয়া পলায়নপর হইলে বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করিলেন, তাঁহার মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া দৈত্যগণ মোহিনীরূপী ভগবানের হস্তে অমৃত কলস অর্পণ করিল। ভগবান্ও সমস্ত সুধা দেবগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। রাহু ছদ্ম-

বেশে অমৃত পান করিতেছিল জানিতে পারিয়া ভগবান্ চক্রদ্বারা উহার মস্তক ছিন্ন করেন।

দৈত্যগণ সুধাপানে বঞ্চিত হইয়া দেবগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভগবানের হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হয়। পরে গুণ্ডাচার্যের দ্বারা পুনর্জীবিত হইয়া পুনরায় দেবগণ-যুদ্ধ করিতে থাকিলে দেবর্ষি নারদের প্রভাবে যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় এবং সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

ভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ-লীলা শ্রবণমাত্র মহাদেব তদ্বর্ণনার্থ গমন করিলে ভগবান্ প্রথমে মহাদেবকে মোহিনীরূপে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় মায়ার প্রভাব দর্শন করাইলেন।

সপ্তম মনু বিবস্বত-পুত্র শ্রাদ্ধদেব, অষ্টম মনু সাবণি, নবম মনু দক্ষসাবণি, দশম মনু ব্রহ্মসাবণি, একাদশ মনু ধর্মসাবণি, দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবণি, ত্রয়োদশ মনু দেবসাবণি এবং চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবণি। এই চতুর্দশ মনু-পরিমিত কাল সহস্র যুগ বা এক কল্প।

সমুদয় মনু, ঋষি, দেবরাজ প্রভৃতি সকলেই ভগবানের যজ্ঞাদি অবতারসমূহ দ্বারা নিয়োজিত হইয়া জগৎ-কার্যনির্বাহ করিয়া থাকেন। ঋষিগণ শ্রুতি-সমূহের উদ্ধার সাধন, মনুগণ জগতে চতুষ্পাদ-ধর্ম প্রবর্তন, ইন্দ্রগণ ত্রিলোকপালন এবং গ্রীহরি প্রতিযুগে শত্ৰুবেশ সনক, দত্তাত্রেয়াদিরূপের প্রকটন করিয়া জ্ঞান, কর্ম ও যোগোপদেশ এবং কালরূপে সংহারাদি করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ মন্বন্তরে দৈত্যরাজ বলি গুণ্ডাচার্য্য-বলে বলী-য়ান্ হইয়া স্বর্গপুরী অধিকার করিলেন। দেবগণ পদচ্যুত হইলে দেবমাতা অদিতি পুত্রগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কশ্যপের নিকট নিজ দুঃখাপনোদনের প্রার্থনা জানাইলে কশ্যপ দ্বাদশ-দিবস-সাধ্য "পন্থো-ব্রত" দ্বারা ভগবান্ গ্রীহরির আরাধনা করিতে অদিতিকে উপদেশ দিলেন।

অদিতির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া গ্রীহরি দেবগণের দুঃখবিমোচনার্থ অদিতির পুত্ররূপে 'জন্মগ্রহণ' করিবার অঙ্গীকারপূর্বক অন্তহিত হইলেন।

গ্রীহরি শুভলগ্নে অদিতি-দ্বারে বামনরূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জাতকর্ম্ম, উপনয়নাদি সংস্কার সমাধা হইলে তিনি বলির যজ্ঞে গমন করি-

লেন। বলি বামনদেবকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া যথোচিত সৎকারপূর্বক পরম তপস্বী ব্রাহ্মণজ্ঞানে স্বাভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভগবান্ বলির বংশ-গৌরবাদের বিষয় বর্ণনা দ্বারা বিবিধ প্রশংসা করিয়া ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি উহা অকিঞ্চিৎ-কর বোধে প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে শুক্লা-চার্য্য বামনদেবকে চিনিতে পারিয়া বলিকে ঐ ত্রিপাদ-ভূমিদানে নিষেধ করিলেন এবং ‘পরিহাস, বিবাহ, বিপদাদিতে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যাবায়গ্রস্ত হইতে হয় না’—এই নীতিদ্বারা বলির প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত ভয়-অপনোদনের চেষ্টা করিলেন।

মহারাজা বলি মিথ্যাবাক্যের দ্বারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অপেক্ষা কীত্তিই একমাত্র বাঞ্ছনীয় এবং রাজ্যাদি অনিত্য বস্তু দ্বারা পরের উপকার করাই ভাল, ইহা বিবেচনাপূর্বক বামনদেবকে ছদ্মবেশী বিষ্ণু জানিয়াও ত্রিপাদ-ভূমি দানে অঙ্গীকার করিলে বামনদেব স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া একপদে ত্তল, শরীর দ্বারা অন্তরীক্ষ এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আচ্ছাদিত করিলেন। তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অনুমতি স্থানও রহিল না।

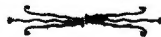
বলির সর্বস্ব অপহৃত হইলে দৈত্যগণ বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বিষ্ণুপার্ষদগণ কর্তৃক পরাজিত হইল এবং বলির আদেশে সকলেই পাতালে গমন করিল। প্রতিশ্রুতিদানে অসমর্থ বলিকে গরুড় ভগবদাদেশে বরুণপাশে বন্ধন করিলে ভগবৎপ্রদত্ত ক্লেশ পরম শ্লাঘ্যতম মনে করিয়া বলি তৃতীয়-পদ-বিন্যাস জন্য স্বীয় মস্তক প্রদান করিলেন। এমন সময়ে বলির পিতামহ ভক্তবর প্রহলাদ তথায় উপস্থিত হইয়া বামনদেবকে প্রণাম করিলেন এবং ছলপূর্বক ঐশ্বর্য্যহরণদ্বারা বলির প্রতি ভগবানের

পরম অনুগ্রহের কথা বলিলেন। বলিপত্নী বিষ্ণ্যা-বলী ভগবানের জগৎকর্তৃত্ব, জীবের কর্তৃত্বাভিমান করা মূঢ়তা এবং ভগবানে সর্বস্ব-প্রদান দ্বারা বলির দুঃখের অসম্ভবত্বাদিবর্ণনপূর্বক বলির বন্ধনমুক্তির প্রার্থনা করিলেন। ভক্ত ব্যতীত অন্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্য যাবতীয় অনর্থের মূল—এই কথা বলিয়া ভগবান্ বামনদেব বলিকে সুতলে প্রেরণ এবং তৎসমীপে নিত্য বর্তমান থাকিবার অঙ্গীকার করিলেন।

ভগবচ্চরণে শরণাগতিই জীবগণের পরম প্রয়োজন প্রেমলাভের একমাত্র উপায় জানিয়া মহামতি বলি প্রহলাদসহ সুতলে গমন করিলেন। ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার প্রদান করিয়া বামনদেব জননীর কামনা পূর্ণ করিলেন। ইন্দ্র বামনদেবকে বিমানে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন।

রাজষি সত্যদেব শ্রাদ্ধদেব নামক সন্তম মনুপদে স্থাপিত হন। একদিন নদীতে তর্পণকালে এক শফরী তাঁহার অঞ্জলিহস্ত জলে প্রবেশপূর্বক তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে লইয়া কলসে স্থাপন করিলেন, কিন্তু ঐ মৎস্য কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকিলে রাজা তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৎস্য স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া সপ্তদিবসমধ্যে মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা এবং তৎকালে সমস্ত বীজরাশি ও ঔষধিপূর্ণ নৌকাকে মৎস্যরূপে আকর্ষণ এবং তৎসঙ্গে সত্যব্রতকে রক্ষা করিবেন জানাইয়া অন্তহিত হইলেন।

প্রলয়কালে সত্যব্রত মৎস্যদেবকে বিবিধ স্তুতি করিতে থাকিলে মৎস্যদেব সত্যব্রতকে বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন। মৎস্যদেব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়-গ্রীবকর্তৃক অপহৃত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।



অষ্টম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জাপক)

অ	ক	জন্ম-পরাজয়ে বিবেকীর সমস্তাব
অচিজ্জগৎ ভগবচ্ছরীর ৭১২৫-৩০	কপিল ও যজ্ঞের আবির্ভাব ১১৫	১১১৮
অদিতিকে বরদান ১৭১১৭-২০	কীৰ্ত্তি অবিনাশী ২০৮	জীবের দেহ-স্বরূপ ৫১২৮
অদিতির কেশব-তোষণ ব্রত ১৭১১-৩	কৃষ্ণাবতারের আবির্ভাব ৭১৮-৯	জীবের মান্না-বশ্যত্ব ৫১৩০
অদিতির ভগবৎস্তব ১৭১৮-১০	কৃষ্ণে প্রণতির ফল ২১৩২	জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রাপ্য ৩১১২
অবতার কারণ ৫১৪৬	কৌমুদ মণি ও পারিজাত- ৮১৬	ত
অবতার প্রয়োজনীয়তা ২৪১৫	গ	তামস-মনুর বিবরণ ১১২৭-৩০
অবিদ্যানশের উপায় ২৪১৪৬	গঙ্গার স্বরূপ ২১১৪	ত্রয়োদশ মনুর বিবরণ ১৩১৩০-৩২
অমৃতোৎপত্তি ৮১৩৫	গজেন্দ্র উপাখ্যান ২১২০-৩৩	ত্রয়োদশমন্বন্তরাবতার ১৩১৩২
অষ্টদিগ্গজ ও অষ্টকারিণী ৮১৩৫	এ	ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা ১১১৬-১৭
উৎপত্তি ৮১৫	একাদশ মনুর বিবরণ ১৩১২৪-২৬	দ
অষ্টম মন্বন্তরাবতার ১৩১১৭	একাদশ মন্বন্তরাবতার ১৩১২৬	দশম মনুর বিবরণ ১৩১২১-২৩
অষ্টম মন্বন্তরের বিবরণ ১৩১১১-১৭	ঐ	দশম মন্বন্তরাবতার ১৩১২৩
অসত্যের দোষ ২০১৪	ঐরাবতোৎপত্তি ৮১৪	দান প্রত্যাখ্যানে বলির অসম্মতি ২০১৩
অসন্তোষের পরিণাম ১১১২৬	ঐহিক বস্তুসকল গ্রীহরির ঐশ্বর্য্য ১১১০	দানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ১১১৩৭
অসুরগণের অমৃত লইয়া বিবাদ ৮১৩৮-৪০	গজেন্দ্র-মোক্ষণ ৩১৩৩	দৃশ্য দৃষ্টে দ্রষ্টা ভগবান্ অনুমেয় ৩১১৪
অসুরগণের দেবতা আক্রমণ ১০১৩	গজেন্দ্রের গ্রাহ কর্তৃক আক্রমণ ২১২৭	দেবগণের বলির প্রশংসা ২০১১৯-২০
অসুরগণের নিকট হরির আবির্ভাব ১১২৭	গজেন্দ্রের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত ৪১৩-৪, ৭-১১১	দেবগণের স্বর্গচ্যুতিতে অদিতির বিলাপ ১৬১১
অসুরগণের পাতাল প্রবেশ ২১১২৫	গজেন্দ্রের ভগবদর্শন ৩১৩০-৩২	দেবগণের স্বর্গ পরিত্যাগ ১৫১৩২
অসুরগণের বিষ্ণুহিংসা-চেষ্টা ২১১১৩-১৪	গজেন্দ্রের সারূপ্য মুক্তি ৪১৬, ১৩	দেবাসুর-সংগ্রাম ১০১৪-৫৭
ই	গজেন্দ্রের হরি-স্তুতি ৩১২-২৯	দেহ-গেহাদির নিরর্থকতা ২২১৯
ইন্দের কার্য্য ১৪১৭	চ	দৈত্যগণের অমৃত অপ্রাপ্তির কারণ ১০১১
ঈ	চতুর্দশ মনুর বিবরণ ১৩১৩৩-৩৫	দৈত্যগণের অমৃত হরণ ৮১৩৬
ঈশ্বর-তর্পণ ব্যতীত সবই বিফল ১৬১৬১	চতুর্দশ মন্বন্তরাবতার ১৩১৩৫	দ্বাদশ মনুর বিবরণ ১৩১২৭-২৯
ঈশ্বরের শক্তি-প্রভাব ২৪১৪৯	চাক্ষুষ-মনুর বিবরণ ৫১৭-৯	দ্বাদশ মন্বন্তরাবতার ১৩১২৯
ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ ১১১১-১৬	চাক্ষুষ-মন্বন্তরাবতার ৫১৯	ধ
উ	চাক্ষুষ-মন্বন্তরাবতার-লীলা ৫১১০	ধনত্যাগে কীৰ্ত্তিলাভ ২০১৯
উচ্চৈঃশ্রবা-উৎপত্তি ৮১৩	জ	ধনাপহরণই ভগবৎকৃপা ২২১২৪
উত্তম-মনুর বিবরণ ১১২৩-২৫	জগৎ ও ভগবানে সম্বন্ধ ১২১৭-৮	ধন্বন্তরির উৎপত্তি ৮১৩১-৩৪
	জড়ৈশ্বর্য্য আত্মদর্শন-বিরোধী ২২১১৭	ন
	জড়ৈশ্বর্য্য ভক্তের মোহ-শূন্যতা ২২১১৭	নবম মনুর বিবরণ ১৩১১৮-২০

নবম মন্বন্তরাবতার	১৫২০	বামনদেবের অভ্যর্থনা	১৮২৪-২৭	ভগবৎপূজার ফল	২২২৩
নামকীৰ্ত্তন সৰ্ববৈগুণ্যনাশক		বামনদেবের আবির্ভাব	১৮১১	ভগবৎপ্রপত্তির অন্তরায়	২৪৫২
	২৩১৬	বামনদেবের পরিচয়	১৯-৩০	ভগবৎসেবার সৰ্বকৰ্ম-ফলপ্রাপ্তি	
নিস্তারের উপায়	২৪:৪৭	বামনদেবের প্রাদুর্ভাব-সময়			৯২৯
প			১৮৫-৬	ভগবৎসেবার ফল	২৪৪৮
পয়োব্রত বিধি	১৬২৫-৫৮	বামনদেবের বলি-যজ্ঞে গমন		ভগবৎস্বরূপ	৫২৬-২৭, ২৯
পুরুষের সংসৃতি-হেতু	১৯২৫		১৮২০-২৩	ভগবৎস্মৃতি বিপদুদ্ধারক	১০৫৫
প্রজাপতিগণের মহাদেব-স্তুতি		বামনদেবের বলির প্রশংসা		ভগবদানুকূল্যই স্বধৰ্ম্ম	২০১৩
	৭২১-৩৫		১৯২-১৬	ভগবদ্বিত্বিত্ব	৫১৯৯-৪৪
প্রয়োজনানুরূপ বিত্তই সুখদায়ক		বামনদেবের রূপ বর্ণন	১৮১১-৪	ভগবদপিত কৰ্ম্মের সাফল্য	৫৪৭-৪৮
	১৯২৭	বামনদেবের স্বর্গে গমন	২৩২৪	ভগবদিতর কৰ্ম্মের ফল	৯২৯
প্রহ্লাদের বামন-স্তব	২৩৬-৮	বামনরূপের বুদ্ধি	২০২১	ভগবদন্ত দণ্ড স্নায়াতম	২২৪
প্রাকৃত-গুরুর কার্য	২৪৫১	বারুণীর উৎপত্তি	৮১৩০	ভগবদর্শনের অধিকারী	৩২৭
ব		বিষয়ের অনিত্যতা	২০১৬	ভগবদ্বিশ্বমে বিভিন্ন মত	১২১৯
বলি-উপাখ্যানের ফলশ্রুতি		বিষ্ণু-আরাধনে সৰ্বকৰ্ম্মফলপ্রাপ্তি		ভগবদ্তুক্তি অগম্যা	৫১৩১
	২৩১৩০-৩১		৫১৫০	ভগবদ্তুক্তনের প্রকার	৩৭
বলিকে ভগবানের বরদান	২২১৩১	বিষ্ণু-চরিত সাফল্যে অবর্ণনীয়		ভগবদুমহিমা দুৰ্ব্বোধ্য	৩২৯
বলিকে গুণাচার্যের শাপ দান			২৩২৯	ভগবান্ অজিতের আবির্ভাব	৫১৯
	২০১৪-১৫	বিষ্ণুপার্ষদগণের হরিস্তুতি	২০১৩১	ভগবান্ অনন্তগুণশালী	৫১৬
বলির অশ্বমেধ-যজ্ঞ	১৫১৩৪	বিষ্ণুপূজায় কৰ্ম্ম-বৈগুণ্যের অভাব		ভগবান্ অসুরগণেরও হিতৈষী	২২১৫
বলির ঐকান্তিকতা	২২১৬-৮		২৩১৫-১৬	ভগবান্ ইন্দ্রিয়াদির অগোচর	৩১০
বলির দানে দৃঢ়তা	২০১০-১১	বিষ্ণুর আবির্ভাব	৬১১	ভগবান্ ই শ্রেষ্ঠগুরু	২৪৫০
বলির পাতাল প্রবেশ	২৩১৩	বিষ্ণু পাদোদক মহিমা	১৮২৮	ভগবান্ সৰ্বধৰ্ম্মপ্রবর্তক	১৪৮-৯
বলির বন্ধনে লোকের শোক	২১২৭	বিষ্ণুর পার্ষদগণের অসুর বিনাশ		ভগবান্ ই সেব্য	২৪৪৯
বলির বরুণ-পাশে বন্ধন	২১২৬		২১১৫-১৭	ভগবান্ ও জাগতিক লম্বোৎপত্তি	৩১৪
বলির বামনদেবকে ভূমিদান	২০১৬	বিষ্ণুর প্রতি বলির অহিংসভাব		ভগবান্ কামিগণেরও একমাত্র	
বলির বামনদেবকে ভূমিদান			২০১২-১৩	উপাস্য	৩১৯
সঙ্কল্প	১৯২৮	বিষ্ণুর বলি-রাজ্য অবরোধ		ভগবান্ দুৰ্ব্বোধ-মাহাত্ম্য	৩২৯
বলির বামনদেবে বিশ্বদর্শন			২০১২-৩৪	ভগবান্ নিরপেক্ষ	৫২২
	২০২২-৩০	বিষ্ণুর লক্ষ্মীকে অঙ্গীকার	৮২৫	ভগবান্ বলির রক্ষক	২২১৩৪-৩৬
বলির বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ	১৫১৪	বিষ্ণুর শ্রীমূর্তি-বর্ণন	৬২-৭	ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু	৩১৯
বলির বিষ্ণু-পাদোদক সন্মান	২০১৮	ব্রহ্মার ভগবৎস্তব	৬৮-১৫ ;	ভগবান্ বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব	৫১৪
বলির মোহ-শূন্যতা	২২২৮		১৭২৫-২৮	ভগবান্ ভক্তের লভ্য	৩১১
বলির সত্য সঙ্কল্প	২২১১-৩, ২৯, ৩০	ব্রহ্মার স্তব	৫২৫	ভগবান্ সৰ্বব্রহ্মটা	৫২১
বলির স্বর্গ অবরোধ	১৫২৩	ভ		ভগবান্—স্বতঃপ্রকাশ	৩১৬
বলির স্বর্গাধিকার	১৫১৩৩	ভক্তবেদ্য ভগবৎস্বরূপ	৩১৭-১৮	ভগবানের ঐশ্বর্য্য	৩২২-২৪
বলির স্বর্গে গমন	১৫১০-১১	ভগবৎকৃপাই তৎপ্রাপ্তির হেতু	৩২৮	ভগবানের কারণত্ব	৩১৩
বামনদেবকে যাচঞার্থ বলির		ভগবৎকৃপার পরিচয়	২২২৬	ভগবানের গ্রিগুণাঙ্গীকার	৫২২
অনুরোধ	১৮১৩২				

ভগবানের দুর্জয়ত্ব	৩৬	মহাদেবের বিষপান	৭৪২	স	
ভগবানের নিত্যত্ব	৩৫	মহাদেবের ভগবৎস্তুতি	১২৪-১৩	সকলেই ভগবানের সাপেক্ষ	২৪৪৯
ভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত		মিথ্যাভাষণের স্থান ও কাল	১৯১৯	সত্য ও মিথ্যা কি ?	১৯১৩৮
লীলা ৩৮-৯		মুক্তির উপায়	৪১৭-২৫	সত্য ও মিথ্যার পরিণাম	১৯১৩৯
ভগবানের বিরাট রূপের স্তব		মোহিনীমুক্তির দর্শনার্থ মহাদেবের		সম্ভূত ব্যক্তির সুখ	১৯১২৪
৫১৩২-৩৬		গমন ১২১০-২		সন্তোষই মুক্তির হেতু	১৯১২৫
ভগবানের মায়াদীপ্ত	৫১৩০	মোহিনী-মুক্তিদর্শনে শিবের		সন্তম-মন্বন্তর-বিবরণ	১৩১০-৭
ভগবানের মোহিনী-মুক্তিতে		আত্মবিস্মৃতি ১২১২-২৪		সন্তম-মন্বন্তরাবতার	১৩১৬
আবির্ভাব ৮৪১-৪৬		মোহিনীর সুধা বণ্টন	৯১৯-২১	সমুদ্র-মহন	৭১১-৫
ভগবানের সমুদ্র-মহন	৭১৬	য		সমুদ্রমহনে দেবাসুরের বিভিন্ন	
ভূতসর্গ চতুর্বিধ	৫১৩২	যজ্ঞাবতারের বিবরণ	১১৭-১৯	ফলপ্রাপ্তি	৯১২৮
ভূতোপকারের কর্তব্যতা	২০৭	যোগীগণের বোধ্য ভগবৎ-স্বরূপ		সমুদ্রমহনে বিষোৎপত্তি	৭১৮
ম		৬১৩		সমুদ্র-মহনে বিষ্ণুর উপদেশ	
মৎস্যদেবের বোদোদ্ধার	২৪৫৭	র		৬১২০-২৫	
মৎস্যদেবের সত্যব্রতকে ছলনা		রাহুর চন্দ্র-সূর্য-গ্রাস	৯১৬	সমুদ্র-মহনের উদ্‌যোগ	৬১৩২-৩৫
২৪১৩-২৭		রাহুর ছদ্মবেশে সুধাপান	৯১২৪	সমুদ্র-মহনের কারণ	৫১৩৫-১৮
মৎস্যাবতারের কারণ	২৪১৯-১০	রাহুর মস্তকচ্ছেদন	৯১২৫	সর্বকারণ ভগবানই বেদের	
মৎস্যাবতারের আবির্ভাব	২৪১১২	রৈবত-মনু বিবরণ	৫১২-৪	আশ্রয় ৩১৫	
মৎস্যাবতারের উপাখ্যান	২৪৭-৫৯	রৈবত মন্বন্তরীয় অবতার	৫১৪	জী সংসৃতির কারণ	২২১৯
মৎস্যাবতারের স্তব	২৪১২৮-৩০,	ল		জ্ঞানাত্ম্য দস্যু	২২১৯
৪৬-৫৩		লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি	৮১৮	স্বর্গ শোভা বর্ণন	১৫১১২-২২
মৎস্যাবতারের সত্যব্রতকে		লক্ষ্মীর অভিষেক	৮১১২-১৪	স্বর্বেশ্যা-উৎপত্তি	৮৭
তত্ত্বোপদেশ ২৪৫৪-৫৫		লক্ষ্মীর আশ্রয়ানুসন্ধান	৮১১১-২২	হ	
মনুগণের কার্য বিবরণ	১৪১১-৬	লক্ষ্মীর বিষ্ণুকে স্বামিত্বে বরণ	৮১২৩-২৪	হয়গ্রীবের বেদহরণ	২৪১৮
মনু-বিবরণ	১১১-৪	ল		হরি অবতার কারণ	১১৩০-৩১
মনুষ্যজন্মলাভ ভগবৎকৃপালক্ষণ		গুক্রাচার্যের মিথ্যার গুণকীর্জন	১৯৪১-৪৩	হরি সর্বদ্রষ্টা	১১৯
২২১২৫					
মন্বন্তরের পরিমাণ	১৩১৩৬				



অষ্টম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-জাপক)

অ		অথৈতং পূর্ণম্	১৯৪২	অপরাজিতেন	১০১৩০
অগায়ত যশোধাম	৪১৪	অথোদধৈর্মথ্যমানাৎ	৮১৩১	অপরিজ্ঞেয় বীৰ্য্যস্য	১২১৩৬
অগ্নয়োহতিথয়ো	১৬১১২	অথোপোষ্য	৯১১৪	অপশ্যমিতি হোবাচ	১৯১১২
অগ্নির্বাহঃ	১৩১৩৪	অথো সুরাঃ	১১১১	অপারয়ন্তস্তং বোতুং	৬১৩৪
অগ্নিমুখং	৭১২৬	অদিতিদূর্লভং	১৭১২১	অপারয়ন্নাভিমোক্ষণে	২১৩১
অগ্নিমুখং যস্য	৫১৩৫	অদিতেধিষ্ঠিতং	১৭১২৪	অপি বা কুশলং	১৬১৫
অঙ্গারান্ মুমূচু-	১০১৪৯	অদিত্যা আশ্রমপদং	১৮১১০	অপি বাতিথয়ো	১৬১৬
অচক্ষুরঙ্গস্য	২৪১৫০	অদিত্যৈবং স্ততঃ	১৭১১১	অপি সর্ব্ব কুশলিনঃ	১৬১১০
অজস্য চক্রং	৫১২৮	অদৃশ্যতাষ্টায়ুধবাহঃ	১০১৫৪	অপ্যগ্নয়ন্ত বেলায়াং	১৬১৮
অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়	৬১৮	অদ্য নঃ পিতরঃ	১৮১৩০	অপ্যভদ্রং ন	১৬১৪
অজানন্ রক্ষণার্থায়	২৪১১৫	অদ্য স্থিষ্টঃ ক্রতু-	১৮১৩০	অপ্যুত্তমাং গতিং	২২১২৩
অজিতস্য পদং	৫১২৪	অদ্যগ্নয়ো মে	১৮১৩১	অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যং	১০১১৭
অজিতো নাম	৫১৯	অদন্ত্যতিবলা	২৪১২৪	অপ্রমাণবিদস্তস্যাস্তং	৯১১৩
অজৈষীদজয়াং	২২১২৮	অনাগতাস্তৎসুতাশ্চ	১৩১২৪	অবতারং হরেঃ	২৪১৬০
অজানতস্তুমি	১২১৮	অনাদ্যবিদ্যোপহতা	২৪১৪৬	অবতারকথামাদ্যাং	২৪১১
অজানপ্রভবো মন্যুঃ	১৯১১৩	অনান্যকাঃ শক্রবলে	১১১২৫	অবতারানুচরিতং	২৩১৩০
অণোরগিন্মেন্হপরিগণ্যধাম্	৬১৮	অনিচ্ছতো বলে	২১১১৪	অবতারা ময়া	১২১১২
অতস্তে শ্রেয়সে	১৬১৩৬	অনুগ্রহায় ভূতানাং	২৪১২৭	অবনিজ্যার্চয়ামাস	১৮১২৭
অতীতপ্রলয়াপায়	২৪১৫৭	অনেন যাচমানেন	২১১১১	অবনেজ্যাবহন্	২০১১৮
অতীন্দ্রিয়ং	৩১২১	অন্তঃসমুদ্রেহনুপচন্	৫১৩৫	অবরোপ্য গিরিং	৬১৩৯
অতোহন্যশ্চিস্তনীঃ	১১১৩৮	অন্তরং সত্যসহসঃ	১৩১২৯	অবিক্রিয়ং	৫১২৬
অতোহহমস্য	১৯১৯	অন্মাদ্যোনাশ্বপাকান্	১৬১৫৫	অবিক্রদৃক্ সাক্ষ্যভয়ং	৩১৪
অত্যন্তুতং তচ্চরিতং	৩১২০	অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ	২১২২	অবিষহ্যামি	১৫১২৫
অত্রাপি বহ্নুটৈঃ	১৯১৩৮	অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্	১৬১৫৪	অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ	৭১৪২
অত্রাপি ভগবজ্জন্ম	১৩১৬	অন্যোহ্যপ্যেবং	১১১৪২	অভিগজ্জন্তি হরয়ঃ	২১৬
অথ তস্মৈ ভগবতে	৬১২৭	অন্যোহব্যক্তি	১২১৯	অভিনন্দ্য হরেবীৰ্য্যম্	৫১১৪
অথ তাক্যসূতো	২১১২৬	অন্যো চাপিবলোপেতাঃ	১১১৩৫	অভ্যভাষত তৎ সর্ব্বং	৬১৩০
অথাগ্র ঋষয়ঃ	১১১৪	অন্যো জলস্থলখগৈঃ	১০১১২	অভ্যয়াৎ সৌহাদং	১১১১৩
অথাভ্রম্যে প্রোন্নমিতায়	২১১৩	অন্যো পৌলোমকালেয়া	১০১২২	অভ্রমুপ্রভূতয়োহশ্টৌ	৮১৫
অথাপ্যুপায়ো	১৭১১৭	অনৈশ্চ ককুভঃ	২১৩	অমৃতাপূর্ণকলসং	৮১৩৩
অথাবগতমাহাত্ম্য	১২১৩৬	অন্যোন্যামাসাদ্য	১০১৩৫	অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ	৬১২১
অথারুহ্য রথং	১৫১৮	অন্বতিষ্ঠদ্ ব্রতম্	১৭১১	অমৃষ্যমাণা	১০১৩
অথাসীদ্বারুণী	৮১৩০	অন্ববর্তন্ত যং দেবাঃ	১৬১৩৭	অমোঘা ভগবন্তক্তিঃ	১৬১২১
অথাহমপ্যাঅ-	২২১১১	অন্বশিষ্কন্ ব্রতং	১১২২	অন্তস্ত যদ্রেত	৫১৩৩
অথাহোশনসং	২৩১১৩	অন্বাস্ম সন্নাজমিবান্	৫১৩৭	অয়ং বৈ সর্ব্ব	১৬১৬০

অন্নঞ্চ তস্য	৫২৩	অক্ষমালাং মহারাজ	১৮১৬	আসন্ স্বপৌরুষে	৭৭
অগ্নি ব্যাপশ্যঃ	১২৪৩	আ		আসাং প্রাণপরীপ্সুনাং	৭১৩৮
অরয়োহপি হি সন্ধিয়াঃ	৬২০	আকর্ণপূর্ণৈঃ	১১১০	আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন	৫২৯
অরিষ্টোড়ুধরপ্রক্ষৈঃ	২১২	আকাশগঙ্গা	১৫১৪	আসীদতীতকল্লান্তে	২৪৭
অরিষ্টোহরিষ্টটনৈমিশ্চ	১০২২	আকৃত্যাং দেবহুত্যাঞ্চ	১৫	আসীদগিরিবরো	২১১
অরুপায়োররুপায়	৩৯	আখ্যাস্যে ভগবান্	১৬	আসীনমদ্রাবপবর্গহেতোঃ	৭২০
অর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া	১৬১৩৮	আচার্য্যং জ্ঞানসম্পন্নং	১৬৫৩	আসীনমুদ্রিজাং	২৩১৩
অর্চয়েদরবিন্দাক্ষং	১৬২৫	আচার্য্যদত্তং	১৫২৩	আন্তরীয্য দর্ভান্	২৪৪০
অর্চন্য্যং স্থণ্ডিলে	১৬২৮	আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ	২২১২	আস্থিতস্তদ্বিমানাগ্রং	১০১৮
অক্টিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ	১৬১৯	আজ্ঞাং ভগবতো	২৩১১	আহত্য তিগমগদয়া	১০৫৭
অর্থং কামং	২০২	আজ্ঞান্ সুসমৃদ্ধান্	১৭১৫	আহত্য ব্যনদৎ	১১২৩
অর্থৈঃ কামৈর্গতা	১৯২৩	আজ্ঞান শুদ্ধভাবেন	১৬৫৯	আহ্বয়ন্তো বিশন্তঃ	১০২৭
অলক্ষয়ন্তস্তমতীববিস্বলা	১১২৫	আজ্ঞাভেন পূর্ণার্থো	১১৫	ই	
অলব্ধভাগাঃ সোমস্য	১০২৩	আজ্ঞাংশভূতাং	১২৪২	ইচ্ছামি কালেন	৩২৫
অলব্ধাভ্রাবকাশং	২৪১৭	আজ্ঞাজাগুগৃহ-	৩১৮	ইতস্ততঃ প্রসপন্তী	১২২৯
অশ্বিনারুভবো	১৩৪	আজ্ঞানং জগ্নিনং	১৯৬	ইতি তদৈন্যমালোক্য	৮৩৭
অশ্রৌষীদৃষিভিঃ	২৪৫৬	আজ্ঞানং মোচয়িত্বাঙ্গ	১২৩০	ইতি তুষ্ণীং স্থিতান্	৭৪
অশ্মসারময়ং	১১৩০	আজ্ঞাবাস্যমিদং	১১০	ইতি তে তামভিদ্ভূত্যা	৯২
অষ্টমেহস্তর	১৩১১	আদিত্যানামবরজো	১৩৬	ইতি তেহভিহিতঃ	১২৪৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি	১২২	আদিত্যা বসবো	১৩৪	ইতি তে ক্ষেপিতৈস্তস্য	৯১১
অসতাক্ষান্নয়োজ্ঞায়	৩১৪	আদিশ ত্বং	১৬২৩	ইতি দানবদৈতেয়া	১০১১
অসদবিষয়মভিঘ্নং	১২৪৭	আদ্যন্তাবস্য	১২৫	ইতি দেবান্	৬২৬
অসুরা জগৃহস্তাং	৮৩০	আদ্যন্তে কথিতো	১৪	ইতি বৈরোচনঃ	১৯১
অসুরাণাং	৯১৯	আনিন্যে কলসং	২০১৭	ইতি ব্রুবানং	২৪৩১
অহং কলানাম্	১২৪৩	আনীতো দ্বিপমুৎসৃজ্য	১১১৬	ইতি ব্রুবানো	২২১৭
অহং গিরিগ্রস্থ	৬১৫	আপন্নঃ কৌজরীং	৪১২	ইতি মন্ত্রোপনিষদং	১১৭
অহং ত্র্যমৃষিভিঃ	২৪৩৭	আপন্ন-লোকবুজিন-	১৭৮	ইতি শত্রুং	১১৩৭
অহং পূর্বমহং	৮৩৮	আবর্তনোদ্বর্তন-	১২১৯	ইতি স্বান্	৮৪০
অহং ভবো	৫২১	আভিষেচনিকা	৮১১	ইথং গজেন্দ্রঃ	২৩১
অহশ্চ রাগ্নিঞ্চ	২০২৭	আমন্ত্য তং	১২৪১	ইথং বিরিঞ্চ-	১৮১
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং	১৬৪৯	আম্লঃ পরং বপুঃ	১৭১০	ইথং সনিশ্চিত্যা	২২১০
অহিমুষিকবদেবা	৬২০	আয়ুত্বতোহমুখারায়	১৩২০	ইথং সশিষ্যোষু	১৮২৩
অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদুঃমুখ	৭১৪	আরুর্কুন্তি	১১৫	ইথমাদিশ্য	২৪৩৯
অহো প্রণামায়	২৩২	আরুহ্য প্রযাবাবিধং	৬৩৮	ইত্যভিযাহ্যতং	৯১৩
অহো বত ভবান্যেতৎ	৭৩৭	আরুহ্য বৃহতীং	২৪৩৫	ইত্যাদিশ্য হাষীকেশঃ	৪২৬
অহো ব্রাহ্মণদায়াদ	১৯১৮	আরোত্তিরে সুরা	৭১১	ইত্যভাষ্য সুরান্	৫২৪
অহো মায়াবলং	১৬১৮	আর্য্যকস্য সূতঃ	১৩২৬	ইত্যায়ুধানি জগৃহঃ	২১১৩
অহো রূপমহো	৯২	আশু তুষ্যতি মে	১৬২৩	ইত্যাহ মন্ত্রদৃগৃষিঃ	২৩২৯

ইত্যাক্ষিপ্য বিভূং	১১১০	উদতিষ্ঠন্মহারাজ	৮১৩১	ঋষেস্তু বেদশিরসসম্ভিতা	১২১০
ইত্যন্তঃ সোহনম্নৎ	২৪১২৩	উদযচ্ছদ্মদা বজ্রং	১১১২	ঋষ্যশৃঙ্গঃ	১৩১১৫
ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং	২৪১৫৪	উদযচ্ছদ্রিপুং	১১১২৭	ঐ	
ইত্যুক্তবন্তং পুরুষং	২৩১১	উদীপয়ন্ দেবগণাংশ্চ	৭১১১	এক একেশ্বরস্তুস্মিন্	৬১১৭
ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতেন	২৪১৪	উদ্ধৃতাংসি নমস্তুত্যাং	১৬১২৭	একদা কশ্যপ	১৬১২
ইত্যুক্তঃ স হসন্	১১১২৮	উবীক্ষতা সা	১৭১৭	একদা কৃতমালায়্যং	২৪১১২
ইত্যুক্তা সাদিতী	১৭১১	উদ্যতানুধদোদর্দৈঃ	১০১৪০	একশৃঙ্গধরো	২৪১৪৪
ইত্যুক্তা হরিমানত্য	২৩১৩	উদ্যমং পরমং	৬১৩২	একস্তুমেব	১২১৮
ইত্যুপামক্সিতো	৯১৮	উদ্যানমুতুমম্মাম	২১৯	একান্তিনো যস্য	৩২১০
ইদং কৃতান্তান্তিক-	২২১১১	উপগীম্যমানানুচরৈঃ	১১১৪৫	একর্ণবে নিরালোকে	২৪১৩৫
ইদমাহ হরিঃ প্রীতো	৪১১৬	উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং	১৬১২০	এতচ্ছ্রয়ঃ পরং	২৩১১৭
ইদানীমাসতে	১৩১১৬	উপধাব পতিং	১৭১১৯	এতৎ কল্পবিকল্পস্য	১৪১১১
ইন্দ্রজ্যেষ্ঠৈঃ স্বতনয়ৈঃ	১৭১১৪	উপর্যাগেন্দ্রং	৭১১২	এতৎ পয়োব্রতং	১৬১৫৮
ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো	৪১৭	উপর্য্যধশ্চান্নি	৭১১৩	এতৎ পরং	৭১৩৫
ইন্দ্রদ্যুম্নোহপি	৪১১১	উপস্থাস্যতি নৌঃ	২৪১৩৩	এতদ্বৈবিতুমিচ্ছামো	১৫১২
ইন্দ্র প্রধানান্	২০১২৬	উপস্থিতস্য মে	২৪১৩৬	এতত্ত্বগবতঃ কৰ্ম্ম	৫১১২
ইন্দ্রসেন মহারাজ	২২১৩৩	উপাধাবৎ পতিং	১৭১২১	এতন্মো ভগবন্	২৪১৩
ইন্দ্রস্য বৈধৃতঃ	১৩১২৫	উপেতোভ্রমৌ	২২১১৫	এতন্মহারাজ তবেরিতো	৪১১৪
ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব	১৪১২	উপেন্দ্রং কল্পয়াঞ্চক্রে	২৩১২৩	এতন্মুহঃ	১২১৪৬
ইন্দ্রো জন্তস্য	১১১১৮	উবাচ চরিতং বিষ্ণোঃ	২৪১৪	এতন্মো ভগবান্	১৬১২৪
ইন্দ্রো ভগবতা	১৪১৭	উবাচ পরমপ্রীতো	১২১৩৭	এতন্মিহান্তরে	৮১৪১
ইন্দ্রো মত্তক্রমস্ত্র	৫১৮	উবাচ বিপ্রাঃ	১১৩৩	এতান্ বয়ং	২১১২৪
ইমে বয়ং	৫১৩১	উবাচোৎফুল্লবদনো	৫১২০	এতাবদুত্তা	১৭১২১
ইমে সপ্তর্ষমস্ত্র	১৩১১৬	উরুক্রমস্য চরিতং	২৩১২৮	এতাবদৈব সিদ্ধঃ	১৯১২৭
ইন্দ্রবলঃ সহ বাতাপিঃ	১০১৩২	উরুক্রমস্যাভিঃ	২০১৩৪	এতাবান্ হি	৭১৩৮
ইক্ষ্বাকুর্ভগশ্চৈব	১৩১২	উশনা জীবয়ামাস	১১১৪৭	এতৈর্মত্রে হাষীকেশং	১৬১৩৮
ঈ		উশেট্রঃ কেচিদিদৈঃ	১০১৯	এবং গজেন্দ্রমুপবণিত-	৩১৩০
ঈড়িরেহবিতথৈর্মত্রে	৮১২৭	উ		এবং তাং	১২১২৪
ঈশো নগানাং	৫১৩৪	উচুঃ স্বভর্তৃরসূরা	২১১৯	এবং হুহরহঃ	১৬১৪৭
ঈহতে ভগবানীশো	১১১৫	উরুগন্তীরবুধাদ্যাঃ	১৩১৩৩	এবং দ্বৈতৌর্মহামায়ৈঃ	১০১৫২
ঈহমানো হি পুরুষঃ	১১১৪	উজ্জ্বলস্তাদয়ঃ সপ্ত	১১২০	এবং নষ্টানুতঃ	১৯১৪০
ঈক্ষ্মা জীবয়ামাস	৬১৩৭	উর্কোবিজেজোহিঃ	৫১৪১	এবং নিরাকৃতো	১১১১১
ঊ		ঋ		এবং পুত্রেষু নষ্টেষু	১৬১১
উচ্চাবচেষু ভূতেষু	২৪১৬	ঋতধামা	১৩১২৮	এবং বলৈর্মহীং	২৩১১৯
উৎসসজ্জ নদী	২৪১১৩	ঋষয়ঃ কল্পয়াঞ্চক্রে	৮১১২	এবং বিপ্রকৃতো	২২১১
উৎক্ষিপ্য সাম্বুজবরং	৩১৩২	ঋষয়শ্চ তপোমুতিঃ	১৩১২৮	এবং বিমুষ্যাব্যভিচারি	৮১২৩
উত্তমঃশ্লোকচরিতং	২৪১৩	ঋষয়শ্চারণাঃ	৪১২	এবং বিমোহিতঃ	২৪১২৫
উথায়াপররাত্রান্তে	৪১২৪	ঋষিরূপধরঃ	১৪১৮	এবং বিমোক্ষ্য	৪১১৩

এবং বিরিঞ্চাদিভিঃ	৬১১৬	করোতি শ্যামলাং	২১৪	কিঞ্চাশিমো রাত্যপি	৩১১৯
এং ব্যবসিতো	৩১১	করোমৃত্যং তন্ন	২২১২	কিন্নরৈরপ্সরোভিষ্ঠ	২১৫
এবং ভগবতা	১২১৪১	কর্ণাভরণনির্ভাতকপোল	৬১৫	কিমাশ্বনানেন	২২১৯
এবং শন্তঃ	২০১১৬	কর্তুং সমেতাঃ	১৪১৪৯	কিমিদং দৈবযোগেন	১১১৩৩
এবং শন্ত্ৰুগতোহগন্ত্যো	৪১১১	কর্তুঃ প্রভোস্তুব	২২১২০	কীৰ্ত্তিং দিক্ষু	১৫১৩৫
এবং স বিপ্রার্জিত-	১৫১৭	কৰ্ম্ম দুৰ্ব্বিষহং	৫১৪৬	কীৰ্ত্তির্জ্যোহজ্জ্যে	১১১৭
এবং স নিশ্চিতা	১৯১১০	কৰ্ম্মাগি কারয়ামাসু	১৮১১৩	কৃতঃ পূর্ণব্রহ্ম	২০১১০
এবং সুমন্ত্রিতার্থান্তে	১৫১৩২	কৰ্ম্মাণ্যনন্তপুণ্যানি	৪১২১	কৃতন্তুং কৰ্ম্মবৈষম্যং	২৩১১৫
এবং সুরাসুরগণাঃ	৯১২৮	কলসাপ্স নিধায়	২৪১১৬	কুন্দৈঃ কুরুবকাশৌকৈঃ	২১১৮
এবং স্ততঃ	৬১১	কল্পতে পুরুষস্যৈষ	৫১৪৮	কুজকৈঃ স্বর্ণযুথীভিঃ	২১১৮
এবমভ্যথিতো	১২১১৪	কল্পয়িত্বা	৯১২০	কুমুদঃ কুমুদাক্ষণ	২১১১৬
এবমভ্যথিতো	১৬১১৮	কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং	২৪১১৮	কুমুদোৎপলকহলার	২১১৫
এবমশ্রদ্ধিতং	২০১১৪	কশ্চিন্মহাংস্তত্র	৮১২০	কুশেষু প্রাবিশন্	৯১১৫
এবমামন্ত্য	৭১৪১	কশ্যপাদদিতৈঃ	১৯১৩০	কুক্ষিঃ সমুদ্রাঃ	৭১২৮
এবমারাদনং	৫১৪৯	কশ্যপোহস্মি	১৩১৫	কুজদ্বিহঙ্গমিথুনৈঃ	১৫১১২
এবমিদ্ভ্য উগবান্	২৩১৪	কস্মাদ্বয়ং কৃসৃতয়ঃ	২৩১৭	কুৎস্না তেহনেন	২২১২২
এষ তে স্থানম্	১৯১৩২	কস্য কে পতি	১৬১১৯	কৃতং পুরাভগবতঃ	১১৬
এষ দানব-	২২১২৮	কস্যাসি বদ	৯১৩	কৃতকৃত্যমিবাশ্বানং	১৫১৩৬
এষ বিপ্রবলোদকঃ	১৫১৩১	কাঞ্চীকলাপবলয়	৬১৬	কৃতস্থানবিভাগান্তে	৭১৫
এষ বৈরোচনে	১৯১৩০	কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্লভ	৮১৪৫	কৃতবান্ কুরুতে	১১৩
এষ মে প্রাপিতঃ	২২১৩১	কাণেন পঞ্চহমিতেষু	৩১৫	কৃতো নিবিশতাং	১১১৩৪
এষা বা উত্তমঃ শ্লোকঃ	২০১১৩	কা ত্বং কজপলাশাক্ষি	৯১৩	কৃত্বা বপুঃ	৭১৮
ঐ		কাব্যোনানুগৃহীতৈঃ	৬১১৯	কৃত্বা প্রদক্ষিণং	১৬১৪২
ঐরাবগাদয়ন্তুভেটৌ	৮১৫	কামদেবেন দুর্মর্ষ-	১০১৩৩	কৃত্বা শিরসি	১৬১৪৩
ঐরাবতং দিক্করিণম্	১০১২৫	কামস্য চ বশং	১২১২৭	কেচিদগৌরমুখৈঃ	১০১৯
ঐশ্বর্যং শ্রীর্ষশঃ	১৬১১৬	কামাধ্বরগ্নিপুং	৭১৩২	কেনাহং বিধিনা	১৬১২২
ও		কামিনাং বহু মন্তব্যং	১২১১৬	কেশবক্স উপানীয়	১২১২৮
ওঁ নমো ভগবতে	৩১২	কাম্যে বলিস্তস্য	২০১২২	কেশবায় নমস্তভ্যং	১৬১৩৫
ওজঃ সহো	১৫১২৭	কারয়ৈচ্ছাস্তদুত্তেটন	১৬১৫০	কেশেষু মেঘান্	২০১২৬
ওজস্বিনং বলিং	১৫১২৯	কারয়ৈৎ তৎকথাভিঃ	১৬১৫৭	কো নু মে	১২১৩৯
ক		কালং গতিং	৭১২৬	কো নু মে	১৬১১৩
কথন্ত উপপ্ররুঞ্চং	৭১৩৩	কালং ক্রতুঃ	৭১২৫	কৌতূহলায় দৈত্যানাং	১২১১৫
কথং কশ্যপদায়াদাঃ	৯১৯	কালরাপেণ	১৪১৯	কৌপীনাচ্ছাদনং	১৮১১৫
কথং বিসৃজসে	২৪১১৪	কালেনাগতনিদ্রাস্য	২৪১৮	কৌস্তভাখ্যমভূদ্রয়ং	৮১৬
কদম্ববেতস-	২১১৭	কালো ভবান্	১৭১২৭	কৌস্তভাভরণাং	৬১৬
কপটযুবতিবেশো	১২১৪৭	কিং জায়মান-	২৩১২৯	ক্রমতো গাং	১৯১৩৪
কবন্ধান্ত্র	১০১৪০	কিং জায়য়া সংসৃতিঃ	২২১৯	ক্রমকৈর্নারিকেলৈশ্চ	২১১১
কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ	১৮১১৬	কিং বা বিদামেশ	৬১১৫	ক্রিয়মাণে কর্ম্মণীদং	২৩১৩১

ক্ৰীড়ার্থমাখনং	২২২০	গো-ব্রাহ্মণার্থে	১৯৪৩	জ	
ক্ৰেণভাজো ভবিষ্যন্তি	৬২৩	গ্রামান্ সমিদ্ধান্	১৮১৩২	জগদ জীমূতগভীরয়া	৬১৬
ক্ৰেণভূষ্যন্তসারাগি	৫৪৭	গ্রাহ্যাদ্বিপাতিতমুখাদরিণা	৩১৩৩	জগাম তত্রাখিল	১৮১২০
কুচিচ্চিরায়ূর্ন হি	৮২২	গ্রাহেণ পাশেন	২১৩২	জগুর্ভদ্রাণি	৮১২
কুদেহো ভৌতিকঃ	১৬১৯	ঘ		জগ্নু ভৃশং	১১১১
খ		ঘৃণী করেণুঃ	২১২৬	জজাপ পরমং জাপ্যং	৩১১
খঞ্চ কায়েন	১৯১৩৪	চ		জটধরস্তাপস	৪১৮
খেভ্যন্ত হৃন্দাংস্ব্যম্নো	৫১৩৯	চক্রোণ ক্ষুরধারেণ	৯২৫	জটিলং বামনং	১৮১২৪
গ		চচাল বজ্রং	৮১৭	জতীকৃতং	১২১৩৫
গঙ্গাং সরস্বতীং	৪২৩	চতুর্থ উত্তমভ্রাতা	১২৭	জগ্নাবতাড়য়চ্ছক্লং	১১১৪
গজাস্তরঙ্গাঃ	১০১৩৭	চতুর্বিংশদৃগুণজ্ঞান	১৬১৩০	জনোহবুধোহয়ং	২৪১৪৭
গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং	৫১১	চতুর্ভিশ্চতুরো	১০১৪১	জনো জনস্য	২৪১৫১
গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাৎ	৪১৬	চতুর্ভুজঃ শঙ্খ	১৮১১	জন্মকর্মবয়োৱরূপ-	২২১২৬
গতাসবো নিপতিতা	৫১১৫	চতুর্যুগান্তে	১৪১৪	জপেদণ্ডোত্তরশতং	১৬১৪২
গতিং ন সুক্ষ্মানুসন্ধান	৫১৩১	চরণাযক্ষরক্ষাংসি	১৮১৯	জমদগ্নির্ভরদ্বাজঃ	১৩১৫
গদাপ্রহারব্যথিতো	১১১১৫	চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং	৩১৭	জন্তং শ্রুত্বা হতং	১১১৯
গন্ধধূপাদিভিচ্চার্চ্যে	১৬১৩৯	চরুং নিরূপ্য	১৬১৫১	জন্তস্তঃ শ্রুতদেবশ্চ	২১১২৭
গন্ধর্ব্বমখ্যো	১১১৪১	চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ	১০১৪২	জয়োরুগায়	১৭১২৫
গন্ধর্ব্বসিদ্ধবিবুধৈঃ	৪১১৩	চিহ্নং তবেহিতম্	২৩১৮	জলকুঙ্কটকোষলি	২১১৬
গন্ধর্ব্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণ-	৮১১৯	চিহ্নদ্রুমসুরোদ্যান	২১৭	জলাশয়েহসস্মিতং	২৪১২৩
গাং কাঞ্চনং	১৮১৩২	চিহ্নধ্বজপটৈঃ	১০১১৩	জহসুর্ভাবগভীরং	৯১১১
গাবঃ পঞ্চ-	৮১১১	চিহ্নবাদিত্র	১৮১৭	জাতঃ স্বাংশেন	১৩১২৩
গায়ন্তোহতি	১৮১১০	চিহ্নসেনবিচিহ্নাদ্যা	১৩১৩০	জানংশ্চিকীষীতং	১৯১২৯
গালবো দীপ্তিমান্	১৩১১৫	চিন্তয়ন্ত্যেকয়া	১৭১২	জানামি মঘবন্	১৫১২৮
গিরিং গরিম্বা	২১২৩	চিন্তয়ামাস কালজঃ	১৯১৭	জানুভ্যাং ধরণীং	১১১১৫
গিরিঞ্চারোপ্য	৬১৩৮	চূতৈঃ পিন্নালৈঃ	২১১১	জাহবানুক্ষরাজস্ত	২১১৮
গিরিপাতবিনিষ্পষ্টান্	৬১৩৭	চূর্ণয়ামাস মহতা	৬১৩৫	জিগীষমাণং	১৫১৪
গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং	১১১৯	ছ		জিহ্বাসুরিন্দ্রং	১১১২৯
গুণময্যা স্বশক্তাস্য	৭১২৩	ছন্দাংসি	৭১২৮	জিজীবিষে নাহমিহামুন্না	৩১২৫
গুণারণিচ্ছনচিদুত্থপায়	৩১১৬	ছন্দোময়েন গরুড়েন	৩১৩১	জিহ্বা বালান্	১১১৪
গুণেষু মায়াচরিতেষু	৫১৪৪	ছত্রং সদগুং	১৮১২৩	জুষ্টাং	১৫১১৫
গুরুণা ভৎসিতঃ	২২১৩০	ছলৈরুক্তোময়া	২২১৩০	জৈত্রৈর্দোভিজগদভয়দৈঃ	৭১১৭
গুণন্তি কবয়ো	১১২	ছাপয়ামাসুরসুরাঃ	১১১২৪	জাতিভিশ্চ পরিত্যক্তঃ	২২১২৯
গুধৈঃ কঙ্কৈবকৈরন্যে	১০১১০	ছায়াতপো যত্র	৫১২৭	জাতীনাং পশ্যতাং	১১১২৮
গৃহাদপুজিতা যাতাঃ	১৬১৬	ছায়া ব্রহ্মোন্মিশু	৭১৩০	জাতীনাং বদ্ধবৈরাগাং	৯১৬
গৃহীত-দেহং	১৮১১১	ছায়াসু মৃত্যুং	২০১২৮	জাতুমিচ্ছাম্যদো	২৪১২৯
গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো	১৬১৭	হিন্দ্যর্থদীপৈঃ	২৪১৫৩	জাত্বা তদানবেক্ষস্য	২৪১৯
গো-বিপ্র-সুর-	২৪১৫	হিঙ্কি ভিঙ্কি	১০১৪৮	জ্ঞানঞ্চ কেবলম্	১৭১১০

জানধানুষুগং	১৪৮	ততঃ সুপর্ণাংস-	১০৫৪	তথাপি বদতো	২৩১৭
জ্যোতির্ধামাদায়ঃ	১২৮	ততঃ সুরগণাঃ	১০৪	তথাপি লোকাপায়-	৩৮
জ্যোতিঃ পরং	৭১৩১	ততশ্চাপ্সরসো	৮৭	তথাপি লোকো	২৪৫২
ত		ততশ্চাবিরভূৎ	৮৭৮	তথাপি সর্গস্থিতি-	৫২২
ত এব নিয়মাঃ	১৬১৬১	ততস্ততো	৮১৮	তথাপোনং	২০১২
ত এবমাজাবসুরাঃ	১০১৩৫	ততস্তদনুভাবেন	১৫১৩৫	তথা বিধেহি	১৬১৭
তং তন্ন কশিন্ নৃপ	২২৭	ততস্তুরাষাড়িমুদ্রক	১১২৬	তথা যতোহয়ং	৩২৩
তং তদ্বদন্তমুপলভ্য	৩১৩১	ততস্তিভ্রঃ পুরস্কৃত্য	২৩২৪	তন্মৈচ্ছন্ দৈত্যপতয়ো	৭১৩
তং তুপ্টবুঃ	১১৪০	ততস্তে মন্দরগিরিম্	৬১৩৩	তদ্বৎকিঞ্চ	১৯৪১
তং হ্রাং বয়ং	৬১১৩	ততোহভবৎ	৮১৬	তদ্ব্যথা ব্রহ্ম-	১৯৪০
তং স্বামর্চস্তি	৭২২	ততোহভিষিষিচুর্দেবীং	৮১৪	তদভুতং	১১১৩২
তং দুরত্যমাহাশ্রয়ং	৩২৯	ততো গজেন্দ্রস্য	২১৩০	তদা দেবমিগন্ধর্কো	৪১১
তং নর্মদায়ান্তট	১৮২১	ততো গৃহীত্বাহমৃতভাজনং	৯১২	তদাপতদৃগগনতলে	১১১৩১
তং নাতিবত্তিতুং	২১২০	ততো দেবাসুরাঃ	৬১৩২	তদানুভাবানাং সঃ	২৪২১
তং নির্জিতাশ্রয়গুণং	৫১৩০	ততো দদর্শোপবনে	১২১৮	তদা সর্বাঙ্গি ভূতানি	২৩২৩
তং নেত্রগোচরং	১৭৫	ততো ধর্মং	১৪৫	তদাহসুরেন্দ্রং	২০১৯
তং বটুং বামনং	১৮১৩	ততো নিপেতুস্তরবো	১০৪৬	তদিদং কালরশনং	১১৮
তং বক্রং বারুণঃ	২১২৮	ততো ব্রহ্মসভাং	৫১৮	তদুগ্রবেগং দিশি	৭১৯
তং বিশ্বজগ্নিনং	১৫১৩৪	ততো মহাঘনা	১০৪৯	তদ্বামনঃ রূপম্	২০২১
তং বীক্ষ্য তৃক্ষীম্	৪১৯	ততো রথঃ	১৫৫	তদ্বিমং জঙ্ঘু মারেভে	৭৪১
তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ	৩১৩৩	ততো রথো মাতলিনা	১১১৬	তদ্বীক্ষ্য ব্যাসনং	৭১৩৬
তং ব্রাহ্মণা	১৫১৪	তত্তস্য তে সদসতোঃ	৭১৩৪	তদ্ব্যলীকফলং	২১ ৩৪
তং ভূতনিলয়ং	১১১১	তত্ত্বরোচত দৈতস্য	৬১৩১	তপঃসারময়ং	১১১৩৫
তৎকথাসু মহৎ	১১৩২	তন্ন ক্ষিপ্তা	২৪১৯	তপঃসারমিদং	১৬১৬০
তৎকর্ম সর্ব	২০১৯	তন্ন দানবদৈত্যানাং	২২১৩৬	তপসা শ্বশ্নঃ	১৪৪
তৎ তেহং	১২১৬	তন্ন দেবাঃ	১৩১২	তপোদানং ব্রতং	১৬১৬১
তৎপাদশৌচং	১৮২৮	তন্ন দেবাসুরো	১০৫	তন্ত্বেহ্যবদাতেন	৬৪
তৎ প্রশাম্যতি	১৯২৬	তন্ন রাজশ্বমিঃ	২৪১০	তপ্যন্তে লোকতাপেন	৭৪৪
তৎসূতা ভূরিষণাদ্যাঃ	১৩২১	তন্নাদৃষ্টব্রহ্মপায়	৫২৫	তপ্যমানস্তপো	১৮
তত আদায় সা	২৪২১	তন্নান্যোহন্যং	১০১৬	তবৈব মারীচ	১৬১৪
তত উক্লেঃপ্রবা নাম	৮১৩	তন্নাপি জঙ্ঘে ভগবান্	১১৩০	তবৈব চরণান্তোজং	১২১৬
তত ঐরাবতো	৮৪	তন্নাপি দেবসমুদ্ভূত্যাং	৫১৯	তমঃপ্রকৃতি দুর্ম্মর্ষং	২৪২
ততঃ করতলীকৃত্য	৭৪২	তন্নাবিনষ্টাবয়বান্	১১৪৭	তমবিক্রবম্	১২১৩৭
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়ন্	৮১৭	তন্নামৃতং সুরগণাঃ	৯২৮	তমস্তদাসীদৃগহনং	৩৫
ততঃ প্রাদুরভ্রষ্টেলঃ	১০৪৫	তন্ত্বেদো রোচনস্তাসী	১২০	তমহমখিলহেতুং	২৪১৬১
ততঃ শূলং	১০৪৪	তন্ত্বেকদা তদগিরিকানন-	২২০	তমক্ষরং ব্রহ্ম	৩২১
ততঃ সমুদ্র-	২৪১৯	তথাহসুরানাবিশদাসুরেণ	৭১১	তমাত্মনোহনুগ্রহার্থং	২৪১৫
ততঃ সমুদ্র-	১০৫১	তথাতুরং যুথপতিং	২২৮	তমাত্মন্তং সমালোক্য	১৯৮

তমালোক্যাসুরাঃ	৮।৩৫	তস্যা আসনমানিন্যে	৮।১০	তামারুরোহ	২৪।৪২
তমাহনন্বপ	১১।৩১	তস্যাং কৃতাতিপ্রগ্নাঃ	৯।২৩	তারকশচক্রদৃক্	১০।২১
তমাহ কো ভবান্	২৪।২৫	তস্যাং চক্রঃ	৮।৯	তুলৈশ্বর্যাবলশ্রীতিঃ	১৫।১০
তমাহ সাতিকরুণং	২৪।১৪	তস্যাং নরেন্দ্র	৯।১৭	তুষ্টাব দেবপ্রবরঃ	৬।৭
তমিদ্রসেনঃ	২২।১৩	তস্যাং যজ্ঞে	১।২১	তুষ্টবুর্নুন্যো	১৮।৮
তমীহমানং নিরহকৃতং	১।১৬	তস্যাংসদেশ-	৮।২৪	তৃষ্ণীং তৃহ্না ক্রুপং	২০।১
তমুখিতং বীক্ষ্য	৭।৯	তস্যাঃ করাগ্রাৎ	১২।২৩	তৃষ্ণীমাসন্	৯।২২
তমুচুর্নয়ঃ	২৪।৪৩	তস্যাঃ প্রাদুরভুৎ	১৭।৪	তৃতীয় উত্তমো নাম	১।২৩
তন্নাপহাতবিজানঃ	১২।২৫	তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো	৮।২৫	তৃতীয়াং বড়বামেকে	১৩।৯
তন্নোঃ স্বকলয়া	৫।৪	তস্যাজলদ্যুদকে	২৪।১২	তেহন্যোহন্যতোহসুরাঃ	৯।১
তন্নামশ্চ পৃষধুশ্চ	১৩।৩	তস্যা দীনতরং	২৪।১৬	তেহন্যোহন্যমভিসংস্থ্য	১০।২৭
তন্নীলয়া গরুড়মুচ্ছি	১০।৫৬	তস্যানুধাবতো	১২।৬২	তে ঋত্বিজো	১৮।২২
তন্মৌ দিবি	৭।১২	তস্যানুভাবঃ	৫।৬	তেন ত্যজেন	১।১০
তন্মৌ নিধায়	৮।২৪	তস্যানুশুবতো	২২।১৮	তে নাগরাজমামন্ত্য	৭।১
তন্ম ইতু্যপনীতায়	১৮।১৭	তস্যাপি দর্শন্যামাস	৭।৪৩	তেনাহং নিগৃহীতঃ	২২।৭
তন্মা ইমং	৪।১০	তস্যাসন্ সর্বতো	১০।১৯	তেনৈব সহসা	৬।২
তন্মাৎ কালং	২১।২৪	তস্যাসন্ সর্বতো	১০।২৬	তে পালয়ন্তঃ	৯।২২
তন্মাৎ ত্বভো মহীম্	১৯।১৬	তস্যাসৌ পদবীং	১২।৩১	তে বৈরোচনমাসীনং	৬।২৯
তন্মাৎ ব্রীণি পদানি	১৯।২৭	তস্যেথং ভাষমাগস্য	২২।১২	তেষাং কালঃ	২০।৮
তন্মাদ্রুতিকরীং	১৯।২০	তস্যোপনীতমানস্য	১৮।১৪	তেষাং পদাঘাত	১০।৩৮
তন্মাদ্রুজামঃ	৫।২৩	তাং জলন্তীং	১০।৪৩	তেষাং প্রাণাত্যন্নে	৪।২৫
তন্মাদস্য বধো	২১।১৩	তাং দেবধানীং	১৫।২৩	তেষাং বিরোচনসূতো	১৩।১২
তন্মাদিদং গরং	৭।৪০	তাং দৈবীং	১১।৩৯	তেষামন্তর্দধে রাজন্	৬।২৬
তন্মাদিন্দ্রোহবিভেৎ	১১।৩৩	তাং বীক্ষ্য	১২।২২	তেষামাবিরত্বদ্রাজন্	৬।১
তন্মাদীশভজন্ত্যা	১৬।১৫	তাংশোপবেশন্যামাস	৯।২০	তেষামেবাপমানেন	১৫।৩১
তন্মাদেতদ্রতং	১৬।৬২	তাং শ্রীসখীং	৯।১৮	তে সর্ব্বং বামনং	২১।১৪
তন্মাম্লিলয়মুৎসৃজ্য	১৫।৩০	তাংস্তথাবসিতান্	১।১৮	তে সুনিবিগ্নমনসঃ	৭।৭
তন্মিন্ প্রবিষ্টে	১০।৫৫	তাংস্তথা ভগ্নমনসো	৬।৩৬	তৈরেব সন্তবতি	৯।২৯
তন্মিন্ বলিঃ	৮।৩	তাংস্তান্ বিসৃজতীং	১২।৩৯	তৈস্তৈঃ স্বেচ্ছাভূতৈরাপৈঃ	৫।৪৬
তন্মিন্ সরঃ সুবিপুলং	২।১৪	তান্ বিনিজ্জিত্য	১৭।১৩	তোন্নৈঃ সমহংগৈঃ	২১।৬
তন্মিন্মনৌ স্পৃহা	৮।৬	তান্ দসুন্	১১।৫	তোষ্মেদৃজ্জিঃ	১৬।৫৩
তন্মৈ নমঃ পরেশায়	৩।৯	তানভিপ্রবতো দৃষ্টা	২১।১৫	ত্বং তাবদোষধীং	২৪।৩৪
তন্মৈ নমস্তে	২২।১৭	তানি রূপ্যস্য	১২।৩৩	ত্বং ত্বায়ং	২৪।৫১
তন্মৈ বলিবারুণী	২২।১৪	তাবৎ সুতলমধ্যাঃ	২২।৩২	ত্বং ত্বামহং	২৪।৫৩
তস্য কর্ণোত্তমং	১০।৪৩	তাবতা বিস্তৃতঃ পর্য্যক্	২।২	ত্বং দেবাদিবরাহেণ	১৬।২৭
তস্য তৎ পূজয়ন্	১১।১৭	তাবত্ত্বির্দদন্যামাস	১১।২১	ত্বং নুনমসুরাণাং	২২।৫
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং	২০।৬	তামগ্নিহোত্রীমৃশ্নো	৮।২	ত্বং বালো বালিশ-	১৯।১৮
তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো	২।৯	তাম্ভগচ্ছভগবান্	১২।২৭	ত্বং বৈ প্রজানাং	১৭।২৮

ত্বং ব্রহ্ম	৭১২৪	দহ্যামিব দিশো	১৫১২৬	দেবগ্নীমজ্জনামোদ	২১৮
ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং	১২১৭	দক্ষভুবগিরোমুখ্যৈঃ	২৩১২০	দেবহোত্তস্য	১৩১৩২
ত্বং মায়ামাত্মাশ্রয়য়া	৬১১১	দক্ষিণাং গুরবে	১৬১৫৫	দেবাংশ্চ তচ্ছাসসিখাহত	৭১১৫
ত্বং শব্দযোনির্জগদাঃ	৭১২৫	দানং যজ্ঞস্তপঃ	১৯১৩৬	দেবাঃ সুকর্মসূত্রাম্	১৩১৩১
ত্বং সর্ববরদঃ	১৬১৩৬	দাশ্বানাবিক্রবমনাঃ	২২১২৩	দেবাঃ স্বভাগমহন্তি	৮১৩৯
ত্বং সর্বলোকস্য	২৪১৫২	দাস্যাত্যাচ্ছিদ্য	১৯১৩২	দেবানুগানাং	৮১২৬
তচ্ছাসনাতিগান্	২২১৩৪	দাক্ষায়নীধর্মপত্নীঃ	৪১২২	দেবা বৈধৃতয়ো নাম	১১২৯
ত্বক্ষানেন মহাভাগে	১৬১৫৯	দিগিভাঃ পূর্ণকল্লীসঃ	৮১১৪	দেবেষ্বথ নিলীনেষু	১৫১৩৩
ত্বমর্কদৃক্ সর্ব	২৪১৫০	দিতিজমকথয়ৎ	২৪১৬১	দেহীনাং বিষমার্জনাং	৫১৪৭
ত্বমাদিরন্তো	৬১১০	দিদৃক্ষুবো যস্য পদং	৩১৭	দৈত্যযুথপচেতঃসু	৮১৪৬
ত্বমাদিরন্তো ভুবনস্য	১৭১২৭	দিবৌকসাং দেব	১৭১২৮	দৈত্যান্ গৃহীতকলসো	৯১২১
ত্বমেব সর্বজগতঃ	৭১২২	দিশঃ প্রসেদুঃ	১৮১৪	দৈবেনক্লেস্তত্ত্ববাদ্য	২১১২৩
ত্বমার্চিতশ্চাহম্	১৭১১৮	দিশশ্চ রোচস্মাস্তে	২১২	দোধূম্মানাং তাং	২৪১৩৬
ত্বয়া সংকথ্যমানেন	৫১১৩	দিশ্টা ত্বং	১২১৩৮	দ্বাদশ্যাং সবিতা	১৮১৬
ত্বম্বেব দত্তং	২২১১৬	দিক্ষুভ্রমৎ কন্দুকচাপলৈঃ	১২১২০	দ্বাভ্যাং ক্রান্তা	২১১২৯
ত্বন্মোদ্বিগ্নধিয়া	১৬১৮	দীর্ঘপীবরদোদর্ভঃ	৮১৩২	দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ	৫১৩৬
ত্বয়্যগ্র আসীৎ	৬১১০	দুর্বলাঃ প্রবলান্	৮১৪০	দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছন্নঃ	২১১১০
ত্বং ব্রহ্ম	১২১৯	দূরভারোদ্বহশ্রান্তাঃ	৬১৩৪	দ্বিমুদ্রা কালনাভোহথ	১০১২০
ত্যক্তহ্রিয়স্তদবর-	২২১২০	দূরস্থান্ পায়ম্যামাস	৯১২১	দ্ব্যবরান্ ভোজয়েৎ	১৬১৪৩
ত্রয়োদশ্যামথো	১৬১৫০	দুর্বাঙ্কুরেরপি	২২১২৩	দ্যুতিমৎপ্রমুখাঃ	১৩১১৯
ত্রাহি নঃ শরণাপন্নং	৭১২১	দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজঃ	২০১১৫	দ্যুমৎসুশ্লেণরোচিষৎ	১১১৯
ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায়	১৭১২৬	দৃষ্টা গতা নিকৃতিমদ্য	৬১১৩	দৌরন্তরীক্ষং	১৮১৪
ত্রিনাভিবিদ্যাক্ষলম্	৫১২৮	দৃষ্টা তস্যাং	১২১২৪	দৌর্যস্য শীর্ষোহংসরসো	৫১৪০
ত্রিবর্গস্য পরং	১৬১১১	দৃষ্টাদিতিস্তং	১৮১১১	দ্রব্যং বয়ঃ	৫১৪৩
ত্রিভিঃ ক্রমৈরসম্ভুতঃ	১৯১২২	দৃষ্টা মদনুভাবং	২২১৩৬	দ্রাক্ষেক্কুরভাজমুঃ	২১১৩
ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্	১৯১৩৩	দৃষ্টা মৃধে	১০১৫৬	ধ	
ত্রিলোক্যাং লীল্যমানায়ং	২৪১৩৩	দৃষ্টারীনপ্যসংযতান্	৬১২৮	ধৎসে যদা	৭১২৩
দ		দৃষ্টা সপত্নানুৎসিঙ্গান্	১০১২৪	ধত্তেহস্য জন্মাদ্যজন্মা	১১১৩
দত্তেমাং যাচমানায়	১৩১১৩	দৃষ্টাসুরা যাতুধানা	১১১৭	ধনুশ্চ দিব্যং	১৫১৬
দত্বাচমনমচ্ছিত্বা	১৬১৪১	দেবঙহ্যাৎ	১৩১১৭	ধ্বংস্তরিরিতি খ্যাত	৮১৩৪
দদর্শ বিশ্বং	২০১২২	দেবদানব বীরাণাং	১০১১৫	ধর্মঃ কৃচিৎ	৮১২১
দদৌ কৃষ্ণাজিনং	১৮১১৫	দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্	১২১৪	ধর্মজানোপদেশার্থং	১১৫
দদৌ ভ্রাত্রে মহেন্দ্রায়	২৩১১৯	দেবদেব মহাদেব	৭১২১	ধর্মস্য সূনৃত্যাস্ত	১১২৫
দধার পৃষ্ঠেন	৭১৯	দেবদুন্দুভয়ো	১১১৪১	ধর্মস্যার্থস্য	১৬১৫
দধার শফরীরূপং	২৪১৯	দেবধানীমধিষ্ঠায়	১৩১৩৩	ধর্মায় যশসে	১৯১৩৭
দধ্যাংশিবি	২০১৭	দেববানুপদেবশ্চ	১৩১২৭	ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং	২১১৪
দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ	৮১৪	দেবমাতর্ভবত্যা	১৭১১২	ধিম্যানি স্থানি	২৩১২৭
দশমো ব্রহ্মসাবণিঃ	১৩১২১	দেবলিম্পপ্রতিচ্ছন্নঃ	৯১২৪	ধূপামোদিতশালায়াং	৯১১৬

ধূপৈদীপৈঃসুরভিভিঃ	২১১৬	নমস্ত্যং ভগবতে	১৬২৯	নাকপৃষ্ঠম্ধিষ্ঠায়	১৭১৫
ধ্বজশ্চ সিংহেন	১৫৫	নমস্ত্যামনস্তায়	৫৫০	নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং	৫১৭
ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ	১০৫৩	নমস্তে আদিদেবায়	১৬৩৪	নানাদ্রুমলতাগুন্মৈঃ	২১৩
ধ্যায়ন্ ফেনম্	১১৩৯	নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ	২৪ ২৮	নানায়োনিষবগীশঃ	২২২৫
ধ্যায়ন্ ভগবৎ-	২৪৪২	নমস্তে পৃথ্বীগর্ভায়	১৭২৬	নানারণ্যপশুঃ	২১৭
ধ্রুয়মাণোহপি	৭১৬	ন মামিমে জাতয়ঃ	২১৩২	নানাশক্তিভিরাভাতঃ	৭২৪
ধ্রুবং প্রপেদে	২২১০	নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ	১১২৩	নানুতং ভাষিতং	২১১২
ধ্রুবং ব্রহ্মক্ষমীন্	৪২৩	নমুচিঃ শম্বরো	১০১৯	নান্যৎ তে কাময়ে	১৯১৭
ন		নমুচিশ্চ বলঃ	১১১৯	নাপশ্যন্ খং দিশঃ	৬২
ন গৃহীমো বস্মং	৭১৩	নমুচিস্তব্রহ্মং দৃষ্ট্বা	১১২৯	নাবমঃ কৰ্ম্মকল্লোহপি	৫৪৮
নটবন্মুঢ়-	১১১৪	ন মে এতৎ	২৪২০	নাব্যাসীনো ভগবতা	২৪৫৬
ন তৎপ্রতিবিধিং	১০১৩৫	নমোহস্ত তস্মা	৫৪৪	নাভিতৃপ্যতি	৫১৩
ন তথা তীর্থ-	২০১৯	নমো গিরাং বিদুরায়	৫১০	নাভিন্তভন্তে	৭২৭
ন তদানং	১৯৫৬	নমো দ্বিশীর্ষে	১৬৩১	নাভ্যাং নভঃ	২০২৪
ন তস্য হি ত্বচমপি	১১৩২	নমো নমস্ত্যামসহাবেগ	৩২৮	নামরূপবিভেদেন	৩২২
ন তেহরবিদ্বাক্ষ	২৪১৩০	নমো নমস্তেহখিলকারণায়	৩১৫	নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং	১১১১
ন তে গিরিগ্র-	৭১৩১	নমো ব্যক্তায়	১৬৩০	নায়ং গুণঃ কৰ্ম্ম	৩২৪
ন ত্বামভিভবিস্মৃতি	২২১৩৪	নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়	১৭২৫	নায়ং বেদ স্মমাত্মানং	৩২৯
নত্বা গো-বিপ্রভূতেভ্যঃ	৯১৪	নমো মরুতশ্যাম	১৬৩৫	নায়ং শুক্লৈরথঃ	১১৩৭
নদন্ত উদধিং	৬১৩৩	নমো হিরণ্যগর্ভায়	১৬৩৩	নারায়ণায় ঋষয়ে	১৬৩৪
নদীশ্চ নাড়ীষু	২০২৯	ন যৎপ্রসাদ	২৪৪৯	নারায়ণ-পরোহতপৎ	২৪১০
ন ধর্ম্মস্য লোকস্য	১৬৪	ন যস্য কশ্চ	৫১৩০	নাসন্তটস্ত্রিভিলোকৈঃ	১৯২৪
ননাম ভুবি	১৭৫	ন যস্য দেবাঃ	৩৬	নাস্পৃষ্টপূর্বাং	৯৪
ননাম মুদ্ধুশ্চ-	২২১৪	ন যস্য বধ্যঃ	৫২২	নাস্য শক্তঃ	১৫২৯
নন্দঃ সুনন্দোহথ	২১১৬	ন যস্যাদ্যন্তৌ	১১২	নাহং কমণ্ডলাবাচ্চিন্	২৪১৮
ন পুমান্ মাম্	১৯২০	নরিশ্যন্তোহথ	১৩২	নাহং তদাদদে	১১৩৬
নববর্ষসমেতেন	১৯২২	নলিন্যো যত্র	১৫১৩	নাহং পরায়ুঃ	১২১০
নবমো দক্ষসাবিঃ	১৩১৮	ন শরু বস্তি তে	১৯২১	নাহং বিভেমি	২০৫
ন বস্মং	৯৪	ন শুক্লেণ	১১৪০	নিঃশ্রীকান্ডাবৎস্তত্র	৫১৬
ন বস্মং মন্যমানানাম্	১১৯	নষ্টপ্রিয়ং	২১২৮	নিঃসত্ত্বা লোলুপাঃ	৮২৯
নবযৌবননিরুত্তমোঃ	৮৪৩	নষ্টাঃ কালেন	১২৯	নিকৃতবাহুরু	১০১৩৭
ন বায়ং ব্রহ্মবন্ধুঃ	২১১০	ন জংরন্তেণ সিধ্যন্তি	৬২৪	নিগৃহ্যমানেহসুর	২১২৭
ন বিদ্যাতে যস্য	৩৮	ন সন্তি তীর্থে	১৯৪	নিত্যং দ্রষ্টাসি	২৩১০
ন ভেতব্যং	৬২৫	ন সাধু মন্যে	১৯৩১	নিধেহি রক্ষাযোগেন	২৪২২
নম আশ্বপ্রদীপায়	৩১০	ন স্থান চ্যবনাৎ	২০৫	নিপতন্ স গিরিস্তত্র	৬৩৫
নমঃ কৈবল্যনাথায়	৩১১	ন হ্যস্মি	১১৮	নিবধ্য নাবং	২৪৪৫
নমঃ শান্তায় ঘোরায়	৩১২	ন হ্যসত্যৎ	২০৪	নিবেদিতং তত্তত্তায়	১৬৪১
নমঃ শিবায়	১৬৩২	ন হ্যোতস্মিন্ কুলে	১৯৩	নিবেদিতঞ্চ সর্বস্বম্	২২২২

নিবেশিতোহধিকে	১৩১৪	নৈবেদ্যং চাতিগুণবৎ	১৬৫২	পাদৌ মহীয়ং	৫১৩২
নিমগ্ন্যতাপায়	২৪১৩২	নৈক্ষ্ম্যভাবেন	৩১৬	পারং মহিমনঃ	২৩২৯
নিষুখ্যতোরবম্	২২৯	নোক্তাবচং ভজতে	২৪১৬	পারা মরীচিগর্ভাদ্যাঃ	১৩১৯
নিরীক্ষ্য পৃথনাং	১১১২৭	নোপসর্গা নিবসতাং	২২১৩২	পালয়ন্তি প্রজাপালাঃ	১৪১৬
নিরুৎসবং নিরানন্দং	১৬১২	ন্যষেদৈত্যরাট্	৬১২৮	পিচুমদৈঃ কোবিদারৈঃ	২১১৩
নিপুংগায় গুণেশায়	৫১৫০	প		পিতরঃ সর্বভূতানি	২৩২৬
নিবর্তিতান্মন্যমো	১৬১২৮	পঞ্চধা বিভজন্	১৯১৩৭	পিতা প্রহ্লাদ-পুত্রঃ	১৯১৪
নিবিশেষায় সাম্যায়	৩১২	পঞ্চমো রৈবতো নাম	৫১২	পিতামহস্তস্য	১৫১৬
নির্মথ্যমানাদুদধে	৭১১৮	পতন্ত্রিণো জানুনি	২০১২৩	পিতামহেনাভিহিতং	১৬১৫৮
নির্মোকতজ্জদর্শাদ্যাঃ	১৩১৩১	পত্নী বিকুষ্ঠা	৫১৪	পিতামহো মে	২২১৮
নির্মোকবিরজ্জাদ্যাঃ	১৩১১১	পত্নীনিগদিতং	২১১২৫	পিবন্তিরিব খং	১৫১১০
নিশম্য কৰ্ম	৭১৪৫	পদং দ্বিতীয়ং	২০১৩৪	পিবন্তি মুখে নৈদং	১৫১২৬
নিশম্য তদ্বধং	১৯১৭	পদত্ৰয়ং বৃণীতে	১৯১৯	পীতবাসা মহোরকঃ	৮১৩৩
নিশম্য ভগবান্	১৯১১	পদানি ত্রীণি	২১১২৯	পীতবাসাশ্চতুর্বাহুঃ	১৭১৪
নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ	২৩১৫	পদানি ত্রীণি দৈত্যৈঃ	১২১১৬	পীতে গরে বৃষাক্ষেণ	৮১১
নিশাম্যৈতৎ	৫১১৭	পদৈকেন মন্ত্রাজ্ঞাতঃ	২১১৩১	পুংসঃ কৃপয়তো	৭১৪০
নিপুণ্ডপুণ্ডমোদেবী	১০১৩১	পদৌ নিকামং	২১২৫	পুংসাং স্নায়াতমং	২২১৪
নিষসাদ হরেঃ	২৪১৪০	পবনঃ সৃজয়ো	১১২৩	পুংসোহয়ং সংসৃতঃ	১৯১২৫
নিষ্ঠাং তে নরকে	১৯১৩৫	পবিত্রাচ্চাক্ষুষাঃ	১৩১৩৪	পুরাণ সংহিতাং	২৪১৫৫
নিপ্তিংশভৈঃ	১০১৩৬	পয়সা স্পর্শিত্বা	১৬১৪৫	পুরুষাণ্যামূল্যায়	৩১১৩
নীলমানেহসুরৈস্তিম্	৮১৩৬	পয়োধিং যেন	৫১১০	পুরুষাণ্যাদিবীজায়	৩১২
নুনং তপো	৮১২০	পয়োভক্ষ্যাব্রতম্	১৬১৪৬	পূজাং চ মহতীং	১৬১৫১
নুনং ত্বং	৯১৫	পরমারাধনং	৭১৪৪	পুরয়ত্যথিনো	৮১৬
নুনং ত্বং ভগবান্	২৪১২৭	পরাগ্রিজমপূর্ণং	১৯১৪১	পুরম্বিত্তাদিতঃ	২৩১৪
নৃত্যবাদিত্রগীতৈঃ	১৬১৫৭	পরাজিত শ্রীরসুভিষ	১৩১৩	পুরুষপুরুষসুদ্যুতনপ্রমুখাঃ	৫১৭
নৃত্যবাদিত্রগীতৈঃ	২১১৭	পরাজিতোহপি	১১১৪৮	পূর্ব বজ্জুহ্মাৎ	১৬১৪৬
নৃতৈঃ সবাদৈঃ	১৫১২১	পরাবরাট্রাশ্রয়ণং	৭১২৭	পৃথুঃ খ্যাতির্নরঃ	১১২৭
নন্ শিষ্ণুস্তং	১১১৬	পরিক্রম্যাদি পুরুষং	২৩১১২	পৃথু দেহি পদং	২৪১২০
নেদুদুদুভয়ো দিব্যা	৪১২	পরিবীয় গিরৌ	৭১১	পৌলোমকালেয়বলী	৭১১৪
নেদুদুহঃ	২০১২০	পরিস্তীয়া সমভ্যর্চ্য	১৮১১৯	প্রগৃহ্যাত্তদ্রবং	১১১৩০
নেমং বিরিক্	২৩১৬	পরীক্ষিতৈবং স তু	১১৩৩	প্রগৃহ্যাদ্রিয়দুশ্চ-	১৭১২
নৈতৎ পরস্মৈ	১৭১২০	পরৈবিবাসিতা	১৬১১৬	প্রচণ্ডবাতৈঃ	১০১৫১
নৈতন্মৈ স্বস্তম্	২৪১২২	পর্জন্যঘোষো	২০১৩১	প্রজা দাক্ষায়ণী	৭১৪৫
নৈতে যদোপসস্পৃঃ	৩১৩০	পশ্যাৎ সর্বভূতানাং	১০১২	প্রজাপতিপতিব্রজা	২৩১২০
নৈনং কশিৎ	১৫১২৬	পশ্যাৎসুরেন্দ্রাণাং	৯১২৭	প্রজাপতের্বশম	১৮১৩
নৈনং প্রাপোতি	১৯১১৭	পশ্যাৎসুরকার্য্যাণি	১২১১৫	প্রণতস্তদনুজাতঃ	২৩১১২
নৈবং বীর্য্যা	২৪১২৬	পশ্যন্তি যুক্তাঃ	৬১১১	প্রণবং সত্যমবাক্তং	৪১২২
নৈবার্থ কৃচ্ছাদ্	২২১৩	পাণ্ডুরণ	১৫১১৯	প্রণম্য শিরসাধীশম্	৪১৪

প্রতিনন্দ্য হরেরাজ্যম্	২৩১৮	প্রাপ্তো ভগবতো রূপং	৪১৬	বালিশ্চোশনসা	১১১৪৮
প্রতিপদ্দিনমারভ্য	১৬১৪৮	প্রাপ্য ত্রিভুবনং	২৩১২৫	বলেঃ পদগ্রন্থং	১৫১৯
প্রতিবীরং দিগ্বিজয়ে	১৯১৫	প্রায়োহধুনা তে	১৭১১৬	বলেন সচিবৈঃ	২১১২২
প্রতিলম্বজয়শ্রীভিঃ	১৭১১৩	প্রাহরৎ কুলিশং	১১১১২	বশিষ্ঠতনয়াঃ সন্ত	১১২৪
প্রতিশ্রুতং ত্বয়া	১৯১৩১	প্রাহিণোদেবরাজ্যম্	১১১৩০	বস্তৈরেকৈ কৃষ্ণসারৈঃ	১০১১১
প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে	২১১৩২	প্রীতপ্রায়েহমৃতে	৯১২৭	বস্ত্রোপবীতাভরণ-	১৬১৩৯
প্রতিশ্রুতস্যাদানেন	২১১৩৩	প্রীতে হরৌ ভগবতি	৭১৪০	বহবো লেভিরে	২২১৬
প্রতিশ্রুতস্য যো	১৯১৩৫	প্রীত্যা শনৈঃ	১৭১৭	বহুমানেন চাবদ্ধা	৯১২৩
প্রতিশ্রুত্যা দদামি	২০১৩	প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং	৮১৪২	বাচুমিত্যমলপ্রভঃ	২৩১১১
প্রতিসংযুযুধুঃ	১০১৪	প্রোক্তান্যোভিমিতঃ	১৩১৩৬	বাতোদ্ধুতোভরোক্ষীষৈঃ	১০১১৪
প্রত্যগ্হ ন্ সমুখায়	১৮১২৫	ফ		বাদরায়ণ এতৎ	১১৩১
প্রত্যপদ্যত	১২১৩১	ফাল্গুনশ্যামলে পক্ষে	১৬১২৫	বাণ্যাঞ্চ ছন্দাংসি	২০১২৭
প্রত্যাখ্যাতা	১৯১৩	ব		বামনায় দদাবেনাম্	২০১১৬
প্রদক্ষিণীকৃত্য	১৫১৭	বচন্তবৈতৎ	১৯১২	বামনায় মহীং	১৯১২৮
প্রপন্নপালায়	৩১২৮	বচোভিঃ পরুষৈঃ	১১১২০	বায়ুর্যথা	১২১১১
প্রপন্নানং	৫১৪৫	বজ্রপাণিস্তমাহেদং	১১১৩	বারয়্যামাস বিবুধান্	১১১৪৩
প্রবর্তয়ন্তো ভূগবঃ	১৮১২১	বৎস প্রহ্লাদ	২৩১৯	বারয়্যামাস সংরক্তান্	২১১১৮
প্রবালফলপুষ্পোরু-	১৫১১২	বদ্ধং বীক্ষ্য পতিং	২২১১৯	বালব্যাজনছত্রাণৈঃ	১০১১৮
প্রবিষ্টং বীক্ষ্য	১৮১২৫	বদ্ধবৈরেমু ভূতেষু	৭১৩৯	বাসঃ সসূত্রং	১২১২৩
প্রবিষ্টঃ সোমং	৯১২৪	বদ্ধশ্চ বারুণৈঃ	২২১৭	বাসুদেবে সমাধায়	১৭১৩
প্রবিষ্টমান্বনি	১৭১২২	বদ্ধাজলিবাস্কুলা	২৩১১	বিকর্ষন্ বিচরিস্ম্যামি	২৪১৩৭
প্রভজ্যমানামিব	১২১১৯	ববন্দিরে যৎ	২১১৩	বিকৃষ্যমাগস্য	২১৩০
প্রলয়পয়সি ধাতুঃ	২৪১৬১	ববন্ধ বারুণৈঃ	২১১২৬	বিক্রীড়তীং	১২১১৮
প্রসন্নচাক্রসর্বজীং	৬১৪	বব্রু বরং	৮১২৩	বিগাহ্য তন্নিম্নমৃতামু	২১২৫
প্রক্ষমং পিবতঃ	৭১৪৬	বভ্রুব তৃক্ষীং	১৭১৬	বিচুক্ষুশুদীনধিঃ	২১২৮
প্রহস্য ভাবগজীরং	১২১১৪	বভ্রুব তেনৈব	১৮১১২	বিজয়ং দিক্ষু-	২১১৮
প্রহস্য রুচিরাপাণৈঃ	৯১৮	বভৌ দিশঃ	১১১২৬	বিজয়া নাম সা	১৮১৬
প্রহস্যানুচরা বিফোঃ	২১১১৫	বয়ং কশ্যপ-দাম্বাদা	৯১৭	বিজেষ্যতি ন	১৫১২৯
প্রাংস্তং পিশঙ্গ-	২২১১৩	বরত্রেগাহিনা	২৪১৪৫	বিজয় ভগবাংস্তত্র	৬১৩৬
প্রাকারেণাগ্নিবর্ণেন	১৫১১৪	বরুণঃ প্রজং	৮১১৫	বিতানায়্যং	১৩১৩৫
প্রাণ্মুখেষুপবিষ্টেষু	৯১১৬	বরুণো হেতিনা যুধন্	১০১২৮	বিদ্যাধরোহসিঃ	২০১৩১
প্রাজলিঃ প্রণতঃ	২২১১৯	বর্জয়েদসদালাপং	১৬১৪৯	বিনিম্নতীমন্যকারেণ	১২১২১
প্রাণাদভূদ্যস্য	৫১৩৭	বর্জমানো মহামেষৈঃ	২৪১৪১	বিজ্ঞাবলিস্তদাগত্য	২০১১৭
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসু	৫১৩৮	বলান্নহেন্দ্রজিহবাঃ	৫১৫৯	বিপশ্চিতং	৫১২৭
প্রাণেশু গাত্রৈ	২০১২৯	বলিবিজ্ঞাদয়ন্তস্য	৫১২	বিপ্রলম্বো দদামি	২১১৩৪
প্রাণৈঃ স্বৈঃ	৭১৩৯	বলিং বিপন্নমাদায়	১১১৪৬	বিপ্রবমন্তা বিশতাং	৪১১০
প্রাতশ্চাপসরসঃ	১৮১৮	বলিরেবং গৃহপতিঃ	২০১১	বিপ্রোমুখাদুষ্ক	৫১৪১
প্রাপ্তবৎ সা	১২১৩০	বলির্মহেন্দ্রং	১০১৪১	বিবস্বতশ্চ	১৩১৮

বিবেশ সূতলং	২৩১৩	বৃথা মনোরথঃ	২১১৩৩	ভগবান্ পরিতুষ্টঃ	১৬১৬২
বিভজস্ব যথান্যায়ং	৯১৭	বৃষ্টিকাছি বিষৌষধ্যো	৭১৪৬	ভজ্ঞেত বর্ণং	২৪১৪৮
বিতুরিদ্ভঃ সুরগণাঃ	৫১৩	বিশ্বধ্বজো নিশম্যোদং	১২১১	ভদ্রং দ্বিজগবাং	১৬১৬১১
বিভেডি নাহং	২২১৩	বৃষমারুহ্য গিরিশঃ	১২১২	ভবদ্বিধো ভবান্	১৩১২৯
বিভ্রৎ তদাবর্তনং	৭১১০	বৃষাকপিস্ত জন্তেন	১০১৩২	ভবদ্বিপক্ষেণ	২২১৮
বিভ্রৎ সুকেশভারেণ	৮১৪৪	বৃহস্পতিব্রহ্মসূত্রং	১৮১১৪	ভবদ্বিরমৃতং	১১১৪৪
বিমোহিতাভিঃ	১৪১১০	বৃহস্পতিশোচাশনসা	১০১৩৩	ভবদ্বিনিজ্জিতা	২১১২৩
বিরক্তঃ কামভোগেশু	১১৭	বৃহস্পতিব্রহ্মজীবতি তন্ন	১৯১৩৯	ভবশচ জগন্মতুঃ	৬১২৭
বিরজাম্বরসংবীত-	৮১৪৫	বেৎস্যস্যনুগৃহীতং	২৪১৩৮	ভবানাচরিতান্	১৯১১৫
বিরিঞ্চো ভগবান্	৬১৩	বেগকীচবেগুনং	৪১১৭	ভবান্যা অপি	১২১২৫
বিভীক্সমানা	১২১২৬	বেদানাং সৰ্বদেবানাং	২৩১২২	ভবিতা যেন	১৩১২০
বিলোকয়ন্তী	৮১১৯	বেদোপবেদা নিয়মা	২১১২	ভবিতা রুদ্রসাবণী	১৩১২৭
বিলোক্য তং	৭১২০	বৈকুণ্ঠঃ কলিতো	৫১৫	ভবিষ্যাণ্যথ	১৩১৭
বিলোক্য বিদ্রেশবিধিং	৭১৮	বৈধূতায়্যং	১৩১২৬	ভিদ্যমানোহপাভিষ্ণ-	২২১৮
বিলৈবঃ কপিখৈজ্জহীরৈঃ	২১১৪	বৈরানুবন্ধ এতাবান্	১৯১১৩	ভিক্ষবে সৰ্বম্	১৯১৪১
বিশ ত্বং নিরয়ং	২১১৩২	বৈরোচনায় সংরথো	১১১২	ভিক্ষাং ভগবতী	১৮১১৭
বিশ্বস্য হেতুঃ	১২১৭	বৈরোচনো বলিঃ	১০১২৬	ভীতং প্রপন্নং	২১১৩৩
বিশ্বস্যামুনি	১১১২	ব্যানাদয়ন্	৮১১৩	ভীতাঃ প্রজাঃ	৭১১৯
বিশ্বাত্মানজং ব্রহ্ম	৩১২৬	ব্রহ্মচর্যমধ্যঃ স্বপ্নং	১৬১৪৮	ভুক্তবৎসু চ	১৬১৫৬
বিশ্বায় বিশ্বভবন-	১৭১৯	ব্রহ্মচার্য্যথ	১৬১৪৪	ভুজানাঃ পাতি	১৪১৭
বিশ্বাসং পণ্ডিতো	৯১৯	ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্মামি	২২১২৪	ভুজীত তৈরনুজাতঃ	১৬১৪৪
বিশ্বে দেবাস্ত	১০১৩৪	ব্রহ্মন্ সন্তনুশিষ্যস্য	২৩১১৪	ভুঃ খং দিশো	২০১২১
বিশ্বগমানসা	৮১৩৬	ব্রহ্মণা প্রেমিতো	১১১৪৩	ভূতকেতুদীপ্তকেতুঃ	১৩১১৮
বিশ্ববে ক্লাং	১৯১২৯	ব্রাহ্মণৈঃ পূৰ্বজৈঃ	১৯১১৫	ভূতদ্রহো ভূতগণাংশচ	১১২৬
বিশ্বোঃ প্রসাদাৎ	২৪১৫৮	ব্রাহ্মণোহগ্নিশচ বৈ	১৬১৯	ভূতভাবন ভূতেশ	২২১২১
বিশ্বোস্তৎপ্রীগনং	১৬১৫৬	ব্রহ্মরুদ্রাজিরো মুখ্যাঃ	৮১২৭	ভূতেশ্বরঃ	১৫১১
বিশ্ব্যগি স্থানি	২৩১২৭	ব্রহ্মষিগণসংজুতা	১৮১১৮	ভূতশুভিচিহ্নক-	১০১৩৬
বিশ্বজ্ঞেনো	১৩১২৩	ব্রহ্মষীগং তপঃ	১৮১২৯	ভূষণানি বিচিহ্নানি	৮১১৬
বিসৃজ্য রাজ্যং	১১৭	ব্রহ্মাণং নারদমুখিং	৪১২০	ভোজয়েৎ তান্	১৬১৫৪
বিসৃজ্যোভয়তঃ	১২১৬	ব্রহ্মাদয়ঃ কিমুত	৭১৩৪	ভৌমান্ রেণুন্	৫১৬
বিহঙ্গমাঃ কামগমাঃ	১৩১২৫	ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথঃ	২১১৫	ভ্রমমাণোহভ্যসি	৫১১৩
বিহৰ্তুকামঃ প্রলয়ঃ	২৪১৩১	ব্রহ্মা শৰ্বঃ কুমারঃ	২৩১৪৬	ভ্রাজন্তে রূপবনার্য	১৫১১৭
বিহৰ্তুকামস্তানাহ	৬১১৭	ব্রহ্মি কারণমেতস্য	১৫১২৭	ভ্রাতৃহা মে গতঃ	১৯১১২
বীর্য্যং ন পুংসো	৮১২১	ভ		ভ্রুবোৰ্যমঃ	৫১৪২
বুভুজে চ শ্রিয়ং	১৫১৩৬	ভক্তপ্রিয়ো যদসি	২৩১৮	ম	
বৃকা বরাহা	২১২২	ভক্তানাং নঃ	২৪১২৮	মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য	১৫১২৪
বৃতঃ স্বযুখেন	২১২৪	ভগবন্মুদ্যমো	১৫১২৫	মঙ্গলানাং ব্রতানাঞ্চ	২৩১২২
বৃতো বিকৰ্ম্ম	১৫১১১	ভগবন্ শ্রোতৃম্	২৪১১	মহাসনানিগো	২৩১১৫

মত্ততন্ত্ততচ্ছিদ্রং	২৩১৬	মরুতো নিবাতকবটৈঃ	১০১৩৪	যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং	২১১১
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চার-	২১৭	মল্লিকাশতপত্রৈশ্চ	২১১৯	যং বিনিজিত্য	১৯১৬
মৎস্যকুশ্মবরাহাদ্যৈঃ	৪১২১	মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈঃ	১০১১৩	যং মামপৃচ্ছঃ	১২১৪৪
মৎস্যরূপী মহাভোম্বো	২৪১৫৪	মহাভুজৈঃ সাভরুণৈঃ	১০১৩৯	য ইদং দেবদেবস্য	২৩১৩০
মত্তষট্‌পদনির্মুণ্ডং	২১১৫	মহামণিকিরীটেন	৬১৫	য একবর্ণং	৫১২৯
মত্না জাতিনৃশংসানাং	৯১১৯	মহীং সৰ্ব্বাং হ্রাতাং	২১১৯	যঃ কশ্চনেশো	২১৩৩
মথ্যমানাৎ তথা	৭১১৬	মহেন্দ্র ঋক্ষয়া	৬১৩০	যঃ পাথিবানি	২৩১২৯
মথ্যমানেহর্গবে	৭১৬	মহোরগাঃ সমুৎপেতুঃ	১০১৪৭	যঃ প্রভু সৰ্ব্বভূতানাং	২১১২০
মদীম্নং মহীমানঞ্চ	২৪১৩৮	মহোরগাশ্চাপি	২১২১	যঃ স্বাশ্বনীদং	৩১৪
মদর্শন-মহাহলাদ-	২৩১১০	মাং বচোভিঃ	১৯১১৯	যচ্চকার গলে	৭১৪৩
মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ	২১১২	মা খিদিয়ত মিথোহর্থং	৮১৩৭	যচ্চক্ষুরাসীৎ	৫১৩৬
মধুরতব্রাত	১৮১৩	মাঞ্চ ভাবয়তি	১০১১৯	যজন্তি যজ্ঞং	২০১১১
মধুরতব্রক্	২০১৩৩	মাদুক্‌প্রপন্নপশুপাশ-	৩১১৭	যজমানঃ প্রমুদিতো	১৮১২৬
মনবোহস্মিন্ ব্যতীতাঃ	১১৪	মানন্তত্ত নিমিত্তানাং	২২১২৭	যজমানঃ স্বয়ং	২০১১৮
মনবো মনুপ্রজাশ্চ	১৪১২	মানিনঃ কামিনো	১৫১২২	যজ্ঞশিহ্রং সমাধত্ত	২৩১১৮
মনশ্চৈকাগ্রয়া	১৭১৩	মা যুধ্যত	২১১১৯	যজ্ঞভাগভূজো	১৪১৬
মনুর্বা ইন্দ্র	১৩১৩৩	মালী সুমাল্যতিবলৌ	১০১৫৭	যজ্ঞস্য দেবমানস্য	৮১২
মনস্বিনং সুসম্পন্নং	১১১৩	মিথঃ কলিরভূৎ	৮১৩৮	যজ্ঞাদম্নো যাঃ	১৪১৩
মনস্বিনঃ কারুণিকস্য	২০১১০	মুক্তাশ্চিঃ স্বহাদয়ে	৩১১৮	যজ্ঞেশ যজ্ঞ	১৭১৮
মনস্বিনানেন	২০১২০	মুক্তাবিতানৈঃ	১৫১২০	যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ	২৩১১৫
মনুর্কৈ ধর্মসাবগিঃ	১৩১২৪	মুক্তো দেবলশাপেন	৪১৩	যৎ তেহনুকুলে	১৭১১৬
মনুর্কিবস্বতঃ	১৩১১	মুখতো নিঃসৃতান্	২৪১৮	যৎপাদপদ্বমকরন্দা	২৩১৭
মনুস্তম্বোদশো	১৩১৩০	মুখানি পঞ্চোপনিষদঃ	৭১২৯	যৎপাদম্মোরশর্থাঃ	২২১২৩
মনোহগ্রমানং	৫১২৬	মুখামোদানুরক্তালি	৮১৪৩	যৎপূজ্য কামদুযান্	১৬১৯
মনোকৈর্বস্বতস্যৈতে	১৩১৩	মুঞ্চেৎ হ্রতসর্বস্বং	২২১২১	যৎসপত্নৈর্হ্রত-	১৭১১২
মস্থানং মন্দরং	৬১২২	মুন্মন্তত্র বৈ রাজান্	৫১৮	যৎসেবয়্যগ্নৈরিব	২৪১৪৮
মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ	২১১০	মুমুচুঃ কুসুমাসারং	৪১১	যৎসেবয়া তাং	২৪১৪৭
মম্বন্তরে হরের্জন্ম	১১২	মুক্তিমত্যঃ	৮১১০	যতো যতোহহং	১৯১৯
মম্বন্তরেম্	১৪১১	মৃড়নায় হি লোকস্য	৭১৩৫	যতোহব্যয়স্য	১২১৫
মম্বাদম্নো	১৪১৩	মৃদঙ্গশ্চানক-	১৫১২১	যতো যতো হিরণ্যাক্ষ	১৯১৫
মন্যে মহানস্য	২২১১৬	মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ	৭১১৭	যত্তৎকর্মসু বৈষম্যং	২৩১১৪
মমম্বুঃ পরমং যভাঃ	৭১৫	মেঘা মৃদঙ্গঃ	৮১১৩	যত্তচ্ছিব্যাখ্যং	৭১২৯
মমম্বু রুন্ধিৎ	৭১১৩	মোদমানঃ স্বপৌত্রং	২৯১৯	যত্তদ্বপুর্ভাতি	১৮১১২
মমম্বু সুরসা সিদ্ধুং	৮১১	মোহয়িত্বাসুরগণান্	১২১১	যত্র কু চাসনুষ্মঃ	১২১৩৪
মমার্চনং নারহতি	১৭১১৭	মৌজ্যা মেখলয়া	১৮১২৪	যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ	১৫১১৭
মম্মা সমেতা	১২১৪০	য		যত্র বিশ্বসৃজাং	১১১
মম্মাসৈম যদরো	১১১৩৮	যং ধর্মকামার্থবিমুক্তিকামাঃ	৩১১৯	যত্র মম্বন্তরাণি	১৪১১১
মম্মীচিমিশ্রা	২১১১	যং ন মাতা পিতা	২২১৪	যত্র যন্ত্রানুকীর্ত্যত	২৩১৩১

যত্র যত্রাপত্যমহ্যং	১২।৩৩	যদৃচ্ছয়োগপপম্নেন	১৯।২৪	যাবন্তো বিষম্নাঃ	১৯।২১
যত্র যত্রোত্তমঃশ্লোকো	১।৩২	যদৃচ্ছালাভতুষ্টিস্য	১৯।২৬	যামৈঃ পরিত্রতো	১।১৮
যত্র সংগীতসম্মাদৈঃ	২।৬	যদৃগন্ধমাত্রাকুরম্নো	২।২১	যুক্তাঃ কৰ্ম্মণি	১০।১১
যত্রামোদমুপাদায়	১৫।১৮	যদ্বিভাব্যং	৫।৪৩	যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যাক্রা	১৪।৫
যত্রোভয়ং	৮।২২	যদেবদেবো	১৮।২৮	যুযোথ বলিরিঙ্গণ	১০।২৮
যথাগ্নিমেষস্য মৃতঞ্চ	৬।১২	যদ্যপ্যসাবধর্মেণ	২০।১২	যুগ্মকুলে যৎ	১৯।৪
যথা তানি পুনঃ	১৬।১৭	যদ্যভ্যুপেত	৯।১২	যুগ্মং তদনুমোদধ্বং	৬।২৪
যথা নটস্যাকৃতিভিঃ	৩।৬	যদ্যস্য ন ভবেৎ	২২।২৬	যেহবশিষ্টা রণে	১৯।৪৬
যথানুকীৰ্ত্তনন্তোত	৪।১৫	যদ্যন্তমঃশ্লোক	২২।২	যে চাপরে যোগ-	২১।২
যথা ভগবতা ব্রহ্মন্	৫।১১	যম্নোহসুরাণাম্	২৩।৬	যে ত্বান্মরামভরুভির্হাদি	৭।৩৩
যথামৃতং সুরৈঃ	৫।২২	যম্নায়ম্মা মুষিতচেতসঃ	১২।১০	যেন চেতন্যতে বিশ্বং	১।৯
যথা মে সত্যসঙ্কল্পো	১৬।২২	যম্নো জীরাণম্মা	১২।৩৮	যেন মে পূৰ্ব্বমদ্রীণাং	১১।৩৪
যথাক্ষিষোহগ্নেঃ	৩।২৩	যম্নদঃ পুরুষঃ	২২।২৪	যে মাং তাক্ষ	৪।১৭
যথাস্রবৎ প্রস্রবণং	১০।২৫	যমন্ত কালনাতেন	১০।২৯	যে মাং স্তবন্ত্যনেনাজ	৪।২৫
যথা হি ক্রক্কাশাখানাং	৫।৪৯	যমো যমী	১৩।৯	যেন সম্মোহিতাঃ	১২।১৩
যথৈতরেষাং	২৪।৩০	যযাবিন্দ্রপুত্রীং	১৫।১১	যৈরিন্মং বৃভুজে	২০।৮
যথোপজোষং	৯।১৫	যম্মা হি বিদ্বান্	২২।১৭	যোহসাবগ্মিন্	২৪।১১
যদৃচ্ছস্বং	১০।৪৪	যম্মৌ জলান্ত-	৬।৩৯	যোহসৌ গ্রাহঃ	৪।৩
যদৃচ্ছাকাস্যতি	২০।৬	যম্মোকপালৈঃ	২৩।২	যোহসৌ ভগবতা	১৩।১৪
যদৃচ্ছটোবাৎসহতি	১৮।৩২	যন্তুস্তকাল-	৭।৩২	যোহস্মাৎ পরম্মাক্ষ	৩।৩
যদৃচ্ছিম্নন্তরে	১।৩	যন্তু পর্বণি	৯।২৬	যোগরঞ্জিতকৰ্ম্মাণো	৩।২৭
যদৃচ্ছজ্যতে	৯।২৯	যন্তিমন্ কৰ্ম্মণি	১৪।১১	যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি	৩।২৭
যদর্থং বা যতশ্চাপ্রিৎ	৫।১১	যন্তিমন্ বৈরানুবজেন	২২।৬	যোগেন ধাতঃ	৬।৯
যদর্থমদধাৎ	২৪।২	যন্তিম্নিদং যতশ্চেদং	৩।৩	যোগেশ্বরো	১৩।৩২
যদা কদাচিৎ	২২।২৫	যস্য পীতস্য	৬।২১	যোগৈর্মনুষ্যা	৬।১২
যদা চোপেক্ষিতা	৮।২৯	যস্য প্রমাণং	১৯।২	যোগৈশ্বৰ্য্যশরীরান্ন	১৬।৩৩
যদা দুৰ্ব্বাসঃশাপেন	৫।১৬	যস্য ব্রহ্মাদম্নো	৩।২২	যো জাগতি	১।৯
যদাধম্নো ব্যাধয়ন্ত	২২।৩২	যস্যাবতার্যাংশকলা-	৫।২১	যো নোহনেকমদ-	২২।৫
যদা যুদ্ধেহসুরৈর্দেবা	৫।১৫	যস্যো ভবান্	১৬।১৩	যো ভবান্ যোজন-	২৪।২৬
যদা সুধা ন জায়েত	৭।১৬	যাং ন ব্রজন্ত্যধর্মিতাঃ	১৫।২২	যো নো ভবান্ন	২১।২১
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি	১৬।২৪	যাচেগ্নশ্বরস্য	১৫।২	যোষিদ্ভগ্নমনির্দেশ্যং	৮।৪১
যদি নির্মাস্তি তে	১৬।৭	যাতকালং	১৫।৩০	র	
যদি লভ্যেত বৈ	১৬।২৬	যাতদানবদৈতেম্নৈঃ	৬।১৯	রক্ষামিচ্ছন্	২৪।৫
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং	১২।৪৬	যাতুধান্যশ্চ শতশঃ	১০।৪৮	রক্ষিষ্যে সর্বরতঃ	২২।৩৫
যদৃচ্ছয়া তত্র	৪।৯	যাদোভ্যো জাতি-	২৪।১৪	রঞ্জয়ন্তী দিশঃ	৮।৮
যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা	২৪।৪৬	যানং বৈহায়সং	১০।১৬	রথিনো রথিভিস্তত্র	১০।৮
যদৃচ্ছয়েবং ব্যসনং	২।২৭	যাবৎ তপত্যসৌ	২১।৩০	রমণাঃ স্বগিণাং	৮।৭
যদৃচ্ছয়োগপপম্নেন	১৯।২৫	যাবদ্বর্ষতি পর্জন্ম্যঃ	২১।৩০	রমন্মা প্রার্থ্যমানেন	৫।৫

রম্যামুপবনোদ্যানেঃ	১৫১২	শরভৈর্মহিষৈঃ	১০১১০	শ্রোত্রাদিশো যস্য	৫১৩৮
ররাজ রথমারুতো	১৫১৯	শরৈরবাকিরন্	১১১২০	শ্রোণায়্য শ্রবণ-	১৮১৫
রাজংশতদুদ্দৈশতানি	১৩১৩৬	শশাপ দৈবপ্রহিতঃ	২০১১৪	স্বদুঃকুলং	১২১২১
রসাং নিক্ৰিবিশুঃ	২১১২৫	শালারুকাণাং	৯১১০	ষ	
রসামচল্টাভিত্তলে	২০১২৩	শিখণ্ডিপারাবত-	১৫১২০	ষষ্ঠ চক্ষুঃ	৫১৭
রাজনুদিতমেতৎ	৫১১	শিবাভিরাতুতিঃ	১০১১১	স	
রাক্ষমিত্রপদং	১৩১১৩	শিরন্তুমরতাং	৯১২৬	স একদারাদনাকাল	৪১৮
রাহণা চ তথা	১০১৩১	শিরোভিরুদ্ধুত	১০১৩৯	স এনাং তত-	২৪১১৯
রুক্ষপটুকবাটৈশ্চ	১৩১১৫	শিরো হরিষ্যে	১১১৬	স এব বিষ্ণুঃ	২০১১১
রাপং তবৈতৎ	৬১৯	শিলাঃ সটক্ৰশিখরাঃ	১০১৪৬	স এব ভগবান্	২১১২১
রূপানুরূপাবয়বং	১৮১২৬	শিষ্যায়োপভূতং	১৫১২৮	স এষ সাক্ষাৎ	১২১৪৪
রূপোদার্যাবয়োঃ	৮১৯	শীলাদি গুণসম্পন্না	৮১২৮	সক্লান্তস্য	২৪১৬০
রেজতুবীরমালাভিঃ	১০১১৫	শুচয়ঃ প্রাণরুখায়	৪১১৫	সংগ্রামে বর্তমানানাং	১১১৭
রৌদ্ৰদিশঃ খং	১০১৩৮	শুনিগো যুথপসেব	১২১৩২	সংজ্ঞা ছায়া	১৩১৮
রোধসুদাম্বতো	১০১৫	শুলেন জলতা	১১১১৭	সংপৃষ্ঠো ভগবানেবং	৫১১৪
ল		শৃঙ্গাটকৈর্মণিময়ৈঃ	১৫১৫৬	সংবাদং মহৎ	২৪১৫৯
লব্ধপ্রসাদং নির্মুক্তং	২৩১৫	শৃঙ্গাণীমানি শিষ্যানি	৪১১৮	সংবীক্ষ্য সম্মুখঃ	৯১১৮
লক্ষ্যেহস্বস্থমাত্মনাং	১৬১১০	শৃতং পয়সি	১৬১৪০	সংব্রান্তমীনাশ্চকরাহি	৭১১৮
লিপ্সন্তঃ সর্ববস্তুনি	৮১৩৫	শৃগুতাবিহিতাঃ	৬১১৮	সংযম্য মন্যুসংরতং	১১১৪৫
লীলা-বিস্টটভুবনস্য	২৩১৮	শৃগতাং সর্বভূতানাং	৪১১৬	সংক্ষেপতো	১৩১৭
লোকপালাঃ সহ	১০১২৬	শেষঃ মৎকলাং	৪১২০	সঃ ত্বং নো	৫১৪৫
লোকপালৈদিবং	২৩১২৪	শোভিতং তীরজৈঃ	২১১৯	সকণ্টকংকীচকবেণুবৈজ-	২১২০
লোকস্য পশ্যতো	৪১৫	শ্বাসানিলাভুহিত	১৯১১০	সকৃৎসন্ধানমোক্ষেণ	১১১২২
লোকানমঙ্গল প্রায়ান্	৫১১৯	শ্যামলস্তরুণঃ	৮১৩২	সখ্যায় পতিতং দৃষ্টা	১১১১৩
লোকানাং লোক	২৩১২১	শ্যামাবদাতো ঝষ	১৮১২	সখ্যান্যাহরনিত্যানি	৯১১০
লোকা মতোহথাখিল	৫১৩৩	শ্রাদ্ধদেব ইতি	২৪১১১	স ঘন্যতন্তুঃ করিভিঃ	২১২৩
লোভঃ কার্য্যো	৬১২৫	শ্রিয়ঃ বক্ষসি	২০১২৫	স চাবনিজ্যমানাভিঃ	২১৪
লোভোহধরাং	৫১৪২	শ্রিয়া পরময়া	২৩১২৫	স চাহং বিভ-	২০১৩
শ		শ্রিয়া পরময়া জুষ্টং	৬১২৯	স তত্ত্ব হাসীনম্	২২১১৫
শকুনির্ভূতসস্তাপো	১০১২০	শ্রিয়াবলোকিতা	৮১২৮	স তনিকेतং	১৯১১১
শঙ্কতুর্য্যমৃদঙ্গানাং	১০১৭	শ্রিয়া সমেধিতাঃ	১১১৪৪	স তানাপততঃ	১০১৪২
শঙ্কতুর্য্যমৃদঙ্গানাং	৮১২৬	শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ	৮১২৫	স তু সত্যব্রতো	২৪১৫৮
শঙ্কদুন্দুভয়ো	১৮১৭	শ্রীবৎসং কৌস্তুভং	৪১১৯	স তেনৈবাটধারেণ	১১১২৮
শতাভ্যাং মাতলিং	১১১২২	শ্রীবৎসবক্ষাবলয়-	১৮১২	সত্ত্বেন প্রতিভাভ্যায়	৩১১১
শতেন হয়মেধানাম্	১৫১৩৪	শ্রীর্বক্ষসঃ	৫১৪০	সত্যং পুষ্পফলং	১৯১৩৯
শনৈশ্চরঃ	১৩১১০	শ্রুতিগণমপনীতং	২৪১৬১	সত্যং ভগবতা	২০১২
শম্বরোহরিশ্চটনৈমিশ্চ	৬১৩১	শ্রুত্বাশ্রমেধৈঃ	১৮১২০	সত্যং সমীক্ষাশ্চ-	২১১১
শম্বরো যুযুধে	১০১২৯	শ্রেয়ঃ কুব্ধতি	২০১৭	সত্যকা হরয়ো বীরা	১১২৮

সত্যব্রতস্য রাজর্ষে	২৪।৫৯	সমাগতাস্তে	৬।১৪	সর্বাশ্বানীদং ভুবনং	২০।৩০
সত্যব্রতস্য রাজর্ষেঃ	২৪।৫৫	সমানকর্ণাভরণং	৮।৪২	সর্কামরণণৈঃ	৬।৭
সত্যব্রতস্য সত্যতং	২১।১২	সমাসাদ্যাসিভিঃ	১০।৬	সর্কে নক্ষত্রভারাদ্যা	১৮।৫
সত্যব্রতোহঞ্জলি-	২৪।১৩	সমাহিতমনা রাজন্	১৭।২৩	সর্কে নাগা	২১।১৭
সত্যমোমিতি	১৯।৩৮	সমাহিতেন মনসা	৫।২০	সর্কেদ্রিয়গুণদ্রষ্টে	৩।১৪
সত্যসেন ইতি খ্যাতো	১।২৫	সমিদ্ধমাহিতং	১৮।১৯	সর্কেদ্রিয়মনঃপ্রীতিং	৯।৫
সত্য বেদশ্রুতা	১।২৪	সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়ে	৮।১৫	সর্কে লীলাবতারাঃ	২৪।২৯
সঙ্গমাগ ইবৈতস্মিন্নেষ	৮।৩৯	সমুদ্রোপলুতাস্তত্র	২৪।৩	সর্কেষামপি ভাবানাং	১২।৪
সঙ্গায়ণস্য	১৩।৩৫	সমোডবাংস্তামু	১৬।১৪	সসপিঃ সগুড়ং	১৬।৪০
স ত্বং বিশ্বংস্বাখিল-	৬।১৪	সম্মতামৃষ্মিমুখ্যানাং	১২।৪২	সসজ্জাথাসুরীং	১০।৪৫
স ত্বং সমীহিতম্	১২।১১	সযানো ন্যপতন্তুমৌ	১১।১২	স সিংহবাহিঃ	১১।১৪
সদা সন্নিহিতং	২২।৩৫	সরিৎসরঃসু	১২।৩৪	সহ দেব্যা	১২।২
সক্ষ্যং বিভোঃ	২০।২৪	সরিৎসরোভিরশ্ছোদৈঃ	২।৮	সহায়েন ময়া দেবা	৬।২৩
সপত্নানাং	১০।৩	সরোহনিলং	২।২৪	সাংখ্যাশ্বনঃ	৭।৩০
স পত্নীং দীনবদনাং	১৬।৩	সর্গং প্রজেশ্বরপেণ	১৪।৯	সাংবর্তক ইবাত্যুগ্রো	১০।৫০
স পুঙ্করেণোদ্ধৃত	২।২৬	সর্ব এতে রণমুখে	১০।২৩	সা কুজতি	৯।১৭
সপ্তহস্তায় যজ্ঞায়	১৬।৩১	সর্বং করোতি	২৩।১৬	সা তমাস্তাম্	১২।২৬
সপ্তদ্বীপাধিপত্যো	১৯।২৩	সর্বং নেত্যানুতং	১৯।৪২	সা তু তল্লেক	২৪।১৭
সপ্তমে হৃদ্যতনাং	২৪।৩২	সর্বং বিভ্রাপস্বাক্ষরুঃ	৫।১৮	সা ত্বং নঃ	৯।৬
সপ্তমো বর্তমানো	১৩।১	সর্বং ভগবতো	১৬।১২	সাধয়িত্বামৃতং	১০।২
সপ্তষিভিঃ পরিত্রতঃ	২৪।৩৪	সর্বং সম্পদ্যতে	১৭।২০	সানুগা বলিমাঞ্জহুঃ	২১।৫
স বিধাস্যতি	১৬।২১	সর্বং সোড়মলং	২০।৪	সাবিনিস্তপতী	১৩।১০
স ষিলোকোন্দ্রবাস্তাদীন	৫।১৯	সর্বতঃ শরকুটেন	১১।২৪	সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং	২২।৩১
স বিশ্বকায়ঃ	১।১৩	সর্বতশ্চারয়ন্	১২।১৭	সামাদিত্তিরূপায়ৈঃ	২১।২২
স বৈ নঃ	২৪।৪৩	সর্বতোহলঙ্কৃতং	২।১০	সিংহনাদান্ বিমুঞ্চন্তঃ	১০।২৪
স বৈ ন দেবাসুর-	৩।২৪	সর্বদেবগণোপেতো	১৫।২৪	সিংহব্যাস্রবরাহাশ্চ	১০।৪৭
স বৈ পূর্বমভূদ্রাজা	৪।৭	সর্ববিদ্যাধিপত্যে	১৬।৩২	সিদ্ধচারণগজকৈবঃ	২।৫
স বৈ ভগবতঃ	৮।৩৪	সর্বভূতগুহাবাসং	১৬।২০	সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ	১৮।৯
স বৈ মহাপুরুষঃ	৫।৩২	সর্বভূতনিবাসায়	১৬।২৯	সিনীবালায় মৃদালিপ্য	১৬।২৬
স বৈ সমাধি	১৭।২২	সর্বভূতসুহৃদেব-	৭।৩৬	সিদ্ধোনির্মথনে	১২।৪৫
স ব্রহ্মবর্চসা	১৮।১৮	সর্বমেতন্ময়া	২৩।২৮	সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং	৮।৪৪
সব্রীড়স্মিতবিক্ষিপ্ত-	৮।৪৬	সর্বশ্রেয়ঃ প্রতীপানাং	২২।২৭	সুতলং স্বগিভিঃ	২২।৩৩
সভাচত্বরথ্যাভ্যাং	১৫।১৬	সর্বসাংগ্রামিকোপেতং	১০।১৭	সুদর্শনং চক্রং	২০।৩০
সভাজিতো ভগবতা	১২।৩	সর্বস্বং নো হতং	২১।১১	সুদর্শনং পাক্ষজনাং	৪।১৯
সভাজিতো যথান্যায়ম্	১৬।৩	সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্তা	১৯।৩৩	সুদর্শনাদিভিঃ	৬।৭
সমভ্যবর্ষন্	৭।১৫	সর্বাগমান্নায় মহার্ণবায়	৩।১৫	সুনন্দমুখ্যা	২০।৩২
সমর্চ্য ভক্ত্যা	২১।৩	সর্বাশ্বনঃ সমদৃশো	২৩।৮	সুনন্দায় বর্ষশতং	১।৮
সমাঃ সহস্রং	২।২৯	সর্বাশ্বনা তান্	১৫।৩	সুবাসনা-বিরুদ্ধাদ্যাঃ	১৩।২২

অষ্টম-স্কন্ধের শাস্ত্র-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটি শ্লোকসংখ্যা-সাপেক্ষ)

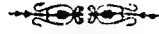
অ	ই	ক
অগস্ত্য ৪১১১	ইন্দ্র ১১২০, ২৪ ; ৫১৩, ৮, ১৬,	ক (কশ্যপ) ১৬১৮
অগ্নি ১১১৯ ; ১০১২৬ ; ১১১৪২ ; ১০১৩৪	১৯ ; ৮১৩ ; ১০১২৮, ৫৩ ; ১১১১৮ ; ২০, ২৯, ৩৩ ; ১০১৪, ১২, ১৯, ২৫, ২৮, ৩১ ; ১৪১৭ ; ১৫১৩, ২৩ ; ১৭১১৪ ; ২০১২৬ ; ২২১৩১ ; ২৩১৪, ২৪, ২৫	কপিল ১১৬ ; ১০১২১
অগ্নিধুব ১০১২৮		ক (প্রজাপতি) ৫১৩৯
অঙ্গ ৪১২৫		কশ্যপ ৪১২২ ; ৭১৫ ; ৯১৭, ৯ ; ১০১৫, ৬, ১৬১২ ; ১৭১১, ২২ ; ১৮১১৪ ; ১৯১৩০ ; ২৩১২১
অঙ্গিরা ৮১২৭ ; ২৩১২০		
অচ্যুত ৯১১৯		
অজ ৮১১৬ ; ৯১২৬ ; ২০১২৯	ইন্দ্রদ্যুম্ন ৪১৭, ১১	কাম ৭১৩২
অজিত ৫১৯ ; ৭১১৬	ইন্দ্রসাবণি মনু ১০১৩৩	কামদেব ১০১৩৩
অশুভ্রজ (গরুড়) ১০১৫৭	ইন্দ্রসেন ২০১২৩ ; ২২১১৩, ৩৩	কালকেশব ১০১৩৪
অগ্নি ১০১৫	ইন্বল ৭১১৪ ; ১০১২০, ৩২	কালনাভ ১০১২০, ২৯
অদিতি ১০১৬ ; ১৬১১, ১৮, ১৭১১, ৭, ১১, ২১, ২৩, ২৪ ; ১৮১১, ১০, ১১ ; ১৯১৩০ ; ২৩১৪, ২১, ২৭	ইক্ষাকু ১০১২	কালনেমি ১০১৫৬
	ঈশান ৪১১	কালেশ ৭১১৪ ; ১০১২২
	ঊ ৮১৩	কুমার ২৩১২০, ২৬
অন্তুত ১০১১৯, ২০	উদৈঃশ্রবা ৮১৩	কুমুদ ২৩১১৬
অনিল ১০১৩১	উৎকল ১০১২১, ৩৩	কুমুদাক্ষ ২৩১১৬
অপরাজিত ১০১৩০	উত্তম ১১২৩, ২৭	কুরুব্রহ্ম ১১৬
অবিরুদ্ধ ১০১২২	উত্তমঃশ্লোক ১২১৪৬	কৃপ ১০১১৫
অশ্বজনাভ ৪১১৩	উপশ্লোক ১০১২১	কৃষ্ণ ৪১১৪
অবজ্ঞতব ২১১১	উপেন্দ্র ২২১১৯ ; ২৩১২৩, ২৫	কেতু ১১২৭
অমৃতপ্রভা ১০১১২	উমা ৭১৩৩ ; ১২১১৭, ২২ ; ১৮১১৭	কেশব ১৬১২৪, ৩৫, ৫৯ ; ২৪১৪৩
অম্বুধারা ১০১২০	উরুতম ২০১২৪, ৩৩, ৩৪ ; ২১১৪ ; ২৩১২৮	
অমোমুখ ১০১১৯	উরুবিক্রম ২৩১২৯	খ্যাতি ১১২৭
অরবিন্দাক্ষ ১৬১২৫	উশনা ১০১৩৩, ১১১৪৭, ৪৮ ; ১৯১২৯ ; ২৩১১৩, ১৮	
অরিষ্ট ১০১২২	ঊ ৮১৩	গ
অরিষ্টনেমি ৬১৩১ ; ১০১২২	উরু ১০১৩৩	গন্তীর ১০১৩৩
অরুণ ১০১২৫	উজ্জ্বল ১১২০	গয় ১৯১২৩
অর্জুন ৫১২	উর্ধ্ববাহ ৫১৩	গরুড় ৩১৩১ ; ৪১১৩ ; ৬১৩৮ ; ১০১২, ৫৬
অশ্বিন ১০১৩০		গরুড়ধ্বজ ৬১৩৬
অশ্বিনীকুমার ১০১১০		গালব ১০১১৫
	ঋ ৮১৩	গিরিহ ৬১১৫ ; ৭১৩১
আ	ঋতধামা ১০১২৮	গিরিশ ৫১৩৯ ; ১২১২, ১৪, ১৮১২৮
আকৃতি ১১৫	ঋষভদেব ১০১২০	গুহ ১০১২৮
আম্রহান ১০১২০	ঐ ৮১৪	গৌতম ১০১১৫
আর্য্যক ১০১২৬		

চক্রদৃক্	চ	১০১২১	দিষ্ঠ	১৩১২	নিবাতকবচ	১০১২২, ৩৪
চন্দ্র		৯১২৪, ২৬	দীপ্তকেতু	১৩১১৮	নির্মোহক	১৩১১১, ৩১
চক্ষু		৫৭	দীপ্তিমান্	১৩১১৫	নিশুভ	১০১২১, ৩১
চাক্ষুষ		৫৭ ; ১৩১৩৪	দুন্দুভি	১০১২১	নেমি	২১১১৯
চিহ্নসেন		১৩১৩০	দুর্কাসা	৫১১৬	ল	
ছায়া	ছ	১৩১৮, ৯	দুর্দর্শ	১০১৩৩, ৪৩	পতথিরাট্	২১১১৬
জনার্দন	জ	১৬১২০	দেবগুহ্য	১০১১৭	পদ্মজ	১৬১২৪
জমদগ্নি		১৩১৫	দেববান্	১৩১২৭	পদ্মভব	২১১৩
জন্ত		১০১২১, ৩২ ; ১১১১৩, ১৮, ১৯	দেবল	৪১৩	পবন	১১২৩
জয়		১৩১২২ ; ২১১১৬	দেবসত্ত্বতি	৫১৯	পবিত্র	১৩১৩৪
জয়ন্ত		২১১১৭	দেবসাবগি মনু	১৩১৩০	পরমর্দন (ইন্দ্র)	১১১১২
জাহ্নবান্		২১১৮	দেবহুতি	১১৫	পরায়ু (ব্রহ্মা)	১২১১০
জ্যোতির্ধাম		১১২৮	দেবহোত্র	১৩১৩২	পর্যবসু	১১১৪১
তত্ত্বদর্শ	ত	১৩১৩১	দ্বিমূর্দ্ধা	১০১২০	পরীক্ষিৎ	১১৩৩
তপতী		১৩১১০	দ্বৈপায়ন	৫১১৪	পাক	১১১১৯, ২২
তপোমুক্তি		১৩১২৮	দ্যুতিমৎ	১৩১১৯	পাকশাসন	১১১২
তরুণ		১৩১৩	দ্যুমৎ	১১১৯	পাণ্ডু	৭১৬ ; ১০১১৫
তামস		১১২৭, ২৮ ; ৫১২	দ্রোণ	১৩১১৫	পারা	১৩১১৯
তারক		১০১২১	ধ		পূরন্দর	১৩১৪, ১৭
তারকাসুর		১০১২৮	ধন্বন্তরি	৮১৩৪	পুলোমা	১০১৩১
তার্ক্য		২১১২৬	ধর্ম	১১২৫	পুল্পদত্ত	২১১১৭
তুরাষাট্		১১১২৬	ধর্মসাবগি মনু	১৩১২৪	পুরু	৫১৭
তুষিতা		১১২০, ২১	ধর্মসেতু	১৩১২৬	পুরুষ	৫১৭
ত্বষ্টা		১০১২৯ ; ১১১৩৫	ধৃত	১৩১২	পৃথু	১১২৭
ত্রিপুর		৭১৩২	ধ্রুব	৪১২৩	পৃথু	১৩১৩
ত্রিপুরাধিপ		১০১২২	ন		পৌলোম	৭১১৪, ১০১২২, ৩৪
ত্রিশিখ		১১২৮	নন্দ	২১১১৬	প্রবল	২১১১৬
দধীচি	দ	২০১৭	নভগ	১৩১২	প্রমদ	১১২৪
দক্ষ		৬১১৫ ; ২৩১২০	নমুচি	১০১১৯, ৩০, ১১১১৯, ২৩, ২৯, ৩২, ৪০	গ্রহলাদ	৪১২০ ; ১৫১৭ ; ১৯১৪, ১৪ ; ২০১৩ ; ২২১৮, ১২, ১৮ ; ২৩১৫, ৯, ১১
দক্ষসাবগি		১৩১১৮	নর	১১২৭	গ্রহেতি	১০১২০, ২৮
দাক্ষায়ণী		৭১৪৫	নরকাসুর	১০১৩৩	প্রিয়ব্রত	১১২৩
দিত্তি		১০১৩, ২১১১৫	নরিশ্যন্ত	১৩১২	ব	
দিবস্পতি		১৩১৩১, ৩২	নাভাগ	১৩১২	বজ্রদংষ্ট্র	১০১২০
			নারদ	৪১২০ ; ১১১১৯, ৪৩, ৪৬	বজ্রপানি	১১১৩
			নারায়ণ	৩১৩২, ১০১৪, ১১১৪৪, ১৬১৩৪ ; ২২১১৭ ; ২৩১১৩ ; ২৪১২৭	বড়বা	১৩১৯, ১০
					বরুণ	২১৯ ; ৫১১৭, ১০১২৬, ২৮ ; ১১১৪২ ; ১৩১১৮

বল	১১১৯, ২১১৬	বিরোচন	১০১৬, ২০, ২৯ ;	ব্রহ্মসাবণি	১৩২১
বলি	৫২, ৭১৪, ৮১৩, ১০১৬, ২৮,		১৩১২	ব্রহ্মা	৩২২, ৩০ ; ৪১৮, ১৮,
	৩০, ৪১ ; ১১১৩, ৪৬,	বিশ্বকর্মা	৮১৬, ১০২৯ ;		২০ ; ৬১৮ ; ৭১২, ২৩,
	৪৮ ; ১৩১২, ১৭ ; ১৫১১,		১৩১৮ ; ২২১৩২		২৪, ৩৪, ৪৫ ; ৮২৭ ;
	২৪, ২৫, ২৯ ৩৩ ; ১৮২০	বিশ্বদেব	১০১৩৪		২১৫ ; ২২২৪ ; ২৩৩৩,
	২১, ২৭ ; ২০১৮, ২২, ৩৩ ;	বিশ্বাবসু	১১১৪১		৭, ২০, ২৪, ২৬ ; ২৪১৭
	২১৫, ১৩, ১৪, ১৮, ২৬ ;	বিশ্বামিত্র	১৩১৫	ড	
	২২১১, ১৪ ; ২৩৩৩, ৫,	বিষ্ণু	৪১৭ ; ৫১৬, ৪৯ ; ৭১২৩ ;	ড্র	১২২৪
	১১, ১৮, ১৯		৮১৩৪, ৪১, ১২১১৪, ৩১ ;	ড্রকালী	১০১৩১
বশিষ্ঠ	১২২৪ ; ১৩১৫		১৩১৬, ৭১৩৩ ; ১৬১৯, ১৮,	ড্রব	৪১২০ ; ৫১২১ ; ৬১২৭ ;
বাণ	১০১১৯, ৩০		৪৬, ৫০, ৫১, ৫৬ ; ১৭,		১২১৩, ১৭, ২৩, ২৪, ২৭,
বাতাপি	১০১৩২		২৬ ; ১৯১৬, ৮, ১১, ২৯,		৪২ ; ২৩৩৩, ২৩২০
বাদরায়ণ	১৩৩৩, ১৩১৩৫		৩০ ; ৩৩ ; ২০১১১ ; ২১৩৩,	ডুবানী	৭১৩৭, ৪১ ; ১২১২৫, ৪২
বাদরায়ণি	১৩৩৩, ২৪১৪		১০, ১৫, ২৫, ২৭ ; ২৩২৬	ডবেন্দ্র	৭১২২
বামন	১৮১২২, ২৩ ; ১৯১২৮ ;		২৪১৪, ৫৮	ডরদ্বাজ	১৩১৫
	২০১১৬ ; ২১১১৪, ২৮,	বিষ্ণুরাত	২৪১৪	ভারত	১১৮ ; ২৪১১৩
	২৩২১, ২৪	বিষ্ণুবক্সেন	১৩২২৩ ; ২১১১৬	ভূতকেতু	১৩১১৮
বায়ু	৫১১৯ ; ১০১২৬, ১১১৪২	বিসুচী	১৩২২৩	ভূতসজাপ	১০১২০
বারুণী	৮১৩০	বেদশ্রুত	১২২৪	ভূরিশেণ	১৩২১১
বাসুদেব	১০১১ ; ১৬১২০, ২৯,	বীর	১২২৮	ভৃগু	১৫১৩, ৮, ২৮ ; ১৮১২৩ ;
	৪৯ ; ১৭১৩	বীরক	৫১৮		২৩২০, ২৬
বাহু	১৩১৩৪	বুধ	১৩১৩৩	ম	
বিকুষ্ঠা	৫১৪	ব্রহ্ম	১১১৩৫	মঘবান্	১১১৩৮, ৩৯ ; ১৫১২৪, ২৮
বিচিহ্ন	১৩১৩০	ব্রহ্মধ্বজ	১২১১	মধুসূদন	১২১২, ৩৭ ; ২২১১৮ ;
বিজয়	২১১১৬	ব্রহ্মপর্ব	১০১৩০		২৪১৪৫
বিতানা	১৩১৩৫	ব্রহ্মাকপি (মহাদেব)	১০১৩২	মনু	১১৫, ১৯, ২৩, ২৭ ; ৫১৭ ;
বিধূতা	১৩১২৬	ব্রহ্মাক্ষ	৮১১		১৩, ১১১১৮, ২১, ২৯, ৩০ ;
বিধূতি	১২২৯	ব্রহ্মতী	১৩১৩২		১৪১২, ৩, ৫ ; ২৪১৫৮
বিদ্যা	৫১২	ব্রহ্মজানু	১৩১৩৫	মন্ত্রদ্রুম	৫১৮
বিদ্যাবলি	২০১১৭	ব্রহ্মস্পতি	১০১৩৩ ; ১৮১১৪	ময়	১০১১৬, ২২, ২৯
বিপ্রচিহ্নি	১০১১৯ ; ২১১১৯	বেদশিরা	১২২১ ; ৫১৩	মরীচি	১২১১০ ; ২১১১
বিবস্বত	১৩১১, ৮	বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু)	৫১৪ ; ৭১৩১, ৪৫	মরীচিগর্ভ	১৩১১৯
বিবস্বান্	২৪১১১	বৈণ্য	১৯১২৩	মরুত	১০১৩৪
বিভাবসু	১০১৩২ ; ১৮১২২	বৈধূত	১৩১২৫	মহাদেব	৭১২১, ৪২
বিভু	১২২১ ; ৫১৩	বৈবস্বত মনু	১৩১৩	মহিষাসুর	১০১৩২
বিরজঙ্ক	১৩১১১	বৈরাজ	৫১৯	মহেন্দ্র	৫১১৭, ৩৯ ; ১০১৪১ ;
বিরজা	১৩১১২	বৈরোচন	১১১২		২৩১১৯
বিরিঞ্চ	৫১৩৯ ; ৬১৩, ১৬ ;	বৈরোচনি (বলি)	১১১১, ৩০	মহেশ্বর	৭১৩৫
	৭১৩১ ; ১৮১১ ; ২৩১৬			মাগধ	১৩১৩৪

মাতলি	১১১৬, ১৮১২২	শর্যাতি	১৩১২	সুহৃত	১৩১২২
মারীচ	১৬১১৪ ; ১৭১১৮	শার্ঙ্গধন্বা	১২১৪৫	সুতপা	১৩১১২
মালী	১০১৫৭	শিব	৪১১৮ ; ৭১২৩ ; ১৬১৩২	সুগ্রামা	১৩১৩১
মিহ্র	১০১২৮	শিবি	২০১৭	সুদ্যম্ন	৫১৭
মুকুন্দ	৮১২৩	শুক্র	১৫১৬	সুনন্দ	২১১৬ ; ২২১১৫
মুরারি	২০১২৫	শুচি	১৩১৩৪	সুনুতা	১৩১২৯
মুক্তি	১৩১২২	শুচিশ্রবা	২১১৩	সুপর্ণ	৪১১৯ ; ৫১২৯ ; ৬১৩৯ ; ১০১৫৪
মেঘ	১০১২১	শুদ্ধ	১৩১৩৪	সুবাসন	১৩১২২
য		শুভ্র	৫১৪	সুমালী	১০১৫৭
যজ্ঞ	১১৬, ১৮	শুভ	১০১২১, ৩১	সুরর্ষভ (মহাদেব)	১২১৩০
যজ্ঞহোত্র	১১২৩	শূলপাণি	১২১১৪	সুশ্ৰেণ	১১১৯
যম	১০১২৯ ; ৩১৯	শ্রাদ্ধদেব	১৩১১, ৯ ; ২৪১১১	সূর্য	৯১২৪ ; ১০১৩০ ; ১১১২৬ ; ১৮১২২
যমী	১৩১৯	শ্রী	৪১২০, ৫১৪০ ; ৮১৮, ১৪, ২৫, ২৮ ; ৯১১৮ ১১১৪৪ ; ১৬১৩৭ ; ২৩১৬	সৃঞ্জয়	১১২৩
যাম	১১১৮	শ্রুতদেব	১৭১২১	সোম	৪১২২
যোগেশ্বর	১৩১৩২	স		সোমা	১২১৩
র		সংজ্ঞা	১৩১৮, ৯	স্বধামা	১৩১২৯
রমা	৫১৫ ; ৮১২৩	সতী (পার্বতী)	৭১৩৬	স্বরাট্ (ইন্দ্র)	১০১২৫
রাম	১৩১১৫	সত্য	১১২৪ ; ১৩১২২	স্বায়ম্ভুব	১১১, ৪
রাহ	১০১৩১ ; ২১১১৯	সত্যক	১১২৮	স্বারোচিষ	১১১৯
রত্ন	৮১২৭ ; ১০১৩৪ ; ১২১৩১ ; ১৬১৩২	সত্যজিৎ	১১২৪, ২৬	হ	
রত্নসাবর্ণি মনু	১৩১২৭	সত্যধর্ম	১৩১২৪	হবিষ্যন্	১৩১২১, ২২
রৈবত	৫১২	সত্যব্রত	১১২৫ ; ২৪১১০, ১৩, ৩১, ৫৫, ৫৮, ৫৯	হয়গ্রীব	১০১২১ ; ২৪১৮, ৯, ৫৭
রোচন	১১২০	সত্যসহা	১৩১২৯	হর	১২১৩৪
রোচিষ্ণু	১১১৯	সত্যসেন	১১২৫	হরি	১১২, ১৮, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২ ; ৩৩২, ৩৩ ; ৪১১, ৮, ১২, ১৬ ; ৫১১, ১৪ ; ৬১১, ৩৯ ; ৭১২, ৪০ ; ৮১৬, ৩০, ৩৬ ; ৯১৮, ১২, ২৫, ২৭ ; ১০১৫৫ ; ১১১৩১ ; ১২১১, ৩ ; ১৩১২৬, ২৯, ৩২, ৩৫ ; ১৪১৮ ; ১৫১১, ১৫১২৯ ; ১৬১২১, ৩৪, ৪৭, ৫৩ ; ১৭১৭, ৯, ২১, ২২ ; ১৮১৩, ৬, ১২ ; ১৮১২৪ ; ১৯১৭, ৩২ ; ২০১২১ ; ২১১২৩ ; ২২১৩, ১৩, ১৮, ১৯, ৩০ ; ২৪১১, ৯, ১১, ২৭, ৩৯, ৪০ ; ৪৫, ৫৭, ৬০
ল		সত্যসহা	১৩১২৯		
লক্ষ্মী	৬১৬ ; ৮১২৯	সত্যসেন	১১২৫		
শ		সত্ত্বায়ণ	১৩১৩৫		
শকুনি	১০১২০	সদাশিব	৭১১৯		
শক্র (ইন্দ্র)	১০১৪২ ; ১১১১, ৩৭ ; ১৯১৩২	সনৎকুমার	১৮১২২		
শকুশিরা	১০১২১	সনন্দন	২১১১		
শতরূপা	১১৭	সবিতা	৩১২৩ ; ১০১২৯		
শনি	১০১৩৩	সম্বরণ	১৩১১০		
শনৈশ্চর	১৩১১০	সরস্বতী	৮১১৬ ; ১৩১১৭ ; ১৮১১৬		
শম্বর	৬১৩১ ; ১০১১৯, ২৯	সাহিত	২১১১৭		
শত্ৰু	৬১১৮ ; ৭১৪৫ ; ১৩১২২, ২৩	সাবর্ণি	১৩১১০, ১১ ; ২২১৩১		
শর্ব	৬১৩, ৭ ; ২৩১৬, ২৬	সার্বভৌম	১৩১১৭		
		সুকর্মা	১৩১৩১		

হরিত	১৩১৮	হিরণ্যকশিপু	১৯১৭	হিরণ্যাক্ষ	১৯১৫
হরিমেধস	১১৩০	হিরণ্যগর্ভ	১৬১৩৩ ; ১৭১২৪ ;	হুহু	৪১৩
হর্যাস্থ (ইন্দ্র)	১১১২১		২২১১৮	হাষীকেশ	৪১২৬ ; ১৬১৩৮ ; ২৪১৩৯
হর্যাস্তমদ্	৫১৮	হিরণ্যরোমা	৫১৩	হেতি	১০১২০, ২৮



অষ্টম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-আপক)

ক		ন		শ	
কালিন্দী	৪১১৩	নন্দা	৪১২১	শ্বেতদ্বীপ	৪১১৮
কুলাচল	৪১৮	নন্দাদা	১৮১২১	স	
কৃতমালা	২৪১১২			সরস্বতী	৪১২৩
গ		ব		সুনন্দা (নদী)	১১৮
গঙ্গা	৪১২৩	বৈকুণ্ঠ	৫১৫	ক	
ত		ড		ক্ষীরসাগর	৫১১১
দ্বিকুট (পর্বত)	২১১	ডুণ্ডকচ্ছ	১৮১২১	ক্ষীরোদ	৪১১৮



অষ্টম স্কন্ধের অধ্যায়-সূচী

অধ্যায়	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক	অধ্যায়	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়	৩৩	১-১২	দ্বাদশ অধ্যায়	৩৬	১৬৩-১৬৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৩	১৩-২১	চতুর্দশ অধ্যায়	১১	১৬৯-১৭২
তৃতীয় অধ্যায়	৩৩	২২-৪০	পঞ্চদশ অধ্যায়	৩৬	১৭৩-১৮২
চতুর্থ অধ্যায়	২৬	৪০-৪৬	ষোড়শ অধ্যায়	৬২	১৮৩-১৯৭
পঞ্চম অধ্যায়	৫০	৪৬-৬৫	সপ্তদশ অধ্যায়	২৮	১৯৮-২০৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	৩৯	৬৬-৭৮	অষ্টাদশ অধ্যায়	৩২	২০৭-২১৬
সপ্তম অধ্যায়	৪৬	৭৯-৯৪	উনবিংশ অধ্যায়	৪৩	২১৬-২৩০
অষ্টম অধ্যায়	৪৬	৯৫-১০৯	বিংশ অধ্যায়	৩৪	২৩১-২৪৩
নবম অধ্যায়	২৯	১১০-১২১	একবিংশ অধ্যায়	৩৪	২৪৩-২৫৩
দশম অধ্যায়	৫৭	১২১-১৩৩	দ্বাবিংশ অধ্যায়	৩৬	২৫৪-২৬৯
একাদশ অধ্যায়	৪৮	১৩৩-১৪৪	ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	৩১	২৬৯-২৭৮
দ্বাদশ অধ্যায়	৪৭	১৪৪-১৬২	চতুর্বিংশ অধ্যায়	৬১	২৭৯-২৯৯



শ্রীমদ্ভাগবতম্

অষ্টমঃ স্কন্ধঃ

প্রথমোহধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

স্বায়ম্ভুবস্যেহ গুরো বংশোহয়ং বিস্তরাচ্ছতঃ ।
যত্র বিশ্বসৃজাং সর্গো মনুনন্যান্ বদন্ত নঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম এবং
তামস—এই চতুর্মন্নিরূপিত হইয়াছে ।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিস্তার
শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মনুর বিষয় তথা শ্রীভগবান্
ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সকলে আবি-
র্ভূত হইয়া যে সকল জীলা করিয়াছেন, করিতেছেন
ও করিবেন তাহার জ্ঞানলাভেচ্ছা হইলে শ্রীশুকদেব
তৎসমুদয় ক্রমান্বয়ে বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রথমে বর্তমানকল্পে
ছয় মনুর কাল অতীত হওয়ার কথা এবং আদি মনু
স্বায়ম্ভুবের আকৃতি ও দেবহুতি নামক কন্যাদ্বয়ে
যজ্ঞ ও কপিলরূপে ভগবানের আবির্ভাবকথা কীর্তন,
তথা কপিলের রক্তান্ত পূর্ব (৩য় স্কন্ধে) বর্ণিত
হওয়ার যজ্ঞের রক্তান্ত অধুনা বর্ণনেচ্ছা প্রকাশ করিয়া
শতরূপাপতি আদি মনু তপস্যার্থ সস্ত্রীক বনগমন-
পূর্বক সুনন্দা নদী-তীরে শতবর্ষব্যাপী দৃশ্যের তপস্যা
করিতে করিতে সমাধি অবলম্বনে যেরূপে ভগবানের
স্বপ্ন করেন, তৎকালে অসুর ও রাক্ষসগণ যে প্রকারে
তাঁহাকে ভক্ষণার্থ ধাবিত হয় এবং ‘যজ্ঞ’রূপে অব-
তীর্ণ ভগবান্ নিজপুত্র যাম নামক দেবগণে পরিব্রত
হইয়া যেরূপে তাঁহাদিগকে বধ করেন ও স্বয়ং ইন্দ্র

হইয়া স্বর্গ-পাভন করেন, তাহা বলিলেন । পরে
অগ্নিপুত্র দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, তাঁহার দ্যুমৎ, সুশেণ,
রোচিষৎ প্রমুখ পুত্রগণ, এই মন্বন্তরের রোচন নামক
ইন্দ্র ও তুম্বিতাদি দেবতা, উর্জস্তপ্তাদি সন্তুষ্টি এবং
বেদশিরা ঋষির তুম্বিতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে উদ্ভূত
বিভু নামক বিখ্যাত দেবতার অষ্টাশীতি সহস্র-ধৃত-
ব্রত মুনিকে শিক্ষা প্রদান, প্রিয়ব্রত-পুত্র তৃতীয় মনু
উত্তম, তাঁহার পবন, সৃজয়, যজ্ঞহোত্রাদি পুত্র ঐ
মন্বন্তরের বশিষ্ঠপুত্র প্রমদাদি সন্তুষ্টি, সত্য, দেবশ্রুত,
ভদ্রাদি দেবতা এবং সত্যজিৎ নামক ইন্দ্র, ধর্ম্মের
সুন্মতা-নাম্নী পত্নীগর্ভে ভগবানের সত্যসেনরূপে
আবির্ভূত হইয়া সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের সহিত যক্ষ,
রক্ষ এবং ভূতগণের বিনাশ সাধন, তথা তৃতীয় মনু
উত্তমের দ্রাভা চতুর্থ মনু তামস, তাঁহার পৃথু, খ্যাতি,
নর, কেতু প্রভৃতি দশ পুত্র, ঐ মন্বন্তরের সত্যক, হরি
ও বীর নামক দেবগণ, ত্রিশিখ ইন্দ্র, জ্যোতির্ধামাদি
সন্তুষ্টি এবং হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে ভগ-
বানের ‘হরি’-রূপে আবির্ভূত হইয়া গ্রাহপ্রস্তু গজেন্দ্র-
মোক্ষণ প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন ।
অনন্তর পরীক্ষিৎ মহারাজের গজেন্দ্রের বিষয় বিশেষ-
রূপ জ্ঞানেচ্ছা প্রকাশদ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল ।

অশ্বময়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) গুরো, ইহ
স্বায়ম্ভুবস্য (মনোঃ) অয়ং বংশঃ বিস্তরাৎ (বিশেষণে)
শ্রুতঃ (মন্মা আকণিতঃ) যত্র (বংশে) বিশ্বসৃজাং
(মরীচ্যাদীনং) সর্গঃ (মনুকন্যাসু পুত্রপৌত্রাদিসর্গঃ
বণিতঃ । অধুনা) নঃ (অস্মভ্যং) অন্যান্ (অপরাণ্)

মনু (সচরিত্রান্ সবংশান্) বদস্ব (বিশেষণে কথ্য)
॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে গুরো,
যে বংশে মনু কন্যাগণে উৎপন্ন মরীচ্যাদির পুত্র-
পৌত্রাদিরূপ বংশ বণিত হইয়াছে, সেই স্বায়ত্ত্বব মনুর
বংশ বিস্তৃত শ্রুত হইলাম, সুতরাং বর্তমানে অপরা-
পর মনুর বংশ বিবৃত করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীগোবর্দ্ধনধারিণে নমঃ ।

প্রণম্য শ্রীশুরং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং ।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥
গোপরামাজনপ্রাণপ্রিয়সেহতিপ্রভৃষবে ।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥
মন্বন্তরস্য সঙ্কর্ম ইতি লক্ষণমীরিতম্ ।
তস্য প্রবর্তকাঃ কিন্তু মন্বাদ্যাঃ ষট্ পৃথক্ পৃথক্ ॥
প্রতিমন্বন্তরং তস্মাচ্চতুর্বিংশতি-সংখ্যকৈঃ ।
অধ্যায়ৈরষ্টমঙ্কজে তে বর্ণান্তে যথোচিতম্ ॥
অধ্যায়েনোক্তমেকেন মন্বন্তরচতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিভির্গজেন্দ্রোপাখ্যানমথোক্তং পঞ্চমো মনুঃ ॥
ষষ্ঠশাচান্দ্রাধ্বর্মহুশ্চামৃতাত্মানামষ্টভিঃ ।
একেন সপ্তমাদীনাং মনুনামনুকীর্তনম্ ॥
একেন তেষাং কর্মাণি নবভির্বামনেহিতম্ ।
মৎস্যাবতার একেনৈত্যেবং ক্রকোহষ্টমো মতঃ ॥
অথাত্র প্রথমে স্বায়ত্ত্ববস্তোত্রং প্রকীর্ত্যতে ।
মন্বন্তরীয়-মন্বাদি-ষট্ কানাঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ॥
তদেবং চতুর্থাতি ক্রক্কেমু স্বায়ত্ত্বব-মনুবংশ-কথা-
প্রাসঙ্গিক-মরীচ্যাদি-বংশ্য-প্রহ্লাদাদ্যুপাখ্যানামৃতপান-
প্রমুদিতো রাজা সর্বমন্বাদি-কথাং জিজ্ঞাসমানঃ
পৃচ্ছতি স্বায়ত্ত্ববস্যেতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীশুরদেবকে পুনঃ পুনঃ
প্রণতিপূর্বক করুণাসিদ্ধ, সকল লোকের পালক
শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ শ্রী-
শুকদেবের সর্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব-
শক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়-
জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার
আমিত্বকে) ও আমার সর্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥

সঙ্কর্ম ই মন্বন্তরের লক্ষণ বলা হইয়াছে, কিন্তু

প্রতি মন্বন্তরে মনু প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ছয় জন সেই
সঙ্কর্মের প্রবর্তক ॥

এই অষ্টম ক্রক্কে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের দ্বারা
যথাযথ তাহাদের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে
একটি অধ্যায়ে চারিটি মন্বন্তর, তিনটি অধ্যায়ে
গজেন্দ্রের উপাখ্যান ও পঞ্চম মনুর (রেবতের) কথা
বলা হইয়াছে। আটটি অধ্যায়ের দ্বারা ষষ্ঠ মনু
(চাক্ষুষ), সমুদ্রমন্ধান ও অমৃত-প্রাপ্তি, একটি অধ্যায়ে
সপ্তম মনু (বিবস্বত পুত্র শ্রাদ্ধদেব), একটি অধ্যায়ে
তাহাদের কর্মসমূহ, নয়টি অধ্যায়ে শ্রীবামনদেবের
চরিত্র-বর্ণন এবং একটি অধ্যায়ে মৎস্যাবতারের
বর্ণনের দ্বারা অষ্টম ক্রকের সংগ্রহ ॥

এই প্রথম অধ্যায়ে স্বায়ত্ত্বব মনুর স্তোত্র এবং
মন্বন্তরীয় মন্বাদি ছয়জনের মধ্যে (স্বায়ত্ত্বব, স্বারো-
চিষ, উত্তম ও তামস) চারিজন মনুর কথা বলা হই-
য়াছে ॥ ০ ॥

চতুর্থাতি ক্রকে স্বায়ত্ত্বব মনুবংশের কথাপ্রসঙ্গে
মরীচি প্রভৃতির বংশ এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতির উপা-
খ্যানরূপ অমৃতপানে আনন্দিত হইয়া মহারাজ
পরীক্ষিৎ সকল মন্বাদির কথা জানিবার জন্য
বলিতেছেন—‘স্বায়ত্ত্ববস্য’ ইত্যাদি ॥ ১ ॥

মন্বন্তরে হরের্জন্ম কর্মাণি চ মহীয়সঃ ।

গুণন্তি কবয়ো ব্রহ্মংস্তানি নো বদ শৃণ্বতাং ॥ ২ ॥

অনুবাদ—(হে) ব্রহ্মন, (যত্র যত্র) মন্বন্তরে কবয়ঃ
(বিবেকিনঃ) মহীয়সঃ (সর্বোৎকৃষ্টস্য) হরেঃ
(ভগবতঃ) জন্ম-কর্মাণি (জন্মানি অবতাররূপাণি,
কর্মাণি চরিতানি) চ গুণন্তি (কীর্তয়ন্তি) তানি
শৃণ্বতাং নঃ (শ্রবণেচ্ছনাম্ অস্মাকং সমীপে) বদ
(কথয়) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন, মন্বন্তরে বিবেকিগণ কীর্তিত
মহত্তম হরির জন্ম ও কর্মের বিবরণ শ্রবণাকাঙ্ক্ষ
আমাদের নিকটে বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—মহীয়সো হরেঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহীয়সঃ’—অতি মহান্
ভগবান্ শ্রীহরির (অবতার ও কর্মসমূহ আমাদের
নিকট কীর্তন করুন) ॥ ২ ॥

যদ্যস্মিন্মন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।

কৃতবান্ কুরুতে কৰ্ত্তা হ্যতীতেহনাগতেহদ্য বা ॥ ৩ ॥

অবয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, বিশ্বভাবনঃ (বিশ্বপালকঃ) ভগবান্ যস্মিন্ অতীতে অন্তরে (মন্বন্তরে) যৎ (কৰ্ম্ম) কৃতবান্ । যস্মিন্ অনাগতে (ভবিষ্যতি মন্বন্তরে) যৎ কৰ্ত্তাহি (করিষ্যতি), অদ্য বা (বর্ত্তমানে কালে চ) যৎ কুরুতে (তানি কথয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, বিশ্বপালক ভগবান্ যে যে অতীত মন্বন্তরে যে-সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছেন, আগামী মন্বন্তরে যাহা করিবেন এবং বর্ত্তমানে যাহা করিতে-ছেন তৎসমুদয় বলুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদিতি তদ্বদেত্যধ্যাতেনাবয়ঃ । অন্তরে মন্বন্তরে অদ্য বর্ত্তমানে ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদ্’—যাহা করিয়াছেন, ‘তাহা বলুন’—ইহা অধ্যাহার করিয়া অবয়ব করিতে হইবে। ‘অন্তরে’—বলিতে মন্বন্তরে। ‘অদ্য’—বর্ত্তমান মন্বন্তরে ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্বশিরুবাত—

মনবোহস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্ কল্পে স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ ।

আদ্যন্তে কথিতো যত্র দেবাদীনাম্ সন্তবঃ ॥ ৪ ॥

অবয়ঃ—শ্রীশ্বশিঃ উবাচ,—অস্মিন্ কল্পে স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ ষট্ মনবঃ ব্যতীতাঃ । (তেষু মধ্যে) আদ্যঃ (স্বায়ত্ত্ববঃ মনুঃ) তে (তব সমীপে) কথিতঃ (ব্যাখ্যাতঃ) যত্র হি দেবাদীনাম্ চ সন্তবঃ (উৎপত্তিঃ উক্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—এই কল্পে স্বায়ত্ত্ববাদি ছয় মনু অতীত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম দেবাদির উৎপত্তিকাল স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তর আপনার নিকট কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষু মধ্যে আদ্যঃ স্বায়ত্ত্ববঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অস্মিন্’—এই মন্বন্তরে স্বায়ত্ত্বব প্রভৃতি ছয়টি মনু অতীত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে স্বায়ত্ত্বব মনু প্রথম (তাহার কথা তোমার নিকট কথিত হইয়াছে ।) ॥ ৪ ॥

আকৃত্যাং দেবহৃত্যাঞ্চ দুহিত্রোস্তস্য বৈ মনোঃ ।

ধৰ্ম্মজানোপদেশার্থং ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

অবয়ঃ—তস্য (স্বায়ত্ত্ববসৈব) মনোঃ বৈ দুহিত্রোঃ আকৃত্যাং দেবহৃত্যাং চ ধৰ্ম্মজানোপদেশার্থং (ধৰ্ম্মস্য জ্ঞানস্য চ উপদেশার্থং) ভগবান্ (কপিলযজ্ঞ-মুক্তিভ্যাং) পুত্রতাং গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই স্বায়ত্ত্বব মনুর আকৃতি ও দেব-হুতি নামক কন্যাদ্বয়ের গর্ভে ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ-হেতু ভগবান্ (কপিল ও যজ্ঞমুক্তিতে) পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—দুহিত্রোঃ কনোরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—আকৃত্যাং দেবহৃত্যাঞ্চ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দুহিত্রোঃ’—স্বায়ত্ত্বব মনুর কোন কন্যাদ্বয়ের ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—‘আকৃত্যাং দেবহৃত্যাং চ’—আকৃতি এবং দেবহুতির গর্ভে (যথাক্রমে যজ্ঞ ও কপিলরূপে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।) ॥ ৫ ॥

কৃতং পুরা ভগবতঃ কপিলস্যানুবগিতম্ ।

আখ্যাস্যে ভগবান্ যজ্ঞো যচ্চকার কুরুদ্বহ ॥ ৬ ॥

অবয়ঃ—ভগবতঃ কপিলস্য কৃতং (পরমজ্ঞান-ভক্ত্যাদীনাম্ উপদেশাদিকং) পুরা (তৃতীয়স্কন্ধে) অনুবগিতং (ময়া কথিতং) ভগবান্ যজ্ঞঃ যৎ চকার (কৃতবান্) (হে) কুরুদ্বহ, (অধুনা তৎ) আখ্যাস্যে (কথয়িষ্যামি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ কপিলের কার্যাবলী পূৰ্বে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করিয়াছি, হে কৌরব্য, ভগবান্ যজ্ঞের কৃতিসমূহ এক্ষণে বলিব ॥ ৬ ॥

বিরক্তঃ কামভোগেষু শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ ।

বিসৃজ্য রাজ্যং তপসে সভার্য্যো বনমাবিশৎ ॥ ৭ ॥

অবয়ঃ—শতরূপাপতিঃ (শতরূপায়াঃ পতিঃ) প্রভুঃ (স্বায়ত্ত্ববমনুঃ) কামভোগেষু (কাম্যন্তে ইতি কামাঃ শব্দাদয়ঃ বিময়াঃ তেষাং ভোগেষু) বিরক্তঃ (অনাসক্তঃ সন্) রাজ্যং বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) তপসে (তপঃ কৰ্ত্ত্বং) সভার্য্যঃ (ভার্য্যয়া শতরূপয়া সহিতঃ) বনম্ আবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শতরূপার পতি প্রভু স্বায়ত্ত্বব মনু
কামভোগে বিরক্ত হইয়া রাজ্য-ভোগ পরিত্যাগপূর্বক
তপস্যা করিবার জন্য স্বীয় ভার্যাসহ বনে প্রবেশ
করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

সুনন্দায়াং বর্ষশতং পদৈকেন ভুবং স্পৃশন্ ।
তপ্যমানস্তপো ঘোরমিদমব্রাহ ভারত ॥ ৮ ॥

অব্ধয়ঃ—(হে) ভারত, (বনং গত্বা স্বায়ত্ত্ববমনুঃ)
সুনন্দায়াং (সুনন্দায়াঃ নদ্যাঃ তীরে) একেন পদা ভুবং
স্পৃশন্ বর্ষশতং (শতবর্ষপর্য্যন্তং) ঘোরং তপঃ তপ্য-
মানঃ (কুর্বাণঃ) ইদম্ অব্রাহ (প্রোক্তবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে ভারত, স্বায়ত্ত্বব মনু বনে গমন-
পূর্বক সুনন্দা তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করিয়া
শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোর তপস্যা করিতে করিতে ইহা
বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অব্রাহ জজাপ ॥ ৮ ॥

ঐকার বঙ্গানুবাদ—অব্রাহ—জপ করিয়াছিলেন
(একরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন) ॥ ৮ ॥

শ্রীমনুরুবাচ—

যেন চেতন্যতে বিশ্বং বিশ্বং চেতন্যতে ন যম্ ।

যো জাগর্তি শয়ানেহস্মিন্ নাস্তং তং বেদ বেদ সঃ ॥৯

অব্ধয়ঃ—শ্রীমনুঃ উবাচ,—যেন (চিদান্মনা)
বিশ্বং (দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিকং) চেতন্যতে (চেতনী
ভবতি) বিশ্বং যং (চিদান্মনং) ন চেতন্যতে (ন
চেতনীয়কর্তৃমহিতি স্বতএব চিদ্রপত্বাৎ) অস্মিন্
(দেহাদৌ) শয়ানে (স্বপ্নিত্যং) যঃ জাগর্তি (সাক্ষি-
ত্বা বর্ততে) অস্ম্যং (লোকঃ) তং ন বেদ (জানাতি),
সঃ (চিদান্মা সর্বং লোকাদিকং) বেদ (জানাতি) ॥৯

অনুবাদ—শ্রীমনু কহিলেন,—যে চিদান্মা দ্বারা
বিশ্ব চৈতন্যমুক্ত হয় কিন্তু বিশ্ব যাঁহাকে চেতন করিতে
সমর্থ নহে, বিশ্ব নিদ্রিত হইলে যিনি সাক্ষিস্বরূপে
বর্তমান থাকেন; জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু
তিনি সমস্তই জানেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যেন য ইত্যর্থঃ । চেতন্যতে বিশ্বং
চেতনীয়করোতি বিশ্বং কর্তৃ যং ন চেতন্যতে অস্মিন্
বিশ্বস্মিন্ শয়ানে সুপ্তি-সুশুপ্তি-প্রলয়গতেহপি সতি যো

জাগর্তি যস্মিন্শচ যোগনিদ্রাং গতে তু নেদং বিশ্বং
জাগর্তীতি প্রকৃষ্টমাক্ষিপলম্বং তস্মাদস্ম্যং বিশ্ববত্তী
জনস্তং ন বেদ । স চ হরিরিমং বেদ ॥ ৯ ॥

ঐকার বঙ্গানুবাদ—‘যেন’—যিনি, এই অর্থ ।
‘চেতন্যতে বিশ্বং’—(দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদিরূপ) এই
বিশ্বকে চৈতন্যমুক্ত করেন । ‘বিশ্বং’—(অথচ যিনি
স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া) বিশ্ব যাঁহাকে চৈতন্যমুক্ত
করে না । ‘অস্মিন্ শয়ানে’—এই বিশ্ব নিদ্রামগ্ন,
সুশুপ্তি বা প্রলয়গত হইলেও যিনি জাগ্রত থাকেন ।
যিনি যোগনিদ্রাগত হইলেও এই বিশ্ব জাগ্রত হয় না
—ইহা উপক্ৰম অনুসারে জানা যায়, অতএব এই
বিশ্ববত্তী জনগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না । ‘সঃ’
—অথচ সেই হরি সকলকে জানেন ॥ ৯ ॥

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুজীথা মাগুধঃ কস্যস্বিন্দনম্ ॥ ১০ ॥

অব্ধয়ঃ—জগত্যাং (লোকে) যৎকিঞ্চিৎ জগৎ
(স্থাবরজঙ্গমাশ্রকং বস্তু) ইদং বিশ্বম্ আত্মাবাস্যম্
(আত্মনা ঈশ্বরেন্নোবাস্যং সত্ত্বাচৈতন্যাত্যাং ব্যাপ্যং)
তেন ত্যক্তেন (ঈশ্বরেণ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্বনং
তেনৈব অথবা তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্গণেনৈব)
ভুজীথাঃ (ভোগান্ ভুঞ্জু) কস্যস্বিন্ ধনং মাগুধঃ
(মাভিকাক্ষীঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—এই লোকে স্থাবর-জঙ্গমাশ্রক ভূত
সমূহ ঈশ্বরের সত্ত্বা ও চৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্ত, সুতরাং
তৎপ্রদত্ত বিষয় সকল ভোগ কর, কাহারও ধন
আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈশ্বর্যং দর্শয়ন্ স্বপুত্রপৌত্রাদিক-
মুদ্दिश্য হিতমুপदिशति,—আশ্রোতি । জগত্যাং গ্রিভু-
বনে যৎ কিঞ্চিজ্জগৎ স্থানং স্বীয়দেহেন্দ্রিয়াদিকমপি তৎ
সর্বং আত্মনো ভগবত এব আবাস্যং আবাসবিষয়ী-
ভূতং কৰ্ম্মণি গাৎ । সম্যগবাসাহমিতি । তেনৈব
স্বক্ৰীড়াস্পদত্বেন সৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ । অতস্তত্র তত্র
স্থানে ভগবন্মন্দিরং তদর্চন্যং সংস্থাপ্য তদনুজাং
সংপ্রার্থ্যৈব স্ববাসগৃহং ততো নিকৃষ্টমেব সেবকবুদ্ধ্যা
নির্মীয়তাং, ন তু তত্র স্বসৈব সত্ত্বমারোপ্য তন্মন্দিরম-
নির্মীয়ৈবেত্যাদিকো ধ্বনিঃ । এবং বহুধনসম্বাবেহপি

তেন পরমেশ্বরেণ যতাজ্ঞং কৰ্ম্ম কারেভ্যা বেতনমিব
 হৃদং ধনং তেনৈব ভূজীথাঃ ভোগান্ ভুঞ্জু মা গৃধঃ
 অধিকমদত্তং বা মাভিকাক্ষীঃ, তৎসেবায়াং তত্তত্ত-
 সেবায়াঞ্চ বহুধনং পর্যাণ্তীকৃত্য তচ্ছেষেণৈব পাত্র-
 মিত্রকলত্রাদীনাং স্বস্য চৌদরভরণং কুৰ্ব্বতি ভাবঃ ।
 ননু তে পুত্রকলত্রাদয়ো নাত্র ব্যবস্থায়্যং সংমন্যোরংস্তত্র
 সতর্জ্জনমাহ, স্থিৎ প্রশ্নে,—অরে কস্য ধনং স্বগৃহে
 স্থিতমপি ধনং পরমেশ্বরং বিনা কস্য ? ন কস্যাপীত্যর্থঃ ।
 “যাবদ্ভিয়েত জঠরং তাবৎ সত্ত্বং হি দেহিনাং ।
 অধিকং যোহভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমহতি” ইতি
 নারদোক্তেঃ ; যদ্বা, কপ্যচিদন্যস্যাপি ধনং মা গৃধঃ ।
 তথাচ শ্রুতিঃ—“ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্” ইতি যথা-
 শ্লোকমেব ॥ ১০ ॥

ভীকার বজ্রানুবাদ—তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শনপূর্বক
 নিজ পুত্র, পৌত্রাদির উদ্দেশ্যে হিত উপদেশ করিতে-
 ছেন—“আত্মা” ইত্যাদি । “জগত্যাং”—এই ত্রিভুবনে,
 “যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ”—যাহা কিছু স্থান, নিজ দেহে-
 স্ত্রিয়াদিও, সে সমুদায় “আত্মনঃ”—ভগবানেরই
 ‘আবাস্যং’—আবাস-বিষয়ীভূত, এখানে কৰ্ম্মবাচ্যে
 গ্যৎ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানেরই সম্যক
 বাসের নিমিত্ত, তিনিই স্বীয় ক্রীড়াশূলরূপে সৃষ্টি
 করিয়াছেন, এই ভাব । অতএব সেই সেই স্থানে
 শ্রীভগবানের মন্দির এবং তাঁহার অর্চা শ্রীবিগ্রহ
 সংস্থাপন করিয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনাপূর্বক সেবক-
 বুদ্ধিতে তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নিজের বাসস্থল নির্মাণ
 করিবে, কিন্তু সেখানে নিজেরই সত্ত্ব আরোপণ করিয়া
 নহে, কিম্বা তাঁহার মন্দির নির্মাণ না করিয়া নিজের
 বাসস্থান নির্মাণ করিবে না—ইহা ধ্বনিত হইতেছে ।
 এইপ্রকার বহুধন থাকিলেও, ‘তেন ত্যজ্ঞেন’—সেই
 পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা তাজ্ঞ হইয়াছে, অর্থাৎ ভূতা-
 দিগকে বেতন প্রদানের ন্যায় যে ধন তিনি দিয়াছেন,
 তাহার দ্বারাই ভোগ করিবে । ‘মা গৃধঃ’—অধিক
 কিম্বা অদত্ত ধনের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, তাঁহার
 সেবাতে এবং তদীয় ভক্তজনের নিমিত্ত বহুধন পর্যাণ্ত
 করিয়া, তাহার অবশিষ্ট ধনের দ্বারাই পাত্র, মিত্র,
 কলত্রাদির এবং নিজের ভরণপোষণ করিবে—এই
 ভাব । যদি বলেন—দেখুন, আপনার পুত্র, কলত্র
 প্রভৃতি এইরূপ ব্যবস্থাতে সন্মত হইবেন না, তাহাতে

তিরস্কারপূর্বক বলিতেছেন—“কস্য স্থিদ্ ধনং”—স্থিৎ,
 ইহা প্রশ্নে, অরে কাহার ধন ? নিজগৃহে স্থিত হইলেও
 উহা পরমেশ্বরের ভিন্ন কাহার ? অন্য কাহারও
 নহে—এই অর্থ । দেবযি শ্রীনারদ কর্তৃকও উক্ত
 হইয়াছে—“যাবদ্ ভিয়েত জঠরং” (৭।১৪।৮), অর্থাৎ
 যে পরিমাণ ধনে জীবিকা নির্বাহ হয়, উদর পূর্ণ
 হয়—উহাতেই ব্যক্তির স্বস্তি । উহার অধিক ভোগ
 করিবার অভিমান করিলেও তাহাকে চৌর বলা হয় ।
 সে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয় । যদ্বা—অথবা অন্য
 কাহারও ধনের অভিলাষ করিবে না । শ্রুতিতেও
 উক্ত হইয়াছে—“ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্” (ঈশোপ-
 নিষদ্ প্রথম মন্ত্র), অর্থাৎ এই গতিশীল বিশ্বে যাহা
 কিছু চলমান বস্তু আছে, তাহা ঈশ্বরের বাসের নিমিত্ত
 (অথবা ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত) মনে করিবে । ত্যাগের
 সহিত ভোগ করিবে, কাহারও ধনে লোভ করিবে
 না—শ্রুত্যুক্ত এই মন্ত্রের অনুরূপ এই শ্লোক ॥ ১০ ॥

স্বং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্হস্য ন রিস্যতি ।

তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—স্বং পশ্যন্তং (সর্বদর্শিনম্ অপি) ন
 পশ্যতি (জনঃ চক্ষুর্বা প্রত্যক্ষীকর্তৃমহতি), যস্য
 (পশ্যতঃ অপি) চক্ষুঃ ন রিস্যতি (জ্ঞানং ন নশ্যতি ।
 তত্তদাকারেণোৎপন্নায়ঃ বৃত্তেরেব নাশঃ ন স্বতঃসিদ্ধস্য
 জ্ঞানস্য নহি সবিভূতপ্রকাশঃ প্রকাশ্যনাশে নশ্যতীতি)
 তং ভূতনিলয়ং (ভূতানি নিলয়ঃ যস্য তং সর্বান্ত-
 র্হ্যামিনং) সুপর্ণং (জীবাত্মসুখম্ অসঙ্গং) দেবম্
 উপধাবত (ভজধম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে
 সমর্থ হয় না, দর্শনকারী সেই ঈশ্বরের চাক্ষুষ জ্ঞানও
 বিনষ্ট হয় না । সুতরাং সেই সর্বভূতান্তর্য্যামী
 জীবাত্মার সখা ঈশ্বরেরই ভজনা কর ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জগদিদং তসৌবাবাস্যং তহি
 কথং স কাপি ন দৃশ্যতে ? তত্রাহ,—যমিতি । ননু
 তহি ঘটনাশে দেবদত্তস্য তদ্বিশয়ং চাক্ষুষং জ্ঞানমিব
 দৃশ্যস্য জগতো নাশে পরমেশ্বরস্যাপি তদ্বিশয়ং জ্ঞানং
 নশ্যেৎ ? তত্রাহ,—চক্ষুঃ স্বরূপভূতা জ্ঞানশক্তি ন
 নশ্যতি,—“স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি শ্রুতেঃ ।

নহি সবিতৃপ্রকাশঃ প্রকাশস্য নাশে নশ্যতীতি ভাবঃ ।
ভূতনিলয়ং সৰ্বান্তর্যামিনম্ দেবং দীব্যান্তমসং
সুপর্ণং জীবাশ্বাসম্,—“দ্বা সুপর্ণা সহযুজা” ইতি
শ্রুতেঃ । উপধাবত সেবধ্বম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই
জগৎ যদি তাঁহার দ্বারাই আচ্ছাদিত হয়, তাহা হইলে
কিজন্য তিনি কোথাও দৃশ্য হন না ? তাহার উত্তরে
বলিতেছেন—‘যম্’ ইত্যাদি (অর্থাৎ যিনি সর্বদা
সকলকে দর্শন করিতেছেন, অথচ লোকসমূহ বা
চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না, এইরূপ যাহার জ্ঞান
কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই সৰ্বান্তর্যামী নিঃসঙ্গ
পুরুষকে ভজনা কর) । যদি বলেন—দেখুন, যেমন
ঘট বিনষ্ট হইলে দেবদত্তের তদ্বিশ্বক চাক্ষুষ জ্ঞান
বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিনষ্ট
হইলে পরমেশ্বরেরও তদ্বিশ্বক জ্ঞান বিনষ্ট হউক ।
তাহাতে বলিতেছেন—‘চক্ষুঃ’, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ-
ভূত জ্ঞানশক্তি কখনই বিনষ্ট হয় না । শ্রুতিতে
উক্ত হইয়াছে—“স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (স্বৈতা-
স্বতর ৬।৮), অর্থাৎ তাঁহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তি,
স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি (চিৎশক্তি) এবং বলক্রিয়া
অর্থাৎ সকলকে নিয়মিত করিবার ক্ষমতা শোনা
যায় । সূর্যের প্রকাশ কখনও প্রকাশ্য বস্তুর নাশে
বিনষ্ট হয় না—এই ভাব । ‘ভূত-নিলয়ং’—ভূত-
সমূহ নিলয় যাহার, সেই সৰ্বান্তর্যামিকে, যিনি
প্রকাশমান অসঙ্গ এবং ‘সুপর্ণং’—জীবাশ্বার সখা,
সেই ঈশ্বরকে ভজনা কর । শ্রুতিতে উক্ত আছে—
“দ্বা সুপর্ণা সাযুজা” (স্বৈতাস্বতর ৪।৬), অর্থাৎ সর্বদা
সংযুক্ত সমান-স্বভাব দুইটি পক্ষী (জীবাশ্বা ও পর-
মাশ্বা) একই দেহরূপ রক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে ।
তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাশ্বা) বিচিত্র স্বাদ-বিশিষ্ট
পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাশ্বা)
কিছুই ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন
॥ ১১ ॥

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ ।

বিশ্বস্যামুনি যদ্যশ্বমাদ্বিশ্বঞ্চ তদন্তং মহৎ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) আদ্যন্তৌ (আদিঃ

জন্ম অন্তঃ নাশঃ) ন (ভবতঃ, অতএব) মধ্যং চ
(ন), স্বঃ (স্বকীয়ঃ) পরঃ চ ন (সর্বাস্বকত্বাৎ ন
অস্তি) অন্তরং বহিঃ চ (সদৈব পূর্ণরূপত্বাৎ) ন (অস্তি),
বিশ্বস্য (জগতঃ) অমুনি (আদ্যন্তাদীনি) যস্মাৎ
(ভবন্তি) বিশ্বং চ যৎ (যদ্রূপং) তৎ ঋতং (অব্যভি-
চারিত্বাৎ সত্যং) মহৎ (পরিপূর্ণং ব্রহ্ম) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের আদি, অন্ত ও মধ্য
অথবা আত্মীয়, পর ও অন্তর, বাহির নাই ; জগতের
ঐ সকল বিষয় যাহা হইতে জন্মে এবং এই বিশ্ব
যাহার স্বরূপ, তিনি সত্য এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বব্যাপকত্বমাহ, —ন যস্যেতি । অমুনি
আদ্যন্তাদীনি বিশ্বস্য যস্মান্তবন্তি বিশ্বঞ্চ যৎ যদ্রূপং ।
অতএবাব্যভিচারিত্বাৎ তৎ ঋতং সত্যং মহৎ পরিপূর্ণং
ব্রহ্মেতি তৎস্বরূপনিত্যত্বমুক্তম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্বব্যাপকত্ব বলিতেছেন—
‘ন যস্য’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহার আদি, অন্ত, মধ্য,
আত্মীয়, পর এবং অন্তর বা বাহির কিছুই নাই,
অথচ যাহা হইতে বিশ্বের ‘অমুনি’—ঐ সকল আদি
অন্ত প্রভৃতি হয় এবং এই বিশ্ব যাহার স্বরূপ । অত-
এব অব্যভিচারিত্বহেতু ‘ঋতং মহৎ’—তিনি সত্য
এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, ইহার দ্বারা তাঁহার স্বরূপের
নিত্যত্ব বলা হইল ॥ ১২ ॥

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহুত ঈশঃ

সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ ।

ধত্তেহস্য জন্মাদ্যজন্মাত্মশক্ত্যা

তাং বিদ্যায়েদস্য নিরীহ আন্তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বকায়ঃ (বিশ্বমেব কায়ঃ যস্য সঃ)
পুরুহুতঃ (পুরানি বহুনি হতানি নামানি যস্য তথা-
বিধঃ সঃ) ঈশঃ (সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরঃ) সত্যঃ স্বয়ং-
জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশরূপঃ) অজঃ (নিত্যঃ) পুরাণঃ
(নিব্বিকারঃ) ; সঃ অজন্মা (অনাদিসিদ্ধ্যা) আত্মশক্ত্যা
(স্বশক্ত্যা মায়া) অস্যা (জগতঃ) জন্মাদি (জন্মাদিকং)
ধত্তে (কেরোতি পুনঃ) বিদ্যায়া (চিহ্নত্বা) তাং (মায়াং)
(উদস্য তিরস্কৃত্য) নিরীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ এব) আন্তে ॥১৩

অনুবাদ—তিনি বিশ্বকায়, বহনামা, অচিন্ত্যশক্তি,
সত্য, স্বপ্রকাশস্বরূপ, অজ এবং নিব্বিকার ; তিনি

অনাদিসিদ্ধ আত্ম-মায়্যা-শক্তি দ্বারা বিশ্বের জন্মাদি বিধান এবং চিচ্ছক্তিপ্রভাবে মায়্যা ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সৰ্ব্বাত্মমাহ স ইতি । পুরাণি হৃতানি নামানি যস্য সংঃ । যত্র বিদ্যাবিদ্যে ন বিদ্যামো বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্নো বিদ্যাময়ো হি যঃ স কথং বিষয়ীভবতীতি গোপালতাপনী-শ্রুতেবিদ্যা-শব্দেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে, তন্মৈব সুভগ্ন্যা পটু-মহিম্বোব অজাং দুর্ভাগাং নিরস্যোত্যর্থঃ । তদুক্তং, —“মায়্যাং বৃদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি” ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৰ্ব্বাত্ম হ বলিতেছেন—‘সঃ’ ইত্যাদি । ‘পুরুহৃতঃ’—পুরু অর্থাৎ অনেক নাম যাঁহার । গোপালতাপনী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—যেখানে বিদ্যা বা অবিদ্যা জানা যায় না, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন, অথচ যিনি বিদ্যাময় পুরুষ, তিনি কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন? ‘বিদ্যায়’—এখানে বিদ্যা—শব্দের দ্বারা স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিকে বলা হইয়াছে । সৌভাগ্যবতী পটুমহিম্বীর ন্যায় সেই চিচ্ছক্তির দ্বারা, ‘তাং উদস্য’—দুর্ভাগা মায়্যাশক্তিকে নিরস্ত করিয়া, যিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজ করিতেছেন । যেমন শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—“মায়্যাং বৃদস্য চিচ্ছক্ত্যা” (১।৭।২৩), অর্থাৎ তুমিই আদিপুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্তক, তুমিই চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়ার অভি-ভব করিয়া পরমানন্দরূপে অবস্থিত ॥ ১৫ ॥

কর্ম করেন ; কারণ, কার্যো যত্ববান্ পুরুষ অনাসক্ত হইলে নৈষ্কর্মে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তস্য যোগপদ্যোনেবেহমানত্বমনী-হত্বং ধর্তুমশরুবন্তো মুনয়ঃ কালভেদেনাপি তৎ স্বস্মিন্ সম্পাদয়িতুং যতন্ত ইত্যাহ,—অথ অতএব অকর্মহেতবে নৈষ্কর্ম্যার্থম্ । হত্ববে ইতি পাঠে কর্মহননার্থম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে সেই ঈশ্বরের যুগপৎ সচেতনতা ও নিষ্ক্রিয়তা (কর্ম করা ও না করা) বুঝিতে অসমর্থ মূনিগণ কালভেদেও তাহা নিজেতে সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা বলিতে-ছেন—‘অথ’ (যেহেতু ঈশ্বর কর্ম করিয়া নৈষ্কর্ম্যপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন) অতএব ঋষিগণ ‘অকর্ম-হেতবে’—নৈষ্কর্ম্যার্থ অর্থাৎ কর্মবন্ধ বিমোক্ষণের নিমিত্ত (প্রথমতঃ ভগবদপিত কর্মসমূহেরই আচরণ করেন । যেহেতু ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক কর্ম করিয়া প্রায় কর্মে নিশ্চেষ্টতা অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়)। ‘অকর্ম-হত্ববে’—এইরূপ পাঠান্তরে কর্মবিনাশ অর্থাৎ কর্মবন্ধন খণ্ডনের নিমিত্ত—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

ঈহতে ভগবানীশো নহি তত্র বিসজ্জতে ।

আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেহনু তন্ম ॥ ১৫ ॥

অবয়বঃ—আত্মলাভেন পূর্ণার্থঃ (পূর্ণকামঃ আত্ম-রামঃ ইত্যর্থঃ) ভগবান্ ঈশঃ (সর্বশক্তিমান্) ঈহতে (সৃষ্টাদিকর্মাণি करोति পরন্তু) তত্র (সৃষ্টাদিকর্মসু) ন হি বিসজ্জতে (আসক্তঃ ন ভবতি) যে তৎ (ভগ-বন্তম্) অনু (অনুসরন্তি তে) ন অবসীদন্তি (কর্মভিঃ ন নিবধ্যন্তে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আত্মলাভপূর্ণ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সৃষ্টাদি কার্য সম্পাদন করেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না । যাঁহার তাঁহার অনুসরণ করেন তাঁহারও বন্ধ হন না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নবীহমানঃ কর্মভিরবগুণ্ঠিতঃ কোষ-কারবন্ধধোভৈবেত্যত আহ,—ঈহত ইতি । অতন্তমনু-বর্তমানা যে তে নাবসীদন্তীতি তত্ত্তিক্রপদিষ্টা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, চেষ্টা-কারী পুরুষ কর্মসকলের দ্বারা অবগুণ্ঠিত হইয়া

অথাগ্র ঋষয়ঃ কৰ্মাণীহন্তেহকর্মহেতবে ।

ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রয়োহনীহাং প্রপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অবয়বঃ—(যস্মাৎ ঈশ্বরঃ জগৎসৃষ্টাদিকং কৃৎস্বা পুনঃ নৈষ্কর্ম্যেণ এব তিষ্ঠতি) অথ (তস্মাৎ) ঋষয়ঃ (বিবেকিনঃ) অকর্মহেতবে (নৈষ্কর্ম্যায় পরমমোক্ষায়) অগ্রে (আদৌ) কর্মাণি ঈহন্তে (কুবন্তি), হি (যস্মাৎ) ঈহমানঃ (কর্মচেষ্টাবান্) পুরুষঃ প্রায়ঃ (অনাসক্তে সতি) অনীহাং (মোক্ষং) প্রপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতএব ঋষিগণও নৈষ্কর্ম্যার্থ অগ্রে

কোষকার কীটের ন্যায় বদ্ধই হয়, ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ঈহতে’, (অর্থাৎ আত্মলাভে পরিপূর্ণ ভগবান্ সৃষ্টাদি কৰ্ম করিয়াও তাহাতে আসক্ত বা কৰ্মফলে আবদ্ধ হন না), ‘যে তম্ অনু’—এইরূপ যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া আত্মলাভে পরিপূর্ণ হন, তাঁহারা কৰ্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না, ইহা বলায় তাঁহাতে ভক্তিই উপদিষ্ট হইলেন ॥১৫॥

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বৃধং

নিরাশিষং পূর্ণমন্যচোদিতম্ ।

নূন শিক্ষয়ন্তং নিজবদ্ব্যসংস্থিতং

প্রভুং প্রপদ্যেখিলধর্মভাবনম্ ॥ ১৬ ॥

অবয়বঃ—ঈহমানং (সৃষ্টাদিকৰ্ম্মাণি আচরন্তং অথচ) নিরহঙ্কৃতম্ (অহঙ্কাররহিতং) বৃধং (সর্বজ্ঞং) নিরাশিষং (নিষ্কামং) পূর্ণম্ (অখণ্ডম্) অনন্যচোদিতং (ন অন্যৈঃ চোদিতং প্রেরিতম্ অপি তু স্বতন্ত্রং) নূন (নরান্) শিক্ষয়ন্তং (শ্রীরামকৃষ্ণাদ্যৈঃ অবতারৈঃ স্বাচরণে জনান্ শিক্ষয়ন্তং) নিজবদ্ব্যসংস্থিতং (নিজবদ্ব্যনিবেদমার্গে সংস্থিতম্) অখিলধর্মভাবনম্ (অখিলান্ ধর্মান্ ভাবয়তি প্রবর্তয়তি তথা) তং প্রভুং প্রপদ্যে (প্রার্থয়ামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কৰ্ম্মকৃৎ অথচ নিরহঙ্কার, জ্ঞানবান্, নিষ্কাম, অখণ্ড ও স্বতন্ত্র, মানবগণের শিক্ষাপ্রদাতা, আত্মমার্গস্থ, অখিলধর্মপ্রবর্তক সেই প্রভুর শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভ্রমেবমসমানুপদিশসি স্বয়ং তাবৎ সাম্প্রতং কিং করোষীতি তত্রাহ,—তমিতি । অহন্ত প্রভুং নামবিশেষানুক্তোন্মাপি প্রভুং “যেন চেতয়তে বিশ্বম্” ইতি প্রক্রমোক্তেচৈতন্যং প্রভুং ভগবন্তং তং প্রপদ্যে । কীদৃশং ? তং প্রসিদ্ধং পরমেশ্বরমাত্মানমেব ঈহমানং কাময়মানং যথান্যে ভক্তান্তমীহন্তে তথা-সাবপি স্বমীহতে আত্মারামত্বাদিতি ভাবঃ । নিরহঙ্কৃতং সর্বেশ্বর ইত্যহঙ্কারশূন্যম্ । অনন্যচোদিতং স্বেনৈব-দিষ্টং যন্নিজবদ্ব্যসংপ্রাপ্তিসাধনং সংস্থিতং চিরকাল-ব্যবধানাৎ বিলুপ্তং, তৎ নূন শিক্ষয়ন্তং স্বাচরণা-দিনেতি শেষঃ । অখিলমন্যনং ধর্মং ভক্তিযোগং ভাবয়ত্যাবির্ভাবয়তি প্রবর্তয়তি বা তম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—আপনিই আমা-
দিগকে উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু সম্প্রতি আপনি কি
করিতেছেন ? তাহাতে বলিতেছেন—‘তম্’ ইত্যাদি ।
আমি কিন্তু ‘প্রভুং’—নামবিশেষের উল্লেখ না থাকায়
নামেও যিনি প্রভু, অর্থাৎ ‘যিনি বিশ্বকে চেতনাময়
করেন’, এই উপক্রমবশতঃ সেই ভগবান্ চৈতন্য
প্রভুকে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে), ‘প্রপদ্যে’
—শরণ গ্রহণ করিতেছি । কেমন তিনি ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘তম্ ঈহমানং’—সেই প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর,
নিজেকেই যিনি আত্মদান করিতে অভিলাষ করেন,
যেমন অন্য ভক্তগণ তাঁহার কামনা করেন, তদ্রূপ
তিনিও নিজেকে কামনা করেন যেহেতু তিনি আত্মা-
রাম—এই ভাব । ‘নিরহঙ্কৃতং’—তিনি সর্বেশ্বর
বলিয়া অহঙ্কারশূন্য । ‘অনন্যচোদিতং’—অন্যকর্তৃক
অপরিচালিত, নিজের দ্বারাই উপদিষ্ট, ‘নিজবদ্ব্য-
সংস্থিতং’—যে নিজবদ্ব্য অর্থাৎ নিজের প্রাপ্তিসাধন,
যাহা ‘সংস্থিত’ বলিতে চিরকালের ব্যবধানে বিলুপ্ত-
প্রায় ছিল, তাহা নিজ আচরণের দ্বারা মানবগণকে
যিনি শিক্ষা দিতেছেন । ‘অখিলধর্ম-ভাবনং’—অখিল
বলিতে অন্যান্য অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম যে ভক্তিযোগ,
তাহা যিনি ভাবনা করেন বা প্রবর্তন করেন, সেই
প্রভুর শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি মত্তোপনিষদং ব্যাহরন্তং সমাহিতম্ ।

দৃষ্টাসুরা যাতুধানা জঙ্ঘমভ্যদ্রবন্ ক্ষুধা ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইত্যেবং
পূর্বোক্ত) মত্তোপনিষদং (মত্তাঙ্ঘিকাম্ উপনিষদং)
ব্যাহরন্তং (কথয়ন্তম্ উচ্চারয়ন্তং) সমাহিতং (সমাহি-
তাতঃকরণং স্বায়ত্ত্ববৎ মনুং) দৃষ্টা (সুপ্তোচ্ছৃসিত
বদ্বিবশমিব মত্তা) অসুরাঃ যাতুধানাঃ (রাক্ষসাস্তি)
ক্ষুধা (ক্ষুধানিমিত্তেন) জঙ্ঘম্ (অভ্রম্) অভ্যদ্রবন্
(ধাবিতবন্তঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—স্বায়ত্ত্ববকে
সমাধিষ্ট অবস্থায় পূর্বোক্ত মত্তাঙ্ঘিক উপনিষদ উচ্চা-
রণ করিতে দেখিয়া অসুর ও রাক্ষসগণ ক্ষুধা-হেতু
তাঁহাকে ভক্ষণ করিবান্ন নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—সমাহিতং সমাধিস্থমপি সত্ত্বং মন্ত্রোপ-
নিষদং ব্যাহরন্তং দৃষ্টা সুগোচ্ছসিতবদ্বিবশমিব
মব্ধানা ক্ষুধা জঙ্ঘুমন্তুমভ্যাদ্রবন্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সমাহিতং’—স্বায়ত্ত্বব মনু
সমাধিমগ্ন অবস্থাতেও এরূপ মন্ত্রোপনিষদ্ উচ্চারণ
করিতেছিলেন বলিয়া অসুরগণ তাঁহাকে সুগোচ্ছ-
সিতের ন্যায় বিবশ মনে করিয়া, ‘ক্ষুধা জঙ্ঘুম্ অভ্য-
দ্রবন্’—ক্ষুধাবশতঃ ভক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার
দিকে ধাবিত হইল ॥ ১৭ ॥

তাংস্তথাবসিতান্ বীক্ষ্য যজ্ঞঃ সর্বগতো হরিঃ ।

যামৈঃ পরিত্যক্তো দেবৈর্হত্বাশাসৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ—তথাবসিতান্ (স্বায়ত্ত্ববমনুভক্ষণার্থং
কৃতনিশ্চয়ান্) তান্ (অসুরান্ রাক্ষসান্ চ) বীক্ষ্য
(নিরীক্ষ্য) সর্বগতঃ (সর্বগঃ সর্বসাক্ষী) যজ্ঞঃ
(যজ্ঞাধ্যঃ) হরিঃ (ভগবান্) যামৈঃ (স্বপুত্রৈঃ) দেবৈঃ
পরিত্যক্তঃ (পরিত্যক্তিতঃ সন্) হত্বা (তান্ অসুরান্
রাক্ষসান্ চ নিহত্য) ত্রিবিষ্টপম্ (স্বর্গম্) অশাসৎ
(স্বয়মেব ইন্দ্রো ভূত্বা অপালয়ৎ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সর্বসাক্ষী সেই যজ্ঞেশ্বর, স্বায়ত্ত্বব
মনুর ভক্ষণে কৃতনিশ্চয় ঐ সকল অসুর ও রাক্ষস-
গণকে দর্শনপূর্বক স্বপুত্র যাম নামক দেবগণে পরি-
বৃত্ত হইয়া অসুর ও রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন এবং
(স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া) স্বর্গপালন করিতে লাগিলেন ১।১৮ ॥

বিশ্বনাথ—যামৈর্হামসংজ্ঞকৈঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যামৈঃ’—যামনামক (নিজ-
পুত্র দেবগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞরূপী ভগবান্
শ্রীহরি অসুরদিগকে সংহারপূর্বক স্বয়ং ইন্দ্ররূপে
স্বর্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ।) ॥ ১৮ ॥

স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্ত মনুরপ্নেঃ সুতোহভবৎ ।

দ্যুমৎসুশেণরোচিষৎপ্রমুখাস্তস্য চান্নজাঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ—অপ্নেঃ স্বারোচিষঃ (ইতিখ্যাতঃ) সুতঃ
তু দ্বিতীয়ঃ মনুঃ অভবৎ । তস্য (স্বারোচিষমনোঃ)
দ্যুমৎসুশেণরোচিষৎ প্রমুখাঃ আন্নজাঃ চ (পুত্রাঃ
বভূবুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অগ্নির পুত্র দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ,
সেই স্বারোচিষ মনুর দ্যুমৎ, সুশেণ ও রোচিষৎ
প্রমুখ পুত্রগণ জন্মিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্বন্তরং হি মন্বাদি ষট্‌কযুক্তং
ভবতি । যদন্তং “মন্বন্তরং মনুর্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরে-
শ্বরঃ । ঋষয়োহংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্‌বিধমুচ্যতে ॥”
তত্রাদ্যো স্বায়ত্ত্ববমন্বন্তরে, স্বায়ত্ত্ববো মনুঃ ; প্রিয়ব্রতো-
ত্তানপাদো মনুপুত্রো যামাদয়ো দেবাঃ মরীচিপ্রমুখাঃ
সপ্তর্ষয়ঃ । যজ্ঞো হরোরবতারঃ যজ্ঞ এবৈশ্রশ্চেতি
ষট্‌কং চতুর্থস্কন্ধোপক্রমে নিরূপিতম্ । দ্বিতীয়াদিষু
গ্রিষু মন্বাদিষট্‌কান্যাহ,—স্বারোচিষ ইতি দ্বাদশভিঃ
॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মন্বন্তর’—মনু প্রভৃতি ষড়্-
বর্গ যুক্ত হইয়া মন্বন্তর হইয়া থাকে । যেমন শ্রীভাগ-
বতে উক্ত হইয়াছে—“মন্বন্তরং মনুর্দেবাঃ” (১২।৭।
১৫), অর্থাৎ মনু, দেবগণ, মনুপুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ,
ঋষিগণ ও শ্রীহরির অংশাবতারগণ—এই ষড়্‌বর্গের
অধিকারে যে যে কাল হইয়া থাকে, তাহাকে ‘মন্ব-
ন্তর’ বলা হয় । তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ত্ত্বব মন্বন্তরে—
স্বায়ত্ত্বব মনু, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মনুপুত্রদ্বয়, যামা
প্রভৃতি দেবগণ, মরীচি-প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ, যজ্ঞ শ্রীহরির
অবতার এবং সেই যজ্ঞই ইন্দ্র—এই ষড়্‌বর্গ চতুর্থ
স্কন্ধের উপক্রমে নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয়, তৃতীয়
মন্বন্তরে মনু প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ বলিতেছেন—‘স্বারো-
চিষঃ’ ইত্যাদি দ্বাদশটি শ্লোকে ॥ ১৯ ॥

তত্তেন্দ্রো রোচনস্তাসীন্দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ ।

উর্জস্তস্তাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ—তত্র (মন্বন্তরে) রোচনঃ (যজ্ঞপুত্রঃ)
তু ইন্দ্রঃ আসীৎ (বভূব) তুষিতাদয়ঃ চ (যজ্ঞপুত্রাঃ)
দেবাঃ (বভূবুঃ) । উর্জস্তস্তাদয়ঃ সপ্ত ব্রহ্মবাদিনঃ
ঋষয়ঃ (বভূবুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সেই স্বারোচিষ মন্বন্তরে যজ্ঞপুত্র
রোচন, ইন্দ্র এবং তুষিতাদি দেবতা ও উর্জস্তস্তাদি
সপ্তজন ব্রহ্মবাদী ঋষি হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

ঋষেস্ত বেদশিরসস্তৃষিতা নাম পত্ন্যভূৎ ।

তস্যাং জজ্ঞে ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—বেদশিরসঃ ঋষেঃ ত তৃষিতা (ইতি) নাম (প্রসিদ্ধা) পত্নী অভূৎ । তস্যাং (তৃষিতায়াং) ততঃ (বেদশিরসঃ সকাশাৎ চ) বিভুঃ ইতি অভি-
বিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) দেবঃ (ভগবান্) জজ্ঞে (জাতঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বেদশিরা ঋষির ‘তৃষিতা’ নামে এক প্রসিদ্ধা পত্নী ছিলেন, সেই তৃষিতার গর্ভে বেদশিরা হইতে বিভুনামে বিখ্যাত দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো য়ে ধৃতব্রতা ।

অবশিক্ণ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—অষ্টাশীতিসহস্রাণি (অষ্টাশীতিসহস্র-
সংখ্যাকাঃ) য়ে ধৃতব্রতাঃ (ধৃতং ব্রতং যৈঃ তে যম-
নিয়মাদিসাধনসম্পন্নাঃ) মুনয়ঃ (তে) তস্য কৌমার-
ব্রহ্মচারিণঃ (বিভোঃ) ব্রতম্ (আচারাদিকম্) অব-
শিক্ণ (অনুসৃতবন্তঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কৌমার ব্রহ্মচারী বিভুর সকাশে অষ্টা-
শীতি সহস্র সংখ্যক যমনিয়মাদি সাধনসম্পন্ন মুনি-
গণ আচারাদি শিক্ষা করেন ॥ ২২ ॥

তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ ।

পবনঃ সৃজ্যো যজ্ঞহোত্ৰাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, প্রিয়ব্রতসুতঃ (প্রিয়ব্রতস্য
তনয়ঃ) উত্তমঃ নাম (তদাখ্যঃ) তৃতীয়ঃ মনুঃ
(অভবৎ), পবনঃ সৃজ্যঃ যজ্ঞহোত্ৰাদ্যঃ তৎসুতাঃ
(তস্য উত্তমস্য পুত্রাঃ অভবন্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, প্রিয়ব্রতের পুত্র তৃতীয় মনুর
নাম উত্তম, সেই উত্তম মনুর পবন, সৃজ্য এবং যজ্ঞ-
হোত্ৰাদি পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র মন্বন্তরে) বসিষ্ঠতনয়াঃ (বসিষ্ঠস্য
পুত্রাঃ) প্রমদাদয়ঃ সপ্তঋষয়ঃ (আসন্), সত্যা বেদ-
শ্রুতা ভদ্রা (এতৎসংজ্ঞকাঃ) দেবাঃ (দেবগণাঃ
আসন্), তু (কিস্ত) সত্যজিৎ (তদাখ্যঃ) ইন্দ্রঃ
(অভবৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই তৃতীয় মন্বন্তরে বসিষ্ঠপুত্র প্রম-
দাদি সপ্তষি সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা ও
সত্যজিৎ ইন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

ধর্মস্য সুনৃত্যাস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ধর্মস্য সুনৃত্যাস্তু (ভাষ্যাস্তু) তু ভগ-
বান্ পুরুষোত্তমঃ সত্যসেনঃ ইতি খ্যাতঃ (ইতি নাম্না
প্রসিদ্ধঃ সন্) সত্যব্রতৈঃ (তদাখ্যৈঃ দেববিশেষৈঃ)
সহ জাতঃ (অভূৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে ধর্মের সুনৃত্য নাম্নী
স্ত্রীর গর্ভে ভগবান্ পুরুষোত্তম সত্যব্রত প্রভৃতি দেবতা-
গণের সহিত উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

সোহনৃতব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষরাক্ষসান্ ।

ভূতদ্রহো ভূতগণাংশ্চাবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সত্যসেনঃ) সত্যজিৎসখঃ (সত্য-
জিতঃ ইন্দ্রস্য সখা সন্) অনৃতব্রতদুঃশীলান্ (অনৃতং
মিথ্যাভাষণমেব ব্রতং যেষাং, দুশ্টং শীলং যেষাং
তে চ তে চ তান্) অসতঃ (দুশ্টান্) ভূতদ্রহঃ (প্রাণি-
পীড়কান্) যক্ষরাক্ষসান্ ভূতগগান্ তু অবধীৎ
(নিজঘান) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই সত্যসেন সত্যজিৎ নামক ইন্দ্রের
সখা হইয়া মিথ্যাভাষী দুঃশীল দুশ্ট প্রকৃতি প্রাণি-
পীড়ক যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূত সকলকে বিনষ্ট
করেন ॥ ২৬ ॥

বসিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ ।

সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্ত সত্যজিৎ ॥ ২৪ ॥

চতুর্থ উত্তমভ্রাতা মনুনাম্না চ তামসঃ ।

পৃথুঃ খ্যাতির্নরঃ কেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ ॥২৭॥

অম্বয়ঃ—উত্তমভ্রাতা (উত্তমস্য তৃতীয়মনোঃ ভ্রাতা প্রিয়ব্রতস্য পুত্রঃ) নাম্না চ তামসঃ (ইতি) (প্রসিদ্ধঃ) চতুর্থঃ মনুঃ (আসীৎ), পৃথুঃ খ্যাতিঃ নরঃ কেতুঃ ইত্যাদ্যাঃ দশ তৎসূতাঃ (তস্য তামসমনোঃ পুত্রাঃ আসন্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—উত্তম নামক তৃতীয় মনুর ভ্রাতা তামস নামে প্রসিদ্ধ চতুর্থ মনু ছিলেন; সেই তামস মনুর পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু প্রভৃতি দশটী পুত্র ছিল ॥২৭॥

সত্যকা হরয়ো বীরা দেবান্নিশিখ ঈশ্বরঃ ।

জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সন্তু ঋষয়স্তামসেহন্তরে ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—তামসে অন্তরে (তামসম্বন্তরে) সত্যকাঃ হরয়ঃ বীরাঃ দেবাঃ (দেবগণাঃ আসন্) ত্রিশিখঃ (তৎসংজকঃ) ঈশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ আসীৎ) জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সন্তুঋষয়ঃ (আসন্ ইতি শেষঃ) ॥২৮

অনুবাদ—এই তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীর নামে দেবগণ ও ত্রিশিখ নামে ইন্দ্র এবং জ্যোতির্ধামাদি সন্তুঋষি ছিলেন ॥ ২৮ ॥

দেবা বৈধৃত্যো নাম বিধূতেন্তনয়া নৃপ ।

নষ্টাঃ কালেন যৈর্বৈদা বিধূতাঃ স্তেন তেজসা ॥২৯

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (তত্র তামসে মন্বন্তরে) বিধূতে: তনয়াঃ বৈধৃত্যঃ (ইতি) নাম (বিখ্যাতাঃ) দেবাঃ (বভূবুঃ), যৈঃ (বৈধূতিভিঃ) স্তেন তেজসা (স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবেন) কালেন নষ্টাঃ (লুপ্তপ্রায়াঃ) বেদাঃ বিধূতাঃ (রক্ষিতবন্তঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন, তামস মন্বন্তরে বিধূতির পুত্র বৈধূতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন, কালবশতঃ বেদসকল নষ্ট হইতে থাকিলে ঐ সকল দেবতা স্ব স্ব তেজঃ প্রভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেবা বৈধৃত্য ইত্যত্র মন্বন্তরে দ্বিবিধা দেবা অভাবান্নিতি দর্শিতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবাঃ বৈধৃত্যঃ’—তামস মন্বন্তরে বিধূতির পুত্র বৈধূতিগণও দেবতা হইয়াছিলেন, ইহাতে এই মন্বন্তরে দ্বিবিধ দেবতা হইয়াছিলেন, ইহা দেখান হইল (অর্থাৎ পূর্বোক্ত সত্যক,

হরি এবং বীর নামে দেবগণ, আর বিধূতির পুত্র বৈধূতিগণ—এই দ্বিবিধ দেবতা হইয়াছিলেন।) ॥২৯

তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ ।

হরিরিত্যাহাতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥৩০

অম্বয়ঃ—তত্র অপি (তামসে মন্বন্তরে) হরিমেধসঃ (ভর্তুঃ সকাশাৎ) হরিণ্যাং (ভার্যায়্যাং) হরিঃ ইতি আহাতঃ (মুনিভিঃ কথিতঃ) ভগবান্ জজ্ঞে (অবতীর্ণঃ অভূৎ) যেন (হরিসংজকাবতারেন ভগবতা) গ্রহাৎ (গ্রাহাৎ মকরাৎ) গজেন্দ্রঃ (হস্তী) মোচিতঃ (মুক্তঃ বভূব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরেও ভগবান্ বিষ্ণু হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ‘হরি’ নামে কথিত হন, এবং মকরের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—আহাতো ব্যাহতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আহাতঃ’ মুনিগণ কর্তৃক কথিত হন (অর্থাৎ এই তামস মন্বন্তরেই ভগবান্ বিষ্ণু হরিমেধসের ঔরসে হরিণীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া ‘হরি’ নামে বিখ্যাত হন এবং ইনিই কুন্তীরের প্রাস হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন।) ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

বাদরায়ণ এতৎ তে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ।

হরির্যথা গজপতিং গ্রাহগ্রস্তমমুমুচৎ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—(হে) বাদরায়ণে, হরিঃ (হর্য্যাক্ষ্যঃ ভগবান্) গ্রাহগ্রস্তং (গ্রাহেণ মকরেন গ্রস্তম্ আক্রান্তং) গজপতিং যথা (যেন প্রকারেণ) অমুমুচৎ (মোচয়ামাস), বয়ং এতৎ (তদেতৎ সর্বং) তে (ত্বৎ সকাশাৎ) শ্রোতুম্ ইচ্ছামহে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে বাদরায়ণ, ‘হরি’ মকরকর্তৃক আক্রান্ত গজপতিকে যে-প্রকারে মুক্ত করিয়াছিলেন আমরা আপনার নিকট তাহা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

তৎকথাসু মহৎ পুণ্যং ধন্যং স্বস্ত্যয়নং শুভম্ ।

যত্র যচ্ছ্রোতুমঃশ্লোকো ভগবান্ গীয়তে হরিঃ ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—যত্র যত্র (কথায়াম্) উত্তমঃ শ্লোকঃ
(উত্তমঃ শ্লোকঃ যশঃ যস্য সঃ) ভগবান্ হরিঃ গীয়তে
(কীর্ত্যতে) তৎকথাসু (তাসু কথাসু) ধন্যং মহৎপুণ্যং
(সা কথা মহাপুণ্যজনিকা) শুভং স্বস্ত্যয়নং (চ ভবতি)
॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যাহাতে উত্তম শ্লোক ভগবান্ হরি
কীর্তিত হইয়া থাকেন, সেই সকল কথা অতিশয়
পবিত্র, ধন্য, শুভ এবং মঙ্গলকর ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকথা সা কথা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তৎকথা’—সেই কথা
(অতিশয় পবিত্র, ধন্য, শুভ ও মঙ্গলজনক, যাহাতে
উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কীর্তন হয় ।) ॥ ৩২ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

পরীক্ষিতৈবং স তু বাদরায়ণিঃ

প্রায়োপবিষ্টেন কথাসু চোদিতঃ ।

উবাচ বিপ্রাঃ প্রতিনন্দ্য পাথিবং

মুদা মুনীনাং সদসি স্ম শৃংবতাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামষ্টমস্কন্ধে

মৎস্বরানুবর্ণনং প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—(হে) বিপ্রাঃ, সঃ তু

(পরমভাগবতঃ) বাদরায়ণিঃ (বেদব্যাসতনয়ঃ শুক-
দেবঃ) প্রায়োপবিষ্টেন পরীক্ষিত কথাসু (ভগবৎ-
কথাসু) এবং চোদিতঃ (সন্) মুদা (হর্ষণে) পাথিবং
(পরীক্ষিতং রাজানং) প্রতিনন্দ্য (তস্য সম্মানং কৃৎস্না)
সদসি শৃংবতঃ (শ্রবণেচ্ছুনঃ) মুনীনাং (সমীপে)
উবাচ স্ম (শ্রীমদ্ভাগবতং বর্ণিতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—হে বিপ্রগণ, প্রায়োপ-
বিষ্ট পরীক্ষিতকর্তৃক বাদরায়ণি ঐ প্রকারে ভগবৎ-
কথায় নিয়োজিত হইয়া শ্রোতা মুনদিগের সভায়
রাজার সম্মানপূর্বক সানন্দে বর্ণনা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদশিন্যাং হমিগ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমে প্রথমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের
অবয়ব, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য,
বিস্তৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

আসীদগিরিবরো রাজং ত্রিকূট ইতি বিশ্রুতঃ ।

ক্ষীরোদেনারতঃ শ্রীমান্ যোজনাযুতমুচ্ছিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গজীগণ সহ জলে ক্রীড়মান গজেন্দ্রের দৈবাৎ গ্রাহগ্রস্ত হইয়া শ্রীহরিস্মরণ বণিত হইয়াছে । (চতুর্থ মন্বন্তরকালে শ্রীভগবানের এই গজেন্দ্রবিমোক্ষণলীলা । দ্বিতীয়াদি তিন অধ্যায়ে ইহার বিষয় বণিত হইতেছে ।)

ক্ষীরোদসাগর-পরিবেষ্টিত অযুতযোজন উচ্ছিত অতি মনোরম দৃশ্য ‘ত্রিকূট’ নামক পর্বতের দ্রোণীদেশে মহাত্মা বরুণের ‘ঋতুমৎ’ নামক উদ্যানে এক পরম মনোহর সরোবর আছে । একদা সেই সরোবরে উক্ত পর্বতবাসী এক যুথপতি করী করেণুগণ সহ আসিয়া ক্রীড়োন্মত্ত হইলে জলচর জীবকুলের জীবন-সঙ্কট উপস্থিত হইল । কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটী বলবান্ কুন্তীর আসিয়া ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পাদদেশ আক্রমণ করিল । গজেন্দ্র এবং নক্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । সহস্র বৎসর ঐরাপে অতিক্রান্ত হইল, তথাপি উভয়েই জীবিত রহিল । কিন্তু গজেন্দ্র ক্রমশঃ হীন-বল হইতে থাকিল, অথচ নক্রে বল, বীৰ্য্য ও উৎসাহ উত্তরোত্তর অধিক হইতে লাগিল । তখন গজেন্দ্র গ্রাহগ্রাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া একমাত্র শ্রীভগবচ্চরণেই শরণাগত হইবার মনঃস্থ করিল ।

অর্থঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, ক্ষীরো-দেন (ক্ষীরসমুদ্রেণ) আরতঃ (পরিবেষ্টিতঃ ক্ষীরাবিধ-দ্বীপস্থঃ) শ্রীমান্ (অতীব সৌন্দর্য্যশালী) যোজনাযুতম্ (অযুতযোজনপরিমিতম্) উচ্ছিতঃ (উন্নতঃ) ত্রিকূটঃ ইতি বিশ্রুতঃ (বিখ্যাতঃ) গিরিবরঃ (কশিৎ পর্বতঃ) আসীৎ (অস্তি) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, অতিশয় সৌন্দর্য্য-শালী অযুত যোজন পরিমিত ও উন্নত ত্রিকূট নামে বিখ্যাত এক পর্বত আছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিকূট-তন্ত্রস্থোদ্যানসরোবর্ণনবিশ্রুতঃ ।

দ্বিতীয়োহত্র গজেন্দ্রেণ গ্রাহার্জুন হরিঃ স্মৃতঃ ॥০১॥

আসীৎ অস্তি ॥ ১ ॥

শ্রীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রসিদ্ধ ত্রিকূট পর্বতস্থ উদ্যান ও সরোবরের বর্ণনা এবং গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র কর্তৃক শ্রীহরির স্মরণ বণিত হই-তেছে ॥ ০ ॥

‘আসীৎ’—আছে (ত্রিকূট নামে একটি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে) ॥ ১ ॥

তাবতা বিস্তৃতঃ পর্য্যাক্ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈঃ পয়োনিধিম্ ।

দিশশ্চ রোচয়মান্তে রৌপ্যায়সহিরণ্ময়ৈঃ ॥ ২ ॥

অন্যেচ ককুভঃ সৰ্ব্বা রত্নধাতুবিচিক্রিতৈঃ ।

নানাদ্রুমলতাশুল্মৈর্নিসৌমনির্ঝরাস্তসাম্ ॥ ৩ ॥

অর্থঃ—তাবতা (যোজন যুতেন) পর্য্যাক্ (পরিতঃ) বিস্তৃতঃ (ত্রিকূটঃ) রৌপ্যায়স-হিরণ্ময়ৈঃ (রজত-লৌহ-সুবর্ণময়ৈঃ) ত্রিভিঃ (মুখ্যৈঃ) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) পয়োনিধিঃ দিশঃ রোচয়ন্ (উজ্জলয়ন্ তথা) রত্নধাতুবিচিক্রিতৈঃ (রত্নধাতুভিঃ বিচিক্রিতৈঃ) নানা-দ্রুমলতাশুল্মৈঃ (নানাবিধানাং দ্রুমলতানাম্ শুল্মাঃ যেষু তৈঃ) অন্যেচ (শৃঙ্গৈঃ) নির্ঝরাস্তসাম্ নিষৌমৈঃ (শব্দৈঃ চ) সৰ্ব্বাঃ ককুভঃ (সৰ্ব্বাঃ দিশঃ) (রোচয়ন্) আস্তে (বর্ততে) ॥ ২।৩ ॥

অনুবাদ—চতুর্দিকে তৎপরিমাণে বিস্তৃত সেই পর্বত লৌহ, রৌপ্য এবং স্বর্ণময় তিনটী শিখর দ্বারা সমুদ্র ও দশদিক্ এবং নানা রত্ন ও ধাতুদ্বারা চিক্রিত বহুবিধ রক্ষ, লতাশুল্ম-মণ্ডিত ও নির্ঝরধ্বনি-মুখ-রিত অন্য শৃঙ্গসমূহ দ্বারা দিক্‌নিচয়ের শোভাবর্ধন করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—পর্য্যাক্ পরিতঃ তাবতা যোজনাযুতে-নৈব । ত্রিকূটসমাখ্যাতা বীজমাহ ত্রিভিঃ মুখ্যৈঃ শৃঙ্গৈর্দিশঃ উদ্ভূগতা এব । অন্যে শৃঙ্গৈঃ ককুভঃ সৰ্ব্বা অষ্টাবৈব পর্য্যাক্ দিশো রোচয়মান্ত ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ । নিষৌমৈর্দিশাং রোচনা তাসু প্রতিধ্বনিসমর্পণেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পর্যাক্’—চতুর্দিকে ঐ পর্বতটি সেই পরিমাণ, অর্থাৎ দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত। ‘ত্রিকূট’—নামকরণের কারণ বলিতেছেন—তিনটি মুখ্য শৃঙ্গদ্বারা উর্দ্ধ দিক শোভিত করিয়া আছে, এই িমিভই তাহার নাম ‘ত্রিকূট’ হইয়াছে। অন্যান্য শৃঙ্গসমূহ দ্বারা অষ্ট দিক্ ‘রোচয়ন্ আশ্বে’—সমুজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে, ইহা পূর্বের সহিত অব্যয়। ‘নির্ঘোষৈঃ’—নির্ঘাসসমূহের জল-প্রপাতের শব্দদ্বারা দশদিকের শোভা, তাহাতে প্রতি-ধ্বনি-সমর্পণের দ্বারা বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

স চাবনিজ্যমানাশ্চিঃ সমস্তাৎ পন্নউশ্মিভিঃ ।

করোতি শ্যামলাং ভূমিং হরিন্মরকতাস্মভিঃ । ৪ ॥

অব্যয়ঃ—সঃ চ (ত্রিকূটপর্বতঃ) পন্নউশ্মিভিঃ (পন্নসঃ সমুদ্রসলিলস্য উশ্মিভিঃ তরঙ্গৈঃ) সমস্তাৎ (সর্বতঃ) অবনিজ্যমানাশ্চিঃ (অবনিজ্যমানাঃ প্রক্ষালা-মানাঃ অশ্রয়ঃ পাদমূলানি যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্) হরিন্মরকতাস্মভিঃ (হরিদৃভিঃ পলাশবর্ণৈঃ মরকত-মণিভিঃ) ভূমিং শ্যামলাং (দুর্বাদলশ্যামলবর্ণাং) করোতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ ত্রিকূট পর্বতের পাদদেশ সর্বতো-দিকে জলতরঙ্গে প্রক্ষালিত হওয়াতে অষ্টদিকস্থ মর-কত মণিদ্বারা সন্নিহিত ভূমি শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—পন্নস উশ্মিভিঃ সমস্তাদবনিজ্যমানা অশ্রয়ো মূলপ্রাপ্তা যস্য সঃ । হরিৎসু অষ্টদিক্স্থ স্থিতৈরমরকতাস্মভির্মধ্যবন্তিনীং ভূমিং দুর্বাদল-শ্যামলাং করোতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পন্ন উশ্মিভিঃ’—ক্ষীরোদ সমুদ্রের তরঙ্গরাজির দ্বারা চতুর্দিক হইতে, ‘অবনিজ্য-মানাশ্চিঃ’—প্রক্ষালায়মান হইতেছে মূলপ্রাপ্ত যাহার, অর্থাৎ সেই ত্রিকূট পর্বতের পাদমূল ধৌত হইতেছে। ‘হরিন্মরকতাস্মভিঃ’—অষ্টদিকে স্থিত সবুজবর্ণ মরকত প্রস্তররাশির দ্বারা ঐ পর্বত মধ্যবর্তী ভূমিকে দুর্বাদলের ন্যায় শ্যামলবর্ণ করিতেছে ॥ ৪ ॥

সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈবিদ্যাধরমহোরগৈঃ ।

কিন্নরৈঃপ্সরোভিঃ ক্রীড়ির্জুশ্চকন্দরঃ ॥ ৫ ॥

অব্যয়ঃ—(তথা) ক্রীড়িঃ (ক্রীড়াং কুর্বন্তিঃ) সিদ্ধচারণ-গন্ধর্বৈঃ বিদ্যাধরমহোরগৈঃ কিন্নরৈঃ অপ্সরোভিঃ চ জুশ্চকন্দরঃ (জুশ্চাঃ সেবিতাঃ কন্দরাঃ গুহাঃ যস্য সঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—উহার গুহাপ্রদেশ ক্রীড়াশীল সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর এবং অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

যত্র সংগীতসম্মাদৈর্নদদগুহমমর্ষয়া ।

অভিগজ্জন্তি হরয়ঃ শ্লাঘিনঃ পরশঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

অব্যয়ঃ—যত্র (যস্মিন্ ত্রিকূটপর্বতে) সংগীত-সম্মাদৈঃ কিন্নরাদীনাং গীতধ্বনিভিঃ) নদদগুহং (নদস্তাঃ গুহাঃ যস্মিন্ প্রদেশে তৎ প্রদেশং) শ্লাঘিনঃ (স্ববীর্ষ্যগর্বশালিনঃ) হরয়ঃ (সিংহাঃ পরশঙ্কয়া) (পরং সিংহান্তরম্ ইতি আশঙ্ক্য) অমর্ষয়া (অসহনেন ক্রোধেন) অভিগজ্জন্তি (ঘোরং গজ্জনং কুর্বন্তি) ॥৬॥

অনুবাদ—তথায় সঙ্গীত ধ্বনিতে গুহাসমূহ নিনাদিত হইলে স্ববীর্ষ্যাক্ত সিংহগণ অপর সিংহের আশঙ্কা করিয়া অসহ্য ক্রোধে ঘোর গজ্জন করি-তেছে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্নরাদীনাং সঙ্গীতসম্মাদৈর্নদন্ত্যা গুহা যস্মিন্ তৎ প্রদেশং অভিগজ্জীকৃত্য অমর্ষয়া অসহনেন পরশঙ্কয়া গজ্জন্তি । শ্লাঘিনঃ কথমানাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যত্র’—উক্ত পর্বতের যে প্রদেশের গুহাসকল কিন্নর প্রভৃতির সঙ্গীতরবে শব্দায়-মান, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া সিংহগণ ‘অমর্ষয়া’—অসহিষ্ণুতাবশতঃ প্রতিপক্ষ সিংহের গজ্জন মনে করতঃ সর্বদা গজ্জন করিতেছে। ‘শ্লাঘিনঃ’—মদগর্বিত সিংহগণ ॥ ৬ ॥

নানারণ্যপশুভ্রাতসকুলদ্রোগ্যলঙ্কৃতঃ ।

চিহ্নদ্রুমসুরোদ্যানকলকর্ষবিহঙ্গমঃ ॥ ৭ ॥

অব্যয়ঃ—নানারণ্যপশুভ্রাতসকুলদ্রোগ্যলঙ্কৃতঃ (নানা যে আরণ্যঃ অরণ্যে ভবাঃ উৎপন্নাঃ পশবঃ গবা-

শ্রাদয়ঃ তেষাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ সঙ্কলাভিঃ ব্যাঙাভিঃ
দ্রোণীভিঃ পর্বতপ্রান্তদেশৈঃ অলঙ্কৃতঃ) চিত্রদ্রুমসুরো-
দ্যানকলকষ্ঠবিহঙ্গমঃ (তথা চিত্রাঃ দ্রুমাঃ যেষু তেষু
সুরোদ্যানেষু কলকষ্ঠাঃ মধুরস্বরাঃ বিহঙ্গমাঃ পক্ষিণঃ
যস্মিন্ তাদৃশঃ সঃ ত্রিকূটঃ আস্তে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্বতের প্রান্তদেশ নানা-
বিধ বন্য পশুসমূহ কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া আছে এবং
তত্রস্থ বিচিত্র বৃক্ষাদি-শোভিত দেবোদ্যানে সুমধুর
স্বরবিহঙ্গগণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—চিত্রা দ্রুমা যেষু তেষু সুরোদ্যানেষু
কলকষ্ঠা বিহঙ্গমা যত্র স আস্তে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চিত্রদ্রুম-’—যেখানের বৃক্ষ-
রাজি-সমন্ত্ৰিত দেবোদ্যানে কলরবকারী পক্ষিগণ
অবস্থান করে, তাদৃশ ত্রিকূট পর্বত ॥ ৭ ॥

সরিৎসরোভিরচ্ছাদৈঃ পুলিননৈর্মণিবালাকৈঃ ।

দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাশ্বনিলৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥

অশ্বয়ঃ—অচ্ছাদৈঃ (অচ্ছাদকৈঃ নির্মলজলৈঃ)
সরিৎসরোভিঃ (নদীসরোবরৈঃ তথা) মণিবালাকৈঃ
(মণয়ঃ এব বালাকাঃ যেষু তৈঃ তথাভূতৈঃ পুলিনৈঃ)
(নদীতটে তথা) দেবস্ত্রীমজ্জনামোদসৌরভাশ্বনিলৈঃ
(দেবস্ত্রীণাং সুরনারীণাং মজ্জনেন অবগাহনেন যঃ
আমোদঃ দেহসুগন্ধঃ তেন সৌরভযুক্তানি অশ্বনি
জলানি অনিলাশ্চ বায়বঃ তৈঃ) যুতঃ (যুক্তঃ ত্রিকূটঃ
আস্তে ইতি শেষঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্বত পুলিনশোভিতা
মণিময়বালাকাশালি বিমলজলা নদী ও সরোবরসমূহে
ব্যাঙ রহিয়াছে । দেবস্ত্রীগণের অবগাহন হেতু তাহা-
দের দেহসৌরভে তত্রস্থ জল ও বায়ু সুগন্ধময় হইয়া
থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেবস্ত্রীণাং মজ্জনেন যঃ আমোদস্তেন
সৌরভযুক্তান্যশ্বনি অবিলাশ্চ তৈর্যুতঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবস্ত্রী-’—দেবরমণীগণের
অবগাহনহেতু যে ‘আমোদ’ বলিতে দেহসুগন্ধ, তাহার
দ্বারা সৌরভময় জলরাশি ও বায়ুপ্রবাহযুক্ত যে পর্বত
॥ ৮ ॥

তস্য দ্রোণ্যাং ভগবতো বরুণস্য মহাশ্বনঃ ।

উদ্যানমৃতুমম্মা আক্লীড়ং সুরযোষিতাম্ ॥ ৯ ॥

সর্বতোহলঙ্কৃতং দিব্যেনিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ ।

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ ॥ ১০ ॥

চুতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরাশ্রয়ান্নাতকৈরপি ।

ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ খজ্জুরৈবীজপূরকৈঃ ॥ ১১ ॥

মধুকৈঃ শালতালৈশ্চ তমালৈরসনার্জুনৈঃ ।

অরিষ্টোড়ম্বরপ্লক্ষবটৈঃ কিংশুকচন্দনৈঃ ॥ ১২ ॥

পিচুমর্দৈঃ কোবিদারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ ।

দ্রাক্ষেকুরন্তাজম্বুভির্বদর্যাক্ষাভয়ামলৈঃ ॥ ১৩ ॥

অশ্বয়ঃ—তস্য (ত্রিকূটস্য) দ্রোণ্যাং (শৈলসম্বৌ)
সুরযোষিতাং (দেবস্ত্রীণাম্) আক্লীড়ং (ক্লীড়াস্থানং)
দিব্যৈঃ (দেবসম্বন্ধীয়ৈঃ) নিত্যপুষ্পফলদ্রুমৈঃ (নিত্যং
পুষ্পাণি ফলানি চ যেষাং তাদৃশৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ)
সর্বতঃ অলঙ্কৃতং (শোভিতং) তথা মন্দারৈঃ পারিজাতৈ-
শ্চ পাটলাশোকচম্পকৈঃ (পাটলাশ্চ অশোকাশ্চ চম্প-
কাশ্চ তৈঃ) চুতৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈঃ আশ্রয়ৈঃ আশ্রা-
তকৈঃ অপি ক্রমুকৈঃ (শুবাকবৃক্ষৈঃ) নারিকেলৈঃ চ
খজ্জুরৈঃ বীজপূরকৈঃ (দাড়িম্ববৃক্ষৈঃ) মধুকৈঃ শাল-
তালৈঃ চ (শালাশ্চ তালশ্চ তৈঃ) তমালৈঃ অসনার্জুনৈঃ
(অসনাশ্চ অর্জুনশ্চ তৈঃ) অরিষ্টোড়ম্বরপ্লক্ষৈঃ
(অরিষ্টাশ্চ উড়ুম্বরশ্চ প্লক্ষাশ্চ তৈঃ) বটৈঃ কিংশুক-
চন্দনৈঃ (কিংশুকাশ্চ চন্দনাশ্চ তৈঃ) পিচুমর্দৈঃ কোবি-
দারৈঃ সরলৈঃ সুরদারুভিঃ দ্রাক্ষেকুরন্তাজম্বুভিঃ (দ্রাক্ষাশ্চ
ইক্ষবশ্চ রন্তাজম্ববশ্চ তৈঃ) বদর্যাক্ষাভয়ামলৈঃ
(বদর্যাক্ষাশ্চ অভয়াক্ষাশ্চ আমলাশ্চ তৈঃ) বিল্বৈঃ
কপিথৈঃ জম্বীরৈঃ ভল্লাতকাভিঃ (চ বৃক্ষৈঃ) রতঃ
(যুক্তঃ) ঋতুমৎ (ইতি) নাম (নাশনা প্রসিদ্ধং) ভগবতঃ
মহাশ্বনঃ (লোকপালস্য) বরুণস্য উদ্যানম্ (অস্তি)
॥ ৯-১৩ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকূট পর্বতের গহবরে দেবস্ত্রী-
গণের ক্লীড়াস্থান সর্বকালিক পুষ্প ও ফলে শোভিত
দিব্য মন্দার, পারিজাত, পাটল, অশোক, চম্পক,
চুত, পিয়াল, পনস, আশ্রয়, আশ্রাতক, শুবাক, নারি-
কেল, খজ্জুর, দাড়িম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল,
অসন, অর্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বখ, বট,
কিংশুক, চন্দন, পিচুমর্দ, কোবিদার, সরল, দেব-
দারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রন্তাজ, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়,

আমল নী, কপিথ, জম্বীর এবং ভল্লাতক প্রভৃতি নানা
রক্ষ সমন্বিত ঋতুমৎ নামে প্রসিদ্ধ ভগবান্ লোকপাল
বরুণের একটি উদ্যান আছে ॥ ৯-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতুমন্মাম উদ্যানমাস্তে ॥ ৯-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঋতুমৎ’—ঋতুমান্ নামে
বরুণের একটি উদ্যান আছে ॥ ৯-১৩ ॥

বিশ্লেষঃ কপিথৈর্জম্বীরৈর্বতো ভল্লাতকাদিভিঃ ।

তস্মিন্ সরঃ সুবিপুলং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজম্ ॥ ১৪ ॥

কুমুদোৎপলকহলারশতপত্রপ্রিয়োজিতম্ ।

মত্তষট্‌পদনির্মুণ্ডং শকুন্তৈঃ কলস্বনৈঃ ॥ ১৫ ॥

হংসকারুণ্ডবাকীর্ণং চক্রাহৈঃ সারসৈরপি ।

জলকুক্কুটকোষটিদাত্যাহকুলকৃজিতম্ ॥ ১৬ ॥

মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ ।

কদম্ববেতসনল-নীপবজুলকৈর্বৃতম্ ॥ ১৭ ॥

কুন্দৈঃ কুরুবকাশোবৈঃ শিরীষৈঃ কুটজেঙ্গুদৈঃ ।

কুঞ্জকৈঃ স্বর্ণযুথীভিনাগপুমাগজাতিভিঃ ॥ ১৮ ॥

মল্লিকাশতপত্রৈঃ মাধবীজালকাদিভিঃ ।

শোভিতং তীরজৈশ্চান্যৈনিত্যভূতিরলং দ্রুমৈঃ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—তস্মিন্ (ত্রিকুটগিরৌ) লসৎকাঞ্চন-
পঙ্কজং (লসন্তি শোভমানানি কাঞ্চনপঙ্কজানি কাঞ্চন-
বর্ণানি পদ্মসমূহানি যস্মিন্ তৎ) কুমুদোৎপল কহলার-
শতপত্রপ্রিয়া (কুমুদাদীনাং প্রিয়া শোভয়া) উজ্জিতং
(সমৃদ্ধং) মত্তষট্‌পদনির্মুণ্ডং (মধুপানেন মত্তৈঃ ষট্-
পদৈঃ ভ্রমরৈঃ নির্মুণ্ডং নাদিতং) কলস্বনৈঃ (তথা কলঃ
মধুরঃ স্বনঃ শব্দঃ যেষাং তৈঃ) শকুন্তৈঃ চ (পঙ্কিভিঃ
চ নাদিতং) হংসকারুণ্ডবাকীর্ণং (হংসৈঃ কারুণ্ডবৈশ্চ
আকীর্ণং সংকুলং ব্যাপ্তং তথা) চক্রাহৈঃ সারসৈঃ
অপি (ব্যাপ্তং) জলকুক্কুটকোষটিদাত্যাহকুলকৃজিতং
(জলকুক্কুটাদীনাং কুলৈঃ সমূহৈঃ কৃজিতং নাদিতং)
মৎস্যকচ্ছপসঞ্চারচলৎপদ্মরজঃপয়ঃ (মৎস্যানাং
কচ্ছপানাঞ্চ সঞ্চারণে চলতাং পদ্মানাং রজসাং রেণুনা
যুক্তং পয়ঃ জলং যস্মিন্ তৎ) কদম্ব-বেতস-নল-
নীপ-বজুলকৈঃ (এভিঃ কদম্বাদিভিঃ) বৃতং (যুক্তং)
কুন্দৈঃ কুরুবকাশোবৈঃ (কুরুবকাঃ ঋণ্টীরক্ষাঃ
অশোকাশ্চ তৈঃ) শিরীষৈঃ কুটজেঙ্গুদৈঃ কুঞ্জকৈঃ
স্বর্ণযুথীভিঃ নাগপুমাগজাতিভিঃ মল্লিকাশতপত্রৈঃ চ

মাধবীজালকাদিভিঃ (তথা) নিত্যভূতিঃ (নিত্যম্
ঋতবঃ ফলপুষ্পাদিসম্পত্তিহেতবঃ যেষাং তৈঃ তাদৃশৈঃ)
অন্যৈঃ তীরজৈঃ (তীরসমুদ্রতৈঃ) দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) অলং
(শোভিতং) সুবিপুলম্ (অতিমহৎ) সরঃ (সরোবরম্
অস্তি) ॥ ১৪-১৯ ॥

অনুবাদ—সেই ত্রিকুট পর্বতে সতত শোভমান
কাঞ্চনবর্ণ পঙ্কজ এবং কুমুদ কহলার, উৎপল ও
শতপত্র প্রভৃতির শোভায় উদ্দীপ্ত, মধুপানমত্ত ভ্রমর-
সমূহ দ্বারা মুখরিত এবং কলস্বর বিহগকুলে বিশে-
ষতঃ হংস, কারুণ্ড, চক্রবাক ও সারসে সমাকীর্ণ
জলকুক্কুট, কোষটি এবং দাত্যাহ কর্তৃক অক্ষুট-
ভাবে ধ্বনিত মৎস্য ও কচ্ছপ প্রভৃতির সঞ্চারে
পতিত পদ্মপরাগমিশ্র জলযুক্ত, কদম্ব, বেতস, নল,
নীপ, বজুল, কুন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুটজ,
ইঙ্গুদ, স্বর্ণযুথী, নাগ, পুমাগ, জাতী, মল্লিকা, শতপত্র
এবং মাধবী লতা-জালমণ্ডিত ও তীরজাত অন্যান্য
সর্বভূত কুসুমকলোপেত রক্ষ দ্বারা শোভিত সুবিপুল
সরোবর বর্তমান রহিয়াছে ॥ ১৪-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মন্দারাদিভিবৃত ইতি পুংলিঙ্গনির্দেশেন
গিরিবর্ণনেন ব্যাখ্যায়মানে তস্মিন্ সর ইত্যত্র তৎ-
পদেন প্রক্ৰান্তে গিরাবেচ্যমানে তত্রত্য সরসি
গজেন্দ্রাবগাহনাদি-কথ্যাং সত্যাং ঋতুমন্মামৌ বরুণো-
দ্যানস্য বর্ণনমপ্রস্তুতত্বাদ্ব্যর্থং স্যাৎসমাদৃত ইত্যর্থ্য-
ত্বাদ্ভূতমিত্যুদ্যানবিশেষণমেব ব্যাখ্যায়ং, অস্মিন্মু-
দ্যানে সর আস্তে তদ্বর্ণয়তি সাক্ষৈঃ পঞ্চভিঃ । শকুন্তৈঃ
পঙ্কিভিঃ সহিতং । মৎস্যানাং কচ্ছপানাঞ্চ সঞ্চারণে
চলতাং পদ্মানাং রজসা যুক্তং পয়ো যস্মিন্শব্দঃ ।
নিত্যমৃতবঃ ফলপুষ্পাদিসম্পাদনার্থং যেষু তৈঃ ॥ ১৪-১৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—মন্দার, পারিজাত (১০ শ্লোক)
প্রভৃতির দ্বারা বৃত, এইরূপ পুংলিঙ্গ নির্দেশের দ্বারা
পর্বতের বর্ণন আরম্ভ করিয়া, ‘তস্মিন্ সরঃ’ (১৪
শ্লোক)—তাহাতে সরোবর, এই স্থলে তৎপদের দ্বারা
পর্বতের উল্লেখ করা হইলে, সেখানকার সরোবরে
গজেন্দ্রের অবগাহনাদি কথাতে বরুণের ঋতুমান্
নামক উদ্যানের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিকহেতু ব্যর্থ হইয়া
পড়ে, অতএব ‘বৃতঃ’ এই পুংলিঙ্গ আশ্রয়যোগ বলিয়া,
‘বৃতম্’—এই ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারে উদ্যানের বিশেষণ-
রূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা হইলে এই উদ্যা-

নের মধ্যে একটি সরোবর আছে, তাহার বর্ণনা করিতেছেন সার্ক পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা । ‘শকুন্তৈঃ’—পক্ষিগণের সহিত । ‘মৎস্য-কচ্ছপ’—মৎস্য ও কচ্ছপগণের সঞ্চরণহেতু চঞ্চল পদ্মসকলের পরাগের দ্বারা যুক্ত জলরাশি যেখানে, তাদৃশ সরোবর । ‘নিত্যভূতিঃ’—ফলপুষ্পাদি সম্পাদনের নিমিত্ত সকল ঋতুর নিত্যসমাবেশ যেখানে (সেই সমস্ত তীরজাত রুক্মরাজিদ্বারা ঐ সরোবর অতিশয় শোভিত ।) ॥ ১৪-১৯ ॥

তত্রৈকদা তদগিরিকাননাশ্রয়ঃ

করেণুভির্বারণযুথপশ্চরন্ ।

সকণ্টকং কীচকবেণুবৈব্রবদ্-

বিশালগুল্মং প্ররুজন্ বনস্পতীন্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—একদা তত্র তদগিরিকাননাশ্রয়ঃ (তস্য গিরেঃ ত্রিকুটস্য কাননম্ এব আশ্রয়ঃ স্থানং যস্য সঃ) বারণযুথপঃ (কশ্চিৎ গজেন্দ্রঃ) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ সহ) চরন্ (তৃষ্ণাদ্বিতেন স্বযুথেন বৃতঃ) সকণ্টকং (কণ্টকেন সহিতং) কীচকবেণুবৈব্রবদ্ বিশালগুল্মং (কীচকবেণুবৈব্রবন্তং বিশালং গুল্মং লতাদিসম্পদং) বনস্পতীন্ (চ) প্ররুজন্ (প্রভঞ্ন্ সরোবরাভ্যাসং দ্রুতম্ অগমৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—একদা সেই গিরিকাননবাসী কোন গজযুথপতি হস্তিনীগণ সমভিষাহারে বিচরণ করিতে করিতে কণ্টকসমেত কীচক বেণু, বৈব্রবিশিষ্ট বৃহৎ গুল্ম ও রুক্মসকল ভ্রম করিতে করিতে দ্রুত সরোবর নিকটে গমন করিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রৈকদা বারণযুথপঃ অগমদिति পঞ্চমেনান্বয়ঃ । কিং কুর্বন্ করেণুভিশ্চরন্ স্বভক্ষ্যং ভুজানঃ কীচক-বৈব্রবন্তং বিশালং গুল্মং প্ররুজন্ প্রভঞ্ন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তত্রৈকদা’—সেখানে একদিন এক হস্তিযুথপতি আসিলেন—ইহা পঞ্চম (২৪ নং) শ্লোকের সহিত অব্যয় হইবে । কি করিতে ? হস্তিনীগণের সহিত বিচরণপূর্ব্বক স্বভক্ষ্য ভোজন করতঃ, কীচক (বায়ুবেগে শব্দায়মান বংশ), বেণু ও বৈব্র-

বিশিষ্ট কণ্টকাকীর্ণ বিশাল গুল্মরাজি ও রুক্মসমূহের মর্দন করিতে করিতে ॥ ২০ ॥

যদগন্ধমাত্রাকুরয়ো গজেন্দ্রা

ব্যাঘ্রাদয়ো ব্যালমৃগাঃ সখড়াঃ ।

মহোরগাশ্চাপি ভয়াদ্ বন্তি

সগৌরুকৃষ্ণাঃ সরভাঃ চমর্যাঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—(সঃ গজেন্দ্রঃ কিতুতঃ ?) যদগন্ধমাত্রাৎ (যস্য গজেন্দ্রস্য বায়ুনা উপনীতাৎ গন্ধমাত্রাৎ) হরয়ঃ (সিংহাঃ) গজেন্দ্রাঃ (অন্যে প্রতিপক্ষিণঃ গজাঃ) ব্যাঘ্রা-দয়ঃ সখড়াঃ (খড়াঃ মৃগবিশেষাঃ গণ্ডার ইতি প্রসিদ্ধাঃ তৈঃ সহিতাঃ) ব্যালমৃগাঃ (হিংস্রাঃ মৃগাঃ) মহোরগাঃ (সর্পাঃ) চ অপি সগৌরুকৃষ্ণাঃ সরভাঃ চমর্যাঃ (চ) ভয়াৎ দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহার গন্ধমাত্রাে সিংহ, অপর গজেন্দ্র, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহ, গণ্ডার, মহাসর্প, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ সরভকুল এবং চমরী মৃগসমূহ ভয় বশতঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হরয়ঃ সিংহাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হরয়ঃ’—সিংহগণ ॥ ২১ ॥

রুকা বরাহা মহিষক্ৰ্শল্যা

গোপুচ্ছশালারুকমর্কটাশ্চ ।

অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণাঃ শশাদয়ঃ

শচরন্ত্যভীতা যদনুগ্রহেণ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যদনুগ্রহেণ (যস্য গজেন্দ্রস্য অনুগ্রহেণ অনুজ্ঞানেন) রুকাঃ বরাহাঃ মহিষক্ৰ্শল্যাঃ গোপুচ্ছ-শালাঃ রুকমর্কটাঃ চ হরিণাঃ শশাদয়ঃ ক্ষুদ্রাঃ (অস্মাঃ প্রাণিনঃ চ) অন্যত্র (তদদৃষ্টিপথং তাত্ত্বা) অভীতাঃ (নির্ভয়াঃ) চরন্তি (চেরুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাহার অনুগ্রহে রুক, বরাহ, মহিষ, ভল্লুক, শল্য, গোপুচ্ছ (মৃগ বিশেষ), শালারুক, হরিণ এবং শশক প্রভৃতি মৃগ-জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহার দৃষ্টিপথ ত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—যদনুগ্রহেণ তু বৃকাদ্যাঃ ক্ষুদ্রা অপি
চরন্তি । কিন্তু্যত্র তদ্দৃষ্টিপথং ত্যক্তা ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদনুগ্রহেণ’—তাহার অনু-
গ্রহে ক্ষুদ্র হইলেও অন্যান্য বৃক (নেকড়ে বাঘ),
শুকর প্রভৃতি বিচরণ করিতেছিল । কিন্তু ‘অন্যত্র’
তাহার দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ অরণ্যের
অপর প্রান্তে নির্ভয়ে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ বিচরণ করিতে-
ছিল ॥ ২২ ॥

স ঘর্ম্মতপ্তঃ করিতিঃ করেণুভি-
বঁতো মদচ্যুৎ করভৈরনুদ্রুতঃ ।
গিরিং গরিম্না পরিতঃ প্রকম্পয়ন্
নিষেব্যমাণোল্লিকুলৈর্মদাশনৈঃ ॥ ২৩ ॥
সরোহনিলং পক্ষজরেণুরাশিতং
জিহ্বন্ বিদূরান্দবিহ্বলেক্ষণঃ ।
রুতঃ স্বমুথেন তৃষাদিতেন তৎ-
সরোবরাভ্যাসমথাগমদ্রুততম্ ॥ ২৪ ॥

অশ্বয়ঃ—সঃ (গজেন্দ্রঃ) ঘর্ম্মতপ্তঃ (ঘর্ষণেণ আত-
পেন তপ্তঃ) করিতিঃ (গজৈঃ) করেণুভিঃ (হস্তিনীভিঃ)
রুতঃ (যুতঃ) মদচ্যুৎ (মদস্রাবী সন্) করভৈঃ (গজ-
পোতৈঃ) অনুদ্রুতঃ (পশ্চাদ্ধাবিতঃ চ) গরিম্না (দেহ-
ভরেণ) গিরিং (ত্রিকূটপর্বতং) প্রকম্পয়ন্ মদাশনৈঃ
(মদম্ অগ্ন্যভীতি তথা তৈঃ তথাভূতৈঃ মদজলপানে
ক্ষুভিঃ) অলিকুলৈঃ (ভ্রমরনিকরৈঃ) পরিতঃ (সর্বতঃ)
নিষেব্যমাণঃ পক্ষজরেণুরাশিতং (পক্ষজরেণুভিঃ পদ্ম-
রেণুভিঃ রাশিতং ব্যাপ্তং) সরোহনিলং (সরসঃ সম্বন্ধি-
নম্ অনিলং বায়ুং) বিদূরাৎ (দূরাদেব) জিহ্বন্
(আত্মানং কুর্ক্বন্) মদবিহ্বলেক্ষণঃ (মদেন বিহ্বলে
চলিতে ঈক্ষণে যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) তৃষাদিতেন
(তৃষা পিপাসয়া অর্দ্রিতেন পীড়িতেন) স্বমুথেন রুতঃ
(পরিবেষ্টিতঃ ভূত্বা) তৎসরোবরাভ্যাসং (তস্য সরো-
বরস্য অভ্যাসং সমীপং) দ্রুতং (সত্বরম্) অথ
(অনন্তরমেব) অগমৎ (গতবান্) ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুবাদ—নিদাঘসন্তপ্ত, মদস্রাবী, হস্তী ও হস্তিনী-
গণবেষ্টিত, শাবকগণ কর্তৃক অনুদ্রুত, মদপায়ী
অলিকুল দ্বারা সেবিত, সেই গজপতি দেহভারে ত্রিকূট
কম্পিত করিয়া পদ্মপরাগবাসিত সরোবর-বায়ু দূর

হইতে আশ্রয় পূর্বক তৃষার্ত্ত স্বমুথ পরিবেষ্টিত
হইয়া মদ-বিহ্বল নেত্রে সেই সরঃসমীপে দ্রুত গমন
করিল ॥ ২৩-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্মেব সরোবরে অভ্যাসো যস্য
তদ্যথা স্যাত্তথৈতি তত্রাবগাহনাদৌ নিঃশক্ৰৎ ব্যজিতং
॥ ২৩-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সরোবরাভ্যাসম্’—সেই
সরোবরেই (স্নান করা) অভ্যাস যাহার, তাহা যে
প্রকারে হয় তদ্রূপ, ইহার দ্বারা সেখানে অবগাহনা-
দিতে নিঃশক্ৰ ব্যক্ত হইল ॥ ২৩-২৪ ॥

বিগ্রাহ্য তস্মিন্মমৃতাম্মু নির্মলং
হেমারবিন্দোৎপলরেণুরাশিতম্ ।
পপৌ নিকামং নিজপুষ্করোদ্ধত-
মাআনমন্তিঃ স্পয়ন্ গতক্রমঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বয়ঃ—তস্মিন্ (সরসি) বিগ্রাহ্য (প্রবিশ্য সঃ
গজেন্দ্রঃ) অন্তিঃ (সরোজলৈঃ) আআনং স্পয়ন্
গতক্রমঃ (শ্রমরহিতঃ সন্) নির্মলং (স্বচ্ছং) হেমার-
বিন্দোৎপলরেণুরাশিতং (হেমবৎ প্রকাশমানানাম্ অর-
বিন্দানাম্ উৎপলানাঞ্চ রেণুভিঃ রাশিতং ব্রক্ষিতং ব্যাপ্তং)
নিজপুষ্করোদ্ধতং (নিজেন স্বকীয়েন পুষ্করেণ শুভাগ্রাণে
উদ্ধৃতম্) অমৃতাম্মু (অমৃতম্ ইব স্বাদুজলং) নিষ্কামং
(যথেষ্টং) পপৌ হি (পীতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—গজেন্দ্র সেই সরোবরে প্রবেশপূর্বক
স্নানদ্বারা শ্রমরহিত হইয়া কাঞ্চনপদ্ম ও উৎপল-
রেণুদ্বারা পূর্ণ নির্মল অমৃততুল্য সুস্বাদু জল স্বীয়
শুভাগ্রে উদ্ধৃত করতঃ যথেষ্ট পরিমাণে পান করিল
॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিজেন পুষ্করেণ করাগ্রেণ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিজপুষ্করোদ্ধতম্’—নিজ
শুভাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত (অমৃততুল্য সুস্বাদু জল পান
করিয়াছিল ।) ॥ ২৫ ॥

স পুষ্করোদ্ধতশীকরাম্মুভি-
নিপায়য়ন্ সংস্পয়ন্ যথা গৃহী ।
ঘৃণী করণঃ করভাংচ দুর্ম্মদৌ
নাচল্ট কৃচ্ছ্ং রূপণোহজমায়্যা ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—যথা গৃহী (গৃহাদ্যাসক্তঃ পুরুষঃ সূতান্
স্পপয়ন্ কণ্টং ন গণয়তি তথা) ঘৃণী (কৃপাশীলঃ)
অজমায়য়া (অজস্য ভগবতঃ মায়য়া) কৃপণঃ (তেষু
করেণুকরভেষু এব অত্যাশক্তঃ সন্) দুর্মদঃ সঃ
(গজেন্দ্রঃ) স্বপুঙ্করেণ উদ্ধৃতশীকরাস্থুভিঃ (স্বপুঙ্করেণ
স্বীয়শুণ্ডাগ্রেণ উদ্ধৃতৈঃ শীকরাস্থুভিঃ জলবিন্দুভিঃ)
করেণুঃ (নিজস্ত্রীঃ) করভান্ চ (তৎসূতান্ চ) নিপায়-
য়ন্ সংস্পপয়ন্ (চ) কৃচ্ছ্ (কণ্টমাগতং অপি) ন
আচষ্ট (ন আলোচিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—গৃহাসক্ত পুরুষবৎ কৃপাবান্ ঈশমায়্যা-
সক্ত সেই দুর্মদ হস্তী শুণ্ডাগ্রে উদ্ধৃত জলবিন্দুদ্বারা
স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানসকলকে স্নান ও পান করাইয়া
অতিশয় কণ্ট হইলেও তাহা আলোচনা করিল না
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—করেণুঃ স্ত্রীঃ করভান্ সূতাংশ্চ স্পপয়ন্
॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘করেণুঃ’—হস্তিনী ও শাবক-
গণকে স্নান করাইয়া (তাহাদিগকে ঐ জল পান
করাইতে লাগিল ।) ॥ ২৬ ॥

তং তত্র কশ্চিন্নুপ দৈবচোদিতো
গ্রাহো বলীয়াংশচরণে রুমাগ্রহীৎ ।

যদৃচ্ছ্যৈবং ব্যসনং গতো গজো

যথাবলং সোহতিবলো বিচক্রমে ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তত্র (সরসি) দৈবচোদিতঃ
(দৈবেন প্রারব্ধকৰ্ম্মানুগুণং প্রবৃত্তেন ঈশ্বরেণ চোদিতঃ
প্রেরিতঃ) কশ্চিৎ বলীয়ান্ (মহাবলশালী) গ্রাহঃ
(মকরঃ) তং (গজেন্দ্রং) চরণে (পাদে) রুমা (স্ব-
নিবাসালোড়নজনিতেন ক্রোধেন) অগ্রহীৎ (জগ্রাহ) সঃ
অতিবলঃ গজঃ (গজেন্দ্রঃ অপি) যদৃচ্ছ্যা (দৈববশাৎ
এব) এবম্ (এবম্প্রকারং) ব্যসনং (দুঃখং) গতঃ
(প্রাপ্তঃ সন্) যথাবলং (স্ববলানুসারেণ) বিচক্রমে
(তস্মাৎ আত্মানং মোচয়িতুং পরাক্রমম্ অকরোৎ) ॥

অনুবাদ—হে নৃপ, সেই সরোবরে দৈবপ্রেরিত
মহাবলশালী কোন কুস্তীর ক্রোধে ঐ গজেন্দ্রের চরণ
আক্রমণ করিল । মহাবলবান্ ঐ গজপতি দৈব-

বশতঃ এই প্রকার বিপদে পতিত হইয়া যথাসাধ্য
(আত্মমোচন জন্য) বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

তথাতুরং যুথপতিং করেণবো

বিকৃষ্যমাণং তরসা বলীয়াসা ।

বিচুক্রুশুদীনধিয়োহপরে গজাঃ

পাৰ্শ্বগ্রহাস্তারয়িতুং ন চাশকন্ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—বলীয়াসা (প্রভূতবলশালিনা গ্রাহেণ)
তরসা (বলেন) বিকৃষ্যমাণং (আকৃষ্যমাণম্) তথা
(তাদৃশং) আতুরং (দুঃখিতং) যুথপতিং (গজেন্দ্রং
প্রতি) দীনধিয়ঃ (দীনা মলিনা ধীঃ বুদ্ধি ষাণাং তাঃ
দীনবুদ্ধয়ঃ) করেণবঃ (তৎপক্ষ্যঃ) বিচুক্রুশুঃ (রুদ্রদুঃ) ।
পার্শ্বগ্রহাঃ (গৃহতঃ উপোদ্রলকাঃ) অপরে (সাহায্য-
কারিণঃ) গজাঃ (অপি তং গজেন্দ্রং) তারয়িতুং
(তস্মাৎ গ্রাহাৎ বিমোচয়িতুং) ন চ অশকন্ (ন
সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর প্রভূত বলশালী সেই কুস্তীর
কর্তৃক বেগে আকৃষ্ট যুথপতিকে দেখিয়া তৎপক্ষী-
সকল দীনচিত্তে রোদন করিতে লাগিল ও অপর
সাহায্যকারী হস্তীগণও তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ
হইল না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রাহেণ বিকৃষ্যমাণং তং দীনধিয়ঃ
করেণবঃ কেবলং বিচুক্রুশুরেব পাৰ্শ্বগ্রহাস্তদুষ্করণে
সাহায্যবন্তঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিকৃষ্যমাণং’—বলবান্
কুস্তীরকর্তৃক বেগভরে আকৃষ্ট গজরাজকে লক্ষ্য
করিয়া দীনচিত্ত হস্তিনীগণ কেবল কাতরভাবে
চীৎকারই করিতে লাগিল । ‘পার্শ্বগ্রহাঃ’—তাহাকে
উদ্ধার করিতে সাহায্যকারী অপর হস্তীগণও (তাহাকে
উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল না ।) ॥ ২৮ ॥

নিষুধ্যতোরেবমিভেন্দ্রনজ্ঞয়ো-

বিকর্ষতোরন্তরতো বহিমিথঃ ।

সমাঃ সহস্রং ব্যগমন্ মহীপতে

সপ্রাণয়োশ্চিহ্নমমংসতামরাঃ ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) মহীপতে, এবম্ (এবম্প্রকারম্)

ইভেন্দ্রনক্লমোঃ (গজেন্দ্রগ্রাহয়োঃ) নিযুধ্যতোঃ (যুদ্ধং
কুর্ষ্বতোঃ) মিথঃ (পরস্পরম্) অন্তরতঃ (জলাভ্যন্তরে)
বহিঃ চ (জলাৎ বহিঃ) বিকর্ষতোঃ (চ সতোঃ)
সপ্রাণয়োঃ (জীবতোঃ সমবলয়োঃ চ তয়োঃ) সহস্রং
সমাঃ (সহস্রসংবৎসরাঃ) ব্যগমন্ (অতিক্রান্তাঃ
বভূবুঃ), অমরাঃ (দেবগণাঃ অপি তৎ অবলোক্য)
চিহ্নম্ (আশ্চর্য্যম্) অমংসত (মেনিরে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই প্রকারে যুধ্যমান্ ও
পরস্পরকে অন্তরে ও বাহিরে আকর্ষণকারী সপ্রাণ
গজপতি ও কুন্তীরের সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া
গেল । দেবগণও তদবলোকনে আশ্চর্য্যবোধ করি-
লেন ॥ ২৯ ॥

ততো গজেন্দ্রস্য মনোবলৌজসাং

কালেন দীর্ঘেণ মহানভূত্বায়ঃ ।

বিক্ৰম্যমাণস্য জলেহবসীদতো

বিপর্য্যয়োহভূৎ সকলং জলৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

অশ্বয়ঃ—ততঃ (সহস্রসংবৎসরানন্তরং) দীর্ঘেণ
(ভূয়সা প্রভূতেন) কালেন জলে বিক্ৰম্যমাণস্য (অত-
এব) অবসীদতঃ (খিদিয়মানস্য) গজেন্দ্রস্য (আহা-
ভাৰাৎ) মনোবলৌজসাং (মনঃ উৎসাহশক্তিঃ, বলং
শরীরশক্তিঃ, ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ তেমাং) মহান্ ব্যায়ঃ
(ক্ষয়ঃ) অভূৎ । (কিন্তু) জলৌকসঃ (জলবাসিনঃ
গ্রাহস্য জলরাপাহারসত্ত্বাৎ) সকলং বিপর্য্যয়ঃ
(গজেন্দ্রাৎ বিপরীতং, মনোবলৌজসাং বুদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ)
অভূৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া জলে আকৃষ্ট
ও অবসন্ন গজেন্দ্রের মানসিক, শারীরিক ও ঐন্দ্রিয়
শক্তির প্রভূত বল ব্যয় হইতে লাগিল । কিন্তু জল-
নিবাসী কুন্তীরের তৎসমুদায় বিপরীত হইল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—জলৌকসো গ্রাহস্য বিপর্য্যয়ঃ বলা-
দীনাং ব্যয়স্যাভাবঃ প্রত্যুতাদিকামিত্যর্থঃ । সকলং
সর্বং যথা স্যাৎতথাভূৎ বিপর্য্যয়স্যোৎপত্তিঃ সম্পূর্ণব
নত্বংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জলৌকসঃ’—জলনিবাসী
কুন্তীরের ‘বিপর্য্যয়ঃ’—বলাদি ব্যয়ের অভাব, প্রকারা-
ন্তরে আধিক্যই হইয়াছিল । এই অর্থ । ‘সকলং’—

সমস্ত কিছুই যেরূপে হয়, সেরূপ হইল, অর্থাৎ
বিপর্য্যয়ের উৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে হইয়াছিল, কিন্তু অংশে
নহে, এই অর্থ । (অর্থাৎ জলবাসী কুন্তীরের উৎসাহ-
শক্তি, দেহবল ও ইন্দ্রিয়শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া-
ছিল ।) ॥ ৩০ ॥

ইথং গজেন্দ্রঃ স যদাপ সঙ্কটং

প্রাণস্য দেহী বিবশো যদৃচ্ছয়া ।

অপারয়ন্নাভ্যবিমোক্ষণে চিরং

দধ্যাবিমাং বুদ্ধিমথাভ্যপদ্যত ॥ ৩১ ॥

অশ্বয়ঃ—দেহী (দেহধারী) সঃ গজেন্দ্রঃ ইথম্
(এবম্প্রকারং) যদৃচ্ছয়া (দৈববশাৎ) বিবশঃ (গ্রাহবশঃ
সন্) যদা আভ্যবিমোক্ষণে (তস্মাৎ গ্রাহাৎ আত্মানঃ
স্তস্য বিমোক্ষণে বিমোচনে) অপারয়ন্ (অসমর্থঃ
ভূত্বা) প্রাণস্য সঙ্কটং চ (মরণভয়ম্) আপ (প্রাপ,
তদা) চিরং (দীর্ঘকালং কথং গ্রাহাৎ মম মুক্তিঃ
স্যাদিত্তি) দধৌ (চিন্তিতবান্) অথ (অনন্তরম্) ইমাং
(বক্ষ্যমাণাং) বুদ্ধিম্ অভ্যপদ্যত (কৃতবান্) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—দেহধারী সেই গজেন্দ্র দৈববশতঃ
বিবশ হইয়া আপনাকে মোচন করিতে অসমর্থ
হইয়া মৃত্যুভয়ে দীর্ঘকাল চিন্তা করিল, অনন্তর এই-
প্রকার বুদ্ধি স্থির করিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দধৌ কিমিদং মে কৰ্ম্মেতি যদা পরা-
মমর্ষ তদা ইমাং বুদ্ধিং সহসৈব প্রাপ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দধৌ’—ইহা কি আমার
কৰ্ম্ম, এরূপ মথন পর্যালোচনা করিল, তখন সহসাই
এই বুদ্ধি লাভ করিয়াছিল ॥ ৩১ ॥

ন মামিমে জাতয় আতুরং গজাঃ

কুতঃ করিণ্যঃ প্রভবন্তি মোচিতুম্ ।

গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরান্নতো-

হপ্যাহঞ্চ তং যামি পরং পরায়ণম্ ॥ ৩২ ॥

অশ্বয়ঃ—(যদা) আতুরং (গ্রাহবসেন ব্যাকুলং
মাম্ ইমে জাতয়ঃ গজাঃ (এব) মোচিতুং ন প্রভবন্তি
(তদা) করিণ্যঃ (স্ত্রিয়ঃ) কুতঃ ? (কথং প্রভবেম্মুঃ ।
ন কথমপি ইত্যর্থঃ ।) বিধাতুঃ (দেবস্য) পাশেন

(পাশরাপেণ) গ্রাহেণ আনৃতঃ (নিবন্ধঃ) অহম্ অপি চ, (ন প্রভবামি, অতঃ) পরায়ণং (পরেযাং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি অয়নং শরণম্ আশ্রয়ং) পরং (শ্রেষ্ঠং) তম্ (এব বিধাতারং) যামি (ব্রজামি) । যতঃ যৎ সঙ্কল্লং অহং গ্রাহবশঃ তস্য এব শরণং কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥

অনুবাদ—এই জ্ঞাতিগণ আক্রান্ত আমাকে মুক্ত করিতে পারিল না, করিণীগণের কথা কি? অতএব কুস্তীরূপ বিধাতার পাশে আবদ্ধ আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিমেবাহ ন মামিমে গজা তপি মোক্ষিতুং মোক্ষয়িতুং প্রভবন্তি করিণ্যঃ কুতঃ । যতো গ্রাহরাপেণ বিধাতুঃ পাশেনানৃতঃ তদপি পরং পরমেশ্বরং পরায়ণং পরমাপ্রয়ং শরণং যামি, অহঞ্চেতি যদ্যপ্যহং পশুত্বাদজস্তুদগীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধিই বলিতেছেন—এই হস্তিগণও আমাকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহাতে হস্তিনীগণ কিরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে? যেহেতু গ্রাহরূপ বিধাতার পাশে আমি আবদ্ধ হইয়াছি, অতএব সেই পরমাপ্রয় পরমেশ্বরেরই আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি । ‘অহং চ’—আমিও, অর্থাৎ যদিও আমি পশু বলিয়া অজ্ঞ, তথাপি (তাহারই শরণাপন্ন হইতেছি)—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

যঃ কশ্চনেশো বলিনোহন্তকোরগাৎ

প্রচণ্ডবেগাদভিধাবতো ভূশম্ ।

ভীতং প্রপন্নং পরিপাতি যন্তুয়াৎ

মৃত্যুঃ প্রধাবত্যরণং তমীমহি ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-

হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে

গজেন্দ্রোপাখ্যানে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ—যঃ কশ্চন ঈশঃ (দুর্জয়প্রভাবঃ ভগবান্) বলিনঃ (বলশালিনঃ) প্রচণ্ডবেগাৎ (প্রচণ্ডঃ ভয়ঙ্করঃ বেগঃ যস্য তস্মাৎ দুঃসহবেগাৎ) অভিধাবতঃ (স্বাভিমুখমাগচ্ছতঃ) অন্তকোরগাৎ (অন্তং করোতি ইতি অন্তকঃ মৃত্যুঃ সঃ এব উরগঃ মহাসর্পঃ

তস্মাৎ) ভীতং (ভয়াক্রান্তং) প্রপন্নং (শরণাপন্নং জনং) ভূশং (নিরন্তরং) পরিপাতি (রক্ষতি) যন্তুয়াৎ (যস্য অমিতপ্রভাবস্য ভগবতঃ ভয়ং) মৃত্যুঃ (অপি) প্রধাবতি (তদাদিষ্টকর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে) তম্ (ঈশম্) অরণং (শরণম্) ঈমহি (ব্রজেম, প্রাপ্নুয়াম) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে দুর্জয় প্রভাবসম্পন্ন ভগবান্,—অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রচণ্ডবেগে ধাবমান্ অন্তকরূপ মহাসর্প হইতে ভীত অথচ শরণাপন্নদিগকে রক্ষা করেন, মৃত্যুও যাহার ভয়ে পলায়ন করে, আমি তাহারই শরণাগত হই ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কোহসৌ যং শরণং যাসীতি তত্ত্বাহ য ইতি । যন্তুয়াদিত্যত্র শ্রুতিঃ—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ । ভীষাস্মাদগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম” ইতি ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমস্য দ্বিতীয়াহংসং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তিনি কে, যাহার আশ্রয় লইতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—‘যঃ’ ইত্যাদি । ‘যন্তুয়াৎ’—যাহার ভয়ে স্বয়ং মৃত্যুও পলায়ন করে, এই বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—“ভীষাস্মাৎ বাতঃ” (তৈত্তিরীয় ২।৮।১), অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহারই ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইহার ভয়ে ভীত হইয়াই অগ্নি, চন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যু ধাবিত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তবয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মঞ্চ, তথা, বিরুতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



তৃতীয়োধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

এবং ব্যবসিতো বুদ্ধা সমাধায় মনো হৃদি ।

জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মানুশিক্ষিতম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবে তুচ্ছ হইয়া শ্রীহরির গজেন্দ্রমোক্ষণলীলা বর্ণিত হইয়াছে ।

গজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে মনকে সমাহিত করিয়া ‘ইন্দ্রদ্যম্’ নামক তাঁহার পূর্বজন্মে যে স্তোত্র শিখিয়া-ছিলেন, তাহা জপ করিতে আরম্ভ করিলেন । গজেন্দ্র শ্রীভগবান্কে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার-বিধানপূর্বক (গ্রাহকভূত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে কায়দ্বারা প্রণামের অসমর্থতা জানাইয়া ধ্যান দ্বারা) কহিতে লাগিলেন যে—“ভগবান্ সর্বকারণকারণ আদি-পুরুষ পরমেশ্বর, তাঁহা হইতে সমস্ত চেতনসত্ত্ব প্রক-টিত, তিনিই এই কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্বের মূলীভূত কারণ, তাঁহাতেই এই বিশ্বের স্থিতি, তথাপি তিনি পৃথক্‌স্বরূপে মায়াতীত হইয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যলীলাপরায়ণ, তাঁহার শক্তি-পরিণত এই বিশ্ব সত্য, তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি সংঘটিত হইয়া থাকে । তিনি সর্বকালেই বিরাজমান, সর্বদুর্জেয়, অতিমর্ত্য পুরুষ । তিনি সকলের দর্শনের অবিস্মীভূত হইয়াও ভাগবতব্রত অর্থাৎ ভক্তগণের দৃশ্য হইয়া থাকেন । প্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম-নাম-রূপ-গুণ-দোষাদি পরিশূন্য ভগবান্ অনু-গতজনের সংসার ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি-সুখ-দানের নিমিত্ত স্বীয় যোগমায়া দ্বারা অপ্রাকৃত জন্মাদি-লীলা পরিগ্রহ করেন । তিনি জীবাশ্রয়প্রকাশক সর্ব-নিয়ন্তা পরমাত্মা, প্রাকৃত বাক্য, মন এবং চিত্তবৃত্তির অগম্য তত্ত্ব হইয়াও শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগ-প্রতিপত্ত্য । তাঁহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের অচিন্ত্যপূর্ব সামঞ্জস্য বর্তমান । তিনি সর্বভূতাত্ত্ব্যামী, সর্বা-ধ্যক্ষ, সর্বসাক্ষীস্বরূপ, জীবাশ্রয় মূল অংশী, প্রধা-নের উদ্ভবহেতু, পূর্ণস্বরূপ ; তিনি সর্বোদ্ভিদ্রিয়বিষয়ের

দ্রষ্টা ও সর্বোদ্ভিদ্রিয়বৃত্তিই তাঁহার জ্ঞাপক, যেহেতু বিষয়ে তাঁহার সদাভাস বর্তমান ; নিখিল কারণের কারণ—অতএব স্বয়ং নিষ্কারণ, পরন্তু কারণ হইয়াও মূর্তিকাদির ন্যায় বিকারহীন অদ্বুতকারণ, পঞ্চরাত্র বেদাগমাদির একমাত্র লক্ষ্মীভূত বিষয়, অপবর্গস্বরূপ—অতএব উত্তম সাধুগণের আশ্রয়, সত্ত্বাদিগুণে আচ্ছন্নজ্ঞানরূপে থাকিয়াও গুণকার্য্যে বহির্ম্মনস্ক, আত্মতত্ত্ব-ভাবনাদ্বারা বিধিনিষেধরূপ আগম পরি-ত্যাগকারিগণের মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান । তাঁহার বিশ্বরূপত্ব অজ্ঞানিগণলভ্য, ব্রহ্মরূপত্ব জ্ঞানিগণলভ্য এবং অন্তর্য্যামিরূপত্ব যোগিগণবেদ্য হইলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন অধোক্ষজ ভগবৎস্বরূপত্ব ভক্তবেদ্য । ভক্তবেদ্য সেই ভগবান্ জীবের অবিদ্যা বিনাশে সমর্থ, অশেষকল্যাণগুণৈকবারিধি, জীবহৃদয়ে অন্ত-র্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়াও অপরিচ্ছন্ন, মর্ত্যালোকে ক্রীড়াপর হইয়াও প্রাকৃত গুণসঙ্গশূন্য—সূতরাং দেহা-দিতে আসক্তিশূন্য জীবগণেরই চিন্তনীয় বিষয় । সকাম ভক্তগণেরও তিনি সেব্য—তাহাদিগের প্রতিও অত্যন্ত রূপাপরবশ হইয়া তাহাদিগের অকামিত সামীপ্যাদি এবং নিজ পার্শ্বদাদিরূপও প্রদান করেন । কিন্তু নিষ্কাম ঐকান্তিক ভক্তগণ তাঁহার সমীপে ঐরূপ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলা কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন না । ভগবান্ তাঁহাকে (গজেন্দ্রকে) গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া আবার গজদেহ প্রদান করুন ইহা তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয় নহে, পরন্তু আত্মপ্রকা-শের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-পাদাভিষেকলাভই তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয় ।” গজেন্দ্র এইরূপ স্তবদ্বারা ভগবানের দেবত্বাদি কোন প্রাকৃত বিশেষ স্বীকার না করিয়া পরতত্ত্বরূপে ভগবান্কে বর্ণনা করিলেন বলিয়া ব্রহ্মাদি কেহই তাঁহার নিকট আসিলেন না । তখন গজেন্দ্রের আর্তিতে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্ চক্রায়ুধধারী ও গরুড়োপরি আসীন হইয়া আকাশে গজেন্দ্রের দৃষ্টিপথারাঢ় হইলেন । গজেন্দ্র গুণ উত্তোলনদ্বারা শ্রীনারায়ণকে নমস্কার জানাইলেন । গরুড়পৃষ্ঠ হইতে ভগবান্ সহসা অব-তীর্ণ হইয়া নক্সসহিত গজেন্দ্রকে সরোবর হইতে

উদ্ধৃত করিলেন এবং চক্রদ্বারা নক্তের বদন বিদারিত করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিলেন ।

অম্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—(অনন্তরম্) এবং (সং ভগবান্ এব আরাধনীয় ইতোবাং প্রকারং) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিবলেন) ব্যবসিতঃ (নিশ্চয়ং কৃত্বা সং গজেন্দ্রঃ) মনঃ হাদি সমাধায় (বিষয়াত্তরেভ্যঃ প্রত্যাহাত্য হৃদয়স্থং কৃত্বা) প্রাগ্জন্মনি (ইন্দ্রদ্যুশ্চাখ্য-জন্মনি) অনুশিক্ষিতম্ (অভ্যস্তং) পরমং (শ্রেষ্ঠং) জাপ্যং (জপ্যং ভগবতঃ স্তোত্রং) জজাপ (জপতিস্ম) ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর সেই গজেন্দ্র বুদ্ধিবলে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া হৃদয়-মধ্যে মনকে সমাহিত করতঃ স্থায় পূর্বজন্মে অভ্যস্ত শ্রেষ্ঠ স্তোত্র জপ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

তৃতীয়ে সংস্তুতো বিম্বুর্জলাদুদ্ধৃত্য হস্তিনং ।

গ্রাহং চক্রেণ সংছিদ্য তন্তুধাপাৎ রূপাশ্চুধিঃ ॥ ০ ॥

এবং ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সং ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে গজেন্দ্রের স্তবে তুণ্ট করুণানিধি বিম্বু জল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া চক্রের দ্বারা কুণ্ডীরের বদন বিদারণ-পূর্বক তাহাদের উভয়কে রক্ষা করেন—ইহা বণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘এবং ব্যবসিতঃ’—এইরূপ নিশ্চয় যাহার, সেই গজেন্দ্র (পূর্বজন্মের শিক্ষিত স্তোত্র জপ করিতে লাগিলেন ।) ॥ ১ ॥

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ—

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাম্বকম্ ।

পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়ান্ত্রিধীমহি ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীগজেন্দ্রঃ উবাচ,—ওঁ (“ওঁ তৎ-সদিতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ” ইত্যুক্তরীত্যা ওমিতি ব্রহ্মণঃ নির্দেশপরঃ অতঃ) তস্মৈ (এ বহুবিধায়) ভগবতে (বাসুদেবায়) নমঃ । যতঃ (যস্মাৎ চিত্রপাৎ ভগবতঃ) এতৎ (দেহাদিকম্ অচেতনমপি) চিদাম্বকং (চেতনবৎ ভবতি যতঃ এবমতঃ আদিবীজায় (পরম-কারণায়) পরেশায় (পরেষাৎ ব্রহ্মাদীনামপি ঈশায়) পুরুষায় (পূৰ্ব দেহেষু কারণত্বেন প্রবিষ্টায়) অন্তি-ধীমহি (অভিধ্যায়ৈম)) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—গজেন্দ্র কহিল,—সেই ভগবান্ বাসু-দেবকে নমস্কার । যাঁহা হইতে এই দেহাদিও চেতনবৎ হইয়াছে, অতএব আদি বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর এবং দেহপুরে কারণরূপে প্রবিষ্ট পরমপুরুষকে আমি ধ্যান করি ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নমস্কুর্মাঃ ধীমহি ধ্যায়ামশ্চ যতো যস্মাৎ নমস্কৃতাৎ ধ্যাতাচ্চ এতন্মায়াম্বকমপি জগৎ স্থূলসূক্ষ্ম-দেহময়ং চিদাম্বকং ভবতি, পুরুষায় পুরুষাকারায় আদিবীজায় পুরুষাকারত্বেনৈবাদি-কারণায়, অতঃ পরেশায় পরমেশ্বরায় ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নমঃ ধীমহি’—নমস্কার ও ধ্যান করি, ‘যতঃ’—যে নমস্কার ও ধ্যানহেতু ‘এতৎ’—মায়াম্বক হইলেও এই স্থূল-সূক্ষ্ম দেহময় জগৎ চিদাম্বক হয়, অর্থাৎ অচেতন এই বিশ্বও সচেতন হয় । কিরূপ তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—‘পুরুষায়’ (দেহাদি পুরীমধ্যে কারণরূপে প্রবিষ্ট), পুরুষ এই আকারবিশিষ্ট, ‘আদিবীজায়’—পুরুষা-কারণরূপেই যিনি আদি কারণ, অতএব তিনি স্বতন্ত্র পরমেশ্বর (সেই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবকে প্রণাম ও ধ্যান করি ।) ॥ ২ ॥

যস্মিন্মিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্ ।

যোহস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরন্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—যস্মিন্ (অধিষ্ঠানে) ইদং (চিদচিদাম্বকং জগৎ প্রলীনং ভবতি) যতঃ (উপাদানাৎ) চ ইদং (স্থূলং জগৎ জাতং ভবতি) যেন (কর্তা) ইদং (সৃষ্টং জগৎ রক্ষিতং ভবতি) যঃ স্বয়ম্ (এব) ইদং (বিশ্বং ভবতি) যঃ অস্মাৎ (কার্য্যাৎ) পরস্মাৎ চ (কারণাৎ চ) পরঃ (বিলক্ষণঃ ভবতি) তং স্বয়ম্ভুবং (স্বতঃ সিদ্ধং ভগবন্তং অহং) প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত, যে উপা-দানে উদ্ভূত, যৎ কর্তৃক সৃষ্ট ও যিনি স্বয়ংই এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি কার্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, আমি সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্কে আশ্রয় করি ॥

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্য জগদুপাদানাদি কারণ-কলাপত্বকাহ যস্মিন্ ইদং জগৎ গৃহে ঘটাদিকমিব

যতশ্চ কুন্তকারাদিব যেন চক্রদণ্ডাদিনেব যঃ যুৎপিণ্ড ইব এবং যোহস্য বিশ্বস্য স্বয়মেব সৰ্ব্বাণি কারণানি ভবতীত্যর্থঃ । ইদমিত্যস্য পুনঃ পুনরুক্তিস্তদন্তব্য-নির্দ্ধারণার্থা । যন্ত অস্মাৎ বিশ্বস্মাৎ পরস্মাৎ বিশ্বকারণকলাপাচ্চ পরন্তুং স্বয়ন্তুবং কৃষ্ণরামাদিরূপেণ যঃ স্বয়মেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরমেস্বরের জগদুপাদানাদি কার্যসমূহ বলিতেছেন—‘যস্মিন্ ইদং’—গৃহে অবস্থিত ঘটাদির ন্যায় যাহাতে, অর্থাৎ যে আধারে এই জগৎ অবস্থিত । যতঃ—যে কুন্তকারাদি নিমিত্তের ন্যায়, ‘যঃ’—যে যুৎপিণ্ডের ন্যায়, এইরূপে যিনি এই বিশ্বের স্বয়ংই সমস্ত কারণ (অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই আধার প্রভৃতি সৰ্বস্বরূপ) । ইদং শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ তাঁহারই সমস্ত নির্দ্ধারণের নিমিত্ত । অথচ যিনি এই কার্যপ্রপঞ্চ এবং বিশ্বকারণকলাপ হইতে ভিন্ন, সেই ‘স্বয়ন্তুবং’—সেই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বকে, অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণাদিরূপে যিনি নিজেই প্রকটিত হন (তাঁহাকে আমি আশ্রয় করিতেছি ।) ॥ ৩ ॥

মধ্য—শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ ।

যত ইতি ব্রহ্মত্বম্, যেনেতি প্রবর্তকত্বম্, য ইতি সত্তাপ্রদত্বম্, ন সত্তি যদ্রূপে ক্ষয়ন্তুজ্ঞত্বাৎ ।
উৎপন্নস্যাপি যৎ সত্তা হরন্তুৎ স ইতীর্ষ্যতে ।
হরেবিশ্বং ভিন্নমপি পরমোহসৌ যতো বিভূঃ ॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩ ॥

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়্যাপিতং
কচিদ্ভিতাতং ক্ চ তৎ তিরোহিতম্ ।

অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যভয়ং তদীকৃত্যে

স আত্মমুলোহবতু মাং পরাৎপরঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যদৃচ্ছা) স্বাত্মনি (স্বস্মিন্বেব) নিজমায়্যা অপিতম্ ইদং (জগৎ) কচিৎ (কদাচিৎ কল্পাদৌ) বিভাতং (দেবমনুষ্যাদিনামরূপেণ অভিব্যক্তং) (পুনঃ) ক্ চ (প্রলয়ে) তিরোহিতং (লীনং) তৎ উভয়ং (কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ চ) অবিদ্ধদৃক্ (অলুপ্তদৃষ্টিঃ) আত্মমূলঃ (আত্মা স্বয়মেব মূলং যস্য সঃ স্বপ্রকাশঃ অতএব) সাক্ষী (সন্) ঈক্ষতে (পশ্যতি)

সঃ পরাৎপরঃ (পরাৎ প্রকাশকাৎ চক্ষুরাদেঃ অপি পরঃ প্রকাশকঃ ভগবান্) মাম্ অবতু (রক্ষতু) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহার স্বকীয় মায়ায় আপনাতে অপিত এই বিশ্ব কোন সময় প্রাদুর্ভূত হয়, কোন সময় বা তিরোহিত হয়, কার্য ও কারণ এই উভয় অবস্থাকেই স্বপ্রকাশ যিনি সাক্ষিরূপে অলুপ্ত দৃষ্টিতে সর্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই পরাৎপর প্রকাশকের প্রকাশক আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চিদং কার্যাকারণাঙ্কং জগদপ্যনাদিতঃ সত্যমেবাস্তীতি বদন্ স্বপরপ্রকাশকত্বমাহ য ইতি । নিজমায়্যা যদিচ্ছাবশাৎ সৃষ্টা সৃষ্টা অপিতং আত্মন্যেব কদাচিৎ কল্পাদৌ বিভাতং ক্চ কদাচিৎ কল্পান্তে তিরোহিতং অবিদ্ধ-দৃক্ অলুপ্ত-দৃষ্টিরেব সাক্ষী সন্নীকৃত্যে । উভয়ং বিভাতং তিরোহিতঞ্চ, আত্মমূলঃ আত্মা স্বয়মেব মূলং যস্য সঃ স্বপ্রকাশঃ, পরাৎ প্রকাশকত্বাদপি পরঃ । ‘চক্ষুষশ্চক্ষুরত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতি’ শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই কার্যাকারণাঙ্ক বিশ্বও অনাদি কাল হইতে সত্যরূপেই অবস্থিত, ইহা বলিবার নিমিত্ত তাঁহার স্ব-পর-প্রকাশকত্ব বলিতেছেন—‘যঃ’ ইত্যাদি । ‘নিজমায়্যা’—নিজমায়্যা কর্তৃক অর্থাৎ যাঁহার ইচ্ছাবশতঃ নিজের মধ্যে আরোপিত, অথচ সৃষ্টিকালে ‘বিভাতং’—অভিব্যক্ত এবং প্রলয়কালে অন্তর্ধানপ্রাপ্ত এই বিশ্বকে, ‘অবিদ্ধদৃক্’—যাঁহার দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, অলুপ্তদৃষ্টিতে অর্থাৎ সাক্ষিরূপে দর্শন করেন । ‘উভয়ং’—উভয় বলিতে অভিব্যক্তি ও তিরোধান, অর্থাৎ কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা উভয়ই দর্শন করেন । ‘আত্মমূলঃ’—নিজেই যাহার মূল, তিনি স্বপ্রকাশ, ‘পরাৎপরঃ’—চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রকাশক পদার্থসমূহেরও যিনি প্রকাশক । শ্রুতিতেও উক্ত আছে—‘চক্ষুরও চক্ষুঃ, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র’ ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

কালেন পঞ্চত্বমিতেশু কৃৎস্নশো

লোকেষু পালেষু চ সৰ্ব্বহেতুশু ।

তমন্তদাসীদগহনং গভীরং

যন্তস্য পারেহ্ভিবিরাজতে বিভূঃ ॥ ৫ ॥

অবয়বঃ—(যদা) কালেন (দ্বিপরাধ্বাবসানরূপেণ কালেন) সর্বহেতুযু (পৃথিব্যাদিতত্ত্বেষু) লোকেষু (তৎ-কার্যেষু) পালেষু চ (তৎপালকেষু ব্রহ্মাদিষু চ) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেণ) পঞ্চত্বং (লয়ম্) ইতেষু (প্রাপ্তেষু সৎসু) তদা । গহনম্ (অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দূরবগাহং) গভীরম্ (অনন্তং পরিচ্ছিন্নত্বম্ অশক্যং) তমঃ আসীৎ (আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতিশ্রুতং) । তস্য (এবমুতস্য তমসঃ), পারে যঃ (প্রকাশস্বরূপঃ) বিভূঃ অভিবিরাজতে (আসীৎ, তমহং শরণং প্রপদ্যে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কালবশতঃ সকল কারণ, লোক এবং লোকপাল সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে দূরবগাহ গভীর তমোমাত্র বর্তমান ছিল; যে বিভূ এবমুত তমোরাশির পারে বিরাজমান ছিলেন, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বকালবিরাজমানত্বমাহ কালেনেতি । তমঃ প্রলয়কালোক্তং তস্য পার ইতি । ‘আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি’ শ্রুতং ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার সর্বকালে বিরাজমানত্ব বলিতেছেন—‘কালেন’ ইত্যাদি, অর্থাৎ কাল-প্রভাবে এই লোকসমূহ, লোকপালগণ এবং কারণ-বস্তুসমূহ লয়প্রাপ্ত হইলে যে দুর্ভেদ্য অনন্ত অন্ধ-কাররাশি বিদ্যমান থাকে, সেই অন্ধকারের পরপারে যিনি বিভূরূপে বিরাজ করেন । ‘তমঃ’—তম বলিতে প্রলয়কালে উদ্ভূত অন্ধকাররাশি, তাহার পরপারে যিনি অবস্থিত । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—“আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” (স্বৈতাস্বতর ৩৮), অর্থাৎ অজ্ঞানের অতীত, সূর্যের ন্যায় স্ব-প্রকাশ মহান পুরুষকে আমি জানি । তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, পরম পদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই ॥ ৫ ॥

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
জন্ত পুনঃ কোহর্হতি গন্তমীরিতুম্ ।
যথা নটস্যাকৃতিভিবিচেষ্টতে
দূরত্যান্নানুক্রমণঃ স মাভতু ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—যথা আকৃতিভিঃ (বিশভূষাদিভিঃ) বিচেষ্টতঃ (তত্ত্বদাকারেণ চেষ্টমানস্য) নটস্য

(স্বরূপং ন কঃ অপি জনঃ জানাতি তথা) দেবাঃ ঋষয়ঃ যস্য (ভগবতঃ) পদং (স্বরূপং) ন বিদুঃ (জানন্তি, অতঃ মাদৃশঃ) জন্তঃ (অজ্ঞানাভিভূতঃ পশুঃ তৎপদং) গন্তং (জাতুং যথাবদ্বোদ্ধুম্) ঈরিতুং (বক্তুং চ) কঃ পুনঃ অর্হতি? (ন কোহপি ইত্যর্থঃ) । অতঃ সঃ দূরত্যান্নানুক্রমণঃ (দূরত্যান্ন দূর্গমম্ অনুক্রমণং চরিতং কথনং বা যস্য সঃ দূরববোধস্বরূপঃ হরিঃ) মা (মাম্) অবতু (রক্ষতু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—বিশভূষা দ্বারা বিবিধ চেষ্টাবান্ নটের ন্যায় ক্রিয়ামূলক যে ভগবানের স্বরূপ দেব ও ঋষিগণ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, সুতরাং মাদৃশ অর্হাটীন তাহা যথার্থরূপে বুঝিতে বা বলিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে? অতএব সেই দুর্ভেদ্যচরিত হরি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বদুর্ভেদ্যত্বমাহ ন যস্যোতি । পদং স্বরূপং জন্তরর্হাটীনঃ তত্ত্বানভিজঃ গন্তং জাতুং ঈরিতুং বক্তুং বা । যথা নটস্য গীতপদার্থানাং চন্দ্রকমলাদীনাং আকৃতিভিরভিনীয়মানাভিবিবিধং চেষ্টমানস্য স্বরূপং জনৈঃপাণ্যপুল্যাদিচেষ্টয়া কিমাকৃতিময়ং দর্শয়তীতি যথা নাট্যতত্ত্বানভিজঃ জাতুং বক্তুং চ নার্হতি তথা । দূরত্যান্নানুক্রমণঃ দুর্ভেদ্য-চরিতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলের দুর্ভেদ্যত্ব বলিতেছেন—‘ন যস্য পদং’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ দেবতা এবং ঋষিগণও জানিতে পারেন না, সুতরাং ‘জন্তঃ’—অর্হাটীন তত্ত্বানভিজ মনুষ্যাди কেহই জানিতে বা বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না । ‘আকৃতিভিঃ বিচেষ্টতঃ নটস্য’—নটের গীতপদার্থের চন্দ্র-কমলাদির আকৃতির দ্বারা অভিনীয়মান, অর্থাৎ বিবিধ চেষ্টমান বস্তুর স্বরূপ জ্ঞ, নেত্র, পাণি ও অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চালনের দ্বারা কি আকৃতি এই নট দেখাইতেছেন, তাহা যেমন নাট্যতত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ ব্যক্তি বুঝিতে বা বর্ণনা করিতে পারে না, তদ্রূপ নানা আকারে লীলাকারী ভগবানের স্বরূপ কেহই বুঝিতে বা বলিতে পারে না । কারণ তিনি ‘দূরত্যান্নানুক্রমণঃ’, অর্থাৎ তাঁহার চরিত্র দুর্ভেদ্য ॥ ৬ ॥

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং
বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ ।
চরন্ত্যালোকব্রতমব্রণং বনে
ভূতাত্ত্বভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

অনুব্যঃ—ভূতাত্ত্বভূতাঃ (ভূতেষু উচ্চাবেচেষু আত্ম-
ভূতাঃ আত্মতুল্যতাং প্রাপ্তাঃ) সুহৃদঃ (আত্মসমদর্শিনঃ)
সুসাধবঃ মুনয়ঃ যস্য (ভগবতঃ) সুমঙ্গলং (নিত্য-
সুখস্বরূপং) পদং দিদৃক্ষবঃ (সাক্ষাৎ কৰ্ত্তৃমিচ্ছবঃ)
বিমুক্তসঙ্গাঃ (বিমুক্তঃ সঙ্গঃ শব্দাদিবিষয়েষু আসক্তিঃ
মৈঃ তে তথাভূতাঃ সন্তঃ) বনে (অরণ্যে) অব্রণম্
(অচ্ছিন্নম্) আলোকব্রতম্ (ইতরজনৈঃ কৰ্ত্তৃমশক্যং
ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদিকং) চরন্তি (আচরন্তি) সঃ (তাদৃশঃ
ভগবান্) মে (মম) গতিঃ (আশ্রয়ঃ ভবতু) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সুসাধু, ত্যক্তসঙ্গ, সৰ্ব্বপ্রাণীতে সম-
দর্শী, সুহৃদ, মুনীগণ যাহার সুমঙ্গল পদদর্শন করি-
বার বাসনায় অরণ্যে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচরণ করেন,
সেই ভগবান্ আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সৰ্ব্বাশ্বোবাদৃশ্যত্বেহপি ভাগবতব্রত-
দৃশ্যত্বমাহ পদং চরণকমলং বিমুক্তসঙ্গাস্ত্যক্তসঙ্গা
মুক্তেভ্যোহপি বিশিষ্টা য়ে ভক্তা তৎসঙ্গিনশ্চ অলোক-
ব্রতং লোকা বর্ণাশ্রমাচারবস্ত্তদতীতং ভাগবতং ব্রত-
মিত্যর্থঃ। অতএবাব্রণং ব্রংশশঙ্কারহিতং। ‘ধাবন্নিমীল্য
বা নেত্রে ন স্থলেহ পতেদিহেত্যাদেঃ’ ॥ ৭ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—সৰ্ব্ব প্রকারে অদৃশ্য হইলেও
ভাগবতধর্ম্মের আচরণপরায়ণ ভক্তগণের দৃশ্যত্ব
বলিতেছেন—‘দিদৃক্ষবঃ’, যাহার সুমঙ্গল শ্রীচরণ-
কমলের দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, ‘বিমুক্ত-সঙ্গাঃ’
—বিষয়পরিজনাদির সঙ্গবিমুক্ত মুনীগণ এবং মুক্ত-
গণ হইতেও বিশিষ্ট সাধুসঙ্গী ভক্তগণ, ‘অলোকব্রতং’
—লোক বলিতে বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত, তাহা হইতে
অতীত ভাগবত ব্রতের আচরণ করেন। অতএব
উহা ‘অব্রণং’—ব্রণ্ট হইবার আশঙ্কাহীন। যেমন
শ্রীএকাদশে নবযোগীন্দ্র সংবাদে উক্ত হইয়াছে—
“ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্থলেহ পতেদিহ” (১১।২।
৩৫), অর্থাৎ চক্ষু নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও
এই ভাগবতধর্ম্মে স্থলন বা পতন নাই। এখানে
নিমীলন অর্থ অজ্ঞান ॥ ৭ ॥

ন বিদ্যাতে যস্য চ জন্ম কৰ্ম্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
শ্রমায়য়া তান্যানুকালমুচ্ছতি ॥ ৮ ॥

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মগেহনন্তশক্তয়ে ।
অরূপায়োরূরূপায় নম আশ্চর্য্যকৰ্ম্মণে ॥ ৯ ॥

অনুব্যঃ—যস্য চ (ভগবতঃ) জন্ম কৰ্ম্ম বা ন
বিদ্যাতে (নাস্তি), নামরূপে (চ যস্য) ন (বিদ্যাতে)
গুণদোষঃ এব বা (ন বিদ্যাতে) তথা অপি যঃ (ভগ-
বান্) লোকাপ্যয়সম্ভবায় (লোকানাম্ অপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ,
সম্ভবঃ সাধুনাং পরিহ্রাণে জন্ম তয়োঃ দ্বৈত্বক্যং
তদর্থং) তানি (জন্মাদীনি) শ্রমায়য়া (আত্মায়য়া)
অনুকালং (নিরন্তরম্) মুচ্ছতি (স্বীকরোতি) তস্মৈ
অনন্তশক্তয়ে পরেশায় ব্রহ্মগেহে নমঃ। আশ্চর্য্যকৰ্ম্মণে
(আশ্চর্য্যগি কৰ্ম্মাগি যস্য তস্মৈ) অরূপায় (রূপ-
রহিতায়) উরূরূপায় (বহুরূপায় চ তস্মৈ ভগবতে)
নমঃ (অন্ত) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—যাহার জন্ম কৰ্ম্ম, নাম রূপ ও গুণ-
দোষ নাই, তথাপি যিনি লোকসমূহের উৎপত্তি ও
বিনাশের জন্য স্বীয় মায়্যা দ্বারা নিরন্তর এই সকল
স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তশক্তি, রূপ-
রহিত ও বহুরূপী এবং অত্যাশ্চর্য্য কৰ্ম্মশীল সেই
পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকৃতজন্মকৰ্ম্মাদ্যভাবেহপি প্রাকৃত-
জন্ম কৰ্ম্মাদিমন্তুমাহ নেতি। গুণদোষমিতি সমাহার-
দ্বন্দ্বঃ গুণদোষ এবোতি পার্থে সর্বো দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈক-
বস্ত্তবতীতি ইতরেতরযোগেহপ্যেকত্বং ‘উকালোহজ্জুস্ব-
দীর্ঘপ্লুত’ ইতিবৎ। তদপি লোকানামপ্যয়ঃ প্রলয়ঃ
সম্ভবঃ সৃষ্টিস্তয়োহুদ্বৈতক্যং তদর্থং শ্রমায়য়া মায়িক-
তমো-রজো-গুণাত্যাং তানি রূপরূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চ
জন্মকৰ্ম্মাদীনি অনুকালং প্রতিপ্রলয়সৃষ্টিসময়ে মুচ্ছতি
প্রাপ্নোতি। অত্র লোকস্থিত্যর্থং বিষুজন্মাদীনি ন
নিদ্দিষ্টানি তেষাং মায়িকত্বাভাবাৎ। অমায়িকজন্ম-
কৰ্ম্মাদীনি তু নানেন নিষিদ্ধান্তে। তানি দেবক্যাদিজন্য
গোবর্দ্ধনধারণাদিকৰ্ম্ম কৃষ্ণরামাদি নামরূপাগি স্বরূপ-
ভূতান্যেব ন নিষেদ্ধং শক্যন্তে শ্রুত্যাপি। “নিষ্কলং
নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।” “অশব্দমস্পর্শম-
রূপব্যয়মিত্যাদৌ” মায়িকং নিষিদ্ধ্য “স সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্ব-

গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বকামঃ” ইত্যাম্মিকং কৰ্ম্মাদি বিধী-
 যতে । অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ‘গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মূনে
 ব্যতীত’ ইত্যুক্তা পুনরাহ । ‘সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো
 হীতি’ । তথা ‘জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যাবীৰ্য্যতেজাংস্যশেষতঃ ।
 ভগবচ্ছবাব্যায়িনি বিনা হেয়ৈশ্চ গাদিভিরিতি’ পাদ্মোক্ত-
 খণ্ডে চ । ‘যোহসৌ নিঃশ্ৰণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদী-
 শ্বরঃ । প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈশ্চ গৈর্হেয়ত্বমুচ্যতে’ ইতি ।
 হেয়সংযুক্তৈর্হেয়ত্বমুচ্যেতিত্যাঃ । প্রাকৃত্য গুণা হি
 হেয়া ভবন্তি যত ইতি ভাবঃ । নামুশ্চিন্ময়ত্বং শ্রুতি-
 রাহ । যথা “ওঁ আস্য জ্ঞানন্তো নাম চিৎ বিবিক্তন ।
 মহন্তে বিশ্ণো সুমতিং ভজামহে । ওঁ তৎ সদিতি”
 অস্যা অন্নমর্থঃ । হে বিশ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎ-
 স্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং । তস্মাদস্য নামুঃ
 আ ঈষদেব জ্ঞানন্তো বয়ং ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-
 মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণেত্যর্থঃ । তথাপি বিবিক্তন
 ব্রহ্মবাণাঃ কেবলং তদভ্যাসমাত্রং কুৰ্ব্বাণাঃ সুমতিং
 শোভনাং তদ্বিশয়ং বুদ্ধিং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ । যতস্ত-
 দেব নাম ওঁ প্রবঃ সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি । অরূপায়
 প্রাকৃতরূপরহিতায়, উরূরূপায় অপ্রাকৃত-চিদ্ধন-
 রামকৃষ্ণাদিবহুরূপায় ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাকৃত জন্ম-কৰ্ম্মাদির অভা-
 বেও প্রাকৃত জন্ম-কৰ্ম্মাদি-যুক্তত্ব বলিতেছেন—‘ন
 বিদ্যাতে যস্য’ ইত্যাদি (অর্থাৎ যাঁহার প্রাকৃত জন্ম,
 কৰ্ম্ম, নাম, রূপ, দোষ বা গুণ কিছুই না থাকিলেও
 যিনি লোকসমূহের সৃষ্টি ও প্রলয়সাধনের জন্য নিজ
 মায়ার দ্বারা জন্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহাকে আমি
 প্রণাম করি) । ‘গুণ-দোষম্’—ইহা সমাহার দ্বন্দ্ব
 সমাস, ‘গুণ-দোষ এব’—এইরূপ পাঠে, সমস্ত দ্বন্দ্ব
 সমাস বিকল্পে একবচন হয়, এই নিয়মে একবচন
 হইয়াছে । ইতরেতরযোগেও একবচন হয়, যেমন
 —‘উকালোহজ্জহুস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ’ ইত্যাদি । তাহা
 হইলেও লোকসমূহের ‘অপন্ন’ বলিতে প্রলয় এবং
 সম্ভব অর্থাৎ সৃষ্টি, তাহাদের দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন
 হইয়াছে, তাহার (প্রলয় ও সৃষ্টির) জন্য, ‘স্বমায়য়া’
 —নিজমায়্যাসক্তির দ্বারা, অর্থাৎ মায়িক তমঃ ও
 রজোগুণের দ্বারা রূদ্ররূপে (প্রলয়) এবং ব্রহ্মার রূপে
 জন্ম কৰ্ম্মাদি, ‘অনুকালং’—প্রতি প্রলয় ও সৃষ্টির
 সময়ে স্বীকার করিয়া থাকেন । এই স্থলে লোক-

সমুদয়ের স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুর জন্মাদি নির্দিষ্ট হয়
 নাই, যেহেতু বিষ্ণুর জন্মাদি মায়িক নহে । ইহার
 দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম-কৰ্ম্মাদি নিষিদ্ধ হয়
 নাই । অতএব দেবকী প্রভৃতিতে জন্ম, গোবর্দ্ধন
 ধারণাদি কৰ্ম্ম, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি নাম এবং রূপসমূহ
 ভগবানের স্বরূপভূতই, উহা নিষেধ করা সম্ভবপর
 নহে ।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং
 শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং” (স্বৈতান্বতর ৬।১৯), অর্থাৎ
 যিনি কলারহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্বিকার), অনিন্দ-
 নীয়, নির্লিপ্ত, অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ সেতু (উপায়),
 এবং দম্ভকাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান, সেই দেবতার
 আমি শরণ লইতেছি । আরও, ‘অশব্দমস্পর্শম-
 রূপম্’ (কথ ১।৩।১৫), অর্থাৎ যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
 রস ও গন্ধগুণ-বর্জিত, যিনি নিত্য অবায়, যিনি
 আদিহীন, অন্তহীন, যিনি মহত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই
 আত্মাকে জানিতে পারিলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে
 সম্পূর্ণ মুক্ত হয়, ইত্যাদির দ্বারা মায়িক জন্মকৰ্ম্মাদির
 নিষেধ করিয়া, তিনি ‘সর্ব্বকৰ্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস,
 সর্ব্বকাম’ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪) ইত্যাদিতে তাঁহার অপ্ৰা-
 কৃত জন্ম-কৰ্ম্মাদির বিধান করা হইয়াছে । অতএব
 শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘হে মূনে ! গুণ ও দোষ পরিহার
 করিয়া’ ইহা বলিয়া পুনরায় বলিলেন—‘তিনি সমস্ত
 কল্যাণগুণাত্মক ।’ তথা ‘জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য’ অর্থাৎ
 হেয়গুণ-বিবর্জিত সমগ্র জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য,
 বীৰ্য্য ও তেজঃসমূহ ভগবৎ-শব্দ ব্যাচ্য । পাদ্মোক্ত-
 খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—‘শাস্ত্রসকলে নিঃশ্ৰণ বলিয়া যে
 জগদীশ্বরকে বলা হইয়াছে, উহাতে প্রাকৃত হেয়সংযুক্ত
 গুণের হেয়ত্বই উক্ত হইয়াছে । হেয়সংযুক্ত বলিতে
 হেয়ত্বযুক্ত—এই অর্থ । ভগবানের শ্রীনামের চিন্ময়ত্ব
 শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—“ওঁ আস্য জ্ঞানন্তো নাম
 চিৎ বিবিক্তন” ইত্যাদি, ইহার অর্থ—হে বিশ্ণো !
 তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব ‘মহঃ’, অর্থাৎ
 স্বপ্রকাশ । সেইজন্য এই শ্রীনামের অত্যন্তমাত্রই আমরা
 জানি, কিন্তু সম্যক্প্রকারে উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিরূপে
 নহে, এই অর্থ । তথাপি ‘বিবিক্তন’—কেবল তাহার
 অভ্যাসমাত্র করিয়াই ‘সুমতিং’—তদ্বিশয়িণী শোভনা
 বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকি । যেহেতু তোমার ঐ নামই

‘ও’, প্রণব মন্ত্র এবং ‘সৎ’ স্বতঃসিদ্ধ। ‘অরূপায়’—বলিতে প্রাকৃত রূপরহিত, ‘উরুরূপায়’—অপ্রাকৃত চিদ্রূপ রাম, কৃষ্ণাদি বহুরূপে বিরাজমান (তোমাকে প্রণাম করি।) ॥ ৮-৯ ॥

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে ।

নমো গিরায় বিদুরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—আত্মপ্রদীপায় (প্রকাশাত্তরস্য অবিষয়ায়) সাক্ষিণে (প্রকাশকায়) পরমাত্মনে (জীবনিত্যক্তে) নমঃ । গিরায় (বাক্যানাং) মনসঃ (অন্তঃকরণস্য) চেতসাম্ অপি (চিদ্রূপভীনাং চ) বিদুরায় (অপ্রাপ্যায়) নমঃ ॥ ১০

উনুবাদ—আত্মপ্রকাশক জীবনিত্যক্তা, পরমাত্মা তাঁহাকে নমস্কার। বাক্যময় এবং চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য তাঁহাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—জীবাশ্রয়ামনস্তত্ত্বভিত্তিরগম্যত্বমাহ আত্মপ্রদীপায় জীবাশ্রয়প্রকাশকায় প্রকাশকস্য তত্ত্বং প্রকাশ্যো ন জানাতীতি ভাবঃ । “সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্বজ্ঞমনস্তমীড়” ইতি হংস-গুহ্যোক্তেঃ । বিদুরায় অগম্যায়, চেতসাং চিত্তবৃত্তী-নাম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবাশ্রয় বাক্য ও মনো-বৃত্তির অগম্যত্ব বলিতেছেন—“আত্ম-প্রদীপায়”, যিনি জীবাশ্রয় প্রকাশক, অর্থাৎ প্রকাশকের তত্ত্ব প্রকাশ্য জানিতে পারে না, এই ভাব। হংসগুহ্য স্তবে উক্ত হইয়াছে—“সর্বং পুমান্ বেদ” (৬। ৪। ২৫), অর্থাৎ জীব দেহাদি দেবতাবর্গ এবং তন্মূলীভূত তত্ত্বাদি গুণসমূহ জানিতে পারিলেও সর্বজ্ঞ ভগবান্কে জানিতে পারে না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি। ‘বিদুরায়’—অগম্য, ‘চেতসাং’—চিত্ত-বৃত্তিসকলের (অর্থাৎ তিনি জীবগণের নিয়ন্তা বলিয়া জীবের বাক্য, মনঃ ও চিত্তবৃত্তিসমূহের অগোচর, তাঁহাকে প্রণাম করি।) ॥ ১০ ॥

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্মেণ বিপশ্চিতা ।

নমঃ কৈবল্যনাথায় নিৰ্ব্বাণসুখসংবিদে ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—(এবমপি) বিপশ্চিতা (নিপুণেন

জানিনা) নৈষ্কর্মেণ (সম্মায়েন) সত্ত্বেন (বিশুদ্ধেন সত্ত্বগুণেন) প্রতিলভ্যায় (প্রত্যক্ষেন প্রাপ্যায়) নিৰ্ব্বাণ-সুখসংবিদে (মোক্ষানন্দ অনুভূতয়ে) কৈবল্যনাথায় নমঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তিনি দিব্যসুরিগণকর্তৃক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগে প্রাপ্য হইয়া থাকেন, সেই শুদ্ধপ্রেমনাথ নিৰ্ব্বাণসুখদাতাকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কথং তহি স গম্যো ভবতীত্যত আহ। সত্ত্বেন সন্ সাধুঃ সতো ভাবঃ সত্ত্বং বৈষ্ণবত্বং তেন প্রতিলভ্যায়। বচন-প্রতিবচনবন্ধাভ-প্রতিলাভোহয়ং ভক্তভগবতো জ্ঞেয়ঃ। “ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুক্তো-পাধিনৈরাস্যোনামুস্মিম্মনঃ-কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্মে-মিতি” গোপলতাপনীশ্রুতেঃ। সত্ত্বেন যৎ নৈষ্কর্মেণ তেন বিপশ্চিতা প্রতিলভ্যায় ইত্যম্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে কিপ্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়? তাহাতে বলিতেছেন—“সত্ত্বেন”, সৎ বলিতে সাধু, তাহার ভাব ‘সত্ত্ব’ অর্থাৎ বৈষ্ণবত্ব, তাহার দ্বারা। ‘প্রতিলভ্যায়’—প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্য, বচন ও প্রতিবচন শব্দের ন্যায় লাভ ও প্রতিলাভ, ইহা ভক্ত ও ভগবানের বিষয়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে লাভ করেন। ‘নৈষ্কর্মেণ’—নৈষ্কর্ম্য বলিতে ভক্তিযোগ, শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবানের ভজনই (সেবাই) ভক্তি, তাহা ইহলোক ও পরলোকের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া তাঁহাতেই (শ্রীভগবানেই) যে মনঃকল্পনা (মনের একা-গ্রতা), উহাই নৈষ্কর্ম্য। ‘সত্ত্বেন নৈষ্কর্মেণ’—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ ভক্তিযোগের দ্বারা বিবেকী ভক্তগণ যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন (তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।) ॥ ১১ ॥

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মুঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে ।

নির্বিণেশায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—শান্তায় (সাধূনাং প্রসন্নায়) ঘোরায় (খলানাম্ উপ্রায়) মুঢ়ায় (সংসারিণাং প্রচ্ছন্নায়) গুণ-ধর্ম্মিণে (সত্ত্বাদিগুণানাম্ আশ্রয়ায়) নমঃ । নির্বি-শেষায় (হেয়গুণরহিতায়) সাম্যায় (ভক্ত্যেবৈষম্য-রহিতায়) জ্ঞানঘনায় চ (জাড্যরহিতায় সদৈব স্বানন্দতুষ্টিয় চ) নমঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তিনি (সাধুদিগের প্রতি) শান্ত, (খেলের প্রতি) উগ্র, (সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে) প্রচ্ছন্ন, সত্ত্বাদিগুণের আশ্রয়, হেয়গুণশূন্য, বৈষম্য-রহিত ও জানঘন ; তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অজ্ঞানিলভ্য-বিশ্বরূপত্বমাহ নম ইতি । শান্তায় সাত্ত্বিকলোকরূপায় । তত্রাপি জ্ঞানিবেন্য-ব্রহ্ম-রূপত্বমাহ নির্বিশেষায়ৈতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জানহীন জনের প্রাপ্য বিশ্ব-রূপত্ব বলিতেছেন—‘নমঃ’ ইত্যাদি । ‘শান্তায়’—শান্ত বলিতে সাত্ত্বিক লোকের ন্যায় যিনি আচরণ করেন (অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন, অথচ খেলের প্রতি তিনি উগ্র) । তন্মধ্যেও জ্ঞানিজনের বেদ্য ব্রহ্মরূপত্ব বলিতেছেন—‘নির্বিশেষ’ বলিতে প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত ॥ ১২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে ।

পুরুষাণ্যামূল্যায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ক্ষেত্রজ্ঞায় (ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন যথার্থ্যেন জানাতীতি ক্ষেত্রজঃ তস্মৈ অন্তর্যামিনে) সর্বাধ্যক্ষায় সর্বভূতাদিধিপত্যে) সাক্ষিণে (সর্বদ্রষ্ট্রে) তুভ্যং নমঃ । মূল প্রকৃতয়ে (মূলস্য প্রধানস্যাপি প্রকৃতয়ে উত্তরহেতবে সর্বোপাদানভূতায় ইত্যর্থঃ) আত্মমূল্যায় (আত্মনাং ক্ষেত্রজানাং মূল্যায় স্বয়ং কারণান্তররহিতায়) পুরুষায় (পূর্বমেব সতে অথবা পূর্ণায়) নমঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্তর্যামী সর্বাধ্যক্ষ এবং সর্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি । প্রধানের উত্তর হেতু এবং ক্ষেত্রজগণের মূল পূর্ণ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যোগিবেদ্যান্তর্যামিরূপত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি চতুর্ভিঃ । ক্ষেত্রং দেহদ্বয়ং তত্ত্বেন জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞেহন্তর্যামী তস্মৈ, ‘ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্বীতি’ গীতোক্তেঃ । আত্মনাং জীবানাং মূল্যায়ংশিনে । প্রকৃतेরপি মূলং মূলপ্রকৃতিস্তস্মৈ । রাজদত্তাদিত্বাৎ পর-নিপাতঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগিগণের বেদ্য অন্তর্যামিত্ব বলিতেছেন—‘ক্ষেত্রজ্ঞায়’ ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে ।

ক্ষেত্র বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় তত্ত্বতঃ যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ, অর্থাৎ অন্তর্যামী । শ্রীগীতোতে উক্ত হইয়াছে—“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্বী” (১৩।৩), অর্থাৎ আমাকে ক্ষেত্রজ বলিয়াও জানিবে । ‘আত্ম-মূল্যায়’—এখানে আত্মা বলিতে জীব, তাহাদের মূল অর্থাৎ অংশী । ‘মূলপ্রকৃতয়ে’—প্রকৃতিরও যিনি মূল, অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির উপস্থিতিরও যিনি হেতু, তাঁহাকে । এখানে ‘রাজদত্ত’ (দত্তানাং রাজা) প্রভৃতি শব্দের ন্যায় সমাসে পূর্বপদের পরনিপাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্বপ্রত্যয়হেতবে ।

অসত্যাচ্ছায়ান্নোক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সর্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে (সর্বেষাম্ ইন্দ্রি-য়াণাং যে গুণাঃ শব্দাদিবিষয়াঃ তেষাং দ্রষ্ট্রে) সর্ব-প্রত্যয়হেতবে (সর্বৈ প্রত্যয়াঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ হেতবঃ জাপকাঃ যস্য তস্মৈ সংশয়বিপর্যয়াদিসর্বধর্ম-প্রত্যয়হেতবে) অসতা ছায়য়া (অসতা অহঙ্কারপ্রপঞ্চে-ন ছায়য়া অসদ্রূপয়া) উক্তায় (প্রতিবিম্বেন বিদ্বমিব সূচিতায়) সদাভাসায় (সত্রপঃ বিষয়েষু আভাসঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সকল বিষয়ের দ্রষ্টা এবং সর্বপ্রত্যয়-জাপক অসন্মায়াসূচিত সদাভাস আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বগীন্দ্রিয়ানি গুণা বিষয়াশ্চ তেষাং দ্রষ্ট্রে । সর্বপ্রত্যয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ো হেতবো জাপকা যস্য তস্মৈ, ‘গুণপ্রকাশেরনুমীয়াতে ভবানি’ ত্যুক্তেঃ । অসতা অসর্বকালস্থায়িনা ছায়য়া ‘ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভক্তি দুর্গেতি’ ব্রহ্মসংহিতোক্তে চ ছায়াতুল্যমায়াকার্যেণ বিব্রেন উক্তায় জাপিতায় কার্যেণ কারণানুমানাদিতি ভাবঃ । কুস্তকারশক্ত্যা জনিতেন ঘটেন যথা কুস্ত-কারোহনুমীয়াতে, তদ্বদিত্যর্থঃ । অসত্যচ্ছায়ানা-গ্নয়েতি পাঠে অসতি অসাধৌ জনে অচ্ছায়য়া অস্তায় স্বচরণচ্ছায়ামদাত্রে ইত্যর্থঃ । যদ্বা । অচ্ছায়্য জ্বালা তদ্যুক্তায় । ‘ছায়্য সূর্য্যপ্রিয়া কান্তিঃ প্রতিবিদ্বমনাতপ’ ইত্যমরঃ । যদ্বা । অচ্ছায়্য অকান্তিরক্ষুতিরিতি যাবদ্যুক্তায় সৎসু সাধুযু আভাসঃ ক্ষুতির্যস্য তস্মৈ ॥ ১৪ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘সর্বোদ্ভিগ্ন-গুণদ্রষ্টে’—সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তাহার গুণ শব্দাদি বিষয়সমূহের যিনি দ্রষ্টা। ‘সর্বপ্রত্যয়-হেতবে’—সর্বপ্রত্যয় বলিতে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ আপনার জাপক (অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জড় ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের প্রকাশ হইতে পারে না। এই যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ তাহাদের অধিষ্ঠাতা ও প্রকাশকরূপে সর্বলোকের অগোচর আপনার সত্তা জাপন করে)। যেমন শ্রীদশমে উক্ত হইয়াছে—“গুণপ্রকাশৈরনুমীয়াতে ভবান্” (১০।২। ৩৫), অর্থাৎ দেবগণ বলিলেন—হে বিধাতাঃ। যদি আপনি শুদ্ধ সত্ত্বময় এই শ্রীবিগ্রহ প্রকট না করিতেন, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদনিবর্তক অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণপ্রকাশের দ্বারা আপনি বুদ্ধাদি গুণের সাক্ষী ও অধিষ্ঠাতা, ইহাই কেবল অনুমিত হয়, (কিন্তু আপনার স্বরূপ কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়)। ‘অসত্যচ্ছায়াক্তান্’—অসৎ বলিতে অসর্বকালস্থায়ী যে ছায়া, অর্থাৎ ছায়ার ন্যায় মায়ায় কার্য্য বিশ্বের দ্বারা যিনি উক্ত অর্থাৎ জাপিত হন, তাঁহাকে, যেহেতু কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয়—এই ভাব। যেরূপ কুস্তকারের শক্তিতে উৎপন্ন ঘটির দ্বারা কুস্তকারের অনুমান করা হয়, তদ্রূপ। শ্রীব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—“ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভূর্তি দুর্গা” (৪৪ শ্লোক), অর্থাৎ যাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধনকারিণী একমাত্র শক্তি শ্রী-দুর্গা ছায়ার ন্যায় অনুবর্তিনী হইয়া ভুবনসকলকে ধারণ করেন এবং যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ‘অসত্যচ্ছায়াক্তান্’—এইরূপ পাঠে, অসাধু জনে অচ্ছায়ার দ্বারা যিনি অস্ত বলিতে সংসক্ত, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি স্বচরণের ছায়া যিনি প্রদান করেন না, তাঁহাকে, এই অর্থ। কিম্বা—‘অচ্ছায়া’ বলিতে জ্বালা, তদ্যুক্ত। অমর কোষে উক্ত আছে—‘ছায়া শব্দে সূর্য্যের প্রিয়া, কান্তি, প্রতিবিম্ব, অনাতপ’। অথবা—‘আচ্ছায়া’ বলিতে অকান্তি অর্থাৎ অস্ফুর্তি, তদ্যুক্ত, অসজ্জনে তাঁহার স্ফুর্তি হয় না। ‘সদাভাসান্’—সাধুজনে যাঁহার আভাস বলিতে স্ফুর্তি, তাঁহাকে (আমি প্রণাম করি।) ॥ ১৪ ॥

নমো নমস্তেহখিলকারণায়

নিষ্কারণায়াদুতকারণায় ।

সর্বাগম্যান্মহার্ণবায়

নমোহপবর্গায় পরায়ণায় ॥ ১৫ ॥

অবয়বঃ—অখিল কারণায় (সর্বকারণরূপায় অতএব) নিষ্কারণায় (কারণরহিতায়) অদুতকারণায় (মৃদাদিকারণং যথা বিকারং ভজতে তথা ন ইতি বিচিত্রকারণায়) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ । সর্ব-গম্যান্মহার্ণবায় (সর্ব-আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ আমান্যাস্ত বেদাঃ তেষাং মহার্ণবায় স্রোতসামিব পর্য্যবসানস্থানায়) অপবর্গায় (মোক্ষরূপায়) পরায়ণায় (উত্তমানাম্ আশ্রয়) নমঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সর্ব কারণ, স্বয়ং নিষ্কারণ ও অদুত কারণ, আপনাকে নমস্কার। পঞ্চরাত্রাদি আগম ও বেদসমূহের আশ্রয় এবং মোক্ষরূপী ও সাধুগণের শরণস্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অদুতকারণায় উপাদানকারণত্বেহপি অদুতত্বং নিবিকারত্বাত্বেতি ভাবঃ। যদুতং দেবৈঃ ‘আত্মনা এবাবিক্রিয়মাণেন সগুণঃ সৃজসী’তি স্বামি-চরণৈরপ্যত্রাবতারিতং ‘কারণত্বে চ মৃদাদিবিদিকারং বারয়তি অদুতকারণায়েতি’, এবদুতত্বে প্রমাণমাহ সর্ব-আগমাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ আমান্য বেদাশ্চ তেষাং মহার্ণবায় তরঙ্গাণামিব পর্য্যবসানস্থানায়ৈতি। অপ-বর্গরূপায় পরায়ণায় উত্তমানামাশ্রয় ॥ ১৫ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘অদুতকারণায়’—উপাদান কারণ হইলেও আপনি মৃত্তিকাদি কারণ পদার্থের ন্যায় বিকৃত হন না, ইহাই আপনার অদুতত্ব, এই ভাব। দেবগণ বলিলেন—“আত্মনা এব অবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি” ইত্যাদি (৬।৯।৩৩), অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার বিহারযোগ অর্থাৎ ক্রীড়োপায় আমাদের পক্ষে দুর্বোধের ন্যায় হইতেছে, যেহেতু তোমার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই, এবং তুমি স্বয়ং অগুণ, তথাপি আপনার আত্মার দ্বারা এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছ, অথচ কোন প্রকারে তোমার আত্মার বিকারমাত্র হইতেছে না। অপর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি ঐ সকল সৃষ্ট্যাди কার্য্যে আমাদিগেরও সাহায্য অপেক্ষা কর না। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও এখানে

ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“কারণত্বে চ মৃদাদিবদ্ বিকারং বারয়তি—অদ্বুতকারণায়” ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনি সকল জগতের কারণস্বরূপ, অথচ আপনার কারণ নাই। মৃত্তিকাদির ন্যায় বিকার বারণ করিতেছেন—‘অদ্বুতকারণায়’, অর্থাৎ আপনি স্বয়ং অবিকৃত হইয়াও নিখিল বিশ্বের-কারণ-স্বরূপ, ইহাই অদ্বুতত্ব। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—‘সর্ব্বে আগমাঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্রে পরিসমাপ্তি ঘটে, সেরূপ পঞ্চরাত্রাদি সমস্ত আগম শাস্ত্র এবং নিখিল বেদরাশি আপনাতেই পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ আপনার তত্ত্ব-প্রতিপাদনেই তাহাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। ‘অপবর্গরূপায়’—আপনি মোক্ষস্বরূপ, ‘পরায়ণায়’—ব্রহ্মাদি উত্তম পুরুষগণেরও একমাত্র আশ্রয়। (আপনাকে প্রণাম করি।) ॥ ১৫ ॥

গুণারগিচ্ছনচিদুপায়

তৎক্লেভবিস্ফুর্জিতমানসায় ।

নৈষ্কর্মাভাবেন বিবর্জিতাগম-

স্বয়ংপ্রকাশায় নমস্করোমি ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ—গুণারগিচ্ছনচিদুপায় (গুণাঃ সত্ত্বাদি-গুণাত্মিকাপ্রকৃতিরূপেব অরণিঃ তন্মা আচ্ছন্নঃ যঃ চিদুপায়ঃ জ্ঞানাগ্নিঃ তস্মৈ) তৎক্লেভবিস্ফুর্জিতমানসায় (তেষাং সত্ত্বাদিপ্রকৃতিগুণানাং ক্লেভে কার্যো বিস্ফুর্জিতং বহির্বৃত্তিকং মানসং যস্য তস্মৈ) নৈষ্কর্মাভাবেন (নৈষ্কর্ম্যম্ আত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাবনয়া) বিবর্জিতাগমস্বয়ং প্রকাশায় (বিবর্জিতাঃ আগমাঃ বিধিনিষেধলক্ষণাঃ যৈঃ তেষু স্বয়মেব প্রকাশঃ যস্য তস্মৈ অহং) নমঃ করোমি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—আপনি সত্ত্বাদি-গুণরূপ অরণিতে আচ্ছন্ন জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ ও গুণকার্যো বহির্মনস্ক। আত্ম-তত্ত্ব ভাবনা দ্বারা বিধি-নিষেধরূপ আগম-পরিচ্যাপ-কারিগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন, আপনাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—গুণ এবারগিস্তয়াচ্ছনো যশ্চিদুপায়ো জ্ঞানাগ্নিস্তস্মৈ। তেষাং গুণানাং ক্লেভবিস্ফুর্জিতে ক্লেভোৎকর্ষে মানসমিচ্ছা যস্য, ‘সোহ কাময়ত বহস্য-মিতি’ শ্রুতেঃ। নৈষ্কর্মায়াত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাব-

নয়া বিবর্জিতা আগমা বিধিনিষেধলক্ষণা যৈস্তেষু স্বয়ং-মেব প্রকাশো যস্য তস্মৈ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুণারগিচ্ছন-চিদুপায়’—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণই অরণি (মহ্নন-কাষ্ঠ), তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন যে ‘চিদুপায়’—জ্ঞানাগ্নি, (চিৎ বলিতে জীবসমষ্টিরূপ উদ্ভা (অগ্নি) তাহা, যিনি পান করেন অর্থাৎ উপসংহার করেন, তাঁহাকে। অর্থাৎ আপনি চৈতন্যময় অগ্নিস্বরূপ, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ-স্বরূপ মহ্ননকাষ্ঠের মধ্যে আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে)। সেই গুণসমূহের ক্লেভোৎকর্ষে ইচ্ছা যাঁহার, অর্থাৎ গুণসমূহ সৃষ্টিকার্যো উন্মুখ হইলে, আপনার চিত্তও বহির্মুখ হয় অর্থাৎ বহুরূপ ধারণের সংকল্প গ্রহণ করে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—“সোহ কাময়ত বহ স্যাম্” (তৈত্তিরীয় ২।৬।৩), অর্থাৎ তিনি (সেই পরমাত্মা) ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব ইত্যাদি। ‘নৈষ্কর্মাভাবেন’—নৈষ্কর্ম্য বলিতে আত্মতত্ত্ব, তাহার ভাবনার দ্বারা বিবর্জিত হইয়াছে বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্র যাঁহাদের দ্বারা, অর্থাৎ যাঁহার আত্মতত্ত্বের ভাবনাহেতু বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্র-নির্দেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আপনি স্ব-প্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ংই প্রকাশিত হন। (এরূপ আপনাকে প্রণাম) ॥ ১৬ ॥

মাদুক্ প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায়

মুক্তায় ভূরিকরণায় নমোহলয়ায় ।

স্বাংশেন সর্ব্বতনুভূত্মনসি প্রতীত-

প্রত্যগ্দশে ভগবতে রুহতে নমস্তে ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ—মাদুক্ প্রপন্নপশুপাশবিমোক্ষণায় (মাদুক্ মদ্বিধঃ চাসৌ প্রপন্নঃ পশুশ্চ তস্য পাশঃ অবিদ্যা তস্য বিশেষণে মোক্ষণং যেন তস্মৈ) মুক্তায় (স্বয়ং প্রকৃতি-পারবশ্যরহিতায় ভূরিকরণায় (ভুরিঃ করুণা যস্য তস্মৈ) অলয়ায় (অনলসায়) সর্ব্বতনুভূত্মনসি (সর্ব্বেষাং তনুভূতাং মনসি) স্বাংশেন (অন্তর্ভূত্যা-রূপেণ) প্রতীত-প্রত্যগ্দশে (প্রতীতা প্রখ্যাতা যা প্রত্যক্ দৃক্ জ্ঞানং তস্মৈ) রুহতে (অপরিচ্ছিন্নায়) ভগবতে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—আমার ন্যায় শরণাগত পশুর পাশ-

মোচক, মুক্ত, অশেষ করুণাকর, আলস্যশূন্য, সকল দেহীর অন্তরে অন্তর্গ্যামীরূপে প্রখ্যাত, জ্ঞানস্বরূপ, এবং অপরিচ্ছিন্ন আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবেদ্য-ভগবৎস্বরূপমাহ—মাদৃগতি যাবৎ স্তুতি। পাশো গ্রাহরূপঃ সংসারস্বরূপশ্চ। মুক্তায় অর্থান্মাদৃগ্ভিরেতাবৎকালং পরিত্যক্তায় অসেবিতায়ৈতার্থঃ। তদপি মাদৃগ্ভ্যো ন ক্লুধ্যতে প্রত্যুত ভূরিকরণায় যতোহমলায় প্রাকৃতানামিব ঈর্ষ্যামলিন্যাভাবাদিতি ভাবঃ। অলয়ায়েতি পাঠে তত্র করুণায়াং ন বিদ্যতে লয়ঃ স্বাপ আলস্যং যস্য তস্মৈ। ন চ হুয়ি দুঃখজাপনাপেক্ষেত্যাহ স্বাংশেনেতি, ‘বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিতি’ শ্রীমুখোক্তেঃ। প্রতীতো যঃ প্রত্যগ্দৃক্ অন্তর্ধ্যামী তস্মৈ। বৃহতে শ্রীকৃষ্ণায় ॥ ১৭ ॥

শ্রীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তজনের বেদ্য ভগবৎ-স্বরূপ বলিতেছেন স্তুতি সমাপ্তি পর্যন্ত। ‘মাদৃক-প্রপন্নপশু-পাশ-বিমোক্ষণায়’—আমাদের ন্যায় শরণাগত পশুর ‘পাশ’ বলিতে গ্রাহরূপ এবং অবিদ্যারূপ সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ। ‘মুক্তায়’—আপনি মুক্ত, অর্থাৎ আমাদের ন্যায় পশু কর্তৃক এককাল পরিত্যক্ত অর্থাৎ অসেবিত, এই অর্থ। তাহা হইলেও আপনি আমাদের প্রতি ক্লুঙ্ক হন না, অধিকন্তু প্রভূত করুণাশীল, যেহেতু ‘অমলায়’—আপনি নির্মল (অপরিচ্ছিন্ন), প্রাকৃত জনের ন্যায় ঈর্ষ্যারূপ মালিন্য আপনাতে নাই, এই ভাব। ‘অলয়ায়’—এইরূপ পাঠান্তরে, আপনার করুণায় কোনরূপ ‘লয়’ বলিতে নিদ্রা বা আলস্য নাই, অর্থাৎ আপনি করুণাবিতরণে আলস্যহীন। অপর, আপনাতে দুঃখ জাপনের কোন অপেক্ষাও নাই, ইহা বলিতেছেন—‘স্বাংশেন’, আপনি নিজ অংশদ্বারা সকল প্রাণিগণের চিত্তে অন্তর্ধ্যামিরূপে প্রতীত। শ্রীগীতায় নিজেই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—“বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” (১৪।৪২), অর্থাৎ আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশমাত্রে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। ‘বৃহতে’—সেই অপরিচ্ছিন্নতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

আত্মাত্মজাণ্ডগৃহবিত্তজনেষু সন্তৈ-

দুঃপ্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জিতায়।

মুক্তাভিঃ স্বহাদয়ে পরিভাবিতায়

জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নমঃ ঈশ্বরায় ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—আত্মাত্মজাণ্ডগৃহবিত্তজনেষু (আত্মা মনঃ আত্মজঃ পুত্রঃ তদাদিষু) সন্তৈঃ (আসন্তৈঃ) দুঃপ্রাপণায় (দুঃখেনাপি প্রাপ্তু মশক্যায়) গুণসঙ্গবিবর্জিতায় (গুণাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ তেষু সঙ্গঃ তেন বিবর্জিতঃ তস্মৈ শব্দাদিবিষয়সঙ্গরহিতায়) মুক্তাভিঃ (দেহাদিষু অনাসক্তচিত্তৈঃ জনৈঃ) স্বহাদয়ে পরিভাবিতায় (চিন্তিতায়) জ্ঞানাত্মনে (জ্ঞানস্বরূপায়) ভগবতে ঈশ্বরায় (সর্বনিম্নস্তে তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মন, পুত্র, গৃহ, বিত্ত এবং বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের দুঃপ্রাপ্য বিষয়-সঙ্গ-রহিত মুক্তাত্মগণের স্বহাদয়ে চিন্তিত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব-নিম্নস্তা ভগবান্ আপনাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মর্ত্যালোকে ক্রীড়াপরত্বেহপি প্রাকৃতগুণ-সঙ্গশূন্যায়। মুক্তাভিমুক্তজীবৈরাআরামৈর্ভাবিতায় ধ্যাতায়। যদ্বা ত্যক্তাভিরাআঘাতিভিরিত্যর্থঃ। পরিভাবিতায় মান্নিকবিগ্রহঃ পরমেশ্বরোহয়মিতি দৃষ্ট্যা তিরস্কৃতায়, বস্তুতস্ত জ্ঞানাত্মনে জ্ঞানং পূর্ণং চিদেব আত্মা বপূর্যস্য তস্মৈ। যদ্বা তং তদপরাধং জানতে অচিরাত্তদুচিতফলদানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুণসঙ্গ-বিবর্জিতায়’—আপনি মর্ত্যালোকে ক্রীড়াশীল হইলেও প্রাকৃতগুণের সঙ্গ-রহিত। ‘মুক্তাভিঃ’—মুক্তজীব আত্মারামগণের দ্বারা স্বহাদয়ে চিন্তিত। অথবা—মুক্তাত্মা বলিতে তত্ত্ব হইয়াছে আত্মা যাহাদের দ্বারা, অর্থাৎ আত্মাত্মী জনগণের দ্বারা, ‘পরিভাবিতায়’—মান্নিক বিগ্রহ-বিশিষ্ট এই পরমেশ্বর, এই জ্ঞানে তিরস্কৃত হন যিনি, তাঁহাকে। বস্তুতঃ কিন্তু ‘জ্ঞানাত্মনে’—পূর্ণ চিদ্রূপই আত্মা যাঁহার, তাঁহাকে। অথবা—তাহাদের অপরাধ জানিতে পারিয়া শীঘ্র তদুচিত ফল প্রদানের নিমিত্ত ঐরূপে প্রকটিত হন, এই ভাব ॥ ১৮ ॥

যং ধর্মকামার্থবিমুক্তিকামা

ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নবন্তি।

কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং

করোতু মেহদদ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

অবয়ঃ—ধর্ম্য কামার্থবিমুক্তিকামাঃ (ধর্ম্মাদি-
চতুর্বিধপুরুষার্থান্ কাময়মানাঃ জনাঃ) যং (পুরুষং
ভগবন্তং) ভজন্তঃ (আরাধয়ন্তঃ) ইষ্টাং (স্বাভিপ্রেতাং)
গতিং (ধর্ম্মাদিফলম্) আপ্নুবন্তি (প্রাপ্নুবন্ত্যেব ন তৎ
তাবদেব) কিং চ আশিষঃ (তৈঃ অকামিতাঃ অন্যাঃ
অপি আশিষঃ অর্থান্) অপি রাতি (দদাতি) (অপরং
চ) অব্যয়ম্ (অক্ষরং স্বদেহতুল্যং) দেহং (দদাতি) ।
(অতঃ এবং যঃ) অদদ্রদয়ঃ (অপারকরণঃ সঃ) মে
(মম) বিমোক্ষণম্ (এব কেবলং) করোতু নাধিকং
(প্রার্থয়ে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্য, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ
কামী ব্যক্তির যাহাকে আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত
ফল ও অন্যান্য অর্থ প্রাপ্ত হয়, আরও যিনি স্বদেহ-
তুল্য অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন সেই অপার
করণাময় ভগবান্ আমায় মোচন করিয়া দিউন ॥ ১৯

বিশ্বনাথ—সকাম-ভক্তসেব্যত্বমাহ যং ধর্ম্মাদি-
কামনয়া ভজন্তোহপি ইষ্টাং সেবিতামাধ্যামিতি
যাবৎ । গতিং প্রেমলক্ষণাং, ‘সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো
নৃণামি’ত্যাদেঃ । কিন্তু আশিষঃ কামিতান্ অর্থানপি
রাতি দদাতি । অব্যয়মপ্রাকৃতং দেহঞ্চ ধ্রুবাদিত্য
ইব দদাতি অতঃ স অদদ্রদয়ঃ অনল্পরূপাশিষঃ ।
বিমোক্ষণং গ্রাহ্যং সংসারাক্ত করোতু । নিত্যসিদ্ধ-
দেহঞ্চ প্রেমভক্তির দদাতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকাম ভক্তগণের সেব্যত্ব
বলিতেছেন—‘যং’ ইত্যাদি । ধর্ম্মাদি কামনায় ভজন-
কারী পুরুষগণকেও ‘ইষ্টাং গতিং’—সেবিত, আরাধ্য
প্রেমলক্ষণা গতি প্রদান করেন । যেমন উক্ত হই-
য়াছে—“সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্” (৫।১৯।
২৬), অর্থাৎ যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম
ব্যক্তিদিগের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করেন, তবুও তাহা-
দিগকে পরমার্থ দেন না, যেহেতু ঐ প্রকার বিষয়
প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় তাহাদিগকে অর্থাৎ হইতে হয়,
কিন্তু যে সকল পুরুষ নিষ্কাম, তাহারা কোন বিষয়
প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ তাহাদের সর্বাভিলাষ-
পরিপূরক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং প্রদান করেন । কিন্তু
‘আশিষঃ’—তাহাদের অভিলষিত বিষয়ও প্রদান

করেন । ‘অব্যয়ং’—ধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় তাহাদিগকে
অপ্রাকৃত দেহও প্রদান করেন, অতএব তিনি ‘অদ-
দ্রদয়ঃ’—প্রভূত করুণাময় । ‘বিমোক্ষণং’—গ্রাহ্য
হইতে এবং সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করুন,
অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ দেহ এবং প্রেমভক্তি প্রদান করুন
—এই ভাব ॥ ১৯ ॥

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং

বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।

অত্যন্তুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং

গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ২০ ॥

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-

মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্ ।

অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-

মনস্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২১ ॥

অবয়ঃ—একান্তিনঃ (অনন্যপ্রয়োজনঃ) যে
ভগবৎপ্রপন্নাঃ (ভগবতি সর্বেশ্বরে শরণাগতাঃ ভক্তাঃ)
অত্যন্তুতং সুমঙ্গলং (মঙ্গলপ্রদং) তচ্চরিতং (তস্য
ভগবতঃ চরিতং লীলাদিকং) গায়ন্তঃ (কীর্তয়ন্তঃ)
আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ (তদুত্তমানুভবানন্দসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ)
যস্য বৈ (ভগবতঃ সকাশাৎ) ন কঞ্চন অর্থং বাঞ্ছন্তি
(ইচ্ছন্তি) তন্ অক্ষরং (নিত্যং) পরং ব্রহ্ম পরেশং
(পরেশং ব্রহ্মাদীনামপি ঈশম্) অব্যক্তং (চক্ষুরাদ্য-
গম্যম্) আধ্যাত্মিক-যোগগম্যম্ (আধ্যাত্মিক-যোগেন
ভুক্তিযোগেন গম্যং লভ্যম্) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ানাং
অবিষয়ং) সূক্ষ্মম্ (অণোঃ অপি অণীয়াংসম্) ইব
(ইবশব্দেন মহতঃ মহীমাংসমিতি লক্ষ্যতে) অতিদূরং
(বাহ্যদৃষ্টেঃ বহির্ভূতম্) অনন্তং (ত্রিবিধপরিচ্ছেদ-
রহিতম্) আদ্যম্ (আদৌ ভবম্ আদ্যং) পরিপূর্ণম্
(অন্তর্ব্যাপ্য ব্যাপ্য বর্তমানং ভগবন্তম্ অহম্) ইড়ে
(শৌমি) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—একান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যন্তুত
মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্তনপূর্বক আনন্দসাগরে মগ্ন
হইয়া যাহার সমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না,
সেই পরেশ, নিত্য অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক যোগলভ্য,
ইন্দ্রিয়সমূহের অবিষয়, সূক্ষ্মবৎ অতীন্দ্রিয়, বাহ্য-

দৃষ্টিবহির্ভূত, অনন্ত, আদ্য, পরিপূর্ণস্বরূপ পর-
ব্রহ্মকে আমি স্তব করি ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—ঐকান্তিকৃত্ত্বস্বভাবস্ত্ব মাদৃশঃ পশুঃ
কথং প্রাপ্যস্যাতিতি দ্যোতয়ন্ নিষ্কামভক্ত্যসেব্যত্বমাহ—
একান্তিনো যস্য ভক্তা ন কঞ্চনাপার্থং বাঞ্ছন্তি তমীড়ে
ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ । কুতো ন বাঞ্ছন্তি ভগবৎ-প্রপন্নাঃ
ভগবৎপ্রপত্তিমহাসম্পত্তৌব পরিপূর্ণা ইত্যর্থঃ । তেষাং
সুখং সর্ব্বতোহপ্যধিকমিত্যাহ অত্যুক্তমিত্যাदि । ননু
তং কেচিন্মান্যাবল ব্রহ্মেতি কেচিচ্চ প্রভূতপুণ্যকৃজীব
ইত্যচক্ষতে । সত্যং তে নারকিন এব, স তু সাক্ষাৎ
পূর্ণং পরব্রহ্মেবেত্যাহ তমিতি আধ্যাত্মিক-যোগগম্যং
যদ্বক্ষ্য তদেব পরেশং পরমেশ্বরং তং ঈড়ে । যদ্বা ।
আত্মানং তমেবাধিকৃত্য যো যোগো ভক্ত্যাখ্যন্তেন গম্যং
“ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য” ইতি তদুক্তেঃ । সূক্ষ্মং পরমাণু-
মিব । অতীন্দ্রিয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যম্ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐকান্তিক ভক্তগণের স্বভাব
মাদৃশ পশু কি প্রকারে পাইতে পারে, ইহা প্রকাশ
করিতে নিষ্কাম ভক্তগণের সেব্যত্ব বলিতেছেন—
‘একান্তিনঃ’, যে ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তগণ তাঁহার
নিকট কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহাকে আমি
স্তব করি, ইহা পরবর্তী শ্লোকের সহিত অব্যয় হইবে ।
কিজন্য প্রার্থনা করেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—
‘ভগবৎ-প্রপন্নাঃ’, ভগবানের শরণাগত, ভগবৎ-প্রপত্তি-
রূপ মহাসম্পত্তি লাভেই তাঁহারা পরিপূর্ণ, এই অর্থ ।
তাঁহাদের সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা বলিতেছেন
—‘অত্যুক্তম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবানের মঙ্গলময়
অতিবিচিত্র চরিতসমূহ গান করিতে করিতে তাঁহারা
আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন । দেখুন—তাঁহাকে কেহ
মান্না-শবলিত (নানাবর্ণযুক্ত) ব্রহ্ম, কেহ বা প্রভূত
পুণ্যবান্ জীব, এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে
বলিতেছেন - হ্যাঁ, তাহারা নারকীয় জীবই, কিন্তু
সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই, ইহা বলিতেছেন
—‘তমক্ষরম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-যোগলভ্য
যে ব্রহ্ম, তিনিই পরমেশ্বর, তাঁহাকে আমি স্তুতি করি ।
অথবা—আধ্যাত্মিক যোগ বলিতে পরমাত্মাকে লক্ষ্য
করিয়া যে যোগ, অর্থাৎ ভক্তিযোগ, তাহার দ্বারাই
তিনি লভ্য । শ্রীএকাদশে ভগবান্ নিজেই বলিয়া-
ছেন—“ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ” (১১।১৪।২১), অর্থাৎ

একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি লভ্য । ‘সূক্ষ্ম-
মিব’—অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ন্যায় । ‘অতীন্দ্রিয়’—
বলিতে ইন্দ্রিয়সকলের অগম্য ॥ ২০-২১ ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ ।

নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥ ২২ ॥

যথাক্টিমোহগ্নেঃ সবিভূর্গভস্তয়ো-

নির্যাস্তি সংযাস্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ ।

তথা যতোহয়ং গুণসম্প্রবাহো

বুদ্ধিমনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ২৩ ॥

স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্যতির্য্যাক্-

ন স্ত্রী ন ষণ্ডা ন পুমান্ ন জন্তুঃ ।

নান্নং গুণঃ কৰ্ম্ম ন সন্ন চাস-

ম্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ২৪ ॥

অব্যয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) ফল্গ্ব্যা চ (স্বল্পয়েব)
কলয়া (অংশেন) ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ বেদাঃ (সামাদয়ঃ)
চরাচরাঃ (স্বাবরজগমাঃ সর্ব্বৈ) লোকাঃ নামরূপ-
বিভেদেন কৃতাঃ । যথা অগ্নেঃ অক্টিমঃ, সবিভূঃ
(সূর্য্যাক্) স্বরোচিষঃ (স্বাংশভূতাঃ) গভস্তয়ঃ (মরীচয়ঃ)
অসকৃৎ (বারং বারং) নির্যাস্তি (উদগচ্ছন্তি) সংযাস্তি
(পুনস্তথৈব লীয়ন্তে) তথা যতঃ (যস্মাৎ ভগবতঃ)
বুদ্ধিঃ মনঃ খানি (ইন্দ্রিয়ানি) শরীরবর্গাঃ (কার্য্য-
দেহপ্রবাহাঃ দেবাদিশরীরসংঘাতঃ ইত্যেবম্) অয়ং
গুণপ্রবাহঃ (গুণপরিণামরূপঃ প্রপঞ্চঃ নির্যাস্তি যদং-
শব্দাৎ যস্মিন্ পুনঃ লীয়তে) সঃ বৈ ন দেবাসুর-
মর্ত্যতির্য্যাক্ (দেবাদীনাং মধ্যে ন কোহপি ভবতি)
ন স্ত্রী ন ষণ্ডাঃ ন পুমান্ ন জন্তু (ইতরঃ প্রাণী বা)
অয়ং গুণঃ ন কৰ্ম্ম (চ) ন ভবতি । অতএব) ন সৎ
(জীববর্গান্তভূতঃ) ন অসৎ (নাপি অচেতনবর্গান্তভূতঃ
কিন্তু) নিষেধশেষঃ (“নেতি নেতি” ইত্যেবং রূপেণ
সর্ব্বস্য নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যতে ইতি নিষেধশেষঃ)
অশেষঃ (অশেষাত্মকঃ ভগবান্) জয়তাৎ মদ্বিমোক্ষ-
ণায় আবির্ভবতু) ॥ ২২-২৪ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের অত্যন্ত অংশদ্বারা
ব্রহ্মাদিদেবগণ, সামাদি চতুর্বেদ, স্বাবর-জগদাত্মক
লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট ইহুয়া সৃষ্ট হই-
য়াছে ; যেসকল অগ্নি হইতে শিখা এবং সূর্য্য হইতে

স্বাংশ কিরণ পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত ও তাহাতেই লীন হয়, সেই প্রকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, দেহবর্গ ও গুণ-পরিণামরূপ প্রপঞ্চ যাহা হইতে নির্গত হইয়া আবার যাহাতে লীন হয়, তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্যাক্ কিম্বা স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক বা জন্তু নহেন এবং গুণ, কৰ্ম্মও সৎ, অসৎ নহেন । কিন্তু নিষেধের অবধি । সেই অশেষাত্মক ভগবান্ জয়যুক্ত হউন ॥ ২২-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরিপূর্ণত্বমাহ ত্রিভিঃ যস্যোতি ফল্গব্য চৈতি তস্য কলা দ্বিবিধা ফল্গুরফল্গুশ্চ আদ্যা ব্রহ্মেন্দ্র-রূপাদি জীবরূপা দ্বিতীয়া মৎস্যকুর্মাাদীশ্বররূপা চৈতি সএব সৰ্ব্ব ইত্যর্থঃ । বেদা বেদোক্তাঃ কৰ্ম্মাদয়ঃ । ভগবন্নিঃস্বাসভূতত্বেন বেদানামফল্গুত্বাৎ । উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যথেন্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি’ তথা তেনৈব প্রকারেণ জীবানামুপাধয়োহপি অপরস্মা ফল্গব্য কলয়া কৃত্য ইত্যাহ যত ইতি । গুণপ্রবাহমেবাহ বুদ্ধিরিত্যাदि, সমষ্টিব্যাপ্তিশরীরস্য সর্গাঃ সর্গহেতবঃ । অতএব সৰ্ব্বকারণত্বাৎ দেবাদীনাং মধ্যে ন কতমোহপী-ত্যাহ স ইতি । জন্তুঃ লিঙ্গরূপশূন্যপ্রাণিবিশেষঃ । কিন্তু সৰ্ব্বস্য নিষেধে অবধিত্বেন শিষ্যত ইতি নিষেধশেষঃ । অশেষঃ স্বশক্তিকার্য্যত্বাদশেষশ্চ ॥ ২২-২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরিপূর্ণত্ব বলিতেছেন—‘যস্য’ ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে । ‘ফল্গব্য চ’—স্বল্প অংশের দ্বারা, তাঁহার কলা (অংশ) দুই প্রকার—ফল্গু এবং অফল্গু । তন্মধ্যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রূপাদি জীবগণ ফল্গু অর্থাৎ অত্যল্প অংশে এবং মৎস্য, কুর্মা প্রভৃতি ঈশ্বর-গণ অফল্গু (প্রভূত) অংশে প্রকটিত, অর্থাৎ তিনিই সমস্ত কিছু, এই অর্থ । ‘বেদাঃ’—বেদোক্ত কৰ্ম্মাদি, বেদরাশি শ্রীভগবানের নিঃস্বাসের ন্যায় উদ্ভূত বলিয়া উহা অফল্গু । উহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—‘যথাগ্নিঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যেরূপ অগ্নি হইতে ততুল্য দীপ্তিশালী শিখাসমূহের এবং সূর্য্য হইতে ততুল্য দীপ্তিশালী কিরণসমূহের নিরন্তর প্রকাশ ও তাহাতেই লয়প্রাপ্তি হয় । শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি’, অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে তাহার শিখাগুলি প্রকাশ পায় ইত্যাদি । সেই প্রকারে জীবসমূহের উপাধিসকলও অত্যল্প অংশের দ্বারা কৃত, ইহা বলিতেছেন—‘যতঃ

অয়ং গুণসংপ্রবাহঃ’, যাহা হইতে এই গুণপরিণামের প্রপঞ্চ । গুণপ্রবাহই বলিতেছেন—‘বুদ্ধিঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহা হইতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়বর্গ ও শরীর-রূপ ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়া তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে তিনিই সমষ্টি ও ব্যাপ্তি শরীরের সৃষ্টির হেতু, অতএব সৰ্ব্বকারণ-স্বরূপ বলিয়া তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন, ইহা বলিতেছেন—‘স বৈ ন’ ইত্যাদি (অর্থাৎ তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্যাক্ প্রাণী, স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব, কিংবা ত্রিবিধ লিঙ্গহীন প্রাণিমাত্র, অথবা—গুণ, ক্রিয়া, সৎ বা অসৎ কোন পদার্থই নহেন) । ‘জন্তুঃ’—বলিতে ত্রিবিধ লিঙ্গহীন প্রাণিবিশেষ । ‘নিষেধ-বিশেষঃ’—সৰ্ব্ব-নিষেধের যিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ যিনি নেতি নেতি বিচারক্রমে পূর্বোক্ত সৰ্ব্বভাবে নিষেধের সীমারূপে অবশিষ্ট রহিয়াছেন । ‘অশেষঃ’—নিজ শক্তির কার্য্যত্বহেতু যিনি অশেষাত্মক (সেই সৰ্ব্বরূপ পর-মাছা জয়যুক্ত হউন, অর্থাৎ আমার উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হউন ।) ॥ ২২-২৪ ॥

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কিম্

অন্তর্বহিচ্চারতয়েভযোন্যা ।

ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-

স্তস্যাআলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ন অহং ইহ (সংসারে গ্রাহগ্রাসাৎ) জিজীবিষে (শরীরস্য মোক্ষণেন জীবিতুন্ম ইচ্ছামি ।) অমুয়া অন্তঃ বহিঃ চ আনৃতয়া (অবিবেকব্যাগুয়া) ইভযোন্যা (গজজাত্যা) কিং (প্রয়োজনম্ ? ন কিমপি ইত্যর্থঃ । অতঃ) যস্য (মোক্ষস্য) কালেন বিপ্লবঃ (নাশঃ) ন (অন্তি) তস্য আআলোকাবরণস্য (আআ-লোকস্য আআপ্রকাশস্য যদাবরণম্ অজ্ঞানং তস্যৈব তু) মোক্ষম্ ইচ্ছামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—কুন্তীরের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা করি না । অন্তরে ও বাহিরে অবি-বেকারত এই গজজন্মে প্রয়োজন কি ? অতএব কালে অবিনাশ্য আআপ্রকাশের অজ্ঞানমোক্ষ কামনা করি ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নবৈতাবত্যা স্তত্যা গ্রাহাৎ স্বশরীর-

মোক্ষণমিচ্ছসি, তত্রাহ জিজীবিষে নেতি, তত্র হেতুঃ—
অন্তর্বহিষ্ঠ অবিদ্যা আবৃত্তয়া হস্তিযোন্যা কিং প্রয়ো-
জনং ? তহি কিমিচ্ছসীতি তত্রাহ যস্য কালেন বিপ্লবো
নাশো নাস্তি তস্য আত্মলোকাবরণস্য মদাদি-জীবানাম-
বিদ্যয়া ভগবদ্বিস্মারিকায়্য মোক্ষম্ । যদ্বা । আত্মন-
স্তব লোকো বৈকুণ্ঠস্তদাবরণস্য তদ্দারকপাটস্য মোচ-
নং মনিষ্ঠায়্যাস্তৎ-প্রাপ্ত্যযোগ্যতায়্য নাশমিতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, এইরূপ
স্ততির দ্বারা গ্রাহ হইতে নিজ শরীরের উদ্ধারের জন্য
কি ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—‘জিজী-
বিষে ন’, অর্থাৎ আমি কেবলমাত্র এই কুস্তীরের গ্রাস
হইতে মুক্ত হইয়াই জীবনধারণ করিতে চাই না,
তাহার কারণ—অন্তরে ও বাহিরে অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন
এই হস্তি-জন্মের কি প্রয়োজন ? তাহা হইলে কি
ইচ্ছা করিতেছ ? তাহাতে বলিতেছেন—‘যস্য কালেন
ন বিপ্লবঃ’, কালের দ্বারা যাহার নাশ নাই, সেই
আত্মলোকাবরণের অর্থাৎ আমাদের ন্যায় জীবগণের
অবিদ্যার দ্বারা ভগবদ্ বিস্মারক যে আবরণ, তাহা
হইতে মোক্ষ (অর্থাৎ আত্মার প্রকাশের আবরণস্বরূপ
অজ্ঞানের মোচন) কামনা করিতেছি । অথবা—
‘আত্মলোকাবরণ’ বলিতে তোমার লোক যে বৈকুণ্ঠ-
ধাম, তাহার দ্বার-কপাটরূপ আবরণের মোচন,
অর্থাৎ উহা প্রাপ্তিবিশয়ে আমাতে যে অযোগ্যতা রহি-
য়াছে, তাহার নাশ ইচ্ছা করি (অর্থাৎ তোমার ধাম
লাভের আকাঙ্ক্ষা করি ।) ॥ ২৫ ॥

সোহহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্ ।

বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোহস্মি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ অহং (মুমুক্ষুঃ) বিশ্বসৃজং (বিশ্বস্য
স্রষ্টারং) বিশ্বং (বিশ্বরূপম্) অবিশ্বং (বিশ্বব্যতিরিক্তং)
বিশ্ববেদসং (বিশ্বং বেদঃ ধনম্ উপকরণং যস্য তং)
বিশ্বাত্মানং (বিশ্বস্য আত্মানম্) অজং (নিত্যং) পরম্
(উৎকৃষ্টং) পদম্ (আশ্রয়ং) ব্রহ্ম (এব কেবলং)
প্রণতঃ অস্মি (ন তু তং জানামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—মুক্তিকামী আমি, সেই বিশ্বের স্রষ্টা
বিশ্বরূপ, অথচ বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত, বিশ্বজ্ঞাতা, বিশ্বের
আত্মা, অজ ও পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম করি ॥

বিশ্বনাথ—তহি ভক্তিঃ ক্লিয়তামিতি চেড্তিম্
অপ্যহং কর্তুং পশুত্বাৎ বিপদগ্রস্তত্বাচ্চ ন জানামি, তস্মাৎ
যৎকিঞ্চিৎ স্বচক্ষুরাদিভিরিদং বিশ্বং জানামি তস্য
যঃ কর্তা ভবেৎ তং কেবলং মনসৈব নমামীত্যাহ—
সোহহং প্রসিদ্ধপশুঃ বিশ্বং বিশ্বরূপং অবিশ্বং স্বরূপ-
শক্ত্যা বিশ্বব্যতিরিক্তং বিশ্ববেদসং বিশ্বজ্ঞাতারং
বিশ্বস্যাআনম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে আমাতে ভক্তি
কর, ইহা যদি বলেন, তাহার উত্তরে—পশু
এবং বিপদগ্রস্ত বলিয়া ভক্তি করিতেও আমি জানি না,
অতএব যাহা কিছু নিজ চক্ষুরাদির দ্বারা এই বিশ্ব
জানি, তাহার যিনি কর্তা, তাঁহাকেই কেবল মনের
দ্বারা ই নমস্কার করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—‘সঃ
অহম্’, সেই আমি প্রসিদ্ধ পশু, ‘বিশ্বং’—যিনি বিশ্ব-
রূপ, ‘অবিশ্বং’—স্বরূপশক্তির দ্বারা যিনি বিশ্ব-ব্যতি-
রিক্ত, ‘বিশ্ব-বেদসং’—যিনি বিশ্বের জ্ঞাতা এবং
বিশ্বের আত্মা, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি । (অর্থাৎ
যদিও আমি অজ, তথাপি যিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্
হইয়াও বিশ্বরূপে বিরাজমান এই, বিশ্ব যাহার উপ-
করণ এবং যিনি বিশ্বের আত্মা ও জন্মরহিত, সেই
পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকে আমি প্রণাম করি ।) ॥ ২৬ ॥

যোগরক্তিককর্ণাণো হাদি যোগবিভাবিতে ।

যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোহস্ম্যহম্ ॥

অম্বয়ঃ—যোগরক্তিককর্ণাণঃ (যোগেন ভগ-
বদ্বর্মেণ ভক্তিযোগেন রক্তিতানি দক্ষানি কর্ণাণি যেষাং
তে তাদৃশাঃ) যোগিনঃ যোগবিভাবিতে (যোগেন
বিভাবিতে বিশোধিতে) হাদি যম্ (ঈশ্বরং) প্রপশ্যন্তি
(সাক্ষাৎ কুব্ধন্তি) তং যোগেশং (যোগিনাম্ ঈশম্
ঈশ্বরম্) অহং নতঃ অস্মি (প্রণতঃ ভবামি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তিযোগদ্বারা দক্ষকর্ণা যোগিগণ
যোগবিশোধিত হৃদয় মধ্যে যাহাকে প্রত্যক্ষ করেন,
আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ো মগ্নি বর্তত ইত্যাহ
যোগেতি । যোগিনো ন তু মাদৃশাঃ পশবঃ, যোগেন
ভগবদ্বর্মেণ দক্ষকর্ণাণঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরন্তু তাহা প্রাপ্তির উপায়

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অয়ং’—আমাদের ন্যায়
জীব, ‘যচ্ছন্ত্যা’—যাঁহার শক্তি মায়্যা তাহার দ্বারা,
‘অহংধিয়া’—যে অহং-বুদ্ধি, তাহার দ্বারা ‘হতং’—
হত, ‘স্বম্ আত্মানং’—নিজের স্বরূপকে জানিতে পারে
না (অর্থাৎ যাঁহার মায়্যার অহঙ্কার শক্তির দ্বারা
আত্মা আচ্ছন্ন হইলে লোকসমূহ নিজ আত্মাকে
জানিতে পারে না, সেই দুরতিক্রম মাহাত্ম্যশালী ভগ-
বানের আমি শরণাগত হইতেছি।) ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং গজেন্দ্রমুপবণিতনির্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ।

নৈতে যদোপসম্পূর্ণখিলাত্মকত্বাৎ

তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (ইথম্) উপ-
বণিতনির্বিশেষম্ (উপবণিতং নির্বিশেষং মূর্তিভেদং
বিনা পরং তত্ত্বং যেন তং) গজেন্দ্রম্ এতে বিবিধ-
লিঙ্গভিদাভিমানাঃ (বিবিধা চাসৌ লিঙ্গভিদা চ মূর্তি-
ভেদঃ তস্যাম্ অভিমানঃ যেষাং তে তথাত্মতাঃ নানা-
বিধনামরূপাভিমানবন্তঃ) ব্রহ্মাদয়ঃ (দেবাঃ) যদা ন
উপসম্পূঃ (ন উপজন্মুঃ তদা) তত্র (স্থানে) নিখিলাত্ম-
কত্বাৎ (সৰ্ব্বাত্মত্বাৎ) অখিলামরময়ঃ (সৰ্বদেবময়-
মূর্তিঃ) হরিঃ (ভগবান্) আবিরাসীৎ (প্রাদুর্ভূত্ব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—গজেন্দ্র মূর্তি-
বিশেষ বর্ণন না করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনা করিতে
থাকিলে নানাপ্রকার রূপাভিমানসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেব-
গণ যখন তাহার মোচনার্থ নিকটে আগমন করিলেন
না, তখন সেই স্থানে অখিলাত্মা সৰ্বদেবময় ভগবান্
হরি আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—উপবণিতং নির্বিশেষং নিম্প্রাকৃত-
স্বরূপং যেন তং, ব্রহ্মাদয়ঃ আধিকারিকাঃ শিষ্টরক্ষ-
ণাদৌ ভগবন্নিযুক্তা অপি তদ্রূপেণ অসামর্থ্যাদেব
নোপসম্পূঃ । কিন্তু বিবিধলিঙ্গভিদায়াং হংসবাহন-
ত্বেবাবতবাহনত্বাদৌ স্রষ্টৃত্বমহেতৃত্বাদাবেব অভিমানো
যেষাং তে । গজেন্দ্রেণ বয়ং ন ত্বীষদপি স্তুতাঃ, প্রত্যুত
'যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা লোকা বেদাশ্চরাচরাঃ । নামরূপ-
বিভেদেন ফল্গব্য্যা চ কলয়া কৃতা' ইতি ফল্গব্যেতি
পদেন তুচ্ছীকৃতা এবাতো যমেব জ্যোতি স এব ভগবান্
রক্ষতু, স তু শীঘ্রং ন প্রত্যক্ষীভবিষ্যতীতি দুরারাম্যস্য
তস্য স্বভাবং বয়ং জানীম এবাতো গ্রাহগ্রস্তো
মরিষ্যত্যেবেত্যেবং দুরভিমানেনোদাসীন্যৎ যদা
ব্যঞ্জয়ামাসুরিতি ভাবঃ । তদা তৎক্ষণ এব তত্র হরিঃ
নিখিলাত্মকত্বাক্তোরখিলামরময়ঃ ইতি তরুণমূলসেচ-
নেন পল্লবাদ্যা সিন্ধা ইব বিষ্ণুস্ত্যৈব সৰ্ব্বে স্তুতা ইতি
তে তত্ত্ববিদ্বাংস ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্ উপবণিত-নির্বিশেষং'
এইপ্রকারে উপবণিত হইয়াছে নির্বিশেষ অর্থাৎ

নিম্প্রাকৃত-স্বরূপ যাহা কর্তৃক, (অর্থাৎ এইরূপ
নির্বিশেষভাবে অর্থাৎ কোনরূপ মূর্তিবিশেষের উল্লেখ
না করিয়া পরমতত্ত্বের বর্ণনাকারী) গজরাজের নিকট,
'ব্রহ্মাদয়ঃ'—শ্রীভগবান্ কর্তৃক শিষ্টজনের রক্ষণের
নিমিত্ত নিযুক্ত আধিকারিক-পদবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি দেব-
গণ, তাহার রক্ষণে অসামর্থ্যবশতঃই যখন আসিলেন
না । কিন্তু 'বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ'—নানাপ্রকার
চিহ্ন, তাহার দ্বারা প্রযুক্ত যে মূর্তিভেদ, তাহার অভি-
মান যাহাদের, অর্থাৎ হংসবাহনত্ব, ঐরাবতবাহনত্ব
প্রভৃতিতে স্রষ্টৃত্ব, দেবরাজত্ব বিষয়েই অভিমান যাহা-
দের, সেই ব্রহ্মাদি । 'এই গজরাজ আমাদিগকে
ঈষদপি স্তুতি করে নাই, প্রকারান্তরে 'যস্য ব্রহ্মাদয়ো
দেবাঃ' (২২ শ্লোকে), ইহাতে 'ফল্গু'—পদের দ্বারা
আমাদিগকে তুচ্ছীকৃত করা হইয়াছে । অতএব এই
গজরাজ যাহার স্তব করিয়াছে, সেই ভগবান্ই ইহাকে
রক্ষা করুন, কিন্তু তিনি শীঘ্র প্রত্যক্ষ হইবেন না,
তাঁহার স্বভাব আমরা ভালভাবেই জানি, সুতরাং এই
গ্রাহগ্রস্ত গজরাজ মারা যাইবে । '—এইরূপ দুরভি-
মানে যখন তাঁহারা উদাসীন্য প্রকাশ করিলেন—
এই ভাব । 'তদা'—তৎক্ষণেই সেখানে সৰ্বস্বরূপ
বলিয়া সৰ্বদেবময় শ্রীহরিই আবির্ভূত হইলেন ।
'অখিলামরময়ঃ'—সৰ্বদেবময়, ইহা বলায় যেমন
ওরুণ মূলসেচনের দ্বারা সমস্ত শাখাপ্রশাখাদি সিন্ধু
হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুর স্তুতির দ্বারাই সকলের স্তুতি করা
হয়—এই তত্ত্ব তাঁহারা জানেন না, এই ভাব ॥ ৩০ ॥

তং তদ্বদার্তমুপলভ্য জগন্নিবাসঃ

স্তোত্রং নিশম্য দিবিজৈঃ সহ সংস্ৰবতিঃ ।

ছন্দোময়ৈন গরুড়ৈন সমুহ্যমান-

শ্চক্রায়ুধোহভাগমদাশু যতো গজেন্দ্রঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—জগন্নিবাসঃ (কুৎসে জগতি অন্তরাত্ম-
ত্বা বসতীতি তথা) তদ্বৎ (তথা) আৰ্ত্তং (গ্রাহেণ
পীড়িতং) তং (গজেন্দ্রম্) উপলভ্য (জাহ্ন) স্তোত্রং
(গজেন্দ্রকৃতং স্তোত্রং চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) সংস্ৰবতিঃ
(স্তোত্রং কুর্ষ্বতিঃ) দিবিজৈঃ (দেবৈঃ) সহ ছন্দোময়ৈন
(ইচ্ছাময়ৈন ইচ্ছাতুল্যবেগেন) গরুড়ৈন সমুহ্যমানঃ
(গরুড়ে আরোহণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) চক্রায়ুধঃ (চক্রং

সুদর্শনম্ আয়ুধং যস্য তাদৃশঃ সন্) যতঃ (যত্র)
গজেন্দ্রঃ (আসীৎ তত্র) আশু (শীঘ্রম্) অভাগমৎ
(অভিজগাম) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—জগন্নিবাস হরি গজেন্দ্রকে সেইরূপ
আর্ভ জানিয়া এবং শ্ববকারী দেববৃন্দের সহিত শ্বব
শুনিতে পাইয়া ইচ্ছাতুল্য বেগবান্ গরুড়ে আরোহণ-
পূর্বক চক্রাদি আয়ুধ হস্তে যে স্থানে গজেন্দ্র বিপন্ন
হইয়াছিল শীঘ্র তথায় গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দিবিজৈর্জ্ঞাদিদেবৈঃ সহিত এব সংস্-
বত্তিরিতি স্বাপরাধখণ্ডনার্থমেবেতি ভাবঃ । ছন্দোময়েন
ইচ্ছাময়েন ইচ্ছাতুল্যবেগেনেত্যর্থঃ, যতো যত্র ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সংস্বেত্তিঃ দিবিজৈঃ সহ’—
স্ততিকারী দেবগণের সহিত, এখানে নিজ নিজ অপ-
রাধ খণ্ডনের জন্যই যেন তাঁহারা স্তুতি করিতেছিলেন
—এই ভাব । ‘ছন্দোময়েন’—ছন্দোময় বলিতে
ইচ্ছাময়, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ বেগবশতঃ, এই অর্থ ।
‘যতঃ’—যেখানে সেই গজরাজ ছিলেন ॥ ৩১ ॥

সোহন্তঃসরস্যরুবলেন গৃহীত আর্ভো
দৃষ্টা গরুত্মতি হরিং খ উপান্তচক্রম্ ।
উৎক্লিপ্য সান্বজকরং গিরমাহ কৃচ্ছ্ৰা-
ন্নারায়ণাখিলগুরো ভগবন্ নমস্তে ॥ ৩২ ॥

অশ্বয়ঃ—সঃ (গজেন্দ্রঃ) অন্তঃসরসি উরুবলেন
(অন্তঃসরসি সরোবরাভ্যন্তরে উরু মহৎ বলং যস্য
তেন তাদৃশেন গ্রাহেন) গৃহীতঃ (আক্রান্তঃ অতঃ)
আর্ভঃ (দুঃখিতঃ সন্) খে (অন্তরীক্ষে) গরুত্মতি
(গরুড়ে স্থিতম্) উপান্তচক্রম্ (উপান্তম্ উদ্যতং চক্রং
যেন তং তাদৃশং) হরিং দৃষ্টা সান্বজকরং (ভগবদর্প-
নার্থং শুণ্ডে কমলং গৃহীত্বা তচ্ছ্ৰণম্) উৎক্লিপ্য
(উন্নতং কৃত্বা) কৃচ্ছ্ৰাৎ (মহতা কষ্টেন) “হে নারা-
য়ণ, (হে) অখিলগুরো, (জগদগুরো,) (হে) ভগবন্,
তে (তুভ্যং) নমঃ” (ইতি) গিরং (বচনম্) আহ (উক্ত-
বান্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—সেই গজেন্দ্র সরোবরের অভ্যন্তরে
মহাবল কুণ্ডীরকর্তৃক আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া
আকাশে গরুড়োপরি উদ্যতচক্র ভগবান্কে দেখিতে
পাইয়া পদ্ম সহিত স্বীয় শুণ্ড উৎক্লিপ্ত করিল এবং

অতিশয় কষ্টে ‘হে নারায়ণ, হে অখিলগুরো, হে
ভগবন্ আপনাকে নমস্কার’ এই প্রকার বাক্য বলিতে
লগিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—আর্ভস্তৎপীড়াভিভূতোহপি খে আকাশে
অতিদূরেহপি দৃষ্টা সান্বজতি তত্রত্যান্বজানি সদ্য
এব শুণ্ডেনিবাবচিত্য চরণয়োঃপশ্নিতুমিতার্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আর্ভঃ’—সেই কুণ্ডীরের
আক্রমণ-জনিত পীড়াতে অভিভূত হইলেও, ‘খে’—
আকাশে, অতিদূরেও শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া, ‘সান্বজ-
করম্ উৎক্লিপ্য’—জলমধ্যস্থ পদ্ম তৎক্ষণাৎ শুণ্ডের
দ্বারা ই তুলিয়া শ্রীচরণযুগলে সমর্পণের নিমিত্ত গজ-
রাজ শুণ্ডটি উদ্ধৃদিকে প্রসারণ করিলেন—এই অর্থ
॥ ৩২ ॥

তং বীক্ষ্য পীড়িতমজঃ সহসাবতীর্ষ্য

সগ্রাহমাশু সরসঃ কৃপয়াজ্জহার ।

গ্রাহাদ্বিপাতিতমুখাদরিণা গজেন্দ্রং

সংপশ্যতাং হরিরমমুচদৃচ্ছিন্নাগাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমন্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অশ্বয়ঃ—(ততঃ) অজঃ (ভগবান্ হরিঃ) তং
পীড়িতং (গজেন্দ্রং) বীক্ষ্য (দৃষ্টা গরুড়স্যপি মন্দ-
গতিত্বাৎ) কৃপয়া সহসা (তস্মাৎ গরুড়াৎ) অবতীর্ষ্য
আশু (শীঘ্রং) সরসঃ (সরোবরাৎ) সগ্রাহং (গ্রাহেণ
সহ বর্তমানং তং গজেন্দ্রম্) সরসঃ উজ্জহার (উদ্ধৃত্য
বহ্নিনিক্ষাসিতবান্ । অথ) হরিঃ (ভগবান্) অরিণা
(চক্রেণ) বিপাতিতমুখাৎ (বিপাতিতং ভিন্নং মুখং যস্য
তস্মাৎ) গ্রাহাৎ সংপশ্যতাং (পশ্যতাং সতাং) উচ্ছিন্না-
গাম্ (দেবানাং সমষ্কং) গজেন্দ্রম্ অমমুচৎ (মোচয়া-
মাস) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমন্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়স্যন্বয়ঃ ।

অনুবাদ—তদনন্তর ভগবান্ হরি তাহাকে পীড়িত
দেখিয়া এবং কৃপাহেতু গরুড় হইতে অবতরণপূর্বক
সত্বর সরোবর সমীপে গমন করিয়া কুণ্ডীরের সহিত
গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিলেন । অনন্তর দ্রষ্টা দেব-

গণের সমক্ষেই চক্র দ্বারা কুন্তীরের মুখ বিদীর্ণ করিয়া গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—গরুড়োহপি মন্দগতিরিতি তৎপৃষ্ঠা-
দবতীর্থা বামকরেণ শুণ্ডং ধৃত্বা সরসঃ সকাশাৎ তটে
উজ্জহার । ততশ্চ দক্ষিণকরেণ অরিণা চক্রেণ বিপা-
টিতং মুখং যস্য তস্মাৎ উচ্ছিন্নাণাং দেবানাং সং-
পশ্যাতাং সম্যাক্তয়া পশ্যাতোহপি তাননাদৃত্য ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃদিগ্যাং ভক্ত্যচেষ্টাসাম্ ।

অষ্টমস্য তৃতীয়োহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবত-
অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সহসা অবতীর্থা’—গরুড়ও
যেন ধীরগামী, এই বিবেচনায় শ্রীহরি অতিদ্রুত তাহার
পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, বাম হস্তে হস্তীর শুণ্ড
ধারণপূর্বক (উভয়কে) জল হইতে সরোবরের তটে

টানিয়া তুলিলেন । ‘অরিণা’—চক্রের দ্বারা, ‘বিপা-
টিতমুখাৎ’—বিপাটিত অর্থাৎ বিদারিত করা হইয়াছে
মুখ যাহার, সেই গ্রাহ হইতে । ‘সংপশ্যাতাং উচ্ছিন্-
নাণাং’—সম্যাক্রূপে দেখিতেছে যে দেবগণ, তাহাদের
সমক্ষেই, ইহা অনাদরে ষষ্ঠী, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য
করিয়াই যেন । (অর্থাৎ তারপর দর্শনকারী দেব-
গণের সমক্ষেই তাহাদিগকে অনাদরপূর্বক দক্ষিণ
হস্তে চক্রের দ্বারা কুন্তীরের মুখ বিদারিত করিয়া,
শ্রীহরি গজেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন ।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের
‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের মঞ্চ,
তথা, বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



চতুর্থোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তদা দেবষিগন্ধর্বা ব্রহ্মশানপুরোগমাঃ ।

মুমুচুঃ কুসুমাসারং শংসন্তঃ কন্ম তদ্ধরেঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গ্রাহ ও গজেন্দ্রের পূর্ব রূপান্ত এবং
গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব ও গজেন্দ্রের ভগবৎপার্ষদত্ব-প্রাপ্তি
বর্ণিত হইয়াছে ।

‘হুহ’ নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলেন । তিনি একদা
সরোবরে স্নীগণ-সহ ক্রীড়ামোদে মত্ত হইয়া রজচ্ছলে
স্নানরত দেবলক্ষ্মির পদধারণপূর্বক আকর্ষণ করায়
লক্ষ্মিবর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইবার

অভিশাপ প্রদান করেন । শাপ-শ্রবণে দুঃখিতচিত্তে
মুনিবরকে অনেক স্ততির পর মুনিবর তাঁহার গজেন্দ্র-
মোক্ষণ-সময়ে উদ্ধার-কথা জ্ঞাপন করেন । তদনু-
সারে ঐ গ্রাহ শ্রীহরির চক্রে বিদারিত বদন হইয়া
পুনরায় গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হন । গজেন্দ্রও ভগবৎ-
স্পর্শে অজ্ঞানরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের
সারূপ্যগতি প্রাপ্ত হন । এই গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ‘ইন্দ্র-
দ্যুশন’ নামে বিষ্ণুব্রতপরায়ণ বিখ্যাত পাণ্ড্যদেশীয়
নৃপতি ছিলেন । ইতি মলয়াচলে গমন করিয়া তথায়
আশ্রমনিষ্ঠাণপূর্বক মৌনব্রতী হইয়া ভগবদারাধনায়
প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় একদিন মহাযশা অগস্ত্য-
ঋষি বহুশিষ্য-সমভিভাষ্যারে তাঁহার আশ্রমে উপনীত
হন । কিন্তু রাজা ভগবদ্যানমগ্নাবস্থায় থাকিয়া

মুনিবরের অভ্যর্থনাদি না করায় মুনিবর অত্যন্ত
কুপিত হন এবং রাজাকে স্তম্ভমতিগজত্ব-প্রাপ্তির
অভিশাপ প্রদান করেন। পরে রাজাও মুনিশাপে
কৌজরীযোনি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক
সকল স্মৃতি লুপ্ত হয়। কিন্তু বহুকাল শ্রীহরির অর্চনা
করায় গ্রাহগ্রস্ত হইয়া তাঁহার পুনরায় ভগবৎস্মৃতি
উদিত হয়। তৎফলে তিনি ভগবৎকৃপালাভ করিয়া
সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হন। অনন্তর গ্রীশুকদেবের মহা-
রাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীভগবানের গজেন্দ্রমোক্ষণ-
লীলা ও তাঁহার বিবিধ বিভূতিবিশেষের মাহাত্ম্য
সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণকারীর
পরমাগতীলাভাদি কীর্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত
হইয়াছে।

অম্বয়ঃ—গ্রীশুকঃ উবাচ,—তদা (তস্মিন্ গজ-
মোক্ষণকালে) ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ (ব্রহ্মরত্নপুরঃসরাঃ
সর্ব্ব) দেবষিগন্ধর্বাঃ (দেবাঃ ঋষয়ঃ গন্ধর্বাশ্চ)
হরেঃ (ভগবতঃ) তৎ (গজেন্দ্রমোক্ষণরূপং অত্যন্তুতং)
কর্ম্ম শংসন্তঃ (প্রশংসন্তঃ) কুসুমাসারং (পুষ্পবৃষ্টিং)
মুমুচুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—গ্রীশুকদেব কহিলেন,—সেই গজ-
মোক্ষণকালে ব্রহ্মা-মহেশ পুরঃসর দেবগণ, দেবষি-
গণ ও গন্ধর্ব্বগণ হরির এই কার্যের প্রশংসা করিতে
করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পার্ষদত্বং গজেন্দ্রস্য গন্ধর্ব্বত্বঞ্চ হাদসঃ ।

চতুর্থে ভগবদ্বাক্যং হিতমুত্তং মরিস্যতাম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে গজেন্দ্রের
পার্ষদত্ব, গ্রাহের গন্ধর্ব্বত্ব, এবং মরণশীল জীবগণের
উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের হিত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে ॥১॥

নেদুর্দুদ্ভয়ো দিব্যা গন্ধর্বা ননুতুর্জগুঃ ।

ঋষয়ঃচারণাঃ সিদ্ধাস্তষ্টবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—দিব্যাঃ (দেবসহজিনঃ) দুদ্ভয়ঃ
(বাদ্যবিশেষাঃ) নেদুঃ । গন্ধর্বাঃ ননুতুঃ জগুঃ (চ)
ঋষয়ঃ চারণাং সিদ্ধাঃ (তথা) পুরুষোত্তমং (তাদৃশং
গজমোক্ষণং কুর্বাণ্ডং ভগবন্তং বিষয়ীকৃত্য) তুষ্টবুঃ
(তস্য স্তুতিঞ্চ চক্ৰুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—স্বর্ণে দুদ্ভুতিসমূহ নিনাদিত হইল,
গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল এবং ঋষি, চারণ
ও সিদ্ধগণ সেই ভগবান্ হরির স্তব করিতে লাগি-
লেন ॥ ২ ॥

যোহসৌ গ্রাহঃ স বৈ সদ্যঃ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্ ।

মুক্তো দেবলশাপেন হুহুর্গন্ধর্ব্বসত্তমঃ ॥ ৩ ॥

প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমঃশ্লোকমব্যয়ম্ ।

অগায়ত যশোধাম কীর্তন্যগুণসৎকথম্ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—যঃ অসৌ হুহুঃ (নাম) গন্ধর্ব্বসত্তমঃ
(গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ) সঃ দেবলশাপেন (দেবলস্য শাপেন)
গ্রাহঃ (জাতঃ আসীৎ অথুনা) মুক্তঃ (দেবলশাপাৎ
মোচিতঃ) সদ্যঃ বৈ পরমাশ্চর্য্যরূপধৃক্ (প্রাজ্ঞানাভূত-
তমগন্ধর্ব্বরূপধৃক্ সন্) উত্তমঃ শ্লোকং (পরমজ্যোতি-
স্বরূপম্) অব্যয়ম্ (অপরিচ্ছিন্নং নিত্যং) যশোধাম
(যশসঃ ধাম আশ্রয়ং) কীর্তন্যগুণসৎকথং (কীর্তন্যঃ
কীর্তনীয়াঃ গুণাঃ সত্যী কথা চ যস্য তম্) অধীশং
(হরিং) শিরসা (মস্তকেন) প্রণম্য অগায়ত ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—হুহু নামে গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবল মুনির
শাপে কুড়ীর হলেন, এক্ষণে শাপমুক্ত হইয়া পরমাশ্চর্য্য
গন্ধর্ব্বরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তমঃশ্লোক, অপরিচ্ছিন্ন,
যশের আশ্রয়, কীর্তনীয়-গুণকীর্তিমান্ ভগবান্ হরিকে
মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া স্তুতি-গান করিতে লাগি-
লেন ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—দেবলশাপেনোত্যেবমত্র কথা । সরসি
স্রীতিঃ ক্রীড়ন্তসৌ স্নাতুং প্রবিষ্টং দেবলং পাদে প্রগৃহ্য
বিচকর্ষ স চ কুপিতো গ্রা.হা ভবেতি শশাপ । তেন চ
প্রসাদিতঃ সন্নুবাচ । এবমেব গজেন্দ্রং গৃহীতবস্ত্রং
ত্বাং হরির্মোচয়িষ্যতীতি । অধীশং কীদৃশং যশসো
ধাম আশ্রয়ম্ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবল-শাপেন’—দেবল ঋষির
শাপ হইতে মুক্ত হইয়া। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক কথা
এইরূপ—হুহু নামক এক গন্ধর্ব্ব একদা স্রীগণের সহিত
সরোবর মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময়
দেবল ঋষি ঐ সরোবরে স্নান করিতে প্রবিষ্ট হইলে,
গন্ধর্ব্বরাজ আমোদহেতু ঋষিবরের চরণ ধারণপূর্ব্বক
জলমধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মুনি-

বর শাপ প্রদানপূর্বক কহিলেন—‘অরে দুষ্ট! গ্রাহ হইয়া জন্মগ্রহণ কর’। ইহা শুনিয়া ঐ গন্ধর্ব্ব মুনিকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন—‘তুমি এইরূপে গজেন্দ্রের চরণ ধারণ করিও, ভগবান্ শ্রীহরি গজেন্দ্রের উদ্ধার করিবার সময় তোমাকেও মুক্ত করিবেন। ‘অধীশঃ’—তিনি কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—‘যশোধাম’, যশের আশ্রয় ॥ ৩-৪ ॥

সোহনুকম্পিত ঈশেন পরিক্রম্য প্রণম্য তম্।

লোকস্য পশ্যতো লোকং স্বমগান্মুক্তকিল্বিষঃ ॥৫॥

অম্বয়ঃ—ঈশেন (স্তুত্যা প্রীতেন ভগবতা) অনু-
কম্পিতঃ (অনুকম্পাবিশয়ীকৃতঃ) সঃ (হুহু নামা
গন্ধর্ব্বসত্তমঃ) তম্ (ঈশং) পরিক্রম্য (প্রসক্ষিণীকৃত্য)
প্রণম্য (চ) লোকস্য (ব্রহ্মাদিদেবগণস্য) পশ্যতঃ
(সতঃ) মুক্তকিল্বিষঃ (মুক্তং কিল্বিষং দেবলশাপরূপং
যস্য তাদৃশঃ সন্) স্বং লোকং (গন্ধর্ব্বলোকম্) অগাৎ
(গতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবৎকর্তৃক অনুকম্পিত সেই গন্ধর্ব্ব
হরিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া এবং ব্রহ্মাদি দেব-
গণের সমক্ষে পাপমুক্ত হইয়া স্বীয় গন্ধর্ব্বলোকে
গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শান্নিমুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাৎ।

প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাস্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—গজেন্দ্রঃ (অপি তদা) ভগবৎস্পর্শাৎ
(ভগবতঃ হরেঃ স্পর্শাৎ হেতোঃ) অজ্ঞানবন্ধনাৎ
(অজ্ঞানরূপকর্ম্মবন্ধনাৎ) বিমুক্তঃ (সন্) পীতবাসাঃ
(পীতং পিশঙ্গং বাসঃ বস্ত্রং যস্যসঃ) চতুর্ভুজঃ (চত্বারঃ
ভুজাঃ যস্যসঃ তাদৃশঃ সন্) ভগবতঃ রূপম্ (ইত্যেবং
সারূপ্যং) প্রাপ্তঃ (বভূব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গজেন্দ্রও ভগবৎ সংস্পর্শে
অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস ও চতুর্ভুজ
হইয়া ভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিদ্বান্য—ভগবৎস্পর্শাৎ ভগবৎকর্ম্মকস্পর্শাৎ তত্র
মনোবচোভ্যাং স্পর্শাৎ অজ্ঞানবন্ধনো মুক্তঃ। স্থূল-
দেহেন স্পর্শাৎ স্পর্শমগ্নিন্যায়েন ভগবতো রূপং প্রাপ্তো

ধ্রুব ইবেতি জ্ঞেয়ম্। দেহমব্যয়ং করোত্বিত্তি পূর্ব-
প্রার্থনাৎ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভগবৎস্পর্শাৎ’—ভগবান্কে
স্পর্শ করায়, তন্মধ্যে মনঃ ও বাক্যের দ্বারা স্পর্শহেতু
অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। স্থূলদেহের
দ্বারা স্পর্শহেতু স্পর্শমগ্নি-ন্যায়ের দ্বারা ভগ-
বানের সারূপ্য (পার্শদত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা
বুঝিতে হইবে, ‘দেহম্ অব্যয়ং করোতু’ (১৯ শ্লোক)
—আমার দেহকে অপ্রাকৃত করুন, তাহার এই পূর্ব
প্রার্থনা অনুসারে ॥ ৬ ॥

স বৈ পূর্বমভূদ্রাজা পাণ্ড্যো দ্রবিড়সত্তমঃ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণুরতপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ বৈ (গজেন্দ্রঃ) পূর্বং (পূর্বস্মিন্
জন্মনি) পাণ্ড্যো (পাণ্ড্যদেশাধিপতিঃ) দ্রবিড়সত্তমঃ
(দ্রবিড়েশু শ্রেষ্ঠঃ) বিষ্ণুরতপরায়ণঃ (বিষ্ণুরতং শ্রীবিষ্ণু-
ভজনাশ্রকং তদেব পরম্ উৎকৃষ্টম্ অয়নম্ অনুষ্ঠেয়ং
যস্যসঃ তাদৃশঃ) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ ইতি খ্যাতঃ (তদাখ্যঃ)
রাজা অভূৎ (আসীৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ঐ গজেন্দ্র পূর্বজন্মে বিষ্ণুরতপরায়ণ,
দ্রবিড় সাধুশ্রেষ্ঠ, পাণ্ড্য-দেশাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে
বিখ্যাত রাজা ছিলেন ॥ ৭ ॥

স একদারাদনকাল আত্মবান্

গৃহীতমৌনব্রত ঈশ্বরং হরিম্।

জটীধরস্তাপস আপ্নতোহচ্যুতং

সমর্চয়ামাস কুলাচলাশ্রমঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—(এবং স্থিতে সতি) জটীধরঃ তাপসঃ
(তপোনিষ্ঠঃ) কুলাচলাশ্রমঃ (কুলাচলে মলয়াদ্রৌ
আশ্রমঃ আশ্রয়ঃ যস্য তাদৃশঃ) সঃ (ইন্দ্রদ্যুম্নঃ) একদা
আরাধনকালে (ভগবদারাধনকালে) আত্মবান্ (সমা-
হিতচিত্তঃ) গৃহীতমৌনব্রতঃ (গৃহীতং মৌনশ্রকং
ব্রতং যেন সঃ তাদৃশঃ) আপ্নতঃ (ভগবৎপ্রেম্না
আপ্নতঃ চ সন্) অচ্যুতং হরিম্ ঈশ্বরং সমর্চয়ামাস
(আরাধনাং কৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—জটীধারী, তপোনিষ্ঠ মলয়াশ্রম সেই

‘ইন্দ্রদ্যুম্ন’ একদা আরাধনার সময়ে সমাহিতচিত্তে মৌনব্রত গ্রহণপূর্বক ভগবৎপ্রেমে আপ্নুত হইয়া অচ্যুত হরির পূজা করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কুলাচলে মলয়াদ্রাশ্রমো যস্য সঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কুলাচলাশ্রমঃ’—মলয় পর্বতে আশ্রম যাঁহার, সেই পাণ্ড্যদেশাধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ॥ ৮ ॥

যদুচ্ছয়া তত্র মহাযশা মুনিঃ

সমাগমচ্ছিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ ।

তং বীক্ষ্য তৃক্ষীমকৃতার্থাদিকং

রহস্যুপাসীনমুশিষ্টকোপ হ ॥ ৯ ॥

অর্থঃ—(তদা) শিষ্যগণৈঃ পরিশ্রিতঃ (পরিব্রতঃ) মহাযশাঃ মুনিঃ (অগস্ত্যঃ) যদুচ্ছয়া (স্বৈচ্ছাক্রমেণ) তত্র (ইন্দ্রদ্যুম্নাশ্রমে) সমাগমৎ (সমাগতবান্) আগত্য চ (তম্) (ইন্দ্রদ্যুম্নং) তৃক্ষীম্ (অবস্থিতম্) অকৃতার্থ-পাদিকম্ (অকৃতম্ অসমপিতম্ অর্ঘ্যাদিকং যেন তং তদবস্থং) রহসি (একান্তে) উপাসীনম্ (উপবিষ্টং) বীক্ষ্য (দৃষ্টা) ঋষিঃ (অগস্ত্যঃ) চুকোপ হ (তৎপ্রতি ক্রোধং কৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তখন শিষ্যগণে পরিব্রত মহাযশা অগস্ত্য মুনি স্বৈচ্ছাক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নাশ্রমে সমাগত হইলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে তৃক্ষীভূত, তৎসৎকারহীন ও নিজ্জনে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুনিরগস্ত্যঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মুনিঃ’—অগস্ত্য ঋষি ॥ ৯ ॥

তস্মা ইমং শাপমদাদসাধু-

রয়ং দুরাত্মাকৃতবুদ্ধিরদ্য ।

বিপ্রাবমন্তা বিশতাং তমিস্রং

যথা গজস্তব্ধমতিঃ স এব ॥ ১০ ॥

অর্থঃ—(অথ) তস্মৈ (ইন্দ্রদ্যুম্নায় ক্রোধাক্রান্তঃ অগস্ত্যঃ) ইমং শাপম্ অদাৎ (দত্তবান্ যৎ) অয়ম্ (ইন্দ্রদ্যুম্নঃ) অসাধুঃ দুরাত্মা অকৃতবুদ্ধিঃ (অকৃত-অশিক্ষিতা বুদ্ধিঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ) অদ্য (অধুনা) বিপ্রাবমন্তা (বিপ্রান্ অস্মান্ অবমন্যতে পরিভবতীতি

তথা অতঃ হেতোঃ) তমিস্রম্ (অজ্ঞানং) বিশতাং (প্রাপ্নোতু) যথা গজঃ স্তব্ধমতিঃ (স্তব্ধা অনম্রা মতিঃ যস্য সঃ তথৈব অয়ম্ অতঃ) সঃ এব (গজঃ এব ভবতু ইতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অগস্ত্য ইন্দ্রদ্যুম্নকে এই শাপ দিলেন যে ‘এই ইন্দ্রদ্যুম্ন অসাধু, দুরাত্মা ও অশিক্ষিতবুদ্ধি, এক্ষণে ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, সুতরাং তমিস্র (অজ্ঞান) প্রবেশ করুক এবং গজবৎ স্তব্ধমতি এই ব্যক্তি হস্তিযোনি প্রাপ্ত হউক’ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অকৃতবুদ্ধিঃ অশিক্ষিতবুদ্ধিঃ । স এব গজ এব ভবত্বিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অকৃতবুদ্ধিঃ’—অশিক্ষিতবুদ্ধি । ‘সঃ এব’—(যেহেতু এই রাজা হস্তীর ন্যায় জড়বুদ্ধি, অতএব) সে হস্তীই হউক ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং শপ্তাগতোহগস্ত্যো ভগবান্ নৃপ সানুগঃ ।

ইন্দ্রদ্যুম্নোহপি রাজষিদিষ্টং তদুপধারয়ন্ ॥ ১১ ॥

আপন্নঃ কৌজরীং যোনিমাত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ ।

হর্যর্চনানুভাবেন যদগজত্বেহপানুস্মৃতিঃ ॥ ১২ ॥

অর্থঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, এবং শপ্তা (অভিশাপং দত্ত্বা) সানুগঃ (সশিষ্যঃ) ভগবান্ অগস্ত্যঃ গতঃ (যযৌ । ততঃ) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ রাজষিঃ অপি তৎ (অগস্ত্যশাপাদিকং) দিষ্টং (প্রারব্ধমেব) উপধারয়ন্ (নিশ্চিন্তবান্) আত্মস্মৃতিবিনাশিনীম্ (আত্মনঃ পরমাত্মনঃ স্মৃতিবিনাশিনীম্) কৌজরীং (গজসম্বন্ধিনীং) যোনিম্ আপন্নঃ (প্রাপ্তঃ । তদা) গজত্বে অপি (যা) অনুস্মৃতিঃ (সা) হর্যর্চনানুভাবেন (হরেঃ ভগবতঃ অর্চনস্য অনুভাবেন পূর্বজন্মনি ভগবদারাধন-প্রভাবেন অভূদিতি শেষঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, এই প্রকার অভিশাপ দিয়া ভগবান্ অগস্ত্য সশিষ্যে প্রস্থান করিলেন । তদনন্তর রাজষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ অভিশাপকে দৈবপ্রেরিত বলিয়া নির্দ্বারণ করতঃ পরমাত্মস্মৃতিবিনাশিনী গজযোনি প্রাপ্ত হইলেন ; হরির অর্চনাপ্রভাবে হস্তিযোনিতেও তাঁহার পশ্চাৎ স্মৃতি হইয়াছিল ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—দিশ্টং দূরদিশ্টং উপধারয়ন্ জানন্ ।
যস্য গজত্বে যদৃগজত্বে ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দিশ্টং’—ঐ অভিশাপকে
দৈবপ্রাপ্ত মনে করিয়া । ‘যদৃগজত্বে অপি’—যাঁহার
হস্তিজন্য প্রাপ্তিতেও (শ্রীহরির আরাধনার প্রভাবে
পূর্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল ।) ॥ ১১-১২ ॥

এবং বিমোক্ষ্য গজযুথপম্মজনাভ-

স্তেনাপি পার্শ্বদগতিং গমিতেন যুক্তঃ ।

গন্ধর্বসিদ্ধবিবুধৈরুপগীয়মান-

কর্ণাদ্ভুতং স্বভবনং গরুড়াসনোহগাৎ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—এবম্ (ইথং) গজযুথপং (গজেন্দ্রং)
বিমোক্ষ্য পার্শ্বদগতিং (পার্শ্বদত্বং) গমিতেন (প্রাপিতেন)
তেন (গজেন্দ্রাখ্যাজীবেন) অপি (স্বপার্ষদৈশ্চ) যুক্তঃ
(পরিস্রুতঃ) গন্ধর্বসিদ্ধবিবুধৈঃ উপগীয়মানকর্ণ
(গন্ধর্বাদিভিঃ উপগীয়মানং কৰ্ম যস্য সঃ) গরুড়াসনঃ
(গরুড়ঃ আসনং বাহনং যস্য সঃ) অবজনাভঃ (পদ্ম-
নাভঃ হরিঃ) অভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং) স্বভবনম্ অগাৎ
(গতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাহাকে মুক্ত করিয়া পার্শ্বদত্ব-
প্রাপ্ত গজেন্দ্রের সহিত গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও দেবগণকর্তৃক
তৎকৰ্ম বিষয়ে গীত হইয়া পদ্মনাভ গরুড়াসন হরি
অত্যাশ্চর্য্য স্বভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিমোক্ষ্যতি গ্রাহাদিতি শেষঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিমোক্ষ্য’—গ্রাহ হইতে মুক্ত
করিয়া ॥ ১৩ ॥

এতন্মহারাজ তবেরিতো ময়া

কৃষ্ণানুভাবো গজরাজমোক্ষণম্ ।

স্বর্গ্যং যশস্যং কলিকল্মষাপহং

দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্য্য শৃণ্বতাং ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, এতৎ গজরাজমোক্ষণং
(গজেন্দ্রমোচনরূপঃ) কৃষ্ণানুভাবঃ (ভগবৎপ্রভাবঃ)
তব (তুভ্যং) ময়া ঈরিতঃ (কথিতঃ) (হে) কুরুবর্য্য,
(এতৎ গজেন্দ্রমোক্ষণং) শৃণ্বতাং (জনানাং) স্বর্গ্যং
(স্বর্গসাধনং) যশস্যং (যশস্করং) কলিকল্মষাপহং

(কলৌ যুগে যৎকল্মষং পাপং তদপহন্তীতি তথাভুতং)
দুঃস্বপ্ননাশং (দুঃস্বপ্নং নাশয়তীতি তথা তাদৃশং ভবতি)
॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, এই গজেন্দ্রের মুক্তিরূপ
ভগবৎ-প্রভাব তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম । হে
কুরুবর্য্য, এই আখ্যান শ্রবণকারী জনগণের স্বর্গ-
সাধক, যশস্কর, কলিকল্মষহারক ও দুঃস্বপ্ননাশক ॥

যথানুকীৰ্ত্তয়ন্ত্যেচ্ছৈশ্চৈব দ্বিজাতয়ঃ ।

শুচয়ঃ প্রাতরুথায় দুঃস্বপ্নাদ্যপশান্তয়ে ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—(অতঃ) শ্রেয়স্কাং দ্বিজাতয়ঃ (ব্রৈব-
ণিকাঃ) প্রাতঃ উথায় শুচয়ঃ (শুচিত্বতাঃ সন্তঃ)
দুঃস্বপ্নাদ্যপশান্তয়ে (দুঃস্বপ্নাদীনামশুভানাং নিবৃত্তয়ে)
এতৎ যথা (যথাবৎ) অনুকীৰ্ত্তয়ন্তি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব শ্রেয়স্কাং দ্বিজাতিগণ প্রভাত
কালে গাত্রোত্থানপূর্বক শুচি হইয়া দুঃস্বপ্নাদি অশু-
ভের নিবৃত্তি কামনায় যথাবিধি ইহা কীৰ্ত্তন করিয়া
থাকেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা যথাবৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যথা’—যথানিয়মে (এই
গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করিয়া থাকেন ।) ॥ ১৫ ॥

ইদমাহ হরিঃ প্রীতো গজেন্দ্রং কুরুসত্তম ।

শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং সর্বভূতময়ো বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) কুরুসত্তম, শৃণ্বতাং সর্বভূতানাং
(প্রাণিনাং সকলশ্চ) সর্বভূতময়ঃ (সর্বাত্মা) বিভুঃ
হরিঃ (নারায়ণঃ) প্রীতঃ (আনন্দিতঃ সন্) গজেন্দ্রং
(প্রতি) ইদম্ আহ (বক্ষ্যমানম্ উক্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুসত্তম, সর্বাত্মা বিভু হরি
প্রীত হইয়া শ্রবণকারী সকল প্রাণিগণের সমক্ষে
গজেন্দ্রকে বক্ষ্যমান বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যে মাং তাঞ্চ সরশ্চৈদং গিরিকন্দরকাননম্ ।

বেতকীচকবেণুনাং শুক্লমানি সুরপাদপান্ ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গাণীমানি ধিক্ষ্যানি ব্রহ্মণো মে শিবস্য চ ।
 ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্ ॥১৮॥
 শ্রীবৎসং কৌন্তভং মালাং গদাংকৌমোদকীং মম ।
 সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণং পতগেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥
 শেষঞ্চ মৎকলাং সূক্ষ্মাং শ্রিয়ং দেবীং মদাশ্রয়াম্ ।
 ব্রহ্মাণং নারদমুখিৎ ভবং প্রহ্লাদমেব চ ॥ ২০ ॥
 মৎস্যকূর্মবরাহাদৈর্যবতারৈঃ কৃতানি মে ।
 কৰ্ম্মাগ্ন্যনন্তপুণ্যানি সূর্য্যং সোমং হতাশনম্ ॥ ২১ ॥
 প্রণবং সত্যমব্যক্তং গোবিপ্রান্ ধর্ম্মমব্যয়ম্ ।
 দাক্ষায়ণীর্ধর্ম্মপত্নীঃ সোমকশ্যপয়োঃপি ॥ ২২ ॥
 গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং কালিন্দীং সিতবারণম্ ।
 ধ্রুবং ব্রহ্মক্ষয়ীন্ সপ্ত পুণ্যশ্লোকান্শ্চ মানবান্ ॥২৩॥
 উত্থায়াপররাষ্ট্রান্তে প্রযতাঃ সুসমাহিতাঃ ।
 স্মরন্তি মম রূপাণি মুচ্যন্তে তেহংহসোহখিলাৎ ॥২৪

অনুবাদঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—যে (জনাঃ) মাং
 হ্রাং চ সরঃ চ (এতৎ সরোবরম্) ইদং গিরিকন্দর-
 কাননং, বেত্রকীচকবেণুনাং গুল্মানি সুরপাদপান্
 (দেবতরুন) ইমানি শৃঙ্গাণি (মে) মম ব্রহ্মণঃ শিবস্য
 চ ধিক্ষ্যানি (স্থানানি) মে (মম) প্রিয়ং ধাম ক্ষীরোদং
 (ক্ষীরোদসাগরং তথা) ভাস্বরং (দীপ্তিমন্তং) শ্বেতদ্বীপং
 চ মম শ্রীবৎসং (চিহ্নং) কৌন্তভং, মালাং, কৌমো-
 দকীং গদাং, সুদর্শনং (চক্রং), পাঞ্চজন্যং (শঙ্খং)
 পতগেশ্বরং (পতঙ্গানাম্ ঈশ্বরং শ্রেষ্ঠম্) সুপর্ণং (গরুড়ং)
 শেষং চ (অনন্তনাগং চ) মৎকলাং (মদংশরূপাং)
 মদাশ্রয়ং (মম হৃদয়াশ্রয়ং) সূক্ষ্মাং (দুর্গ্রাহ্যস্বরূপাং)
 শ্রিয়ং দেবীং (শ্রীলক্ষ্মীং) ব্রহ্মাণম্ ঋষিৎ নারদং ভবং
 (মহাদেবং) প্রহ্লাদম্ এব চ মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদৈঃ
 অবতারৈঃ মে (ময়া) কৃতানি (আচরিতানি) অনন্ত-
 পুণ্যানি কৰ্ম্মাণি (তথা) সূর্য্যং সোমং (চন্দ্রং) হতা-
 শনম্ (অগ্নিং) প্রণবম্ (গুল্মারং) সত্যম্ অব্যক্তং
 (মায়্যাং) গোবিপ্রান্, অব্যয়ং ধর্ম্মং (ভক্তিলক্ষণং)
 সোমকশ্যপয়োঃ ধর্ম্মপত্নীঃ অপি দাক্ষায়ণীঃ (যাঃ
 দক্ষকন্যাঃ আসন্ তাঃ) গঙ্গাং সরস্বতীং নন্দাং
 কালিন্দীম্ (ইমাঃ নদীঃ তথা) সিতবারণম্ (ঐরাবতং)
 ধ্রুবম্ (ঔতানপাদিকং) সপ্ত ব্রহ্মক্ষয়ীন্, পুণ্যশ্লোকান্
 চ (পুণ্যেন শ্লোকান্তে কথ্যন্তে ইতি পুণ্যশ্লোকাঃ তান্
 তাদৃশান্ ধার্ম্মিকান্) মানবান্ চ অপর রাষ্ট্রান্তে
 (রাষ্ট্রিশেষে অরুণোদয়প্রারম্ভে) উত্থায়া প্রযতাঃ (সং

যতচিত্তাঃ) সুসমাহিতাঃ (একাগ্রচিত্তাঃ সন্তাঃ) মম
 রূপাণি (সরঃ আদীনি মম রূপাণি) স্মরন্তি তে
 অখিলাৎ অংহসঃ (সর্ব্বস্মাৎ পাপাৎ) মুচ্যন্তে হি
 (মুক্তাঃ ভবন্তি) ॥ ১৭-২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যে সকল
 ব্যক্তি রাষ্ট্রিশেষে উত্থানপূর্ব্বক সংযত ও একাগ্রচিত্ত
 হইয়া মদ্রপস্বরূপ আমাকে, তোমাকে এবং এই
 সরোবর, গিরি, কন্দর, কানন, বেত্রকীচক ও বেণুর
 গুল্ম, দেবদারু—আমার, ব্রহ্মার এবং শিবের আবাস
 এই সকল শৃঙ্গ আমার প্রিয়ধাম ক্ষীরোদসাগর, দীপ্তি-
 শালী শ্বেতদ্বীপ, আমার শ্রীবৎসচিহ্ন, কৌন্তভমণি,
 বৈজয়ন্তী মালা, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চ-
 জন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, শেষনাগ, আমার সূক্ষ্মা
 কলারূপিণী এবং মদাশ্রয়া লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, নারদ-
 ঋষি, মহাদেব, প্রহ্লাদ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি
 অবতারে আমার আচরিত অনন্ত পুণ্যাত্মক কৰ্ম্মসকল,
 সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব, সত্য, মায়্যা, গো, বিপ্র ভক্তি,
 সোম ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী দক্ষসূতাগণ, গঙ্গা, সর-
 স্বতী, নন্দা, কালিন্দী, ঐরাবত, হস্তী, ধ্রুব, সপ্ত
 ব্রহ্মষি, পুণ্যশ্লোক, মানবগণকে স্মরণ করে, তাহারা
 সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৭-২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মাং হ্রাৎকেত্যাди দ্বিতীয়ান্তানাং স্মরন্তী-
 ত্যষ্টমেনান্বয়ঃ । অব্যক্তং মায়্যাং, অব্যয়ং ধর্ম্মং
 ভক্তিম্ । সোমকশ্যপয়োঃপি পত্নীঃ, সিতবারণমৈরা-
 বতম্ ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্ত্যচেতসাম্ ।

অষ্টমস্য চতুর্থোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মাং হ্রাম্ চ’—আমাকে এবং
 তোমাকে, এই দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত ‘স্মরন্তি’—
 স্মরণ করে, এই অষ্টম (২৪ নং) শ্লোকের অন্বয়
 হইবে । ‘অব্যক্তং’ (২২ শ্লোক)—অব্যক্ত বলিতে
 মায়্যা, ‘অব্যয় ধর্ম্ম’—অর্থাৎ ভক্তি । ‘সোম-কশ্য-
 পয়োঃ’—চন্দ্র ও কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যাগণ । ‘সিত-
 বারণম্’—ঐরাবত হস্তী ॥ ১৭-২৪ ॥

ইতি ভক্ত্যচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’
 টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায়
 সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীঠাকুর বিরচিত

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের
'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৪ ॥

যে মাং স্তবজ্ঞানেনাঙ্গা প্রতিবুধ্য নিশাত্যয়ে ।

তেষাং প্রাণাত্যয়ে চাহং দদামি বিপুলাং গতিম্ ॥২৫

অব্যয়ঃ—(হে) অঙ্গ, যে (চ জনাঃ) নিশাত্যয়ে
(নিশাপগমে প্রভাতে) প্রতিবুধ্য অনেন (ত্বৎকৃতেন
স্তোত্রেন) মাং স্তবতি । অহং চ তেষাং প্রাণাত্যয়ে
(প্রয়াণকালে) বিপুলাং (মদ্রিময়াং) গতিম্ (আশ্রয়ম্)
দদামি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে অঙ্গ, যে সকল ব্যক্তি প্রভাতে
জাগরিত হইয়া ত্বৎকৃত স্তোত্র দ্বারা আমাকে স্তব
করে, আমি তাহাদের প্রাণ বিয়োগে বিপুলা গতি
প্রদান করি ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাদিশ্য হৃষীকেশঃ প্রাথম্য জলজোত্তমম্ ।

হর্ষয়ন্ বিবুধানীকমারুরোহ খগাধিপম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংসাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
গজেন্দ্রমোক্ষণং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অব্যয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (ইখম্)
আদিশ্য (আজাপ্য) হৃষীকেশঃ (হরিঃ) জলজোত্তমং
(শঙ্খশ্রেষ্ঠং পাঞ্চজন্যং) প্রাথম্য (বাদয়িত্বা) বিবুধা-
নীকং (ব্রহ্মাদিদেবতাবর্গং) হর্ষয়ন্ খগাধিপং (গরুড়ম্)
আরুরোহ (আরুহ্য স্বভবনমগাদিত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হৃষীকেশ এই
আদেশ করিয়া শঙ্খশ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্য বাদন পূর্বক
ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে আনন্দিত করতঃ গরুড়োপরি
আরোহণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের

অব্যয়, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য,

বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের

গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

রাজনুদিতমেতৎ তে হরেঃ কন্মার্মনাশনম্ ।

গজেন্দ্রমোক্ষণং পুণ্যং রৈবতং ত্বন্তরং শৃণু ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ মনুর বৃত্তান্ত তথা
দুর্ক্বাসাশাপে দ্রষ্ট্রী দেবগণসহ ব্রহ্মার শ্রীহরিস্তুতি
বর্ণিত হইয়াছে ।

পূর্ববর্ণিত চতুর্থমনুতামস-দ্রাতা পঞ্চম মনু
রৈবত । রৈবতের অর্জুন, বলি ও বিক্রাদি পুত্র ।
এই মন্বন্তরে বিভু নামক ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবতা,
হিরণ্যরোমা, বেদশিরা, উদ্ধৃবাহ প্রভৃতি সপ্তর্ষি এবং
শুভ্রের বিকুষ্ঠা নামক পত্নীগর্ভে ভগবান্ বৈকুণ্ঠের

আবির্ভাব । ইনিই রমাদেবীর প্রার্থনানুসারে বৈকুণ্ঠ-
লোক-নির্মাণ । ইহার অনুভাব ওয় স্কন্ধে বর্ণিত ।
চক্ষু মনুর পুত্র চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু । পুরু, পুরুষ,
সুদ্যম্ভন প্রভৃতি ইহার পুত্র । এই মন্বন্তরে মন্ত্রদ্রুম
ইন্দ্র, আপ্যাদি দেবতা, হর্যাস্মৎ ও বীরকাদি সপ্তর্ষি
এবং বৈরাজপত্নী দেবসত্ত্বতির গর্ভে ভগবান্ অজিতের
আবির্ভাব, এই ভগবান্ অজিতই সমুদ্র মন্থন করিয়া
দেবতাদিগের জন্য সুধাসাধন এবং কুর্ম্মরূপে মন্দর
ধারণ করেন । অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ সমুদ্র-
মন্থন-ব্যপার প্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীশুকদেবের তৎ-
সমীপে দেবাসুরসংগ্রামে দেবগণের পরাজয় তথা
দুর্ক্বাসাশাপে ইন্দ্রসহ ত্রিভুবনের শ্রীদ্রষ্ট্র হওন্মায় দেব-
গণের ব্রহ্মসভায় গমন ও ব্রহ্মাকে সকল বিষয় নিবে-
দন এবং ব্রহ্মার দেবগণসহ ক্ষীরোদসাগরে উপনীত

হইয়া ব্যক্তি-জীবান্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের
স্বব প্রভৃতি কীর্তন করিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে এই
অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, হরেঃ
(ভগবতঃ) এতৎ পুণ্যং (পুণ্যতমং) গজেন্দ্রমোক্ষণম্
অঘনাশনং (দুরিতনিবর্তকং) কৰ্ম্ম (ময়া) তে (তুভ্যম্)
উদিতং (কথিতং) তু (অধুনা) চ রৈবতম্ অন্তরং
(মন্বন্তরং) শৃণু ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্,
হরির এই পুণ্যতম গজেন্দ্র-মোক্ষণরূপ পাপনাশক
কৰ্ম্ম তোমার নিকট কথিত হইল, এক্ষণে রৈবত মনুর
বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠ-মন্বন্তরে শ্রীমদজিতস্য কথামনু।

দুৰ্ব্বাসঃশাপনিঃশ্রীকাঃ পঞ্চমে তুষ্ণবুঃ সুরাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ষষ্ঠ মন্বন্তরে শ্রীমদ্ অজিতের
কথাপ্রসঙ্গে দুৰ্ব্বাসার অভিশাপে তুষ্ণবু দেবগণ ভুতি
করেন—ইহা এই পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥১

পঞ্চমো রৈবতো নাম মনুষ্যমসসোদরঃ।

বলিবিজ্ঞাদয়ন্তস্য সূতা হার্জুনপূৰ্ব্বকাঃ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—পঞ্চমঃ মনুঃ রৈবতঃ (ইতি) নাম
(নাম্ণা) প্রসিদ্ধঃ সঃ চ রৈবতঃ) তামসসোদরঃ (তামসঃ
চতুর্থঃ মনুঃ প্রিয়ব্রতপুত্রঃ তস্য সোদরঃ ভ্রাতা ইত্যর্থঃ)
তস্য (রৈবতস্য মনোঃ) হ (নিশ্চিতম্) অর্জুনপূৰ্ব্বকাঃ
(অর্জুনঃ পূৰ্ব্বঃ প্রধানঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ) বলি-
বিজ্ঞাদয়ঃ (বলিবিজ্ঞৌ আদৌ যেষাং তে তথাভূতাঃ)
সূতাঃ (পুত্রাঃ অভবন্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তামসের সহোদর পঞ্চম মনু 'রৈবত'
নামে প্রসিদ্ধ, তাহার অর্জুন, বলি ও বিজ্ঞ প্রভৃতি
পুত্র জন্মিয়াছিল ॥ ২ ॥

বিভুরিদ্ভঃ সুরগণাঃ রাজন্ ভূতরয়াদয়ঃ।

হিরণ্যারোমা বেদশিরা উদ্ধবাহ্বাদয়ো দ্বিজাঃ ॥৩॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ (অস্মিন্ রৈবত মন্বন্তরে)
বিভুঃ (নাম) ইদ্ভঃ (অভবৎ) ভূতরয়াদয়ঃ সুরগণাঃ

(দেবগণাঃ অভবন্) হিরণ্যারোমা বেদশিরাঃ উদ্ধ-
বাহ্বাদয়ঃ (সপ্ত) দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ ঋষয়াঃ আসন্) ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এই রৈবত মন্বন্তরে বিভু-
নামে ইদ্ভ এবং ভূতরয়াদি দেবগণ ও হিরণ্যারোমা,
বেদশিরা এবং উদ্ধবাহ্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট
ছিলেন ॥ ৩ ॥

পত্নী বিকুষ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুষ্ঠৈঃ সুরসন্তমৈঃ।

তয়োঃ স্বকলয়া জজে বৈকুষ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—শুভ্রস্য (ভর্তৃঃ) বিকুষ্ঠা (ইতি খ্যাতা)
পত্নী (আসীৎ) তয়োঃ (বিকুষ্ঠাশুভ্রয়োঃ সকাশাৎ)
স্বয়ং ভগবান্ বৈকুষ্ঠঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ হরিঃ) স্বকলয়া
(স্বীয় অংশেন) বৈকুষ্ঠৈঃ (অন্যৈঃ বৈকুষ্ঠাখ্যৈঃ) সুর-
সন্তমৈঃ (সুরেষু দেবেষু সন্তমৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সহ) জজে
(অবতীর্ণঃ বভূব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শুভ্রের বিকুষ্ঠা নামে এক পত্নী ছিলেন,
সেই শুভ্র এবং বিকুষ্ঠা হইতে স্বয়ং ভগবান্ বৈকুষ্ঠ
(হরি) বৈকুষ্ঠ নামক দেব শ্রেষ্ঠগণের সহিত স্বীয়
অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শুভ্রস্য পত্নী বিকুষ্ঠা আসীদিতি শেষঃ।

তয়োৰ্ভগবান্ বৈকুষ্ঠৈঃ সহ জজে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিকুষ্ঠা'—শুভ্রের বিকুষ্ঠা
নামে এক পত্নী ছিলেন। সেই শুভ্র ও বিকুষ্ঠা হইতে
বৈকুষ্ঠ নামক শ্রেষ্ঠ দেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীহরি
স্বয়ং নিজ অংশ দ্বারা 'বৈকুষ্ঠ' নামে আবীৰ্ভূত হন ॥ ৪

বৈকুষ্ঠঃ কল্লিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।

রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্য তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—দেব্য রময়া (লক্ষ্ম্যা) প্রার্থ্যমানেন
যেন (বৈকুষ্ঠেন ভগবতা) তৎ প্রিয়কাম্যয়া (তস্যাঃ
লক্ষণ্যাঃ প্রিয়ং কৰ্ত্তুমিচ্ছয়া) লোকনমস্কৃতঃ (সৰ্ব্ব-
লোকপূজিতঃ) বৈকুষ্ঠঃ লোকঃ কল্লিতঃ (রচিতঃ
ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মী দেবীর প্রার্থনানুসারে ভগবান্
হরি তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে বাসনা করিয়া লোক-
নমস্কৃত বৈকুষ্ঠ লোক নির্মাণ করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—যথা ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি
ভগ্যতে তথৈব বৈকুণ্ঠস্য কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু
প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমত্বং । উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাৎ নিত্যত্বাভি-
প্রায়েণ তৎসামোনাহ জজ্ঞ ইতি । শ্রীবৈকুণ্ঠসূতন্তস্যো
বেদং বৈকুণ্ঠং মূলবৈকুণ্ঠস্ত অষ্টাবরণপারে বিরজং
সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রসিদ্ধমিতি
সম্ভর্ভঃ ॥ ৫ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতঃ’—অর্থাৎ
বৈকুণ্ঠরূপী ভগবান্ শ্রীহরিই লক্ষ্মীদেবীর প্রার্থনায়
তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য সর্বলোকের বন্দনীয়
বৈকুণ্ঠলোক কল্পনা (রচনা) করেন । যেমন ভগ-
বানের আবির্ভাবমাত্রই জন্ম বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ
এখানে বৈকুণ্ঠের কল্পনা বলিতে তাহার আবির্ভাবই,
কিন্তু উহা প্রাকৃতির ন্যায় কৃত্রিম নহে । কারণ
উভয়ই (শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ধাম) নিত্য । ক্রম-
সম্ভর্ভে উক্ত হইয়াছে—শ্রীবৈকুণ্ঠাপুত্রের রচিত এই
বৈকুণ্ঠ, কিন্তু ‘মূলবৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত, উহা অষ্টাবরণের
পরপারে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা দর্শন করিয়াছিলেন,
ইহা দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রসিদ্ধ ॥’ ৫ ॥

তস্যানুভাবঃ কথিতো গুণাশ্চ পরমোদয়াঃ ।

ভৌমান্ রেণুন্ স বিমমে যো বিষ্ণোর্বর্ণয়েদগুণান্ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ) অনুভাবঃ
(সনকাদি শাপেন দৈত্যতাং প্রাপ্ত্যভ্যাং জয়বিজয়াভ্যাং
বরাহাদিরূপেণ যুদ্ধাদিলক্ষণঃ প্রভাবঃ) পরমোদয়াঃ
(মহর্দ্ধয়ঃ) গুণাঃ ৫ (ব্রহ্মণ্যতাদয়ঃ) কথিতঃ (তৃতীয়
সপ্তমস্কন্ধাদিসু চ সংগ্রহেণ ময়া বণিতঃ । হে রাজন্,
কঃ জনঃ ভগবতঃ গুণান্ বর্ণয়িতুং সমর্থ ? ন
কোহপি ইত্যর্থঃ) যঃ (পুমান্) বিষ্ণোঃ গুণান্ বর্ণয়েৎ
(সাকল্যেন বর্ণয়িতুং সমর্থঃ) সঃ ভৌমান্ (ভূসম্ভবান্)
রেণুন্ (অপি) বিমমে (গণয়িতুং সমর্থঃ কিন্তু ভৌমানাং
রেণুনাং গণনবৎ বিষ্ণোর্বর্ণানাং সাকল্যেন বর্ণনম-
শক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তাঁহার অনুভাব ব্রহ্মণ্যতাদি গুণ এবং
সুমহৎ ঋদ্ধির বিবরণ বণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি
ভগবানের গুণরাশি বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়, সে
ভূমিষু রেণুগুলিকেও গণনা করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কথিতস্তৃতীয়স্কন্ধে গুণা ব্রহ্মণ্যতাদয়ঃ
॥ ৬ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্য অনুভাবঃ কথিতঃ’—
সেই বৈকুণ্ঠের প্রভাব তৃতীয়স্কন্ধে কথিত হইয়াছে ।
‘গুণাঃ’—গুণ বলিতে তাঁহার ব্রহ্মণ্যত্ব প্রভৃতি ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠশ্চ চক্ষুষঃ পুত্রশ্চাক্ষুষো নাম বৈ মনুঃ ।

পুরুপুরুষসুদ্যামনপ্রমুখাশ্চাক্ষুষাশ্চজাঃ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—ষষ্ঠঃ চ মনুঃ বৈ (নিশ্চিতং) চক্ষুষঃ
পুত্রঃ চাক্ষুষঃ (ইতি) নাম (প্রসিদ্ধং) পুরু-পুরুষ-
সুদ্যামনপ্রমুখাঃ (সর্বৈ) চাক্ষুষাশ্চজাঃ (চাক্ষুষস্য মনোঃ
পুত্রাঃ আসন্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ নামে ষষ্ঠ মনু
ছিলেন । পুরু, পুরুষ এবং সুদ্যামন প্রমুখ চাক্ষুষ-
মনুর সন্তানগণ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রো মত্তদ্রুমস্তত্র দেবো আপ্যাদয়ো গণাঃ ।

মুনয়স্তত্র বৈ রাজন্ হর্যাস্মদ্বীরকাদয়ঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—তত্র (ষষ্ঠমন্বন্তরে) মত্তদ্রুমঃ ইন্দ্রঃ
(অভবৎ) আপ্যাদয়ঃ গণাঃ (সমূহাঃ) দেবাঃ (দেব-
গণাঃ আসন্) (হে) রাজন্, তত্র (মন্বন্তরে) বৈ
(নিশ্চিতং) হর্যাস্মদ্বীরকাদয়ঃ (সন্ত) মুনয়ঃ (ঋষয়ঃ
অভবন্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মত্তদ্রুম তাঁহার ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ
দেবতা, হর্যাস্মদ্বী ও বীরকাদি সন্তান ছিলেন ॥ ৮ ॥

তত্রাপি দেবসন্তৃত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সূতঃ ।

অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—তত্র অপি (ষষ্ঠে মন্বন্তরে) বৈরাজস্য
(ভর্তৃঃ) দেবসন্তৃত্যাং (ভাৰ্য্যাগ্নাং) দেবঃ জগতীপতিঃ
ভগবান্ অংশেন (কল্যা) অজিতঃ (ইতি) নাম
(প্রসিদ্ধঃ) সূতঃ অভবৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এই ষষ্ঠ মন্বন্তরেও বৈরাজের ঔরসে
দেব সন্তুতির গর্ভে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়

অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া-
ছিলেন ॥ ৯ ॥

পর্যোধিং যেন নিশ্চ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা ।

ভ্রমমাণোহন্তসি ধৃতঃ কুর্মরূপেণ মন্দরঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—যেন (অজিতেন) পর্যোধিং (ক্ষীর-
সমুদ্রং) নিশ্চ্য সুরাণাং সুধা (অমৃতঃ) সাধিতা
(সম্পাদিতা) কুর্মরূপেণ (যেন অজিতেন তত্র চ)
অন্তসি (সাগর জলে) ভ্রমমাণঃ মন্দরঃ (পর্বতঃ পৃষ্ঠে)
ধৃতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যিনি ক্ষীরসমুদ্র মস্থন করিয়া—
দেবতাদের জন্য অমৃত সম্পাদন করিয়াছেন এবং
যিনি কুর্মরূপে সাগর জলে ভ্রমমান মন্দর পর্বত
পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

যথা ভগবতা ব্রহ্মন্ মথিতঃ ক্ষীরসাগরঃ ।

যদর্থং বা যতশ্চাদ্রিং দধারামুচরাঅনা ॥ ১১ ॥

যথামৃতং সুরৈঃ প্রাপ্তং কিঞ্চান্যদভবৎ ততঃ ।

এতভগবত কৰ্ম বদস্ব পরমাদুতম্ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ, (হে) ব্রহ্মন্, ভগবতা
(অজিতেন) যথা (যথা রীতা) যদর্থং (যৎ প্রয়ো-
জনার্থং) বা ক্ষীরসাগরঃ মথিতঃ যতঃ চ (হেতোঃ)
অমুচরাঅনা (কুর্মরূপেণ অজিতঃ) অদ্রিং (মন্দরং
পর্বতং পৃষ্ঠে) দধার । যথা (যেন প্রকারেণ) সুরৈঃ
(দেবৈঃ) অমৃতং প্রাপ্তং (লব্ধং) ততঃ (সাগরমথনাৎ)
অন্যৎ (অমৃতান্ধ্যতিরিক্তং) কিং চ (বস্তু) অভবৎ ।
এতৎ (ক্ষীরসাগরমথনাৎ) ভগবতঃ পরমাদুতম্
(অত্যশ্চর্য্যং) কৰ্ম বদস্ব (ত্বং কথয়) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীরাজা পরীক্ষিত্ কহিলেন,—হে
ব্রহ্মন্, ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে বা যেহেতু ক্ষীরসাগর
মস্থন করেন এবং যে কারণে কুর্মরূপে মন্দর পর্বত
ধারণ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে দেবগণ অমৃত প্রাপ্ত
হন এবং সাগর মস্থন হইতে তদুত্তিন্ন যে সকল বস্তু
উদ্ভূত হয় সেই পরমাশ্চর্য্য কৰ্মসকল আমাকে বলুন
॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—অমুচরঃ কুর্মস্তদান্না ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অমুচরাঅনা’—জলচর কুর্ম,
তদ্রূপে ভগবান্ মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া-
ছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

ত্বয়া সংকথ্যমানেন মহিষ্মা সাহুতাং পতেঃ ।

নাভিতৃপ্যতি মে চিত্তং সুচিরং তাপতাপিতম্ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—ত্বয়া সংকথ্যমানেন (সম্যক্কীর্ত্যমানেন)
সাহুতাং পতেঃ (ভগবতঃ) মহিষ্মা (মাহাষ্মা)
মে (মম) সুচিরং (বহুকালং) তাপতাপিতং (তাপেন
আখ্যাখিকাদি-তাপব্রয়েণ তাপিতং দুঃখিতং) চিত্তং
ন অতি তৃপ্যতি (হরিকথা-শ্রবণে কেবলং স্পৃহা
বর্জত এব) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—আপনাকর্তৃক কীর্তিত সাহুত-পতি
ভগবানের মহিমাধারা সুচির কালতাপ-তন্ত আমার
চিত্ত অতীব পরিতৃপ্ত হইতেছে না ॥ ১৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

সংপৃষ্টো ভগবান্বেং দ্বৈপায়নসুতো দ্বিজাঃ ।

অভিনন্দ্য হরেবীৰ্য্যমভ্যাচষ্টুং প্রচক্ৰমে ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—(হে) দ্বিজা, এবম্
(এবম্প্রকারেণ) সংপৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) ভগবান্
দ্বৈপায়নসুতঃ (শুকদেবঃ) অভিনন্দ্য (রাজঃ প্রশ্নম্
অভিনন্দ্য) হরেঃ বীৰ্য্যং (মাহাভ্যাম্) অভ্যাচষ্টুং
(কথয়িতুং) প্রচক্ৰমে (আরোডে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ, এই
প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া দ্বৈপায়ন-পুত্র শুকদেব-
রাজার প্রশ্ন অভিনন্দনপূর্বক হরি-মাহাভ্যাম্ বলিতে
আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ —

যদা যুদ্ধেহসুরৈর্দেবা বধ্যমানাঃ শিতান্মুধৈঃ ।

গতাসবো নিপতিতা নোভিষ্ঠেরন্ স্ম তুরিগাঃ ॥ ১৫ ॥

যদা দুৰ্ব্বাসঃশাপেন সেন্দ্রা লোকান্তয়ো নৃপ ।

নিঃশ্রীকশ্চাভবৎস্তত্র নেণ্ডরিজ্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যদা যুদ্ধে অসুরৈঃ

শিতান্মুধৈঃ (তীক্ষ্ণান্নৈঃ ধারিভিঃ) বধ্যমানাঃ (আক্রান্তাঃ) দেবাঃ গতাসবঃ (গতপ্রাণাঃ সন্তঃ) নিপতিতাঃ (বভূবুঃ এবং) ভুরিশঃ (বহশঃ) ন উত্তিষ্ঠেরন (ন পুনঃ জীবন্তি স্ম) যদা (চ) (হে) নৃপ, দুর্বাসাঃশাপেন (দুর্বাসাঃ মুনৈঃ শাপেন) সেন্সাঃ (ইন্দ্রেণ সহিতাঃ) ব্রহ্মঃ লোকাঃ নিশ্রীকাঃ চ (নির্লক্ষ্মীকাঃ নিঃসম্পদাঃ চ) অভবন্ তত্র (তদা) ইজ্যাদয়ঃ (যাগাদয়ঃ) ক্রিয়াঃ (কর্ম্মাণি) নেতুঃ (অসমর্থ্যঃ) ভূত্বা শ্রিয়ং বদ্ধয়িতুং ন অশক্লুবন্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যে সময়ে যুদ্ধে অসুরগণকর্তৃক তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেবগণ গত প্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন এবং অধিকাংশই পুনরায় জীবিত হইলেন না, হে রাজন, যে সময়ে দুর্বাসা মুনির শাপে ইন্দ্রের সহিত লোক-ব্রহ্ম শ্রীবিহীন হইল, সুতরাং তৎকালে যাগাদি ক্রিয়া সমর্থ হইল না ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—নোত্তিষ্ঠেরন ন পুনর্জীবন্তি স্ম ইতি দেবানাং পরাভব উক্তস্তত্র কারণমাহ দুর্বাসাঃশাপেনেতি । দুর্বাসা হি কদাচিত্ত্যার্গে গচ্ছন্তমিন্দ্রং দৃষ্ট্বা স্বকণ্ঠস্থা মালা তস্মৈ দত্তা । তেন শ্রীমদেনানাদৃত্যো-বৈরাবতস্য কুন্ত্যোনিক্ষিপ্তা স চ পশুত্বান্নতঃ পতিতাং তাং মালাং পশ্য্যং চূণীচকার । তদৃষ্ট্বা কুপিতো দুর্বাসা স্তিভিলোকৈঃ সহ স্বং নিঃশ্রীকো ভবেতি শশাপ ॥ ১৫-১৬ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘নোত্তিষ্ঠেরন’—পুরা কালে দেবতাগণ যুদ্ধে অসুরগণ কর্তৃক আহত হইয়া প্রাণ-ত্যাগপূর্বক রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের অনেকেই আর পুনরায় উত্থিত হইলেন না । ইহাতে দেবগণের পরাভব উক্ত হইল, তদ্বিশয়ে কারণ বলিতেছেন—‘দুর্বাসাঃশাপেন’, দুর্বাসা ঋষির শাপে । কোন সময়ে দুর্বাসা পথে ইন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া, নিজকণ্ঠস্থিত মালা তাঁহাকে প্রদান করেন । ঐশ্বর্য্যমদে ইন্দ্র অনাদরপূর্বক উহা গজকুণ্ডে হাণন করেন, কিন্তু পশু বলিয়া মত্ত হস্তী উহা মস্তক হইতে নিপাতিত করিয়া পদ-দলিত করে । তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ দুর্বাসা অভিশাপ দিলেন—‘ত্রিলোকের সহিত তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও’ ॥ ১৫-১৬ ॥

নিশাম্যৈতৎ সুরগণা মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ ।

নাধ্যগচ্ছন্ স্বয়ং মজ্জৈর্মজ্জয়ন্তো বিনিশ্চিতম্ ॥ ১৭ ॥

ততো ব্রহ্মসভাং জগ্মুর্মেরোমূর্দ্ধনি সর্ব্বশঃ ।

সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াক্ষক্লুঃ প্রণতাঃ পরমেষ্ঠিনে ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—(যদা) মহেন্দ্রবরুণাদয়ঃ সুরগণাঃ (ইন্দ্রাদিদেবগণাশ্চ) এতৎ (ত্রৈলোক্য নিঃশ্রীকত্বং পতিতানাং দেবানামনুখানঞ্চ) নিশম্য (শ্রুত্বা) স্বয়ং মজ্জৈঃ মজ্জয়ন্তঃ (আলোচয়ন্তঃ অপি) বিনিশ্চিতং (সশ্রীকত্বাদিরূপনিশ্চয়ং) ন অধ্যগচ্ছন্ (ন প্রাপুঃ) ততঃ (তদা নিশ্চয়ানধিগমনান্তরং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব) মেরোঃ (সুমেরু পর্ব্বতস্য) মূর্দ্ধনি (স্থিতাং) ব্রহ্মসভাং (ব্রহ্মণঃ চতুর্মুখস্য সভাং) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ) গত্বা চ সর্ব্বং (কৃতপ্রণামাঃ সন্তঃ) পরমেষ্ঠিনে (ব্রহ্মণে) সর্ব্বং (ব্রহ্মান্তঃ) বিজ্ঞাপয়াক্ষক্লুঃ (নিবেদয়ামাসুঃ) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ইহা দর্শন করিয়া যখন স্বয়ং আলোচনাদ্বারা কোন উপায় প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেবগণ একত্রে সুমেরু পর্ব্বতো-পরিস্থ ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন এবং সকলে প্রণত হইয়া পরমেষ্ঠিকে সকল ব্রহ্মান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

স বিলোক্যেন্দ্রবায়াদীন নিঃসত্ত্বান্ বিগতপ্রভান্ ।

লোকানমঙ্গলপ্রায়ানসুরানযথা বিভুঃ ॥ ১৯ ॥

সমাহিতেন মনসা সংস্মরন্ পুরুষং পরম্ ।

উবাচোৎফুল্লবদনো দেবান্ স ভগবান্ পরঃ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—(ততঃ) সঃ বিভুঃ পরঃ ভগবান্ (ব্রহ্মা) বিগতপ্রভান্ (নিস্তেজস্কান্) নিঃসত্ত্বান্ (বলহীনান্) ইন্দ্রবায়াদীন (দেবগণান্ তথা) অমঙ্গলপ্রায়ান্ (মঙ্গল-রহিতান্ ইব স্থিতান্) লোকান্ (ত্রীন্ লোকান্ তথা) অসুরান্ অযথা (দেবগণাং বিলক্ষণান্ তেজোবলাদি যুক্তান্ চ) বিলোক্য সমাহিতেন (একাগ্রেণ) মনসা (অন্তঃকরণেন) পরং পুরুষং (পরমপুরুষং ভগবন্তং) সংস্মরন্ (সম্যগ্রূপেণ চিন্তয়ন্) উৎফুল্লবদনঃ (“হরিং শরণং গতঃ সন্তঃ বয়ং যথাপূর্ব্বং সর্ব্বং প্রাপ্স্যামঃ” ইতি হর্ষণেণ উৎফুল্লং বিকসিতং বদনং

যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন) সুরান্
উবাচ (বক্ষ্যমাণং কথয়ামাসঃ) ॥ ১৯-২০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে হতপ্রভ ও
বলহীন এবং লোকরসকে মঙ্গলরহিতবৎ ও অসুর-
গণকে তদ্বিপন্নিত দেখিয়া সমাহিত মনে পরম পুরুষ
ভগবান্কে সম্যকভাবে চিন্তা করিয়া উৎফুল্ল বদনে
দেবগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

বিশ্বনাথ—স পরমেষ্ঠী অসুরাংশু অযথা বল-
পুষ্ট্যাদি-যুক্তান্ ॥ ১৯-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ’—সেই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা
দেবগণকে হতপ্রভ এবং ‘অসুরান্ অযথা’—অসুর-
গণকে তদ্বিপন্নিত অর্থাৎ বলপুষ্ট্যাদিযুক্ত দেখিয়া
গ্রীহরিকে স্মরণপূর্বক দেবগণকে এরূপ বলিয়া-
ছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

অহং ভবো যুগ্মমথোহসুরাদয়ো

মনুষ্যতির্য্যগ্দ্ৰুমঘর্ম্মজাতয়ঃ ।

যস্যাবতারাংশকলাবিসর্জিতা

ব্রজাম সর্কে শরণং তমব্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

অর্থঃ—অহং (ব্রহ্ম) ভবঃ (রুদ্রঃ) যুগ্ম
(দেবঃ) অথো (অনন্তরম্) অসুরাদয়ঃ মনুষ্যতির্য্যগ্-
দ্ৰুম-ঘর্ম্মজাতয়ঃ (মনুষ্যাদয়ঃ জরায়ুজাওজোতিজ-
স্বৈদজাঃ) যস্য (ভগবতঃ) অবতারাংশকলাবিসর্জিতাঃ
(অবতারঃ পুরুষঃ তস্যোংশঃ ব্রহ্মা তস্য কলা মরীচ্যা-
দয়ঃ তাভিঃ বিসর্জিতাঃ পুত্রপৌত্রাদিধারাজনিতাঃ
ভবামঃ) তম্ (এব) অব্যয়ং (ভগবন্তং) সর্কে (বয়ং)
শরণং ব্রজাম (গচ্ছাম । যতঃ যঃ ব্রজটা স এব
অস্মাকং রক্ষিতা । ইতঃ অন্যঃ ন কশ্চিদুপায়ঃ
অস্তীতিভাবঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন, আমি (ব্রহ্মা), রুদ্র
তোমরা, অসুর, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উত্তিজ, স্বৈদজ ;
এই সকলই তাঁহার অবতাররূপ পুরুষের অংশের
(ব্রহ্মার) কলা (মরীচ্যাди) হইতে সৃষ্টি হইয়াছি,
অতএব সেই অব্যয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ঘর্ম্মজাতয়ঃ স্বৈদজাঃ । যস্যাবতারঃ
পুরুষস্তেনাহং ভবশ্চ বিসর্জিতৌ বিবিধাং সৃষ্টিং
কারিতৌ পুরুষাংশেন ময়া চ মরীচ্যাদয়ঃ । মৎকলা-

ভির্মরীচ্যাডিভিঃ পুত্রপৌত্রদ্বারা অসুরাদয়ো বিসর্জিতাঃ
॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঘর্ম্মজাতয়ঃ’—স্বৈদজ প্রাণি-
গণ । ‘যস্য অবতারাংশ-কলাবিসর্জিতাঃ’—যাঁহার
অবতাররূপ পুরুষ, তাঁহার দ্বারা আমি (ব্রহ্মা) ও
রুদ্র বিবিধ সৃষ্টি করিয়া থাকি । তন্মধ্যে সেই
পুরুষের অংশরূপী আমি (ব্রহ্মা) মরীচি প্রভৃতি সৃষ্টি
করি । আমার অংশ মরীচিগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে
দেবতা, অসুরাদি সৃষ্টি করেন ॥ ২১ ॥

ন যস্য বধ্যো ন চ রক্ষণীয়ো

নোপেক্ষণীয়াদরণীয়পক্ষঃ ।

তথাপি সর্গস্থিতিসংসমার্থং

ধত্তে রজঃসত্ত্বতমাংসি কালে ॥ ২২ ॥

অর্থঃ—(যদ্যপি) যস্য (বৈষম্য-নৈর্ঘ্যাদি-
প্রাকৃতগুণরহিতস্য ভগবতঃ কশ্চিৎ জনঃ) ন বধঃ
(বধ্যযোগ্যঃ) ন চ রক্ষণীয়ঃ, ন (চ) উপেক্ষণীয়া-
দরণীয়পক্ষঃ (উপেক্ষণীয়ঃ আদরণীয়ঃ বা পক্ষঃ
অস্তি) তথা অপি (জগতঃ) সর্গস্থিতি-সংসমার্থং
কালে (সৃষ্টাদ্যুপযুক্ত কালে) রজঃ সত্ত্বতমাংসি ধত্তে
(বিভক্তি । অন্নং ভাবঃ—গুণানাং বধাদিশক্তিত্বাৎ
তমঃসত্ত্বরজোভিঃ গুণৈঃ এব বধরক্ষণোপেক্ষণানি
ক্রিয়ন্তে তত্র পরমেশ্বরে কেবলং তেষামুপচারঃ ইতি
ভাবঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবানের বধ্য, রক্ষণীয়, উপেক্ষণীয়
বা আদরণীয় কেহ নাই, তথাপি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-
সংহারার্থ তত্ত্বকালে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ধারণ
করেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ন যস্য বধ্য ইতি তস্য সর্বত্র সাম্যা-
দिति ভাবঃ । ননু তহি বধাদয়ঃ কথং জগতি দৃশ্যন্তে
তত্রাহ ধত্তে ইতি । গুণানাং তচ্ছক্তিত্বাৎ সৃষ্টাদ্যর্থং
সএব রজ আদি ধত্তে ইত্যুচ্যতে তমঃসত্ত্বরজোভিঃ-
গুণৈরেব বধরক্ষণোপেক্ষণানি ক্রিয়ন্তে তত্র পরমেশ্বরে
কেবলমুপচার ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন যস্য বধ্যঃ’—যে পরমা-
নন্দ-বিগ্রহ গ্রীভগবানের বধ্য বা রক্ষণযোগ্য, উপেক্ষা-
যোগ্য বা আদরণযোগ্য কেহ নাই, ইহার দ্বারা তাঁহার

সর্বত্র সাম্য বলা হইল। যদি বলেন - দেখুন, তাঁহার বধ প্রভৃতি কিজন্য জগতে দৃষ্ট হয়? তাহাতে বলিতেছেন—‘ধত্তে’, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিমিত্ত যথাসময়ে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ আশ্রয় করেন। গুণসমূহ তাঁহারই শক্তি বলিয়া সৃষ্টাদির প্রয়োজনে তিনিই রজঃ আদি গুণ আশ্রয় করেন, এরাপ বলা হয়। তমঃ, সত্ত্ব ও রজোগুণের দ্বারাই বধ, রক্ষণ ও উপেক্ষা করা হয়, তদ্বিশেষে পরমেশ্বরে কেবল উপচার—এই ভাব ॥ ২২ ॥

মঞ্চ—অনুগ্রাহ্যতয়াপক্ষা দেবানাং অর্থতো হরেঃ ইতি চ ॥ ২২ ॥

অন্যত্র তস্য স্থিতিপালনক্ষণঃ

সত্ত্বং জুষাণস্য ভবায় দেহিনাম্ ।

তস্মাদব্রজামঃ শরণং জগদুত্তমং

স্থানাং স নো ধাস্যতি শং সুরপ্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—দেহিনাং ভবায় (স্থিত্যে) সত্ত্বং জুষাণস্য সত্ত্বগুণোন্মেষনিমিত্তকর্মানুগুণং প্ররুতস্য) তস্য (ভগবতঃ) অয়ং চ স্থিতিপালনক্ষণঃ (স্থিতিপালনস্য ক্ষণঃ কালঃ, সত্ত্বপ্রধানদেবাদিপালনকালোহয়মিতি। যতঃ এবং) তস্মাৎ (পূর্বে বয়ং) জগদুত্তমং (জগদ্ধিতিকারণং) শরণং ব্রজামঃ (রক্ষণোপায়ত্বেন অধ্যস্যামঃ। তহি) সঃ (অয়ং স্বতঃ এব) সুরপ্রিয়ঃ (সুরাঃ দেবাঃ প্রিয়াঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ ভগবান্) স্থানাং (শরণব্রজনমাত্রেন স্বীয়ত্বেন পরিগৃহীতানাং) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখং) ধাস্যতি (দাস্যতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—দেহীদিগের স্থিতির জন্য গৃহীত সত্ত্ব-গুণ ভগবানের অধুনা স্থিতি পালনের কাল, অতএব সেই জগদুত্তমর শরণ গ্রহণ করি। দেবপ্রিয়, তিনি আমাদের কল্যাণবিধান করিবেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু সম্প্রতি তমঃ কার্যবধকালো নেত্যা—অয়ং স্থিতির্মর্যাদা তস্যাঃ পালনক্ষণঃ সময়ঃ। সত্ত্বং জুষাণস্যোতি সম্প্রতি সত্ত্বং স্বীকুর্বন্ সুরপ্রিয়ঃ এব ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু সম্প্রতি তমোগুণের কার্য বধকাল নহে, ইহা বলিতেছেন—‘অয়ং চ স্থিতি-পালন-ক্ষণঃ’—স্থিতি বলিতে মর্যাদা, তাহার

পালন-ক্ষণ, অর্থাৎ শ্রীহরির ইহা স্থিতিরক্ষার সময়। ‘সত্ত্বং জুষাণস্য’—সম্প্রতি সত্ত্বগুণ স্বীকার করিয়া দেবতাপ্রিয় হইতে পারেন—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাভাষ্য সুরান্ বেধাঃ সহ দেবৈরিন্দম ।

অজিতস্য পদং সাক্ষাজ্জগাম তমসঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) অরিন্দম, (হে) কামক্লোষাদিদমন, রাজন্,) ইতি (ইতং) সুরান্ (দেবান্) আভাষ্য (কথয়িত্বা) বেধাঃ (সর্বং জগদ্বিদধাতি সৃজতীতি তথা তাদৃশঃ চতুর্মুখঃ ব্রজা) দেবৈঃ সহ সাক্ষাৎ তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (অতীতম্) অজিতস্য (ভগবতঃ) পদং (স্থানং ক্ষীরোদধিশ্চৈত-দ্বীপং) জগাম (গতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে শত্রুনাশন, ব্রজা দেবগণকে ইহা বলিয়া দেবগণের সহিত প্রকৃতির পরবর্তী ভগবানের পরম স্থান ক্ষীরোদসাগরস্থ শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পদং ক্ষীরোদধিশ্চৈতদ্বীপং, তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পদং’—ক্ষীরোদসাগরস্থ শ্বেতদ্বীপে, যাহা তমোগুণের পরবর্তী স্থান (সেখানে দেবগণের সহিত ব্রজা গমন করিলেন।) ॥ ২৪ ॥

তত্রাদৃষ্টস্বরূপায় শ্রুতপূর্ব্বায় বৈ প্রভুঃ ।

স্তুতিমশ্রুত দৈবীভিগীভিস্তুবহিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (ব্রজা) তত্রবৈ (পদে শ্বেতদ্বীপে) অদৃষ্টস্বরূপায় (ব্রজাদিভিঃ কদাপি ন দৃষ্টং স্বরূপং যস্য তস্মৈ) শ্রুতপূর্ব্বায় (পূর্ব্বং শ্রুতঃ বেদশাস্ত্রাদিভিঃ ইতি শ্রুতপূর্ব্বঃ তস্মৈ। তথাচ অজিতাখ্যঃ ভগবান্ অবতীর্ণঃ ইত্যোতাবৎ মাত্রং ব্রজাদিভিঃ শ্রুতং ন তু দৃষ্টং ইতি। অতঃ এবম্ভূতায় তস্মৈ) অবহিতেন্দ্রিয়ঃ (স্তোতুং সমাহিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) দৈবীভিঃ (লোকে অপ্র-সিদ্ধাভিঃ বৈদিকীভিঃ) গীভিঃ (বাক্যৈঃ) তু স্তুতিম্ অশ্রুত (অকরোৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ব্রজা তথায় অদৃষ্ট স্বরূপ, অথচ

পূৰ্বে শ্রুত সেই ভগবানকে সমাহিত চিত্তে বৈদিক
বাক্যদ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্টস্বরূপায়ৈ তত্র বর্তমানত্বেহপি
তদিচ্ছাং বিনা দ্রষ্টুমশক্তেঃ । অবশ্রুত অকরোৎ ।
দৈবীভিঃ পুরুষসূক্তাদিভিঃ বৈদিকীভিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অদৃষ্টস্বরূপায়’—পূৰ্বে
যাঁহার কথা কেবল শ্রবণই করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার
রূপ দেখেন নাই, কারণ সেখানে বর্তমান থাকিলেও
তাঁহার ইচ্ছা-বাতিরেকে কেহই তাঁহাকে দেখিতে
সমর্থ হন না । ‘দৈবীভিঃ গীভিঃ অবশ্রুত’—পুরুষ-
সূক্ত প্রভৃতি বেদবাক্যসমূহের দ্বারা ব্রহ্মা তাঁহাকে
স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং

গুহ্যশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্ ।

মনোহগ্রহানং বচসানিরুক্তং

নমামহে দেববরং বরেন্যম্ ॥ ২৬ ॥

অবয়বঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—(হে) দেব, অবিক্রিয়ং
(প্রকৃতিবৎ স্বরূপানাথান্যাবরূপবিকাররহিতং) সত্যং
(সদৈব স্বরূপে অবস্থিতম্) অনন্তম্ (অন্তরহিতম্)
আদ্যম্ (অনাদিৎ) গুহ্যশয়ং (সর্বান্তর্গতং) নিষ্কলং
(নিরূপাধিম্) অপ্রতর্ক্যং (প্রকৃতি পুরুষসমান জাতীয়-
ত্বেন তন্মিতুমশক্যং) মনোহগ্রহানং (মনসঃ অগ্রে
অবিষয়েত্বেন যঃ অতিবর্ততে তথা মনসঃ অবিষয়ং)
বচসা অনিরুক্তং (নির্বাক্তম্ অশক্যং বাক্যাবিষয়ং
তং) বরেন্যং বরং (শ্রেষ্ঠং ভগবন্তং ত্বাং বয়ং) নমা-
মহে (নমস্কর্যম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব, আপনি
বিকাররহিত, সত্যস্বরূপ, অনন্ত-অনাদি, সর্বান্তর্গত,
নিরূপাধি, অপ্রতর্ক্য, মনেরও অগ্রগামী এবং বাক্যের
অবিষয়, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বরগীয়ে আপনাকে নমস্কার
করি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেব ত্বাং বয়ং নমাম এব ন তু
ধ্যাতুং স্তোতুঞ্চ প্রভবাম ইত্যাহঃ । মনসোহগ্রে হানং
যস্য তম্ । তথাচ শ্রুতিঃ । ‘অনেজদেকং মনসোজ-
বীয়ো নৈনন্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্শৎ । তদ্ধাবতোহন্যা-

নতোতি তিষ্ঠেদিতি’, বচসাপি অনিরুক্তং ‘যদ্বাচা নাভ্য-
দিতং যেন বাগভূদ্যতে’ ইতি শ্রুতঃ । অস্মন্ননোবচ-
সোর্থ্যায়িকত্বাৎ তব তু মায়াতীতত্বাদিত্যে ভাবঃ । মায়-
াতীতত্বে নিঃসর্গত্বাৎ অবিক্রিয়ং গুণানামেব বিকারধর্মত্বা-
দিত্যে ভাবঃ । ন চ মন আদ্যগম্যত্বেহপি তবাবশ্রুত-
মিত্যাহ সত্যম্ । ননু কিং ঘটপটাদিকমিব নেত্যাহ
অনন্তং কালদেশপরিচ্ছেদরহিতং যত আদ্যং সর্ব-
জগৎকারণম্ । অতএব সর্বেষামগম্যত্বাদ্গুহ্যমিব
শেতে ইতি তং, যতো নিষ্কলং নিরূপাধিম্ । যদ্বা ।
অপ্রমেয়ত্বান্নিষ্কলং ‘কলো নাকালমানস্মোরিত্যি’ মেদিনী ।
তত্র হেতুঃ অপ্রতর্ক্যম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে দেব ! তোমাকে আমরা
কেবল প্রণামই করিতেছি, কিন্তু ধ্যান করিতে বা
স্তুতি করিতে সমর্থ নহি, ইহা বলিতেছেন—‘মনোহগ্র-
হানং’—মনেরও অগ্রগতি যাঁহার, অর্থাৎ মন
অপেক্ষাও বেগবান বলিয়া মনদ্বারা বিচারের যিনি
অযোগ্য, তাঁহাকে । শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—“অনেজ-
দেকং মনসো জবীয়ো” (ঈশ—৪), অর্থাৎ ব্রহ্ম এক
ও গতিহীন হইয়াও মন হইতে অধিকতর বেগবান ;
দেবতা বা ইন্দ্রিয়সকল ইহাকে প্রাপ্ত হয় না । কারণ
ইনি সকলের পূর্বে গমন করেন । এই ব্রহ্ম বা
আত্মা অপর সকল দ্রুতগামী শক্তিকে অতিক্রম
করিয়া যান । এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণ-
শক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ধারণ করেন । বাক্যের
দ্বারাও তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না, যেমন শ্রুতিতে
উক্ত হইয়াছে—“যদ্বাচা নাভ্যদিতং যেন বাগভূদ্যতে”
(কেন—১।৫) অর্থাৎ যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন
না, পরন্তু যাঁহার দ্বারা বাক্য প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই
তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও । লোকে ‘ইহাই ব্রহ্ম’ বলিয়া
যে দৃশ্যমান অনাত্ম বাহ্য বস্তুর উপাসনা করে, উহা
ব্রহ্ম নহে ; তোমরা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না ।
আমাদের মন ও বাক্য মায়িক, কিন্তু তুমি মায়াতীত,
এইজন্যই তুমি আমাদের মন ও বাক্যের অগোচর
—এই ভাব । মায়াতীতত্বের হেতু বলিতেছেন—
‘অবিক্রিয়ং’, তুমি অবিক্রিয়, যেহেতু গুণসমূহেরই
বিকারধর্মত্ব (অর্থাৎ মায়ার সত্ত্বাদিগুণসকলের বিকার
হয়, কিন্তু তুমি আদ্যন্তরহিত ও নিগুণ বলিয়া তোমার
কোন বিকার নাই) —এই ভাব । মন প্রভৃতির

অগম্য হইলেও তুমি অবশ্য (মিথ্যারূপ) নহ, ইহা বলিতেছেন—‘সত্যম্’—তুমি সত্যস্বরূপ । দেখুন—তাহা হইলে কি ঘট, পট প্রভৃতির ন্যায় ? তাহাতে বলিতেছেন—না, তুমি ‘অনন্ত’ অর্থাৎ কাল, দেশাদির দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত, যেহেতু তুমি ‘আদ্যং’—সর্ব-জগতের কারণস্বরূপ । ‘গুহ্যশয়ং’—সকলের অগম্য বলিয়া ‘গুহ্যশয়’, অর্থাৎ গুহ্যতাই যেন শয়ন করিয়া আছে । যেহেতু তুমি ‘নিষ্কলং’—নিরূপাধি, অথবা—অপ্রমেয়ত্বহেতু তুমি নিষ্কল । মেদিনী কোষে উক্ত আছে—‘কল শব্দ পুংলিঙ্গ, কাল ও পরিমাণ অর্থ ।’ তাহার কারণ—‘অপ্রতীক্যম্’—বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া তুমি তর্কের (বিচারণের) অতীত ॥ ২৬ ॥

বিপশ্চিতং প্রাগমনোদ্বিগ্নান্যনা-

মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্ ।

ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ

তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ ২৭ ॥

অব্রণম্—প্রাগমনোদ্বিগ্নান্যনাং বিপশ্চিতং (জ্ঞাতারম্) অর্থেন্দ্রিয়াভাসম্ (অর্থাৎ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি তদ্ গ্রাহকাণি শ্রোত্রাদীনী তেষাম্ আভাসং প্রকাশকং জীবানাম্ অর্থেন্দ্রিয়প্রকাশকম্ ইত্যর্থঃ) অনিদ্রং স্বপ্নদ্রষ্টবদজ্ঞানরহিতং জাগ্রদাদ্যবস্থাত্মোপলক্ষণমবস্থাত্মরহিতমিত্যর্থঃ) অব্রণম্ (অদেহং কৰ্ম্মায়ত্তশরীররহিতম্) অপি চ যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) গৃধ্রপক্ষৌ (জীবপক্ষপাতিনৌ) ছায়াতপৌ (ছায়া অবিদ্যা আতপঃ তন্নিবৃত্তিকা বিদ্যা চ) ন (স্তঃ অতঃ) অক্ষরং (নিত্যং) খম্ (ইব সর্বব্যাপীনং) ত্রিযুগং (কৃতাদিষু ত্রিষু যুগেষু আবির্ভবন্তং) তং (ভগবন্তং) ব্রজামহে (শরণং ব্রজামঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার জ্ঞাতা, অর্থেন্দ্রিয়-প্রকাশক, অজ্ঞানরহিত, কৰ্ম্মায়ত্ত শরীর-শূন্য, যাঁহাতে জীব-পক্ষপাতিনী অবিদ্যা ও বিদ্যা নাই, অতএব সেই নিত্য ও আকাশবৎ সর্বব্যাপী ত্রিযুগ ভগবানের শরণাপন্ন হই ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অতন্তস্য সর্বজ্ঞত্বং সর্বাজ্ঞেয়ত্বঞ্চাহ বিপশ্চিতং প্রাণাদীনাং জ্ঞাতারম্ । আত্মা অহঙ্কারো দেহো জীবো বা । অর্থাৎ বিষয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি তদ্গ্রাহকাণি

তৈর্ন ভাসতে ইতি তং বিষয়নিষ্ঠেন্দ্রিয়াগোচরমিত্যর্থঃ । অনিদ্রং দ্রষ্টারং তদপি অব্রণং জীবদুঃখ-দর্শনেহপ্য-দুঃখিতং সর্বত্র হেতুঃ । যত্র যস্মিন্ গৃধ্রপক্ষৌ জীব-পক্ষতুলৌ ছায়াতপৌ অবিদ্যাবিদ্যে ন স্তঃ । অত-এবাক্ষরং খং নিত্যসুখরূপমিত্যর্থঃ । ‘খমিন্দ্রিয়ে সুখে স্বর্গ’ ইতি কোষঃ । নিত্যসুখমেব গণয়তি, ত্রিযুগং ত্রীণি যুগানি যত্র তং ষড়ৈশ্বর্য্যবন্তমিত্যর্থঃ । ব্রজামহে শরণং ব্রজামঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব ও সকলের অজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—‘বিপশ্চিতং’, যিনি প্রাণ প্রভৃতির জ্ঞাতা, অর্থাৎ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও আত্মার (অহঙ্কার, দেহ বা জীবের) জ্ঞাতা । ‘অর্থেন্দ্রিয়াভাসং’—অর্থ বলিতে বিষয় এবং তাহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যিনি প্রকাশিত হন না, তাঁহাকে, অর্থাৎ বিষয়-নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়বর্গের যিনি অগোচর, এই অর্থ । ‘অনিদ্রং’—দ্রষ্টা (অর্থাৎ যিনি স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় অজ্ঞানরহিত), তাহা হইলেও ‘অব্রণম্’—জীবের দুঃখ দর্শন করিলেও অদুঃখিত, সর্বত্র কারণ—যাঁহার মধ্যে জীব-পক্ষপাতী অবিদ্যা ও বিদ্যার সম্পর্ক নাই । অতএব ‘অক্ষরং খং’—নিত্য সুখরূপ, এই অর্থ । অভিধানে উক্ত হইয়াছে—‘খ-শব্দের ইন্দ্রিয়, সুখ ও স্বর্গ অর্থ ।’ নিত্যসুখই নিরূপণ করিতেছেন—‘ত্রিযুগং’, তিনটি যুগ যাঁহাতে, অর্থাৎ যিনি ত্রিযুগে বিরাজমান, সেই ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ ভগবানকে আমরা আশ্রয় করিতেছি ॥ ২৭ ॥

মধব—

ছায়ত্ববিদ্যা সংপ্রোক্তাজন্যবিদ্যা তপঃ স্মৃতম্ ।

জীব-গৃধ্রস্য তে পক্ষাবধৌদ্ধূপথোঃ পৃথক্ ॥

তে বিশেষ্যন্ত ন বিদ্যোতে নিত্যবিদ্যা স্বরূপিণঃ ।

ইতি চ ॥ ২৭ ॥

অজস্য চক্রং ত্বজ্ঞেয়্যমাণং

মনোময়ং পঞ্চদশারমাণ্ড ।

হ্রিনাতি বিদ্যুচ্চলমণ্টনমি

যদক্ষমাহন্তমূতং প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অব্রণম্—অজস্য (জীবস্য) মনোময়ং (মনঃ-প্রধানং) পঞ্চদশারং (দশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাঃ চ

ইত্যেবং পঞ্চদশ অরাঃ শলাকাঃ যস্য তৎ) ত্রিনাভি (ত্রয়ঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণাঃ এব নাভিঃ যস্য তৎ) বিদ্যাক্ষলং (বিদ্যাদিব চলং চঞ্চলম্) অষ্টনেমি (“ভূমিরাপোহ-নলোবামুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ অহঙ্কারঃ” ইতি অষ্ট প্রকৃতয়ঃ এব নেমিঃ আবরণং যস্য তৎ তাদৃশম্) অজয়া (মায়য়া) আশু (শীঘ্রম্) ঈর্ষ্যমাণং (প্রের্যমাণং) চক্রং তু (চক্রবদাবর্তমানং দেহাদি) যদক্ষং (যঃ পরমাত্মা অক্ষঃ অধিষ্ঠানম্ আশ্রয়ঃ যস্য তৎ) আহঃ (কথয়ন্তি । বিবেকিনঃ) তন্ম ঋতং (সত্যম্ অহং) প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—বিবেকিগণ জীবের মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়-দশক ও পঞ্চপ্রাণরূপ পঞ্চদশশলাকাযুক্ত সত্ত্বাদিগুণ-রূপ নাভিগ্রন্থসম্বিত বিদ্যাতের ন্যায় চঞ্চল, ভূম্যাদি-প্রকৃতিরূপ অষ্টপরিধিসম্পন্ন, মায়াকর্তৃক দ্রুতবেগে পরাবর্তিত দেহচক্র ঘাঁহার আশ্রয় বলেন, আমরা সত্যস্বরূপ তাঁহার শরণ গ্রহণ করি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবজ্ঞাতঃ স এব জীবেরূপাস্যো যতো জীবাবিদ্যা তদাশ্রয়েবেত্যাহ অজস্য জীবস্য চক্রং সংসারচক্রং অজয়া মায়য়া প্রের্যমাণং চাল্যমানং মনোময়ং মনঃপ্রধানং দশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাশেচ্যেবং পঞ্চদশ অরা যস্য আশু শীঘ্রং ত্রয়োগুণা নাভিরিব মধ্যে যস্য বিদ্যাদিব চলং অষ্টপ্রকৃতয়ো নেময় ইবা-বরণাণি যস্য তৎ । যদক্ষং যঃ পরমেশ্বর এবাক্ষো যস্য তৎ যদধিষ্ঠানমাহরিত্যর্থঃ । তং ঋতং প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকার যিনি, তিনিই জীবের উপাস্য, যেহেতু জীবের যে অবিদ্যা, তাহা তাঁহার আশ্রয়েই বর্তমান, ইহা বলিতেছেন—‘অজস্য চক্রং’, জীবের এই সংসারচক্র, ‘অজয়া ঈর্ষ্যমাণং’—মায়ার দ্বারা ঘূণিত হইতেছে । উহা মনোময়, অর্থাৎ মন এই চক্রের প্রধান অংশ, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ এই পঞ্চদশটি এই চক্রের অরা (অর্থাৎ চক্রের মধ্য-ভাগে গ্রথিত ও চারিদিকে প্রান্তভাগে সংলগ্ন শলাকা), ‘আশু’—উহা শীঘ্রগামী । ‘ত্রিনাভি’—সত্ত্বাদি তিনটি গুণ নাভির ন্যায় উহার মধ্যভাগে অবস্থিত । উহা বিদ্যাতের ন্যায় চঞ্চল । ‘অষ্টনেমি’—প্রকৃতি, মহ-ত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দাদি পঞ্চতন্ত্র (ক্রিতি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ)—এই আটটি ঐ চক্রের নেমি

অর্থাৎ প্রান্তভাগের ন্যায় আবরণস্বরূপ । ‘যদক্ষং’—যে পরমেশ্বরই এই চক্রের অক্ষ, অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা অবলম্বন, ‘তং ঋতং’—সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাগত হইতেছি ॥ ২৮ ॥

মধ্ব—গুণত্রয়নাভি । বিদ্যাদ্রক্ষ, ‘বিদ্যাদ্রক্ষেত্যু-পাসীত ইতি শ্রুতেঃ । জগচ্চক্রস্যাক্ষভূতো বলরূপশ্চ কেশবঃ । ইতি চ ॥ ২৮ ॥

য একবর্ণং তমসঃ পরং ত-

দলোকমব্যাক্তমনস্তপারম্ ।

আসাধকারোপসুপর্ণমেন-

মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ॥ ২৯ ॥

অবয়বঃ—যঃ (দেবঃ) একবর্ণং জ্ঞানৈকস্বরূপম্ একপ্রকারং শুদ্ধসত্ত্বময়ং) তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (অতীতং) অলোকম্ (অদৃশ্যং সংসারাভিঃ দ্রষ্টুম-শক্যম্) অব্যাক্তং (নিবিকল্পম্) অনস্তপারং (কালতঃ দেহতশ্চ অপরিচ্ছিন্নম্ এবজ্ঞাতম্) উপসুপর্ণং (সুপর্ণাঃ নিত্যসিদ্ধাশ্রকাঃ হংসাঃ তেষাং সমীপং সমীকৃষ্টং সিদ্ধজীবসমীপে সুবর্ণবৎপ্রকাশবহনমিত্যর্থঃ) তৎ (ব্রহ্মৈব পদং) আসাধকার (উপবিবেশ অধিষ্ঠিত-বান্) এনং (যঞ্চ) ধীরাঃ (সাধবঃ) যোগরথেন (যোগ-মার্গেণ প্রাপ্তিসাধনেন উপায়েন) উপাসতে (আরাধ্যন্তি তন্ম বয়ং নমামঃ ইতি শেষঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানৈকস্বরূপ, প্রকৃতির পর অদৃশ্য ও অব্যাক্ত, কালতঃ ও দেহতঃ পরিচ্ছদ-রহিত, সিদ্ধ জীবগণের সমীপে সুপর্ণবৎ প্রকাশিত, ধীরগণকর্তৃক যোগরূপ উপায়দ্বারা উপাসিত, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাপ্তিপ্রকারমভিব্যঞ্জয়তি য ইতি । একবর্ণমেকাক্ষরং প্রণবরূপং সুপর্ণং গরুড়ং য উপ আধিক্যেন উপরি বা আসাধকার অধ্যাস্তে স্ম । কীদৃশং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তৎ তৎ প্রসিদ্ধং অলো-কং লোকাভীতং অতএব অব্যাক্তং লোকাগম্যং তত্র হেতুঃ অনস্তপারং সর্ববেদরূপত্বাদর্থতঃ শব্দতশ্চ এতাবত্তয়া নিশ্চেতুমশক্যং এবজ্ঞাতং প্রণব-সুপর্ণ-মারূঢ়ং এনং পরমেশ্বরং যোগ এব রথস্তেন যোগ-লক্ষণং রথমারূহ্যত্যার্থঃ । উপাসতে উৎসাহস্বায়িনা

বীররসেন যুদ্ধায়া ইবেত্যর্থঃ । তন্মাং মোক্ষানন্দ-
জিহ্ময়েতি ভাবঃ । ধীরা যুদ্ধাদনপসরন্তঃ তং
নমামেত্যন্তরেণাম্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রপত্তির প্রকার বলিতেছেন
—‘যঃ’ ইত্যাদি, ‘একবর্ণং’—যিনি একাক্ষর প্রণব-
রূপ গুরুড়ের উপর (ভক্তগুরুর জন্য) উপবিষ্ট
রহিয়াছেন । তাহা কিরূপ ? তাহাতে বলিতেছেন—
‘তমসঃ পরং’—যাহা প্রকৃতির পর সুপ্রসিদ্ধ লোকা-
তীত, অতএব অব্যক্ত অর্থাৎ সর্বলোকের অগম্য,
তাহার কারণ—‘অনন্তপারং’, সর্ববেদরূপ বলিয়া
যাহা অর্থতঃ ও শব্দতঃ ইহা এইরূপ—এইপ্রকারে
নিশ্চয় করিতে অশক্য ; এই প্রকার প্রণবরূপ সুপর্ণে
আরোহণ এই পরমেশ্বরকে, ‘যোগরথেন’—যোগরূপ
রথে আরোহণ করিয়া ধীর পুরুষগণ (ভক্তগণ)
উপাসনা করেন, যেমন বীরগণ উৎসাহরূপ স্থায়ী
বীররসের দ্বারা যুদ্ধ করেন—এই অর্থ । অতএব
আমাকে মোক্ষানন্দ আশ্বাদন করাইবার নিমিত্ত—
এই ভাব । বীরগণ যুদ্ধ হইতে অপসরণ না করিয়া
যেমন যুদ্ধ করেন, তদ্রূপ ধীরপুরুষগণ যোগরূপ
উপায়দ্বারা যাঁহার উপাসনা করেন, ‘তং নমাম’—
আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি, ইহা পরবর্তী শ্লোকের
সহিত অম্বয় ॥ ২৯ ॥

ন যস্য কশ্চাতিতত্ত্বি মায়াম্
যয়া জনো মুহাতি বেদ নার্থম্ ।
তং নির্জিতাশ্বাশ্বগুণং পরেশং
নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) মায়াম্ কশ্চ (কশ্চি-
দপি মৎসদৃশঃ জনঃ) ন-অতিতত্ত্বি (ন অতিক্রামতি)
যয়া (মায়য়া) জনঃ মুহাতি । অর্থম্ (আশ্বস্বরূপং চ)
ন বেদ (জানাতি) নির্জিতাশ্বাশ্বগুণং (নির্জিতঃ আশ্বা
আশ্বশক্তিঃ মায়্যা তদ্গুণাশ্চ যেন তং তাদৃশং) পরেশং
(পরেষাম্ অস্মাকমপি ঈশম্ ঈশ্বরং) ভূতেষু (সর্বেষু
প্রাণিষু) সমং চরন্তম্ তম্ (অন্তরাশ্বতয়া নিয়মন্তং
তং ভগবন্তং বয়ং ।) মাম্ (নমস্কর্ম্যঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে মায়াদ্বারা লোক মোহিত হয় এবং
আশ্ব স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহার সেই মায়্যা

কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । যিনি মায়্যা
ও মায়ার গুণকে বশীভূত করিয়াছেন, এবং সর্বভূতে
সমভাবে বর্তমান, আমরা সেই পরেশকে প্রণাম করি
॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভবিষ্ণুতামাহ ন যস্যোতি কশ্চ
কোহপি প্রপত্তিং বিনেতি শেষঃ । নির্জিতা বশীকৃত
আশ্বানো জীবা আশ্বশক্তির্মায়্যা তদ্গুণাশ্চ যেন তম্
॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রভাবশালিত্ব বলিতে-
ছেন—‘ন যস্য কঃ চ’—যাঁহার শ্রীচরণে প্রপত্তি
ব্যতিরেকে তাঁহার মায়াকে কেহই অতিক্রম করিতে
পারে না । ‘নির্জিতাশ্বাশ্ব-গুণং’—নির্জিত অর্থাৎ
বশীকৃত হইয়াছে আশ্বা বলিতে জীব, আশ্বশক্তি
অর্থাৎ মায়্যা এবং তাহার গুণসকল যাঁহা কর্তৃক,
তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি আশ্বশক্তি, মায়্যা ও মায়িক
গুণসমূহকে জয় করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরকে)
প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—আশ্বা চ আশ্বগুণাশ্চ নির্জিতা যেন ॥ ৩০ ॥

ইমে বয়ং যৎপ্রিয়ম্ভব তস্বা
সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ ।
গতিং ন সূক্ষ্মাশ্বশ্যশ্চ বিদ্যহে
কুতোহসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—ইমে বয়ং (দেবাসঃ) ঋষয়ঃ চ যৎপ্রিয়ম্ভা
এব (যস্য ভগবতঃ প্রিয়ম্ভা এব) তস্বা (শরীরভূতেন)
সত্ত্বেন সৃষ্টাঃ (সত্ত্বগুণপ্রধানাঃ অপি) বহিরন্তরাবিঃ
(বহিষ্ঠ অন্তষ্ঠ সত্তাপ্রকাশভ্যাম্ আবিঃ আবির্ভূত-
জ্ঞানাঃ অপি যস্য ভগবতঃ) সূক্ষ্মাং গতিং (নিকৃপাধি-
স্বরূপং) ন বিদ্যহে (বিদ্যঃ) ইতরপ্রধানাঃ (রজস্তমো-
ময়াঃ) অসুরাদ্যাঃ কুতঃ (কথং বিদুঃ । ন জানন্তি
ইতি ভাবঃ । অতঃ তং বয়ং নমামঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার প্রিয় মুষ্টিরূপ সত্ত্বগুণদ্বারা সৃষ্ট
আমরা ও ঋষিগণ বাহিরে ও অন্তরে সত্ত্বা ও প্রকাশ-
দ্বারা প্রকটিত তাঁহার সূক্ষ্ম গতি জানিতে পারিলাম
না, তাঁহাকে রজ ও তমোগুণপ্রধান অসুরাদিগণ কি
প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে ? (অতএব আমরা
তাঁহাকে প্রণাম করি) ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থং ন বেদেতি যদুত্তং তৎপ্রপঞ্চয়তি ইমে ইতি, বহিঃ কালরাপেণ অন্তরন্তর্য্যামিরূপেণ আবিঃ প্রকটামপি গতিং চরিত্তং ঋষয়ঃ সন্তো ন বিদ্বাঃ । ইতরপ্রধানা রজস্তমোময়াঃ কুতো বিদুস্তং নমামেতি পূর্বেগান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অর্থং ন বেদ’ (৩০ শ্লোক) —অর্থাৎ যাঁহার মায়ার প্রভাবে লোক নিজ স্বরূপও অবগত হইতে পারে না, এই পূর্বোক্ত কথাই বিবৃত করিতেছেন—‘ইমে’ ইত্যাদি । ‘বহিঃ অন্তঃ আবিঃ’ —বাহিরে কালরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশমান হইলেও যাঁহার চরিত্ত আমরা (সত্ত্বপ্রধান দেবগণ) এবং ঋষিগণও জানিতে পারি না, ‘ইতর-প্রধানাঃ’—তাঁহাতে রজঃ ও তমোগুণপ্রধান অসুরাদি জীবগণ কিপ্রকারে তাঁহাকে অবগত হইবে ? আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি, এই পূর্বের সহিত অম্বয় ॥ ৩১ ॥

পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতিব যস্য

চতুর্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ ।

স বৈ মহাপুরুষ আত্মতন্ত্রঃ

প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ ॥ ৩২ ॥

অম্বয়ঃ—ইয়ং মহী (পৃথিবী) যস্য (ভগবতঃ) স্বকৃতা এব (স্নেন সৃষ্টেব) পাদৌ । যত্র (মহ্যাং) হি (নিশ্চিতং) চতুর্বিধঃ (জরায়ুজাওজস্বেদজোজ্জিহ্ব-রূপঃ) ভূতসর্গঃ (প্রাণিসমূহঃ ভবতি) সঃ বৈ আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ) মহাপুরুষ (পরমপুরুষঃ) মহাবিভূতিঃ (মহতী বিভূতিঃ ঐশ্বর্য্যং যস্য সঃ তাদৃশঃ) ব্রহ্ম (অপ্রচ্যুতরূপঃ ভগবান্ অস্মাকং) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যে পৃথিবীতে জরায়ুজাদি চতুর্বিধ ভূত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পৃথিবীতে যাঁহার স্বকৃত পাদদ্বয়, সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষ মহৈশ্বর্য্যশালী অপ্র-চ্যুত স্বরূপ ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২

বিশ্বনাথ—অতো বয়ং তব শূলং দৃশ্যং বৈরাজ-রূপং জানীম ইতি ব্যাঞ্জনং প্রার্থয়তে । পাদৌ মহীতি দ্বাদশভিঃ । মহত্যাঃ পৃথীজলাদ্যা বিভূতয়ো যস্য সঃ ।

প্রসীদতাং প্রসীদতু । ব্রহ্মমুক্তিহাদ্ ব্রহ্ম । ‘পৃথিবী বায়ু-রাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্ । বিকারঃ পুরুষোহ-ব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিতি’ বিভূতি-গণনাধ্যায়ে পরমিত্যস্য ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যানাৎ । ‘পরাত্পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ’ ইতি যামুনাত্ম্যাকৃত স্তোত্রাচ্চ, ‘ব্রহ্মপি মহাবিভূতির্য়স্যোতি’ সন্দর্ভঃ । ততশ্চ প্রাকৃতে লোকে প্রাকৃত্যঃ পৃথিব্যাদয়ঃ ক্ষুদ্রা এব বিভূতয় ইতি তা এব নিদিশতি পাদাবিতি চিন্ময়মূর্ত্তেস্য পাদয়োবিভূতিত্বাৎ পাদৌ ইয়ং মহী স্বকৃতা স্নেনৈব সৃষ্টা যত্র মহ্যাং জরায়ুজাদিশ্চতুর্বিধঃ । স বৈ স তু মহাপুরুষ ইতি বৈরাজোহয়ন্ত প্রাকৃতঃ পুরুষঃ ইতি ভাবঃ । আত্মতন্ত্র-বৈরাজোহয়ন্ত কালপরতন্ত্রেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমরা তোমার শূল দৃশ্য বৈরাজরূপকে (বিরাট রূপকে) জানি, ইহা ব্যক্ত করতঃ প্রার্থনা করিতেছেন—‘পাদৌ মহী’ ইত্যাদি দ্বাদশটি শ্লোকে । ‘মহা-বিভূতিঃ’—মহান্ পৃথিবী জল প্রভৃতি যাঁহার বিভূতি, সেই (বৈরাজরূপী) মহাপুরুষ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । ‘ব্রহ্ম’—ব্রহ্মমুক্তি বলিয়া তিনি ব্রহ্ম । শ্রীত্রৈলোক্যে ‘পৃথিবী, বায়ুরাকাশঃ’ (১১।১৬।৩৭), অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিঃ এই পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্ত্ব, পঞ্চমহাত্মত, একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকার, জীব, প্রকৃতি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয় এবং পরব্রহ্ম—এ সমস্তই আমি, এই ভগবানের বিভূতি-গণনাধ্যায়ে ‘পরম্’ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । শ্রীযামুনাত্ম্যাকৃত স্তোত্রে—“পরাত্পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ” (১১ শ্লোক), অর্থাৎ পরাত্পর ব্রহ্মও তোমার বিভূতি । ব্রহ্মসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—“ব্রহ্মপি মহাবিভূতির্য়স্য”—অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপও যাঁহার মহা-বিভূতি । অতএব প্রাকৃত লোকে প্রাকৃত পৃথিবী প্রভৃতি তাঁহার ক্ষুদ্র বিভূতিসকল, ইহাই নির্দেশ করিতেছেন—‘পাদৌ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ চিন্ময়মূর্ত্তি তাঁহার পাদযুগলের বিভূতিরূপ বলিয়া এই পৃথিবী ‘স্বকৃতা’—তাঁহার নিজের দ্বারাই সৃষ্ট, যে পৃথিবীতে জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রাণী সৃষ্ট হয় । ‘স বৈ মহাপুরুষঃ’—তিনিই মহাপুরুষ, এই বলিয়া এই বৈরাজরূপ প্রাকৃত পুরুষ—এই ভাব । ‘আত্মতন্ত্রঃ’

—তিনি স্বতন্ত্র মহাপুরুষ, আর এই বৈরাজরূপ কাল-
পরতন্ত্র—এই ভাব ॥ ২ ॥

অন্তস্ত যদ্রেত উদারবীৰ্য্যং

সিদ্ধান্তি জীবন্ত্যত বর্দ্ধমানাঃ ।

লোকা যতোহখিললোকপালাঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—উদারবীৰ্য্যম্ (উদারং বীৰ্য্যং শক্তিঃ
যস্য তৎ তাদৃশম্) অন্তঃ (জলং) তু যদ্ রেতঃ (যস্য
ভগবতঃ রেতঃ বীৰ্য্যং কার্য্যভূতমিত্যর্থঃ) অথ অখিল-
লোকপালাঃ (লোকপালসহিতাঃ) ব্রহ্মঃ লোকাঃ (যতঃ)
সিদ্ধান্তি (জায়ন্তে যেন চ) জীবন্তি উত (অপি চ যন্ত)
বর্দ্ধমানাঃ (ভবন্তি) সঃ মহাবিভূতিঃ (ব্রহ্মপদবাচ্যঃ
ভগবান্) নঃ (অস্মাকং) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু)
॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অখিল লোকপাল সহিত লোকব্রহ্ম যে
জল হইতে উৎপন্ন এবং যাহাতে জীবিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
হয়, মহাশক্তি সেই জল যাঁহার বীৰ্য্য স্বরূপ, সেই
মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৩

বিশ্বনাথ—উদারবীৰ্য্যং মহাশক্তিকম্ । যতোহস্তসো
লোকাদয়ঃ সিদ্ধান্তি জায়ন্তে ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উদারবীৰ্য্যং’—উদার বীৰ্য্য
বলিতে শক্তি যাহার, সেই মহাশক্তিশালী জল যাঁহার
রেতঃ-স্বরূপ । ‘যতঃ’—যে জল হইতে লোকাদি
(অর্থাৎ এই লোকসমষ্টি এবং নিখিল লোকপালগণ)
উৎপন্ন, জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়, (সেই মহাবিভূতিশালী
পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৩ ॥

মধ্ব—

সূর্য্যসোমমহমেন্দ্রাদী-নুতেহন্যে লোকপা অপি ।

অভিজীবন্তি সোমাচ্চ মহেন্দ্রাদীনুতেহখিলাঃ ॥

অপাং সোমস্য চেন্দ্রাদ্যাঃ সর্ব্বং বৈ জীবনপ্রদাঃ ।

ইতি চ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

সোমং মনো যস্য সমামনন্তি

দিবৌকসাং যো বলমন্ধ আয়ুঃ ।

ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যঃ (সোমঃ) দিবৌকসাং (দেবানাম্)
অন্ধম্ (অন্ধম্ অতএব) বলম্ আয়ুঃ (চ ভবতি ।
যশ্চ) নগানাং (বৃক্ষাণাম্) ঈশঃ (যশ্চ) প্রজানাং
প্রজনঃ (প্রকার্ষেণ জনয়তীতি প্রজনঃ ভবতি) সোমং
(তাদৃশং চন্দ্রং) যস্য (ভগবতঃ) মনঃ সমামনন্তি
(বুধাঃ কথয়ন্তি ।) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ
(অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—দেবগণের অন্ন, বল ও আয়ু, ব্রহ্ম
সকলের ঈশ্বর এবং প্রজাগণের শ্রষ্টা, সোমকে
পণ্ডিতগণ যাঁহার মন বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতি
ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যঃ সোমো দেবানামন্ধঃ অতএব বল-
মায়ুশ্চ । নগানাং বৃক্ষাণাং, প্রকার্ষেণ জনয়তীতি
প্রজনঃ শুক্লস্য সোমাশ্বকহ্মাৎ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যঃ’—যে সোম দেবতাদিগের
অন্ন, অতএব বল ও আয়ুরূপ । ‘নগানাং’—বৃক্ষ-
গণের যিনি ঈশ্বর এবং প্রজাগণের ‘প্রজনঃ’—উৎপা-
দক, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহা উৎপাদন করে,
কারণ শুক্ল সোমাশ্বক । (সেই সোমকে পণ্ডিতগণ
যাঁহার মন বলিয়া বর্ণন করেন, সেই মহাবিভূতি-
শালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৪ ॥

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা

জাতঃ ক্লিষ্টাকাণ্ডনিমিত্তজন্মা ।

অন্তঃসমুদ্রেহনুপচন্ স্বধাতৃন্

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ক্লিষ্টাকাণ্ডনিমিত্তজন্মা (ক্লিষ্টাকাণ্ডমেব
নিমিত্তং তত্ত্বথা তেন নিমিত্তেন জন্ম যস্য সঃ তাদৃশঃ)
অন্তঃ সমুদ্রে (উদরমধ্যে) স্বধাতৃন্ (পাকার্হানেবান্না-
দীন্, সমুদ্রে অপি বাডবরূপেণ উদকান্যেব) অনুপচন্
(নিরন্তরং পচন্) জাতবেদাঃ (জাতং বেদঃ ধনং
যস্মাৎ অথবা জাতং সর্ব্বং বেদীতি জাতবেদাঃ)
অগ্নিঃ যস্য তু (ভগবতঃ) মুখং (অগ্নিদ্বারৈবাহতি-
গ্রহণাৎ মুখস্বরূপঃ) জাতঃ (উৎপন্নঃ) সঃ মহাবিভূতিঃ
(ভগবান্) ন (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ
ভবতু) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ক্লিষ্টাকাণ্ডের নিমিত্তই যাঁহার জন্ম,

অন্তঃসমুদ্রে বা উদরমধ্যে যিনি পাকাহ্ন অন্নাদি অথবা বাড়বানলরূপে জলসমূহ নিরন্তর পাক করেন, সেই জাতবেদা অগ্নি যাঁহার মুখে, সেই মহাবিভূতি পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—জাতং বেদো ধনং যস্মাৎ সঃ । অন্তঃসমুদ্রে উদরমধ্যে । স্বধাতুন্ পাকাহ্নানেবান্নাদীন্ পচন্ প্রসিদ্ধসমুদ্রেহপি বাড়বরূপেণ জলানি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জাতবেদা’—যাহা হইতে বেদ বলিতে ধন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ধনপ্রসবকারী অগ্নি (অর্থাৎ যজ্ঞে অর্চিত হইয়া যে অগ্নি যজ্ঞমানের অতীষ্ট দান করেন) । ‘অন্তঃসমুদ্রে’—যে অগ্নি জীবের উদরমধ্যে থাকিয়া, ‘স্বধাতুন্’—পরিপাকযোগ্য অন্নাদি পরিপাক করেন এবং প্রসিদ্ধ সমুদ্রেও বড়বানলরূপে জল প্রভৃতির পাক করেন ॥ ৩৫ ॥

মধ্ব—সমুদ্রে উদরে ॥ ৩৫ ॥

যচ্চক্ষুরাসীৎ তরগির্দেবযানং

ব্রহ্মীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিক্ষ্যম্ ।

দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়ঃ—(যঃ) দেবযানং (দেবানাং সংসার মুক্তা গতানাং যানম্ অচ্চিরাদিমার্গদেবতা উত্তরায়ণমার্গদেবতা ইত্যর্থঃ যশ্চ) ব্রহ্মীময়ঃ (ব্রহ্ম্যাম্ মীয়তে ইতি ব্রহ্মীময়ঃ বেদপ্রতিপাদ্যে প্রধানমিত্যর্থঃ) এষঃ (যঃ চ) ব্রহ্মণঃ ধিক্ষ্যম্ (উপাসনাস্থানং যশ্চ) মুক্তেঃ দ্বারং চ (কারণম্) অমৃতং চ (পুণ্যলোকত্বাৎ যঃ অমৃতময়ঃ চ যশ্চ) মৃত্যুঃ (কালরূপত্বাৎ যঃ মৃত্যোঃ কারণং সঃ) তরগিঃ (সূর্য্যঃ) যচ্চক্ষুঃ (যস্য ভগবতঃ চক্ষুঃ) আসীৎ । সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাং (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অচ্চিরাদি বর্ষের দেবতা, ব্রহ্মীময়, ব্রহ্মের উপাসনা স্থান, মুক্তির দ্বার ও অমৃতস্বরূপ, কাল-রূপত্বপ্রযুক্ত মৃত্যুর কারণ, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তরগিঃ সূর্য্যঃ দেবযানম্ । অচ্চিরাদিমার্গদেবতা । ব্রহ্মীময়ঃ সৈষা ব্রহ্মেব বিদ্যা তপতীতি

শ্রুতেঃ । ব্রহ্মণোধিক্ষ্যমুপাসনা-স্থানম্ । ‘য এষো-হন্তরাদিত্যো হিরণ্ময়ঃ পুরুষ’ ইতি শ্রুতেঃ মুক্তেদ্বারং দেবযা ত্বাৎ অমৃতঞ্চ পুণ্যলোকত্বাৎ মৃত্যুশ্চ কালাত্মকত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তরগিঃ’—যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অচ্চিরাদি মার্গের (উত্তরায়ণমার্গের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ‘ব্রহ্মীময়ঃ’—যিনি ঋক্ যজুঃ ও সাম—এই বেদব্রহ্মস্বরূপ, শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—‘সেই ব্রহ্মী বিদ্যা যেখানে প্রকাশিত হয়’ ইত্যাদি । ‘ব্রহ্মণঃ ধিক্ষ্যম্’—যিনি ব্রহ্মের উপাসনার স্থান, অর্থাৎ যাঁহার মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় । শ্রুতিতে উক্ত আছে—‘আদিত্যের অভ্যন্তরে যিনি হিরণ্ময় পুরুষরূপে বিরাজমান ।’ ‘মুক্তেঃ দ্বারং’—যে সূর্য্য দেবযান বলিয়া মুক্তির দ্বারস্বরূপ, এবং যে সূর্য্য পুণ্যধাম বলিয়া অমৃতময় ও কালরূপী বলিয়া মৃত্যুরূপে গণ্য হন (সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষুঃ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বরের আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—অমৃতস্যেতিমুক্তেরিত্যস্য বিশেষণম্ ॥ ৩৬

প্রাণাদভূদুযস্য চরাচরাণাং

প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ ।

অম্বাস্ম সম্রাজমিবানুগাঃ বয়ং

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়ঃ—(যঃ) বায়ুঃ চরাচরাণাং (স্থাবরজঙ্গমানাং সর্ব্বেষামেব প্রাণিনাং) সহঃ বলম্ ওজঃ (সহ আদি ধর্ম্মবান্) প্রাণঃ চ (ভবতি) বয়ং (বুদ্ধাদ্যধিষ্ঠাতারো দেবাঃ) সম্রাজম্ অনুগাঃ (ভূত্যাঃ) ইব অম্বাস্ম (যং প্রাণম্ অনুসৃত্য স্থিতাঃ এবভূতঃ বায়ু) যস্য (ভগবতঃ) প্রাণাৎ (প্রাণেভ্যঃ) অভূৎ (জাতঃ) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাং (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—স্থাবর জঙ্গমের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ । সম্রাটের পশ্চাতে ভূত্যের ন্যায় আমরা যাহার অনুসরণ করি । এই প্রকার বায়ু যে ভগবানের প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য প্রাণাচ্চায়ুরিত্যম্বয়ঃ যো বায়ুশ্চরা-
চরাণাং সহ আদিধর্মবান্ প্রাণঃ যং প্রাণং বয়ং
বুদ্ধাদ্যধিষ্ঠাতারো দেবাঃ সত্ত্বাজং ভূত্যা ইব অম্বাশ্ম
॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যস্য প্রাণাৎ বায়ুঃ’—যাঁহার
প্রাণ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে—এই অম্বয় । যে
বায়ু ‘চরাচরাণাং’—স্থাবর-জঙ্গম মিথিল জগতের
মন, শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের সামর্থ্যাতি-ধর্মবিশিষ্ট,
ভূত্যাগণ যেরূপ সত্ত্বাটের অনুবর্তন করে, আমরা বুদ্ধি
প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ ‘যম্ অম্বাশ্ম’—যে
মুখ্য প্রাণের অনুবর্তন করিতেছি, (সেই মহাবিভূতি-
শালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ।) ॥ ৩৭ ॥

শ্রোত্রাদিশো যস্য হৃদশ্চ খানি
প্রজাজিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৮ ॥

অম্বয়ঃ—যস্য পুরুষস্য (ভগবতঃ) শ্রোতাৎ
(শ্রবণেন্দ্রিয়াৎ) দিশঃ (দিক্ সমূহাঃ জাতাঃ বভূবুঃ ।
যস্য ভগবতঃ হৃদঃ চ (হৃদয়াৎ) খানি (দেহগত-
চ্ছিদ্রাণি) প্রজাজিরে (জাতানি । যস্য) নাভ্যাঃ (নাভি-
মণ্ডলাৎ) প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ (প্রাণঃ পঞ্চরুতিঃ,
ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবঃ প্রাণাঃ নাগকূর্মা-
দম্নঃ চ শরীরং চ তেষাং কেতঃ আশ্রয়ভূত) খম্ (আকাশং
প্রজজ্ঞে), সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্
প্রতি) প্রসীদতাম্, (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যে ভগবানের শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্-
সমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল
হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয়
আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদঃ যস্য হৃদয়াকাশাৎ খানি দেহগত-
চ্ছিদ্রাণি নাভ্যাঃ সকাশাৎ খং কীদৃশং প্রাণঃ পঞ্চ-
রুতিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা মনশ্চ অসবো নাগকূর্মা-
দম্নঃ শরীরঞ্চ তেষাং কেতমাশ্রয়ভূতম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হৃদঃ’—যাঁহার হৃদয়াকাশ
হইতে ‘খানি’—দেহস্থিত রন্ধ্রসমূহ, ‘নাভ্যাঃ’ খম্—

নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে—কিরূপ
আকাশ ? তাহাতে বলিতেছেন—যাহা পঞ্চ প্রাণ,
ইন্দ্রিয়, মনঃ, নাগকূর্মা-দি পঞ্চ বায়ু এবং শরীর—
এই সকলের আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

বলান্নাহেন্দ্রজিহ্বাদিশাঃ প্রসাদা-
ন্ন্যোগিরীশো ধিমণাচ্ছিরিধঃ ।
খেভ্যস্ত হৃদ্যাংস্বাশ্রয়ো মেতুতঃ কঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়ঃ—(যস্য ভগবতঃ) বলাৎ মহেন্দ্রঃ (জজ্ঞে),
প্রসাদাৎ হ্রিদশাঃ (দেবাঃ জজিরে), মন্যোঃ (ক্ৰোধাৎ)
গিরীশঃ (জজ্ঞে), ধিমণাৎ (ধিমণায়াঃ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ)
বিরিধঃ (ব্রহ্মা জজ্ঞে), তু খেভ্যঃ (দেহচ্ছিদ্রেভ্যঃ)
হৃদ্যাংসি (বেদাঃ জজিরে, যস্য চ ভগবতঃ) মেতুতঃ
(ঋষিবৃন্দাঃ) কঃ (প্রজাপতিশ্চ জজিরে) সঃ মহা-
বিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্
(প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার তেজ হইতে মহেন্দ্র, প্রসন্নতা
হইতে দেবগণ, ক্রোধ হইতে গিরীশ, বুদ্ধি হইতে
ব্রহ্মা, দেহচ্ছিদ্র হইতে বেদসকল, মেতু হইতে ঋষি
ও প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভূতি
ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ধিমণায়াঃ বুদ্ধেঃ সকাশাৎ । খেভ্যঃ
দেহচ্ছিদ্রেভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ধিমণাৎ’—ধিমণায়াঃ (ধিমণা
শব্দ জীলিজ), যাঁহার বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, ‘খেভ্যঃ’—
দেহচ্ছিদ্র হইতে বেদসকল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীর্বক্ষস পিতরশ্চায়্যাসন্
ধর্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোহভূৎ ।
দৌর্যস্য শীর্ষোহস্পরসো বিহারাৎ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪০ ॥

অম্বয়ঃ—(যস্য ভগবতঃ) বক্ষসঃ শ্রীঃ (জাতা)
ছায়য়া (ছায়াসকাশাৎ) পিতরঃ আসন্ (জাতাঃ বভূবুঃ)
স্তনাৎ ধর্মঃ (জাতঃ) পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠদেশাৎ) ইতরঃ
(অধর্মঃ) অভূৎ । যস্য (ভগবতঃ) শীর্ষং (মস্তকাৎ)

দ্যৌঃ (স্বর্গঃ জাতঃ । যস্য চ ভগবতঃ) বিহারাৎ
(ক্রীড়াৎ) অপসরসঃ (জাতাঃ বভূবুঃ), সঃ মহাবিভূতিঃ
(ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ
ভবতু) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে গ্রী, ছায়া
হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম, পৃষ্ঠ দেশ হইতে
অধর্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ এবং ক্রীড়া হইতে অপসরো-
গণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্
আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ইতরোহধর্মঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইতরঃ’—অপর অর্থাৎ
অধর্ম যাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

বিপ্রো মুখাঙ্কুজ চ যস্য গুহ্যং
রাজন্য আসীজুজ্যোর্বলঞ্চ ।

উর্বোবিড়োজোহভিন্নরবেদশুদ্রো

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—যস্য (ভগবতঃ) মুখাৎ বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণ-
কুলং) গুহ্যং (অতীন্দ্রিয়ার্থাববোধি) ব্রহ্ম চ (বেদঃ চ)
আসীৎ । (যস্য চ ভগবতঃ) ভুজ্যোঃ (বাহুভ্যাং)
রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) বলং চ (আসীৎ । যস্য চ ভগ-
বতঃ) উর্বোঃ (উরুস্থলাৎ) বিট্ (বৈশ্যঃ) ওজঃ
(নৈপুণ্যং তস্য রুতিশ্চ আসীৎ । যস্য চ ভগবতঃ)
অবেদশুদ্রো (অবৈদঃ বেদব্যতিরিক্তা শুশ্রূষা, তদ্রুতি-
মান্ শূদ্রঃ চ) অভিন্নঃ (অভিন্নজৌ), সঃ মহাবিভূতিঃ
(ভগবান্) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ
ভবতু) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ এবং অতী-
ন্দ্রিয়ার্থ-ববোধি-বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় এবং বল,
উরুস্থল হইতে বৈশ্য ও তাহার রুতি, চরণদ্বয় হইতে
শুশ্রূষা ও তদ্রুতিসম্পন্ন শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই
মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—মুখাঙ্গিপ্রঃ গুহ্যং ব্রহ্ম বেদশ্চ । বিট্
বৈশ্যঃ । ওজঃ নৈপুণ্যং তস্য রুতিশ্চ, অভিন্নঃ অশ্লো-
কসকশাৎ অবৈদঃ বেদব্যতিরিক্তা শুশ্রূষারুতিঃ ।
তদ্রুতিমান্ শূদ্রশ্চ । বিশোহশ্লোববচ্চ শূদ্র ইতি চ
পাঠঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মুখাৎ’—যাঁহার মুখ হইতে
ব্রাহ্মণ ও পরমরহস্য বেদবাণী উৎপন্ন হইয়াছে ।
‘উর্বোঃ’—যাঁহার উরুস্থল হইতে বৈশ্য এবং ‘ওজঃ’
—বলিতে নিপুণতা ও তাহার রুতি, ‘অভিন্নঃ’—
অশ্লোক, চরণদ্বয় হইতে ‘অবেদঃ’—বেদ-ব্যতিরিক্ত
শুশ্রূষারুতি এবং তদ্রুতিসম্পন্ন শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে ।
এই স্থলে—“বিশোহশ্লো-রভবচ্চ শূদ্রঃ”—এইরূপ
পাঠান্তরে উরুস্থল হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র
উৎপন্ন হইয়াছে, এই অর্থ ॥ ৪১ ॥

লোভোহধরাৎ প্রীতিরূপর্ঘ্যভূদুদীতি-

নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ ।

ভ্রুবোর্মমঃ পক্ষাভবন্ত কালঃ

প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—(যস্য ভগবতঃ) অধরাৎ (অধরোষ্ঠাৎ)
লোভঃ অভূৎ, উপরি (উত্তরোষ্ঠাৎ চ) প্রীতিঃ (অভূৎ ।
যস্য ভগবতঃ) নস্তঃ (নাসিকাতঃ) দ্যুতিঃ (কাস্তিঃ
অভূৎ । যস্য চ ভগবতঃ) স্পর্শেন পশব্যঃ (পশুনাং
হিতঃ) কামঃ (অভূৎ । যস্য চ) ভ্রুবোঃ (সকশাৎ)
মমঃ (অভূৎ চ) কালঃ তু (যস্য ভগবতঃ) পক্ষাভবঃ
(পক্ষগো জাতঃ), সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ
(অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অধরোষ্ঠ হইতে লোভ, উদ্ভ-
রোষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে কাস্তি, স্পর্শদ্বারা
পাশব কাম, ভ্রুদ্বয় হইতে মম এবং পক্ষ হইতে কাল
উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—উপরি উত্তরোষ্ঠাৎ নস্তো নাসিকাতো
দ্যুতিঃ, পশব্যঃ পশুনাং হিতঃ কামঃ স্পর্শেনাভূৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপরি’—যাঁহার উপরের
ওষ্ঠ হইতে প্রীতি । ‘নস্তঃ’—নাসিকা হইতে দীপ্তি,
‘পশব্যঃ’—পশুগণের হিতজনক কাম উৎপন্ন হইয়াছে
(সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি
প্রসন্ন হউন ।) ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যং বয়ঃ কৰ্ম গুণান্ বিশেষং
 যদ্যোগমায়াবিহিতান্ বদন্তি ।
 যদুবিভাব্যং প্রবুধাপবাধং
 প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৪৩ ॥

অবয়বঃ—(কিং বহ্না) যৎ দুৰ্ব্বিভাব্যং (যৎ
 যস্য বস্তুনঃ স্বরূপং দুৰ্ব্বিভাব্যং চেতনাচেতনসজা-
 তীয়ত্বেন চিন্তয়িতুং অশক্যং) প্রবুধাপবাধং (প্রকৃষ্ট-
 বুধানাং অপবাধঃ নিষেধঃ প্রাকৃতত্বেন অগ্রহণং যস্য
 তৎ বিদ্বত্তিরপোহ্যমানং তৎ) দ্রব্যং (ভূতপঞ্চকং)
 বয়ঃ (কালং) কৰ্ম (জীবাদৃষ্টং) গুণান্ (সত্ত্বাদীন)
 বিশেষং (লৌকিক প্রপঞ্চং ব্রহ্মাণ্ডং তদুপলক্ষিতং
 কার্য্যবৰ্গকং) যদ্যোগমায়াবিহিতান্ (যস্য ভগবতঃ
 যোগমায়ায়া ঈক্ষণাত্মসঙ্কলেন বিহিতান্) বদন্তি
 (পণ্ডিতাঃ কথয়ন্তি । অর্থাৎ দ্রব্যাদিকং সর্বং বস্তু
 যস্য সঙ্কলেন ভবতি) সঃ মহাবিভূতিঃ (ভগবান্) নঃ
 (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্ন ভবতু) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—দুস্তক্যস্বরূপ, বৃথগণের অগ্রাহ্য, পঞ্চ-
 ভূত, কাল, কর্ম, গুণ এবং লৌকিক প্রপঞ্চ যাঁহার
 যোগমায়ারচিত বলিয়া (পণ্ডিতগণ) বর্ণন করেন,
 সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন
 ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রব্যং পৃথিব্যাদি ব্রহ্মোবিংশতিতত্ত্বং
 বয়ঃ কালং কর্ম চ তদ্বৈভূতান্ গুণান্ সত্ত্বাদীন যস্য
 যোগমায়্যৈব বিহিতান্ সৃষ্টান্ বদন্তি । যদ্যেভ্যঃ
 পৃথিব্যাদিভ্যো দুৰ্ব্বিভাব্যং বিশেষং প্রপঞ্চকং বদন্তি
 কীদৃশং প্রকৃষ্টবুধাণাং অপবাধং নিষেধং প্রাকৃত-
 ত্বেনাগ্রহণং যস্য তম্ । প্রবুধাববোধমিতি পাঠে
 দুৰ্ব্বিভাব্যমপি প্রকৃষ্টেবুধৈরেব অববোধ্যমিত্যর্থঃ ।
 তেন যস্য স্বরূপশক্তিবৈয়োগমায়ায়া বিভূতিঃ সত্ত্বাদি-
 গুণময়ী মায়া তস্যা বিভূতয়ঃ কাল-কর্মমহাদাদি
 পৃথিব্যন্তানি তত্ত্বানি তেষাং বিভূতিরিদং মায়িকং
 বিশ্বমেবাস্মাভিরবগম্যতে ইতি ব্যজিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্রব্যং’—দ্রব্য বলিতে পৃথি-
 ব্যাদি ব্রহ্মোবিংশতি তত্ত্ব, ‘বয়ঃ’—কাল, ‘কর্ম’—
 অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট এবং তাহার হেতুভূত সত্ত্বাদি
 গুণসমূহ যাঁহার যোগমায়ার দ্বারাই সৃষ্ট হয়, ইহা
 পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । ‘যদ’—যে পৃথিব্যাদি
 হইতে অচিন্ত্যনীয় ‘বিশেষ’ অর্থাৎ প্রপঞ্চ বর্ণিত হই-

যাছে । কিরূপ প্রপঞ্চ ? তাহাতে বলিতেছেন—
 ‘প্রবুধাপবাধং’, প্রকৃষ্ট বুধগণের অপবাধ বলিতে
 নিষেধ, অর্থাৎ প্রাকৃতত্বরূপে অগ্রহণ যাহার, তাহা
 (অর্থাৎ জ্ঞানিগণ বিচারদ্বারা যাহার বাস্তবত্ব নিরাস
 করেন, অথচ বস্তুতঃ যাহা দুর্জয়ে) । ‘প্রবুধাব-
 বোধম্’—এইরূপে পাঠান্তরে দুর্জয়ে হইলেও প্রকৃষ্ট
 জ্ঞানিগণের দ্বারাই যাহা অববোধ্য (জ্ঞাত)—এই
 অর্থ । ইহাতে যাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তি যোগমায়া,
 সেই যোগমায়ার বিভূতি সত্ত্বাদিগুণময়ী মায়া, তাহার
 বিভূতি কাল, কর্ম, মহাদাদি পৃথিব্যন্ত তত্ত্বসমূহ,
 তাহাদের বিভূতি এই মায়িক বিশ্বই আমরা জানিতে
 পারি—ইহা ব্যক্ত হইল ॥ ৪৩ ॥

নমোহস্তু তস্মা উপশান্তশক্তয়ে

স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে ।

গুণেষু মায়ারচিতেষু বৃত্তিভিঃ-

ন সজ্জমানায় নভস্বদৃতয়ে ॥ ৪৪ ॥

অবয়বঃ—উপশান্তশক্তয়ে (উপশান্তা নিরূপদ্রব্য-
 শক্তিঃ যস্য তস্মৈ সর্গাদানভিমুখচিদিচ্চকানাদি-
 শক্তয়ে) স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে (স্বরাট্ স্বতন্ত্রং স্ব-
 স্বরূপং তস্য ভাবঃ যাথাত্ম্যং স্বারাজ্যং তস্য লাভঃ
 স্বানন্দানুভবঃ তেন প্রতিপূরিতঃ আত্মা স্বরূপং যস্য
 তস্মৈ) মায়ারচিতেষু (মায়য়া রচিতেষু নির্ম্মিতেষু)
 গুণেষু (বিষয়েষু সজ্জাদিষু) বৃত্তিভিঃ (তদ্যোগ্যাভিঃ
 দুঃখলক্ষণাভিঃ বৃত্তিভিঃ) ন সজ্জমানায় (আসক্তি
 শূন্যায় নিরন্তরং দুঃখানুভূতিরহিতায়) নভস্বদৃতয়ে
 (নভস্বান্ বায়ুঃ তস্যেব উতিঃ লীলা যস্য তস্মৈ
 এবভূতায়) নমঃ অস্ত (ভবতু) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—নিরূপদ্রব্য শক্তিসম্পন্ন, স্বানন্দানুভবে
 পরিপূর্ণ স্বরূপ, মায়াদ্বারা নির্ম্মিত শব্দাদিতে শ্রবণাদি
 বৃত্তিদ্বারা অনাসক্ত এবং বায়ুর তুল্য লীলাকারী সেই
 ভগবান্কে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—মায়াতীতং স্বরূপং দূরবগম্যং কেবল-
 মস্মাভির্নমনীয়মেবেত্যাহ নম ইতি । উপশান্তাঃ
 সংবিদাদ্যা অন্তরঙ্গা শক্তয়ো যস্য তস্মৈ, স্বেন স্বরূপ-
 শক্তিব রাজত ইতি স্বরাট্ তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং
 তেনৈব লাভেন প্রতিপূরিত আত্মা মনো যস্য তস্মৈ ।

ননু তহি কথং সৃষ্টাদ্যাসক্তিস্তাহ গুণেতিবতি
বুভিভির্দর্শনাদিভিঃ নভস্বতো বায়োরিব উতিঃ
সৃষ্টাদিলীলা যস্য তস্মৈ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়াতীত তোমার স্বরূপ
আমাদের দুর্জ্ঞেয়, এইজন্য কেবল আমরা তোমাকে
নমস্কারই করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—‘নমঃ’
ইত্যাদি। ‘উপশান্ত-শক্তয়ে’—উপশান্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়
রহিয়াছে সংবিৎ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শক্তিসমূহ যাঁহার,
তাঁহাকে। ‘স্বারাজ্য-লাভ-প্রতিপূরিতাশ্রমে’—নিজের
স্বরূপশক্তিতেই যিনি বিরাজিত হন, তিনি স্বরাট,
তাহার ভাব, স্বারাজ্য, তাহার লাভে প্রতিপূরিত (পরি-
পূর্ণ) আত্মা বলিতে মনঃ যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ
স্বানন্দানুভবে পরিপূর্ণ, তাঁহাকে নমস্কার করি)।
দেখুন—তাহা হইলে সৃষ্টাদি কার্যে আসক্তি
কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—‘গুণেশু’, যিনি দর্শ-
নাদি বুভিধারা মায়াকল্পিত বিষয়সমূহে আসক্ত
নহেন। ‘নভস্বদৃতলে’—নভস্বান্ অর্থাৎ বায়ু, তাহার
ন্যায় উতি বলিতে সৃষ্টাদি লীলা যাঁহার, তাঁহাকে
(অর্থাৎ যাঁহার লীলা বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত, সেই
পরমেশ্বরকে প্রণাম করি) ॥ ৪৪ ॥

স ত্বং নো দর্শনাত্মানমস্মৎকরণগোচরম্ ।

প্রপন্নানাং দিদৃক্ষুণাং সস্মিতং তে মুখাস্থজম্ ॥৪৫॥

অবয়বঃ—সঃ ত্বং (ভগবান্) তে (তব) সস্মিতং
মুখাস্থজং (মুখারবিন্দং) প্রপন্নানাং (শরণাগতানাং)
দিদৃক্ষুণাং (দ্রষ্টুমিচ্ছানাং) অস্মৎকরণগোচরম্
(অস্মাকম্ চক্ষুরাদিকরণগোচরং চক্ষুবিষয়ং যথা
ভবতি তথা কৃত্বা) আত্মানং (নিজরূপং) নঃ (অস্মাকং)
দর্শয় ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্) শরণাগত, দর্শনেচ্ছ-
আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর করিয়া আপনার সস্মিত
মুখপদ্ম ও স্বরূপ প্রদর্শন করান ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মভীষিতং বরং গৃহাণেত্যত
আহ স ত্বমিতি। নোহস্মাকং প্রপন্নানাং অস্মান্
প্রপন্নান্ আত্মানং স্বরূপং দর্শয়। কিং নির্বিশেষং
স্বরূপং সবিশেষং বা তত্রাহ। অস্মৎকরণগোচরং
সবিশেষমিত্যর্থঃ। তত্রাপি সস্মিতং মুখাস্থজম্ ॥৪৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখ—ব্রহ্মা, তোমার অভী-
ষিত বর গ্রহণ কর, ইহা যদি বলেন, তাহাতে
বলিতেছেন—‘সঃ ত্বম্’—সেই আপনি শরণাগত
আমাদিগকে নিজস্বরূপ দর্শন করান। যদি বলেন
—কি নির্বিশেষ স্বরূপ, অথবা সবিশেষ রূপ?
তাহাতে বলিতেছেন—‘অস্মৎকরণগোচরং’, আমা-
দের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহাতে হয়, তাদৃশ আপনার সবি-
শেষ রূপই দর্শন করান, এই অর্থ। তন্মধ্যেও
‘সস্মিতং’—আপনার হাস্যোজ্জ্বল মুখপদ্ম দর্শনে
আমরা অভিলাষী ॥ ৪৫ ॥

তৈস্তৈঃস্বচ্ছাত্তৈরূপৈঃ কালেকালে স্বয়ং বিভো ।

কর্ম্য দুর্বিসমং যমো ভগবাংস্তৎ করোতি হি ॥৪৬॥

অবয়বঃ—(হে) বিভো, কালে কালে (‘যদা যদা
হি ধর্ম্যস্য গানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্ম্যস্য তদা-
আনং সৃজাম্যহম্’ ইত্যুক্তকালে) তৈঃ তৈঃ (মৎস্য-
কুর্মরামকৃষ্ণাদিভিঃ) স্বচ্ছাত্তৈঃ (ইচ্ছা এব স্বীকৃতৈঃ
নতু অস্মদাদিবৎ পুণ্যপাপাশ্রককর্ম্যভূতৈঃ) রূপৈঃ
(অবতারৈঃ) ভগবান্ স্বয়ং (ভবান্) নঃ (অস্মাকং).
যৎ দুর্বিসমং (দুরাসদং দুষ্করং) কর্ম্য তৎ হি
(নিশ্চিতং) করোতি (তথাচ অঘটনঘটনাস্রককল্পিয়া-
শক্তে স্তব স্ববিগ্রহদর্শনিত্বং ন দুর্ঘটম্ অতঃ আত্মানং
দর্শয় ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, ষড়ৈশ্বর্যবান্ আপনি স্বয়ং
কালে কালে মৎস্য-কুর্মাাদি অবতার স্বচ্ছানুসারে
গ্রহণ করিয়া আমাদের অশক্য কর্ম্মসকল সম্পাদন
করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবাৎসল্যং বহুশঃ স্মরণমাহ স্বচ্ছা-
ত্বৈঃ স্বভক্তেচ্ছাপূষ্টৈঃ রূপৈর্নৃসিংহাদিভিঃ যমো
দুর্বিসমং কর্ম্ম তৎ স্বয়মেব করোতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ভক্তবাৎসল্য বারম্বার
স্মরণপূর্বক বলিতেছেন—‘স্বচ্ছাত্তৈঃ রূপৈঃ’, ‘স্ব’
বলিতে আপনার নিজজন যে ভক্তগণ, তাঁহাদের ইচ্ছা
পরিপূরণের নিমিত্তই আপনি নৃসিংহাদি রূপে অব-
তীর্ণ হইয়া, ‘দুর্বিসমং’—আমাদের দুষ্কর যে কর্ম্ম,
তাহা নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

ক্লেশভূর্যাসারাগি কৰ্ম্মাগি বিফলানি বা ।

দেহিনাং বিষয়াভ্যাসানাং ন তথৈবাপিতং ত্বয়ি ॥ ৪৭ ॥

অবয়বঃ—বিষয়াভ্যাসানাং (বহির্মুখানাং অনুকূল-
বিষয়াভাবে দুঃখপীড়িতানাং) দেহিনাং (শরীরিণাং
ত্বয়ি অনপিতানি) কৰ্ম্মাগি (সকামানাং কৰ্ম্মাগি) (যথা
ষাদৃশানি) ক্লেশভূর্যাসারাগি (ক্লেশঃ ভূরিঃ ভুয়ান্
যেষু অল্পঃ সারঃ ফলং যেষু তানি) বা (অথবা) বিফ-
লানি (নিরর্থকানি ভবন্তি) তথা ত্বয়ি (ভগবতি ভক্তেঃ)
অপিতং (সমপিতং ত্বৎপ্রীত্যর্থং কৃতং কৰ্ম্ম) ন এব
(নৈবং অপি তু অনায়াসসাধ্যং ভূরিফলঞ্চ ভবতি ইতি
ভাবঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বিষয়াভ্যাস দেহীদিগের কৃত কৰ্ম্মের
ন্যায় আপনাতে সমপিত (অর্থাৎ আপনার প্রীতির
জন্য কৃত) কৰ্ম্মসকল ক্লেশবহুল স্বল্প ফলজনক বা
বিফল নহে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—নচ বহির্মুখানামিব ভক্তভূতানামস্মাকং
ত্বয়্যপিতানি পূর্বপুণ্যানি বিপরীতফলানি ভবিতু-
মর্হন্তীত্যাহ । ক্লেশো ভূরি যেষু অল্পং সারং ফলং
যেষু তানি তান্যপি যথা ত্বদ্বিমুখানাং কৰ্ম্মাগি বা
এবার্থে বিফলান্যেব, তথা ত্বয়্যাপিতং ভক্তানাং কৰ্ম্ম ন
॥ ৪৭ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—বহির্মুখ জনের ন্যায় তোমার
ভক্ত আমাদের তোমাতে অর্পিত পূর্বপুণ্যসমূহ কখন
বিপরীত ফল প্রদান করিতে পারে না, ইহা বলিতেছেন
—‘ক্লেশভূর্যাসারাগি’, যাহাতে প্রচুর ক্লেশ এবং
অতি অল্প ফলই জন্মিয়া থাকে, তোমাতে বিমুখ
জনের তাদৃশ কৰ্ম্মসকল, এখানে ‘বা’ শব্দ ‘এব’ অর্থে,
এবং তাহা যেমন বিফল হয়, তদ্রূপ তোমাতে অর্পিত
ভক্তগণের কৰ্ম্ম কখনও নিষ্ফল হয় না (পরন্তু তাহা
পরম মহাফল প্রদান করে) ॥ ৪৭ ॥

নাবমঃ কৰ্ম্মকল্লোহপি বিফলাশ্চরাপিতঃ ।

কল্পতে পুরুষস্যেব স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ ॥ ৪৮ ॥

অবয়বঃ—অবমঃ (অল্পঃ) কৰ্ম্মকল্পঃ (কৰ্ম্মাভাসঃ)
অপি ঈশ্বর্যাপিতঃ (ঈশ্বরে ভগবতি অর্পিতঃ সম-
পিতঃ) ন বিফলায় (নিরর্থকায়) কল্পতে (ভবতি),
হি (যতঃ স ঈশ্বরঃ) পুরুষস্য আত্মা (অতএব) দয়িতঃ

(প্রিয়ঃ) হিতঃ (চ নহি আত্মনি দয়িতে হিতে চাপিতং
কৰ্ম্ম নিষ্ফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর্যাপিত অত্যল্প কৰ্ম্মাভাসও নিরর্থক
নহে, যেহেতু সেই ঈশ্বর পুরুষের আত্মা, প্রিয় ও
হিতকারী ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়্যাপিতমল্পমপি কৰ্ম্ম মহত্ত্ববতি অন-
পিতং মহদপি ব্যর্থমেব ভবতীত্যাহ নেতি, অবমঃ
অল্লোহপি কৰ্ম্মকল্পঃ কৰ্ম্মাভাসোহপি ন বিফলায় । হি
যস্মাৎ স ঈশ্বরঃ পুরুষস্যাত্মা দয়িতো হিতশ্চেত্য-
তস্তদাদরানাদরাবৈব কৰ্ম্মসাফল্যবৈফল্যাহেতু ইতি
ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—তোমাতে অর্পিত অত্যল্পও
কৰ্ম্ম মহৎ হয়, অপরদিকে তোমাতে অনর্পিত মহৎ
কৰ্ম্মও ব্যর্থ হয়, ইহা বলিতেছেন—‘নাবমঃ’, অশ্বম
বলিতে অতি অল্পপরিমাণ ‘কৰ্ম্মকল্পঃ’—কৰ্ম্মাভাসও
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যদি অর্পিত হয়, তাহা কখন বিফল
হয় না । ‘হি’—যেহেতু সেই ঈশ্বরই জীবের আত্মা,
প্রিয় এবং হিতকারী (এইজন্য তাদৃশ কৰ্ম্মসমর্পণ
নিষ্ফল হইতে পারে না) । সুতরাং তাঁহাতে আদর
ও অনাদরই কৰ্ম্মের সাফল্য ও বৈফল্যের কারণ—
এই ভাব ॥ ৪৮ ॥

যথা হি কল্পশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্ ।

এবমারাদনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ৪৯ ॥

অবয়বঃ—যথা হি তরোঃ মূলাবসেচনং মূলে
জলাবসেচনং) কল্পশাখানাং (কল্পানাং শাখানাং চ
তুণ্ডার্থং ভবতি) এবং (তথা) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ)
বিষ্ণোঃ চ আরাধনং সর্ব্বেষাং হি (সর্ব্বপুরুষাণামেব
সাধনং ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন যেমন
কল্প শাখা প্রভৃতির তুণ্ডির নিমিত্ত হয় তদ্রূপ
পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাদ্বারা সকলের আত্মার
আরাধনা সম্পাদিত হয় ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ । কৰ্ম্মাকরণেহপি বিষ্ণোরা-
রাধনে সতি সর্ব্বাগি কৰ্ম্মফলানি ভবন্তি । তদারা-
ধনাভাবে তান্যপি কৰ্ম্মাগি বিফলান্যেব ভবন্তীত্যেতৎ
সদৃষ্টান্তমাহ যথাহীতি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কৰ্ম না করিয়াও শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করা হইলে, সকল কৰ্মফলই লাভ হয়, আর তাঁহার আরাধনার অভাবে সেই সকল কৰ্মও নিষ্ফল হয়, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—‘যথা’ ইত্যাদি (অর্থাৎ রক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহাতে ঘেরূপ কাণ্ড-শাখাপ্রভৃতি সকল অবয়বেরই সেচন হয়, সেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে উহাতে সর্বভূতের এবং নিজেরও আরাধনা করা হইয়া থাকে) ॥ ৪৯ ॥

নমস্তৃত্যমন্তায় দুর্বিতক্যাক্ষকৰ্মণে ।

নিঙ'ণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংসাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
ব্রহ্মস্তুতিঃ নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অর্থঃ—অনন্তায় (ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতায়) দুর্বিতক্যাক্ষকৰ্মণে (দুর্বিতক্যাদি ইতর সজাতীয়ত্বেন বিভাবয়িতুম্ অশক্যানি আত্মকৰ্ম্মাণি স্বভাবচেষ্টিতানি যস্য তস্মৈ) নিঙ'ণায় (হেয়গুণরহিতায়) গুণেশায় (সত্ত্বাদিগুণানাং নিয়ন্ত্রে) সাম্প্রতম্ (অধুনা) সত্ত্বস্থায় চ (সত্ত্বপ্রধানমনোনিয়মায়) তুভ্যং (ভগবতে নমঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্ত (অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত), দুর্দৃষ্ট্যাকৰ্ম্মা হেয়গুণরহিত, সত্ত্বাদি গুণের নিয়ন্তা ও অধুনা সত্ত্বস্থ আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের
অবয়ব, অনুবাদ, মধ্ব, তথ্য,
বিরচি সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অস্মদভীপ্সিতং পুরণিষ্যাসি ন বেত্যন্তং ন প্রাপ্লুম ইত্যাহ অনন্তায় সর্বজ্ঞানামপ্যস্মাকং ভ্রমি সাক্ষজ্ঞং নাস্ত্যেব সংপ্রতি তৎ করিষ্যমাণং কৰ্ম্ম অনুমানেনাপি ন বিদ্য ইত্যাহ দুর্বিতক্যেতি । ননু মৎ-কৃপামেব হেতুকৃত্য ভক্তানাং ইন্দ্রাদীনাং ভীষ্ম-সিদ্ধিরনুমীয়াতাং তত্র নেত্যাহ নিঙ'ণায় কৃপয়ৈব গুণ-জন্যাং সম্পত্তিমর্থহেতুং ন দদাসি, গুণেশায়েতি কৃপ-য়ৈব গুণজন্যাং সম্পত্তিং দদাস্যহপীতি তন্মৈব তদ্দ্যানু-মানসম্ভাব্যে । তর্হ্যেব সংশয়ে কথং স্তৌষি তত্রাহ সত্ত্বস্থায় সত্ত্বগুণস্য সংপ্রতি বুদ্ধিকাল ইতি সাত্ত্বিকান্

দেবান্ বদ্ধয়িতুমর্হসীতি এষাঞ্চ শুদ্ধভক্ত্যভাবাৎ বিষয়ভোগবিচ্ছেদং কর্তব্য নর্হসীতি নিশ্চয়োহপি বর্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুরকৃতা শ্রীভাগবত-
অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োহধ্যায়স্য সারার্থ-
দশিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের অভিলাষ আপনি পূরণ করিবেন কি না, ইহার অন্ত আমরা পাই না, এইজন্য বলিতেছেন—‘অনন্তায়’। আমরা সর্বজ্ঞ হইলেও আপনাতে আমাদের সাক্ষর্য্য নাই, সম্প্রতি আপনার করিষ্যমাণ কৰ্ম্ম অনুমানের দ্বারাও আমরা জানিতে পারি না, ইহা বলিতেছেন—‘দুর্বিতক্যেতি’, অর্থাৎ আপনার স্বভাব ও কৰ্ম্মসমূহ বিতর্কের (বিচারের) অযোগ্য । যদি বলেন—দেখ, আমার কৃপাকেই হেতু করিয়া (কৃপাহেতুই) ইন্দ্রাদি ভক্ত-গণের অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, এইরূপ অনুমান কর, তাহাতে বলিতেছেন—‘নিঙ'ণায়’, না, আপনি নিঙ'ণ, কৃপাপরবশ হইয়াই গুণোদ্ভূত অনর্থহেতুক ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন না, আবার ‘গুণেশায়’—আপনি গুণ-ব্রহ্মের নিয়ন্তা, এইজন্য কৃপাহেতুক গুণজনিত সম্পত্তি প্রদানও করেন, আপনার কৃপার দ্বারা ঐ দুইটিরই অনুমান করা সম্ভব । তাহা হইলে সংশয়ান্বিত হইয়া কিজন্য স্তব করিতেছ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘সত্ত্বস্থায়’, আপনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, সম্প্রতি সত্ত্বগুণের বুদ্ধিকাল, এইহেতু সত্ত্বপ্রকৃতির দেবগণকে আপনি বদ্ধিত করিতে পারেন, এবং ইহা-দের শুদ্ধভক্তির অভাবহেতু বিষয়ভোগ হইতে বিচ্ছেদ করিতেও পারেন না, এইরূপ নিশ্চয়ও আছে, এই ভাব ॥ ৫০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’ টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং স্তুতঃ সুরগণৈর্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

তেষামাবিরভূদ্রাজন্ সহস্রাকৌদয়দ্যুতিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব হইলে দেবতা-সহ ব্রহ্মার পুনরায় তাঁহাকে স্তুতি এবং তাঁহার মন্ত্ৰগানসারে অসুরগণসহ অমৃতার্থে মহোদ্যম বণিত হইয়াছে ।

(পূর্বাধ্যায়ে বণিত) দেবগণের স্তবে সম্ভট হইয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ দেবগণ সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন । তাঁহার দ্যুতিতে দেবগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইল । তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইলেন না । কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মা ভগবান্কে নিরীক্ষণ করিয়া মহেশের সহিত তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—“শ্রীভগবান্ জন্মাদিশূন্য, অতএব নিত্য, হেয়গুণরহিত, সূতরাং অশেষ কল্যাণগুণৈক-বারিধি সূক্ষ্ম হইতেও সুসূক্ষ্ম, অপরিমেয় স্বরূপ, অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন ও সর্বদেবারাধ্য, তাঁহার এই শ্রীমূর্ত্যভ্যন্তরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত সূতরাং তিনি অপরিচ্ছিন্ন, প্রধান হইতেও প্রধান, জগতের আদি-অন্ত্য ও মধ্যস্বরূপ হইয়াও তাঁহার জগদ্রূপে পরিণতি এই মায়াবাদীয় ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ; তিনি তাঁহার অধীনা মায়াশক্তিদ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণপূর্বক পশ্চাৎ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে মায়াধীশ । এই গুণময় জগতে গুণাতীত স্বরূপে বিরাজিত ভগবান্কে তদুপদিষ্ট বুদ্ধিযোগা-বলম্বনেই প্রাপ্তব্য, অতএব তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত সর্বলোকসাক্ষী সর্বান্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার বিভি-মাংশ স্বরূপ তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) এবং গিরিশাদি দেবগণকে শ্রেয়ঃ সাধনোপযোগী বুদ্ধিযোগ দান করুন ।” ব্রহ্মাদি দেবগণের এই প্রকার স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ অজিত তাঁহাদিগকে গুণ্ণাচার্যের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন-পূর্বক মন্দর পর্বতকে মস্থনদণ্ড এবং বাসুকীকে

রজ্জু করিয়া অমৃতোৎপাদনার্থ ক্ষীরোদসাগর মস্থন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন এবং আরও কহিয়া দিলেন যে, ঐ মস্থনফলে যে কালকূট উৎপন্ন হইবে, তাহা দৈত্যকুলেরই প্রাপ্য হইবে, সূতরাং তাহাতে ভীত হইবার বা অন্যান্য যে-সকল লোভনীয় বস্তু উত্তিবে তাহাতে লোভ বা লোভের প্রতিঘাত জন্য ক্রোধ করিবার আবশ্যকতা নাই । এই আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ অন্তহিত হইলে দেবগণ শ্রীভগবদ্ উক্ত উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সহিত সন্ধি-স্থাপনপূর্বক সকলে মিলিত হইয়া মন্দর পর্বত লইয়া চলিলেন । অত্যন্ত গুরুভারবশতঃ বহনে অশক্য হইয়া পথিমধ্যেই উহা পরিত্যাগ করায় অনেক দেবতা ও দানবের প্রাণ নাশ হইল । তখন পরম-করুণ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ পুনরায় উহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং সেই পর্বতকে একহস্তদ্বারা তুলিয়া গরুড়-পৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক স্বয়ং তদুপরি আরোহণ করিয়া সমুদ্র দিকে লইয়া চলিলেন । সমুদ্র-সমীপে উপ-নীত হইয়া গরুড় স্বীয় ক্রদ্ধ হইতে পর্বতকে জল-সমীপে অবতারণ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন, যেহেতু গরুড়ের অবস্থিতি-কালে বাসুকীর আগমন অসম্ভব ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, সুর-গণৈঃ (দেবগণৈঃ) এবম্ (এবম্প্রকারং) স্তুতঃ সহস্রাকৌদয়দ্যুতিঃ (সহস্রাণাম্ অর্কাণাং সূর্য্যাণাম্ উদয়ে দ্যুতিঃ ইব দ্যুতিঃ যস্য সঃ অভূতোপমেয়ঃ) ভগবান্ হরিঃ ঈশ্বরঃ (তদা) তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং পুরঃ) আবিরভূৎ (প্রকটঃ বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, দেবগণকর্তৃক এই প্রকার স্তুত হইয়া সহস্র সূর্য্যোদয় সদৃশ কাণ্ডিবিশিষ্ট ভগবান্ হরি ব্রহ্মাদির পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

আবির্ভূত হরৌ মৰ্ত্তে ব্রহ্মা তুষ্টাব তং পুনঃ ।

তন্মন্ত্ৰণেনামৃতার্থে বলিং দেবাঃ প্রপেদিরে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীহরি

আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় স্তুতি করেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে দেবগণ অমৃত লাভের নিমিত্ত মহারাজ বলির নিকট গমন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

তেনৈব সহসা সর্বৈ দেবাঃ প্রতিহতেক্ষণাঃ ।

নাপশ্যন্ থং দিশঃ ক্ষৌণীমাঅনঞ্চ কুতো বিভুম্ ॥২

অবয়বঃ—তেন এব (সহসা অতিনিবিড়েন তেজসা) সহসা প্রতিহতেক্ষণাঃ (প্রতিহতানি ঈক্ষণানি চক্ষুঃশ্চি মেঘাং তে তথাভূতাঃ) সর্বৈ দেবাঃ থম্ (আকাশং) দিশঃ (সর্বাঃ দিশঃ) ক্ষৌণীং (পৃথিবীম্) আঅনঞ্চ চ ন অপশ্যন্ । (তদা) কুতঃ বিভুম্ (আবির্ভূতং পশ্যাম্ ?) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই তেজের দ্বারা দেবগণের দৃষ্টি প্রতিহত হইলে, তাঁহারা আকাশ, দিক্‌সকল, পৃথিবী এবং আপনাদিগকেও দেখিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং সেই বিভুকে কি প্রকারে দর্শন করিবেন ? ২ ॥

বিরিঞ্চো ভগবান্ দৃষ্ট্বা সহ শর্বেণ তাং তনুম্ ।

স্বচ্ছাং মরকতশ্যামাং কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাম্ ॥ ৩ ॥

তগুহেমাবদাতেন লসৎকৌশেয়বাসসা ।

প্রসন্নচারুসর্বাঙ্গীং সুমুখীং সুন্দরভ্রুবম্ ॥ ৪ ॥

মহামণিকিরীটেন কেয়ুরাভ্যাং ভূষিতাম্ ।

কর্ণাভরণনির্ভাত-কপোলশ্রীমুখাম্বুজাম্ ॥ ৫ ॥

কাঞ্চীকলাপবলয়-হারনুপুরশোভিতাম্ ।

কৌমুভাভরণাং লক্ষ্মীং বিভ্রতীং বনমালিনীম্ ॥ ৬ ॥

সুদর্শনাদিভিঃ স্বাস্ত্রৈর্মুতিমন্দিরুপাসিতাম্ ।

তুষ্ঠাব দেবপ্রবরঃ সশর্কঃ পুরুষং পরম্ ।

সর্বামরগণৈঃ সাকং সর্বাস্তৈরবনিং গতৈঃ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—শর্বেণ (শিবেন) সহ ভগবান্ বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) স্বচ্ছাং (নির্মলাং) মরকতশ্যামাম্ (ইন্দ্রনীল-বচ্ছ্যামাং) কঞ্জগর্ভারুণেক্ষণাঃ (কঞ্জগর্ভবৎ পদ্মগর্ভবৎ অরুণে ঈক্ষণে যস্যঃ তাং) তগুহেমাবদাতেন (তগু হেমবৎ তগু কাঞ্চনবৎ অবদাতেন বিশুদ্ধেন পীতেন) লসৎকৌশেয়বাসসা (লসতা কৌশেয়বাসসা ভূষিতা-মিত্যর্থঃ) প্রসন্নচারুসর্বাঙ্গীং (প্রসন্নানি চারুণি সুন্দ-

রাণি চ সর্বাণি অঙ্গানি যস্যঃ তাং) সুমুখীং (সুন্দরং মুখং যস্যঃ তাং) সুন্দরভ্রুবং (সুন্দরে ভ্রুবৌ যস্যঃ তাং) মহামণিকিরীটেন (মহান্তঃ মণয়ঃ যস্মিন্ তেন কিরীটেন) কেয়ুরাভ্যাং চ ভূষিতাম্ (অলঙ্কৃতাং) কর্ণাভরণনির্ভাতকপোল-শ্রীমুখাম্বুজাং (কর্ণাভরণে কুণ্ডলে তাভ্যাং নিতরাং ভাতৌ শোভিতৌ কপোলৌ তাভ্যাং শ্রীঃ শোভা মুখাম্বুজে যস্যঃ তাং) কাঞ্চীকলাপ-বলয়-হারনুপুরশোভিতাং (কাঞ্চীকলাপাদিভিঃ শোভি-তাং) বৌমুভাভরণাং (কৌমুভঃ আভরণং কণ্ঠে যস্যঃ তাং) লক্ষ্মীং (বক্ষসি) বিভ্রতীং (ধারয়ন্তীং) বন-মালিনীং (বনমালা অস্যাম্ অস্তীতি তথা তাং) মুতি-মন্দিঃ (পুরুষাকৃতিভিঃ) স্বাস্ত্রৈঃ (স্বকীয়ৈঃ অস্ত্রৈঃ) সুদর্শনাদিভিঃ উপাসিতাং (সেব্যমানাং) তাং তনুং (দেহং) দৃষ্ট্বা সশর্কঃ (শর্কেণ রুদ্রেন সহ বর্তমানঃ) দেবপ্রবরঃ (ব্রহ্মা) সর্বাস্তৈঃ অবনীং গতৈঃ (ভূমিজাতৈঃ প্রাণৈঃ সাস্তাঙ্গপ্রণতৈঃ) সর্বামরগণৈঃ (সর্বৈঃ দেব-গণৈঃ) সাকং (সহ) পরং পুরুষং (ভগবন্তং) তুষ্ঠাব ॥ ৩-৭ ॥

অনুবাদ—শিবের সহিত ব্রহ্মা নির্মল, মরকতবৎ শ্যামবর্ণ, তাঁহার দেহ, পদ্মগর্ভ সদৃশ অরুণবর্ণ নেত্র-যুগল, তগু কাঞ্চনবৎ বিশুদ্ধ কৌশেয় বসনে ভূষিত প্রসন্ন ও মনোহর হাসি, সুন্দর মুখশ্রী, মনোহর ভ্রুদ্বয়, মহামণিময় কিরীট ও কেয়ুরদ্বয়ভূষিত মস্তক, কুণ্ডলদ্বয় মণ্ডিত কপোলদ্বারা উজ্জ্বল মুখপদ্ম দেখি-লেন এবং তাঁহার কটিদেশে কাঞ্চী, হস্তে বলয়, গলদেশে হার, পদদ্বয়ে নুপুর, কণ্ঠে কৌমুভ মণি শোভা পাইতেছে এবং তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছেন; আরও বনমালাভূষিত হইয়া স্বকীয় অস্ত্র সুদর্শনাদিসজ্জিত ছিলেন; সশিব ব্রহ্মা ঐ মুক্তি দর্শন করিয়া সাস্তাঙ্গপ্রণত দেবগণের সহিত সেই পরম পুরুষ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩-৭॥

বিশ্বনাথ—বিরিঞ্চঃ তুষ্ঠাবেতি পঞ্চমেনাবয়বঃ । তগুহেমবদবদাতেন পীতেন । কর্ণাভরণেন নির্ভাতৌ বপোলৌ যত্র তাদৃশং শ্রীমুখমেবাম্বুজং যত্র তাম্ ॥৩-৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিরিঞ্চঃ’—বলিতে ব্রহ্মা ‘তুষ্ঠাব’—স্তুতি করিলেন, ইহা পঞ্চম (অর্থাৎ ৭নং) শ্লোকের সহিত অন্তিত হইবে । ‘তগুহেমাবদাতেন’—উত্তম সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ কৌশেয় বসনে

ভূষিত । ‘কর্ণান্তরণ-নির্ভাত-কপোল-শ্রীমুখাঙ্গুজম্’—
কর্ণান্তরণ অর্থাৎ কর্ণভূষণ কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা ‘নির্ভাত’
শোভিত কপোলযুগল যেখানে, তাদৃশ শ্রীমুখরূপ কমল
যেখানে, তাদৃশ মূর্তি (অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখকমল
কুণ্ডলযুগলদ্বারা উদ্ভাসিত গণ্ডদ্বয়ের শোভায় রমণীয়,
এরূপ শ্রীমূর্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মা সাষ্টাঙ্গে ভূতলে
প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ।) ॥ ৩-৭ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অজাতজন্মস্থিতিসংযমায়-

গুণায় নিৰ্ব্বাণসুখার্ণবায় ।

অগোরগিষ্মেনহপরিগণ্যধাম্ণেন

মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥ ৮ ॥

অর্থঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ,—অজাতজন্মস্থিতিসংয-
মায় (ন জাতাঃ জন্মস্থিত্যোঃ সংযম উপরমঃ যস্য
তস্মৈ) অগুণায় (স্ভাদি প্রাকৃতগুণরহিতায়) নিৰ্ব্বাণ-
সুখার্ণবায় (নিৰ্ব্বাণসুখস্য অর্ণবায় অপারমোক্ষসুখ-
রূপায় ইত্যর্থঃ) অগোঃ অগিষ্মেন (দুর্জানদ্বাৎ অগো-
রপি অগিষ্মেন অতি সূক্ষ্মায়) অপরিগণ্য ধাম্ণেন (অপরি-
গণ্যম্ ইয়ত্তাতীতং ধাম মূর্তিঃ যস্য তস্মৈ অপরি-
চ্ছেদ্যস্বরূপায়) মহানুভাবায় (মহান্ অচিন্ত্যঃ অনু-
ভাবঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—আপনার জন্ম ও
স্থিতির উপরম হয় না ; এবং স্ভাদি প্রাকৃতগুণশূন্য
নিৰ্ব্বাণ সুখের সমুদ্র, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম (অপরি-
চ্ছিন্ন স্বরূপ) মহাপ্রভাব আপনাকে নমস্কার নমস্কার
॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন জাতো জন্মস্থিত্যোঃ সংযম উপরমো
যস্যেতি কৃষ্ণরামাদ্যবতারাণাং জন্মস্থিত্যোনিত্যত্বং
স্থিতিরকর্মকা জাতস্য চেতনস্য ন সম্ভবতীতি
কর্মণোহপি নিত্যত্বম্ । অগুণায় প্রাকৃতগুণরহিতায়
বিনা হ্যৈশ্চ গাদিভিরিতি সমস্তকল্যাণগুণাঙ্কোহীতি
বৈষ্ণবোক্তেরপ্রাকৃত - ষাঙ্গুণ্যবত্ত্বেন ভগবত্ত্বমুক্তং,
নিৰ্ব্বাণসুখার্ণবায়ৈতি ব্রহ্মত্বম্, অগোরপ্যগিষ্মেন অতি-
সূক্ষ্মায়ৈতি পরমাত্মত্বম্ । অপরিগণ্যমিয়ত্তাতীতং ধাম
মূর্তির্বস্য তস্মৈ ইতি ত্বনুর্ভূতঃ পরিচ্ছিন্নত্বেহপ্যচিন্ত্য-
শক্ত্যা বিভূত্বল্লোভ্যম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অজাত-জন্ম-স্থিতি-সংযমায়’
—যাঁহার জন্ম ও স্থিতির সংযম বলিতে উপরম হয়
না, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি অবতারসকলের জন্ম
ও স্থিতির নিত্যত্ব, কর্মরহিত স্থিতি (অবস্থান) জাত
চেতন পুরুষের সম্ভব নহে, ইহার দ্বারা তাঁহার
কর্মেরও নিত্যত্ব । ‘অগুণায়’—প্রাকৃত গুণরহিত,
ইহাতে ‘হ্যৈশ্চ গাদি বর্জিত’ এবং ‘সমস্ত কল্যাণ-
গুণাঙ্ক’—বৈষ্ণবশাস্ত্রের এই উক্তি অনুসারে অপ্রাকৃত
ষাঙ্গুণ্যুক্ত ভগবত্ত্বই বলা হইল । ‘নিৰ্ব্বাণ-সুখার্ণ-
বায়’—নিৰ্ব্বাণ সুখের সমুদ্র, ইহার দ্বারা ব্রহ্মত্ব ।
‘অগোরগিষ্মেন’—অণু হইতেও অণু, অর্থাৎ অতি-
সূক্ষ্মস্বরূপ, ইহাতে পরমাত্মত্ব । ‘অপরিগণ্যধাম্ণেন’
—অপরিগণ্য বলিতে ইয়ত্তাতীত ধাম অর্থাৎ মূর্তি
যাঁহার (অর্থাৎ যাঁহার মূর্তির ইয়ত্তা নাই, সেই
তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি) । ইহার দ্বারা তোমার
মূর্তির পরিচ্ছিন্নত্ব হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ বিভূত্বও
বলা হইল ॥ ৮ ॥

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং

শ্রেয়োহখিভিবৈদিকতান্ত্রিকেণ ।

যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্

পশ্যাম্যমুষ্টিমুহ বিশ্বমূর্তে ॥ ৯ ॥

অর্থঃ—(হে) পুরুষর্ষভ, (পুরুষশ্রেষ্ঠ, হে) ধাতঃ,
(হে বিধাতঃ,) এতৎ তব রূপং শ্রেয়োহখিভিঃ (জৈঃ
সদা) বৈদিকতান্ত্রিকেণ (বৈদিকেন তান্ত্রিকেণ চ)
যোগেন (উপায়েন) ইজ্যং (পূজ্যম্ অতঃ ন ইদানীম্
অপূর্বমিতি ভাবঃ) উ (অহো) হ (ক্ষুটম্) অমুষ্টিম্
(ত্বয়ি) বিশ্বমূর্তে ॥ (বিশ্বং মূর্তি যস্য তস্মিন্ বিশ্বশব্দ-
মূর্তে ॥) ত্রিলোকান্ নঃ (অস্মান্ চ) সহ (একত্রাবস্থি-
তান্) পশ্যামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতঃ, শ্রেয়স্কাম
ব্যক্তির বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়দ্বারা সর্বদা আপ-
নার এই মূর্তির পূজা করিয়া থাকেন, অহো ! বিশ্ব-
মূর্তি আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের সকলকেই
অবলোকন করিতেছি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মাভিপ্রীতি নিত্যত্ব-বিভূত্ব ভগবন্ত-
নোরিতি কারিকা ত্বনুর্ভূতঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বলো-

পপাদয়তি রূপমিত্যবতারিকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্ভ
দৃশ্যা । হে পুরুষর্ষভ, এবং তদেবং রূপং বৈদিকেন
তান্ত্রিকেন চ যোগেন উপায়েন ইজ্যং সদা পূজ্যমতো
নেদানীন্তনমিতি ভাবঃ । ননু যুয়ং দেবাঃ পূজ্যত্বেন
প্রসিদ্ধাঃ । সত্যং সর্বোপপত্তিবাস্তবত্বা ইত্যাহ । উ
অহো হ স্ফুটম্ । অমুস্মিংস্ত্বয়ি নোহস্মাংস্ত্রিলো-
কাংশ্চ সহ পশ্যামি । তত্ত্বং হেতুঃ । বিশ্বং মূর্তীং যস্য
অতন্তবৈতদ্রূপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীতি ভাবঃ ॥৯৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“ব্রহ্মাভিপ্রীতি নিত্যত্ব-বিভূত্ব
ভগবন্তনোঃ”—অর্থাৎ ভগবানের শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব
ও বিভূত্ব প্রতিপাদনই ব্রহ্মার অভিপ্রায়—শ্রীস্বামিপাদের
এই কারিকা । তাঁহার শ্রীমূর্তির সনাতনত্ব ও অপরি-
মেয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—‘রূপম্’ ইত্যাদি
শ্লোকে । এই স্থলে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের কারিকা
দ্রষ্টব্য । ‘হে পুরুষর্ষভ’ !—হে পুরুষোত্তম ! আপ-
নার এইরূপ (মূর্তি) বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ের
দ্বারা ‘ইজ্যং’—চিরকাল পূজনীয়, অতএব ইহা
আধুনিক নহে, এই ভাব । যদি বলেন—দেখুন,
আপনার দেবগণই পূজ্যরূপে প্রসিদ্ধ । তাহার
উত্তরে—সত্য, আমরা সকলেই আপনাতে অন্তর্ভূত,
ইহা বলিতেছেন—‘উহ’, ‘উ’ আশ্চর্য্য এবং ‘হ’
নিশ্চয়্যার্থে । ‘অমুস্মিন্’—এই আপনার মধ্যেই
ত্রিলোকের সহিত আমাদের সকলকেই দর্শন করি-
তেছি । তাহার কারণ—‘বিশ্বমূর্তী’, নিখিল বিশ্বই
আপনার মূর্তির মধ্যে অবস্থিত, অতএব আপনার এই
মূর্তি পরিচ্ছিন্ন নহে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

তযাগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ

তযন্ত আসীদিদমাশ্রতস্তে ।

ত্বমাদিরস্তো জগতোহস্য মধ্যং

ঘটস্য মূৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ ১০ ॥

অর্থঃ—ঘটস্য মূৎস্না ইব (মূর্তিকা যথা আদিঃ
অন্তঃ মধ্যং চ তথা) ত্বম্ অস্য জগতঃ আদিঃ অন্তঃ
মধ্যং (চ তথা) পরস্মাৎ (প্রধানাৎ অপি) পরঃ
(শ্রেষ্ঠঃ চ অতঃ) আশ্রতস্তে (স্বতস্তে) ত্বয়ি (ভগবতি
এব) ইদং (জগৎ) অগ্রে (প্রথমে সৃষ্টেঃ প্রাক্)

আসীৎ । (তথা আশ্রতস্তে) ত্বয়ি (এব) মধ্যে আসীৎ
(তথা আশ্রতস্তে) অন্তে চ আসীৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—স্বতন্ত্র আপনাতে এই সকল অগ্রে
মধ্যে ও অন্তে ছিল । মূর্তিকা যেরূপ ঘটের তদ্রূপ
প্রধান হইতেও শ্রেষ্ঠ আপনি এই বিশ্বের আদি, মধ্য
ও অন্ত ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বমূর্তিত্বমেবাহ,—ত্বয়ীতি ঘটস্য
মূর্তিকা যথা আদিরন্তচ্চ মধ্যাঞ্চ, তথা ত্বমস্য জগতঃ ।
মূর্তিকাদৃষ্টান্তেন প্রসক্তং পরিণামং বারয়তি পরস্মাৎ
প্রধানাদপি পরঃ, প্রধানম্ এব বিশ্বরূপেণ পরিণমতি
ন তু ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশ্বমূর্তিত্বই বলিতেছেন—
‘ত্বয়ি’ ইত্যাদি । ‘ঘটস্য মূৎস্নেব’—মূর্তিকা যেরূপ
ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপনি সেরূপ এই জগ-
তের আদি, অন্ত ও মধ্য (অর্থাৎ বিশ্ব—সৃষ্টির পূর্বে
আপনাতেই ছিল, মধ্যদশায় অর্থাৎ বর্ত্তমানেও
আপনাতেই আছে, এবং ধ্বংসের পরেও আপনাতেই
থাকিবে) । মূর্তিকা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রসক্ত পরি-
ণাম নিষেধ করিতেছেন—‘পরস্মাৎ পরঃ’—আপনি
প্রধানের (প্রকৃতিরও) পরবর্তী তত্ত্ব, প্রকৃতিই বিশ্ব-
রূপে পরিণত হয়, কিন্তু আপনি নহেন, এই ভাব ॥১০

ত্বং মায়ায়াগ্রয়মা স্বয়েদং

নির্ম্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ ।

পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো

গুণবাব্যয়েহ্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—(হে বিভো), ত্বং স্বয়া (স্বাধীনয়া)
আত্মাগ্রয়মা (স্বাপথগ্ভূতয়া) মায়ায়া ইদং বিশ্বং
নির্ম্মায় (সৃষ্টা) তদনুপ্রবিষ্টঃ (তত্ত্ব বিশ্বস্মিন্ এব
অনুপ্রবিষ্টঃ বর্ত্তসে । অতঃ) যুক্তাঃ (সুসমাহিতাঃ)
বিপশ্চিতঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ) মনীষিণঃ (বিবেকিনঃ) মনসা
(যোগপরিশুদ্ধেন মনসা সাধনেন) গুণবাব্যয়ে (গুণানাং
ব্যব্যায়ে পরিণামে) অপি অগুণম্ (এব ত্বাং) পশ্যন্তি
॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি আত্মাশ্রিত, স্বাধীন
মায়াদ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট
আছেন,—অতএব সুসমাহিত-চিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ মনীষীগণ

যোগপরিপূর্ণ মনের দ্বারা গুণসমূহের পরিণামেও আপনাকে অগুণ দর্শন করেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ - ননু তহি প্রধানস্যৈব বিশ্বহেতুত্বমাত্মন তু মমেতি । তত্রাহ, ত্বমিতি মায়ায়া স্বয়া স্বশক্ত্যেতি তব ততঃ পরত্বংপি তস্যাস্তৃচ্ছক্তিহ্রাস্ত্বমেবেদং বিশ্বং নির্মাণ্য তত্র বিশ্বস্মিন্ননুপ্রবিষ্টো বর্তসে । মায়ায়া কীদৃশ্যা আত্মা ত্বমেবাশ্রয়ো যস্যো তয়া ত্বদধীনয়ে-ত্যর্থঃ । অতো গুণব্যবায়ো গুণপরিণামভূতে অত্র বিশ্বস্মিন্নেব প্রবিষ্টমপ্যগুণং গুণসঙ্গরহিতং ত্বাং মনসা যুক্তাঃ সমনস্কা জনাঃ পশ্যন্তি, যে চ পশ্যন্তি তএব মনীষিণো বিবেকিনঃ, তএব বিপশ্চিতঃ শাস্ত্র-তাৎপর্যবিজ্ঞাঃ, যে ন পশ্যন্তি ত এবাবিপশ্চিতোহ-মনীষিণোহমনসোহস্কাশ্চেতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে প্রধা-নেরই বিশ্বহেতুত্ব হউক, কিন্তু আমার নহে (অর্থাৎ প্রধানই বিশ্বের কারণ হউক, কিন্তু আমি নহি), তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ত্বম্ মায়ায়া’—আপনি নিজ অধীন মায়াশক্তির দ্বারা অর্থাৎ আপনি তাহা হইতে পরতত্ত্ব হইলেও সেই মায়া আপনার শক্তি বলিয়া, সেই শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া, সেই বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন । কিরূপ মায়া দ্বারা ? তাহাতে বলিতেছেন—‘আত্মাশ্রয়য়া’—আত্মা বলিতে আপনিই যাহার আশ্রয়, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ আপ-নার অধীন মায়া দ্বারা, এই অর্থ । অতএব ‘গুণ-ব্যবায়ো’—গুণসমূহের পরিণামরূপ এই বিশ্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও, ‘অগুণং’—গুণসম্পর্কশূন্যরূপেই আপনাকে, ‘মনসা যুক্তাঃ’—সমনস্ক (সুসমাহিত-চিত্ত) জনগণ দেখিয়া থাকেন, যাহারা দেখেন, তাহারাই ‘মনীষিণঃ’—বিবেকী, এবং তাহারাই ‘বিপশ্চিতঃ’—শাস্ত্রতাৎপর্য-বিজ্ঞ, আর যাহারা দেখেন না, তাহারাই শাস্ত্রের তাৎপর্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিবেকী, অমনস্ক ও অজ্ঞ ॥ ১১ ॥

যথাগ্নিমেষস্যমৃতঞ্চ গোমু

ভুব্যমমমৃদ্যমেন চ বৃত্তিম্ ।

যৌগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং

গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যথা মনুষ্যাঃ এধসি (কাষ্ঠে) যৌগৈঃ (মথনেন উপায়েন) অগ্নিম্ । (যথা চ) গোমু (দোহ-নেন উপায়েন) অমৃতং চ (ক্ষীরং, যথা চ) ভুবি (পৃথিব্যাং কৃষ্যাদ্যুপায়েন) অন্নং (যথা চ খননেন উপা-য়েন) । অমু (জলং যথা চ) উদ্যমেন (পুরুষকারে বাণিজ্যাদিনা) বৃত্তিং চ (জীবিকাং) অধিযন্তি (প্রাপ্নু-বন্তি তথা) কবয়ঃ বুদ্ধ্যা (যোগ বিপশ্চক্স্যা) গুণেষু (গুণপরিণামাত্মকেষু সচেতনেষু পদার্থেষু) ত্বাম্ (অধি-যন্তি) চ ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যেরূপ মানবগণ মথনাদি উপায়ে কাষ্ঠে অগ্নি, ধেনুতে দুগ্ধ, ভূমিতে অন্ন, জল, পুরুষ-কারে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ সেইরূপ বুদ্ধিদ্বারা গুণসমূহে আপনাকে প্রাপ্ত হন এবং বলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কথং মাং পশ্যন্তীত্যতস্তদুপায়ং সদৃষ্টান্তম্ আহ,—যথেনি মনুষ্যা গুণেষু গুণময়ে জগতি নিগুণং ত্বাং যৌগৈর্ভক্ত্যাহমেকস্যা গ্রাহ্য, ইতি ত্বদুজ্জৈর্ভক্তিতেদৈঃ অধিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি বুদ্ধ্যা ত্বদত্তয়া বদন্তি চ । ত্বাং সহোজিতপ্রত্যুত্তী কুবন্তি ; এধসি কাষ্ঠে অগ্নিং মন্থনে যথেনি মন্থনমপি গুরুপদেশে-নৈব যথা জানন্তি তথৈব শ্রীগুরুপদিষ্টয়া শ্রবণ-কীর্তনাদিভক্ত্যা মনো মন্থনে মুহুর্ন্থখিতয়া ত্বাং পশ্যন্তি । ‘যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো গুণেষু দারুণিবব জাতবেদসম্ । মথন্তি মথ্যা মনসা দিদৃ-ক্ষব’ ইতি পঞ্চমোক্তেঃ । সাধুসাহায্যভূয়স্তে ত্বান্না-সেনৈবেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—গোমু অমৃতং দুগ্ধং দোহনে যথেনি বৎস-মুখসংঘৃষ্টো পীনপ্রস্তুতমিত্যর্থঃ । প্রাচীন-ভক্তিবীজসম্ভাবে তু ভক্তিবাহন্য-প্রাপ্ত্যেব ত্বৎপ্রাপ্তি-রিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—ভুবি অন্নং কৃষ্যাদিনা যথা । প্রাচীনসাধুসঙ্গ-বহুভক্তিসম্ভাবে তু প্রতিবন্ধকাতাব এব ত্বৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—অমু জলং খননাতদা-বরক-মুক্তিকাদিদূরীকরণেন যথেনি । লব্ধভক্তীনাং তু ভজনমাত্রেন নিত্যমেব ত্বৎপ্রাপ্তিরিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—উদ্যমেন বৃত্তিং নর্তকগায়কাদীনাং প্রতি স্বশিল্পোদ্য-মেনৈব জীবিকাং যথেনি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলে আমাকে কি প্রকারে দর্শন করে ? তদুত্তরে তাহার উপায় দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—‘যথা’ ইত্যাদি ।

মনীষিগণ গুণময় এই জগতে নিষ্ঠুর আপনাকে 'যেগৈঃ'—যোগের দ্বারা, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (১১৮১৪১২১)। অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রাহ্য—উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের এই উক্তি-বশতঃ ভক্তিযোগের দ্বারা আপনাকে লাভ করেন, 'বুদ্ধ্যা'—আপনার প্রদত্ত বুদ্ধির দ্বারাই বলিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তিসহযোগেই কথোপকথনও করিয়া থাকেন। 'এধসি অগ্নিম্ যথা'—মনুষ্যগণ সেরূপ মন্বনের দ্বারা কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি দেখিতে পান। মন্বনও গুরূপদেশেই যেমন জানিতে পারে, সেরূপ শ্রীগুরূদেবের উপদিষ্ট শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভক্তির দ্বারা মনকে বারম্বার মথিত করিয়া আপনাকে দর্শন করেন। পঞ্চম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—“যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশিতঃ” ইত্যাদি, (৫১৮৮৩৬), অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি অপ্রকাশিত থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞগণের মন্বনপ্রভাবে সেই অপ্রকাশিত অগ্নি প্রকাশিত হয়, তাহার ন্যায় আপনার স্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে নিগূঢ় রহিয়াছে, নিপুণ পণ্ডিতগণ বিবেকসাধন মনঃ এবং কৰ্ম ও ফল দ্বারা আপনাকে দর্শন করিবার মানসে সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং সেই অন্বেষণে যাঁহার আত্মা (স্বরূপ) প্রকটিত হয়, সেই ভগবান্কে নমস্কার করি। সাধুজনের সাহচর্যের প্রাচুর্য্যে (সাধুসঙ্গের প্রভাবে) অত্যন্ত আনন্দেই প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত—‘গোষু অমৃতম্’, গাভীর মধ্যে দোহন প্রভৃতির দ্বারা যেমন দুগ্ধ, অর্থাৎ বৎসের (বাছুরের) মুখসংঘর্ষে যেমন পীনমধ্যে (বাঁটের মধ্যে) দুগ্ধ উপস্থিত হয়, এই অর্থ। প্রাচীন ভক্তিবীজ থাকিলে ভক্তিবাহুল্যের প্রাপ্তিতেই আপনার প্রাপ্তি, ইহাতে দৃষ্টান্ত—‘ভুবি অন্নম্’, কৰ্ম্মণাদির দ্বারা যেমন ভূতলে খাদ্য। প্রাচীন সাধুসঙ্গবশতঃ ভক্তির প্রাবল্যে প্রতিবন্ধকের অভাব হইলে আপনার প্রাপ্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত—‘অম্বু’, জল যেমন খনন ও তদাবরক মৃত্তিকাদি অপসরণের দ্বারা লভ্য হয়। লব্ধভক্তি (যাঁহার ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ) ভক্তগণের কিন্তু ভজন-মাত্রেই নিত্যই আপনার প্রাপ্তি, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—‘উদ্যমেন বৃত্তিম্’, নর্তক, গায়ক প্রভৃতি যেমন স্বশিল্পের উদ্যমেই জীবিকার আবিষ্কার করে ॥ ১২ ॥

তৎ ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং

সরোজনাভাতিচিরেপিসিতার্থম্ ।

দৃষ্টা গতা নির্বৃত্তমদ্য সর্ব্ব

গজা দবার্তা ইব গাঙ্গমন্তঃ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—দবার্তাঃ (দাবাগ্নিপীড়িতাঃ) গজাঃ (হস্তিনাঃ) গাঙ্গম্ অন্তঃ (গঙ্গাজলং প্রাপ্য নির্বৃত্তিং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি) ইব (তদ্বৎ হে) নাথ, (হে) সরোজনাভ, (হে পদ্মনাভ,) অতিচিরেপিসিতার্থম্ (অতিচিরাদীপিসিতমর্থং পরম পুরুষার্থস্বরূপং) তৎ (যোগৈকপ্রাপ্যং) ত্বাং সমুজ্জিহানং (সম্যগুজ্জিহানম্ আবির্ভবন্তং) দৃষ্টা (প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্টা) অদ্য বয়ং সর্ব্ব নির্বৃত্তিম্ (আনন্দং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—দাবাগ্নিপীড়িত হস্তিগণের গঙ্গাজল প্রাপ্তির ন্যায় হে প্রভো পদ্মনাভ, আমাদের চিরকালের ঈপ্সিত পরম পুরুষার্থস্বরূপ আপনাকে আবির্ভূত দেখিয়া আমরা সকলে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম ॥১৩

বিশ্বনাথ—বয়স্য কৃতার্থা এবাভূমেত্যাহ; তমিতি ত্বা ত্বাং হে সরোজনাভ, অতিচিরেপিসিতং অর্থং পরমার্থবস্তুরূপম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কিন্তু কৃতার্থই হইলাম, ইহা বলিতেছেন—‘তৎ ত্বা’, সেই আপনাকে দর্শন করিয়া। ‘সরোজনাভ’—হে পদ্মনাভ! ‘অতিচিরেপিসিতার্থং’—চিরবাঞ্ছিত অর্থ বলিতে পরমার্থবস্তুরূপ (আপনাকে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আমরা পরম নির্বৃত্তি লাভ করিলাম।) ॥১৩

স ত্বং বিধৎস্বাখিললোকপালা

বয়ং যদর্থাস্তব পাদমূলম্ ।

সমাগতাস্তে বহিরন্তরাঅন্

কিং বান্যবিজাপ্যামশেষসাক্ষিণঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—যদর্থঃ (যৎ প্রয়োজনাঃ যৎ কাম্যমানাঃ) অখিললোকপালাঃ বয়ং তব পাদমূলং (পাদপদ্মং) সমাগতাঃ (শরণং গতাঃ) সঃ ত্বং (তৎ) বিধৎস্ব (কুরু যদিধেয়ং তৎ কথয়েত্যর্থঃ)। যতঃ (হে অন্তরাঅন্, অশেষসাক্ষিণঃ তে (সর্ব্বং যুগপৎ-সাক্ষাৎকুর্ষতঃ তব সর্ব্বজস্য) বহিঃ অন্য বিজাপ্যম্

(অন্যৈঃ বিজ্ঞাপ্যং) কিং বা (অস্তি ? ন কিমপীত্যর্থঃ)
॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে প্রয়োজনে আমরা অখিল লোকপাল
আপনার পদপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি আপনি তাহার
বিধান করুন। হে অন্তরাঅন্, নিখিল প্রত্যক্ষকারী
আপনাকে বাহিরে অন্যের বিজ্ঞাপ্য কি আছে ? ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বিধৎস্ব যদর্থা বয়ং যৎ-প্রয়োজনাঃ
তদেব স্পষ্টং বিজ্ঞাপয়তেতি চেৎ তত্রাহ। হে
অন্তরাঅন্, অশেষসাক্ষিগন্তব বহিঃ কিং জ্ঞাপ্যম্ ?
॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিধৎস্ব’—আপনি তাহা
সম্পাদন করুন, ‘যদর্থাঃ বয়ং’—যে কার্যের প্রয়োজনে
আমরা আপনার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি। যদি
বলেন—তাহা স্পষ্টভাবে জানান, তাহাতে বলিতে-
ছেন—‘অন্তরাঅন্’, হে অন্তর্যামিন্ ! আপনি অশেষ
পদার্থের সাক্ষী (অর্থাৎ জগতে সকল বিষয়ই আপনি
প্রত্যক্ষ করিতেছেন), আপনাকে বাহিরে অন্য কি
বিজ্ঞাপন করিবে ? ১৪ ॥

অহং গিরিগ্রস্ত সুরাদয়ো য়ে
দক্ষাদয়োগ্নৈরিব কেতবস্তে ।

কিং বা বিদ্যামেধ পৃথগ্বিভাতা

বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ—অহং (ব্রহ্মা) গিরিগ্রঃ (রুদ্রঃ) য়ে
সুরাদয়ঃ (দেবাদয়ঃ) দক্ষাদয়ঃ চ (প্রজাপত্যশ্চ
সর্বৈ বয়ম্) অগ্নেঃ কেতবঃ (বিষ্ণুলিঙ্গাঃ) ইব তে
(ত্বন্তঃ) পৃথগ্বিভাতাঃ (সন্তঃ আত্মনাঃ) শং (সুখং) কিং
বা বিদ্যাম্ ? (ন কিমপি আত্মসুখসাধনং বিদ্যঃ
ইত্যর্থঃ । অতঃ ত্বমেব হে) ঈশ, দ্বিজদেবমন্ত্রং
(দ্বিজানাং দেবানাং চ মন্ত্রং সুখকারিণীম্ আলোচনাং)
নঃ (অস্মাকং) বিধৎস্ব (“ইদং কুরুত্ব” ইতুপায়-
মুপদিশঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আমি শিব এবং অন্যান্য দেবগণ ও
দক্ষাদি প্রজাপতিগণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনা
হইতে পৃথগুরূপে প্রতিভাত। অতএব আমরা শ্রেয়ঃ
কিইবা জানি। হে ঈশ, আপনিই দ্বিজ-দেবগণের
উপায় বিধান করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যুয়ং সর্বজ্ঞা মাত্বৎ। সুবুদ্ধয়-
শ্চাতুর্য্যবস্তশ্চ ভবথেতি বা অতোহত্র সন্ধটে যঃ প্রতী-
কারঃ সম্ভবতি তং ব্রূত যথা যুয়দশক্যমপি তং অহং
নিষ্পাদয়ামীতি চেৎ তত্রাহ,—অহমিতি। অগ্নেঃ
কেতবো বিষ্ণুলিঙ্গা ইব কেতুদ্যুতৌ পতাকাযামিতি
কোষাৎ তে ত্বন্তো বয়ং পৃথগ্বিভাতাঃ সন্তঃ আত্মনাং
শং শ্রেয়ঃ কিং বা বিদ্যঃ ন কিমপি তস্মাস্তুমেব নঃ
শং বিধৎস্ব দ্বিজানাং মন্ত্রং বিধৎস্ব ইদং কুরুতেত্যা-
পায়মপি উপদিশ। অস্মাকং বুদ্ধিচাতুর্য্যাদিকন্ত
রসাতলং যাত্তিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আপ-
নারা সর্বজ্ঞ না হইতে পারেন, কিন্তু সুবুদ্ধিমান ও
সুনিপুণ, অতএব এই সন্ধটে যে প্রতীকার সম্ভব,
তাহা বলুন, যাহাতে আপনাদের অশক্য হইলেও
আমি নিষ্পন্ন করিতে পারি। ইহার উত্তরে বলিতে-
ছেন—‘অহম্’ ইত্যাদি। আমরা ‘অগ্নেঃ কেতবঃ
ইব’—অগ্নির বিষ্ণুলিঙ্গের ন্যায়। অভিধানে উক্ত
আছে—‘কেতু শব্দের অর্থ দ্যুতি এবং পতাকা।’
আমরা আপনা হইতে পৃথক্ হইয়া নিজেদের মঙ্গল
কিইবা জানি ? কিছুই নহে, অতএব আপনিই
আমাদের মঙ্গল বিধান করুন, ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র
প্রদান করুন এবং ‘ইহা কর’—এইরূপ উপায়ও
উপদেশ করুন। আমাদের বুদ্ধির চাতুর্য্যাদি রসা-
তলে যাউক, এই ভাব ॥ ১৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং বিরিঞ্চাদিভিরীড়িতস্ত-

দ্বিজায় তেষাং হৃদয়ং যথৈব ।

জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা

বদ্ধাজলীন্ সংব্রতসর্বকারকান্ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবম্ (ইথং)
বিরিঞ্চাদিভিঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) ঈড়িতঃ (স্তবঃ ভগবান্)
তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং) তৎহৃদয়ম্ (অভিপ্রায়ং) যথা
এব (যথাবৎ) বিজায় (জাহ্না) জীমূতগভীরয়া (মেঘ-
নিহ্নাদবৎগভীরয়া) গিরা (বাক্যেন) বদ্ধাজলীন্
(বদ্ধাঃ অঞ্জলয়ঃ যৈঃ তান্ তাদৃশান্) সংব্রতসর্ব-
কারকান্ সংব্রতানি নিয়মিতানি সর্বানিকারকানি

ইন্দ্ৰিয়ানি যৈঃ তান্ তাদৃশান্ ব্রহ্মাদীন্ জগাদ (উক্ত-
বান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, এই প্রকারে
ব্রহ্মাদি দেবগণকর্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু
তঁাহাদের অভিপ্রায় মথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া মেঘগম্ভীর
বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি ও সংযতেন্দ্রিয় দেবগণকে বলিলেন
॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং দেবানাং যথা হৃদয়ং অস্মা-
কম্ অমরাবতীপ্রাপ্তৌ কামপি মন্ত্রণাং ভগবান্বেব
দদাত্তি যথা মনোগতং তত্ত্বৈবেত্যর্থঃ । সংব্রত-
সর্বকাকান্ নিয়তসর্বেন্দ্রিয়ান্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তেষাং হৃদয়ং’—সেইদেব-
গণের হৃদয় বুঝিয়া, অর্থাৎ আমাদের অমরাবতী
(স্বর্গলোক) প্রাপ্তি-বিশয়ে ভগবানই কোন মন্ত্রণা প্রদান
করুন, এইরূপ তঁাহাদের মনোগত অভিপ্রায় মথার্থ-
রূপে জানিতে পারিয়া, এই অর্থ । ‘সংব্রত-সর্ব-
কাকান্’—(সংব্রত বলিতে নিয়মিত হইয়াছে সমস্ত
কারক অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়সকল যাহাদের দ্বারা, অর্থাৎ)
সংযতেন্দ্রিয় দেবগণকে ভগবান্ বলিলেন ॥ ১৬ ॥

এক এবেশ্বরস্তম্ভিন্ সুরকার্যো সুরেশ্বরঃ ।

বিহতুকামস্তানাহ সমুদ্রোন্মথনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

অশ্বয়ঃ—(যদ্যপি) সুরেশ্বরঃ (সুরেশঃ ভগবান্
স্বয়ম্) একঃ এব তম্ভিন্ সুরকার্যো (সুরাণাং কার্যো)
ঈশ্বরঃ (প্রভুঃ কর্ত্ত্বং সমর্থঃ তথাপি) সমুদ্রোন্মথনা-
দিভিঃ বিহতুকামঃ (বিহতুমিচ্ছুঃ) তান্ (ব্রহ্মাদীন্)
আহ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—যদিও সুরেশ্বর একাকীই সে সুরকার্য
করিতে সমর্থ ছিলেন তথাপি সমুদ্র-মন্ত্রনাদি দ্বারা
বিহার করিতে ইচ্ছা করিয়া তঁাহাদিগকে বলিলেন ॥

শ্রীভগবানুবাচ -

হস্ত ব্রহ্মমহো শস্তো হে দেবা মম ভাষিতম্ ।

শৃণুতাবহিতাঃ সর্বৈঃ শ্রেন্নো বঃ স্যাদৃশ্যাসুরাঃ ॥ ১৮ ॥

অশ্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—হস্তঃ, অহো ব্রহ্মন,
(হে) শস্তো, (হে) দেবাঃ, (হে) সুরাঃ, সর্বৈঃ (যুগ্মং)

বঃ (যুগ্মকং) যথা শ্রেন্নো স্যাৎ (ভবেৎ তথা) মম
ভাষিতং (মদ্বাক্যম্) অবহিতাঃ (সাবধানচিত্তাঃ সন্তঃ)
শৃণুতে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—অহো ব্রহ্মন,
হে শস্তো, হে দেবগণ, যে প্রকারে তোমাদের শ্রেন্নো-
লাভ হইবে তাহা বলিতেছি, তোমরা সাবধান চিত্তে
আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥

যাত দানবদৈতেনৈস্তাবৎ সন্ধিবিধীয়তাম্ ।

কাব্যোনুগৃহীতৈস্তৈর্ষাননো ভব আশ্বনঃ ॥ ১৯ ॥

অশ্বয়ঃ—যাবৎ (যাবৎ কালং) বঃ (আশ্বনঃ
শ্বতঃ) ভবঃ (বৃদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ ভবতি) তাবৎ (তাবৎ
কালং) কাব্যেন (শুক্রাচার্য্যেণ) অনুগৃহীতৈঃ (অনু-
কূলতাং নীতৈঃ) তৈঃ দানবদৈতেনৈঃ (দানবৈঃ
দৈতেনৈঃ চ সহ) সন্ধিঃ (সখ্যং) বিধীয়তাং (ক্ষিপ্ত-
তাম্ অতঃ) যাত (গচ্ছতঃ) । অর্থাৎ তত্র গত্বা যুযাতিঃ
সন্ধিঃ বিধীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যাবৎকাল তোমাদের সমৃদ্ধি না হয়
তাবৎ তোমরা যাইয়া শুক্রাচার্য্যের অনুগৃহীত দানব-
গণের সহিত সন্ধি কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অভাবঃ সম্পত্ত্যভাবো যাবৎসম্পত্তৌ
তু জাতায়াং বিগ্রহ এব বিধেয় ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অভাবঃ’—সম্পত্তির (সমু-
দ্ধির) অভাব, অর্থাৎ যে পর্যন্ত তোমাদের বৃদ্ধিসাধন
না হয়, সমৃদ্ধিলাভ করিলে বিগ্রহ করাই বিধেয়, এই
ভাব ॥ ১৯ ॥

অরয়োহপি হি সন্ধেয়াঃ সতি কার্য্যার্থগৌরবে ।

অহিমৃষিকবদেবা হ্যর্থস্য পদবীং গন্তৈঃ ॥ ২০ ॥

অশ্বয়ঃ—(হে) দেবাঃ, (যতঃ) কার্য্যার্থ গৌরবে
(কর্ত্তব্যপ্রয়োজনস্য গৌরবে ভূয়স্তে) সতি (তদর্থম্)
অরয়ঃ (শত্রবঃ) অপি সন্ধেয়াঃ হি (এব) অর্থস্য (প্রয়ো-
জনস্য) পদবীং (সিদ্ধিং) গন্তৈঃ (প্রাপ্তৈঃ পশ্চাৎ) হি
(নিশ্চিতম্) অহিমৃষিকবৎ (বধ্যমাতকভাবেন বড়িত-
বাম্ ইতি, অথবা পেটিকায়্যং নিরুদ্ধঃ অহিঃ যথা
নির্গমদ্বারবিধানার্থং প্রথমং মৃষিকেন সমং সন্ধিং

বিধত্তে পশ্চাৎ তমেব কদাচিৎ উচ্ছয়তি তদা অর্থ-
মার্গপ্রবৃত্তেঃ প্রথমং সঙ্কেয়াঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দেবগণ, কার্যাসিদ্ধির গুরুত্বহেতু
শক্তির সহিতও সন্ধি কর্তব্য। প্রয়োজনসিদ্ধি ঘটিলে
সর্প-মুশিকবৎ ব্যবহার করিতে হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নীতিমুপদিশতি অরয় ইতি। অহি-
মুশিকেতি দৈবাৎ পেটিকান্নাং নিরুদ্ধোহহির্যথা নির্গম-
দ্বারবিধানার্থং প্রথমং মুশিকেণ সমং সন্ধিং বিধত্তে
পশ্চাত্তমেব ভুঙ্ক্তে এবং স্বার্থপদবীং গতেঃ। পশ্চা-
দেতান্ বধিম্যাম ইতি ব্যবসায়বত্তি ভবত্তিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নীতি উপদেশ করিতেছেন
—‘অরয়ঃ’ ইত্যাদি। ‘অহি-মুশিকবৎ’—দৈবক্রমে
কোন পেটিকান্ন আবদ্ধ সর্প যেন্নাপ মুশিকের সহিত
সন্ধিস্থাপনপূর্বক তাহার দ্বারা পেটিকার ছিদ্র করাইয়া
তাহা হইতে বহির্গত হয় এবং পরে মুশিককে উচ্ছয়
করে, এই প্রকার ‘স্বার্থপদবীং গতেঃ’—প্রয়োজনের
সিদ্ধি হইলে, পরে ইহাদিগকে বধ করিব, এইরূপ
অভিসন্ধি করিয়া (শত্রুগণের সহিতও সন্ধি করিতে
হয়।) ॥ ২০ ॥

অমৃতোৎপাদনে যত্নঃ ক্লিয়তাংবিলম্বিতম্।

যস্য পীতস্য বৈ জন্তুমৃত্যুগ্রস্তোহমরো ভবেৎ ॥২১॥

অশ্বয়ঃ—যস্য (অমৃতস্য) পীতস্য (পানেন
ইত্যর্থঃ) মৃত্যুগ্রস্তঃ (কালগ্রস্তঃ) জন্তুঃ বৈ (জীবঃ
অপি) অমরঃ (মৃত্যুরহিতঃ) ভবেৎ (স্যাৎ । অতঃ
হে দেবাঃ,) অবিলম্বিতং (সহসা এব) অমৃতোৎপাদনে
(তস্য অমৃতস্য উৎপাদনে লাভায় ভবত্তিঃ) যত্নঃ
ক্লিয়তাম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যাহা পান করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত জীবও
অমর হয়, হে দেবগণ, অবিলম্বে তোমরা সেই অমৃত
উৎপাদনের জন্য যত্ন কর ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য পীতস্য যজ্জিম্ন পীতে সতি ॥ ২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যস্য পীতস্য’—যে অমৃত
পান করিলে (মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণীও অমরত্ব লাভ করিতে
সমর্থ হয়।) ॥ ২১ ॥

ক্ষিপ্তা ক্ষীরোদধৌ সর্বা বীরত্বগলভৌষধীঃ।

মস্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বাতু বাসুকিম্ ॥২২॥

সহায়েন ময়া দেবা নির্মথধ্বমতস্ত্রিতাঃ

ক্লেশভাজো ভবিষ্যন্তি দৈত্যা যুয়ং ফলগ্রহাঃ ॥২৩॥

অশ্বয়ঃ—(হে) দেবাঃ, বীরত্বগলভৌষধীঃ
(বীরত্বঃ গুল্মানি তৃণাণি লতাঃ ঔষধম্ভ ইমাঃ)
সর্বাঃ ক্ষীরোদধৌ (ক্ষীরসাগরে) ক্ষিপ্তা (নিক্ষিপ্য)
মন্দরং (পর্বতং) মস্থানং কৃত্বা বাসুকিং চ নেত্রং
(রজ্জুং) কৃত্বা ময়া সহায়েন (যুয়ম্) অতস্ত্রিতাঃ
(নিরলসাঃ সন্তঃ ক্ষীরসাগরং) নির্মথধ্বং (মস্থনং
কুরুধ্বং নৈবম্ আশঙ্কনীয়ং যৎ দৈত্যাঃ এব অমৃতং
লভেয়ুঃ ইতি যতঃ । তত্র সাগর মস্থনে) দৈত্যাঃ
ক্লেশভাজঃ (ক্লেশভাগিনঃ) ভবিষ্যন্তি । যুয়ং (দেবাশ্চ)
ফলগ্রহাঃ (ফলভাগিনঃ ভবিষ্যন্তি ইত্যর্থঃ) ॥২২-২৩॥

অনুবাদ—হে দেবগণ, গুল্ম তৃণ, লতা ও ঔষধী
সকল ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করণানন্তর মন্দর
পর্বতকে মস্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া আমার
সাহায্যে তোমরা অনলস হইয়া ক্ষীরোদসাগর মস্থন
করিবে। তাহাতে দৈত্যগণ ক্লেশভাগী হইবে ॥২২-২৩

বিশ্বনাথ—ক্ষিপ্তেতি দুষ্কযোগেন মথিত-বীরত্বাদি-
কাত্ম-পরিণাম এবামৃতং ভবতীতি ভাবঃ। নেত্রং
রজ্জুম্। সহায়েন ময়েত্যেতৎফলমাহ,—ক্লেশভাজ
ইতি। ফলগ্রহাঃ ফলমমৃতং যুয়মেব প্রাপ্স্যথেত্যর্থঃ
॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষিপ্তা’—দুষ্কযোগে মথিত
তৃণ, লতা, গুল্মাদির কাত্ম-পরিণামই অমৃত হয়,
এই ভাব। ‘নেত্রং’—রজ্জু, বাসুকিকে রজ্জু করিয়া।
‘সহায়েন ময়া’—আমার সাহায্যে, তাহার ফল
বলিতেছেন—‘ক্লেশভাজাঃ’, দৈত্যগণ ক্লেশভাগী হইবে।
‘ফলগ্রহাঃ’—অমৃত ফল তোমরাই ভোগ করিবে,
এই অর্থ ॥ ২২-২৩ ॥

যুয়ং তদনুমোদধ্বং যদিচ্ছন্ত্যসুরাঃ সুরাঃ।

ন সংরন্তেণ সিধ্যন্তি সর্বার্থাঃ সান্ত্বয়া যথা ॥ ২৪ ॥

অশ্বয়ঃ—(হে) সুরাঃ, সান্ত্বয়া (সামমার্গেন সাধু-
মার্গেন) যথা সর্বার্থাঃ (সর্বানি প্রয়োজনানি সিধ্যন্তি
তথা) সংরন্তেণ (সন্ত্রমেণ ক্রোধেন) ন সিধ্যন্তি

(অতঃ) যুগ্ম (ভবন্তঃ) অসুরাঃ যৎ ইচ্ছন্তি তৎ
অনুমোদধ্বম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে সুরগণ, সামমার্গে যেরূপ সকল
প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ক্রোধদ্বারা তাহা হয় না, অতএব
অসুরগণ যাহা ইচ্ছা করিবে তোমরা তাহাই অনু-
মোদন করিও ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে সুরাঃ সংরন্তেণ বিগ্রহেণ সাত্ত্বয়া
সাম্ভা যথা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে দেবগণ ! ‘সংরন্তেণ’—
ক্রোধদ্বারা সেরূপ কার্য্যসিদ্ধি হয় না, ‘সাত্ত্বয়া যথা’
—যেরূপ সমভাবদ্বারা সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয় ॥২৪॥

ন ভেতব্যং কালকুটাদ্বিষাজ্জলধিসন্তবাৎ ।

লোভঃ কার্য্যো ন বো জাতু রোষঃ কামস্ত বস্ত্বশু ॥

অশ্বয়ঃ—জলধিসন্তবাৎ কালকুটাত্ (তদাখ্যাত্)
বিষাত্ ন ভেতব্যং (ন উদেজিতব্যং যতঃ তৎ রুদ্রঃ
গ্রসিষ্যতি ইত্যর্থঃ তথা), বস্ত্বশু (সমুদ্রমথনাদুৎ-
পন্নেষু) লোভঃ কামঃ রোষঃ তু (চ) জাতু (কদা-
চিদপি) বঃ (যুগ্মাভিঃ) ন বৈ কার্য্যঃ (ন করণীয়ঃ
ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সমুদ্র হইতে উৎপন্ন কালকুট বিষকে
তোমরা ভয় করিও না, মথনোখিত বস্তুর জন্য কদাপি
লোভ, কামনা অথবা ক্রোধ প্রকাশ করিবে না ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—তুশ্চাৰ্থে রত্নাদিষু ন লোভঃ তেষেবাবা-
সুরৈর্নীতেষু সৎসু ন রোষঃ । জীরত্সেযু ন কামশ্চ
কার্য্য ইত্যর্থঃ । বস্ত্বশু মথনাদুৎপন্নেষু ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তু’-শব্দ এখানে ‘চ-কার’
এবং অর্থে । রত্নাদিতে লোভ করিবে না, তাহা
অসুরগণের দ্বারা নীত হইলেও ক্রোধ করিবে না এবং
জীরত্সে কখনও কামনা করিবে না, এই অর্থ ।
‘বস্ত্বশু’—সমুদ্র-মস্তন হইতে উত্থিত বস্ত্রসকলে (অভি-
লাষ করিবে না) ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি দেবান্ সমাদিশ্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

তেষামন্তর্দধে রাজন্ স্বচ্ছন্দগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজন্, পুরু-
ষোত্তমঃ ভগবান্ ইতি (ইথং) দেবান্ সমাদিশ্য
(আজ্ঞাপ্য) তেষাং (ব্রহ্মাদীনাং পশ্যতাং সতাং সমক্ষে
এব) অন্তর্দধে (অন্তহিতবান্ যতঃ) স্বচ্ছন্দগতিঃ
(যথেষ্টব্যাপারবান্ সঃ) ঈশ্বরঃ (ইতি শেষঃ) ॥২৬॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্
স্বচ্ছন্দগতি প্রভু পুরুষোত্তম ভগবান্ দেবগণকে এই
প্রকার আদেশ করিয়া দেবগণের সমক্ষেই অন্তহিত
হইলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তেষামীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তেষাম্ ঈশ্বরঃ’—(দেবগণের
ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি অন্তর্দধান করি-
লেন ।) ॥ ২৬ ॥

অথ তস্মৈ ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ ।

ভবশ্চ জগ্মতুঃ স্বং স্বং ধামোপেয়ুর্বলিং সুরাঃ ॥২৭

অশ্বয়ঃ—অথ (ভগবদন্তর্ধানান্তরং) তস্মৈ
তিরোহিতায়) ভগবতে নমস্কৃত্য পিতামহঃ (ব্রহ্মা)
ভবঃ চ (রুদ্রঃ) স্বং স্বং ধাম (স্থান) জগ্মতুঃ (গত-
বন্তৌ), সুরাঃ (ইন্দ্রাদয়স্ত) বলিং (বিরোচনতনয়ম্)
উপেয়ুঃ (গতবন্তঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই ভগবান্কে নমস্কার
করিয়া পিতামহ ও শিব স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন ।
দেবগণও বলির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুরাস্ত বলিমুপেয়ুরুপজগ্মুঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুরাঃ’—ইন্দ্রাদি দেবগণ
কিন্তু মহারাজ বলির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টারীনপ্যসংযতান্ জাতক্লেভান্ স্বনায়কান্ ।

ন্যামেধদৈত্যরাট্ শ্লোক্যঃ সন্ধিবিগ্রহকালবিৎ ॥২৮॥

অশ্বয়ঃ—অরীন্ (শত্রু দেবান্) অপি অসং-
যতান্ (যুদ্ধায় অনুদ্যতান্) দৃষ্টা (সঃ) সন্ধিবিগ্রহ-
কালবিৎ (সন্ধিবিগ্রহয়োঃ সন্ধিবৈরয়োঃ কালম্ উচিতং
বেত্তি ইতি তথা) শ্লোক্যঃ (স্তব্যঃ) দৈত্যরাট্ (বলিঃ)
জাতক্লেভান্ (সুরান্ হন্তম্ উদ্যতান্) স্বনায়কান্
(অসুরসেনামুখ্যান্) ন্যামেধৎ (ন্যাবারয়ৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সন্ধি-বিগ্রহকালবিৎ প্রশংসনীয় দৈত্য-
রাজ বলি শত্রুপক্ষ দেবগণকে যুদ্ধে অনুদাত দেখিয়া
হননোদাত স্বীয় সেনানায়কগণকে নিষেধ করিলেন ॥

বিশ্বনাথ—অসংযতান্ অধৃত-কবচাস্ত্রাদীনপি
দৃষ্টা স্ত্রনায়কান্ স্বসেনাপতীন্ জাতক্লেভান্ হস্তমুদা-
তান্, শ্লোক্যো যশস্বী ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসংযতান্’—কোন অস্ত্র-
ধারণ করিতেও না দেখিয়া (অর্থাৎ দেবগণকে যুদ্ধ-
সজ্জাহীন দেখিয়া), ‘জাতক্লেভান্’—হননোদাত নিজ
সেনাপতিগণকে নিবারণ করিলেন । ‘শ্লোক্যঃ’—
যশস্বী বলি মহারাজ ॥ ২৮ ॥

তে বৈরোচনিমাসীনং গুণ্ডমাসুরমুখপৈঃ ।

শ্রিয়া পরময়া জুগুতং জিতাশেষমুপাগমন্ ॥২৯॥

অম্বয়ঃ—তে (দেবাঃ) অসুরমুখপৈঃ (অসুরগণৈঃ)
গুণ্ডম্ আসীনং (স্থিতং) পরময়া শ্রিয়া (সম্পদা) জুগুতং
(যুজ্ঞং) জিতাশেষং চ (জিতং অশেষং ত্রৈলোক্যং যেন
তং) বৈরোচনিং (বিরোচননন্দনং বলিম্) উপাগমন্
(সমীপম্ উপবিবিষ্টঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ অসুর নায়কগণকর্তৃক
রক্ষিত এবং পরম সম্পদসেবিত ও ত্রৈলোক্য-বিজ্ঞতা
বিরোচন-নন্দন বলিরাজের সমীপে উপবেশন করি-
লেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—জিতাশেষং সর্বদিশ্বিজয়িনম্ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জিতাশেষং’—সর্বদিক্-
বিজয়ী (বলিহরারাজের সমীপে দেবগণ উপবেশন
করিলেন ।) ॥ ২৯ ॥

মহেন্দ্রঃ শক্রয়া বাচা সান্ত্বয়িত্বা মহামতিঃ ।

অভ্যাভাষত তৎ সর্বং শিক্ষিতং পুরুষোত্তমাৎ ॥৩০॥

অম্বয়ঃ—(তদনন্তরং) মহামতিঃ মহেন্দ্রঃ (দেব-
রাজঃ ইন্দ্রঃ) শক্রয়া (মৃদ্বা) বাচা (বাক্যেন বলিং)
সান্ত্বয়িত্বা (সামোপায়েন প্রসন্নং কৃৎবা) পুরুষোত্তমাৎ
(অজিতাখ্যাৎ ভগবতঃ) শিক্ষিতম্ (অমৃতোৎপাদন-
প্রযত্নরূপং যৎ) তৎ সর্বম্ অভ্যাভাষত (বলিম্
অকথয়ৎ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মহামতি দেবরাজ যুদ্দ
বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম হইতে
শিক্ষিত সর্ববিষয় বলিকে বলিলেন ॥ ৩০ ॥

তত্তরোচত দৈত্যস্য তজ্জান্যে যেহসুরাধিপাঃ ।

শম্বরোহরিষ্টনেমিস্তি যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ ॥৩১॥

অম্বয়ঃ—তৎ তু (তদিস্ত্রোক্তং সর্বং) দৈত্যস্য
(বলেঃ) যে চ তত্র অন্যে অসুরমুখপাঃ (পৌলোম-
কালকেয়াদয়ঃ আসন্) যে চ ত্রিপুরবাসিনঃ (যশ্চ)
শম্বরঃ অরিষ্টনেমিঃ (তেষাং তেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) অরো-
চত (রুচিকরম্ অভূৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—দেবরাজোক্ত বাক্যসকল দৈত্যপতি
বলির তথায় অবস্থিত অসুর মুখপগণের ও ত্রিপুর-
বাসী অসুরগণের রুচিকর হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যস্য দৈত্যায় যেহন্যে তেভ্যশ্চেতি
উৎপৎস্যামানমমৃতং দুর্বলানিমাংস্তিরকৃত্য বয়মেব
গ্রহীষ্যাম ইত্যভিপ্রায়েনারোচত ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দৈত্যস্য’—দৈত্যায় (এখানে
‘রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ’, এই সূত্রে সম্প্রদান কারকে
চতুর্থী বিভক্তি হইবে) দৈত্যরাজ বলির নিকট এবং
তথায় উপস্থিত দৈত্যনায়কগণের নিকট, সমুদ্র হইতে
উৎপন্ন অমৃত দুর্বল ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া
আমরাই গ্রহণ করিব—এই অভিপ্রায়ে ইন্দের সেই
সকল বাক্য ‘অরোচত’—রুচিপ্ৰদ হইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

ততো দেবাসুরাঃ কৃৎবা সংবিদং কৃতসৌহাদাঃ ।

উদ্যমং পরমং চক্রুরমৃতার্থে পরন্তপ ॥ ৩২ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ, ততঃ (তদনন্তরং) কৃত-
সৌহাদাঃ (পরস্পরং কৃতং সৌহাদং যৈঃ তে তথা-
ভূতাঃ) দেবাসুরাঃ (দেবাশ্চ অসুরাশ্চ তে সর্ব্বে),
সংবিদং (সময়ং সঙ্কেতং কালং শপথং বা) কৃৎবা
অমৃতার্থে (অমৃতোৎপাদনায়) পরমম্ উদ্যমং (যত্নং)
চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুনাশন, তদনন্তর দেব ও দানব-
গণ পরস্পর সৌহাদ্য করিয়া এবং নিয়মপূর্ব্বক
অমৃতোৎপাদনে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—সংবিদং সঙ্কেতং সংবাদং বা ।
সংবিদ্যুক্ষে প্রতিজ্ঞায়ামাচারে নান্মি তোষণে । সংভা-
ষণে ক্রিষ্টা কারে সঙ্কেতজ্ঞানমোরপীতাজয়ঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সংবিদং’—সঙ্কেত বা সংবাদ
(অর্থাৎ পরস্পর শপথপূর্বক তাহারা অমৃত লাভের
জন্য উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন) । অজয় অভি-
ধানে উক্ত আছে—‘সংবিদ’ শব্দে যুদ্ধ, প্রতিজ্ঞা,
আচার, নাম, তোষণ, সংভাষণ, ক্রিষ্টা কার, সঙ্কেত
ও জ্ঞান বুঝায় ॥ ৩২ ॥

ততস্তে মন্দরগিরিমোজসোপাট্য দুর্মদাঃ ।

নদন্ত উদধিং নিন্যঃ শক্তাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ দুর্মদাঃ (দুঃসহমদাঃ) শক্তাঃ
(শক্তিসম্পন্নঃ) পরিঘবাহবঃ (পরিঘাঃ ইবঃ বাহবঃ
যেষাং তে তথাভূতাঃ) তে (দেবাসুরাঃ) মন্দরগিরিং
(মন্দরপর্বতম্) ওজসা (বলেন) উপাট্য নদন্তঃ
(নাদং কুর্বন্তঃ এব) উদধিং (ক্ষীরোদধিং) নিন্যঃ
(প্রাপয়িতুং প্রবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সমর্থ-দুর্মদ অর্গলবাহ দেব
ও দানবগণ বলপূর্বক মন্দর পর্বত উপাটন করিয়া
সিংহনাদ করিতে করিতে ক্ষীরোদসাগরে লইয়া
চলিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরিঘা ইব বাহবো যেষাম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পরিঘ-বাহবঃ’—পরিঘের
ন্যায় বিশাল বাহ যাহাদের, সেই দেবাসুরগণ ॥ ৩৩ ॥

দূরভারোদ্ধ্রাশ্চাঃ শক্রবৈরোচনাদয়ঃ ।

অপারয়ন্তস্তং বোভুং বিবশা বিজহঃ পথি ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—শক্রবৈরোচনাদয়ঃ (সর্বের) দূরভারোদ্ধ্রা-
শ্চাঃ (দূরভারোদ্ধ্রহনেন শ্রান্তাঃ অতএব মন্দরগিরিং)
বোভুং অপারয়ন্তঃ (অশঙ্কবন্তঃ) বিবশাঃ (ভ্রষ্টা এব)
পথি বিজহঃ (তত্যাঙ্কঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র-বলি প্রভৃতি দেবাসুরগণ দূর
হইতে গুরুভার বহনে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া তাহার
বহনে অক্ষম ও অবশ হইয়া পথিমধ্যেই তাহা পরি-
ত্যাগ করিল ॥ ৩৪ ॥

নিপতন্ স গিরিস্তম্ বহুনমরদানবান্ ।

চূর্ণয়ামাস মহতা ভারেণ কনকাচলঃ ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—তত্র (তন্মিন্ স্থানে) স (চ) কনকাচলঃ
(সুবর্ণঃ শৈলঃ) গিরিঃ (মন্দরপর্বতঃ) নিপতন্
(পাত্যমানঃ সন্) বহুন্ অমরদানবান্ (দেবান্ দান-
বান্ চ) মহতা ভারেণ (গুরুভারেণ) চূর্ণয়ামাস
(অচূর্ণয়ৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে কনকময় মন্দর পর্বত
পতিত হইয়া গুরুভাবে বহু দেবদানবগণকে চূর্ণ
করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কনকাচলঃ কনকময়ত্বাচ্চ চল-
তীতি অচলঃ । কনকস্য প্রস্তরাদ্যপেক্ষয়া ভার্য-
ধিক্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কনকাচলঃ’—কনকময়
বলিয়া চলিতে না পারায় সেই সুবর্ণময় মন্দর পর্বত
তৎকালে পতিত হইল, যেহেতু প্রস্তরাদি হইতে
কনকের ভার অধিক ॥ ৩৫ ॥

তাংস্তথা ভগ্নমনসো ভগ্নবাহুরুকঙ্করান্ ।

বিজায় ভগবাংস্তম্ বভূব গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়ঃ—(তদা) তান্ (সুরদানবান্) ভগ্নমনসঃ
(ভগ্নানি মনাংসি যেষাং তান্ তাদৃশান্) তথা ভগ্ন-
বাহুরু কঙ্করান্ (ভগ্নাং বাহবঃ উরবঃ কঙ্করাশ্চ
যেষাং তান্ তথাভূতান্) বিজায় (ভ্রাস্তা) ভগবান্
গরুড়ধ্বজঃ (গরুড়াক্রান্ত নারায়ণঃ) তত্র (তন্মিন্
স্থানে) বভূব (আবির্ভূত) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দেবতা ও দানবগণের উরু
কঙ্ক ও বাহ প্রভৃতি ভগ্ন এবং ভগ্নমনোরথ জানিতে
পারিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেই স্থানে আবির্ভূত
হইলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বভূব আবির্ভূত ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বভূব’—আবির্ভূত হইলেন
(অর্থাৎ তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত
হইলেন ।) ॥ ৩৬ ॥

গিরিপাতবিনিপ্লিষ্টান্ বিলোক্যামরদানবান্ ।

ঈক্ষুয়া জীবয়ামাস নীরুজামিহ্রণান্ যথা ॥ ৩৭ ॥

অবয়ঃ—গিরিপাতবিনিপ্পিষ্টান্ (গিরিপাতেন
বিনিপ্পিষ্টান্ চূর্ণীকৃতান্) অমরদানবান্ (দেবান্
দানবান্ চ) বিলোক্য (দৃষ্ট্য) ঈক্ষুয়া (অমৃতদৃষ্ট্যা)
নীৰ্জ্ঞান্ (দুঃখরহিতান্) নিৰ্ৰাণান্ (যথা ভবতি তথা
তান্) জীবয়ামাস ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পৰ্বত পতনে দেব-দানবগণকে
নিপ্পিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে
নীরোগ ও অক্ষত করতঃ জীবিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

গিরিধারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া ।

আরুহ্য প্রযযাবিধং সুরাসুরগণৈবৃতঃ ॥ ৩৮ ॥

অবয়ঃ—(তদনন্তরং) একেন (এব) হস্তেন
লীলয়া (অনায়াসেন) গিরিং (মন্দরপৰ্বতম্ উদ্ধৃত্য)
গরুড়ে আরোপ্য (স্বয়ং) আরুহ্য চ সুরাসুরগণৈঃ
(দেবাসুরগণৈঃ) বৃতঃ (সন্) অবিধং (ক্ষীরসাগরং)
প্রযযৌ (গতবান্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর এক হস্তদ্বারা অনায়াসে
মন্দর পৰ্বত উত্তোলনপূৰ্বক গরুড়ের উপর আরো-
পণ করিয়া স্বয়ং তাহার উপরে আরোহণ করতঃ
দেবতা ও অসুরগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রে গমন
করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মধ্য

অনন্তোঢ়ো মন্দরস্ত যদা বৈবস্বতান্তরম্ ।

অমৃতার্থং সুপর্ণোঢ়ো রৈবতস্যান্তরে মনোঃ ॥

ইতি ব্রাহ্মে ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অবরোপ্য গিরিং ক্ৰুজ্য সুপর্ণঃ পততাং বরঃ ।

যযৌ জলাস্ত উৎসৃজ্য হরিণা স বিসর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাম্
অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অবয়ঃ—(তদনন্তরং) পততাং (পক্ষিণাং) বরঃ
(শ্রেষ্ঠঃ) সঃ সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) ক্ৰুজ্য গিরিম্ অবরোপ্য
জলাস্তে (জল সমীপে) উৎসৃজ্য (নিধায়) হরিণা
(অজিতেন ভগবতা) বিসর্জিতঃ (সন্) যযৌ (যতঃ

সুপর্ণে তত্র স্থিতে তদ্ভয়াৎ বাসুকেঃ আগমনাসম্ভবাৎ
তদর্থং ভগবতা বিসর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম-স্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়স্যাবয়ঃ ।

অনুবাদ—তদনন্তর পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় স্বীয় ক্রুজ্য
হইতে মন্দর পৰ্বত জল সমীপে অবতারণ করিলে
ভগবান্ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রস্থান করিল ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম-স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—বিসর্জিতঃ অন্যত্র প্রস্থাপিতঃ । সুপর্ণে
তত্র স্থিতে বাসুকেরাগমনাযোগাদিগি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেষ্টাসাম্ ।

ষষ্ঠোহয়মষ্টমস্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-কৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-
অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোহধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিসর্জিতঃ’—ভগবান্ কর্তৃক
গরুড় অন্যত্র প্রেরিত হইল, কারণ গরুড় থাকিলে
বাসুকির সেখানে আসা সম্ভব হইবে না—এই ভাব
॥ ৩৯ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সারার্থ-
দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৬ ॥

মধ্য—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতো

শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের
তথ্য সমাপ্ত ।

বিরূতি —

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের
বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



সপ্তমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তে নাগরাজমামন্ত্য ফলভাগেন বাসুকিম্ ।
পরিবীয় গিরৌ তপ্তিম্ন নেত্রমবিশং মুদান্বিতাঃ ।
আরেভিরে সুরা যন্তা অমৃতার্থে কুরুদ্রহ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের কৃষ্ণরূপে সলিলমগ্ন মন্দরধারণ এবং মছনে বিষোদগমহেতু ভীতচিত্ত অখিললোকের স্তবে রুদ্রের বিষপান লীলা বর্ণিত হইয়াছে ।

মছনোথ অমৃতে দেব ও দানব উভয়েরই অংশ থাকিবে এই সর্তানুসারে বাসুকীকে মছনরজ্জু করিয়া মন্দর পর্বতের চতুর্দিকে বেষ্টিত করা হইল । ভগবান্ শ্রীহরির কৌশলে কুল-ধন-বিদ্যা-রূপ-মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকীর অগ্রদেশ এবং দেবগণ তাহার পৃচ্ছদেশ ধারণ করিলেন । মহোদ্যমে মছন কার্য্য আরম্ভ হইল । এইরূপে কিয়ৎকাল মছন করিতে করিতে ঐ পর্বত আধারশূন্য হইয়া সলিলমগ্ন হইল । দৈবক্রমে দেব ও দানবদিগেরও পৌরুষ নষ্ট হইল । তখন ভগবান্ কৃষ্ণমুণ্ডি ধারণপূর্বক পর্বতকে পৃষ্ঠদেশে রক্ষা করিয়া জলতল হইতে উথিত হইলেন । পুনরায় ভীমবেগে মছন চলিতে লাগিল । এইবার মছন হইতে প্রথমে হালাহল নামক মহোৎসববিষ উথিত হইল । তাহাতে প্রজাসহ প্রজাপতিগণ আর কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া সদাশিবেরই শরণাপন্ন হইলেন এবং নানা তত্ত্বপূর্ণ বাক্যদ্বারা সদাশিবের স্তব-স্ততি করিতে লাগিলেন । আশুতোষ তুষ্ট হইয়া লোকপাবনার্থ সেই বিষপানে সম্মত হইলেন । ভগবতী ভগবান্ রুদ্রের প্রভাব অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাতে হর্ষ প্রকাশই করিতে লাগিলেন । তদনন্তর শ্রীরুদ্রদেব সকল দিকে ব্যাপ্তিশীল সেই হালাহল করতল পরিমিত মাত্র করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন । মহাদেবের কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইল । সেই বিষ এত তীব্র যে তাহা পানকালে মহাদেবের হস্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ গলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই

গ্রহণ করিয়া রুশিক, সর্প, বিষৌষধি, দন্দশূকাদি তীব্র বিষধর হইয়াছে ।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) কুরুদ্রহ, তে সুরাঃ (অসুরাশ্চ) ফলভাগেন (তবাপি অমৃতভাগঃ ভবিষ্যতীতি অনেন প্রকারেন) নাগরাজং (নাগানাং সর্পাণাং রাজানাং) বাসুকিম্ আমন্ত্য (সংপ্রার্থ্য তদনন্তরং) নেত্রং (তং বাসুকিং নেত্রীভূতং বজ্রন-রজ্জুরূপং কৃৎস্না) তপ্তিম্ন গিরৌ পরিবীয় (পরিবেষ্ট্য চ) মুদা অন্বিতাঃ (আনন্দিতাঃ) যন্তাঃ (উৎসাহিতাঃ) অমৃতার্থে (অমৃতোৎপাদনায়) অন্বিশং (ক্ষীরসাগরং মথিতুং) আরেভিরে ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দেব ও দানবগণ নাগরাজ বাসুকীকে ফলভাগ প্রাপ্তির প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে রজ্জুরূপে মন্দর পর্বতে বেষ্টিত করতঃ আনন্দিত ও যত্নপর হইয়া অমৃতোৎপাদনের জন্য ক্ষীরসাগর মছন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তমে কচ্ছপোদ্ভুতিঃ সিন্ধুমহোবিষোদগমঃ ।

জনৈঃ স্তুত্যা শিবেনৈব বিষপানমিতীর্হ্যতে ॥০॥

নাগরাজং বাসুকিম্ । তবাপ্যমৃতে ভাগো ভবিষ্য-
তীতি সংমন্ত্য তং গিরৌ পরিবীয় নেত্রং কৃৎস্না পরি-
বেষ্ট্য আরেভিরে মথিতুমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥

টীকার বজ্রানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে ভগবানের কৃষ্ণরূপে প্রকাশ, সমুদ্র-মছনে বিষের উৎপত্তি এবং জনগণের স্তবে শিবের বিষপান—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘নাগরাজং’—সর্পরাজ বাসুকিকে । ‘তোমারও অমৃতে ভাগ থাকিবে’—এইরূপ প্রস্তাবসহকারে আমন্ত্রণপূর্বক, ‘পরিবীয়’—তাহাকে রজ্জুরূপে সেই মন্দর পর্বতে যুক্ত করিয়া, ‘আরেভিরে’—সমুদ্র মছন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হরিঃ পুরস্তাজ্জগৃহে পূর্বং দেবাস্ততোহভবন্ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—(বাসুকেঃ তীব্রং মুখং দৈত্যান্ গ্রাহয়িতুং এব) পূর্বং (প্রথমং) হরিঃ (অজিতাখ্যঃ ভগবান্)

(পুরস্তাৎ বাসুকেঃ মুখং) জগ্ধে (গৃহীতবান্) ততঃ
(তদনন্তরং) দেবাঃ অভবন্ (মুখং জগ্ধঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ হরি প্রথমে বাসুকির মুখ
গ্রহণ করিলেন, তদনন্তর দেবগণও মুখের দিক গ্রহণ
করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বাসুকের্মুখং তীরং দৈত্যান্ গ্রাহয়িতুম্
এব হরিঃ পুরস্তান্মুখং জগ্রাহ, অভবন্ তে চ মুখং
জগ্ধঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—বাসুকির বিষদন্তে অতিশয়
তীর মুখ দৈত্যগণকে গ্রহণ করাইবার জন্যই শ্রীহরি
পূর্বেই তাহার মুখ ধারণ করিলেন, ‘অভবন্’—
অনন্তর দেবতাগণও তাহাই ধারণ করিয়াছিলেন—
এই অর্থ ॥ ২ ॥

তমৈচ্ছন্ দৈত্যপতন্যো মহাপুরুষচেষ্টিতম্ ।

ন গৃহীমো বয়ং পুচ্ছমহেরঙ্গমমঙ্গলম্ ।

স্বাধ্যায়শ্রুতসম্পন্নাঃ প্রখ্যাভা জন্মকর্মভিঃ ॥ ৩ ॥

অবয়বঃ—দৈত্যপতন্যঃ (দৈত্যাধিপাঃ) তৎ (বাসুকেঃ
মুখগ্রহণরূপং) মহাপুরুষচেষ্টিতং (হরেঃ চেষ্টিতং
মহাপৌরুষবর্ম্ম) ন ঐচ্ছন্ (দেবৈঃ সহ ভগবতঃ
বাসুকেঃ মুখগ্রহণবিষয়ে ঈর্ষ্যাম্ অকুব্ধব্ন্ । যতঃ)
স্বাধ্যায় শ্রুতসম্পন্নাঃ (বেদশাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্নাঃ) জন্ম-
কর্ম্মভিঃ (জন্মভিঃ কর্ম্মভিঃ) প্রখ্যাভাঃ (প্রসিদ্ধাঃ)
বয়ম্ অমঙ্গলং (নিকৃষ্টম্) অহেঃ (মহোরগস্য
বাসুকেঃ) পুচ্ছম্ অঙ্গং ন গৃহীমঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—দৈত্যাধিপগণ বাসুকির (মুখ ভাগ
গ্রহণ) মহা পৌরুষের কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া হরির
কার্য্য অনুমোদন করিল না । আমরা বেদাধ্যয়ন ও
শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং জন্ম কর্ম্মদ্বারা প্রখ্যাত, অতএব
অমঙ্গলস্বরূপ সর্পের পুচ্ছভাগ গ্রহণ করিব না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মানং গৃহীত্বা বিষজ্জ্বালয়া যুয়মেব
শ্লিষ্যধ্বম্ ইত্যভিপ্রায়েণ স্ময়মানঃ ॥ ৩৪ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্ময়মানঃ’—‘অহঙ্কার লইয়া
বিষের জ্বালায় তোমরাই মর’—এই অভিপ্রায়ে মৃদু
হাস্য করিয়া (শ্রীহরি দেবগণের সহিত বাসুকির অগ্র-
ভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুচ্ছভাগ গ্রহণ করিলেন) ॥৪॥

ইতি তৃক্ষীং স্থিতান্ দৈত্যান্ বিলোক্য পুরুষোত্তমঃ ।
স্ময়মানো বিসৃজ্যাগ্রং পুচ্ছং জগ্রাহ সামরঃ ॥ ৪ ॥

অবয়বঃ—ইতি (ইত্যভিপ্রায়েণ) তৃক্ষীং স্থিতান্
দৈত্যান্ বিলোক্য (দৃষ্টা) পুরুষোত্তমঃ (ভগবান্)
স্ময়মানঃ (সন্) অগ্রং (মুখং) বিসৃজ্যা (ত্যাগ্য) সামরঃ
(অমরৈঃ সহিতঃ বাসুকেঃ) পুচ্ছং জগ্রাহ (গৃহীতবান্)
॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এই অভিপ্রায়ে তৃক্ষীভাবে অবস্থিত
দৈত্যগণকে অবলোকন করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম
ঈষৎ হাস্য সহকারে মুখভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেব-
গণের সহিত বাসুকির পুচ্ছদেশ গ্রহণ করিলেন ॥৪॥

কৃতস্থানবিভাগান্তে এবং কশ্যপনন্দনাঃ ।

মমস্থুঃ পরমং যত্না অমৃতার্থং পশ্যোনিধিম্ ॥৫॥

অবয়বঃ—এবম্ (এবম্প্রকারং) কৃতস্থানবিভাগাঃ
(কৃতঃ গ্রহণ স্থান বিভাগঃ যৈঃ তে তথাত্ত্বতাঃ) তে
কশ্যপনন্দনাঃ (কশ্যপস্য নন্দনাঃ দেবাঃ দৈত্যাশ্চ)
পরমং যত্নাঃ (যত্নবন্তঃ সন্তঃ) অমৃতার্থম্ (অমৃত-
লাভায়) পশ্যোনিধিং (ক্ষীরসমুদ্রঃ মমস্থুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ-নন্দন (দেব ও দানব) গণ
এই প্রকারে স্থান বিভাগ করিয়া লইয়া মহামত্রে
অমৃত লাভের জন্য সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন ॥৫

মথ্যমানেহর্গবে সোহদ্রিরনাধারো হ্যপোহবিশৎ ।

ধ্রিয়মাণোহপি বলিভির্গৌরবাৎ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—(হে) পাণ্ডুনন্দন, অর্গবে (পশ্যোমৌ)
মথ্যমানে (সতি) অনাধারঃ (আধাররহিতঃ) বলিভিঃ
(বলিষ্ঠৈঃ দেবাসুরৈঃ) ধ্রিয়মাণঃ অপিঃ সঃ অদ্রিঃ
(মন্দরঃ) গৌরবাৎ (ভারত্বয়ন্তাৎ হেতোঃ) অপঃ
অবিশৎ হি (অধোমার্গং প্রবিষ্টোহভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে পাণ্ডুনন্দন, ক্ষীরসাগর এই প্রকারে
মথিত হইতে থাকিলে আধারবিহীন মন্দর পর্ব্বত
বলিষ্ঠ দেবাসুরগণকর্ত্ত্বক ধৃত হইয়াও ভারবহুহেতু
সাগরজলে নিমগ্ন হইল ॥ ৬ ॥

তে সুনির্বিগ্নমনসঃ পরিশ্লানমুখশ্রিয়ঃ ।

আসন্ স্বপৌরুষে নষ্টে দৈবেনাতিবলীয়সা ॥ ৭ ॥

অবয়ঃ—তে (দেবাসুরা) অতিবলীয়সা দৈবেন (হেতুনা) স্বপৌরুষে (স্ববিক্রমে) নষ্টে (সতি) সুনির্বিগ্নমনসঃ (অতীব দুঃখিতঃ চিন্তাঃ অতএব) পরিশ্লানমুখশ্রিয়ঃ (মলিনমুখরাগাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অতি বলবান দৈবকর্তৃক স্ব স্ব বিক্রম বিনষ্ট হইলে দেব ও দানবগণের অন্তঃকরণ অতি-শয় দুঃখিত ও মুখশ্রী শ্লান হইয়া গেল ॥ ৭ ॥

বিলোক্য বিশ্লেশবিধিং তদেশ্বরা

দুরন্তবীৰ্য্যোহবিতথাভিসন্ধিঃ ।

কৃদ্ধা বপুঃ কচ্ছপমভুতং মহৎ

প্রবিশ্য তোয়ং গিরিমুজ্জহার ॥ ৮ ॥

অবয়ঃ—তদা (দেবাসুরয়োঃ বিষাদকালে) বিশ্লেশবিধিং (বিশ্লেশস্য বিধানং তেন রচিতং বিশ্লেং) বিলোক্য (দৃষ্ট্য) অবিতথাভিসন্ধিঃ (অবিতথঃ সত্যঃ অভিসন্ধি—সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ সত্যসঙ্কল্পঃ) দুরন্তবীৰ্য্যঃ (অপারবলঃ অজিতাখ্যঃ ভগবান্) ঈশ্বরঃ মহৎ (বৃহৎ) অভুতং কচ্ছপং (কচ্ছপসন্ধি) বপুঃ কৃদ্ধা (ধৃদ্ধা) তোয়ং (জলং) প্রবিশ্য গিরিং (মন্দরপর্বতম্) উজ্জহার (উদ্ধৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তখন এবস্থিধি বিঘ্ন অবলোকন করিয়া সেই অপারশক্তিশালী সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর অত্যন্ত কচ্ছপ শরীর ধারণপূর্বক সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া মন্দর পর্বত উদ্ধৃত করিলেন ॥ ৮ ॥

বিঘ্ননাথ—বিঘ্নে ঈশ্টে সমর্থো ভবতীতি বিশ্লেশো যো বিধিস্তং বিলোকা অগ্নিম্ বিঘ্নে অয়মেব প্রকারো যোগ্য ইতি বিচার্য্য কচ্ছপং বপুঃ কৃদ্ধা উজ্জহার উদ্ধৃতং প্রতি নীতবান্ । কচ্ছপজাতেনৈব জলাধঃস্থ-বস্তুদ্ধীনয়নে যোগ্যতা স্বাভাবিকীতি বিমূশ্যেতি ভাবঃ । অবিতথাভি-সন্ধিঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিশ্লেশবিধিং’—বিঘ্নবিষয়ে যাহা সমর্থ, তাহা বিশ্লেশ, তাদৃশ যে বিধি, তাহা ‘বিলোকা’—দেখিয়া, অর্থাৎ এইরূপ বিঘ্নে এই-প্রকারই যোগ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া, [বিশ্লেশবিধি

শব্দের এখানে বিঘ্নবাচিত্বমাত্র তাৎপর্য্য, কিন্তু বিশ্লেশ-রচিতত্বে নহে—ক্লমসন্দর্ভে দৃষ্টব্য] ভগবান্ শ্রীহরি ‘কচ্ছপং বপুঃ কৃদ্ধা’—কচ্ছপমুষ্টি ধারণপূর্বক, ‘উজ্জহার’—পর্বতটিকে উদ্ধৃতিকে উত্তোলন করিলেন । কচ্ছপ জাতির জলমধ্যস্থ বস্তুর উদ্ধৃত আনয়নের যোগ্যতা স্বাভাবিকী, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই যেন কচ্ছপ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন—এই ভাব । ‘অবিতথাভিসন্ধিঃ’—অবিতথ বলিতে সত্য, অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প যাহার, অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীহরি ॥ ৮ ॥

তমুখিতং বীক্ষ্য কুলাচলং পুনঃ

সমুদ্যতা নিশ্চথিতুং সুরাসুরাঃ ।

দধার পৃষ্ঠেন স লক্ষযোজন-

প্রস্তারিণা দ্বীপ ইবাপরো মহান্ ॥ ৯ ॥

অবয়ঃ—তং কুলাচলং (মন্দরম্) উখিতং বীক্ষ্য (দৃষ্ট্য) সুরাসুরাঃ (দেবাসুরাঃ) পুনঃ নিশ্চথিতুং সমুদ্যতাঃ (বভূবুঃ । বিঘ্নতং গিরিং বর্ণয়তি) মহান্ সঃ (অজিতঃ ভগবান্) অপরঃ দ্বীপঃ (জম্বুদিদ্বীপঃ) ইব লক্ষযোজনপ্রস্তারিণা (লক্ষং যোজনানি যাবৎ প্রস্তারঃ বিস্তারঃ অস্য অস্তীতি তথাভূতেন) পৃষ্ঠেন (মন্দরং) দধার (ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই কুলাচলকে উখিত দেখিয়া দেবাসুরগণ পুনর্বার মন্থন করিতে সমুদ্যত হইলেন । অপর মহাদ্বীপবৎ ভগবান্ হরি লক্ষ যোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে মন্দর ধারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিঘ্ননাথ—তৎ কুলাচলং স কচ্ছপঃ পৃষ্ঠেন দধার । মহান্ জলাধঃস্থো জম্বুদ্বীপ ইবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তৎ কুলাচলং’—সেই মন্দর পর্বতকে কচ্ছপ-রূপী ভগবান্ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন । ‘মহান্’—তিনি যেন জলমধ্যস্থ মহান্ জম্বুদ্বীপের ন্যায় (অর্থাৎ অপর একটি মহাদ্বীপের ন্যায় কৃষ্ণরূপী ভগবান্ লক্ষযোজন বিস্তৃত নিজ পৃষ্ঠদ্বারা মন্দরপর্বতটিকে ধারণ করিয়া রহিলেন)—এই অর্থ ॥ ৯ ॥

সুরাসুরেন্দ্রৈর্ভূজবীৰ্য্যবেপিতং
পরিভ্রমন্তং গিরিমগ্ন পৃষ্ঠতঃ ।
বিভ্রৎ তদাবর্তনমাদিকচ্ছপো
মেনেহঙ্গকণ্ডুয়নমপ্রমেয়ঃ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—(হে) অঙ্গ, (হে রাজন্,) সুরাসুরেন্দ্রৈঃ (দেবাসুরশ্রেষ্ঠৈঃ) ভূজবীৰ্য্যবেপিতং (ভূজানাং বেগেন বলেন বেপিতং কম্পিতং) পরিভ্রমন্তং গিরিং পৃষ্ঠতঃ (পৃষ্ঠে) বিভ্রৎ অপ্রমেয়ঃ (অপরিচ্ছিন্ন বলশক্ত্যাদিমুক্তঃ) আদিকচ্ছপরূপঃ (সঃ অজিতাখ্যঃ ভগবান্) তদাবর্তনং (গিরিভ্রমণম্) অঙ্গকণ্ডুয়নং (তদ্বৎ সুখকরং) মেনে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দেবাসুর শ্রেষ্ঠদিগের ভূজ-বীৰ্য্যে দ্রামিত পর্বত পৃষ্ঠে ধারণপূর্বক অসীম শক্তি-মান আদি কচ্ছপ হরি সেই আবর্তন অঙ্গ-কণ্ডুয়নবৎ সুখকর মনে করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পৃষ্ঠোপরি গুরুতরপর্বতপরিভ্রমণে ন চ তস্য কষ্টং, প্রত্যুত সুখমেবাভূদিত্যাহ সুরেতি ॥১০

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃষ্ঠের উপরে গুরুতর পর্বত-টির পরিভ্রমণে তাঁহার কোন কষ্টবোধ হইল না, প্রকারান্তরে সুখই অনুভব করিতেছিলেন, ইহা বলিতে-ছেন—সুরাসুরেন্দ্রৈঃ’ ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

তথাহসুরানাবিশদাসুরেণ
রূপেণ তেষাং বলবীৰ্য্যমীরয়ন্ ।
উদীপয়ন্ দেবগণাং চ বিষ্ণু-
দৈবেন নাগেন্দ্রমবোধরূপঃ ॥ ১১ ॥

অবয়বঃ—(এবং জলে কচ্ছপ বপুশ্চ গিরিং বিভ্রদেব) বিষ্ণুঃ (পুনঃ) তেষাম্ (অসুরাণাং) বল-বীৰ্য্যং (বলং বীৰ্য্যঞ্চ) ঈরয়ন্ (এধমানঃ সন্) আসুরেণ (অসুরাকারেণ) রূপেণ আসুরান্ আবিশৎ । (তথা) দৈবেন (দেবাকারেণ রূপেণ) দেবগণান্ চ উদীপয়ন্ (আবিশৎ) অবোধরূপঃ (নিদ্রারূপঃ) নাগেন্দ্রং (বাসু-কিম্ আবিশৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিষ্ণু বলবীৰ্য্য বধিত করিবার জন্য অসুরাকারে তাহাদের মধ্যে উৎসাহদানার্থ, দেবাকারে দেবগণ মধ্যে ও নিদ্রারূপে বাসুকিতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কতিপয়-ক্ষণানন্তরং তেষাং মন্থনে সামর্থ্যাভাবং বাসুকেশ সংঘর্ষণপীড়ন্য প্রাণত্যাগমিব বিলোক্য রূপম্ভা প্রভুরেবং বিদধাবিত্যাহ তথ্যেতি আসুরেণ রাজস্যা শক্ত্যেত্যর্থঃ । ঈরয়ন্ প্রবর্তয়ন্ দৈবেন রূপেণ সাত্ত্বিক্য শক্ত্যেত্যর্থঃ । অবোধরূপঃ তামসশক্তিময় সন্নিত্যর্থঃ । অবোধ ইতি মোহেন তস্য পীড়াবোধো নাভূদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিছুক্ষণ পর উহাদের মন্থন-কার্য্যে সামর্থ্যের অভাব এবং বাসুকিরও সংঘর্ষ-জনিত পীড়ায় যেন প্রাণত্যাগের ন্যায় অবস্থা অব-লোকন করিয়া রূপাপূর্বক প্রভু গ্রীহরি এইরূপ করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—‘তথা’ ইত্যাদি । ‘আসুরেণ’—আসুরিক অর্থাৎ রাজসিক শক্তির দ্বারা, এই অর্থ । ‘ঈরয়ন্’—আবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ শক্তি-সঞ্চার করিয়া, ‘দৈবেন রূপেণ’—সাত্ত্বিক শক্তির দ্বারা—এই অর্থ । ‘অবোধরূপঃ’—তামসশক্তিময় হইয়া—এই অর্থ । ‘অবোধ’—অর্থাৎ মোহরূপে (মুচ্ছিত অবস্থায়) বাসুকির পীড়াবোধ না হউক, এই ভাব । (অর্থাৎ তাহাদের দেহে অদৃশ্যভাবে তিনি শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন ।) ॥ ১১ ॥

উপর্য্যগেন্দ্রং গিরিরাড়িবান্য
আক্রম্য হস্তেন সহস্রবাহঃ ।
তস্মৈ দিবি ব্রহ্মভবেন্দ্রমুখ্যে-
রভিষ্টিবন্তিঃ সূমনোহভিরূপটঃ ॥ ১২ ॥

অবয়বঃ—অগেন্দ্রম্ উপরি (গিরে: উপরি) অন্যঃ (অপরঃ) গিরিরাট্ সহস্রবাহ (অজিতাখ্যঃ ভগবান্) হস্তেন (একেন হস্তেন গিরিম্) আক্রম্য (পুনঃ) দিবি (স্বর্গে) অভিষ্টিবন্তিঃ (অভিভ: স্তবন্তি:) ব্রহ্মভবেন্দ্র-মুখ্যৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ কর্তৃভিঃ) সূমনোহভিরূপটঃ সূম-নোভিঃ পুষ্পৈঃ করণৈঃ অভিষ্টিবন্তিঃ সন্) তস্মৈ (স্থিতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—পর্বতোপরি অপর পর্বতরাজের ন্যায় ভগবান্ সহস্র বাহ ধারণপূর্বক এক হস্তদ্বারা মন্দর পর্বত আক্রমণ করিয়া স্বর্গে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবরূপকর্তৃক স্তব ও পুষ্পরূপিতদ্বারা পূজিত হইয়া অবস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মন্দরমুন্ধৃমুচ্ছলন্তং বীক্ষ্য যৎ
কৃতবাংস্তদাহ,—উপরীতি ব্রহ্মাদিমুখ্যৈবিশুপাৰ্শদৈ-
রিত্যর্থঃ । যদ্বা । ইন্দ্রাদীনাং ক্ষীরোদতীরে দিবি চ
কান্নব্যূহো জেয়ঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মন্দর পর্বতকে
উদ্ধৃদিকে উচ্ছলিত হইতে দেখিয়া ভগবান্ যাহা
করিলেন, তাহা বলিতেছেন—‘উপরি’ ইত্যাদি (অর্থাৎ
সহস্রবাহু ভগবান্ শ্রীহরি দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায়
অবস্থিত হইয়া নিজ হস্তদ্বারা মন্দর পর্বতের উপরি-
ভাগ আক্রমণপূর্বক বিরাজ করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মাদি
দেবগণ স্ততিসহকারে তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে
লাগিলেন) ; ‘ব্রহ্মাদিমুখ্যৈঃ’—বলিতে বিশুপাৰ্শদ-
গণ কর্তৃক, এই অর্থ, অথবা—ইন্দ্র প্রভৃতির ক্ষীরোদ-
তীরে এবং স্বর্গে কান্নব্যূহ বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

উপর্য্যধাশ্চান্নি গোত্রনেত্রয়োঃ

পরেণ তে প্রাবিশতা সমেধিতাঃ ।

মমস্থুরন্ধিং তরসা মদোৎকটা

মহাদ্রিণা ক্ষোভিতনক্কচক্কম্ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—উপরি (সহস্রবাহুরূপেণ) অধঃ চ
(কচ্ছপরূপেণ) গোত্রনেত্রয়োঃ (গিরিনেত্রয়োঃ গোত্রে
পর্বতে দার্ঢ্যরূপেণ, নেত্রে বাসুকিসর্পে অবোধরূপেণ
চ) আশ্বনি (দেবাসুঃরমুচ) প্রাবিশতা পরেণ (পর-
মাশ্বনা হরিণা) সমেধিতাঃ (সমুপোদ্রলিতাঃ অতএব)
মদোৎকটাঃ তে (দেবাসুরাঃ) তরসা (বলেন) মহা-
দ্রিণা (মন্দরেন) ক্ষোভিতনক্কচক্কম্ (ক্ষোভিতং নক্কণাং
চক্কম্ সমুহঃ) যন্মিন্ তৎ তাদৃশম্) অবধিং মমস্থুঃ
॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—উপরিভাগে, অধোদেশে, পর্বতে, বাসু-
কিতে ও আশ্বায় প্রবিষ্ট হরিকর্তৃক উৎসাহিত
মদোদ্ধত দেবাসুরগণ বলে মন্দরদ্বারা নক্কসমূহকে
ব্যাকুল করতঃ সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং উপরি সহস্রবাহুরূপেণ আশ্বনি
দৈত্যদেবসমূহে আসুরদৈবরূপেণ গোত্রে দার্ঢ্যরূপেণ
নেত্রে অবোধরূপেণ প্রবিশতা পরেণ হরিণা ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপর্য্যধঃ’—এই প্রকারে
পর্বতের উপরে সহস্রবাহুরূপে, নিম্নে কচ্ছপরূপে,

‘আশ্বনি’—দৈত্য ও দেবগণে আসুর ও দৈবভাবে,
‘গোত্র-নেত্রয়োঃ’—পর্বতে দার্ঢ্যরূপে এবং বাসুকির
মধ্যে অবোধরূপে, ‘প্রাবিশতা পরেণ’—আবিষ্ট হইয়া
ভগবান্ শ্রীহরি (দেব-দানবগণকে উদ্দীপিত করিলে
তাঁহারা মদমত্ত হইয়া অতিবেগে সমুদ্র মন্থন করিতে
লাগিলেন ।) ॥ ১৩ ॥

অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃমুখ-

শ্বাসাগ্নিধুমাহতবর্চসোহসুরাঃ ।

পৌলোমকালেয়বলীল্বলাদয়ো

দাবাগ্নিদক্ষাঃ শরলা ইবাভবন্ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—অহীন্দ্রসাহস্রকঠোরদৃমুখশ্বাসাগ্নিধুমা-
হত বর্চসঃ (দৃশ্য মুখানি চ শ্বাসাশ্চ । অহীন্দ্রস্য
বাসুকেঃ সাহস্রম্ অপরিমিতাঃ কঠোরাঃ শ্বে দুগাদয়ঃ
তেভ্যঃ নির্গতাভ্যাম্ অগ্নিধুমাভ্যাম্ আহতং বর্চঃ
যেষাং তে তথাভূতাঃ) পৌলোমকালেয় বলীল্বলাদয়ঃ
অসুরাঃ দাবাগ্নিদক্ষাঃ (দাবাগ্নিনা দাবানলেন দক্ষাঃ)
শরলাঃ (দ্রুমবিশেষাঃ) ইব অভবন্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—বাসুকির সহস্র সংখ্যক কঠোর চক্ক,
বদন ও নিঃশ্বাস হইতে নির্গত অগ্নি ও ধুমদ্বারা
পৌলোম, কালেয়, বলি, ইল্বল প্রভৃতি অসুরগণ
দাবানলদক্ষ শরলদ্রুমের ন্যায় নিঃপ্রভ হইয়া পড়িল
॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—আ সম্যগেব হতবর্চসঃ শরলা দ্রুম-
ভেদাঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আ-হতবর্চসঃ’—(বাসুকির
নিঃশ্বাস হইতে নির্গত অগ্নি ও ধুমদ্বারা দৈত্যগণ)
‘আ’—সম্যকরূপে নিঃপ্রভ হইয়া শরল বৃক্ষসমূহের
ন্যায় হইলেন । ‘শরলাঃ’—দ্রুমবিশেষ ॥ ১৪ ॥

দেবাংশ্চ তচ্ছাসশিখাহতপ্রভান্

ধুম্রাশ্বরম্ভবরকঞ্চুকাননান্ ।

সমভ্যবর্ষন্ ভগবদ্বশা ঘনা

ববুঃ সমুদ্রোদ্যুগপৃভবায়বঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—(কিন্তু) তচ্ছাসশিখাহতপ্রভান্ (তস্য
বাসুকেঃ যঃ শ্বাসঃ তস্য শিখয়া হতা প্রভা যেষাং

তান্) ধুম্রাস্বরস্রবরকঞ্চুকাননান্ (ধুম্রানি নিঃস্বাস-
ধুম্রান্তানি অস্বরানি বস্ত্রানি স্রবরাণি কঞ্চুকানি
আননানি চ যেষাং তান্ তথাভূতান্) দেবান্ চ
(সূরান্ চ) ভগবদ্বশাঃ (ভগবদধীনাঃ) ঘনাঃ (মেঘাঃ)
সমভাববর্ষন্ (বর্ষগং কৃতবন্তঃ তথা) সমুদ্রোদ্যুপ-
গৃহবায়বঃ (সমুদ্রস্য উদ্গিতিঃ তরঙ্গৈঃ উপগুতাঃ
সংরতাঃ বায়বঃ পবনাশ্চ) ববুঃ (বহন্তি স্ম) ॥১৫॥

অনুবাদ—বাসুকির স্বাসাশ্লি-শিখায় দেবগণও
নষ্টশ্রী ও নিঃস্বাস-ধুম্রদ্বারা তাহাদের বস্ত্র, মালা ও
আননাদি ধুম্রবর্ণ হইতেছিল ; কিন্তু ভগবদ্ বশীভূত
মেঘ তাঁহাদের উপর বসিত এবং সমুদ্র-তরঙ্গসিঁস্ত
সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেবাংশচ দূরবতিনস্তৎপুচ্ছখারিণোহপি,
সুধা ন জায়েতেতি মন্থনাধিক্যাদসারভাগে নিঃসৃত
এব সুধোদগমসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেবতাগণ দূরবতী এবং
বাসুকির পুচ্ছধারী হইলেও (তাহার নিঃস্বাসাশ্লির
শিখাস্পর্শে তাহাদের কান্তি মলিন হইলে শ্রীহরির
বশীভূত মেঘসমূহ দেবগণের উপর জলবর্ষণ করিয়া-
ছিল) । ‘সুধা ন জায়েতে’—যখন সুধার উৎপত্তি
হইল না, অর্থাৎ অত্যধিক মন্থনের ফলে অসারভাগ
নিঃসৃত হইলেই সুধার উৎপত্তি সম্ভব—এই ভাব
॥ ১৫-১৬ ॥

মথ্যমানাৎ তথা সিজোর্দেবাসুরবরুথপৈঃ ।

যদা সুধা ন জায়েত নিম্মমস্থাজিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ—যদা দেবাসুর বরুথপৈঃ (দেবাসুরাণাং
শ্রেষ্ঠৈঃ) মথ্যমানাৎ (অপি) সিজোঃ (অবধেঃ) সুধা
(অমৃতং) ন জায়েত তথা (তদা ভগবান্) অজিতঃ
স্বয়ম্ (এব) নিম্মমস্থ (মন্থনং চকার) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—যখন দেবাসুর শ্রেষ্ঠগণকর্তৃক মথিত
সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপন্ন হইল না, তখন ভগবান্
স্বয়ংই মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যা-
নুধি দ্রাজদ্বিল্লিতকচঃ স্রক্ষরো রক্তনেত্রঃ ।

জৈত্রৈর্দোভিজ্জগদভয়দৈর্দন্দশুকং গৃহীত্বা

মথুন্মথুা প্রতিগিরিরিবাশোভতাথো ধৃতাঙ্গিঃ ॥ ১৭

অর্থঃ—অথ মেঘশ্যামঃ (মেঘঃ ইব শ্যামঃ)
কনকপরিধিঃ (কনকবর্ণং পরিধিঃ পরিধানং यस্য
সঃ পীতবাসাঃ) কর্ণবিদ্যোতবিদ্যাৎ (কর্ণয়োঃ বিদ্যোত-
মানা বিদ্যাৎ কুণ্ডললক্ষণা यस্য সঃ তথা) নুধি
(মস্তকে) দ্রাজদ্বিল্লিতকচঃ (দ্রাজন্তঃ বিল্লিতাঃ কচা
যস্য সঃ তাদৃশঃ) স্রক্ষরঃ (বনমালী) রক্তনেত্রঃ (রক্তে
নেত্রে यस্য সঃ) জগদভয়দৈঃ (জগতাম্ অভয়প্রদৈঃ)
জৈত্রৈঃ (জিহ্মুভিঃ) দোভিঃ (হস্তৈঃ) দন্দশুকং (নাগেন্দ্রং
বাসুকিং) গৃহীত্বা মথুা (গিরিণা অবিধং) মথুন্
ধৃতাঙ্গিঃ (অধোধৃতাঙ্গিঃ অজিতঃ) প্রতিগিরিঃ (প্রতি-
দ্বন্দ্বী অপরঃ পর্বতঃ) ইব অশোভত (শোভিতঃ
অভূৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবাসা,
কর্ণে বিদ্যাৎ তুল্য কুণ্ডলধারী, আলুলায়িত কেশ,
বনমালী, রক্তনেত্রভগবান্ জয়শীল, জগতের অভয়-
প্রদ বাহসমূহের দ্বারা বাসুকিকে গ্রহণপূর্বক মন্দর
পর্বত ধারণ করতঃ মন্থন করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র-
নীলগিরির ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কনকঃ পরিধিঃ কনকবর্ণং পরিধানং
যস্য সঃ বিদ্যান্মকরকুণ্ডলম্ । মথুা মথনসাধনে
মন্দরগিরিণা প্রতিগিরিঃ কনকগিরেস্তস্য প্রতিযোগীন্দ্র-
নীলগিরিরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কনক-পরিধিঃ’—কনকের
ন্যায় স্রচ্ছ ও পীত পরিধি বলিতে পরিধান হাঁহার,
অর্থাৎ যিনি পীত বসন পরিধান করিয়াছেন । ‘কর্ণ-
বিদ্যোত-বিদ্যাৎ’—হাঁহার কর্ণযুগলে বিদ্যুতের ন্যায়
উজ্জ্বল মকরকুণ্ডলদ্বয় । ‘মথুা’—মন্থনসাধন মন্দর
পর্বত দ্বারা মন্থন করিতে থাকিলে শ্রীহরি প্রতিদ্বন্দ্বী
অপর একটি ইন্দ্রনীল পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে
লাগিলেন, এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

নিম্মমস্থাদুদধেরভুদ্বিষং

মহোৎসবং হালহলাহমগ্রতঃ ।

সংভ্রাস্তমীনোশ্বকরাহিকচ্ছপাৎ

তিমিহ্রিপগ্রাহতিমিঞ্জিলাকুলাৎ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—সংস্রান্তমীনোন্মকরাহিকচ্ছপাৎ (সংস্রান্তাঃ কেয়ং বিপত্তিঃ আগতেতি আবিগ্নাঃ মীনাঃ মৎস্যঃ উন্মকরাঃ উৎকৃষ্টাঃ মৎস্যঃ অহয়ঃ সর্পাঃ কচ্ছপাশ্চ যস্মিন্ তস্মাৎ) তিমিদ্ৰিপগ্রাহতিমিগ্নিকুলোৎ (তিম্যা-দিভিঃ মৎসাবিশেষৈঃ আকুলোচ্চ) নির্মথ্যমানোৎ উদধেঃ (সমুদ্রাৎ) অগ্রতঃ (প্রাক্) মহোল্লবণম্ (অতীব ভীষণং) হালাহলাহবং (হালাহলম্ ইতি আহ্লা নাম যস্য তৎ তাদৃশং) বিষম্ অভুৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্পগণ অতি-শয় সম্ভূত এবং তিমি, জলহস্তী, কুস্তীর ও তিমিগিল-কুল ব্যাকুল হইল। তদনন্তর সেই মথ্যমান সমুদ্র হইতে প্রথমে অতি ভীষণ হালাহল নামক বিষ উথিত হইল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিষমভূদিতি বীরুদাদিসু বিষস্যামৃতস্য চ সত্ত্বাৎ মথনে সতি প্রথমং বিষভাগঃ পৃথক্ তন্মা উথিত ইতি জেয়ঃ। হালাহলাহবমিতি হালাহলং হালহলং তথৈবচ হলাহলমিতি দ্বিরূপকোষঃ। সম্ভ্রান্তাঃ কেয়ং বিপত্তিরাগতেতি আবিগ্না মীনাদম্নো যস্মিন্ স্তস্মাৎ, উন্মকর উৎকৃষ্টো মকরঃ তিমি-তিমিগিলো মৎস্যভেদৌ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিষম্ অভুৎ’—লতা, গুল্ম প্রভৃতিতে বিষ ও অমৃতের সত্ত্ব থাকায় মন্থনের ফলে প্রথমতঃ বিষভাগ পৃথকরূপে উথিত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। ‘হালাহলাহবম্’—হালাহল নামক অতিশয় তীব্র বিষ। দ্বিরূপকোষে উক্ত আছে—‘হালাহল, হালহল এবং হলাহল এক পরস্পর্যাবচী শব্দ।’ ‘সম্ভ্রান্তাঃ’—কি এই বিপদ আসিয়া পড়িল—ইহাতে মীনাদি উদ্বেগে চঞ্চল হইয়াছিল যেখানে, সেই সমুদ্র হইতে বিষ উথিত হইল। ‘উন্মকরঃ’—বলিতে উৎকৃষ্ট মকর। তিমি ও তিমিগিল মৎস্যের প্রকারবিশেষ ॥ ১৮ ॥

(উগ্রাঃ বেগাঃ রোমাঞ্চ স্বৈদাদয়ঃ যস্মাৎ যস্য তৎ) অপ্রতি (অপ্রতিমং প্রতিক্রিয়াশূন্যং) দিশি দিশি (প্রতিদিশম্) উপরি অধঃ (চ) বিসর্পৎ উৎসর্পৎ (উদগচ্ছচ্চ) অসহ্যং তৎ (বিষং দৃষ্টা) সেশ্বরঃ (ঈশ্বরসহিতাঃ) প্রজাঃ (ত্রিলোকস্থাঃ) ভীতাঃ অরক্ষ্য-মাণাঃ (অন্যেন কেনাপি অরক্ষ্যমাণাঃ সন্তঃ) সদা-শিবং শরণং দ্রুতবুঃ (জগ্মুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অতুগ্র বেগ ও প্রতিক্রিয়া-শূন্য সেই বিষ প্রতিদিকে উদ্বে ও নিশ্চেন প্রচলিত দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত ত্রিলোকস্থ প্রজাসকল ভীত এবং নিরাশ্রয় হইয়া সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন ॥

বিশ্বনাথ—দিশি দিশি বিসর্পৎ উপরি উপসর্পৎ অধোহবসর্পচ্চেতি শেষো জেয়ঃ, সর্পগণ শনৈঃ শনৈরে-বেতি জেয়ম্। শীঘ্রত্বে ঝটিতি সৃষ্টিনাশাপত্তেঃ। প্রজাশ্চাত্ত দেবাসুরা এব সাধারণানাং ঝটিতি সমুদ্র-লঙ্ঘনাদ্যপত্তেঃ। অপ্রতি অপ্রতিমং প্রতিক্রিয়াশূন্য-মিতি বা বিলোক্যেতি শেষঃ। অরক্ষ্যমাণা ইতি তদানীং ভগবতা তদপেক্ষণং স্বভক্তপ্রেষ্ঠায় চন্দ্রাধ-মৌলয়ে তাদৃশ-বীজপ্রদানার্থমিতি জেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দিশি দিশি’—সেই বিষ সমুদ্রের উপরিভাগে, নিশ্চেন ও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিস্তার কিন্তু ধীরে ধীরেই হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে, নতুবা শীঘ্র হইলে সহসা সৃষ্টিনাশের সম্ভাবনা ছিল। ‘প্রজাঃ’—ভীত প্রজাগণ, প্রজা বলিতে এখানে মন্থনকার্য্যে রত দেবতা ও অসুরগণই, কারণ সাধারণ প্রজাদিগের হর্থাৎ সমুদ্রলঙ্ঘনাদির শক্তিই ছিল না। ‘অপ্রতি’—অতুলনীয় অথবা প্রতিক্রিয়া-শূন্য দেখিয়া। ‘অরক্ষ্যমাণাঃ’—রক্ষকের অভাব-হেতু তাঁহারা সদাশিবের শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে শ্রীভগবানের উদাসীনতা—নিজ ভক্তপ্রেষ্ঠ শশিশেখর মহাদেবকে কীজপ্রদানের নিমিত্তই জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

তদুগ্রবেগং দিশি দিশ্যপর্ষাধো

বিসর্পদুৎসর্পদসহ্যমপ্রতি।

ভীতাঃ প্রজা দ্রুতবুরজ সেশ্বরঃ

অরক্ষ্যমাণাঃ শরণং সদাশিবম্ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—(হে) অগ্র, (হে রাজন্,) উগ্রবেগম্

মধ্য—

রুদ্রস্য যশসোহর্থায় স্বয়ং বিষ্ণুবিষং বিভূঃ।

ন সংজহ্নে সমর্থোহপি বায়ুং চোচে প্রশান্তয়ে ॥

ইতি চ ॥ ১৯ ॥

বিলোক্য তং দেববরং ত্রিলোক্যা

ভবায় দেব্যান্তিমতং মুনীনাম্ ।

আসীনমদ্রাবপবর্গহেতো-

স্তপোজুষাণং স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ২০ ॥

অবয়ঃ—(অথ তে) ত্রিলোক্যাঃ (ত্রিভুবনস্য) ভবায় (সমুদ্রৌ) দেব্য (ভবান্যাসহ) অদ্রৌ (কৈলাস-পর্বতে) আসীনং (স্থিতম্) অপবর্গহেতোঃ (মুক্তি-কামনয়া) তপঃ জুষাণং (সেবমানং) মুনীনাম্ অভিমতং তং দেববরং (সদাশিবং) বিলোক্য স্তুতিভিঃ প্রণেমুঃ (তুষ্টুবুঃ প্রণেমুশ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা ত্রিভুবনের সমৃদ্ধির জন্য ভবানীর সহিত কৈলাস পর্বতে উপবিষ্ট মুক্তি-কামনায় তপশ্চর্য্যানিরত মুনিগণের অভিমত সেই দেববরকে দেখিয়া স্তুতিসহ প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ভবায় ভূতৈ স্পদ্যর্থমিতি যাবৎ । অদ্রৌ কৈলাসে । মুনীনামপবর্গহেতোস্তপোজুষাণম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভবায়’—ত্রিলোকের সমৃদ্ধির নিমিত্ত । ‘অদ্রৌ’—কৈলাস পর্বতে । ‘তপোজুষাণম্’—মুনিগণের মুক্তির জন্য যিনি তপস্যা আচরণ করিতেছেন (সেই মহাদেবকে দেখিয়া প্রজাপতিগণ স্তুতিপূর্বক প্রণাম করিলেন ।) ২০ ॥

শ্রীপ্রজাপতয় উচুঃ—

দেবদেব মহাদেব ভূতাত্মন ভূতভাবন ।

ব্রাহ্মি নঃ শরণাপমাং ত্রৈলোক্যদহনাদ্বিষাৎ ॥ ২১ ॥

অবয়ঃ—শ্রীপ্রজাপতয়ঃ উচুঃ,—(হে) দেবদেব, (হে) মহাদেব, (হে) ভূতাত্মন, (সর্বভূতান্তরাভ্যন,) (হে) ভূতভাবন, (ভূতস্রষ্টঃ) ত্রৈলোক্যদহনাৎ (ত্রিলোক দাহজনকাৎ) বিষাৎ শরণাপমান্ (তদীয় শরণাগতান্) নঃ (অস্মান্) ব্রাহ্মি (রক্ষ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রজাপতিগণ কহিলেন, হে দেবদেব মহাদেব, ভূতাত্মন, ভূতভাবন, ত্রিলোকের দাহজনক এই বিষ হইতে আপনার শরণাপন্ন আমরাগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হে মহাদেব ব্রাহ্মি ব্রাহ্মণ, ননু মহাদেবো ন ব্রাহ্মণে কিন্তু সংহরতি সংহারাবতারদ্বাৎ

তদ্বাহঃ । ভূতাত্মন ভূতানি চেতয়সি, হে ভূতভাবন, ভূতানি পালয়স্যেব ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মহাদেব ! ‘ব্রাহ্মি’—ব্রাহ্মণ (আত্মনেপদী ধাতু), আমরাগকে রক্ষা করুন । যদি বলেন—দেখুন, মহাদেব তো রক্ষা করেন না, তিনি সংহার করেন, যেহেতু তিনি সংহারের অবতার । তাহাতে বলিতেছেন—‘ভূতাত্মন’—প্রাণিগণকে আপনিই চেতনাসম্পন্ন করেন । ‘হে ভূতভাবন’—প্রাণিগণকে আপনিই পালন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

মধ্য—

তত্র তত্র স্তুতিপদৈর্হরিরেব তু তদগতঃ ।

স্তুষ্টতেহতো মৃত্তমেব গুণাধিক্যবচোহপি তু ॥

ইতি চ ॥ ২১-৩৫ ॥

ত্বমেব সর্বজগত ঈশ্বরো বহ্নমোক্ষয়োঃ ।

তং ত্বামর্চন্তি কুশলাঃ প্রপন্নান্তিহরং গুরুম্ ॥ ২২ ॥

অবয়ঃ—ত্বম্ এব সর্বজগতঃ বহ্ন মোক্ষয়োঃ (সংসারস্য মুক্তোচ্চ) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা ভবসি), কুশলাঃ (সুখিয়ঃ) তং (পূর্বোক্তং বহ্নমোক্ষেশ্বররূপং) প্রপন্নান্তি-হরং (শরণাগতদুঃখহরং) গুরুং (মোক্ষোপদেষ্টারং) ত্বাম্ অর্চন্তি (আরাধয়ন্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আপনিই সকল জগতের বহ্ন ও মোচনের নিয়ন্তা । সুখীগণ শরণাগত জনের দুঃখ-হারক ও মোক্ষোপদেষ্টা তাদৃশ আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভূতভাবনো বিষ্ণুরেব তং শরণং যাতেতি তদ্বাহঃ । ত্বমেকঃ নহীশ্বরো বহবো ভবন্ত্য-তন্তুং বিষ্ণুশ্চৈক এব মায়্যা-গুণস্পর্শাস্পর্শাভ্যামেব ভেদ ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, প্রজা-গণের পালনকর্তা বিষ্ণুই, তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর, তাহাতে বলিতেছেন—‘ত্বম্ একঃ’—একমাত্র আপ-নিই নিখিল জগতের বহ্ন ও মোক্ষের নিয়ন্তা, যেহেতু ঈশ্বর বহু হন না, অতএব আপনি ও বিষ্ণু একই, মায়্যাগুণের স্পর্শ এবং অস্পর্শের দ্বারাই ভেদ—এই ভাব ॥ ২২ ॥

গুণময্যা স্বশক্ত্যস্য স্বর্গস্থিত্যপ্যায়ান্ বিভো ।

ধৎসে যদা স্বদগ্ ভূমন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাভিধাম্ ॥২৩॥

অম্বয়ঃ—(হে) বিভো, (হে) স্বদৃক্, (স্বপ্রকাশ) (হে) ভূমন্, যদা (ত্বং) গুণময্যা (সত্ত্বাদি-গুণ-স্বরূপয়া) স্বশক্ত্যা (স্বাংশভূতয়া মায়ায়া) অস্য (জগতঃ) স্বর্গ-স্থিত্যপ্যায়ান্ (স্থিতি-স্থিতি-বিনাশ-ব্যাপারান্) ধৎসে (করোমি তদা) ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাভিধাং (ব্রহ্মা, বিষ্ণুঃ, শিব ইতি চ সংজ্ঞারূপং ধৎসে, সৃষ্টেটী তমেব ব্রহ্মা, স্থিতৌ ত্বং বিষ্ণুঃ, বিনাশে ত্বমেব শিবঃ ইতি কথ্যসে ইতি ভাবঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, হে স্বপ্রকাশ, হে ভূমন্, আপনি সত্ত্বাদিগুণরূপ স্বীয় অংশসত্ত্বত মায়াদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই সংজ্ঞারূপ ধারণ করেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষরূপেণ স্তবন্তি গুণময্যেতি যদা সর্গাদীন্ ধৎসে তদা ব্রহ্মাদিসংজ্ঞাং ধৎসে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরুষরূপে স্তুতি করিতেছেন—‘গুণময্যা’, আপনি গুণময়ী নিজ শক্তিদ্বারা যে সময়ে সৃষ্টি প্রভৃতি করেন, তখন ব্রহ্মাদি নাম ধারণ করেন ॥ ২৩ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পরমং গুহ্যং সদসভাবভাবনম্ ।

নানাশক্তিভিন্নাভাতস্তুমাত্মা জগদীশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—ত্বম্ (এব) সদসদ্ ভাবভাবনং (সদ-সতঃ দেবতির্য্যগাদিরূপান্ ভাবান্ সর্গান্ ভাবয়তি জনয়তীতি তথা) পরমং গুহ্যং (দূরধিগম্যস্বরূপং) ব্রহ্ম (ভবসি, সৃজ্যং বস্তু তু ন হৃদ্যাতিরিক্তমিত্যাং) ঈশ্বরঃ (বিবিধৈশ্বর্য্যশক্তিশালী) আত্মা (স্বয়মেব) ত্বং নানাশক্তিভিঃ (প্রাকাম্যপ্রমুখাভিঃ) জগৎ আভাতঃ (জগৎ-স্বরূপেন প্রকাশমাণঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—আপনিই সদসৎ পদার্থ-প্রকাশক, দূরধিগম্য পরমব্রহ্ম । বিবিধ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিই জগদ্রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্বিশেষ-স্বরূপত্বেন স্তবন্তি—ত্বং ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মত্বেন স্তবন্তি সদসভাবান্ উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-স্বভাবান্ দেবতির্য্যগাদীন্ ভাবয়সি সৃজসি বিষ্ণুত্বেন স্তবন্তি নানেতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্বিশেষরূপে স্তুতি করিতেছেন—‘ত্বং ব্রহ্ম’, আপনিই ব্রহ্ম । ব্রহ্মা-রূপে স্তব করিতেছেন—‘সদসদ্-ভাব-ভাবনম্’—আপনি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাববিশিষ্ট দেবতা ও তির্য্যাক্ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন । বিষ্ণুরূপে স্তুতি করিতেছেন—‘নানাশক্তিভিঃ’, নানাশক্তিযোগে প্রকাশমান আপনিই জগৎপালক এবং এই জগতের আত্মা, অর্থাৎ স্বয়ংই জগদ্রূপে বিরাজ করেন ॥ ২৪ ॥

ত্বং শব্দযোনির্জগদাদিরাত্মা

প্রাণেন্দ্রিয়দ্রব্যগুণঃ স্বভাবঃ ।

কালঃ ক্রতুঃ সত্যমৃতঞ্চ ধর্ম্ম-

স্ত্রুয়াক্করং যৎ ত্রিব্রহ্মদামন্তি ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—ত্বং শব্দযোনিঃ (শব্দস্য বেদস্য যোনিঃ উৎপত্তিস্থানম্ অতঃ স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞানস্বত্বে) জগদাদিঃ (মহত্ত্বম্) প্রাণেন্দ্রিয় দ্রব্য-গুণ-স্বভাবঃ (প্রাণেন্দ্রিয়-দ্রব্যগাণং কারণভূতাঃ গুণাঃ यस্য সঃ রাজসাদিজিবিধ ইত্যর্থঃ) আত্মা (অহঙ্কারশ্চ) কালঃ ক্রতুঃ (সকলঃ) সত্যং ঋতং চ (ইতি যঃ) ধর্ম্মঃ (স চ ত্বমেব ইত্যর্থঃ), ত্রিব্রহ্ম (ত্রিগুণাত্মকং) যৎ অক্ষরং (প্রধানমন্তি মনীষিণঃ তৎ অক্ষরম্) ত্রিণি আমনন্তি (ত্বদাশ্রয়মিতি বদন্তি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আপনি বেদের উৎপত্তি স্থান, জগতের আদি প্রাণ ইন্দ্রিয়, দ্রব্য, স্বভাব, অহঙ্কার, কাল, সকল এবং ঋত ও সত্য নামক ধর্ম্ম । (মনীষিগণ) আপনাকে ত্রিব্রহ্ম অক্ষরের “ওম্” আশ্রয় বলিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্ববাচকবাচ্যত্বেন স্তবন্তি ত্বং নিখিল-শব্দানাং যোনিরকারাদিবর্ণসংখ্যঃ । প্রাণশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ দ্রব্যগি পৃথিব্যাদীনি চ তৈঃ সহ গুণঃ সত্ত্বাদিশ্চ ত্বং, ত্রিব্রহ্মাক্করং যৎ প্রণবসংজ্ঞং তত্ত্বযোব আমনন্তি । তদ্বাচকমিতি নিশ্চিন্বত্তীত্যাং ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমস্ত বাচক ও বাচ্যরূপে স্তব করিতেছেন—‘ত্বং শব্দযোনিঃ’—আপনি নিখিল শব্দসমূহের যোনি, অর্থাৎ অকারাদি বর্ণসমষ্টি । প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, পৃথিব্যাদি দ্রব্য এবং তাহাদের সহিত সত্ত্বাদি গুণও আপনি । ‘ত্রিব্রহ্ম’—ত্রিব্রহ্ম অক্ষর

(অকার, উকার ও মকারাঙ্ক) যে প্রণব-সংজ্ঞা (ওঁকার), তাহা আপনাতেই আশ্রিত বলিয়া মনীষি-গণ বলেন, অর্থাৎ আপনিই তাহাদের বাচক, ইহা নিশ্চয় করেন, এই অর্থ ॥ ২৫ ॥

অগ্নিস্থিৎ তেহখিলদেবতাত্মা
ক্ষিতিং বিদুল্লোকভাষিত্র পঙ্কজম্ ।

কালং গতিং তেহখিলদেবতাত্মনো
দিশশ্চ কর্ণৌ রসনং জলেশম্ ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) লোকভব, (সকললোকজনন,) অখিলদেবতাত্মা (সর্বদেবময়ঃ “অগ্নিঃ সর্ব্যঃ দেবতাঃ” ইতি শ্রুতেঃ) অগ্নিঃ তে (তব) মুখং (ভবতি) ক্ষিতিং (পৃথ্বীং তব) অস্ত্রিপঙ্কজং (পাদপদ্মমিতি পণ্ডিতাঃ) বিদুঃ (জানন্তি) কালম্ অখিলদেবতাত্মনঃ (সর্বদেব-স্বরূপস্য) তে (তব) গতিং, দিশঃ (দিক্-সমূহান্) কর্ণৌ (তব কর্ণযুগলং তথা) জলেশং (বরুণং, তব) রসনং (জিহ্বাং) বিদুঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে লোকজনক, পণ্ডিতগণ নিখিল দেবময় অগ্নিকে আপনার মুখ, ক্ষিতিকে পাদপদ্ম, কালকে গমন, দিক্‌সমূহকে কর্ণযুগল এবং বরুণকে জিহ্বা বলিয়া জানেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—সমষ্টিরূপত্বেন স্তবন্তি অগ্নিরিতি পঞ্চভিঃ । অখিলদেবতাত্মা অগ্নিঃ সর্বদেবতাঃ ইতি শ্রুতেঃ । হে লোকভব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমষ্টিরূপে স্তুতি করিতেছেন—‘অগ্নিঃ’ ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে । ‘অখিলদেবতাত্মা’—নিখিল দেবগণের আত্মা অগ্নি আপনার মুখ । শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—‘সর্বদেবতাস্বরূপ অগ্নি’ । ‘হে লোকভব’—হে ত্রিলোকজনক । ২৬ ॥

নাভির্নভস্তে শ্বসনং নভস্থান্
সূর্য্যশ্চ চক্ষুংসি জলং স্ম রেতঃ ।

পরাবরাহ্মাশ্রয়ণং তবাত্মা
সোমো মনো দ্যৌর্ভগবন্ শিরস্তে ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, নভঃ (আকাশং) তে (তব) নাভিঃ (নাভিস্বরূপং), নভস্থান্ (বায়ুঃ) শ্বসনং

(শ্বাসস্বরূপং), সূর্য্যঃ চ চক্ষুংসি (তব নেত্রানি), জলং রেতঃ স্ম (শুক্রস্থানীয়ং ভবতি), পরাবরাহ্মাশ্রয়ণং (পরে অবরোচ যে আত্মাঃ জীবাঃ তেষাম্ আশ্রয়ণং যঃ আশ্রয়ঃ সং) তব আত্মা (অহঙ্কারঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) মনঃ (তব মনঃ স্বরূপং) দ্যৌঃ (স্বর্গশ্চ) তে (তব) শিরঃ (মস্তকং ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আকাশ আপনার নাভি, বায়ু নিঃশ্বাস, সূর্য্য চক্ষু, জল রেতঃ, পরাবর জীব-সকলের আশ্রয় অহঙ্কার, চন্দ্র মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—পরেমামবরেমামাত্মানামুৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-জীবানামাশ্রয়ণমাশ্রয়ন্তবাত্মা অহঙ্কারঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পরাবরাহ্মাশ্রয়ণং’—পর বলিতে উৎকৃষ্ট এবং অবর শব্দে নিকৃষ্ট, অর্থাৎ উত্তম ও অধম সকল জীবের আশ্রয় ‘তব আত্মা’—আপনার অহঙ্কার ॥ ২৭ ॥

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োহস্থিসংঘা
রোমাগি সর্কৌষধিবীরুধস্তে ।

হৃন্দাংসি সাক্ষাৎ তব সন্ত ধাতব-
ব্রহ্মীময়ান্ হৃদয়ং সর্বধর্ম্যঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মীময়ান্ (বেদব্রহ্মমূর্তে,) সমুদ্রাঃ (সন্তসাগরাঃ) তে (তব) কুক্ষিঃ গিরয়ঃ অস্থি-সংঘাঃ (অস্থিসংঘাঃ), সর্কৌষধি-বীরুধঃ (সর্ব্যঃ ওষধয়ঃ বীরুধঃ লতাশ্চ) রোমাগি (ভবন্তি), হৃন্দাংসি (গায়ত্র্যাदीনি) তব সাক্ষাৎ সন্ত ধাতবঃ (তথা) সর্ব-ধর্ম্যঃ (বেদোদিতঃ নিখিলধর্ম্যঃ তব) হৃদয়ং (ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে বেদব্রহ্মমূর্তে, সন্তসাগর আপনার কুক্ষি, পর্ব্বতসমূহ আপনার অস্থি, সকল প্রকার ওষধি ও লতাসকল আপনার গাত্র রোম, গায়ত্র্যাदि বেদসকল আপনার সাক্ষাৎ সন্ত ধাতু, বেদোদিত নিখিলধর্ম্য আপনার হৃদয় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মীময়ান্ বেদব্রহ্মমূর্তে ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মীময়ান্’—হে বেদব্রহ্ম-মূর্তে । অর্থাৎ বেদব্রহ্ম আপনার মূর্তি ॥ ২৮ ॥

মুখানি পঞ্চোপনিষদস্তবেশ
যৈস্ত্রিংশদণ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ ।
যত্তচ্ছিবাক্ষ্যং পরমাত্মতত্ত্বং
দেব স্বয়ংজ্যোতিরবস্থিতিস্তে ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ঈশ, পঞ্চ উপনিষদঃ (তৎপুরুষা-
ঘোর-সদ্যোজাত-বামদেবেশান-স্বরূপঃ মন্ত্রাঃ) তব
মুখানি (ভবন্তিঃ) যৈঃ (মুখৈঃ) অণ্টোত্তরমন্ত্রবর্গঃ
(অণ্টোত্তরত্রিংশদমন্ত্রাণাং বর্গঃ ভবতি হে) দেব,
যৎস্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বরূপাংশঃ) শিবাক্ষ্যং (তন্মামকং)
পরমার্থতত্ত্বং (বর্ততে) তৎ তে (তব) অবস্থিতিঃ
(অবস্থানং ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, পঞ্চ উপনিষদ আপনার পঞ্চ-
মুখ, তাহা হইতে অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্রবর্গ উৎপন্ন হই-
য়াছে। হে দেব, স্বয়ং জ্যোতি, শিবনামক পরমাত্ম-
তত্ত্বে আপনার অবস্থান ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চোপনিষদঃ পুরুষাঘোরসদ্যো-
জাতবামদেবেশানরূপা মন্ত্রাঃ। যৈর্মুখৈরণ্টোত্তর-
ত্রিংশদমন্ত্রাণাং বর্গঃ। তেষামেব মন্ত্রাণাং পদচ্ছেদেন
অণ্টোত্তরত্রিংশৎকলাত্মকা মন্ত্রা ইত্যর্থঃ। যত্তব পর-
মাত্মতত্ত্বং পরমাত্মা তচ্ছিবাক্ষ্যং শিব এব পরং স্বয়ং
জ্যোতিঃ স্বরূপাংশো দেবো বিষ্ণুরবস্থিতিরাত্মনঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পঞ্চোপনিষদঃ’—তৎপুরুষ,
অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান—এই পঞ্চ-
প্রকার মন্ত্রই আপনার পঞ্চমুখ। ‘যৈঃ’—ঐ সকল
মুখ হইতেই অণ্টোত্তর-ত্রিংশৎ (আটাশটি) মন্ত্র আবি-
র্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল মন্ত্রেরই পদচ্ছেদের
দ্বারা আটাশটি কলাত্মক মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, এই
অর্থ। ‘যৎ’—আপনার যে পরমাত্মতত্ত্ব অর্থাৎ পর-
মাত্মা, তাহা শিব নামক পরম স্বরূপাংশ দেব বিষ্ণু,
তাহাই আপনার অবস্থিতি বলিতে আশ্রয় ॥ ২৯ ॥

ছান্না ত্বধর্মোশ্মিশু যৈবিসর্গো
নেত্রজয়ং সত্ত্বরজস্মা সি ।

সাংখ্যাত্মনঃ শাস্ত্রকৃতস্তবেক্ষা

হৃন্দোময়ো দেব ঋষিঃ পুরাণঃ ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) দেব, অধর্মোশ্মিশু তু (অধর্মস্য
উশ্মিশু দন্ত-লোভাদিশু) তব ছান্না (অপ্রকাশঃ বর্ততে)

যৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) বিসর্গঃ (প্রপঞ্চসৃষ্টিঃ তানি) সত্ত্ব-
রজস্মমাংসি (তব) নেত্রজয়ং (ভবতি) হৃন্দোময়ঃ (হৃন্দঃ
প্রচুরঃ) পুরাণঃ (পুরাতনঃ) ঋষিঃ (বেদশ্চ) শাস্ত্র-
কৃতঃ (শাস্ত্রকারস্য) সাংখ্যাত্মনঃ (সর্বস্য আত্মরূপিনঃ
তব) ঈক্ষা (ঈক্ষণং ভবতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, অধর্ম-তরঙ্গে আপনার ছান্না
বর্তমান, যাহার দ্বারা নানা সৃষ্টি হইয়া থাকে; সত্ত্ব,
রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ আপনার তিন নেত্র,
হৃন্দোময় পুরাতন বেদসকলের আত্মস্বরূপ শাস্ত্রকার
আপনার ঈক্ষণ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অধর্মস্য উশ্মিশু উশ্ময়ঃ দন্তাদ্যাঃ
ছান্না ইত্যর্থঃ। যৈঃ সত্ত্বাদিভিঃবিবিধঃ সর্গস্তানি
নেত্রজয়ং হে দেব হৃন্দোময় ঋষিবেদস্তবেক্ষা ঈক্ষণং,
সাক্ষান্মনুরিতি পাঠেইপি মনুর্বেদঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অধর্মোশ্মিশু’—অধর্মের
উশ্মি বলিতে দন্ত, লোভ প্রভৃতি তরঙ্গসমূহ, তাহাই
আপনার ছান্না (অর্থাৎ আপনার ছান্না অধর্মের তরঙ্গ-
রূপী দন্ত-লোভ প্রভৃতির মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, ঐ
তরঙ্গরাজি দ্বারা জগতের সংহার কার্য সাধিত হয়)।
‘যৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ’—যে সত্ত্বাদির দ্বারা বিবিধ সৃষ্টি
(প্রপঞ্চ সৃষ্টি), সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আপনার
নেত্রজয়। হে দেব! হৃন্দোময় (গাম্ভীর্য প্রভৃতি হৃন্দ
প্রচুর) ঋষি বেদই আপনার ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টিপাত-
রাপে প্রসিদ্ধ। ‘সাক্ষান্মনুঃ’—এইরূপ পাঠেও মনু
বলিতে বেদ ॥ ৩০ ॥

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল-

বিরিঞ্চবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্ ।

জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্মশ্চ

সত্ত্বং ন যদ্বক্ষ্য নিরন্তভেদম্ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) গিরিজ, (গিরীশ) তে (তব) পরং
জ্যোতিঃ (পরম প্রকাশঃ) অখিল-লোকপাল-বিরিঞ্চ
বৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যং (অখিলানাং লোকপাল-ব্রহ্ম-বিষ্ণু
দেবরাজানাং গোচরং) ন (ভবতি) যত্র (পরে জ্যোতিষি)
রজঃ তমঃ সত্ত্বং চ (এতৎ প্রাকৃতগুণ-সংসর্গ ইত্যর্থঃ)
ন (নাস্তি) যৎ (যচ্চ জ্যোতিঃ) নিরন্তভেদং (দেব-
মনুষ্যাदिভেদরহিতং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপং ভবতি) ॥৩১॥

অনুবাদ—হে গিরীশ, রজঃ তমঃ ও সত্ত্বরূপ প্রাকৃত গুণসংসর্গশূন্য ও দেব-মনুষ্যাদি ভেদরহিত পরব্রহ্মস্বরূপ আপনার পরম জ্যোতি অখিল লোক-পাল ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং দেবরাজেরও গম্য নহে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—হে গিরিত, তে তব জ্যোতির্ঘৎ পরং ব্রহ্ম তৎ অখিললোকপালাদীনাং গম্যং ন ভবতি । অত্র বৈকুণ্ঠস্য বিশেষঃ স্বরূপমেব যদ্যপি পরং ব্রহ্ম তদপি তস্য স্ব-স্বরূপস্য স্বাগম্যত্বং নাপকর্ষঃ খ-পুষ্পজ্ঞানং সার্বভৌমং ন নিহন্তীতি ন্যায়াৎ । যদ্বা । গিরিতাদি সুরেন্দ্রাভ্যনি সম্বোধনপদান্যেব ব্যাখ্যায়ানি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে গিরিত! আপনার জ্যোতিঃ যে পরব্রহ্ম, তাহা নিখিল লোকপালগণের গম্য নহে । এখানে বৈকুণ্ঠ বলিতে বিষ্ণুর স্বরূপই যদিও পরব্রহ্ম, তথাপি নিজের নিকট তাঁহার নিজ-স্বরূপের অগম্যত্ব অপকর্ষ নহে, যেহেতু আকাশ-কুসুম জ্ঞান সর্বভৌমতা বিনষ্ট করে না । অথবা—গিরিত হইতে সুরেন্দ্র পর্য্যন্ত পদগুলি সম্বোধনরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

কামাধ্বরত্রিপুরকালগরাদ্যনেক-

ভূতদ্রহঃ ক্ষপয়তঃ স্ততয়ে ন তৎ তে ।

যন্তুস্তকাল ইদমাত্মকতং স্বনেত্র-

বহিষ্ফুল্লিশিখয়া ভসিতং ন বেদ ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—যঃ তু (ভবান্) অন্তকালে (প্রলয়-সময়ে) আত্মকৃতম্ (আত্মানি সংহতং) স্বনেত্র বহিষ্ফুল্লিশ-শিখয়া) (স্বলোচনাগ্নিবিস্ফুল্লিশস্য শিখয়া) ভসিতং (ভস্মসাৎ জাতম্) ইদং (জগৎ) ন বেদ (ন জানাতি ন আলোচয়ত্যপি তস্য) কামাধ্বর ত্রিপুর কাল-গরাদ্যনেকভূতদ্রহঃ (কামঃ কন্দর্পঃ অধ্বরঃ দক্ষযজ্ঞঃ ত্রিপুরঃ তন্মাসুরঃ কালগরঃ কালকূটঃ তদাদয়ঃ যে অনেকে ভূতদ্রহঃ প্রাণিপীড়কাঃ তান্) ক্ষপয়তঃ (বিনাশয়তঃ) তে (তব) তৎ (কামাদিবিনাশ কৰ্ম্ম) স্ততয়ে ন (ভবতি এতদত্যন্তং তব ইত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রলয়কালে স্বীয় নেত্রানলের স্ফুল্লিশ শিখাদ্বারা ভস্মসাৎকৃত পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষয়ে অজ্ঞাত আপনার কামদেব, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুরাসুর,

কালকূট প্রভৃতি বহুবিধ প্রাণিপীড়কের বিনাশ প্রশংসাযোগ্য হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ সাম্প্রতিকং বিষয়োপশমনং ত্বয়া দুষ্করমিত্যাহঃ । কামেতি কামাদয়ো যে অনেকভূত-দ্রহস্তান্ ক্ষপয়তঃ সংহরতস্তব তৎবিষোপশমনং কৰ্ম্ম স্ততয়ে ন ভবতি অত্যন্তত্বাৎ, অধ্বরো দক্ষযজ্ঞঃ । কালো গরশ্চ দৈত্যবিশেষ আসীৎ, কিম্বা অসৈবাবশ্য-সংহার্য্যত্বেন সিদ্ধবল্লির্দেহঃ । ভসিতং ন বেদেতি কদা জগদিদং ভস্মীকৃতমিত্যপি ন বেদ, নানু-সম্ভবতঃ । তস্যৈতদ্বিশমাত্রসংহারঃ কিম্বানিতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাম্প্রতিক এই বিষয়ের বিনাশ করা আপনার পক্ষে দুষ্কর নহে, ইহা বলিতেছেন—‘কাম’ ইত্যাদি । কামাদি যে সকল প্রাণি-পীড়া-দায়ক ছিল, তাহাদের বিনাশকারী আপনার পক্ষে ঐ বিষয়ের উপশম কৰ্ম্ম অতি ক্ষুদ্র বলিয়া স্ততির যোগ্য হইতে পারে না । ‘অধ্বরঃ’—বলিতে এখানে দক্ষ-যজ্ঞ । ‘কাল’ এবং ‘গর’ দৈত্যবিশেষ ; কিম্বা—এখানে কালকূটভক্ষণ অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া উহাকেও অতীত কার্য্যাবলীর মধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে । ‘ভসিতং ন বেদ’—প্রলয়কালে আপনার নয়নাগ্নির একটি কণিকার শিখার দ্বারা কখন এই ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাও আপনি লক্ষ্য করেন না, কিম্বা আলোচনাও করেন না, সেই আপনার পক্ষে এই সামান্য বিষ-সংহার কার্য্য কতটুকু—এই ভাব ॥ ৩২ ॥

যে ত্বাশ্বরামগুরুভির্হাদি চিন্তিতাভিঃ-

দ্বন্দ্বং চরন্তুমুন্ময়া তপসাভিতপ্তম্ ।

কথন্ত উগ্রপরুষং নিরতং শ্মশানে

তে নুনমৃতিমবিদংস্তব হাতলজ্জাঃ ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—যে তু (জনাঃ) আশ্বরামগুরুভিঃ (আশ্বারামাশ্চ যে গুরবঃ বিশ্বহিতোপদেশটাবঃ তৈঃ) হাদি চিন্তিতাভিঃদ্বন্দ্বং (হাদি হাদয়ে চিন্তিতং সেব্যতয়া নিরন্তরং স্মৃতম্ অভিঘ্রদ্বন্দ্বং চরণযুগং যস্য তৎ তথা) তপসা অভিতপ্তম্ (অত্যাগ্রতপস্বিনমপি তাম্) উময়া চরন্তং (পার্শ্বত্যাগহ বিহরন্তং ততশ্চ) নিরতং (তস্যাত্

কামিনং, তথা) *মশানে (চরম্ অতঃ) উগ্রপরুষং (উগ্রং ক্রুরং পরুষং হিংস্রঞ্চ) কথন্তে (প্রলপন্তি) তে নুনং (নিশ্চিতং) তব উতিম্ (ঈহিতম্) অবিদন্ (ইতি কাকুঃ, তল্লীলাং নৈব বিদুরিতার্থঃ অতঃ তে) হাতলজ্জাঃ (তাত্তলজ্জাঃ ভবন্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আত্মারাম ও বিশ্বের হিতোপদেশটা মনোষিগণ নিরন্তর হৃদয় মধ্যে আপনার পাদদ্বন্দ্ব চিন্তা করেন, অতুগ্রতপস্বী সেই আপনাকে যাহারা উমার সহিত বিচরণ করিতে দেখিয়া কামী এবং *মশানে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া উগ্র ও হিংস্র বলিয়া প্রলাপ করে, নিশ্চিতই সেই নির্লজ্জগণ আপনার লীলা জ্ঞাত নহে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তব মাহাত্ম্যং বহির্দৃশিভির্দুর্গমমিত্যাহঃ । যে ত্বিতি উময়া সহ চরন্তং রমমাগমপি তপসা অভিতত্তং ন তু কামেন ব্যাঙং অতএবাত্মারামাণং গুরুভিরপি ধ্যাভ্যাতিয়ং তথাভূতমপি ত্বামুগ্রং পরুষং কথন্তে বিপরীতলক্ষণয়া স্নায়ন্তে, যে নিন্দন্তি তে নুনং তবোতিং অবিদম্বিতি কাকুঃ, তল্লীলাং নৈব জানন্তীতি কামক্লোধাদিনাচারময়ী তবেয়ং চেষ্টা লোকোপহাসিকা লীলৈবেত্যর্থঃ । হাতলজ্জাস্ত্যক্তরূপাঃ স্বয়ং কামক্লোধাদিভির্চর্যমাণাস্ত্বামাত্মারামশিখামগির্ধ্যাতাভিযং নিন্দিতুং কিং লজ্জামপি ন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার স্বরূপ বহিস্মুখ জনগণের পক্ষে দূরধিগম, ইহা বলিতেছেন—‘যে তু’ ইত্যাদি । ‘উময়া চরন্তং’—উমার সহিত রমমাগ হইলেও আপনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু কামের দ্বারা ব্যাঙ নহেন, অতএব আত্মারামগণের গুরুবর্গও আপনার পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন, এইরূপ আপনাকে ‘উগ্র-পরুষং’—ক্রুর, হিংস্র বলিয়া প্রলাপ করে, বস্তুতঃ বিপরীত লক্ষণের দ্বারা স্তুতি করে । যাহারা নিন্দা করে, তাহারা কি নিশ্চিতরূপে আপনার লীলা জানে?—এই কাকু, অর্থাৎ তাহারা কখনই আপনার লীলা জানে না, অতএব কাম, ক্লোধাদি অনাচারময়ী আপনার এই লীলা লোকের উপহাসিকা লীলাই—এই অর্থ । ‘হাতলজ্জাঃ’—তাহারা নির্লজ্জ, নিজেরা কাম, ক্লোধাদির দ্বারা বিচরণশীল হইয়া আত্মারাম-শিরো-

মণিগণের বন্দিতচরণ আপনার নিন্দা করিতে লজ্জাও কি পায় না?—এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

তত্তস্য তে সদসতোঃ পরতঃ পরস্য

নাঃ স্বরূপগমনে প্রভবন্তি ভূশনঃ ।

ব্রহ্মাদয়ঃ কিমূত সংস্বেবনে বয়ন্ত

তৎসর্গসর্গবিষয়া অপি শক্তিমান্ ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) ব্রহ্মাদয়ঃ (অপি) তস্য (পূর্ববর্ণিতস্য) সদসতোঃ (স্থাবরজঙ্গময়োঃ) পরতঃ (পরস্মাদপি) পরস্য (দুর্জেরূপস্য) ভূশনঃ (সর্বময়স্য ইত্যর্থঃ) তে (তব) অজঃ (স্বার্থতঃ) স্বরূপগমনে (তত্ত্বাধিগমে) ন প্রভবন্তি (ন সমর্থ্যঃ ভবন্তি) সংস্বেবনে (স্তুতিবিষয়ে) কিমূত (কথং পুনঃ সমর্থ্যঃ ভবন্তি নৈব সমর্থ্য ইত্যর্থঃ, যস্য স্বরূপমেব দুর্জেষ্টং তস্য স্তুতিস্তু সূতরামেব বিধাতুমশক্য ইতি ভাবঃ) তৎসর্গ-সর্গ-বিষয়াঃ (তৎ-সৃষ্ট-সৃষ্টাঃ) বয়ন্ত তু (নিতরামেব অসমর্থ্যঃ) অপি (তথাপি যদেতৎ তব স্তবনং তৎ) শক্তিমান্ ॥ (আত্মশক্তি পরিমিতমেবেত্যর্থঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ - সূতরাং ব্রহ্মাদি দেবগণও পূর্বকথিত স্থাবরজঙ্গম হইতে দুর্জের সর্বময় আপনার স্বার্থ তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হন না, অতএব কি প্রকারে আপনার সমাগ্রাপে স্তব করিতে সমর্থ হইবেন? তাহাদের সৃষ্টি-প্রবাহ-মধ্যে নিপতিত আমরা অসমর্থ হইয়াও আত্মশক্তি-পরিমিত স্তব করিলাম ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং কা কথা ব্রহ্মাদয়োহপি তে তত্ত্বং ন জানন্তীত্যাহঃ । তদিতি তস্মাদ্ভূক্ততঃ সর্গো যেষাং তেষাং মরীচ্যাदीনাং সৃষ্টিবিষয়াঃ, শক্তিমান্ ॥ শক্তানুরূপমেব স্তমঃ । ন তু যথোচিতম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাদিও আপনার তত্ত্ব জানেন না, ইহা বলিতেছেন—‘তদ্’ ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট যে মরীচি প্রভৃতি, তাহাদের সৃষ্টিমধ্যে অতি অস্বাভাবিক আমরা কোনরূপেই আপনার স্ততিকার্য্যে সমর্থ নহি । ‘শক্তিমান্’—তথাপি আমরা নিজশক্তির পরিমাণ অনুসারেই স্তুতি করিতেছি, কিন্তু যথোচিতরূপে নহে ॥ ৩৪ ॥

এতৎ পরং প্রপশ্যামো ন পরং তে মহেশ্বর ।

মৃড়নায় হি লোকস্য ব্যক্তিস্তেহব্যক্তকৰ্মণঃ ॥ ৩৫ ॥

অবয়বঃ—(হে) মহেশ্বর, তে (তব) পরং (শ্রেষ্ঠং রূপং) ন প্রপশ্যামঃ (ন জানীমঃ) লোকস্য মৃড়নায় (সুখায়) অব্যক্তকৰ্মণঃ (অপ্রকাশিতচেষ্টস্য) তে (তব) ব্যক্তিঃ (প্রকাশঃ) হি পরং (কেবলম্) এতৎ (প্রপশ্যামঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মহেশ্বর ! আপনার শ্রেষ্ঠ রূপ আমরা জানিতে পারি না । লোকের সুখের জন্যই অব্যক্তকৰ্ম্মা আপনার প্রকাশ, ইহাই কেবলমাত্র আমরা দেখিতেছি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—মৃড়নায়ৈতি বিষং সংহত্য শীঘ্রং লোকসুখং নিষ্পাদয়ৈতি ধ্বনিঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মৃড়নায়’—লোকের সুখের নিমিত্ত, অর্থাৎ বিষ সংহার করিয়া শীঘ্র লোকসমুদয়ের সুখ-সম্পাদন করুন—এই ধ্বনি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

তদ্বীক্ষ্য ব্যসনং তাসাং রূপয়া ভূশপীড়িতঃ ।

সর্বভূতসুহৃদেব ইদমাহ সতীং প্রিয়াম্ ॥ ৩৬ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সর্বভূতসুহৃৎ (সকল লোকহিতকারী) দেবঃ (মহেশ্বরঃ) তাসাং (সর্বাসাং প্রজানাং) তৎ (পূর্বোক্তং কালকূটজনিতঃ) ব্যসনং (বিঘ্নং) বীক্ষ্য (দৃষ্টা) রূপয়া ভূশপীড়িতঃ (অতি দয়াদ্রঃ সন্) প্রিয়াং সতীং (পার্বতীং প্রতি) ইদম্ আহ (বক্ষ্যমানবচনম্ উবাচ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—সর্বলোকহিতকারী মহেশ্বর সেইসকল প্রজাগণের কালকূট-বিষজনিত বিঘ্ন দেখিয়া অতীব দয়াদ্র হইয়া প্রিয়া সতীকে ইহা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীশিব উবাচ—

অহোবত ভবান্যেতৎ প্রজানাং পশ্য বৈশসম্ ।

ক্ষীরোদমথনোদ্ধৃতাৎ কালকূটাদুপস্থিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশিবঃ উবাচ,—(অগ্নি) ভবানি, অহোবত (মহৎ কণ্ঠমিদং) ক্ষীরোদ-মথনোদ্ধৃতাৎ

কালকূটাত্ (ক্ষীরসাগর-মস্থেন উৎপন্নং যৎ কালকূটবিষং তস্মাত্) উপস্থিতং (সমাগতং) প্রজানাং (সৃষ্ট প্রাণিসমূহানাম্) এতৎ (প্রত্যক্ষগোচরং) বৈশসং (বিপত্তিং) পশ্য ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশিব কহিলেন,—অগ্নি ভবানি, হায়, ক্ষীরসাগর-মস্থেন উৎপন্ন কালকূট বিষ হইতে প্রাণিসমূহের বিপত্তি দর্শন কর ॥ ৩৭ ॥

আসাং প্রাণপরীপ্সনাং বিধেয়মভয়ং হি মে ।

এতাবান্ হি প্রভোরথো যদীনপরিপালনম্ ॥ ৩৮ ॥

অবয়বঃ—প্রাণপরীপ্সনাং (জীবনাভিলাষিণীনাং) আসাং (প্রজানাং) অভয়ং (ভয়নিবারণং) হি (এব) মে (মম) বিধেয়ং (কর্তব্যং), হি (যতঃ) যৎ দীনপরিপালনং (দুঃখার্ভজনানাং পরিরক্ষণং) এতাবান্ (এষ এব) প্রভোঃ (স্বামিনঃ) অর্থঃ (কর্তব্যতয়া সাধনীয়ঃ ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—জীবিতেচ্ছ প্রজাগণের ভয়-নিবারণই আমার কর্তব্য । যেহেতু দুঃখার্ভজনের রক্ষাই প্রভুর কার্য ॥ ৩৮ ॥

প্রাণৈঃ স্বৈঃ প্রাণিনঃ পান্ধি সাধবঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ ।

বদ্ধবৈরেষু ভূতেষু মোহিতেষু বাস্মায়া ॥ ৩৯ ॥

অবয়বঃ—সাধবঃ (সজ্জনাঃ) আত্মমায়য়া (ভগ-বদ্ব্যায়াজ্ঞয়া) মোহিতেষু (অতএব) বদ্ধবৈরেষু (পরস্পরং শত্রুভাবাপনেষু) ভূতেষু (প্রাণিষু মধ্যে) স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) ক্ষণভঙ্গুরৈঃ (অবশ্যবিনাশশীলৈঃ) প্রাণৈঃ (জীবনৈঃ) প্রাণিনঃ (অন্যান্ জীবান্) পান্ধি (রক্ষতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আত্মমায়ায় মোহিত পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রাণিগণের মধ্যে সাধুব্যক্তির অবশ্য বিনাশশীল দ্বীয় প্রাণের দ্বারা অপর জীবকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নবমীষু সাংসারিকজীবেষু পরস্পর-বদ্ধবৈরেষু আত্মারামাণ্যং ভবাদৃশমুপেক্ষণমেবোচিতং, তত্রাহ বদ্ব্যতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ঐসকল

পরস্পর শঙ্করভাবাপন্ন সাংসারিক জীবগণের প্রতি আপনাদের ন্যায় আত্মারামগণের উপেক্ষা করাই সমীচীন, ইহাতে বলিতেছেন—“বদ্ধবৈরেষু” ইত্যাদি (অর্থাৎ ভগবানের মায়ায় মোহিত সাধারণ প্রাণিগণ পরস্পর বৈরভাবাপন্ন হইলেও, সাধুগণ নিজ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনদ্বারা প্রাণিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন।) ॥ ৩৯ ॥

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সৰ্ব্বায়া প্রীয়তে হরিঃ ।

প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েহং সচরাচরঃ ।

তস্মাদিদং গরং ভুজে প্রজানাং স্বস্তিরস্ত মে ॥৪০॥

অবয়বঃ—(অগ্নি) ভদ্রে, (সাধুশীলে,) কৃপয়তঃ (পরান্ প্রতি রূপাং কুর্বতঃ) পুংসঃ (পুরুষস্যাং, তৎ প্রতীত্যর্থঃ) সৰ্ব্বায়া (সৰ্ব্বনিয়ন্তা) হরিঃ প্রীয়তে (প্রসমোভবতি), ভগবতি হরৌ প্রীতে (প্রসমে সতি) সচরাচরঃ (স্থাবর-জঙ্গমাশ্বক-নিখিল-ভূতগ্রামেন সহ) অহম্ (অহং মহেশ্বরশ্চ) প্রীয়ে (সম্ভটঃ) ভবামি হরৈঃ সৰ্ব্বভূতময়ত্বাৎ তস্মিন্ তুণ্ডে জগৎ তুণ্ডং ভবতী-ত্যর্থঃ) তস্মাৎ (অহম্) ইদং গরং (কালকূট বিষং) ভুজে (পিবামি) মে (মৎ সকাশাৎ) প্রজানাং স্বস্তিঃ (মঙ্গলম্) অস্ত (ভবতু) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অগ্নি সাধুশীলে, কৃপাশীল পুরুষের প্রতি সৰ্ব্বনিয়ন্তা হরি প্রসন্ন হয়েন; ভগবান্ হরি প্রীত হইলে স্থাবর জঙ্গমের সহিত আমিও সম্ভট হই, সুতরাং আমি এই কালকূট বিষ পান করি; আমি হইতে প্রজাগণের মঙ্গল হউক ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—মে মন্তঃ, স্বস্তিঃ শোভনা সন্তা ॥৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মে’—আমা হইতে, ‘স্বস্তি’—শোভনা সন্তা, অর্থাৎ প্রজাগণের সুখে জীবনধারণ হউক ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমামন্ত্য ভগবান্ ভবানীং বিশ্বভাবনঃ ।

তদ্বিশং জঙ্ঘুমায়েভে প্রভাবজাম্বমোদত ॥ ৪১ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বিশ্বভাবনঃ (বিশ্ব-সুখকরঃ) ভগবান্ (শঙ্করঃ) ভবানীং (পার্বতীম্)

এবং (পূর্বোক্ত রূপম্) আমন্ত্য (অনুজ্ঞাপ্য) তৎ বিষং (কালকূটং) জঙ্ঘুং (ভক্ষিতুম্) আয়েভে (প্রবৃত্তঃ বভূব) প্রভাবজা (মহেশ্বরস্য) সামর্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞা ভবানী চ) অম্বমোদত (বিষপানম্ অনুমোদিতবতী) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিশ্বভাবন ভগবান্ শঙ্কর পার্বতীকে এইরূপ বলিয়া সেই কালকূট বিষ ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন, মহাদেবের সামর্থ্যে অভিজ্ঞা পার্বতীও তাহা অনুমোদন করিলেন ॥ ৪১ ॥

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হালাহলং বিষম্ ।

অভক্ষয়ন্যাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥ ৪২ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (তদনন্তরং) ভূতভাবনঃ লোক-হিতকরঃ মহাদেবঃ কৃপয়া (প্রজাসু দয়া হেতুভূতয়া) ব্যাপি (বিশ্বপ্রসারি) হালাহলং বিষং (কালকূট নামকং তদ্বিশং) করতলীকৃত্য (হস্ততলে সংগৃহ্য) অভক্ষয়ৎ (চুলু কীচকার, পপৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর লোকহিতকর মহাদেব কৃপা-পূর্বক বিশ্বব্যাপিকালকূট বিষ করতল পরিমিত করিয়া পান করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যাপি তাবদেবব্যাপকমপি করতল-মাত্র-পরিমিতীকৃত্য ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্যাপি’—সর্বত্র বিস্তৃতিশীল সেই কালকূট বিষ, ‘করতলীকৃত্য’—করতলমাত্র পরিমিত করিয়া (অর্থাৎ হস্তে লইয়া ভক্ষণ করিলেন।) ॥ ৪২ ॥

তস্যাপি দর্শন্যামাস স্ববীৰ্য্যং জলকল্মষঃ ।

যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোবিভূষণম্ ॥ ৪৩ ॥

অবয়বঃ—জলকল্মষঃ (জলকলুষরূপং তদ্ বিষং পীতং সৎ) তস্য অপি (মহাদেবস্য বিষয়ে অপি) স্ববীৰ্য্যং (স্বস্যা বিকার-জনন-সামর্থ্যং) দর্শন্যামাস (প্রকটন্যামাস) গলে (মহাদেবস্য কণ্ঠে তৎ কালকূটং) যৎ নীলং (নীলবর্ণং) চকার (প্রকাশন্যামাস) তৎ (নীলত্বং) চ সাধোঃ (শঙ্করস্য) বিভূষণং (বিশেষণ ভূষণমেব জাতং ন দূষণমিত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—জল-কলঙ্কস্বরূপ সেই বিষ মহাদেবের উপরেও আপন সামর্থ্য প্রকট করিল, তাহাতে মহাদেবের কণ্ঠদেশে যে নীলবর্ণ উৎপন্ন হইল তাহা কৃপালু শঙ্করের ভ্রমণ হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—জলকল্মষো বিষং তস্যাপি তস্মিন্নপি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জল-কল্মষঃ’—জলের দোষরূপ সেই বিষ, ‘তস্যাপি’—সেই মহাদেবের উপরেও (নিজের প্রভাব দেখাইয়াছিল।) ॥ ৪৩ ॥

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ ।

পরমারাধনং তচ্ছি পুরুষস্যখিলাত্মনঃ ॥ ৪৪ ॥

অবয়বঃ—প্রায়শঃ সাধবঃ (পরোপকারনিরতাঃ) জনাঃ লোকতাপেন (পরেষাং দুঃখেন স্বয়মপি) তপ্যন্তে (পীড়িতাঃ ভবন্তিঃ) তৎ হি (পর-সন্তাপ-হরণম্) অখিলাত্মনঃ (সর্বান্তর্যামিনঃ) পুরুষস্য (বিষ্ণোঃ পরমারাধনং (সন্তোষজনকমেব ভবতি, ন ব্যর্থ-মিত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—প্রায়শই পরোপকারনিরত ব্যক্তিগণ অপরের দুঃখে স্বয়ংও পীড়িত হন, তাহা সর্বান্তর্যামী বিষ্ণুর সন্তোষজনকই হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

নিশম্য কৰ্ম্ম তদ্বক্তোদেবদেবস্য মীতৃষঃ ।

প্রাজা দাক্ষায়ণী ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠশ্চ শশংসিরে ॥ ৪৫ ॥

অবয়বঃ—মীতৃষঃ (আশ্রিতান্ প্রতি আশীর্ব্ব-কস্য) দেবদেবস্য (দেবানাংপি পূজনীয়স্য) শব্দোঃ (শিবস্য) তৎ (বিষপানরূপং) কৰ্ম্ম নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রজাঃ (সর্বৈ লোকাঃ) দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা ভবানী) ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠঃ (বিষ্ণুঃ) চ শশংসিরে (প্রশংসাং চক্ৰুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আশ্রিতগণের আশীর্ব্বাদক দেবগণেরও দেবতা মহাদেবের এই প্রকার বিষপানরূপ কৰ্ম্ম শুনিয়া প্রজাগণ, দাক্ষায়ণী, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সকলেই প্রশংসা করিলেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যাম্
অষ্টমস্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—পিবতঃ (বিষপানকারিণঃ রুদ্রস্য) পাণেঃ (করপুটাত্) যৎ কিঞ্চিৎ (বিষং) প্রক্ষল্যৎ (স্থলিতং সৎ ভ্রমৌ পতিতং বভূব) বৃষ্টিকাহি বিষৌষধাঃ (বৃষ্টিকঃ তন্মাকঃ কীটঃ, অহিঃ সর্পঃ, বিষৌষধিঃ বিষময় তরুলতাদিঃ (এতে সর্ব্বৈ) অপরে চ (তদ্ব্যতিরিক্তাশ্চ) যে দন্দশূকাঃ দংশনস্বভাবাঃ (জন্তবঃ তে) তৎ (পতিতং বিষং) জগৃহঃ স্ম (পপূঃ) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম-স্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়স্যাবয়বঃ ।

অনুবাদ—বিষপানকালে শিবের হস্ত হইতে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষরিত বিষ বৃষ্টিক, সর্প এবং বিষময় লতাদি ও অপর দংশকগণ পান করিয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টম স্কন্ধে সপ্তমোহধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—পিবতন্তস্য পাণেঃ সকাশাৎ যৎ প্রক্ষল্য ক্ষরিতং যেহপরে স্বশৃগালাদ্যন্তে চ জগৃহঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি সারার্থদশিনাং হম্বিণ্যাং ভক্তচৈতসাম্ ।

অষ্টমে সপ্তমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পিবতঃ’—বিষপানকারী মহাদেবের হস্ত হইতে যে অত্যল্পমাত্র বিষ ভূতলে পতিত হইয়াছিল, ‘যে অপরে’—অন্যান্য কুক্কুর, শৃগালাদি তাহা গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী টীকার’ অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ‘সারার্থ-দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের
বিশ্বনাথ, মধব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

প্রক্ষল্যং পিবতং পাণেযৎ কিঞ্চিজ্জগৃহঃ স্ম তৎ ।

বৃষ্টিকাহিবিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেহপরে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



অষ্টমোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

পীতে গরে ব্রহ্মক্ষেণ প্রীতাক্ষেহমরদানবাঃ ।

মমম্মুস্তরসা সিজ্জুং হবির্ধানী ততোহভবৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মথ্যমান সমুদ্র হইতে উথিতা লক্ষ্মী-দেবীর বিষ্ণুকে বরণ এবং ধন্বন্তরি অমৃতকলস লইয়া উথিত হইলে অসুরগণ তাহা বলপূর্বক হরণ করায় বিষ্ণুর অসুরমোহনার্থ মোহিনীরূপ-ধারণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

ভগবান্ রুদ্র কালকূট পান করায় দেব ও দানব-গণকর্তৃক পুনরায় মহাবেগে মছন আরম্ভ হইল । তাহাতে প্রথমে সুরভি গাভী উথিতা হইলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ দেবযান যজ্ঞের হবিনিমিত্ত উহা গ্রহণ করিলেন । পরে উচৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উথিত হইলে দৈত্যরাজ বলি তাহা গ্রহণ করিলেন । তৎপর ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্গজ ও অম্রমু প্রভৃতি অষ্টদিগ্গ-হস্তিনী এবং কৌশ্তমণি উথিত হইল । ভগবান্ বিষ্ণু ঐ মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন । তদনন্তর পারিজাত ও অপ্সরাসকল উদ্ভূতা হইল । অতঃপর রমাদেবীর আবির্ভাব হইল । দেবতা-ঋষি-গন্ধর্বাদি সকলেই দেবীর পূজা-বিধান করিলেন । দেবী তাঁহার নিরবদ্য আশ্রয়স্থল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি না দেখিয়া একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকেই বরণ করিবার বাসনা করিলেন । ভগবানের বক্ষঃস্থলেই লক্ষ্মীদেবীর স্থিরতর বাসস্থান হইল । দেবগণ ও প্রজাপতি সহ প্রজাবর্গ সকলেরই পরমা নিব্বর্তিলাভ হইল । কিন্তু লোলুপ দৈত্য ও দানবগণ লক্ষ্মীকর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় নিঃসন্ত ও নিরুদ্যম হইতে লাগিল । তৎপর বারুণী নাম্নী সুরাধিষ্ঠাত্রী দেবী উথিতা হইলে শ্রীহরির অনুমতি ক্রমে অসুরেরা উহাকে গ্রহণ করিল । পরিশেষে দৈত্যগণ অমৃতার্থী হইয়া পুন-রায় মছন করায় এবার ভগবান্ বিষ্ণুংশস্তুত ধন্ব-ন্তরি নামক এক সুপুরুষ অমৃতকলহস্তে উথিত হই-লেন । অসুরগণ সেই কলস লইয়া পলায়নপর

হইলে দেবগণ বিষমুচিত্তে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন । ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যগণের মধ্যে শীঘ্র কলহ উত্থাপন করিয়া স্বীয় যোগমায়াদ্বারা দেবগণের অভীষ্ট পূরণ করিবেন—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করায় দেবগণ শান্ত হইলেন । কার্যোণ তাহা হইল । শীঘ্র দৈত্য-গণের মধ্যে অমৃতের ভাগ লইয়া কলহ উপস্থিত হইল । এই সময় সর্বোপায়বিদ্ ভগবান্ অসুর-মোহনার্থ অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় মোহিনীরূপ ধারণ করিলেন ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ব্রহ্মক্ষেণ (মহাদেবেন) গরে (কালকূট-বিষে) পীতে (ভক্ষিতে সতি ততঃ) প্রীতাঃ (নির্ভয়ত্বাৎ প্রসন্নাঃ) তে (প্রসিদ্ধাঃ) অমর-দানবাঃ (দেবদৈত্যাঃ) তরসা (বলেন) সিজ্জুং (সমুদ্রং) মমম্মুঃ (মথিতবক্তঃ) ততঃ (মথিত সমুদ্রাৎ) হবি-র্ধানী (সুরভিঃ) অভবৎ (উথিতা ইত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—মহাদেবকর্তৃক কালকূট বিষ ভক্ষিত হইলে সেই দেব ও দানবগণ অতিশয় প্রীত হইয়া বলপূর্বক সমুদ্র মছন আরম্ভ করিলেন, তাহা হইতে সুরভি ধেনু উথিতা হইলেন ॥১

বিশ্বনাথ—

মথনোদ্ভূতরত্নানাং লক্ষ্ম্যা বিক্ষৌ বৃত্তেহমৃতৈ ।

উথিতেহথ কৃতে দৈত্যৈর্মোহিন্যা রত্নমষ্টমে ॥০॥
হবির্ধানী সুরভিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে সমুদ্র-মছনোদ্ভূত রত্নসমূহের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব এবং তৎকর্তৃক শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বরণ, পরে অমৃত উথিত হইলে দৈত্যগণ কর্তৃক তাহা হরণ এবং শ্রীভগবানের মোহিনীরূপের রত্নান্ত বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

‘হবির্ধানী’—যজ্ঞীয় হবির আধার-রূপ সুরভিধেনু প্রথমতঃ উথিতঃ হইয়াছিল ॥ ১ ॥

তামগ্নিহোত্রীমৃষয়ো জগুর্হরঞ্জবাদিনঃ ।

যজস্য দেবযানস্য মেধ্যায় হবিষে নৃপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদজ্ঞাঃ

যাজ্ঞিকাঃ) ঋষয়ঃ দেবযানস্য (ব্রহ্মলোকমার্গপ্রাপকস্য) যজ্ঞস্য (সম্বন্ধিনে) মেধায় হবিষে (পবিত্রং হবিঃ দাতুম্ ইত্যর্থঃ) অগ্নিহোত্রীং (দধি-পন্থো-ঘৃতা-দি-হবিঃ-প্রদানেন অগ্নিহোত্রাদি-বৈদিক-কৰ্ম্ম-নিষ্পাদিনীং) তাং (হবির্ধানীং সুরভিং) জগৃহঃ (গৃহীতবন্তঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোকপ্রাপক যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ দান বরিবার জন্য অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কৰ্ম্ম-নিষ্পাদক সুরভিকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবযানস্য ব্রহ্মলোকমার্গপ্রাপকস্য ॥ ২

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবযানস্য’—ব্রহ্মলোক-মার্গের প্রাপক (যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র ঘৃতের জন্য সেই ধেনুটিকে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ গ্রহণ করিলেন।) ॥

তত উচৈঃশ্রবা নাম হয়োহভূচ্চন্দ্রপাণ্ডুরঃ ।

তস্মিন্ বলিঃ স্পৃহাঞ্চক্রে নেদ্র ঈশ্বরশিক্ষয়া ॥৩॥

অবয়বঃ—ততঃ (সুরভেঃ পশ্চাৎ) উচৈঃশ্রবাঃ নাম (তন্মাস্না প্রসিদ্ধঃ) চন্দ্রপাণ্ডুরঃ (চন্দ্রবদ্ ধবল-বর্ণঃ) হয়ঃ (অশ্বঃ) অভূৎ (উদ্রভূব), বলিঃ (দৈত্য-রাজঃ) তস্মিন্ (উচৈঃশ্রবাস অশ্বে) স্পৃহাং (গ্রহণা-কাঙ্ক্ষাং) চক্রে, ঈশ্বরশিক্ষয়া (‘‘লোভঃ কার্য্যো ন বৈ জাতু’’ ইত্যেবমুত্থয়া ঈশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শিক্ষয়া উপ-দেশেন) ইন্দ্রঃ ন (স্পৃহাং ন চক্রে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর উচৈশ্রবা নামে চন্দ্রবৎ ধবলবর্ণ অশ্ব উথিত হইল, বলি সেই অশ্বগ্রহণে অভিলাষ করিলেন, ভগবচ্ছিক্কানুসারে ইন্দ্র উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরশিক্ষয়া দৈত্যানাং মানবর্দ্ধনার্থে প্রাগেব কৃতয়া ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘‘ঈশ্বর-শিক্ষয়া’’—দৈত্যগণের মানবর্দ্ধনার্থে পুৰ্ব্বেই ভগবান্ শ্রীহরি যে শিক্ষা দিয়া-ছিলেন, তদনুসারে (দেবরাজ ইন্দ্র সেই অশ্বগ্রহণে অভিলাষ করিলেন না।) ॥ ৩ ॥

তত ঐরাবতো নাম বারণেন্দ্রো বিনির্গতঃ ।

দন্তৈশ্চতুর্ভিঃ শ্বেতাদ্রেহরন্ ভগবতো মহিম্ ॥ ৪ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (পশ্চাৎ) চতুর্ভিঃ দন্তৈঃ (শিখর-তুল্যৈঃ দশনৈঃ) ভগবতঃ (শিবস্য) শ্বেতাদ্রেঃ (কৈলা-সস্য) মহিং (মাহাত্ম্যং) হরন্ (দুরীকুর্বন্ ইব) ঐরা-বতঃ নাম (তন্মামকঃ) বারণেন্দ্রঃ (হস্তিরাজঃ) বিনি-র্গতঃ (উদগতো বভূব) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর শিখরতুল্য চারিটী দন্তবিশিষ্ট, শিবধাম শ্বেতাদ্রি কৈলাসের মাহাত্ম্যতিরস্কারকারী (শুভ্রবর্ণ) ঐরাবত নামক হস্তিরাজ বিনির্গত হইল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ শম্ভোর্যঃ শ্বেতাদ্রিঃ কৈলাস-স্তস্য মহিং মহিমানং দন্তৈঃ শিখরতুল্যৈর্হরন্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভগবতঃ শ্বেতাদ্রেঃ মহিম্’—ভগবান্ শম্ভুর যে শ্বেতাদ্রি অর্থাৎ কৈলাসপর্বত, তাহার মহিমা (শোভা) ‘দন্তৈঃ হরন্’—গিরিশৃঙ্গতুল্য চারিটি দন্তদ্বারা হরণ করিয়া (সমুদ্রমধ্য হইতে ঐরাবত নামক গজরাজ বহির্গত হইল।) ॥ ৪ ॥

ঐরাবণাদন্তস্তোত্রো দিগ্গজা অভবৎস্ততঃ ।

অভ্রমুপ্রভৃত্যোহন্তোত্রী চ করিণ্যস্তভবন্ ॥৫॥

অবয়বঃ—ততঃ (তদনন্তরং) (হে) নৃপ ! ঐরা-বণাদয়ঃ (ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকঃ বামনঃ কুমুদঃ অজনঃ পুষ্পদন্তঃ সাকর্ভৌমঃ সুপ্রতীকঃ ইত্যাত্ম্যঃ) অন্তোত্রী দিগ্গজাঃ (পূর্বাদিদিশাং হস্তিনঃ) তু অভবন্ (উৎপন্নাঃ অভূবন্), (তথা) অভ্রমুপ্রভৃত্যঃ (অভ্রমুপ্রমুখাঃ) অন্তোত্রী করিণ্যঃ (হস্তিনাঃ) চ তু অভবন্ (জাতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অতঃপর ঐরাবত প্রভৃতি অষ্ট দিগ্গজ ও অভ্রমুপ্রমুখা অষ্ট করিণী উদ্ভূত হইল ॥ ৫ ॥

কৌস্তুভাত্ম্যমভূদ্রঙ্গং পদ্মরাগো মহোদধেঃ ।

তস্মিন্মগ্নো স্পৃহাঞ্চক্রে বক্ষোহলঙ্করণে হরিঃ ।

ততোহভবৎ পারিজাতঃ সুরলোকবিভূষণম্ ।

পূরয়ত্যাখিনো যোহর্থৈঃ শম্ভুবি যথা ভবান্ ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—(ততঃ) মহোদধেঃ (সমুদ্রাৎ) কৌস্তু-ভাত্ম্যং (কৌস্তুভনামকং) রত্নম্ অভূৎ, (স চ মণিঃ) পদ্মরাগঃ (পদ্মরাগাত্ম্যাজাতীয়ঃ), হরিঃ (ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণঃ) বঙ্কোহলঙ্করণে (বঙ্কসঃ অলঙ্কারনিমিত্তে)
তচ্চিন্মন মণৌ স্পৃহাং (গ্রহণবাঞ্ছাং) চক্রে । ততঃ
সুরলোকবিভূষণং (স্বর্গলোকভূষণস্বরূপঃ) পারিজাতঃ
(তন্নামকঃ দেবতরুঃ) অভবৎ, যঃ (বঙ্কঃ) ভবান্
যথা ভুবি (পৃথিব্যাং শস্যং প্রাথিজনবাঞ্ছিতং পুরয়তি
তথা) শস্যং (নিরন্তরম্) অর্থৈঃ (বাঞ্ছিতবস্তুদানেন)
অর্থিনঃ (যাচকান্) পুরয়তি (তেষাং প্রার্থনাসফল্যং
করোতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তাহার পর মহাসমুদ্র হইতে কৌন্তভ
নামক পদ্মরাগমণি উথিত হইল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
স্বীয় হৃদয়ের শোভার্থ সেই মহামণি গ্রহণ করিতে
ইচ্ছা করিলেন । তাহার পর স্বর্গলোকের ভূষণ-স্বরূপ
পারিজাত নামক দেবতরু উৎপন্ন হইল, (হে রাজন্)
পৃথিবীতে আপনি যেমন বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া
অথিজনের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন এই তরুও
সেইরূপ অথিগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন ॥ ৬ ॥

ততশ্চাপ্সরসো জাতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।

রমণ্যঃ স্বগিণাং বঙ্কগতিলীলাবলোকনৈঃ ॥ ৭ ॥

অশ্বয়ঃ—ততঃ চ নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (স্বর্ণাভরণবিশেষ-
ভূষিতকণ্ঠ্যঃ) সুবাসসঃ (মনোজবস্ত্রাণি পরিদধানাঃ)
বঙ্কগতিলীলাবলোকনৈঃ (মনোহরগমনেন লীলাসহ-
দৃষ্ট্যা চ) স্বগিণাং (স্বর্গবাসিনাং) রমণ্যঃ (আনন্দ-
দায়িনাঃ) অপ্সরসঃ (স্বর্গবেশ্যাঃ) জাতাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর স্বর্ণাভরণকণ্ঠী পদক ও
মনোজবস্ত্রধারিণী, মনোহর গমন এবং ভঙ্গীপূর্বক
অবলোকন দ্বারা স্বর্গবাসিগণের আনন্দদায়িনী স্বর্গ-
বেশ্যাগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—গত্যাতিভিঃ রমণ্যঃ রময়িত্রাঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“রমণ্যঃ”—গতিভঙ্গী, বিবিধ
বিলাস প্রভৃতির দ্বারা স্বর্গবাসিগণের আনন্দদায়িনী
অপ্সরাগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্চৈরমা ভগবৎপরা ।

রজয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ৮ ॥

অশ্বয়ঃ—ততঃ চ ভগবৎপরা (ভগবদনন্যারহা)

রমা (লোকস্যা আনন্দদায়িনী) সাক্ষাৎশ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী)
কান্ত্যা (শোভয়া) সৌদামনী বিদ্যুৎ যথা (সুদামনঃ
পর্বতাৎ জাতা সৌদামনী স্ফটিকাদিময়গিরিশৃঙ্গেষু
অধিকং স্ফুরন্তী বিদ্যুৎ ইব) দিশঃ (দিগ্‌মণ্ডলং)
রজয়ন্তী (রজিতাং কুব্জন্তী সতী) আবিরভূৎ (আবি-
র্ভূতা) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর ভগবৎপরায়ণা রমা
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী সুদাম পর্বত হইতে জাতা বিদ্যু-
তের ন্যায় কান্তিধারা দিগ্‌মণ্ডল রজিত করিয়া আবি-
র্ভূতা হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীঃ সম্পত্তিঃ সাক্ষান্মুত্তিমতীত্যর্থঃ ।
রমা হরিং রময়ন্তী হরেঃ প্রেমসীরূপা চ প্রাদুর্ভূতা,
কীদৃশী? ভগবতী চাসৌ পরা পূর্বস্যাঃ সকাশাৎ
শ্রেষ্ঠেতি পূর্বস্যা এতদ্বিত্তিরূপত্বমিতি ভাবঃ । পূর্ব্যা
যথা বিদ্যুৎ উত্তরা যথা সৌদামনী স্ফটিকময়-
সুদামপর্বতভবত্বাৎ পূর্বস্যাঃ সকাশাদধিককান্তি-
মতী । কান্ত্যেতি সম্পত্তিপক্ষে কমিরিচ্ছার্থকো ধাতুঃ,
অভিলাষেণেত্যর্থঃ । দিশস্তস্য দিগ্‌বর্তিনো জনান্
রজয়ন্তী সম্পত্তিরস্মাকং ভূয়াদিতি রাগবতীঃ কুব্জন্তী,
পক্ষে দিশঃ পূর্বাদ্যাঃ কান্ত্যা স্বরোচিষা রজয়ন্তী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“সাক্ষাৎ শ্রীঃ”—সম্পদরূপা
শ্রী সাক্ষাৎ মুক্তিধারিণী হইয়া আবির্ভূত হইলেন, এই
অর্থ । “রমা”—শ্রীহরিকে যিনি আনন্দদান করেন
এবং তাঁহার প্রেমসীরূপা (মহালক্ষ্মীদেবী) । তিনি
কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—“ভগবৎ-পরা”, ভগ-
বতী এবং পরা বলিতে পূর্বোক্তা সম্পদরূপা শ্রী
হইতে শ্রেষ্ঠা, যেহেতু এই রমাদেবীরই বিভূতিরূপা
ঐ সম্পদরূপা শ্রী । যেমন বিদ্যুৎ ও সৌদামিনী,
স্ফটিকময় সুদাম পর্বত হইতে জাতা বলিয়া সৌদা-
মনী (বিদ্যুৎ) পূর্বের বিদ্যুৎ অপেক্ষা অধিক কান্তি-
মতী । “কান্ত্যা”—সম্পত্তি-পক্ষে ইচ্ছার্থক কন্‌ ধাতুর
অর্থ অভিলাষের দ্বারা, “দিশঃ রজয়ন্তী”—দিগ্‌বর্তী
জনগণকে “আমাদের সম্পত্তি হউক”—এইরূপ রাগ-
যুক্ত করিতে করিতে, রমা-পক্ষে—নিজ অঙ্গকান্তির
দ্বারা দশ দিক্‌ উজ্জাসিত করিয়া ভগবৎপরায়ণা রমা-
দেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

তস্যাং চক্রঃ স্পৃহাং সৰ্বে সসূরাসুরমানবাঃ ।

রূপোদার্যাবয়বর্ণমহিমাঙ্কিণ্ডচেতসঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—রূপোদার্য-বর্ণ - মহিমা - ঙ্কিণ্ডচেতসঃ (তস্যাঃ শ্রিয়ঃ রূপাদিমহিমা আঙ্কিণ্ডচিত্তাঃ) সসূরা-সুরমানবাঃ (দেব-দৈত্য-মনুষ্যপ্রভৃত্যঃ) সৰ্বে (প্রাণিনঃ) তস্যাং (শ্রিয়াং তদগ্রহণে ইত্যর্থঃ) স্পৃহাং (বাঞ্ছাং) চক্রঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তাঁহার রূপ ওদার্য্য বয়স, বর্ণ ও মহিমা দর্শন করিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইল । (সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবীজনে) দেবমনুষ্যাদি সৰ্বজীব তাঁহার প্রতি অভিলাষ করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাং পূর্বস্যাম্পদ্রূপায়ামেব স্পৃহাং ন ত্তত্তরস্যাম্ । ‘তস্যাঃ শ্রিয়স্তিজগতো জনকো জনন্য’ ইতি বক্ষ্যমাণবাক্যেন তস্যা জগজ্জননীত্বজ্ঞাপনাৎ । কিঞ্চ । তস্যা অপি রূপাদীনাং মহিমা মহিমা মা আঙ্কিণ্ডানি নৈবাসজ্ঞানি চেতাংসি যেষাং তে । যতস্তে তস্যাঃ সকাশাদ্রাজ্যভোগাদি-প্রেমসব ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্যাং’—পূর্বোক্তা সেই সম্পদ্রূপা শ্রী-বিষয়েই দেবতা, অসুর, মানব সকলেরই তাহাকে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী রমাদেবীতে নহে, কারণ ‘তস্যাঃ শ্রিয়স্তিজগতো জনকো জনন্যঃ’ (২৬ শ্লোক)—অর্থাৎ ত্রিজগতের জনক শ্রীহরি নিজ বক্ষঃস্থলকে পরম-বৈভবশালিনী ত্রিলোকজননী মহালক্ষ্মীদেবীর সুস্থির আবাসরূপে প্রদান করিয়াছিলেন, এই বক্ষ্যমাণ বাক্যের দ্বারা রমাদেবীর জগজ্জননীত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আরও, ‘মহিমাঙ্কিণ্ডচেতসঃ’—এই রমাদেবীর রূপাদির মহি অর্থাৎ মহিমার দ্বারা ‘মা আঙ্কিণ্ডানি’, আঙ্কিণ্ড অর্থাৎ আসক্ত হয় নাই চিত্ত যাঁহাদের, সেই দেবাসুর মানবগণ, যেহেতু তাঁহার নিকট হইতেই রাজ্য ভোগাদি পাইবার অভিলাষী তাঁহারা—এই ভাব ॥ ৯ ॥

তস্যা আসনমানিন্যে মহেন্দ্রো মহদভুতম্ ।

মুত্তিমত্যঃ সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠা হেমকুণ্ডৈর্জলং শুচি ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—মহেন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) তস্যাঃ (উপবেশ-নার্থং) মহদভুতং (বিচিহ্নং মহৎ) আসনং (সিংহা-

সনম্) আনিন্যে (উপনীতবান্), সরিচ্ছ্ৰেষ্ঠাঃ (গঙ্গা-দয়ঃ উত্তমাঃ নদাঃ) মুত্তিমত্যঃ (বিগ্রহধারণাঃ সত্যঃ) হেমকুণ্ডৈঃ (সুবর্ণকলসৈঃ) শুচি (পবিত্রং) জলম্ (আনিন্যে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দেবরাজ তাঁহার উপবেশনের জন্য বিচিহ্ন সিংহাসন আনয়ন করিলেন, গঙ্গাদি নদীসকল মুত্তিমতী হইয়া সুবর্ণকলস দ্বারা পবিত্র জল আনয়ন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাশ্চেতি চকারাৎ হরিপ্রেমসী-রূপায়াম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তস্যাশ্চেতি’—সেই সম্পদ-রূপা দেবীর, ‘চ’-কারের দ্বারা এবং হরিপ্রেমসী মহালক্ষ্মীদেবীর (উপবেশনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পবিত্র আসন আনয়ন করিলেন ।) ॥ ১০ ॥

অভিষেচনিকা ভূমিরাহরং সকলৌষধীঃ ।

গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি বসন্তো মধুমাধবৌ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—ভূমিঃ (অপি মুত্তিমতী সতী) আভিষেচনিকাঃ (অভিষেকোচিতাঃ) সকলৌষধীঃ (সর্বৌষধিদ্রব্যানি) আহরং (আনিন্যে), গাবঃ পঞ্চ পবিত্রাণি (পঞ্চগব্যানি আজহুঃ) বসন্তঃ (ঋতুঃ মুত্তিমান্ সন্) মধুমাধবৌ (চৈত্র-বৈশাখ-ভবফল-পুষ্পাণ্যাহরং) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ভূমিও মুত্তিমতী হইয়া অভিষেকোচিত সর্বৌষধি, গাভীসকল পঞ্চগব্য এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র বৈশাখোক্ত ব ফল-পুষ্প আহরণ করিয়া দিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আভিষেচনিকা অভিষেকোচিতাঃ পঞ্চ পবিত্রাণি পঞ্চগব্যানি মধুমাধবৌ চৈত্রবৈশাখভবং পুষ্প-ফলাদি । মধুমাধবমিতি পাঠে মধুমাসোক্তবং মধু ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অভিষেচনিকা’—অভিষেকের যোগ্য, ‘পঞ্চ পবিত্রাণি’—পঞ্চগব্য, ‘মধুমাধবৌ’—চৈত্র ও বৈশাখ মাসের ফলপুষ্পাদি আনয়ন করিলেন । ‘মধু-মাধবং’—এই পাঠে মধুমাসোক্তবং মধু, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

ঋষয়ঃ কল্পয়াৎকল্পুঃ রাভিষেকং যথাবিধি ।

জগুর্ভদ্রাণি গন্ধৰ্বা নট্যশচননৃত্তজ্ঞঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঋষয়ঃ যথাবিধি (যথাশাস্ত্রম্) আভিষেকং (তৎ-কৰ্ম) কল্পয়াৎকল্পুঃ (সম্পাদয়ামাসুঃ), গন্ধৰ্বাঃ ভদ্রাণি (মঙ্গলানি) জগুঃ (গীতবন্তঃ), নট্যঃ চ (নট্যনাট্য) ননৃত্তঃ (নৃত্যং চক্লুঃ) জগুঃ (গীতক চক্লুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঋষিগণ যথাশাস্ত্র তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন, গন্ধৰ্বগণ মঙ্গল উচ্চারণ করিল ও নট্যনাট্যগণ নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল ॥১২

মেঘা মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্ ।

ব্যানাদয়ন্ শঙ্খবেণুবীণাস্তমূলনিঃস্বনান্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মেঘাঃ (মৃতিমন্তঃ সন্তঃ) তুমূলনিঃস্বনান্ (তুমুলঃ মহান্ নিঃস্বনঃ নিনাদঃ যেষাং তান্) মৃদঙ্গপণবমুরজানকগোমুখান্ (মৃদঙ্গাদিবাদ্যবিশেষান্ তথা তুমূলনিঃস্বনা) শঙ্খবেণুবীণাঃ শঙ্খাদি-বাদ্যবিশেষাংশ্চ) ব্যানাদয়ন্ (বাদয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মেঘসমূহ মৃতিমন্ত হইয়া মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, আনক, গোমুখ এবং শঙ্খ, বেণু, বীণা প্রভৃতি মহানিনাদযুক্ত বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

ততোহভিষিষিটুর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মকরাং সতীম্ ।

দিগিভাঃ পূর্ণকলসৈঃ সূক্তবাক্যৈঃ দ্বিজেরিতৈঃ ॥১৪॥

অনুবাদ—ততঃ দিগিভাঃ (ঐরাবতাদয়ঃ দিগ্-গজাঃ) পূর্ণকলসৈঃ (সর্বৌষধীযুক্তৈঃ সরিৎ-শ্রেষ্ঠা-নীতৈঃ সলিলৈঃ পূর্ণৈঃ কুণ্ডৈঃ) দ্বিজেরিতৈঃ (বিপ্রোচ্চা-রিতৈঃ) সূক্তবাক্যৈঃ (আভিষেকনিক-মন্ত্রৈঃ সহ) পদ্ম-করাং (পদ্মং করে যস্যঃ তাং) সতীং শ্রিয়ং দেবীং (লক্ষ্মীদেবীম্) অভিষিষিটুঃ (অভিষিক্তবন্তঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ঐরাবতাদি দিগ্গজ সমূহ, গঙ্গাদকপূর্ণ কুণ্ড এবং বিপ্রগণের দ্বারা উচ্চারিত অভিষেকোচিত মন্ত্রে সম্পদধিষ্ঠাত্রীদেবী পতিপরায়ণা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রিয়মিতি সম্পদ্রপাং, দেবীতি দিবু

ক্রীড়ায়্যাং ভোগৈশ্বর্য্যবিতরণেন ক্রীড়ন্তীং, পদ্মকরামিতি হরিপ্রেমসীরূপাং, সতীং পতিব্রতাম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্রিয়ং’—সম্পদ্রূপা, ‘দেবীং’—দেবী বলিতে দিবু ধাতু ক্রীড়া অর্থে, অর্থাৎ ভোগৈশ্বর্য্য বিতরণের দ্বারা যিনি ক্রীড়া করিতেছেন। ‘পদ্ম-করাম্’—পদ্মহস্তা, ইনি হরিপ্রেমসীরূপা, ‘সতীং’—সতী অর্থাৎ পতিব্রতা মহালক্ষ্মীর অভিষেক করিলেন ॥ ১৪ ॥

সমুদ্রঃ পীতকৌশেয়ে বাসসী সমুপাহরৎ ।

বরুণঃ ব্রজং বৈজয়ন্তীং মধুনা মত্তষট্ পদাম্ ॥১৫॥

অনুবাদ—সমুদ্রঃ (স্বয়ং রত্নাকরঃ) পীতকৌশল-বাসসী (পীতবর্ণকৌশলবস্ত্রযুগলম্ অধরোত্তরীয়-বস্ত্রদ্বয়মিত্যর্থঃ) সমুপাহরৎ (সমপিতবান্), বরুণ (জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা চ) মধুনা মত্তষট্পদাং (মধুনা মধুপানেন মত্তাঃ ষট্পদাঃ ভ্রমরাঃ যস্য্যাং তাদৃশীং) বৈজয়ন্তীং সূক্তং (বনমালাং সমুপাহরদিত্যন্বয়ঃ) ॥১৫

অনুবাদ—রত্নাকর উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণ বস্ত্রযুগল এবং বরুণ মধুকরগুজিতা বৈজয়ন্তীমালা উপহার প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পীতকৌশেয়ে ইতি অভিষেকানন্তরং পীতবস্ত্রস্যেব বিহিতত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পীতকৌশেয়ে’—উত্তরীয় ও পরিধেয় পীতবর্ণের কৌশেয় বস্ত্রদ্বয় সমুদ্র প্রদান করিলেন। যেহেতু অভিষেকের পর পীত বসন পরিধানেরই বিধান রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

ভৃষণানি বিচিহ্নাণি বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ ।

হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিশ্বকর্মা (তদাখ্যঃ) প্রজাপতিঃ বিচিহ্নাণি (মনোহরাণি) ভৃষণানি (অলঙ্কারগানি) সরস্বতী (বিন্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী) হারম্, অজঃ (ব্রহ্মা) পদ্মং, নাগাঃ চ কুণ্ডলে (কর্ণভূষণদ্বয়ং সমুপাহরন্) ॥১৬॥

অনুবাদ—প্রজাপতি বিশ্বকর্মা বিচিত্র অলঙ্কার-সকল, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কর্ণ-ভূষণদ্বয় উপহার প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নোৎপলপ্রজং
নদদ্বিরেফাং পরিগৃহ্য পাণিনা ।
চচাল বজ্রং সুকপোলকুণ্ডলং
সব্রীড়হাসং দধতী সুশোভনম্ ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (অনন্তরং) কৃতস্বস্ত্যয়না (কৃতং
বিধানুসারেণ নিষ্পাদিতং স্বস্ত্যয়নম্ অভিষেকাদি
মঙ্গলকর্ম্ম যস্যঃ সা শ্রীদেবী) নদদ্বিরেফাং (নদন্তঃ
শব্দায়মানাঃ গুজ্জত ইত্যর্থঃ দ্বিরেফাঃ প্রমরা যস্যঃ
তাম্) উৎপলপ্রজম্ (উৎপলগ্রাথিতাং মালাং) পাণিনা
(হস্তেন) পরিগৃহ্য (গৃহীত্বা) সুকপোলকুণ্ডলং (সুশো-
ভনে কপোলে গণ্ডযুগলে কুণ্ডলে কুণ্ডলদ্বয়ং যত্র তৎ)
সব্রীড়হাসং (সলজ্জহাস্যযুক্তং) সুশোভনম্ (অতিরম্যং)
বজ্রং (বদনং) দধতী (দধানী সা) চচাল (চলিতবতী)
॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর যথাবিধি মঙ্গলকার্য্য সম্পা-
দিত হইলে শ্রীদেবী ভূজনাদিত কমলমালা হস্তদ্বারা
গ্রহণ করিয়া মনোহর গণ্ডদেশে কুণ্ডলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক
সলজ্জহাস্যযুক্ত অতি রমণীয় বদনে গমন করিলেন
॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়রূপা যা এব তস্যাঃ শ্রীভগবান্বেবা-
শ্রয় ইত্যাহ তত ইতি । কৃতমনাদিত এব স্বস্তি সর্ব্ব-
কালমঙ্গলং নারায়ণবক্ষ এবায়নমাম্পদং যস্যঃ সা
স্বপ্রতিচ্ছবিরূপা গুণময়ী ব স্থিরাঃ সম্পদো ব্রহ্মাদিভ্যো
দদানাপি স্বয়ং গুণাতীতা চিন্ময়সম্পদ্রূপা লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ
নারায়ণমেকমেবাপ্রিত্য সদা বর্ত্ততে । তথৈবানাদিত
এব কমপি গুণং নোপাধীকৃত্য স্বভাবত এব তস্মিন্
প্রেমবতী তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখসম্পাদয়িত্রী প্রেমসীরূপাপি
বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । তদপি দ্বিবিধৈব লক্ষ্মীঃ সমুদ্রং
জনকীকৃত্য প্রদূর্ত্তা পুনরেকীভূতা সতী স্বনিত্যপ্রিয়ং
শ্রীনারায়ণং স্বয়ং বরীতুং চচাল ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয়রূপা (সম্পদ্রূপা ও
রমারূপা) লক্ষ্মীদেবীরই একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবান্ই,
ইহা বলিতেছেন—‘ততঃ’ ইত্যাদি । ‘কৃত-স্বস্ত্যয়না’
—কৃত হইয়াছে অনাদিকাল হইতেই ‘স্বস্তি’ বলিতে
সর্ব্বমঙ্গলরূপ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলই ‘অয়ন’ অর্থঃ
আম্পদ যাহার, তিনি নিজ প্রতিচ্ছবিরূপা গুণময়ীর
ন্যায় স্থির সম্পদ ব্রহ্মাদিকে প্রদান করিলেও, স্বয়ং
গুণাতীতা চিন্ময়সম্পদ্রূপা লক্ষ্মী (শ্রী) শ্রীনারায়ণকেই

একমাত্র আশ্রয় করিয়া সদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন ।
সেইরূপ অনাদি কাল হইতেই কোনও গুণ আশ্রয়
না করিয়া স্বভাবতঃই সেই শ্রীনারায়ণে প্রেমবতী
হইয়া তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রেমসী-
রূপেও বিরাজমানা আছেন—এই অর্থ । এইরূপে
দুই প্রকার লক্ষ্মীই সমুদ্রকে নিজ জনকরূপে গ্রহণ
করিয়া আবির্ভূতা হইয়া, পুনরায় একীভূতা হইয়া
নিজ নিত্যপ্রিয় শ্রীনারায়ণকে স্বয়ং বরণ করিবার
জন্য চলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

স্তনদ্বয়ং চ্যতিক্রশোদরী সমং
নিরন্তরং চন্দনকুঙ্কুমোক্ষিতম্ ।
ততস্ততো নৃপুরবল্লুশিজিতৈ-
বিসর্পতী হেমলতৈব সা বভৌ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—অতিক্রশোদরী (অতিশয়-ক্ষীণ-মধ্য-
ভাগা) চন্দন-কুঙ্কুমোক্ষিতং (চন্দন-কুঙ্কুম-লিপ্তং)
নিরন্তরং (পীনহৃদান্তরালরহিতং) সমং (সুবিভক্তং)
স্তনদ্বয়ং চ (দধতী) সা (শ্রীদেবী) ততঃ ততঃ (ইত-
স্ততঃ) নৃপুর-বল্লু শিজিতৈঃ (নৃপুরস্য বল্লু মনো-
হরং যৎ শিজিতম্ অব্যক্তধ্বনিঃ তৈঃ) বিসর্পতী
(চলন্তী সতী) হেমলতা ইব (সুবর্ণলতৈব) বভৌ
(ররাজ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহার (শ্রীদেবীর) স্তনযুগল পরস্পর
সমীপবতী, সমান ও চন্দনকুঙ্কুমাদি দ্বারা লিপ্ত এবং
মধ্যভাগ অতিশয় ক্ষীণ । তিনি মনোহর নৃপুরধ্বনি
সহকারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বর্ণ-
লতিকার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তদনন্তরং ততস্তত্ত্ব মহাসদসি
বিসর্পতী হেমলতা জঙ্গমা স্বর্ণবল্লবী ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ততস্ততঃ’—তারপর তিনি
সেই মহাসভায় ইতস্ততঃ পদবিন্যাস করিতে করিতে,
‘হেমলতা ইব’—জঙ্গম স্বর্ণলতিকার ন্যায় শোভা
পাইতেছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিলোকয়ন্তী নিরবদ্যামায়নঃ
পদং ধ্রুবং চাব্যভিচারিসদৃশগম্ ।

গন্ধর্বসিদ্ধাসুরযক্ষচারণ-

ত্রৈপিষ্টপেয়াদিষু নান্ববিন্দত ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ—গন্ধর্বা-যক্ষাসুর-সিদ্ধ-চারণ-ত্রৈপিষ্ট-পেয়াদিষু (গন্ধর্বাদি-মধ্যে) বিলোকয়ন্তী (বিচারয়ন্তী সতী) (সা দেবী) আত্মনঃ ধ্রুবং (নিত্যং) অব্যভিচারিসদৃশং (অব্যভিচারিণো নিত্যঃ স্বাভাবিকঃ, শুভঃ কল্যাণগুণাঃ যস্মিন্ তৎ) নিরবদ্যং চ (হেয়-গুণ-রহিতং এবভূতং) পদম্ (আশ্রয়ং) ন অববিন্দত (ন লেভে, সর্বত্রৈব কিঞ্চিদ্যোষসন্তয়া তাদৃশং পদং ন লব্ধমিত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর লক্ষ্মীদেবী গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং স্বর্গবাসিদেবগণমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া স্বভাবতঃ নিত্যকল্যাণগুণযুক্ত ও হেয়-গুণরহিত নিজ আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। তয়োরেকীভূতয়োর্মধ্যে যা সম্পদ্রূপা সা লোকে স্বপ্রেমসো ভগবতঃ সর্বত এবাৎকর্ষং খ্যাপয়িতুং তত্র নিত্যনিরূপাধিপ্রেমবত্যাপি অন্যত্র গুণদোষবিবেচনাপূর্বকমন্যস্যাঃ স্বয়ম্বরায়া ইব স্বস্যাপি তত্রৈব গুণাৎকর্মোপাধিকং স্বয়ংবরণং দর্শয়ামাসেত্যাহ বিলোকয়ন্তীতি। গন্ধর্বাদিষু আত্মনঃ স্বস্য পদমাম্পদং জনং কমপি নান্ববিন্দত, কীদৃশং? নিরবদ্যং নির্দোষং অথচ অব্যভিচারিণঃ সদৈব স্থায়িনঃ সন্তঃ কল্যাণবত্বাৎ শ্রেষ্ঠা গুণা যত্র তৎ, ধ্রুবং নিত্যম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই একীভূতা লক্ষ্মী-দ্বয়ের মধ্যে যিনি সম্পদ্রূপা, তিনি জগতে নিজ প্রিয় ভগবানের সর্বপ্রকারে উৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত, তাঁহাতে (শ্রীনারায়ণে) নিত্য নিরূপাধিক প্রেমবতী হইয়াও, অন্যত্র গুণ ও দোষের বিবেচনাপূর্বক অপর রমণীর স্বয়ম্বরের ন্যায় নিজেরও সেই বিষয়ে গুণাৎকর্ষ নিরূপণরূপ স্বয়ম্বর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—‘বিলোকয়ন্তী’ ইত্যাদি। অর্থাৎ গন্ধর্ব প্রভৃতিতে নিজের আশ্রয়যোগ্য কোন জনকেই দেখিতে পাইলেন না। কিরূপ জন? তাহাতে বলিতেছেন—‘নিরবদ্যং’—নির্দোষ, অথচ ‘অব্যভিচারি-সদৃশং’—সবসময়ে স্থায়ী সদৃশ বলিতে কল্যাণযুক্ত শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ যেখানে, তাদৃশ। ‘ধ্রুবং’—বলিতে নিত্য। (অর্থাৎ তিনি নিজের আশ্রয়রূপে নিত্যসদৃশগুণশালী

ও অনিন্দনীয় কোন নিত্য পুরুষকে গন্ধর্ব প্রভৃতির মধ্যে দেখিতে পাইলেন না। যেহেতু তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা না একটা দোষ রহিয়াছে।) ॥ ১৯

নুনং তপো যস্য ন মন্যুনির্জয়ো
জ্ঞানং কুচিৎ তচ্চ ন সঙ্গবজ্জিতম্।

কশ্চিন্মহাশস্য ন কামনির্জয়ঃ

স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ—যস্য (রুদ্রদর্বাঃ-প্রভৃতেঃ) তপঃ (অস্তি তস্য) মন্যুনির্জয়ঃ (ক্লোধ-নিগ্রহঃ) ন (নাস্তি) নুনম্ (ইতি নিশ্চয়ে), কুচিৎ (গুরু-গুণাদৌ) জ্ঞানম্ (অস্তি কিন্তু তস্য) তৎ (জ্ঞানং) চ সঙ্গবজ্জিতং (ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিতং) ন (কিন্তু তদ্যুক্তমেব ইত্যর্থঃ), কশ্চিৎ (ব্রহ্মাদিঃ) মহান্ (অস্তি তথাপি) তস্য কামনির্জয়ঃ (কামবেগনিগ্রহঃ) ন (নাস্তি, যন্ত ইন্দ্রাদিঃ) পরতঃ ব্যাপাশ্রয়ঃ (পর্যাপেক্ষ্যব্যাশ্রয়ঃ) সঃ কিম্ ঈশ্বরঃ (ভবতি, স তু নৈব ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যাহার তপস্যা আছে, তাহার ক্লোধ-জয় হয় নাই, কাহারও জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিত নহে, কোন ব্যক্তি মহান্ তথাপি তিনি কামজয়ী নহেন। আর ইন্দের ন্যায় যাহারা পরের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষী তাহারা কি ঈশ্বর? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তত্র বরণব্যবসায়ানুভবে সদোষ-প্রাকৃতগুণদ্বমেব হেতুরিতি সম্পদ্রূপা লক্ষ্মীঃ স্বগত-মাহ নুনমিতি দ্বিভিঃ। তস্য দুর্বাঃপ্রভৃতের্মন্যুনির্জয়ো লোভতপসো বৈয়র্থ্যম্। জ্ঞানং কুচিৎ-হ-স্পত্যাদিষু সঙ্গবজ্জিতং নেতি জ্ঞানস্য বৈয়র্থ্যম্। মহান্ ব্রহ্মা, ন কামনির্জয় ইতি মহত্বস্য বৈয়র্থ্যম্। যঃ পরতঃ শত্রুভ্যো হেতোর্ব্যাপাশ্রয়ঃ ব্যাপগতাম্পদো বারং বারং ভবতি স কিং ইন্দ্রাদিরীশ্বরো ভবতি? নৈবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল স্থলে বরণযোগ্য কাহাকেও না পাইবার কারণ দোষযুক্ত প্রাকৃত গুণ-ত্বই, এইরূপ বিবেচনাপূর্বক সম্পদ্রূপা লক্ষ্মী স্বগত-ভাবে বলিতেছেন—‘নুনং’ ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। কাহারও তপস্যা আছে, কিন্তু ক্লোধজয় হয় নাই, যেমন দুর্বাঃ প্রভৃতির ক্লোধজয় না হওয়ায় লোভ

ও তপস্যার বৈয়র্থ্য। কাহারও জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা 'সঙ্গবজ্জিতং ন', আসক্তিশূন্য নহে, যেমন বৃহস্পতি প্রভৃতিতে আসক্তিশূন্য না হওয়ায় জ্ঞানের বৈয়র্থ্য। 'মহান্'—কেহ মহত্ত্বশালী, অথচ কামজয়ী নহেন, যেমন ব্রহ্মা, কামজয়ী নহেন বলিয়া মহত্ত্বের বৈয়র্থ্য। 'পরতঃ ব্যাপ্রশ্নঃ'—আর হিনি শত্রুগণ হইতে বারম্বার নিরাশ্রয় হন, সেই ইন্দ্রাদি কি ঈশ্বর হইতে পারেন? কখনই নহেন, এই অর্থ ॥ ২০ ॥

ধর্ম্যঃ কৃচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং
ত্যাগঃ কৃচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্ ।
বীৰ্য্যং ন পুংসেহিহস্যজবেগনিষ্কৃতং
ন হি দ্বিতীয়ে গুণসঙ্গবজ্জিতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (পরগুরামাদৌ) ধর্ম্য (অস্তি কিন্তু) তত্র (তাদৃশে জনে) ভূতসৌহৃদং (মৈত্রী) ন (নাস্তি) কৃচিৎ (শিবপ্রভৃতিষু) ত্যাগঃ (অস্তি কিন্তু) তত্র (শিবাদৌ জনে তাদৃশঃ ত্যাগঃ) মুক্তিকারণং (মুক্তিহেতুঃ) ন (ন ভবতি), পুংসঃ (কার্ত্তবীৰ্য্যাদেঃ) বীৰ্য্যম্ (অস্তি কিন্তু তদ্ বীৰ্য্যম্) অজবেগনিষ্কৃতং (কালবেগেন পরিহাতং) ন অস্তি (ন ভবতি), দ্বিতীয়ঃ (ভগবতঃ অন্যঃ কশ্চিদপি সনকাদিরপি) গুণসঙ্গ-বজ্জিতঃ (সত্ত্বাদিপ্রাকৃত গুণ-সম্বন্ধ-রহিতঃ) ন হি (নাস্তি, কিন্তু গুণসম্বন্ধযুক্ত এব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তিগতে ধর্ম্য আছে সত্য, কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতি দয়া নাই, কোন মনুষ্য বা দেব-তাতে ত্যাগ আছে বটে, কিন্তু তাহা মুক্তির কারণ নহে, কোন পুরুষের বীৰ্য্য আছে, কিন্তু তাহা কালবেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, আর যাহারা প্রাকৃত-প্রাকৃত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল সনকাদির ন্যায় মূনিগণও মুকুন্দের তুল্য হইতে পারেন নাই, অথবা মুকুন্দ ভিন্ন সনকাদি ঋষিগণও গুণসঙ্গ বর্জন করিতে পারেন নাই ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিৎ কৰ্ম্মিষু শুক্রাদিষু ধর্ম্যঃ কৰ্ম্মি-
ত্বাদসূরপুরোহিতত্বাচ্চ ন ভূতসৌহৃদমিতি ধর্ম্যস্য
বৈয়র্থ্যম্ । ত্যাগো অম্মাদিদানং দক্ষাদিষু তদানস্য
মুক্তিকারণত্বাভাববৈয়র্থ্যম্ । বীৰ্য্যং বলং পুংসঃ
গুণনিগুণাদেঃ, অজবেগনিষ্কৃতং কালবেগপরিহাতং

ন ভবতীতি বলস্য বৈফল্যম্ । গুণসঙ্গবজ্জিতঃ প্রাকৃত-
প্রাকৃতবিষয়াসক্তিমাত্ররহিতঃ সনকাদিন্ দ্বিতীয়ে ন
হ্যমরন্তর যদপ্রাকৃতসৌর্য্যাসৌরভ্যাদেবৈফল্যাপত্তেঃ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃচিৎ ধর্ম্যঃ’—শুক্রাচার্য্যের
ন্যায় কোন কোন কৰ্ম্মিগণে ধর্ম্য আছে, কিন্তু কৰ্ম্মী
ও অসুরগণের পুরোহিত বলিয়া সকল প্রাণীর প্রতি
দয়া নাই, ইহার দ্বারা ধর্ম্যের বৈয়র্থ্য। ‘ত্যাগঃ কৃচিৎ’
—দক্ষ প্রভৃতির ন্যায় কাহার মধ্যে অম্মাদি দানরূপ
ত্যাগ আছে, কিন্তু ঐরূপ দান মুক্তির কারণ নহে
বলিয়া বৈয়র্থ্য। ‘বীৰ্য্যং’—কাহারও মধ্যে বল
আছে, যেমন গুপ্ত, নিগুপ্ত প্রভৃতির, কিন্তু ‘ন অজবেগ-
নিষ্কৃতং’—তাহা কালের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে,
অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে বলের বৈয়র্থ্য। ‘গুণ-
সঙ্গ-বজ্জিতঃ’—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ের আসক্তি-
মাত্র রহিত সনকাদিও, ‘ন দ্বিতীয়ঃ’—আমার (বর-
যোগ্য) নিত্য সহচর হইতে পারে না, যেহেতু তাহারা
অমর নহে, সেখানে অপ্রাকৃত সৌর্য্য, সৌরভ্যাদির
বিফলতা ॥ ২১ ॥

কচিচ্চিরায়ুর্ন হি শীলমঙ্গলং
কৃচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সৌহৃদ্যমঙ্গলঃ
সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (মার্কণ্ডেয়াদিষু) চিরায়ুঃ (দীর্ঘ-
জীবনম্ অস্তি কিন্তু তত্র) শীল-মঙ্গলং (শীলং মঙ্গলং
চ) ন (নাস্তি), কৃচিৎ (চিরায়ুষি হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতৌ
ইন্দ্ৰিয়দমনশীলত্বাৎ) তৎ অপি (শীলমঙ্গলমপি) অস্তি
(কিন্তু তস্য) আয়ুষঃ (জীবিতকালস্য) বেদ্যং (শ্বেৰ্য্যং
দুর্জয়মিত্যর্থঃ, অকস্মাদেব নৃসিংহাদিনা বিনাশাৎ)
যত্র কুত্র চ (যদ্যপি কৃচিৎ শিবাদৌ) উভয়ং (চিরায়ুঃ
শীলমঙ্গলকৈতদুভয়ং বর্ততে তথাপি) সঃ অপি
(শিবাদিঃ) অমঙ্গলঃ (*মশান বাসাদ্যন্তুচেষ্টিতঃ
ভবতি) কশ্চ (যশ্চ কোহপি) সুমঙ্গলঃ (কাৰ্ৎস্নোয়
সদৃগুণশ্রয়-নিরবদ্যানিরতিশয়-মঙ্গলমুত্তির্ভগবান্ স
তু) মাং (শ্রিয়ং) ন হি কাঙ্ক্ষতে (ন প্রার্থয়তি, শ্রয়মেব
পূর্ণত্বাৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তি দীর্ঘজীবী, কিন্তু তাহার

মঙ্গল ও শীল নাই, কোন ব্যক্তিতে তাহা থাকিলেও তাহার জীবনের স্থিরতা নাই। শিবাদিদেবতাতে চিরায়ু, মঙ্গল ও শীল বর্তমান থাকিলেও তাঁহারা অশুভ চেষ্টায়ুক্ত; আর যিনি নির্দোষ, তিনি আমাকে প্রার্থনা করেন না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কুচিৎকলিপ্রভৃতিষু চিরমায়ুঃ কিন্তু শীল-মঙ্গলানি ন, তত্র আসুরস্বভাবেন শীলাভাবঃ, ইন্দ্র-শঙ্করকত্বেন মঙ্গলাভাবশ্চ। কুচিন্মনুপুত্রপৌত্রাদিষু তৎ শীলমঙ্গলং কিম্বায়ুষো ন বেদ্যাং ন জ্ঞানং মনুষ্যজাতি-ত্বেনাচিরায়ুশ্চ। যত্র কুত্রচিচ্চ উভয়সৌশীল্য-বিপদভাববদ্ধং চিরায়ুশ্চ চ স চ মহাদেবঃ অমঙ্গলঃ শ্মশানবাসাদ্যমঙ্গলচেষ্টিতঃ। ভগবন্তং লক্ষ্মীকৃত্যাহ, শোভনানি মঙ্গলান্যেব যন্তেতি পূর্বোক্তানাং দোষাণাং স্বরূপত এবামঙ্গলত্বাৎ গুণানাঞ্চ প্রাকৃতানাং নশ্বরত্বেন কল্যাণবত্বাভাবাৎ তে গুণা দোষাশ্চ নৈব সুমঙ্গলা ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ। পূর্বপূর্ববদশ্মিন্নপ্যেকো দোষো-স্তীতি ব্যাজস্তত্যা দোষমাহ ন কাঙ্ক্ষতে মাং নাপেক্ষত ইতি নিরপেক্ষত্বলক্ষণঃ সর্ববিলক্ষণো মহাগুণোহ-ত্রৈব দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কুচিৎ চিরায়ুঃ’—বলি প্রভৃ-তিতে দীর্ঘ আয়ু আছে সত্য, কিন্তু শীল ও মঙ্গলাদি নাই, সেখানে আসুর-স্বভাব বলিয়া শীল নাই এবং ইন্দের শঙ্কর বলিয়া মঙ্গলেরও অভাব। কোথাও মনুর পুত্র, পৌত্রাদিতে শীল ও মঙ্গল থাকিলেও, ‘আয়ুষঃ ন বেদ্যাং’—মনুষ্যজাতি বলিয়া আয়ুর স্থিরতা নাই। ‘যত্র উভয়ং’—কোন স্থানে অর্থাৎ মহাদেবে শীল-মঙ্গল ও আয়ুর স্থিরতা উভয় থাকিলেও, ‘সৌহপি অমঙ্গলঃ’—তিনিও অমঙ্গলস্বরূপ, অর্থাৎ শ্মশানবাস প্রভৃতি অমঙ্গল আচরণযুক্ত। ভগবান্ মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—‘কশ্চ সুমঙ্গলঃ’, এরূপ এক পুরুষ আছেন, যিনি সর্বতোভাবে স্বভাবতঃ সুমঙ্গল, অর্থাৎ শোভন মঙ্গলসমূহই যেখানে। পূর্বোক্ত দোষসকল স্বরূপতঃই অমঙ্গলরূপ, প্রাকৃত গুণসমূহও নশ্বর বলিয়া কল্যাণযুক্তত্বের অভাবহেতু সেই সকল গুণ এবং দোষ কখনই সুমঙ্গল হইতে পারে না—এই ভাব। আরও, পূর্ব পূর্বের ন্যায় এখানেও একটি দোষ আছে, এইরূপ ব্যাজস্তীতিতে দোষের উল্লেখ করিতেছেন—‘ন কাঙ্ক্ষতে মাং’—আমার

আকাঙ্ক্ষা করেন না, অর্থাৎ আমার কোন অপেক্ষা করেন না, ইহার দ্বারা নিরপেক্ষত্বরূপ সর্ববিলক্ষণ মহাগুণ এখানেই দৃষ্ট হইতেছে—এই ভাবার্থ ॥ ২২ ॥

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারিসদৃশগৈ-
বরং নিজৈকাশ্রয়তয়াহুগাশ্রয়ম্।

বস্ত্রে বরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং

রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্ ॥ ২৩ ॥

অর্থবল্লভঃ—এবম্ (ইথং) বিমৃশ্য (বিচার্য) রমা (লক্ষ্মীঃ) অব্যভিচারি-সদৃশগৈঃ (তদিতরসাধারণৈঃ মঙ্গলগুণৈঃ তথা) নিজৈকাশ্রয়তয়া (নৈরপেক্ষোণ চ) বরং (শ্রেষ্ঠং) অগুণাশ্রয়ং (প্রাকৃত-গুণাতীতং) সর্ব-গুণৈঃ (অগ্নিমাতিভিঃ) অপেক্ষিতং (ব্রতম্ অতএব) ঈপ্সিতম্ (আশ্রয়ঃ অভীষ্টং) মুকুন্দং (ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণমেব) নিরপেক্ষং (স্বয়ং প্রার্থনারহিতমপি) বরম্ (আশ্রয়ঃ স্বামিত্বেন ইত্যর্থঃ) বস্ত্রে (অঙ্গীকৃতবতী) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিচার করিয়া রমাদেবী স্বতঃসিদ্ধ সদৃশ ও নিরপেক্ষতায় শ্রেষ্ঠ, প্রাকৃতগুণ-তীত, অগ্নিমাতি সর্বগুণসম্বলিত, অতএব স্বাভীষ্ট অথচ তদপেক্ষারহিত শ্রীমুকুন্দ দেবকে স্বামিত্বে বরণ করিলেন ॥ ২. ॥

বিশ্বনাথ—এবং বিমৃশ্য রমা নিরপেক্ষমপি মুকুন্দং এব বরং বস্ত্রে। ননু স তাং নাপেক্ষতে চেৎ সাপি তং নাপেক্ষতাং তত্রাহ, সর্বৈরগ্নিমাতিভিঃগুণৈর-পেক্ষিতং, অয়ত্তাবঃ তস্যা যথা যঃ স্বয়ং নিরপেক্ষোহপি স্বমপেক্ষমাণা অগ্নিমাতিসিন্ধীর্নাপেক্ষতে তথা মামপি নোপেক্ষিষ্যতে, যতোহয়ং নিরপেক্ষো যথা তথা নিকৃ-পেক্ষশ্চেত্যত এতৎসেবস্বৈব কৃতাত্মীভূয়াসং কিমন্যেঃ প্রাকৃতৈরিতি। অতএবাব্যভিচারিণো ব্যভিচারিত্বাদেব নিত্য্যঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠা যৈ গুণা ঐশ্বর্য্যাদয়স্তৈর্বরং শ্রেষ্ঠম্। অগুণাশ্রয়ং প্রকৃতিগুণাতীতং নিজস্য স্বস্য একাশ্রয়-তয়া বস্ত্রে ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ বিবেচনাপূর্বক রমাদেবী নিরপেক্ষ হইলেও মুকুন্দকেই নিজের পতি-রূপে বরণ করিলেন। যদি বলেন—দেখুন, তিনি যখন তাঁহাকে চাহেন না, তাহাতে লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার

অপেক্ষা না করিতেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—
‘সর্বগুণৈঃ অপেক্ষিতং’, অগ্নিমাди গুণসকল তাঁহাকেই
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর এইরূপ
মনোগত অভিপ্রায়—ইনি স্বয়ং নিরপেক্ষ হইয়াও
যে রূপ স্বাপ্নিত অগ্নিমাदि সিদ্ধিসমূহে উপেক্ষা করেন
না, তদ্রূপ আমাকেও উপেক্ষা করিবেন না, যেহেতু
ইনি যেমন নিরপেক্ষ (কাহারও অপেক্ষা করেন না),
সে রূপ নিরপেক্ষ (অর্থাৎ আশ্রিত জনের রক্ষকও
বটে), অতএব আমি ইহার সেবার দ্বারাই কৃতার্থ
হইতে পারিব, অন্য প্রাকৃত দেবাদির কি প্রয়োজন?
অতএব ‘অব্যভিচারি-সদগুণৈঃ বরং’—অপ্রাকৃতত্ব-
হেতু নিত্য শ্রেষ্ঠ যে সকল ঐশ্বর্যাদি গুণ, তাহার
দ্বারা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ তিনি একনিষ্ঠ স্থায়ী গুণশালী)
এইরূপ বিচার করিয়া ‘অগুণাশ্রয়ং’—প্রাকৃত গুণা-
তীত, শ্রীহরিকেই নিজের একমাত্র আশ্রয়রূপে বরণ
করিলেন ॥ ২৩ ॥

নঞ্চ—

অনাদ্যনন্তকালেহপি বিষ্ণুমেবাশ্রিতা রমা ।

অন্যোষাৎ জ্ঞাপনার্থায় দোষানুজ্ঞেতরাং জহৌ ॥

ইতি চ ॥ ২৩ ॥

তস্যাংসদেশ উশতীং নবকজমালাং
মাদ্যন্থব্রতবরুথগিরৌপঘূষ্টাম্ ।
তস্থৌ নিধায় নিকটে তদুরঃ স্বধাম
সব্রীড়হাসবিকসন্নয়নেন যাতা ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—(সী) তস্য (মুকুন্দস্য) অংসদেশে (বাহ-
মূলে গ্রীবায়ামিত্যর্থঃ) মাদ্যন্থব্রত বরুথগিরা (মন্ত
ভৃঙ্গসমূহ-নিবাদেন) উপঘূষ্টাং (ধ্বনিতাম্) উশতীম্
(ইষ্টসাধনভূতাং কান্তাং বা) নব-কজ-মালাং (নবীন-
কমলকুসুম-মালিকাং) নিধায় (স্থাপয়িত্বা তদনুগ্রহম-
পেক্ষমাণা সতী) সব্রীড়-হাস-বিকসন্নয়নেন (সব্রীড়ঃ
সলজ্জঃ যঃ হাসঃ হাস্যং তেন বিকসতা নয়নেন)
তদুরঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উরঃ বক্ষঃস্থলং) স্বধাম যাতা
(স্বাশ্রয়ত্বেন প্রতীক্ষমাণা ইত্যর্থঃ) নিকটে (তস্য
সমীপে এব) তস্থৌ (স্থিতা) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মীদেবী ভগবান্ মুকুন্দের গলদেশে
মধুমন্ত-ভৃঙ্গ-নিবাদিত নব-কমল-কুসুম-মালিকা স্থাপন

করিয়া সলজ্জ হাস্যবিকসিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ-
স্থল স্থায় আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইবার আশায় তৎসমীপে
অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উশতীং কমনীয়াং মালাং নিধায়
তৃষ্ণীং তস্য নিকটে প্রথমং তস্থৌ । ততস্তদভিপ্রায়ম-
ভিলক্ষ্য তস্য উরো বক্ষঃ স্থায়ং ধাম সমস্তদৃষ্ট-
লোকালক্ষ্যাত্যয়েব যাতা ॥ ২৪ ॥

চীকার বঙ্গানুবাদ—‘উশতীং’—মনোরম মালাটি
শ্রীহরির ক্ষুদ্রদেশে সমর্পণপূর্বক লক্ষ্মীদেবী প্রথমতঃ
তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পরে
তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ‘স্বধাম’—নিজের
আশ্রয়স্বরূপ তদীয় বক্ষঃস্থল সকলের অলক্ষিতভাবেই
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥

তস্যাঃ শ্রিয়স্ত্রিজগতো জনকো জনন্যা

বক্ষোনিবাসমকরোৎ পরমং বিভূতেঃ ।

শ্রীঃ স্বাঃ প্রজাঃ সক্ররুণেন নিরীক্ষণেন

যত্র স্থিতৈধয়ত সাধিপতীং ত্রিলোকান্ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—(ত্রিজগতঃ জনকঃ ভগবান্) বক্ষঃ
(স্বস্য বক্ষঃপ্রদেশমেব) বিভূতেঃ (ঐশ্বর্য্যরাপিণ্যাঃ)
তস্যাঃ (ত্রিজগতঃ) জনন্যা শ্রিয়ঃ (লক্ষ্যাঃ) পরমং
(শ্রেষ্ঠং) নিবাসং (বাসস্থানম্) অকরোৎ (দদৌ ইত্যর্থঃ),
যত্র (বক্ষসি) স্থিতা (সতী) শ্রীঃ সক্ররুণেন নিরীক্ষণেন
(সদয়দৃষ্ট্যা) স্বাঃ প্রজাঃ (স্বকীয়াঃ আরাধিকাঃ
সন্ততীঃ তথা) সাধিপতীন্ (লোকপালসহিতান্)
ত্রিলোকান্ (লোকত্রয়ঞ্চ) ঐধয়ত (অবর্জয়ৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ত্রিজগতের জনক ভগবান্ স্থায় বক্ষঃ-
স্থল ঐশ্বর্য্যরাপিণী ত্রিজগজ্জননী লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ বাসস্থান
করিয়া দিলেন। তথায় থাকিয়া শ্রীদেবী কৃপাবলোকন
দ্বারা স্বকীয়া প্রজা ও লোকপাল সহিত ত্রিলোককে
বর্জিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিবিধায়া লক্ষ্যাস্তত্র বাসং ব্যবস্থয়ৈ-
বাহ । তস্যাঃ প্রসিদ্ধায়া হরেঃ প্রেমসীরাপায়াত্রিজগতো
জনন্যা বক্ষ এব নিবাসমকরোৎ । তথৈব বিভূতেঃ
সম্পদ্রপায়্যা অপি বক্ষঃ পরমং শ্রেষ্ঠং সার্বকালিকঞ্চ
নিবাসম্ অকরোৎ । তেন ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ খলু বিভূতি-
রাপায়্যা অসার্বদিকাঃ গোণাশ্চ নিবাসাঃ স্যুরিতি

ধ্বনিতম্ । এতদেব স্পষ্টয়তি, শ্রীঃ সম্পদ্রুপা যত্র
বক্ষসি স্থিতা এব স্বাঃ প্রজা ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা ঐধয়ত
অবধ্বজ্যতেতি ব্রহ্মেন্দ্রাদিসু সম্পদ্রুপায়া বিভূতয়ঃ স্থিতা
ইতি ব্যঞ্জিতম্ । প্রজা এবাহ সাধিপতীনিতি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিবিধ লক্ষ্মীরই সেখানে
(শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে) বাসস্থান হইয়াছিল, ইহা
বলিতেছেন—‘তস্যাঃ’, সেই প্রসিদ্ধা শ্রীহরির প্রেমসী-
রুপা ত্রিলোকের জননী লক্ষ্মীদেবীকে নিজ বক্ষঃস্থল
আবাসরূপে প্রদান করিলেন । সেইরূপ ‘বিভূতেঃ’
—সম্পদ্রুপা লক্ষ্মীরও নিজ বক্ষঃস্থল শ্রেষ্ঠ সার্ব-
কালিক নিবাসরূপে পরিণত করিলেন । ইহাতে
ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি বিভূতিরূপার (সম্পদ্রুপালক্ষ্মীর)
অস্থায়ী এবং গৌণ নিবাসস্থল, ইহা ধ্বনিত হইল ।
ইহাই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—‘শ্রীঃ’, সম্পদ্রুপা
লক্ষ্মী যাঁহার বক্ষঃস্থলে থাকিয়াই নিজ প্রজা ব্রহ্মা,
ইন্দ্র প্রভৃতিকে বদ্ধিত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা,
ইন্দ্র প্রভৃতিতে সম্পদ্রুপা বিভূতিই অবস্থান করিলেন,
ইহা ব্যঞ্জিত হইল । তাঁহার প্রজাগণ কে ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘সাধিপতীন্’—লোকপাল সহিত লোক-
ত্রয় ॥ ২৫ ॥

শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাং পৃথুঃ স্বনঃ ।

দেবানুগানাং সজ্জীণাং নৃত্যতাং গায়তামভূৎ ॥ ২৬ ॥

অবয়বঃ—(তদা) শঙ্খ-তুর্য্য-মৃদঙ্গানাং (শঙ্খাদীনাং)
বাদিত্রাণাং (বাদ্যানাং তথা) নৃত্যতাং গায়তাং (চ)
সজ্জীণাং (সপত্নীকানাং) দেবানুগানাং গন্ধর্বাদীনাং
(পৃথক্ পৃথক্) পৃথুঃ (মহান্) স্বনঃ (ধ্বনিঃ) অভূৎ
(জাতঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই সময়ে শঙ্খ, তুর্য্য এবং মৃদঙ্গাদি
বাদ্যযন্ত্রের এবং সজ্জীক গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য ও গীতের
মহান্ ধ্বনি উৎপন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মরুদ্রাগিরোমুখ্যাঃ সর্বে বিশ্বসৃজো বিভূম্ ।

ঈড়িরেহবিতথৈমৈস্ত্রেস্তল্লিঙ্গৈঃ পুষ্পবর্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

অবয়বঃ—ব্রহ্ম-রুদ্রাগিরোমুখ্যাঃ (ব্রহ্মাদি-প্রধানাঃ)
সর্বে বিশ্বসৃজঃ (প্রজাস্রষ্টারঃ) পুষ্পবর্ষণঃ (পুষ্প-

বর্ষুকাঃ সন্তঃ) তল্লিঙ্গৈঃ (ভগবদ্গুণ-খ্যাপকৈঃ) অবি-
তথৈঃ (সতৈঃ) মস্তৈঃ (মস্তবচনৈঃ) বিভূং (ভগবন্তম্)
ঈড়িরে (তুষ্টিবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা, রুদ্র ও অগ্নিরাশ্রমুখ প্রজাস্রষ্ট-
গণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ভগবদ্গুণজ্ঞাপক প্রকৃত
মস্তৈঃ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রিয়ালোকিতা দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রজাঃ ।

শীলাদিগুণসম্পন্না লেভিরে নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ২৮ ॥

অবয়বঃ—দেবাঃ সপ্রজাপতয়ঃ (সলোকপালাঃ)
প্রজাঃ (চ) শ্রিয়া (লক্ষ্য্যা) অবলোকিতাঃ (দৃষ্টাঃ) এত-
এব) শীলাদিগুণ-সম্পন্নাঃ (ভূত্বা) পরাম্ (উত্তমাং)
নির্বৃতিম্ (আনন্দং) লেভিরে (প্রাপুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—প্রজাপতি সহ দেবতাগণ ও প্রজাবর্গ
লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে শীলাদিগুণসম্পন্ন হইয়া পরমানন্দ
লাভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ ।

যদাচোপেক্ষিতা লক্ষ্য্যা বভূবুর্দৈত্যদানবাঃ ॥ ২৯ ॥

অবয়বঃ—(হে) রাজন্ ! দৈত্যদানবাঃ চ যদা
লক্ষ্য্যা উপেক্ষিতাঃ (বভূবুঃ তদৈব) নিঃসত্ত্বাঃ (দুর্ব্বলাঃ)
লোলুপাঃ (বিমোহশীলাঃ) নিরুদ্যোগাঃ (চেষ্টা-
রহিতাঃ) গতত্রপাঃ (ত্যাগলজ্জাশ্চ) বভূবুঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, লক্ষ্মীর উপেক্ষায় দৈত্য-
দানবগণ দুর্ব্বল, মোহ-পরায়ণ, নিরুদ্যম এবং
নির্লজ্জ হইয়া পড়িল ॥ ২৯ ॥

অথাসীদ্বারুণী দেবী কন্যা কমললোচনা ।

অসুরা জগৃহস্তাং বৈ হরেরনুমতেন তে ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—অথ (লক্ষ্ম্যুত্থানান্তরং) বারুণী দেবী
(বারুণীনাশ্বন্যাঃ সুরায়াঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) কমল-
লোচনা (পদ্মপলাশনয়না) কন্যা আসীৎ (উদ্বভূব),
তে (বলিপ্রধানাঃ) অসুরাঃ (দৈত্যাঃ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য)
অনুমতেন (অনুজ্ঞা) বৈ তাং (কন্যাং) জগৃহঃ
(স্বীচক্রঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর (সুরার অধিষ্ঠাত্রী) পদ্মপলাশ-
নয়না বারুণী নাম্নী কন্যা উথিত হইল, বলিপ্রমুখ
দানবগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে ঐ কন্যা গ্রহণ করি-
লেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বারুণী বরুণদেবতাং যদমং তন্ময়ী
সুরা ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বারুণী’—বলিতে বরুণ-
দেবের ভোগ্য অন্নময়ী সুরা, সমুদ্র হইতে দেবকন্যা-
রূপে আবির্ভূত হইল ॥ ৩০ ॥

অখোদধেন্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমুতাথিভিঃ ।

উদতিষ্ঠন্যহরাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—(হে) মহারাজ ! অথ (পশ্চাৎ) অমৃত-
থিভিঃ (সুধা প্রাথিভিঃ) কাশ্যপৈঃ (কশ্যপসুতৈঃ দেব-
দানবৈঃ) মথ্যমানাৎ উদধেঃ (সমুদ্রাৎ) পরমাদ্ভুতঃ
(পরমশ্চ অসৌ অদ্ভুতশ্চ) পুরুষঃ উদতিষ্ঠৎ (উব্ধুব)
॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, তদনন্তর অমৃতাত্মী
কশ্যপসুত-(দেবদানব)-গণ সমুদ্রমহন করিতে লাগি-
লেন । তখন তাহা হইতে পরম অদ্ভুত একটী পুরুষ
উথিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

দীর্ঘপীবরদোদধিঃ কহুগ্রীবোহরুণেক্ষণঃ ।

শ্যামলস্তরুণঃ শ্ৰাবী সর্বাভরণভূষিতঃ ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—(তমেব পুরুষং বর্ণয়তি) দীর্ঘপীবর-
দোদধিঃ (দীর্ঘশ্চ পীবরঃ স্থূলশ্চ দোদধিঃ ভূজদণ্ডঃ
যস্য সঃ) কহুগ্রীবঃ (শঙ্খমনোহরগ্রীবাভাগঃ) অরুণে-
ক্ষণঃ (রক্তলোচনঃ) শ্যামলঃ (শ্যামবর্ণঃ) তরুণঃ
(নবীনবয়ঃ) শ্ৰাবী (মাল্যবান্) সর্বাভরণভূষিতঃ
(সর্বালঙ্কারশোভিতঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তাঁহার ভূজদ্বয় দীর্ঘ ও স্থূল, গ্রীবা
শঙ্খের ন্যায় রেখাগ্রয় যুক্ত । তিনি অরুণলোচন,
শ্যামবর্ণ, তরুণবয়স্ক, বনমালী, সর্বালঙ্কারে বিভূষিত
॥ ৩২ ॥

পীতবাসা মহোরক্ষঃ সুমৃণ্টমণিকুণ্ডলঃ ।

স্নিগ্ধকুক্ষিতকেশান্তসুভগঃ সিংহবিক্রমঃ ।

অমৃতাপূর্ণকলসং বিদ্রবলয়ভূষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—পীতবাসাঃ (পীতবর্ণবসনধারী) মহো-
রক্ষঃ (বিস্তৃতবক্ষাঃ) সুমৃণ্ট-মণিকুণ্ডলঃ (সুমার্জিত-
মণিময়-কুণ্ডলধারী) স্নিগ্ধকুক্ষিত-কেশান্ত-সুভগঃ
(স্নিগ্ধাশ্চ কুক্ষিতাশ্চ কেশান্তাঃ চূর্ণকুন্তলাঃ যস্য সঃ
সুভগঃ সুলক্ষণসম্পন্নঃ চ) সিংহবিক্রমঃ বলয়ভূষিতঃ
অমৃতাপূর্ণ-কলসং বিদ্রব (অমৃতেন সম্যক্ পূর্ণং
কলসং দধানঃ আসীৎ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তিনি পীতবসন এবং সুমার্জিত মণি-
ময়কুণ্ডলধারী । তাঁহার কেশাগ্রভাগ স্নিগ্ধ ও সুকু-
ক্ষিত এবং বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত । এই প্রকার সর্ব-
সুলক্ষণাবিত ও সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুরুষ
বলয়ভূষিত হস্তে অমৃতপূর্ণ কলস ধারণ করিতে-
ছিলেন ॥ ৩৩ ॥

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাচ্ছিরোরাংশসম্ভবঃ ।

ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগি জ্যোত্বাক্ ॥ ৩৪ ॥

অবয়বঃ—সাক্ষাৎ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ অংশাংশ-
সম্ভবঃ (অংশাংশেন সজাতঃ) সঃ বৈ (স খলু পুরুষঃ)
ধন্বন্তরিঃ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) আয়ুর্বেদ-
দৃক্ (আয়ুর্বেদ শাস্ত্রাভিজঃ) ইজ্যোত্বাক্ (যজ্ঞাদৌ
আহতিভাগী পুরুষঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর অংশাংশ-
সম্ভূত ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে
অভিজ্ঞ এবং যজ্ঞভাগভোক্তা ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইজ্যোত্বাক্ যজ্ঞভাগভোক্তা ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইজ্যোত্বাক্’—যজ্ঞসমূহের
অংশভাগী (ধন্বন্তরি সুধাকলসহস্তে আবির্ভূত
হইলেন ।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্বঃ—তেষাং সত্য্যচ্চালনার্থং হরির্ধন্বন্তরিবিভূঃ ।

সমর্থোহ্যপ্যসুরাণ্যন্ত স্বহস্তাদমুচৎ সুধাম্ ॥
ইতি চ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

তমালোক্যাসুরাঃ সর্বে কলসং চামৃতাত্তম্ ।

লিপ্সন্তঃ সর্ববস্তুনি কলসং তরসাহরন্ ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—তং (ধন্বন্তরিম্) অমৃতভূতং (সুধা-
সম্পূরিতং) কলসং (চ) আলোক্য সর্ব্বে অসুরাঃ
সর্ব্ববস্তুনি (সর্ব্বাণ্যেবামৃতানি) লিপ্সন্তঃ (লব্ধুকামাঃ
সন্তঃ) তরসা (বলেন) কলসং (সুধাভাণ্ডম্) অহরন্
(হাতবন্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অমৃতপূর্ণ কলস এবং তাঁহাকে দেখিয়া
সকল অসুরগণ সম্পূর্ণ বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছায়
বলপূর্ব্বক সুধাভাণ্ড হরণ করিয়া লইল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—অমৃতেনাভূতং পূর্ণম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অমৃতভূতং’—অমৃতের দ্বারা
পরিপূর্ণ (কলসটি অসুরগণ বলপূর্ব্বক হরণ করিল)
॥ ৩৫ ॥

নীলমানেহসুরৈস্তিমিন্ কলসেহমৃতভাজনে ।

বিষগ্ধমানসা দেবা হরিং শরণমাযযুঃ ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়ঃ—অমৃতভাজনে (সুধাভাণ্ডে) তিমিন্
কলসে অসুরৈঃ নীলমানে (ছিন্নমাণে সতি) দেবাঃ
বিষগ্ধমনসঃ (সন্তঃ) হরিং শরণম্ (অগ্নিম্ বিষন্নে
আশ্রয়ম্) আযযুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে অসুরগণ অমৃতপাত্র হরণ
করিয়া লইলে দেবগণ বিষগ্ধমনে ভগবান্ শ্রীহরির
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি তদৈন্যমালোক্য ভগবান্ ভূত্যকামকৃৎ ।

মাণ্ডিত্য মিথোহর্থং বঃ সাধয়িষ্যে স্বমায়য়া ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়ঃ—ভূত্যকামকৃৎ (সেবক-বাঞ্ছাপ্রদায়কঃ)
ভগবান্ ইতি (এবভূতং) তদৈন্যং (তেষাং দেবানাং
সুধাগহরণজন্যং দুঃখম্) আলোক্য (দৃষ্টা) (হে দেবাঃ !
যুগ্মমৃতার্থং) মা খিদিয়ত (দুঃখিতাঃ মা ভবত অহং)
স্বমায়য়া মিথঃ (দৈত্যেষু পরস্পরং কলহোৎপাদনে)
বঃ (যুদ্ধাকম্) অর্থং (সুধাভাণ্ডরূপং প্রয়োজনং)
সাধয়িষ্যে (সম্পাদয়িষ্যামি ইতি উবাচ ইতি শেষঃ)
॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ দেব-
গণের সুধাভাণ্ডহরণজন্য বিষাদ লক্ষ্য করিয়া বলি-
লেন, হে দেবগণ ! তোমরা দুঃখিত হইও না, আমি

স্বীয় মায়াদ্বারা দৈত্যগণের মধ্যে পরস্পর কলহ
উৎপাদন করিয়া তোমাদের অমৃতভাণ্ডরূপ প্রয়োজন
সিদ্ধ করিব ॥ ৩৭ ॥

মিথঃ কলিরভূৎ তেষাং তদর্থং তর্ষচেতসাম্ ।

অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বং ন ত্বং ন ত্বমিতি প্রভো ॥ ৩৮ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ ! অথ) তদর্থং
(সুধায়াঃ কৃতে) তর্ষচেতসাং (তৃষাপ্রস্তানাং বিষ্ণুমায়া-
প্রস্তানাং) তেষাম্ (অসুরাণাং মধ্যে) মিথঃ (পরস্পরম্)
অহং পূর্ব্বম্ অহং পূর্ব্বম্ (অহমেব অগ্রে সুধাং
পিবামি) ন ত্বং ন ত্বং (ত্বং ন প্রথমং পাতুং প্রভবসি)
ইতি (এবভূতঃ) কলিঃ (বিবাদঃ) অভূৎ (জাতঃ)
॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! তাহার পর সেই সুধার
জন্য তৃষাযুক্ত অসুরগণের মধ্যে “আমি অগ্রে পান
করিব,” “আমি অগ্রে পান করিব” “তুমি অগ্রে পান
করিতে পারিবে না” “তুমি অগ্রে পান করিতে পারিবে
না” এই প্রকার পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মিথো রহঃ অন্যালঙ্কিতং যথা স্যাজ্জথা
মিথোহন্যোন্যং রহস্যপীতামরঃ । তর্ষচেতসাং মনো-
রথযুক্তমনসাং তত্র সমবলাঃ পরস্পরমাহঃ । অহং
পূর্ব্বং গ্রহীষ্যামি কুলীনহাৎ । ন ত্বং রে প্রাপ্তুমর্হসি
দুষ্কুল ইতি বীপ্সয়া ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মিথঃ’—অন্যের অলঙ্কিত
যেভাবে হয়, অমরকোষে উক্ত আছে—‘মিথঃ’ (মিথস্)
শব্দে অন্যান্য (পরস্পর) ও গোপন স্থান বুঝায়’ ।
‘তর্ষচেতসাং’—মনোরথযুক্ত, অর্থাৎ সেই সুধার জন্য
তৃষাযুক্ত অসুরগণের মধ্যে, যাহারা সমান বলসম্পন্ন
তাহারা পরস্পর ‘আমি কুলীন, অতএব অগ্রে পান
করিব, দুষ্কুল জাত বলিয়া ওরে তুমি নয়’—এরূপ
বারবার বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

দেবাঃ স্বভাগমর্হন্তি যে তুল্যায়াসহেতবঃ ।

সত্ত্বাগ ইবৈতস্মিন্নেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি স্বান্ প্রত্যশ্বেদন বৈ দৈত্যৈরা জাতমৎসরাঃ ।

দুর্ব্বলাঃ প্রবলান্ রাজন্ গৃহীতকলসান্ মুহঃ ॥ ৪০ ॥

অম্বয়ঃ—যে দেবাঃ (অত্র সুধাসংগ্রহে) তুল্যায়াস-
হেতবঃ (তুল্যেন আয়্যাসেন শ্রমেণ হেতবঃ সাধকাঃ
তে চ) স্বং (স্বকীয়ং) ভাগম্ (অংশম্) অর্হন্তি (প্রাপ্তুং
যোগ্যাঃ ভবন্তি) সত্ত্বযোগে ইব (তত্র যথা সর্বেষাং
সমং ফলং তথা) এতস্মিন্ (সমুদ্রমস্থেন চ) এষঃ
(তুলাফলভাগিতুল্যক্ষণঃ) সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) ধর্ম্যঃ
(ভবতি), (হে) রাজন্ ! দুর্বলাঃ (দৌর্বল্যাৎ সবল-
হস্তাৎ সুধাগ্রহণে অক্ষমাঃ) জাতমৎসরাঃ (মাৎসর্যা-
যুক্তাঃ) দৈতেয়াঃ (দৈত্যাঃ) বৈ গৃহীতকলসান্
(বলেন গৃহীতসুধাভাজনাম্) প্রবলান্ (বলবতঃ) স্বান্
(স্বজাতোয়ান্) মুহঃ (বারম্বারম্) ইতি (পূর্বোক্ত রূপং)
প্রত্যষেধস্বন (সুধাগ্রহণে বারম্বারমাসুঃ) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—“যে সকল দেবতা সমুদ্র মস্থনে সমান
পরিশ্রম করিয়া এই অমৃত সংগ্রহ করিয়াছে তাহারাও
ভাগ পাইতে পারে। সত্ত্বযোগে যেরূপ সকলে সমান
ফলভাগী এষ্ট লও তদ্রূপ। ইহাই সনাতন ধর্ম।”
হে রাজন্ ! মাৎসর্যযুক্ত দুর্বল দৈত্যগণ অমৃত-
কলসহারী বলবান্ জাতিগণের প্রতি পূর্বোক্তরূপে
বারংবার সুধাগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতে লাগি-
লেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্বলানাত্তাক্রোশপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাম্ ।
যে দেবাঃ তুল্যোন্মাসেন মস্থনশ্রমেণ হেতবঃ । অমৃত-
সাধকাঃ সত্ত্বযোগে যথা সর্বেষাং সমং ফলং তদ্বৎ ।
তথাচ শ্রুতিঃ । ঋদ্ধিকামাঃ সত্ত্বমাসীরম্মিতি যে যজ-
মানান্তে ঋদ্ধিজ ইতি চ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্বলগণের আক্রোশ-প্রকার
বলিতেছেন—দুইটি শ্লোকে । ‘তুল্যায়াস-হেতবঃ’—
সমুদ্র মস্থন কার্য্যে সমান পরিশ্রম করিয়াছেন বলিয়া
দেবগণও সমান ভাগ পাইবার অধিকারী, সত্ত্বযোগে
যেরূপ সকলে সমান ফলভাগী হয়, এখানেও তদ্রূপ
হউক । শ্রুতিতে উক্ত আছে—‘ঋদ্ধি কামনান্ন সত্ত্ব-
যোগ করিবে, সেখানে যাহারা যজমান তাহারাও
‘ঋদ্ধিক’, ইত্যাদি ॥ ৩৯-৪০ ॥

এতস্মিন্মস্তরে বিষ্ণুঃ সর্বোপায়বিদীশ্বরঃ ।

যোষিঃপমনির্দেশ্যং দধার পরমাজুতম্ ॥ ৪১ ॥

প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্বাবয়বসুন্দরম্ ।

সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্ ॥ ৪২ ॥

নবযৌবননির্বৃত্তন্তনভারকুশোদরম্ ।

মুখামোদানুরক্তালি-বাক্ষারোদ্বিগ্নলোচনম্ ॥ ৪৩ ॥

বিভ্রৎ সুকেশভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্ ।

সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদভূষিতম্ ॥ ৪৪ ॥

বিরজাস্বরসংবীতনিতম্বদ্বীপশোভয়া ।

কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্লভ-চলচ্চরণনুপুরম্ ॥ ৪৫ ॥

সত্রীড়স্মিতবিক্টিগুস্ত্রবিলাসাবলোকনৈঃ ।

দৈত্যযুথপচেতঃসু কামমুদীপয়ন্তু হঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে

অমৃতমথানে ভগবন্মায়োপলন্তো-

হষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—সর্বোপায়বিৎ (সর্বোপায়ভিজ্ঞঃ) ঈশ্বরঃ
বিষ্ণুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) এতস্মিন্ অন্তরে (দৈত্যানাং কলহা-
বসরে) প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং (প্রেক্ষণীয়ম্ উৎপল-
মিব শ্যামং) সর্বাবয়বসুন্দরং (সর্বাস্থমনোহরং)
সমানকর্ণাভরণং (সমানয়োঃ কর্ণয়োঃ অভরণং
যস্মিন্ তৎ) সুকপোলোন্নসাননং (শোভনঃ কপোলঃ
গগুদেশঃ তথা উন্নসম্ উন্নতনাসায়ুক্তম্ আননং মুখং
যত্র তৎ) নবযৌবননির্বৃত্তন্তনভারকুশোদরং (নব-
যৌবনে সঙ্গমো নিরুত্তো যৌ স্তনৌ তয়োঃ ভারেণ
কুশম্ উদ্ধাকর্ষণাৎ ক্ষীণম্ উদরং মধ্যপ্রদেশঃ যত্র
তৎ) মুখামোদানুরক্তালিবাক্ষারোদ্বিগ্নলোচনং (মুখা-
মোদেন মুখসৌরভেণ রক্তাঃ আসক্তাঃ যে আলসঃ
ভৃঙ্গাঃ তেষাং বাক্ষারেণ উদ্বিগ্নে চঞ্চলে লোচনে নয়নে
যত্র তৎ) সুকেশভারেণ উৎফুল্লমল্লিকাং (প্রস্ফুটমল্লিকা-
কুসুমরচিতাং) মালাম্ বিভ্রৎ (ধারয়ৎ) সুগ্রীব-কণ্ঠা-
ভরণং (শোভনা গ্রীবা যেন তাদৃশঃ কণ্ঠাভরণং যত্র
তৎ) সুভুজাঙ্গদভূষিতং (সুভুজয়োঃ অঙ্গদাভ্যাং ভূষিতং)
বিরজাস্বরসংবীত-নিতম্বদ্বীপ-শোভয়া (বিরজাস্বরেণ
সংবীতঃ নিতম্ব এব বিশালত্বাৎ দ্বীপঃ তত্র শোভা
যস্যাঃ তয়া) কাঞ্চ্যা (কটিভূষণেন) প্রবিলসৎ (অতি-
শোভাময়ং) বল্লভ-চলচ্চরণ-নুপুরং (মনোরমং যথা
ভবতি তথা চলতোঃ চরণয়োঃ নুপুরে যস্মিন্ তৎ)
সত্রীড়-স্মিত-বিক্টিগুস্ত্র-বিলাসাবলোকনৈঃ (সত্রীড়ং
সলজ্জং যৎ স্মিতং মন্দহাসঃ তেন সহ বিক্টিগুঃ

যঃ জ্বিলাসঃ তৎসহকৃতৈঃ অবলোকনৈঃ কটাক্ষ-
পাতৈঃ ইত্যর্থঃ) মুহঃ (বারম্বারং) দৈত্য-যুথপ-
চেতঃসু (দৈত্য-শ্রেষ্ঠানাং চিত্তেষু) কামম্ উদ্দীপয়ৎ
(সংবর্দ্ধয়ৎ) অনির্দেশ্যং (নির্দেশটুমশক্যং) পরমাদ্রুতম্
(অতিবিচিত্রং) যোষিদ্রুপং (নারীবেশং মোহিনীরূপ-
মিতি যাবৎ) দধার (ধৃতবান্) ॥ ৪১-৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্তমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যাব্যয়ঃ ।

অনুবাদ—এই অবসরে সর্বোপায়বেত্তা ভগবান্
বিশু পরম অদ্রুত অনির্বচনীয় স্ত্রীমূর্তি ধারণ করি-
লেন । সেই রমণী মনোজ্ঞ উৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণা ।
তাঁহার সকল অবয়বই সুন্দর । কর্ণযুগল সমান ও
আঙুরণে বিভূষিত, গণ্ডদেশ মনোহর, বদনমণ্ডল
উন্নতনাসিকযুক্ত, নব-যৌবনগত-স্তন-ভারে মধ্যদেশ
ক্ষীণ, বদনসৌরভে আসক্ত ভুজকুলের বাহুরে নয়ন-
যুগল অতিশয় চঞ্চল । তিনি মনোহর কেশপাশে
মনোহর মল্লিকাকুসুমমালা ধারণ করিয়াছিলেন ।
তাঁহার কমণীয় কণ্ঠ কণ্ঠাভরণযুক্ত, ভুজযুগল অঙ্গদ-
দ্বারা বিভূষিত এবং তাঁহার নির্মল বসনে বেষ্টিত
নিতম্বরূপ দ্বীপে কাঞ্চিদাম ও মনোহর চঞ্চল চরণ-
যুগলে নূপুর শোভা পাইতেছিল । তিনি সলজ্জ মধুর
হাস্য ও ভ্রূষনু বিচলিত করিয়া কটাক্ষ দৃষ্টি সহ-
যোগে দৈত্যপতিগণের অন্তঃকরণ কামবাণে বিদ্ধ
করিতেছিলেন ॥ ৪১-৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অনির্দেশ্যং নির্দেশটুং বর্ণনিতুমশক্যং,
নবযৌবনেন হেতুনা নিঃশেষেণ বৃদ্ধৌ বর্জুলৌ যৌ
স্তনৌ তল্লোভাংগৈব কৃশমুদরং যস্য তৎ । স্বকেশ-
ভারেণ সহ বিরজাম্বরসম্বীতে নিতম্বরূপে দ্বীপে শোভা
যতন্তয়া কাঞ্চ্যা প্রবিলসৎ, বক্শ চলতোশ্চরণয়ো
নূপুরে যত্র তৎ । সত্রীড়েন স্তিমিতেন সহ বিশেষতঃ
ক্ষিপ্তা চালিতা যা ভ্রূষস্য বিলাসেন সহ যান্যবলো-
কানি তৈঃ ॥ ৪১-৪৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমে অষ্টমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবত-
অষ্টমস্কন্ধে অষ্টমোহধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অনির্দেশ্যং’—বর্ণনা করিতে
অশক্য, (অর্থাৎ বিশৃ অবিবর্ণনীয় স্ত্রীরূপ ধারণ করি-
লেন) । ‘নবযৌবন’—ইত্যাদি, নব যৌবনের উন্মেষ-
হেতু সমগ্র বর্জুলাকার যে স্তনযুগল, তাহার ভারেই
কৃশ হইয়াছে উদর বাহার, তাদৃশ যোষিদ্রুপ ।
‘বিরজাম্বর’—ইত্যাদি, নির্মল বসনে পরিবৃত্ত নিতম্ব-
রূপ দ্বীপে শোভা যাহা হইতে সেই কাঞ্চীর (চন্দ্র-
হার) দ্বারা, তিনি মনোরম বিলাস ধারণ করিয়া-
ছিলেন এবং তাঁহার চঞ্চল চরণযুগলে নূপুর দুইটি
সুন্দরভাবে বিরাজ করিতেছিল । ‘সত্রীড়-স্তিমিত’—
ইত্যাদি, তিনি সলজ্জ মধুর হাস্য সহকারে বিক্ষিপ্ত
জ্বিলাসযুক্ত দৃষ্টিপাত দ্বারা (প্রধান প্রধান দৈত্য-
গণের চিত্তে কামভাব উদ্দীপিত করিতেছিলেন) ।
॥ ৪১-৪৬ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের
‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।৮ ॥

মধ্য—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতৈশ্রীভাগ-
বত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের

তথ্য সমাপ্ত ।

বিরুতি—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের

বিরুতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তেহনোনাতোহসুরাঃ পাত্রং হরন্ত্যন্তসৌহদাঃ ।
ক্ষিপন্তো দস্যুধর্মাণ আয়াস্তীং দদুঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মোহিত দৈত্যগণের মোহিনী-হস্তে
অমৃতপাত্রার্ণ এবং মোহিনীর দৈত্যগণকে বঞ্চনা-
পূর্বক দেবগণকে অমৃতপ্রদান প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

অসুরগণ অমৃতভাণ্ড লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত,
এমন সময়ে এক পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রীমূর্তি তাহাদের
নিকটস্থ হইতে দেখিয়া তাহারা সকলেই সেই স্ত্রী-
মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহাদের
মধ্যে অমৃতবিভাগদ্বারা বিবাদপ্রশমনার্থ তাঁহাকেই
মধ্যস্থে বরণ করিয়া তাঁহার হস্তে অমৃতপাত্রটি সম-
র্পণ করিল। মোহিনীরূপধৃক্ শ্রীভগবান্ তাহাদের
দুর্বলতার অবসর বুঝিয়া তাহারা তিনি যাহা করি-
বেন, তাহার যাহাতে কোনও প্রতিবাদ করিতে না
পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে অঙ্গীকার করাইয়া
লইলেন। অতঃপর দেব ও দানবগণ অমৃতপ্রার্থী
হইয়া পৃথক পৃথক পণ্ডিত্যে উপবিষ্ট হইলে মোহিনী-
মূর্তিধারী শ্রীভগবান্ দানবগণকে অমৃতপানের সম্পূর্ণ
অযোগ্য বিবেচনায় তাহাদিগকে বঞ্চনাপূর্বক দেবতা-
গণের মধ্যেই সমস্ত সুখা বন্টন করিয়া দিলেন।
দানবগণ শ্রীভগবানের বঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া মৌনী
হইয়া রহিল। কেবল রাহ নামক দৈত্য দেবচিহ্ন
ধারণপূর্বক চন্দ্রসূর্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত-
পান করিতেছিল। ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া
চক্রদ্বারা রাহের শিরচ্ছেদ করিয়া দিলেন। রাহের
মস্তক অমৃতস্পৃষ্ট হওয়ায় তাহা অমরত্ব প্রাপ্ত হইল,
কিন্তু শরীর মস্তক হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল।
দেবতাদিগের অমৃতপান শেষ হইলে ভগবান্ তাহার
নিজরূপ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীশুকদেবের
পরীক্ষিত সমীপে মানবগণের প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য ও অর্থ-
দ্বারা অনুষ্ঠিত যাবতীয় কৰ্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে কৃত হওয়ার
সার্থকতা কীর্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (অথ) ত্যক্ত-

সৌহদাঃ (সুহৃদভাবরহিতাঃ) দস্যুধর্মাণঃ (সন্তঃ)
অন্যোহন্যতঃ পাত্রং হরন্তঃ ক্ষিপন্তঃ তে অসুরাঃ আয়া-
স্তীম্ (অভিমুখম্ আগচ্ছন্তীং) স্ত্রিয়ং (মোহিনীং)
দদুঃ (অপশ্যন্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, অনন্তর অসুরেরা
দস্যুধর্মাবলম্বন-পূর্বক সৌহৃদ্য পরিত্যাগ করিয়া
পরস্পরের নিকট হইতে অমৃত পাত্র হরণ ও ক্ষেপণ
করিতেছিল। ইতি মধ্যে একটী মোহিনীমূর্তি স্ত্রী
তাঁহাদের দিকে আসিতেছে, দেখিতে পাইল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মোহিতা বঞ্চিতা দৈত্যাঃ পান্নিতাস্তুমৃতং সুরাঃ ।

মোহিন্যা নবমে রাহোষ্টক্রেণ চ্ছেদ উচ্যতে ॥০॥

শ্রীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে মোহিনী
কর্তৃক দৈত্যগণ মোহিত ও বঞ্চিত, দেবগণকে অমৃত-
পান এবং রাহের শিরচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

অহো রূপমহো ধাম অহো অস্যা নবং বয়ঃ ।

ইতি তে তামভিদ্ভত্য প্রপচ্ছুর্জাতহচ্ছয়াং ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(তাং দৃষ্টা) তে (অসুরাঃ) অস্যাঃ
(স্ত্রিয়ঃ) অহো রূপম্ (অস্যাঃ কিমেতৎ আশ্চর্য্যপ্রদং
রূপম্) অহো ধাম (আশ্চর্য্যজনিকা দ্যাতিঃ) অহো
নবং বয়ঃ (নবীনযৌবনকালঃ বর্ততে) ইতি (বদন্তঃ)
তাম্ অভিদ্ভত্য (অভিমুখমগত্য) জাতহচ্ছয়াঃ
(সজাতকামাঃ সন্তঃ তাং) প্রপচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসামাসুঃ)
॥ ২ ॥

অনুবাদ—অসুরেরা সেই স্ত্রীকে দেখিয়া ‘অহো
ইহার কি রূপ, কি অগ্গকান্তি, কি নবীন বয়স’ এই
এই সকল বাণ্য বলিতে বলিতে ভোগাভিলাষী হইয়া
তৎসমীপে আগমনপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল
॥ ২ ॥

কা ত্বং কঞ্জপলাশাক্ষি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি ।

কস্যাসি বদ বামোরু মথ তীব্র মনাংসি নঃ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—(অয়ি !) বামোর ! (মনোরমোর-
যুগল-শালিন !) কঙ্কপলাশাক্ষি ! (পদ্মপত্রসুলোচনে !)
ত্বং কা, (ভবসি), কুতঃ বা (আগতা), কিং চিকী-
র্ষসি (কৰ্ত্তুমভিলষসি) (ত্বং) কস্য (জনস্য) অসি
(সম্বন্ধিনী ভবসি) ত্বং নঃ (অস্মাকং) মনাংসি
(চিত্তানি) মথুতী ইব (ক্ষোভয়ন্তীব বর্ত্তসে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অয়ি বামোর ! হে পদ্মপলাশলোচনে !
তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ, কি করিতেই বা
ইচ্ছা করিতেছ । তুমি কাহার ভার্য্যা বল, তোমাকে
দেখিয়া আমাদের চিত্ত যেন অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেছে
॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কস্যাসি কস্য কন্যাসি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কস্যাসি’—তুমি কাহার
কন্যা ? ॥ ৩ ॥

ন বয়ং ত্বামরৈদৈত্যৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ষচারণৈঃ ।

নাস্পৃষ্টপূর্বাং জানীমো লোকেশৈশ্চ কুতো নৃভিঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—বয়ং ত্বা (ত্বাম্) অমরৈঃ (দেবৈঃ) দৈত্যৈঃ
সিদ্ধগন্ধর্ষ-চারণৈঃ লোকেশৈঃ (লোকপালৈঃ) চ
অস্পৃষ্টপূর্বাং (পূর্বম্ অস্পৃষ্টাম্ অভুক্তম্ ইতি)
স জানীমঃ, (ইতি) ন কুতঃ (কথং) নৃভিঃ
(পুনঃ স্পৃষ্টপূর্বা ভবেৎ ইত্যর্থঃ । ত্বং সর্ব্বৈরেব
সুরাদিভিরভুক্তা ইতি মন্যামহে বয়ম্ ইতি ভাবঃ)
॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মনুষ্যদিগের কথা কি, দেবদানব সিদ্ধ
গন্ধর্ষ চারণ লোকপালগণও তোমাকে স্পর্শ করে
নাই—ইহা যে আমরা জানিতে পারি নাই, তাহা
নহে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অমরাদিভিরস্পৃষ্টপূর্বা বয়ং ন জানীম
ইতি ন, অপি তু জানীম এবোতি নম্বয়মত্র স্বয়ম্বরার্থম-
ব্রাহ্মতাসীতি বুদ্ধ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অমরৈঃ’—দেবতা প্রভৃতি
কেহই পূর্বে তোমাকে যে স্পর্শ করে নাই, ইহা
আমরা জানি না, তাহা নহে, কিন্তু জানি । আর,
তুমি কি এখানে স্বয়ম্বরের জন্য আসিয়াছ ? এরূপ
মনে হইতেছে—এই ভাব ॥ ৪ ॥

নুনং ত্বং বিধিনা সূজঃ প্রেমিতাসি শরীরিণাম্ ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়মনঃপ্রীতিং বিধাতুং সম্বনেন কিম্ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—(অয়ি) সূজঃ ! সুরম্যজ্ঞ-যুগল-
শালিনি !) নুনং (নিশ্চিতমেব) ত্বং সম্বনেন (সদ-
য়েন) বিধিনা (দৈবেন) শরীরিণাম্ (অস্মাকং)
সর্ব্বেন্দ্রিয়মনঃ-প্রীতিং (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়ানাং মনসশ্চ
সুখং) বিধাতুং (জনয়িতুং) প্রেমিতা (প্রেরিতা)
অসি কিম্ ? ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অয়ি সূজ ! নিশ্চয়ই বিধাতা কৃপা
পরবশ হইয়া আমাদের ন্যায় শরীরিগণের সর্ব্বেন্দ্রিয়
ও মনের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তোমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন, নয় কি ? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিমস্মাকং তদভিপ্ৰায়বুদ্ভুৎসয়া তদর্শ-
নাদিনৈব তাবদ্বয়ং কৃতার্থা অভ্যুমেত্যাহঃ । নুনমিতি
॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার অভিপ্রায় জানিবার
আমাদের কি প্রয়োজন ? ইহার দর্শনাদির দ্বারাই
আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—‘নুনম্’
ইত্যাদি (অর্থাৎ করুণাময় বিধাতা প্রাণিগণের সকল
ইন্দ্রিয় ও চিত্তের প্রীতিবিধানের জন্যই কি তোমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন ?) ॥ ৫ ॥

সা ত্বং নঃ স্পর্দ্ধমানানামেকবস্তুনি ভামিনি ।

জাতীনাং বদ্ধবৈরাগাং শং বিবৎস্র সুমধ্যমে ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—(অয়ি) ভামিনি ! (কোপনে !)
সুমধ্যমে ! (ক্ষীণমধ্যে !) সা ত্বম্ একবস্তুনি (সুখা-
ভাণুরূপে একস্মিন্ বিষয়ে) স্পর্দ্ধমানানাং (পরস্পর-
মভিভবতাং) বদ্ধবৈরাগাং (আরক্ত-শত্রু-ভাবানাং)
জাতীনাং (সমান-কুলোৎপন্নানাং নঃ) অস্মাকম-
সুরাণাং) শং বিবৎস্র (যথা কল্যাণং ভবেৎ তথা
সন্ধিং কুরু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অয়ি ভামিনি, সুমধ্যমে ! আমরা
একটী বস্তু লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া শত্রু হইয়া
পড়িয়াছি, আমরা সকলেই এককুলেই উৎপন্ন ; তুমি
আমাদিগের কল্যাণ কর ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ত্বয়া স্বাভিপ্রেতং পশ্চাদ্বিধেয়ং
সম্প্রত্যস্মদভিপ্ৰায়ং সফলীকুর্বিত্যাহঃ সা ত্বমিতি
দ্বাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার অভিপ্রেত কার্য পরে করিও, সম্প্রতি আমাদের অভিপ্রায় সফল কর, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—‘সা ত্বম্’ ইত্যাদি, তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর ॥ ৬ ॥

সহকারে মনোহর কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বক্ষমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কথং কশ্যপদাম্বাঃ পুংশ্চল্যাং ময়ি সঙ্গতাঃ ।

বিশ্বাসং পণ্ডিতো জাতু কামিনীষু ন য়াতি হি ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ । (হে) কশ্যপদা-
ম্বাঃ ! (কশ্যপ-তনয়াঃ !) পুংশ্চল্যাং (বেশ্যায়ঃ)
ময়ি (কামিন্যাং) কথং (কেম প্রকারেণ যুয়ং)
সঙ্গতাঃ (অনুসৃতঃ) হি (যতঃ) পণ্ডিতঃ (বিজ্ঞো
জনঃ) জাতু (কদাচিদপি) কামিনীষু (পুংশ্চলীষু)
বিশ্বাসং ন য়াতি (বিশ্রস্তভাবে ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে কশ্যপতনয়-
গণ, আমি বেশ্যা, আপনারা কি হেতু আমার সহিত
মিলিত হইলেন, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রমণীকে
বিশ্বাস করেন না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কশ্যপস্য দাম্বাঃ পুত্রা ইতি পিতা-
স্মাকমৃষির্যুয়ং কথমেবং কামিনোহভ্যুতীতি তান্
মোহয়িতুং পরিহাসো ব্যজিতঃ । সত্যং বয়ং স্ত্রী-
জাতিমাত্রগণৈব ভাবৈবশীকর্তৃমশক্যাঃ ভবত্যাঃ পরম-
শুদ্ধশ্রদ্ধাপায়ান্ত স্বপাবিত্র্যগণৈব বয়ং বিজিতা বর্ত্তামহে
ইতি চেৎ তত্ত্বাহ পুংশ্চল্যামিতি । হস্ত হস্ত ভবত্যা
নিষ্কামত্বস্যাবধিং কিং স্তমহে । যতন্তু মাভাষ্যমনা-
ম্মাতাপুরুষগন্ধাপি স্বং গোপয়ন্ত্যেব খল্বেবং ব্রূষে ।
স্ত্রীজাতিঃ পুংশ্চল্যপি স্বং সতীমেব প্রথমতীতি স্ত্রীজাতি-
বিলক্ষণস্বভাবায়ৈ ভবতৌ নিষ্কপটায়ৈ সর্বস্বমপি
দেবসামহে ইতি স্বগতোক্ত্যা বিস্ময়স্তিমিতদৃষ্টীস্তানা-
লক্ষ্যাহ বিশ্বাসমিতি । ভোঃ পণ্ডিতা ময়ি বিশ্বাসং
মা কুরুত যদ্যাত্মনাং ভদ্রমিচ্ছন্তি ভাবো বাহ্যঃ
অভ্যন্তরস্ত সর্বমহং বিপরীতলক্ষণয়েব ব্রবীমি ইতি
পণ্ডিতা ভবন্তো ত্বাভা যদুচিতং তৎ কুব্ধিত্তি ভাবঃ ।
পূর্বত্র উত্তরত্রাপি আভ্যন্তরো ধ্বনিরেনমেব জ্ঞেয়ঃ ।
কামিনীপ্তিবতি যদ্যপ্যহং যুযদনুভবেন শুদ্ধৈব ভবামি
তদপি যৌবনবত্বাদভ্যন্তরঃ কামোহনুমেয় এব কাম-
বদ্ধে স্ত্রীজে চ কামিনী পতিপিগ্রাদ্যবরণাভাবাৎ
স্মেরিণ্যপি কথং ন ভবামীত্যবিশ্বাস্যেব সর্বথা
ভবন্তিরহমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বয়ং কশ্যপদাম্বাঃ দ্রাতরঃ কৃতপৌরুষাঃ ।

বিভজস্ব যথান্যায়ং নৈব ভেদো যথা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—বয়ং (দেবদৈত্যাঃ) কশ্যপদাম্বাঃ
(কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ পুত্রাঃ অতএব) দ্রাতরঃ (পর-
স্পরং দ্রাতৃত্বসম্বন্ধ-যুক্তাঃ সম্প্রতি) কৃতপৌরুষাঃ
(কলহনিমিত্তং কৃতং পৌরুষং যৈঃ তে তাদৃশাঃ
ভবামঃ অতঃ) যথা (যেন প্রকারেণ বিভাগে কৃতং)
ভেদঃ (বিবাদঃ) ন ভবেৎ (তথা) যথান্যায়ং
(যথাবিধি) বিভজস্ব (অস্মাকং সুধাবণ্টনং কুরু)
॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দেব-দানব আমরা সকলেই প্রজাপতি
কশ্যপের সন্তান । সুতরাং পরস্পর দ্রাতৃসম্বন্ধ-
বিশিষ্ট । সম্প্রতি কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ
পৌরুষ প্রকাশ করিতেছি । অতএব যাহাতে বিবাদ
না হয়, সেইরূপ তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায়মত
অমৃত বিভাগ করিয়া দাও ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিভজস্ব অস্মভ্যমিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিভজস্ব’—আমাদিগকে
যথোচিতভাবে এই অমৃত ভাগ করিয়া দাও ॥ ৭ ॥

ইত্যুপামঞ্জিতো দৈতৈর্যাম্বাযোষিদ্ধপুংরিঃ ।

প্রহস্য রুচিরাপাগ্নৈরনিরীক্ষম্ভিদমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—মায়্যা-যোষিদ্ধপুঃ (মায়্যা কৃতনারী-
বিগ্রহঃ) হরিঃ দৈতৈঃ ইতি (পুৰ্ব্বোক্তম্) উপা-
মঞ্জিতঃ (চোদিতঃ) প্রহস্য (হাসং কৃত্বা) রুচিরা-
পাগ্নৈঃ (রুচিরৈঃ মনোজৈঃ অপাগ্নৈঃ নেত্রপ্রাভৈঃ)
নিরীক্ষণ (তান্ পশ্যন্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) অব্রবীৎ
(উবাচ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মায়্যা-রচিত-মোহিনী-মুত্তিধারী ভগবান্
এই প্রকারে দৈত্যগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া হাস্য-

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কশ্যপদাম্বাঃ’—হে কশ্য-
পের পুত্রগণ ! ‘আমাদের পিতা ঋষি’—বলিতেছ,
অথচ সেই তোমরা কিপ্রকারে এরূপ কামুক হইলে,
এইভাবে তাহাদিগকে মোহিত করিবার জন্য পরিহাস
প্রকাশ করিতেছেন। দেখুন—যে কোন স্ত্রীলোকই
ভাবের দ্বারা আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না,
কিন্তু পরম শুদ্ধস্বরূপা আপনার পুত্র চরিত্রের দ্বারা
আমরা বিজিত হইয়াছি, এরূপ যদি বলেন, তাহাতে
বলিতেছেন—‘পুংশ্চল্যাং’, অর্থাৎ আমি স্বৈরিণী,
কিজন্য আমার অনুসরণ করিতেছ ? ‘হায় ! হায় !
আপনার নিক্ষেপের সীমা-বিষয়ে আমরা কতটুকুই
বা প্রশংসা করিতে পারি, যেহেতু আপনি বাল্যাবধি
পুরুষের গন্ধমাত্রও আশ্রয় করেন নাই, তথাপি
নিজেকে গোপন করিবার জন্যই এরূপ বলিতেছেন।
আর, স্ত্রীজাতি পুংশ্চলী হইলেও নিজেকে সতী বলি-
য়াই প্রচার করে, ইহাতে স্ত্রীজাতি হইতে বিলক্ষণ-
স্বভাবা নিক্ষেপটা আপনাকে সর্বস্ব ও প্রদান করিতে
আমরা ইচ্ছুক’—এরূপ স্বগতোক্তি দ্বারা বিস্ময়-
স্তিমিতদৃষ্টি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—
‘বিশ্বাসম্’ (অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও রমণীগণের
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না)। হে পণ্ডিতগণ !
যদি নিজেদের মঙ্গল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাতে
বিশ্বাস করিও না, ইহা বাহিরের ভাব, আভ্যন্তরিক
অর্থে—সমস্ত আমি বিপরীত লক্ষণের দ্বারা বলি-
তেছি, তোমরা পণ্ডিত, সকল কিছু বুঝিয়া যাহা
উচিত তাহা কর—এই ভাব। পূর্বর ও পরর
আভ্যন্তর স্বনি এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে। ‘কামি-
নীষু’—তোমাদের অনুভবে যদি আমি শুদ্ধাই হই,
তথাপি মৌনব্রহ্মেতু আভ্যন্তরিক কাম অনুমান
করিতে পার, আর কামসংযুক্ত স্ত্রী থাকিলে কামিনী
পতি-পিতাদির আবরণের (অধীনতার) অভাবে,
কিপ্রকারে আমি স্বৈরিণীও না হইতে পারি ? অত-
এব সর্বপ্রকারেই আমি তোমাদের বিশ্বাসের অযোগ্য
—এই ভাব ॥ ৯ ॥

শালারূকাং স্ত্রীগাঞ্চ স্বৈরিণীনাং সুরদ্বিষঃ ।

সখ্যান্যাহরনিত্যানি নৃহং নৃহং বিচিন্বেতাম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—(হে) সুরদ্বিষঃ ! (অসুরাঃ !) নৃহং
নৃহং (প্রতিকালং নবং নবং সখ্যায়ং) বিচিন্বেতাম্
(প্রার্থয়মানানাং) শালারূকাং (কপি-শৃগাল-শুনাং
তথা) স্বৈরিণীনাং (স্বাধীনবৃত্তিনাং) স্ত্রীগাং চ সখ্যানি
(মৈত্রীভাবান্) অনিত্যানি (চলানি) আছঃ (বদন্তি
পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অসুরবৃন্দ ! কপি শৃগাল কুকুর
প্রভৃতি জন্তুগণ যেরূপ প্রত্যহ নূতন নূতন সুখদের
অন্বেষণ করিয়া থাকে, স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীগণও তদ্রূপ।
তাহাদের মিত্রভাব অচিরস্থায়ী, ইহাই পণ্ডিতগণ
বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমিতি চেৎ শৃণুত তত্ত্বমিত্যাহ
শালেতি । শালারূকাঃ কপিক্লেষ্টিস্থান ইত্যমরঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ - তাহাতে কি ? ইহা যদি
বল, তবে তত্ত্ব (যথার্থ) কথা শোন, ইহা বলিতেছেন
—‘শালারূকাং’, ইত্যাদি (অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বানর
ও বেশ্যা রমণীগণের প্রণয়কে অনিত্য বলিয়া থাকেন,
যেহেতু তাহারা প্রত্যহ নূতন নূতন প্রণয়ীর অন্বেষণ
করে)। অমরকোষে উক্ত আছে—‘শালারূক শব্দে
বানর, শৃগাল ও কুকুর বুঝায়’ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তে ক্ষেলিতৈস্তস্যা আশ্বস্তমনসোঃ সুরাঃ ।

জহসুর্ভাবগন্তীরং দদুশ্চামৃতভাজনম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকঃ উবাচ । ইতি (ইতং)
তস্যাঃ (মোহিন্যাঃ) ক্ষেলিতৈঃ (পরিহাসবচনৈঃ)
আশ্বস্তমনসঃ (বিশ্বস্তচিত্তাঃ) অসুরাঃ ভাব গন্তীরং
(ভাবেন কেনাপি অভিপ্রায়েণ গন্তীরং যথা ভবতি
তথা) জহসুঃ (হাসং চক্লুঃ, তস্যাঃ হস্তে) অমৃত-
ভাজনঃ (সুধাভাণ্ডং) চ দদুঃ (সমপিতবন্তঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, মোহিনীর এই
প্রকারে পরিহাস-বাক্যে অসুর সকল আশ্বস্ত
হইল এবং গন্তীর ভাবের সহিত হাস্য করিয়া অমৃত-
পাত্র তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেলিতৈর্নৈর্ঘ্যাদিতৈঃ । ভাবেনাভিপ্রায়েণ
গন্তীরমবিদুষাং দুষ্প্রবেশং যথা স্যাত্তথা জহসুঃ । হে
সর্বগুণমণ্ডিতে ! কিমস্মান্ পরীক্ষসে ? বয়ম-

বিশ্বাসিনোঃ শুদ্ধান্তঃ করণা নৈব ভবামস্তদিতমমৃতকলসং
গৃহাণ, অস্মভ্যাং বিভজ্য দেহি বা, স্বয়ং পিব বা,
কুচিদন্যত্র ক্ষিপ বা, যথেষ্টসি তথা কুরু। অস্মাংস্ত
স্বসাদৃগুণরত্নকৃতানাখীমান্বেব জানীহি ইতি ভাবঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষেলিতৈঃ’—মোহিনীর তাদৃশ
পরিহাস বাক্যে, চিত্তে আশ্রয় হইয়া অসুরগণ, ‘ভাব-
গন্তীরং’—ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা গন্তীর
বলিতে অনভিজ্ঞ জনের দুষ্প্রবেশ যেরূপে হয়, সেই-
রূপ হাস্য প্রকাশ করিলেন। অভিপ্রায় এরূপ—হে
সর্বগুণমণ্ডিতে! আমাদিগকে কি পরীক্ষা করিতেছ?
আমরা কখনও অবিশ্বাসী ও অশুদ্ধান্তঃকরণ নই,
অতএব এই অমৃতকলস গ্রহণ কর, আমাদিগকে
ভাগ করিয়া দাও, কিংবা নিজেই পান কর, অথবা
অন্যত্র কোথাও নিক্ষেপ কর, তোমার যাহা ইচ্ছা
তাহা কর। আমাদিগকে কিন্তু তোমার সাদৃগুণ-
রূপ রত্নের দ্বারা কৃত আখ্যায় বলিয়াই জানিও—এই
ভাব ॥ ১১ ॥

ততো গৃহীত্বামৃতভাজনং হরি-
বভাষ ঈষৎস্মিতশোভয়া গিরা।

যদ্যভ্যুপেত কু চ সাধুসাধু বা।

কৃতং ময়া বো বিভজে সুধামিমাম্ ॥ ১২ ॥

অর্থঃ—ততঃ (অনন্তরং) হরিঃ (মোহিনী-
বেশধৃক্ শ্রীকৃষ্ণঃ) অমৃতভাজনং (সুধাপাত্রং)
গৃহীত্বা ঈষৎ-স্মিত-শোভয়া (মন্দহাসবিভূষিতয়া)
গিরা (বাচা) বভাষ (উবাচ, হে দৈত্যঃ) ময়া
(সুধাবণ্টনব্যাপারে) কু চ (কুচিত) সাধু অসাধু
বা (যৎ) কৃতং (স্যাৎ তদেব) যদি (যুয়ম্)
অভ্যুপেত (অঙ্গীকুরুত তদা অহং) বঃ (যুগ্মভ্যাম্)
ইমাং সুধাং বিভজে (বিভাগং কৃত্বা দদামি) ॥১২॥

অনুবাদ—তদনন্তর হরি অমৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া
মন্দহাস-বিভূষিত বাক্যে বলিলেন, হে দৈত্যগণ! আমি
অমৃত বিভাগ ব্যাপার, ভালমন্দ যাহা করি না
কেন, যদি তোমরা তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে
আমি এই অমৃত বিভাগ করিয়া দিতে পারি ॥১২॥

বিশ্বনাথ—ময়া কৃতং সাধু বা অসাধু যদ্যভ্যুপেত

অঙ্গীকুরুত, তথা বিভজে ইতি স্বস্যাহমনভিজ্ঞং
জানাম্যতঃ প্রথমমেব বচনীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদি অভ্যুপেত’—আমার
কার্য্য সঙ্গত বা অসঙ্গত যাহাই হউক, তোমরা যদি
নির্বিচারে তাহা অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি
তোমাদের মধ্যে এই সুধা ভাগ করিয়া দিতে পারি,
এই বিষয়ে আমার অনভিজ্ঞতা আমি জানি, অতএব
পূর্বেই বলিতেছি—এই ভাব ॥ ১২ ॥

ইত্যভিব্যাহতং তস্যা আকর্ণ্যাসুরপুঞ্জবাঃ।

অপ্রমাণবিদস্তস্যাশ্চ তথৈত্যস্বমংসত ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—(অথ) অপ্রমাণবিদঃ (বিচারবিমুখাঃ)
অসুরপুঞ্জবাঃ (অসুরশ্রেষ্ঠাঃ) তস্যাঃ (মোহিন্যাঃ)
ইতি (পূর্বোক্তম্) অভিব্যাহতম্ (উক্তম্) আকর্ণ্য
(শ্রুত্বা) তস্যাঃ তৎ (বাক্যং) তথা (যথাভিলাষং)
কুরু) ইতি অস্বমংসত (অনুমোদিতবন্তঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বিচারবিমুখ অসুরপুঞ্জবগণ, মোহিনীর
পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক, বলিয়া
অনুমোদন করিল ॥ ১৩ ॥

অথোপোষ্য কৃতস্নানা হত্বা চ হবিষানলম্।

দত্বা গোবিপ্রভূতেভ্যঃ কৃতস্বস্ত্যয়না দ্বিজৈঃ ॥১৪॥

যথোপজোষং বাসাংসি পরিধায়াহতানি তে।

কুশেষু প্রাবিশন্ সর্বৈ প্রাগপ্রৈবভিভূষিতাঃ ॥১৫

অর্থঃ—অথ (পশ্চাৎ) তে সর্বৈ (দেবাসুরাঃ)
উপোষ্য (উপবাসং কৃত্বা) কৃত-স্নানাঃ হবিষা (হবন-
সাধনেন ঘৃতেন) অনলং হত্বা চ গো-বিপ্র-ভূতেভ্যঃ
দত্বা (গবাদিত্যঃ যথাযোগ্যম্ উপহারং দত্বা) দ্বিজৈঃ
(ব্রাহ্মণৈঃ) কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ (কৃতং স্বস্ত্যয়নং বলিমঙ্গ-
লাদি শুভকর্ম্ম যেষাং তে) যথোপজোষং (যথাপ্রীতি)
আহতানি (নবীনানি) বাসাংসি পরিধায় অভিভূষিতাঃ
(অভিভূতং অলঙ্কৃত্যঃ সন্তঃ) প্রাগপ্রৈব (পূর্বাভি-
মুখে) কুশেষু প্রাবিশন্ (উপবিবিশুঃ) ॥১৪-১৫॥

অনুবাদ—দেবতা ও অসুর—সকলেই উপবাস
করিয়ান্নান করিলেন, তদনন্তর ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে
হোম করিয়া গো বিপ্র ও অন্যান্য বর্ণসমূহকে যথা-

যোগ্য উপহার প্রদান করিলেন। পরে ব্রাহ্মগণ স্বস্ত্যয়ন করিলে স্বীয় বাসনানুযায়ী নূতনবস্ত্র পরিধান করিয়া ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথৈতি অমৃতপানরূপমঙ্গলকৃত্যর্থং প্রথমমেবোপোষ্য স্থিতাস্তে পরস্পরবিবাদমধ্য এব মোহিনীদর্শনবচনপ্রতিবচনাদ্যনন্তরং কৃতস্নানা যথোপ-
জোষং যথাপ্রীতি। আহতস্য লক্ষণম্।—‘আহতং যন্তনির্মুক্তমুত্তং বাসং স্বয়ম্ভুবা। শস্তং তন্মাজলিকোমু-
তাবন্মাত্রেমু সর্বদেতি’। প্রাক্কুলেমু প্রাগগ্রকুশেমু ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অথ উপোষ্য’—অনন্তর দেবতা ও অসুর সকলে অমৃতপানরূপ মঙ্গল কার্যের জন্য প্রথমেই উপবাস করিয়া ছিলেন, তারপর পরস্পর বিবাদে মধ্যমোহিনী-দর্শন ও কথোপকথনের পর স্নান সমাপনপূর্বক ‘যথোপজোষং’—নিজ নিজ রুচি অনুসারে, ‘আহতানি বাসাংসি পরিধান’—আহত অর্থাৎ আনকোরা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ‘প্রাক্কুশেমু’—পূর্বাগ্র কুশরাশির উপর উপবেশন করিলেন। আহতের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—‘যন্ত-
নির্মুক্ত বসনকে (কোরা কাপড়কে) আহত বলে, তাহা সমস্ত মাজলিক কার্যে প্রশস্ত বলিয়া ব্রহ্মা নির্দেশ করিয়াছেন’ ॥ ১৪-১৫ ॥

প্রাণ্মুখেমুপবিষ্টেমু সুরেমু দিতিজেষু চ।

ধূপামোদিতশালায়াং জুষ্টায়াং মাল্যাদীপকৈঃ ॥১৬॥

তস্যাং নরেন্দ্র করভোরুশদ্বকুল-

শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী।

সা কুজতী কনকনপূরসিজিতেন

কুস্তন্তনী কলসপাণিরথাবিশেষ ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—মাল্য-দীপকৈঃ (মাল্যোঃ দীপৈশ্চ) জুষ্টায়াং (ভূষিতায়াং তথা) ধূপামোদিত-শালায়াং (ধূপৈঃ আমোদিতায়াং সুবাসিতায়াং শালায়াং গৃহে) সুরেমু দিতিজেষু (অসুরেমু) চ প্রাণ্মুখেমু (পূর্বাভি-
মুখেমু) উপবিষ্টেমু (সৎসু হে) নরেন্দ্র ! (রাজন্ !) অথ করভোরুঃ (করভঃ করিগুণ ইব উরু উরুদ্বয়ং যস্যঃ সা) উশদ্বকুল-শ্রোণী তটালস-গতিঃ (উশৎ

কমনীয়ং দুকুলং যস্মিন্ তেন শ্রোণীতটেন বিশালয়া শ্রোণ্যা অলসা মহুৱা গতিঃ যস্যঃ সা) মদ-বিহ্ব-
লাক্ষী (মদাকুলিতলোচনা) কনকনপূর সিজিতেন (স্বর্ণময়নূপুর-ধ্বনিয়া) কুজতী (ধ্বনন্তী) কুস্তন্তনী (কলসবৎ পীনপয়োধরা) কলসপাণিঃ (সুধাকলস-
ধারিণী) সা (মোহিনী) তস্যাং (পূর্বাঙ্গায়াং শালায়াং) আবিবেশ (প্রবিষ্টা বভূব) ॥১৬-১৭॥

অনুবাদ—মাল্যাদীপাদি দ্বারা সুশোভিত, ধূপের সৌরভে আমোদিত গৃহমধ্যে দেবতা ও দানবগণ পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর হে রাজন্, কমনীয় বসনারূত বিশাল নিতম্বের ভারে মহুৱগতি-
বিশিষ্টা মদবিহ্বলাক্ষী কুস্তন্তনী সেই মোহিনী স্বর্ণ-
ময় নূপুরের শব্দ দ্বারা মধুর কুঞ্জ (গান) করিতে করিতে অমৃত কলস হস্তে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—করভোরুশদ্বকুলা করভোরুশদ্ব-
কুলেতি পাঠদ্বয়ম্। মণিবজ্রাদাকনিষ্ঠং করস্য করভো-
বহিরিত্যমরঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘করভোরুশদ্বকুলা’, এবং ‘করভোরু-লসদ্বকুলা’—এইরূপ পাঠদ্বয় আছে। করভ-সদৃশ সুগঠিত উরুদ্বয় যাহার, এবং ‘উশ’ বলিতে কমনীয় বসন যাহাতে, তাহার দ্বারা আবৃত বিশাল নিতম্বের ভারে মহুৱগতি-বিশিষ্টা মোহিনী-
মুত্তি। অমরকোষে উক্ত আছে—‘মণিবজ্র হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত করের বহির্ভাগকে করভ বলে।’ ॥ ১৬-১৭ ॥

তাং শ্রীসখীং কনককুণ্ডলচারুকর্ণ-

নাসাকপোলবদনাং পরদেবতাত্যাম্।

সংবীক্ষ্য সন্মুহুরুৎস্মিতবীক্ষণেন

দেবাসুরা বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাম্ ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—দেবাসুরাঃ (দৈত্যদানবাঃ) কনক-
কুণ্ডল-চারুকর্ণ-নাসা-কপোল-বদনাং (কনকমন্নে
কুণ্ডলে যস্যঃ সা তথা চারবঃ কর্ণাদয়ঃ যস্যঃ সা
তাঞ্চ তাঞ্চ) বিগলিতস্তনপট্টিকান্তাং (বিগলিতঃ স্তনঃ
স্তনপট্টিকান্নাঃ অন্তঃ প্রান্তভাগঃ যস্যঃ তাং) পর-
দেবতাং (পরদেবতাস্বরূপাং) শ্রীসখীং (লক্ষ্ম্যাঃ

সখীং) তাং (মোহিনীং) সংবীক্ষ্য (দৃষ্ট্যা তস্যাঃ) উৎস্মিতবীক্ষণেন (উৎ উদ্গতং স্মিতং মন্দহাসঃ যত্র তেন বীক্ষণেন দৃষ্ট্যা) সম্মুখঃ (সম্যং মোহিতা বভূবুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—পরদেবতাস্বরূপিণী, শ্রীদেবীর সহচরী সেই মোহিনী মুক্তির কনককুণ্ডলযুক্ত কর্ণদ্বয়, নাসিকা ও বদন অতীব মনোহর। তাঁহার স্তনপট্টিকার প্রান্তভাগ খসিয়া পড়িতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত দৃষ্টিপাতে দেবতা ও দানবগণ সম্যকরূপে মুগ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীসখীং শ্রিয়ো লক্ষ্ম্যাঃ সখাপি তদানীং সখ্যেবাভূৎ, পুংজাতিমধ্যে যথা নারায়ণঃ সুন্দর-স্তথৈব স্ত্রীজাতিমধ্যে অহমেবাতিসুন্দরীতি মাহং কৃথাঃ। স্ত্রীজাতাবপ্যহমেব পরমসুন্দরীতি তাং জাপয়িতুমিবেতি ভাবঃ। কনককুণ্ডলা চাসৌ চারু-কর্ণাদ্যা চেতি তাম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্রী-সখীং’—লক্ষ্মীদেবীর সখা হইলেও তৎকালে যেন সখীই হইয়াছিলেন, পুরুষ-জাতির মধ্যে যেমন নারায়ণ সুন্দর, তদ্রূপ স্ত্রীজাতির মধ্যে আমিই অতিসুন্দরী—এরূপ লক্ষ্মী-দেবী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীজাতির মধ্যেও আমিই (মোহিনীরূপিণী) পরমসুন্দরী ইহা জানাইবার জন্যই যেন বলিলেন—‘পরদেবতাত্ম্যাম্’, অর্থাৎ পরমদেবতা নান্দী, এই ভাব। ‘কনককুণ্ডল-চারু-কর্ণ’—স্বর্ণময় কুণ্ডলযুগল এবং মনোহর কর্ণ প্রভৃতি যাঁহার (সেই মোহিনীকে দেখিয়া দেবতা ও অসুর-গণ অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিল।) ॥ ১৮ ॥

অসুরাণাং সুধাদানং সর্পাণামিব দুর্নয়ম্ ।

মত্বা জাতিনুশংসানাং ন তাং ব্যভজদচ্যুতঃ ॥১৯॥

অম্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জাতিনুশংসানাং (স্বভাবতঃ ক্লুরাণাম্) অসুরাণাং সুধাদানাং তেভ্যঃ সুধাপ্রদানং জাতিনুশংসানাং) সর্পাণাম্ ইব (সর্পেভ্যঃ ক্ষীরদানমিব) দুর্নয়ম্ (অন্যাত্ম্যং নুশংসনাবস্য বন্ধ-কঙ্কাত ইতি) মত্বা (তেভ্যঃ) তাং (সুধাং) ন ব্যভ-জৎ (বিভজ্য ন দদৌ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—‘স্বভাবতঃ ক্লুর অসুরদিগকে সুধাদান

সর্পকে দুগ্ধদানের ন্যায় অত্যন্ত অন্যান্য’। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভগবান্ অচ্যুত অসুরদিগকে সুধা বিভাগ করিয়া দিলেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন তাং ব্যভজদিতি দৈত্যৈর্থ্যান্যান্যং বিভজস্বেনি উক্তমতো ন্যায়শ্চায়মেবেতি ভাবঃ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন তাং ব্যভজৎ’—অসুর-দিগকে সেই সুধার ভাগ দিলেন না। দৈত্যগণ ‘ন্যায় অনুসারে বিভাগ করিয়া দিল’, ইহা বলিয়াছিলেন, অতএব ন্যায়ই এইরূপ—সর্পগণকে দুগ্ধদান করার ন্যায় নুশংসজাতি অসুরদিগকে সুধাদান করা অত্যন্ত অন্যান্য, এই ভাব ॥ ১৯ ॥

কল্পয়িত্বা পৃথক্ পণ্ডিতীকৃত্যেমাং জগৎপতিঃ ।

তাংশোচাপবেশয়ামাস স্বেষু স্বেষু চ পণ্ডিতীষু ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—জগৎপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) উভয়েমাং (দেবদানবানাং) পৃথক্ পণ্ডিতীঃ (বিভিন্ধ্যাঃ উপবেশন-শ্রেণীঃ) কল্পয়িত্বা (রচয়িত্বা) পণ্ডিতীষু (তাসু শ্রেণীষু) স্বেষু স্বেষু (তৎসমজাতীয়েষু) তান্ চ (অসুরান্ অপি প্রতারণার্থম্) উপবেশয়ামাস ॥২০॥

অনুবাদ—জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ দেব ও দানব উভ-য়েরই ভিন্ন পণ্ডিত রচনা করিয়া তাহাদের নিজ নিজ পণ্ডিতে তাহাদিগকে উপবেশন করাইলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বেষু স্বেষু ইতি পণ্ডিতীষু মধ্যে যা যাঃ পণ্ডিত্যো যেমাং যেমাং স্থানি ধনরূপাণি স্যুস্তেষু স্বেষু সত্ত্ববিশিষ্টাসু পণ্ডিত্বিব্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বেষু স্বেষু’—পণ্ডিতগণের মধ্যে যে যে পণ্ডিত তাহাদের তাহাদের ধনস্বরূপ, সেই সেই সত্ত্ববিশিষ্ট পণ্ডিতে (অর্থাৎ তিনি দেবতা ও অসুরগণের পৃথক্ পৃথক্ পণ্ডিত রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ স্বজাতীয় পণ্ডিতে উপবেশন করাইয়াছিলেন) —এই অর্থ ॥ ২০ ॥

দৈত্যান্ গৃহীতকলসো বঞ্চয়ন্তু পসঞ্চরৈঃ ।

দূরস্থান্ পায়য়ামাস জরায়ুতাহরাং সুধাম্ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—গৃহীতকলসঃ (সুধাকলস-হস্তঃ সঃ শ্রীহরিঃ উপসঞ্চরৈঃ (প্রিয়বাক্যাদিনা তান্ অতিক্রম্য

অতিক্রম্য গমনৈঃ) দৈত্যান্ বঞ্চয়ন্ (সুধাপ্রদান-
বিষয়ে প্রতারণ্যন) দূরস্থান্ (অপি দেবান্) জরামৃত্যু-
হরাণ্ (জরা-মৃত্যু-বিনাশিনীং) সুধাং পান্যগ্রামাস
॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি হস্তে অমৃতকলস
গ্রহণপূর্বক অসুরগণের সমীপস্থ হইয়া তাহাদিগকে
বহুমান মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করিয়া দূরে
উপবিষ্ট দেবতাবর্গকে জন্ম মৃত্যুহারিণী সুধা পান
করাইতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—উপ নিকটে নিকটে এব সঞ্চরৈঃ
সঞ্চরগৈর্জ্ঞানেন্দ্রশ্মিতব্রীড়ামুখাদ্ভাসাদননুপুরাদি-
ভূষণবসনসঞ্চালনপূর্বকৈশ্চরণসঞ্চলনৈঃ কিঞ্চিন্নাত্র-
প্রদানেন দূরস্থানাং দেবানামুৎকর্ষণে নিবর্ত্য সংপূর্ণম-
স্মানেব পান্যগ্রাম্যতীতি প্রত্যায়নৈঃ বঞ্চয়ন্বিতি
অস্মাভিঃ শ্রোত্রেন্দ্রমনোভির্ষদিদমমৃতং পীয়তে
ইতোহধিকং সামুদ্রমমৃতং ন ভবিষ্যতীতি তদলং তেন
এতস্যা আনুকূল্যমেবাকাঞ্চণীয়মিত্যপি তেষাং মনসি
বিচারং প্রাপন্মাস্যসেতি ভাবঃ । দূরস্থান্ দেবান্ ॥ ২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপসঞ্চরৈঃ’—দৈত্যগণের
নিকটে নিকটেই সঞ্চরণের দ্বারা, অর্থাৎ দ্রুতগতিপূর্ণ
নেত্র, লজ্জাবশতঃ সূহাস্য বদনের অর্দ্ধভাগ আচ্ছাদন,
নুপুরাদি ভূষণ ও বসন সঞ্চালন-পূর্বক চরণযুগলের
সঞ্চালনের দ্বারা (মহুর্গতিতে), ‘কিঞ্চিৎ মাত্র প্রদানে
দূরস্থ দেবগণের উৎকর্ষণ নিবৃত্ত করিয়া আমাদিগকেই
সম্পূর্ণ পান করাইবে’—এই বিশ্বাসের দ্বারা ‘বঞ্চয়ন্’
—বঞ্চনা করতঃ, অর্থাৎ আমরা শ্রোত্র, নেত্র ও
মনের দ্বারা এই যে অমৃত পান করিতেছি, ইহা
অপেক্ষা অধিক সমুদ্রোখিত অমৃত হইবে না, অতএব
উহার প্রয়োজন নাই, বরং ইহার আনুকূল্যই আমা-
দের কাম্য, এইরূপ তাহাদের মনে বিচার উপস্থিত
করাইয়াছিলেন—এই ভাব । ‘দূরস্থান্’—দূরে উপ-
বিষ্ট দেবতাদিগকে (অমৃত পান করাইতে লাগি-
লেন ।) ॥ ২১ ॥

তে পালয়ন্তঃ সময়মসুরাঃ স্বকৃতং নৃপ ।

তৃক্ষীমাসন্ কৃতস্নেহাঃ জীবিবাদজুগুপ্সয়া ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—(হে) নৃপ ! তে অসুরাঃ কৃতস্নেহাঃ

(প্রথমতঃ প্রীতিভাবমিশ্রিতাঃ) স্বকৃতং সময়ং পাল-
য়ন্তঃ (সাধবসাধু বা তৎকৃতমনুমন্যামহে—ইতি পূর্ব-
কৃতং সন্ধেতং পালয়ন্তঃ) জীবিবাদজুগুপ্সয়া (জীয়া
সহ বিবাদে নিন্দা ভবতি ইতি হেতোঃ তাদৃগুবঞ্চনেষপি
লজ্জয়া) তৃক্ষীম্ আসন্ (নীরবমেব শান্তভাবেন
স্থিতাঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দৈত্যগণ সেই মোহিনী
মুষ্টির প্রতি প্রীতিভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার
সেই জী ন্যায় অন্যায় যাহাই করুন না কেন তাহাই
তাহারা অনুমোদন করিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাও করি-
য়াছে, এখন সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া
এবং জীলোকের সহিত বিবাদ অত্যন্ত গহিত জানিয়া
তাহারা নীরবে অবস্থান করিতেছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সময়ং সাধবসাধু বা যথাসুখং বিভজ-
স্বেতি নিয়মং, জীয়া সহ বিবাদস্য জুগুপ্সয়া ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সময়ং’—সঙ্গত বা অসঙ্গত
যেরূপ তোমার ইচ্ছা বিভাগ করিয়া দাও, এই পূর্ব-
কৃত নিয়ম পালন করতঃ, বিশেষতঃ জীলোকের সহিত
বিবাদ করা নিন্দনীয় বলিয়া (দৈত্যগণ মৌনভাবেই
অবস্থান করিয়াছিল) ॥ ২২ ॥

তস্যাং কৃত্যতিপ্রণয়াঃ প্রণয়াপান্যকাতরাঃ ।

বহুমানেন চাবদ্ধা নোচুঃ কিঞ্চন বিপ্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তস্যাং (মোহিন্যাং) কৃত্যতিপ্রণয়াঃ
(কৃতঃ অতিপ্রণয়ঃ অতিপ্রীতিঃ যৈঃ তে অতঃ)
প্রণয়াপান্যকাতরাঃ (প্রীতি-বিনাশাসহিষ্ণবঃ) বহু-
মানেন চ (তৎকৃতেন আদরেণ চ) আবদ্ধাঃ (আসক্তাঃ)
কিঞ্চন (কিঞ্চিদপি) বিপ্রিয়ং (প্রীতিচ্যুতিজনকং) ন
উচুঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—সেই স্ত্রীর প্রতি অসুরগণের অতিশয়
প্রণয় হইয়াছিল, সেই প্রণয়-ভগ্নভয়ে ভীত এবং
তাহার (সেই স্ত্রীর) বহু আদরপূর্ণ বাক্যে আবদ্ধ
হইয়া অসুরগণ কোন প্রকার কলহসূচক শব্দ
বলে নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতে তাবৎ রূপণাঃ পূর্বং কিঞ্চিৎ
পিবন্ত যুগন্ত বীরাঃ ক্ষণং প্রতীক্ষধর্মিত্যাদিবহুমানেন
বা বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ । সময়পালনাদিভিঃ যড়ভিরেতৈঃ

কারণৈরপ্রিয়ং কিঞ্চিদপি নোচুঃ কিন্তু তৃণীমেবাসন্
॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বহমানেন আবদ্ধাঃ’—এই দেবতাগণ অতি দুর্বল, কাজেই পূর্বে কিছু পান করুক, আর তোমরা তো বীর, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর—ইত্যাদি মোহিনীমুণ্ডির নানারূপ সমাদরের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া, সময়-পালনাদি (পূর্বকৃত শপথ, কৃতস্নেহ, স্ত্রী-বিবাদ-নিন্দা, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রণয় ও প্রণয়ভঙ্গের ভয় এবং তাঁহার সমাদর) ছয়াটি কারণে দৈত্যগণ কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলে নাই, কিন্তু নীরবেই অবস্থান করিতেছিল ॥ ২৩ ॥

দেবলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ স্বর্ভানুর্দেবসংসদি ।

প্রবিষ্টঃ সোমমপিবচ্চন্দ্রাক্ষাভ্যাম্ সূচিত ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—স্বর্ভানুঃ (রাহঃ) দেবলিঙ্গ-প্রতিচ্ছন্নঃ (দেবলিঙ্গেন দেববেশেন প্রতিচ্ছন্নঃ গুণঃ সন্) দেব-সংসদি (দেবপঙক্তৌ) প্রবিষ্টঃ সোমং (সুধাম্) অম্বিৎ (পপৌ পশ্চাৎ) চন্দ্রাক্ষাভ্যাম্ (চন্দ্রসূর্য্যভ্যাম্) সূচিতঃ চ (শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রকাশিতঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—রাহ দেবচিহ্ন ধারণপূর্বক ছদ্মবেশে দেব পঙক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত পান করিতেছিল, চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব মোহিনীমূর্ত্যা ভগবতা সর্ব এব দৈত্যা মোহয়িত্বা বঞ্চিতাঃ কিন্তু সদ্যোহপ্যমৃত-মহিমভোজনার্থমেকঃ স্বর্ভানুর্ন মোহিতঃ, স চ সহসৈব মোহিন্যাভিপ্রায়ং জাহ্না দেবপঙক্তিশু প্রবিষ্ট ইত্যাহ দেবলিঙ্গেন। অতএব দেবাস্তং প্রথমং পরিচেষুং ন শকুঃ । উপবিষ্টে তু চন্দ্রাক্ষাভ্যাম্ পরিচিতোহপি তদুদ্যৎ ইতোহন্যত্র পঙক্তাবুপবিশেতি বক্তুং নাশক্য-তেতি জ্ঞেয়ম্ । যদা তু সোমমমৃতং প্রাপ্তমেবা-পিবত্তদাহসুরোহসাবিতি জ্ঞাত্বা সূচিতঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীভগবান্ মোহিনীমুণ্ডির দ্বারা সকল দৈত্যগণকেই বিমোহিত ও বঞ্চিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সদ্যই অমৃতের মহিমা ভোজনের নিমিত্ত একমাত্র স্বর্ভানুকে (রাহকে) বিমোহিত করেন নাই, সেই রাহও সহসা মোহিনীর অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া দেবগণের পঙক্তিতে প্রবেশ

করিয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—‘দেবলিঙ্গ-প্রতিচ্ছন্নঃ’, দেবতার বেশে নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া (প্রবিষ্ট হইয়াছিল) । অতএব দেবগণ প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই । কিন্তু উপবেশনের পর চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাকে জানিতে পারিলেও তাহার ভয়ে, এস্থান হইতে অন্যত্র (অসুরগণের) পঙক্তিতে উপবেশন কর, ইহা বলিতে পারেন নাই—ইহা বুঝিতে হইবে । যখন অমৃত প্রাপ্তিমাত্রই রাহ পান করিতেছিল, তখন ‘এই ব্যক্তি অসুর’—ইহা জ্ঞাত্বির দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য সূচনা করিলেন ॥ ২৪ ॥

চক্রেণ ক্ষুরধারেণ জহার পিবতঃ শিরঃ ।

হরিস্তস্য কবন্ধস্ত সুধয়াপ্লাবিতোহপতৎ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—হরিঃ ক্ষুরধারেণ চক্রেণ (সুধাং) পিবতঃ তস্য (স্বর্ভানোঃ) শিরঃ জহার (চিচ্ছেদ) তস্য কবন্ধঃ (নিগ্রীবঃ সঃ) সুধয়াঃ অপ্লাবিতঃ (অসংস্পৃষ্টঃ) অপতৎ (ভূমৌ পপাত) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরি তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা সুধাপানকারী রাহর মস্তক ছিন্ন করিলেন । ছিন্নমস্তক সেই অসুরের দেহ অমৃত সংস্পৃষ্ট না হইয়া ভূমিতে পতিত হইল । (অর্থাৎ অমৃত গলাধঃকরণ হইবার পূর্বেই তাহার মস্তকছিন্ন হওয়ায় অমৃত তাহার অঙ্গকে স্পর্শ করিতে পারে নাই) । (তাৎপর্য্য—রাহ পৃথীর ছায়া, সূতরাং তাহার মস্তক নাই, ইহাই এই শ্লোকের মর্ম্ম) ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—হরিরজিতরূপী শিরো জহার । আ ঈষৎ প্লাবিতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হরিঃ’—এখানে অজিতরূপী শ্রীহরি (যিনি পূর্বে সমুদ্রমন্থন করিতেছিলেন), চক্রের দ্বারা রাহর মস্তক ছেদন করিলেন । ‘আপ্লাবিতঃ’—কবন্ধটি ঈষৎ প্লাবিত হইয়া (অর্থাৎ গলাধঃকরণ করার পূর্বেই তাহার কবন্ধ বলিতে মুণ্ডহীন দেহটি সুধাসিক্ত না হওয়ায়) ভূতলে পতিত হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

শিরস্তুমরতাং নীতমজো গ্রহমচীক্ণপৎ ।

যন্ত পর্ব্বণি চন্দ্রাক্ষাবভিধাবতি বৈরধীঃ ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—অজঃ (ব্রহ্মা) অমরতাং নীতং (সুধা-
পানেন অমরত্বাপন্নং) শিরঃ (মস্তকং) গ্রহং
(গ্রহত্বেন) অচীক্ৰপৎ (কল্পয়ামাস) বৈরধীঃ
(পূর্ববৈরবুদ্ধিঃ) যঃ তু (গ্রহঃ ইদানীমপি) পৰ্ব্বণি
(পৌর্ণমাস্যামাবাস্যায়াক্ষ) চন্দ্রাকৌ অভিধাবতি
(গ্রাসার্থমভিপততি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ঐ অসুরের শিরোদেশ অমৃতস্পৃষ্ট
হওয়ায় অমৃতত্ব লাভ করে । ব্রহ্মা উহাকে গ্রহরূপে
কল্পনা করেন । বৈরবুদ্ধি-বিশিষ্ট ঐ গ্রহ অদ্যাপি
পুণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রতি
ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অমরতাং নীতম্ অমৃতপানপ্রভাবে
মরণশূন্যতাং প্রাপ্তিমিতি অমৃতপ্রভাবে দশিতঃ । অজো
ব্রহ্মা গ্রহং সূর্য্যাদিকমিব গ্রহত্বাধিকারবন্তম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অমরতাং নীতম্’—অমৃত
পানের প্রভাবে রাহুর মস্তকটি মরণশূন্যতা (অমরত্ব)
প্রাপ্ত হইল, ইহার দ্বারা অমৃতের প্রভাব দেখান
হইয়াছে । ‘অজঃ’—ব্রহ্মা সূর্য্যাদির ন্যায় তাহাকে
‘গ্রহ’, অর্থাৎ গ্রহত্বের অধিকারী করিয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

পীতপ্রায়েহমৃতে দেবৈর্ভগবান্ লোকভাবনঃ ।

পশ্যতামসুরেন্দ্রাণাং স্বং রূপং জগৃহে হরিঃ ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—লোকভাবনঃ (ত্রিলোকহিতকরঃ)
ভগবান্ হরিঃ দেবৈঃ অমৃতে পীতপ্রায়ে (প্রায়েণ পীতে
সতি পশ্চাৎ) অসুরেন্দ্রাণাম্ (অসুরশ্রেষ্ঠানাং পশ্যতাং
(তেষু পশ্যৎসু ইত্যর্থঃ) স্বং (নিজং) রূপং (মুক্তিং)
জগৃহে (প্রকটয়ামাস) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—লোকপাবন ভগবান্ শ্রীহরি দেবতা-
দিগের অমৃত পান প্রায় সমাপ্ত হইলে অসুরশ্রেষ্ঠগণের
সমক্ষেই স্ব-স্বরূপ প্রকটিত করিলেন ॥ ২৭ ॥

এবং সুরাসুরগণাঃ সমদেশকাল-

হেত্বর্ধকর্ম্মমতয়োহপি ফলে বিকল্লাঃ ।

তত্রামৃতং সুরগণাঃ ফলমঙ্গসাপু-

যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রয়ণাম দৈত্যাঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—সমদেশ-কাল-হেত্বর্ধ-কর্ম্মমতয়ঃ (সমাঃ

তুল্যাঃ কালাদয়ঃ যেযাং তে তত্র দেশঃ ক্ষীরসাগর
তীরং কালঃ মন্থন-সময়ঃ, হেতুঃ মন্দর-পর্বতঃ অর্থঃ,
প্রয়োজনরূপমমৃতং, কর্ম্ম মন্থনানুকূলম্, মতিঃ অন্যান্য-
মেক প্রয়োজনবিষয়ঃ এবম্ভূতাঃ) অপি সুরাসুরগণাঃ
(দেবাসুরাঃ) ফলে এবং বিকল্লাঃ (ফললাভে সুধা-
পানরূপে বিসদৃশাঃ) (বভুবুঃ) তত্র সুরগণাঃ যৎ-
পাদপঙ্কজ-রজঃ-শ্রয়ণাৎ (যস্য শ্রীবিম্বোঃ পাদপঙ্কজ-
য়োঃ চরণকমলয়োঃ রজসাং রেণুনাং শ্রয়ণাৎ আশ্র-
য়্যাৎ) অঙ্গসা (সাক্ষাদেব) অমৃতং ফলম্ (অমৃত-
রূপং ফলম্) আপুঃ (লেভিরে) দৈত্যাঃ (তদনা-
শ্রয়ণাৎ) ন (ন আপুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেশ, কাল, হেতু, অর্থ, কর্ম্ম, মতি
একরূপ হইয়াও দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে
ফলপ্রাপ্তি ভিন্ন হইল । দেবগণ ভগবানের পাদপদ্মরেণু
আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া অনায়াসে অমৃতরূপ
ফল লাভ করিলেন ; কিন্তু দৈত্যগণ ভগবচ্চরণ
আশ্রয় না করায় অমৃত ফল লাভ করিতে পারিল
না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—লৌকিকহেতুসাম্যোহপি ফলপ্রাপ্তির্ভক্তি-
মতামেব নান্যোষামিত্যোবাখ্যানতাৎপর্য্যমাহ এবমিতি ।
সমা দেশাদয়ো যেযাং তে, দেশঃ ক্ষীরসিন্ধুঃ কালস্তত্তৎ-
ক্ষণসমূহঃ হেতুর্মন্থনসাধনং মন্দরাদ্রিঃ । অর্থঃ সমুদ্রে
ক্ষিপ্তবীরুধাদি কর্ম্ম মন্থনং মতিরমৃতকামতা । ফলে
ফলপ্রাপ্তৌ বিকল্লাঃ ফলপ্রাপ্তির্ভবেমবেতি বিকল্পবন্তঃ ।
তত্র তন্মোর্ম্মধ্যে সুরগণাঃ ফলং আপুঃ । যৎপাদা-
শ্রয়ণাৎ দৈত্যা ন আপুঃ যদাশ্রয়ণাভাবাদিতি ভাবঃ ।
স এব সেব্য ইতি প্রকরণার্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লৌকিক কারণ সমান হই-
লেও ফলপ্রাপ্তি কিন্তু ভক্তিমান্ জনেরই হইয়া থাকে,
অপরের নহে, এইরূপ আখ্যান-তাৎপর্য্য বলিতেছেন
—‘এবম্’ ইত্যাদি । ‘সমদেশ-কাল’—ইত্যাদি, সমান
দেশ প্রভৃতি মাহাদের, সেই দেবতা ও অসুরগণ ।
এখানে দেশ বলিতে ক্ষীরসমুদ্র, কাল—সেই সমুদ্র-
মন্থনের ক্ষণসমূহ, ‘হেতু’—বলিতে মন্থনকার্য্যের
উপায় মন্দর পর্বত, ‘অর্থ’—বলিতে সমুদ্রে লতা,
ওষধি প্রভৃতির নিষ্ক্ষেপ, ‘কর্ম্ম’—বলিতে মন্থন কার্য্য,
এবং ‘মতি’—বলিতে অমৃত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ।
‘ফলে’—ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে, ‘বিকল্লাঃ’—ফলপ্রাপ্তি

হইবে, বা না হইবে—এইরূপ সংশয়াপন্ন (সুরাসুর-গণ)। ‘তত্ত্ব’—উভয়ের মধ্যে দেবগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্মরেণুর আশ্রয়হেতু সমুদ্রমহনের ফল অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈত্যগণ ভগবদ্ভরণ আশ্রয় না করায় অমৃতলাভে সমর্থ হয় নাই, অতএব সেই গ্রীহরিই সকলের একমাত্র সেব্য—ইহা প্রকরণার্থ ॥

যদ্ যুজ্যতেহসুবসূকর্ষমনোবচোভি-
দেহাযজাদিষু নৃভিঃসদসৎ পৃথক্ত্বাৎ ।
তৈরেব সত্ত্বতি যৎ ক্লিয়তেহপৃথক্ত্বাৎ
সর্বস্য তত্ত্বতি মূলনিষেচনং যৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসুগ্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে
অমৃতমত্থনং নবমোহধ্যায়ঃ ॥

অশ্ববঃ—নৃভিঃ (নরৈঃ) অসু-বসু-কর্ষ-বচো
মনোভিঃ (অসবঃ প্রাণাঃ, বসু ধনং, কর্ষ ক্লিয়া, বচঃ
বাক্যং, মনঃ চিন্তম্ এতৈঃ করণৈঃ) দেহাযজাদিষু
(দেহঃ শরীরম্ আযজঃ পুত্রঃ তদাদিষু তেষামর্থে
ইত্যর্থঃ) যৎ যুজ্যতে (প্রযুজ্যতে, দেহাদ্যর্থঃ যৎ
ক্লিয়তে) তৎ পৃথক্ত্বাৎ (ভেদাশ্রয়ত্বাৎ) অসৎ
(শাখানিষেচনবৎ বিফলং ভবতি) তৈঃ এব (প্রাণা-
দিভিঃ ঈশ্বরোদ্দেশেন) যৎ ক্লিয়তে তৎ (তু)
অপৃথক্ত্বাৎ (ঈশ্বরস্য সর্বত্র অনুগতত্বাৎ) যৎ
মূলনিষেচনং সর্বস্য ভবতি (তরোঃ মূলনিষেচনং
যথা শাখাপল্লবাদেবপি সর্বস্য তৃত্বার্থং ভবতি তথা)
সৎ (মহাফলং) ভবতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্তমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়স্যশ্ববঃ ।

অনুবাদ—মানবগণ ধন, প্রাণ, কর্ষ, বাক্য, এবং
মন দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির জন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান
করে, সে সকল শাখাকে মূল হইতে পৃথক্ জানে
মূল পরিত্যাগ করিয়া শাখা নিষেচনের ন্যায় বার্থ হইয়া
পড়ে। মূল হইতে শাখা অভিন্ন, অতএব মূলে
জলসিক্ত হইলেই শাখা পল্লবের তুষ্টি হয়, সেই-
রূপ যদি ঐ সকল চেষ্টা সকলের মূলস্বরূপ
ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই
তদ্বারা ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ ফলিতমাহ যদিতি । অসবঃ
প্রাণা ইন্দ্రిয়াণি বসু ধনম্ অসু-বস্বাদিভির্যদেহাদিষু
যুজ্যতে বিনিযুজ্যতে তদসৎ । প্রাণাদীনাং দেহাদ্যর্থো
যো বিনিয়োগঃ সোহসাদুরিত্যর্থঃ । কুতঃ পৃথক্ত্বাৎ
শাখানিষেচনবৎ । মূলাৎ শাখা ভিন্না ইতি বুদ্ধ্যা
যথা মূলং বিহায় শাখা নিষিচ্যন্তে, তথৈব ভগবন্তঃ
বিহায় দেহাদ্যাঃ পরিচর্য্যন্তে মূঢ়ৈঃ । তৈরেব অসু-
বস্বাদিভির্যদুত্তরগতি ক্লিয়তে অস্বাদীনাং ভগবতি যো
বিনিয়োগঃ স সাদুরিত্যর্থঃ । কুতঃ অপৃথক্ত্বাৎ ।
মূলনিষেচনবৎ । মূলাৎ শাখা ন ভিন্না ইতি বুদ্ধ্যা
যথা মূলমেব সিচ্যতে তথৈব ভগবানেব পরিচর্য্যতে ।
তৎপরিচরণং সর্বস্য ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যন্তস্যোত্যর্থঃ ।
যদ্যস্মাৎ তন্মূলনিষেচনম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হম্বিগ্যাং ভক্তচেষ্টাসাম্ ।

অষ্টমে নবমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিরূর-কৃতা শ্রীভাগবত-

অষ্টমস্কন্ধে নবমোহধ্যায়স্য সারার্থ-

দশিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব ফলিতার্থ বলিতে-
ছেন—‘যদ্’ ইত্যাদি । ‘অসু’—বলিতে প্রাণ, ‘বসু’
—ধন, অর্থাৎ প্রাণ, ধন প্রভৃতির দ্বারা দেহ, পুত্রাদির
উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা অসৎ, অর্থাৎ
দেহাদির প্রয়োজনে প্রাণাদির যে বিনিয়োগ তাহা
অসাদু, এই অর্থ । কিপ্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন
—‘পৃথক্ত্বাৎ’, যেহেতু উহা শাখাসেচনের ন্যায়
ভেদকে অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হয় । মূল হইতে
শাখা ভিন্ন, এইরূপ বুদ্ধিতে যেমন মূল পরিত্যাগ
করিয়া শাখার সেচন করে, তদ্রূপ ভগবানকে পরি-
ত্যাগ করিয়া দেহাদির যাহারা পরিচর্যা করে, তাহারা
মূঢ় । ‘তৈঃ এব’—পক্ষান্তরে সেই সকল প্রাণ, ধনা-
দির দ্বারা ভগবানের উদ্দেশ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়,
অর্থাৎ প্রাণাদির ভগবানে যে বিনিয়োগ, তাহা সাধু
(সার্থক)—এই অর্থ । কিরূপে ? তাহাতে বলিতে-
ছেন—‘অপৃথক্ত্বাৎ’, মূলসেচনের ন্যায় ভেদবর্জন-
হেতু তাহা সার্থক । মূল হইতে শাখা ভিন্ন নহে,
এই বুদ্ধিতে যেমন বৃক্ষের মূলেই জলসেচন করিতে
হয়, তদ্রূপ ভগবানেরই পরিচর্যা করিতে হয় । তাঁহার
পরিচর্যাতেই ব্রহ্মাদি স্তব্য পর্যান্ত সকলের পরিচর্যা

করা হয়, 'যদ'—যেহেতু তাহাই মূল-নিষিদ্ধন ।
(অর্থাৎ যেমন কেবল কাণ্ড বা শাখায় জলসেচন
করিলে রুক্ষের সকল অংশের সেচন হয় না, কিন্তু
রুক্ষের মূলে জলসেচন করিলে, উহাতে শাখা-প্রশাখাদি
সকলেরই পালন হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্বগত বলিয়া
তাঁহার তর্পণদ্বারা দেহাদি সকল পদার্থেরই তৃপ্তি
হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঈশ্বররোদ্দেশে কৰ্ম্ম করিলে,
তাহাতে অন্যেরও প্রীতি জন্মিয়া থাকে—এই অর্থ ।)
॥ ২১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের
সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের
মধ্য, তথ্য, বিরুতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



দশমোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি দানবদৈত্যেভ্যো নাবিন্দন্নমৃতং নৃপ ।

যুক্তাঃ কৰ্ম্মণি যত্শাশ্ত বাসুদেবপরাং মুখাঃ ॥১৥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মৎসরতা-হেতু দেবগণসহ অসুর-
গণের সমর এবং দৈত্যমায়ার বিষণ্ণ দেবগণের মধ্যে
বিষ্ণুর আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে ।

দৈত্য ও দানবগণ কৰ্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ হইলেও
বাসুদেব-পরাং মুখ বলিয়া অমৃতলাভে বঞ্চিত হইল ।
ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে অমৃতপান করাইয়া গরুড়-
বাহনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে দৈত্যগণ ঈর্ষান্বিত
হইয়া দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল । বিরো-
চনপুত্র বলি অসুরকুলের সেনাপতি হইলেন । প্রথম-
যুদ্ধে অমরগন্ধের পরাজয় দর্শনে ইন্দ্র বলির সহিত
এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ অন্যান্য
দৈত্যের সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন । এইবার দৈত্য-
গণের পরাজয় দর্শনে বলি ও অন্যান্য মায়াবী দানব-
গণ বিবিধ মায়্যা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন,
দেবগণের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল ।
দেবগণ আর প্রতিকারোপায় না দেখিয়া ভগবানের
ধ্যান করিলেন । ধ্যান হইবামাত্র গরুড়বাহন ভগ-
বানের আবির্ভাবে অসুরগণের সমস্ত মায়্যা বিনষ্ট

হইল । কালনেমি, মালী, সুমালী, মালাবান্ প্রভৃতি
অসুর ভগবানের সহিত বিরোধ করিতে আসিয়া
ভগবানের হস্তেই নিধনপ্রাপ্ত হইল । দেবতাগণও
বিপন্ন হইলেন ।

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ । বাসুদেব-পরাং মুখাঃ
(শ্রীকৃষ্ণবিমুখাঃ) দানবদৈত্যেভ্যঃ (দানবাঃ দৈত্যশ্চ)
কৰ্ম্মণি (মথনক্রিয়য়াং) যুক্তাঃ (নিযুক্তাঃ) যত্শাঃ
চ (কৃতপ্রযত্নাঃ অপি) ইতি (ইতম্) অমৃতং (সুধাং)
ন অবিন্দন্ (ন প্রাপুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দৈত্য ও দানবগণ সমুদ্রমস্থানে
নিযুক্ত এবং মছনকার্য্যে যত্নবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-
বিমুখ ছিল, সেই জন্য তাহারা অমৃত প্রাপ্ত হইল না
॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দশমেহুঙহিতে বিষ্ণৌ দৈত্যৈর্যুদ্ধে প্রবর্তিতে ।

দৈত্যমায়্যভিভূতেষু সুরেশ্বাবিরুদ্ধকরিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে অমৃত
পান করাইয়া বিষ্ণুর অন্তর্জ্ঞানের পর দৈত্যগণের
সহিত দেবতাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দৈত্যমায়্য
অভিভূত দেবগণের মধ্যে শ্রীহরির আবির্ভাব বর্ণিত
হইয়াছে ॥ ০ ॥

সাধয়িত্বাহুতং রাজন্ পায়য়িত্বা স্বকান্ সুরান্ ।
পশ্যাতাং সর্বভূতানাং যযৌ গরুড়বাহনঃ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! (ইথং শ্রীহরিঃ)
অমৃতং সাধয়িত্বা (সমুদ্রমস্থেনে আবিষ্কূর্বন্) স্বকান্
(স্বানুগতান্) সুরান্ (দেবান্ তৎ) পায়য়িত্বা (চ)
সর্বভূতানাং পশ্যাতাং (দেবদৈত্যাдиषু সর্বপ্রাণিষু
পশ্যৎসু সৎসু) গরুড়বাহনঃ (সন্) যযৌ (স্বধাম
জগাম) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! শ্রীহরি সমুদ্রমস্থনদ্বারা
অমৃত উৎপাদন-পূর্বক নিজ অনুগত দেবতাদিগকে
পান করাইয়া সর্বসমক্ষে গরুড়ারোহণে প্রস্থান
করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যযৌ অন্তর্দধে ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যযৌ’—শ্রীহরি অন্তর্দান
করিলেন ॥ ২ ॥

সপত্নানাং পরামৃচ্ছিং দৃষ্ট্বা তে দিতিনন্দনাঃ ।
অমৃশ্যমাণা উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যাভ্যাস্থাঃ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—তে দিতিনন্দনাঃ (দৈত্যাঃ) সপত্নানাং
(শক্তানাং দেবানাং) পরাম্ (উত্তমাম্) ঋচ্ছিম্
(ঐশ্বর্যং) দৃষ্ট্বা (তাম্) অমৃশ্যমাণাঃ (অসহমানাঃ-
সন্তঃ) উদাত্যাস্থাঃ (উদ্যতানি উদ্ধতানি আস্থানি
অস্ত্রাণি যৈঃ তে) দেবান্ প্রতি উৎপেতুঃ (যুদ্ধার্থং
দেবাভিমুখং জংমুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দৈত্যহৃদ শত্রু দেবতাদিগের
এতাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তে-
জনপূর্বক দেবতাদিগের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩ ॥

ততঃ সুরগণাঃ সর্বৈ সুধয়া পীতয়ৈধিতাঃ ।

প্রতিসংযুযুধুঃ শস্ত্রৈর্নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) নারায়ণপদাশ্রয়াঃ
(শ্রীহরিচরণশরণাঃ) পীতয়া সুধয়া এধিতাঃ (সুধা-
পানেন বদ্ধিতবলাঃ) সর্বৈ সুরগণাঃ শস্ত্রৈঃ প্রতি-
সংযুযুধুঃ (দৈত্যান্ আচক্রমুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর হরিচরণাশ্রিত এবং সুধাপানে

বদ্ধিতবল দেবতাবর্গ শস্ত্রসমূহদ্বারা দৈত্যগণের সহিত
যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন ॥ ৪ ॥

তত্র দেবাসুরোঃ নাম রণঃ পরমদারুণঃ ।

রোধস্যদম্বতো রাজংস্তুমুলো রোমহর্ষণঃ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! তত্র উদম্বতঃ (সমুদ্রস্য)
রোধসি (তীরে) দেবাসুরঃ নাম (দেবাসুর ইতি
প্রসিদ্ধঃ) তুমুলঃ (মহান্) পরমদারুণঃ (অতি-
ভীষণঃ) (শূণ্যতাং চ) রোমহর্ষণঃ রণঃ (সংগ্রামঃ
বভূব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সেই ক্ষীরাবিধর তীরে
দেবাসুর নামে অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত
হইল । ইহা শ্রবণ করিলেও রোমাঞ্চ হয় ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—রণো বভূব ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রণঃ’—তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ
হইল ॥ ৫ ॥

তত্রান্যোন্য়ং সপত্নাস্তে সংরম্ভমনসো রণে ।

সমাসাদ্যাসিতির্বাণেনিজল্পবিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—তে সংরম্ভমনসঃ (ক্রুদ্ধচিত্তাঃ)
সপত্নাঃ (দেবাসুরাঃ শত্রবঃ) তত্র রণে অন্যোন্য়ং
(পরস্পরং) সমাসাদ্য (সংপ্রাপ্য) অসিভিঃ (খড়্গৈঃ)
বাণৈঃ (তথা) বিবিধায়ুধৈঃ (নানাবিধৈঃ অস্ত্রৈশ্চ)
নিজল্পঃ (পরস্পরং প্রজহুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সেই যুদ্ধে ক্রুদ্ধচিত্ত শত্রুবর্গ পরস্পরকে
প্রাপ্ত হইয়া খড়্গ, বাণ এবং নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা প্রহার
করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গানাং ভেরীডমরিণাং মহান্ ।

হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নদতাং নিঃশ্বনোহভবৎ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—(তত্র রণক্ষেত্রে) নদতাং (শব্দায়-
মানানাং) শঙ্খতুর্য্যমৃদঙ্গানাং (শঙ্খাদি-বাদ্যানাং)
ভেরীডমরিণাং (ভেরীণাং ডমরিণাঞ্চ তথা) হস্ত্যশ্ব
রথ-পত্তীনাং (হস্তি-তুরঙ্গ-রথ-পদাতিকাশ্চকস্য চতু-
রঙ্গস্য বলস্য) মহান্ (তুমুলঃ) নিঃশ্বনঃ (ধ্বনিঃ)
অভবৎ (জাতঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই রণক্ষেত্র শব্দান্বয়মান শব্দ, তুর্য্য, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক-গণের তুমুল ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৭ ॥

রথিনো রথিভিস্তত্র পতিভিঃ সহ পতয়ঃ ।

হয়্যা হৈয়রিভাশ্চৈভৈঃ সমসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তত্র সংযুগে (যুদ্ধে) রথিনঃ রথিভিঃ সহ, পতয়ঃ (পদাতিকাঃ) পতিভিঃ (পদাতিকৈঃ সহ) হয়্যাঃ (অশ্বাঃ) হৈয়ৈঃ (সহ) ইভাঃ (গজাঃ) চ ইভৈঃ (গজৈঃ সহ) সমসজ্জন্ত (সজ্জতাঃ বভূবুঃ যুযুধিরে ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই যুদ্ধে রথিগণের সহিত, পদাতিক-গণ পদাতিকের সহিত, অশ্বসমূহ অশ্ব সকলের সহিত এবং গজ সমূহ গজ বুথের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

উষ্ট্রৈঃ কেচিদিভৈঃ কেচিদপরে যুযুধঃ খরৈঃ ।

কেচিঙ্গোরমুখৈশ্চ ঋদ্ধীপিভির্হরিভির্ভটাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কেচিৎ ভটাঃ (সমবেত-সৈন্যাঃ) উষ্ট্রৈঃ (উষ্ট্রং বাহনং কৃতা), কেচিৎ ইভৈঃ (হস্তিভিঃ) অপরে (অন্য) খরৈঃ (গর্দভৈঃ), কেচিৎ গৌর-মুখৈঃ ঋদ্ধৈঃ (রক্তমুখৈর্বানরৈঃ), দ্বীপিভিঃ (ব্যাঘ্রৈঃ), হরিভিঃ (সিংহৈশ্চ বাহনৈঃ) যুযুধঃ (যুদ্ধং চক্রুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সৈন্যগণ কেহ উষ্ট্রে, কেহ হস্তীতে, কেহ গর্দভে, কেহ রক্তমুখ বানরে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ সিংহে আরোহণপূর্বক যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ৯ ॥

গৃধৈঃ কঙ্কৈবকৈরন্যো শোনভাসৈস্তিমিজিলৈঃ ।

শরভৈর্মহিষৈঃ খড়্গৈর্গোব্রহ্মৈর্গবয়্যারুণৈঃ ॥ ১০ ॥

শিবাভিরাখুভিঃ কেচিৎ কুকলাসৈঃ শশৈনরৈঃ ।

বস্তুরৈকে কৃষ্ণসারৈর্হংসৈরন্যো চ শূকরৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্যো জলস্থলখণ্ডৈঃ সত্ত্বৈবিকৃতবিগ্রহৈঃ ।

সেনায়োরুভয়ো রাজন্ বিবিশুস্তেহগ্রতোহগ্রতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—(হে) রাজন্ ! অন্যে গৃধৈঃ কঙ্কৈঃ

বকৈঃ শোনভাসৈঃ (শোনৈঃ ভাসৈঃ চ তত্ত্বৎপক্ষিভিঃ বাহনৈঃ তথা) তিমিজিলৈঃ (মৎস্যবিশেষৈঃ) শরভৈঃ মহিষৈঃ খড়্গৈঃ (গণ্ডারনামকৈঃ জন্তুভিঃ) গো-ব্রহ্মৈঃ (গোভিঃ ধেনুভিঃ ব্রহ্মৈঃ বলীবর্দৈশ্চ) গবয়্যারুণৈঃ (গবয়ৈঃ গোসদৃশপ্রাণীভিঃ অরুণৈঃ বন্যজন্তুবিশেষৈশ্চ) কেচিৎ শিবাভিঃ (শৃগালৈঃ) আখুভিঃ (মুষিকৈঃ) কুকলাসৈঃ (সরীসৃপবিশেষৈঃ) শশৈঃ (শশকৈঃ) নরৈঃ (মনুষ্যৈঃ) একে (কেচিৎ) বস্তৈঃ (ছাগৈঃ) কৃষ্ণসারৈঃ (মৃগবিশেষৈঃ) হংসৈঃ, অন্যে শূকরৈঃ চ, অন্যে জলস্থল-খণ্ডৈঃ (উভচর পক্ষিভিঃ) বিকৃতবিগ্রহৈঃ (বিসদৃশশরীরৈঃ) সত্ত্বৈঃ (প্রাণিভিঃ বাহনৈঃ) উভয়োঃ সেনয়োঃ অগ্রতঃ অগ্রতঃ (পুরো-ভাগং) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ১০-১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অপর সকলে কেহ গৃধ, কেহ কঙ্ক, কেহ বক, কেহ শোন, কেহ ভাস, কেহ তিমিজিল, কেহ শরভ, কেহ মহিষ, কেহ গণ্ডার, কেহ ধেনু, কেহ ব্রহ্ম, কেহ গবয়, কেহ অরুণ, কেহ শৃগাল, কেহ মুষিক, কেহ কুকলাস, কেহ শশক, কেহ মনুষ্য, কেহ ছাগ, কেহ কৃষ্ণসার, কেহ হংস, অন্যে কেহ বা শূকর, কেহ জলস্থলচর পক্ষী, কেহ বা বিকটাকার প্রাণীর উপর আরোহণ পূর্বক পরস্পরে সন্মুখীন হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১০-১২ ॥

বিশ্বনাথ—বস্তৈঃ ছাগৈঃ ॥ ১০-১২ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘বস্তৈঃ’—বস্ত বলিতে ছাগ (কেহ বা ছাগের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল) ॥ ১০-১২ ॥

চিত্রধ্বজপটে রাজমাতপত্রৈঃ সিতামলৈঃ ।

মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈর্ব্যজ্ঞনৈর্বার্হচামরৈঃ ॥ ১৩ ॥

বাতোদ্ধুতোত্তরোক্ষীষৈরুচ্চিভির্বশ্ৰুভুমণৈঃ ।

স্ফুরন্তি বিশদৈঃ শস্ত্রৈঃ সুতরাং সূর্য্যারশ্মিভিঃ ॥ ১৪ ॥

দেবদানববীরগাং ধ্বজিন্যৌ পাণ্ডুনন্দন ।

রেজতুবীরমালাভির্বাদসামিব সাগরৌ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(হে) রাজন্ ! পাণ্ডুনন্দন ! দেবদানব বীরগাং (সুরাসুর-যোদ্ধগাং) ধ্বজিন্যৌ (বাহিন্যৌ) চিত্রধ্বজ-পটৈঃ (বিচিত্রপতাকাবস্ত্রৈঃ) সিতামলৈঃ (সিতৈঃ স্বেতৈঃ অমলৈঃ বিমলৈশ্চ) বজ্রদণ্ডৈঃ

(বজ্রমণিময়দণ্ডযুগ্মৈঃ) মহাধনৈঃ (মহামূল্যৈঃ)
 আতপত্রৈঃ (ছত্রৈঃ) বার্হ-চামরৈঃ (বার্হৈঃ ময়ূর-
 পুচ্ছরচিতৈঃ চামরৈঃ) ব্যজনৈঃ (ব্যজনজিহ্বাসাধনৈঃ)
 বাতোদ্ধুতোত্তরোক্ষীষৈঃ (বাতেন উদ্ধুতৈঃ উৎকৃ-
 কস্পিতৈঃ উত্তরীষৈঃ উক্ষীষৈশ্চ) বর্ষ্মভূষণৈঃ (বর্ষ্মভিঃ)
 কবচৈঃ ভূষণৈশ্চ) বিশদৈঃ (বিমলৈঃ) শস্ত্রৈঃ (চ)
 অস্ত্রিভিঃ (স্বাভাবিকৈঃ দীপ্তিভিঃ স্ফুরতিঃ) সূর্য্য-
 রশ্মিভিঃ (সংপৃক্ত সূর্য্যকরৈঃ) সুতরাম্ (আধিক্যেন)
 স্ফুরতিঃ (দীপ্যতিঃ সতিঃ) বীরমালাভিঃ (বীর-
 পঙ্ক্তিভিশ্চ হেতুভিঃ) যাদসাং (জলজন্তুনাং মালাভিঃ)
 সাগরৌ ইব (সমুদ্রময়িব) রেজতুঃ (তথা প্রতীতৌ
 বভূবতুঃ) ॥ ১৩-১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! হে পাণ্ডুনন্দন ! দেব ও
 দানব যোদ্ধগণের দুই দল সেনা বিচিত্র ধ্বজপট,
 নির্মল স্বেতবর্ণ হীরকদণ্ড যুক্ত মহামূল্য ছত্র, ময়ূর-
 পুচ্ছরচিত চামর ও ব্যজন (পাখা), বায়ুযোগে
 উদ্ভূত কস্পিত উত্তরীয় ও উক্ষীষ, বর্ষ্ম, স্বাভাবিক,
 দীপ্তিশীল ও সূর্য্যরশ্মিযোগে অধিকতর সমুজ্জ্বল
 অলঙ্কার, বিমল শস্ত্র সমূহ এবং উভয় পক্ষীয় বীর-
 গণের শ্রেণী দ্বারা জলজন্তু সমূহে সমাকীর্ণ সাগর-
 ক্ষয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৩-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বাতেনোদ্ধুতৈরুত্তরোক্ষীষৈশ্চা-
 স্ত্রিভির্দ্দীপ্তিভিঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ সুতরাং স্ফুরতিঃ ।
 ধ্বজিন্যৌ সেনে । যাদসাং মালাভিঃ সাগরারিব
 ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বাতোদ্ধুত’—ইত্যাদি, বায়ুর
 দ্বারা সঞ্চালিত উত্তরীয় বস্ত্র ও উক্ষীষ সূর্য্যকিরণ-
 সম্পর্কে সমুজ্জ্বল হইল । ‘ধ্বজিন্যৌ’—উভয় পক্ষের
 সৈন্যগণ, ‘যদসাং’—জলজন্তু-সমাকীর্ণ সাগরের ন্যায়
 শোভা-ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৩-১৫ ॥

বৈরোচনো বলিঃ সংখ্যে সোহসুরাণাং চমুপতিঃ ।
 যানং বৈহাঙ্গসং নাম কামগং ময়নিম্মিতম্ ॥ ১৬ ॥
 সর্বসাংগ্রামিকোপেতং সর্বাস্চর্য্যময়ং প্রভো ।
 অপ্ৰতর্ক্যমনির্দেশ্যং দৃশ্যমানমদর্শনম্ ॥ ১৭ ॥
 আস্থিতস্তদ্বিমানাগ্র্যং সর্বানীকাধিপর্বতঃ ।
 বালব্যাজনছত্রাগ্র্যে রেজে চন্দ্র ইবোদয়ে ॥ ১৮ ॥

অশ্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্) (তত্র)
 সংখ্যে (যুদ্ধে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) অসুরাণাং চমুপতিঃ
 (সেনাপতিঃ) বৈরোচনঃ (বিরোচননন্দনঃ) বলিঃ
 ময়নিম্মিতং (তন্মাসুররচিতং) কামগম্ (ইচ্ছা-
 বিহারং) সর্বসাংগ্রামিকোপেতং (সর্ববিধযুদ্ধোপ-
 করণযুক্তং) সর্বাস্চর্য্যময়ম্ (অতিবিচিত্রম্)
 অপ্ৰতর্ক্যম্ (অবিচার্য্যস্বরূপম্) অনির্দেশ্যং (নির্দে-
 শ্টুমযোগ্যং) দৃশ্যমানং (কদাচিত্ কৃতিং লক্ষ্যমপি)
 অদর্শনম্ (অদৃশ্যস্বরূপং) বৈহাঙ্গসং নাম (আকাশ-
 গমনযোগ্যং) তৎ বিমানাগ্র্যং (বিমানশ্রেষ্ঠং) যানম্
 আস্থিতঃ (আরোহঃ সর্বানীকাধিপৈঃ (সর্বৈঃ অধীন-
 সেনা-পতিভিঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ সন্) বাল-ব্যজন
 ছত্রাগ্র্যঃ (শ্রেষ্ঠচামরৈঃ ছত্রৈশ্চ) উদয়ে চন্দ্রম ইব
 (উদয়কালীনচন্দ্রবৎ) রেজে (ভাতি স্ম) ॥ ১৬-১৮

অনুবাদ—হে প্রভো ! সেই যুদ্ধে অসুরগণের
 প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচন-নন্দন বলি ময়দানব-
 নিম্মিত স্বেচ্ছাচারী, সর্ববিধ-যুদ্ধোপকরণ সম্বলিত
 অতি বিচিত্র, অন্য বিমানের তুল্য, সুতরাং অতর্ক্য,
 অনির্দেশ্য, কখন দৃশ্য, কখন বা অদৃশ্য, বৈহাঙ্গস-
 নামক বিমান শ্রেষ্ঠে আরোহণপূর্বক সেনাপতিগণ
 দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং শ্রেষ্ঠ চামর ও ছত্রে সুশোভিত
 হইয়া উদয়গিরি শিখরস্থিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা
 পাইতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৮ ॥

তস্যাসন্ সর্বতো যানৈর্যুথানাং পতয়োহসুরাঃ ।
 নমুচিঃ শব্দরো বাণো বিপ্রচিভিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
 দ্বিমুখা কালনাভোহথ প্রহতিহঁতিরিবলঃ ।
 শকুনিভূতসন্তাপো বজ্রদংষ্ট্রৌ বিরোচনঃ ॥ ২০ ॥
 হয়গ্রীবঃ শকুশিরাঃ কপিলো মেঘদুন্দুভিঃ ।
 তারকশ্চক্রদৃক্ গুস্তো নিগুস্তো জন্ত উৎকলঃ ॥ ২১ ॥
 অরিতেটাহরিতটেনিমিষ্ট ময়শ্চ ত্রিপুরাধিপঃ ।
 অন্যে পৌলোমকালেয়া নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
 অলশ্ধভাগাঃ সোমস্য কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ।
 সর্ব এতে রণমুখে বহশো নিজ্জিতামরাঃ ॥ ২৩ ॥
 সিংহনাদান্ বিমুঞ্চন্তঃ শত্ৰুনাং দধর্ম্মহারবান্ ।
 দৃষ্টা সপত্নানুৎসিজন বলভিৎ কুপিতো ভূশম্ ॥ ২৪ ॥
 অশ্বয়ঃ—তস্য (বলেঃ) সর্বতঃ (চতুর্দিক্)

যানৈঃ (স্ববাহনৈঃ) যুথানাং পতয়ঃ (সেনাপত্যয়ঃ)
 অসুরাঃ আসন্ (যথাভাগং স্থিতাঃ) নমুচিঃ শম্বরঃ
 বাণঃ বিপ্রচিতিঃ অয়োমুখঃ দ্বিমূর্দ্ধা কালনাভঃ অথ
 প্রহেতিঃ হেতিঃ ইল্বলঃ শকুনিঃ ভূতসন্তাপঃ বজ্রদংষ্ট্রঃ
 বিরোচনঃ হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ মেঘদুন্দুভিঃ
 তারকঃ চক্রদুক্ শূন্তঃ নিশূন্তঃ জন্তঃ উৎকলঃ
 অরিষ্ট অরিষ্টনেমিঃ ময়ঃ ত্রিপুরাধিপঃ চ পৌলোম-
 কালেন্নাঃ (পুলামতনয়াঃ কালেন্নাঃ চ) নিবাত-
 কবচাদয়ঃ অন্যে (অপরে চ) সোমস্য (সুধামাঃ)
 অলম্বভাগাঃ (ভাগমপ্রাপ্তাঃ) কেবলং (পরং)
 ক্লেশভাগিনঃ (মহনকষ্টভাগিনঃ) এতে সর্বের রণ-
 মুখে (যুদ্ধাগ্রে) বহশঃ (বাহল্যেন) নিজ্জিতামরাঃ
 (সুরমদ্ভিনঃ সন্তঃ) সিংহনাদান্ (বীরনির্ঘোষান্)
 বিমুঞ্চন্তঃ (কুব্ধন্তঃ) মহারবান্ (তুমুলনিদান্)
 শঙ্খান্ দধনুঃ (বাদ্যমাসুঃ), বলভিৎ (ইন্দ্রঃ)
 উৎসিত্তান্ (উদ্ধতান্) সপত্নান্ (তান্ শত্ৰু) দৃষ্টা
 ভূশ্ম (অত্যর্থং) কুপিতঃ (বভূব) ॥ ১৯-২৪ ॥

অনুবাদ—সেই বলির চতুর্দিকে স্ব স্ব বাহনের
 সহিত সেনাপতিগণ ও অসুরসকল যথাস্থানে অবস্থিত
 হইল। নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিতি, অয়োমুখ,
 দ্বিমূর্দ্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইল্বল, শকুনি,
 ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা,
 কপিল, মেঘ, দুন্দুভি, তারক, চক্রদুক্, শূন্ত, নিশূন্ত,
 জন্ত, উৎকল, অরিষ্ট, অরিষ্টনেমি, ত্রিপুরাধিপ, ময়
 এবং পৌলোম ও কালেন্নগণ, নিবাতকবচ প্রভৃতি
 এবং সুধার অংশে বঞ্চিত কেবল ক্লেশভাগী অপর
 সকলে রণক্ষেত্রে বহুপ্রকারে দেবগণকে নিজ্জিত
 করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তুমুলরবে শঙ্খ
 বাজাইতে লাগিল। ইন্দ্র শত্রু অসুরদিগকে উদ্ধত
 দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন ॥ ১৯-২৪ ॥

ঐরাবতং দিক্করিণমারুঢ়ঃ শুণ্ডভে স্বরাট্ ।

যথা প্রবৎপ্রস্রবণমুদয়াদ্রিমহর্পতিঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—স্বরাট্ (ইন্দ্রঃ) ঐরাবতং (নাম)
 দিক্করিণং (দিগুনাগম্) আরুঢ়ঃ (সন্) প্রবৎ-
 প্রস্রবণং (প্রবৎ গলিতং প্রস্রবণং যত্র, ঐরাবতে চ
 মদম্রাবাদেতদৌপম্যম্) উদয়াদ্রিম্ (উদয়পর্বতম্)

আরুঢ়ঃ অহর্পতিঃ (সূর্য্যঃ) যথা (ইব) শুণ্ডভে
 (রেজে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—প্রস্রবণ-সমূহ যথায় সর্বত্র রক্ষিত
 হয়, সেই উদয়গিরিতে আরুঢ় সূর্য্যদেবের ন্যায় ইন্দ্র
 ঐরাবত নামক মদধারাস্রাবী দিগ্‌হস্তীতে শোভা
 পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্রবণানি দানজলা নির্বারাশ্চ ॥২৫॥
 টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রস্রবণানি’—দানজল ও
 নির্বার (অর্থাৎ প্রস্রবণপ্রসূক্ত উদয়পর্বতের উপরিস্থিত
 সূর্য্যের ন্যায় মদধারাস্রাবী ঐরাবত নামক দিক্‌হস্তীর
 পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শোভা পাইতে
 লাগিলেন। এখানে গলিত প্রস্রবণের সহিত হস্তীর
 মদস্রাবের এবং সূর্য্যদেবের সহিত ইন্দ্রের তুলনা
 করা হইয়াছে।) ॥ ২৫ ॥

তস্যাসন্ সর্ব্বতো দেবা নানাবাহধ্বজাযুধাঃ ।

লোকপালাঃ সহ গণৈর্বাযুগ্নিবরুণাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য (ইন্দ্রস্য চ) সর্ব্বতঃ (চতুর্দিক্)
 নানাবাহ-ধ্বজা আযুধাঃ (নানাবিধ-বাহন-পতাকাস্র-
 ধারিণঃ) দেবাঃ সহগণৈঃ (গণৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ)
 বাযুগ্নিবরুণাদয়ঃ (বায়ুপ্রভৃতয়ঃ) লোকপালাঃ (চ)
 আসন্ (সাহায্যার্থং স্থিতাঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রেরও চতুর্দিকে নানাবিধ বাহনে
 পতাকা ও অস্ত্রধারী হইয়া দেবগণ এবং বায়ু, অগ্নি,
 বরুণ প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের সাহায্যার্থে স্ব স্ব
 গণসহ উপস্থিত ছিলেন ॥ ২৬ ॥

তেহনোন্য়ামভিসংসৃত্য ক্ষিপন্তো মর্দ্দভিমিথঃ ।

আহবয়ন্তো বিশন্তোহগ্রে যুযুধঃ স্নান্বোধিনঃ ॥২৭॥

অম্বয়ঃ—তে (দেবাসুরাঃ) অনোন্য়ান্যং (পর-
 স্পরম্) অভিসংসৃত্য (অভিমুখং সমীপম্ আগত্য)
 মিথঃ (পরস্পরং) মর্দ্দভিঃ (মর্দ্দপীড়কৈঃ বাকৈঃ)
 ক্ষিপন্তঃ (তিরস্কুব্ধন্তঃ) আহবয়ন্তঃ (নামভিঃ
 আহ্বানং কুব্ধন্তঃ) অগ্রে (পুরোভাগে) বিশন্তঃ
 (প্রবিষ্টাশ্চ) স্নান্বোধিনঃ যুযুধঃ (তেষু বীরযুগলং
 পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধং চকার) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—দেবতা ও দানবগণ পরস্পর সমীপ-
বর্তী হইয়া মর্ম্মপীড়কাক্য দ্বারা তিরস্কার এবং
পরস্পর পরস্পরকে নামোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান
করিতে করিতে পুরোভাগে প্রবেশ করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৭ ॥

যুষোধ বলিরিঙ্গেন তারকেণ গুহোহসাত ।

বরুণো হেতিনাযুধ্যামিত্রো রাজন্ প্রহেতিনা ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ—(হে) রাজন্ ! বলিঃ ইন্দ্রেন (সহ)
যুষোধ গুহঃ (কান্তিকেশঃ) তারকেণ (তন্মাস্ত্রা-
সুরেন সহ) অসাত (আসাত অযুধ্যত), বরুণঃ
হেতিনা (সহ) মিত্রঃ প্রহেতিনা (সহ) অযুধ্যৎ
॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বলি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইলেন, কান্তিক তারকাসুরের সহিত, বরুণ
হেতির সহিত এবং মিত্র প্রহেতির সহিত সংগ্রাম
করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অসাত আসাত অস্ত্রাণি চিক্লেপ ॥২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসাত’ --আসাত, অস্ত্রসমূহ
নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৮ ॥

যমস্ত কালনাভেন বিশ্বকর্মা ময়েন বৈ ।

শম্বরো যুষুধে ত্বষ্টী সবিত্রা তু বিরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ—যমঃ তু কালনাভেন (সহ) বিশ্বকর্মা
ময়েন (সহ) বৈ শম্বরঃ ত্বষ্টী (সহ) বিরোচনঃ তু
সবিত্রা (সহ) যুষুধে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কালনাভের সহিত যম, ময়দানবের
সহিত বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টার সহিত শম্বর এবং সূর্য্যের
সহিত বিরোচন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

অপরাজিতেন নমুচিরশ্বিনৌ রুষপর্ব্বণা ।

সূর্য্যো বলিসূতৈর্দেবো বাণজ্যোষ্ঠৈঃ শতেন চ ॥ ৩০ ॥

রাহণা চ তথা সোমঃ পুলোম্না যুষুথেহনিলঃ ।

নিশুস্তগুস্তয়োর্দেবী ভদ্রকালী তরশ্বিনী ॥ ৩১ ॥

অর্থঃ—নমুচিঃ অপরাজিতেন (সহ) অশ্বিনৌ

রুষপর্ব্বণা (সহ) সূর্য্যঃ দেবঃ চ বাণ-জ্যোষ্ঠৈঃ (বাণ-
প্রধানৈঃ) শতেন (শতসংখ্যকৈঃ) বলিসূতৈঃ (বলি-
পুত্রৈঃ সহ) তথা সোমঃ (চন্দ্রঃ) রাহণা চ (সহ)
অনিলঃ (বায়ুশ্চ) পুলোম্না (সহ) তরশ্বিনী
(মহাবলবতী) ভদ্রকালী দেবী নিশুস্ত-গুস্তয়োঃ
(তাভ্যাং সহ) যুষুধে ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—অপরাজিতের সহিত নমুচি, রুষপর্ব্বের
সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যদেবের সহিত মহারাজ
বলির বাণাদি শতসংখ্যক পুত্র, তদ্রূপ রাহুর সহিত
চন্দ্র, পুলোমার সহিত বায়ু এবং গুস্ত ও নিশুস্তের
সহিত মহাবলবতী ভদ্রকালী দেবী যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যো দেব এক এব শতেন বলিসূতৈঃ
নিশুস্তগুস্তাভ্যাং দেবী ব্রহ্মপুত্রৈর্বিস্ঠাদ্যৈঃ ॥৩০-৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সূর্য্যঃ দেবঃ’—সূর্য্যদেব
একাকীই একশত বলিপুত্রের সহিত, দেবী ভদ্রকালী
নিশুস্ত ও গুস্তের সহিত, এবং ‘ব্রহ্মপুত্রৈঃ’—বিস্ঠ
প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণের সহিত ইল্বল ও বাতাপি যুদ্ধ
করিতে লাগিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

রুষাকপিস্ত জন্তেন মহিষেণ বিভাবসুঃ ।

ইল্বলঃ সহবাতাপিত্রব্রহ্মপুত্রৈরিন্দম ॥ ৩২ ॥

কামদেবেন দুর্ম্মর্ষ উৎকলো মাতৃভিঃ সহ ।

রুহস্পতিশ্চেশনসা নরকেণ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩৩ ॥

মরুতো নিবাতকবচৈঃ কালৈল্লৈর্বসবোহমরাঃ ।

বিশ্বেদেবাস্ত পৌলোমৈ রুদ্রাঃ ক্রোধবশৈঃ সহ ॥৩৪॥

অর্থঃ—(হে) অরিন্দম্ ! (রিপুদমন !)
রুষাকপিঃ (মহাদেবঃ) তু জন্তেন (সহ) বিভাবসুঃ
(অগ্নিঃ) মহিষেণ (মহিষাসুরেন সহ) সহবাতাপিঃ
(বাতাপিনা ভ্রাতা সহ) ইল্বলঃ ব্রহ্মপুত্রৈঃ (সহ)
দুর্ম্মর্ষঃ কামদেবন (সহ) উৎকলঃ মাতৃভিঃ (মাতৃ-
কাগণেন সহ) রুহস্পতিঃ চ উশনসা (গুস্ত্রেন সহ)
শনৈশ্চরঃ নরকেণ (নরকাসুরেন সহ) মরুতঃ
(মরুঙ্গগণাঃ) নিবাত-কবচৈঃ (সহ) অমরাঃ বসবঃ
(বসুগণাঃ) কালৈল্লৈঃ (কালকৈল্লৈঃ সহ) বিশ্বেদেবাঃ
তু পৌলোমৈঃ (সহ) রুদ্রাঃ (চ) ক্রোধবশৈঃ
সহ (যুষুধিরে) ॥ ৩২-৩৪ ॥

অনুবাদ—হে অরিন্দম ! জন্তের সহিত মহাদেব, মহিষাসুরের সহিত বিভাবসু, ব্রহ্মপুত্রের সহিত বাতাপি ও ইল্বল, কামদেবের সহিত দূর্মর্ষ, মাতৃকাগণের সহিত উৎকল, শুক্লের সহিত রুহস্পতি, নরকাসুরের সহিত শনি, নিবাতকবচের সহিত মরুগণ, কালকেয়নামক অসুরগণের সহিত বিশ্বদেবগণ এবং ক্রোধবশদিগের সহিত রুদ্রগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৪ ॥

ত এবমাজাবসুরাঃ সুরেন্দ্রা

দ্বন্দ্বেন সংহত্য চ যুধ্যমানাঃ ।

অন্যোন্য়ামাসাদ্য নিজয়ুরোজসা

জিগীষবস্তীক্ষশরাসিতোমরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

অবয়বঃ—তে (পূর্বোক্তাঃ) অসুরাঃ সুরেন্দ্রাঃ (দেবাস্চ) আজৌ (যুদ্ধে) এবং (পূর্বোক্তভাবেন) দ্বন্দ্বেন (যুগ্মরূপেণ) সংহত্য (মিলিত্বা) যুধ্যমানাঃ (যুদ্ধং কুরুন্তুঃ) ওজসা (বলেন) জিগীষবঃ (জয়েচ্ছবঃ) অন্যোন্য় (পরস্পরম্) আসাদ্য (সংপ্রাপ্য) তীক্ষশরাসিতোমরৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ বাণ-খড়্গ-তোমরাস্ত্রৈঃ) নিজয়ুঃ (প্রজহুঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—পূর্বোক্ত দেব ও দানবগণ এই প্রকার যুগ্মরূপে মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জয়েচ্ছু হইয়া নিকটে আগমনপূর্বক পরস্পরকে তীক্ষ্ণবাণ, খড়্গ ও তোমরাদি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

ভৃগুশিখিচক্রগদগির্গপট্টিশৈঃ

শক্ত্যুল্মুকৈঃ প্রাসপরশ্বধৈরপি ।

নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ পরিষৈঃ সমুদগরৈঃ

সভিন্দিপালৈশ্চ শিরাংসি চিচ্ছিদুঃ ॥ ৩৬ ॥

অবয়বঃ—ভৃগুশিখিঃ (অস্ত্রবিশেষঃ) চক্র-গদগির্গপট্টিশৈঃ (চক্রেণ গদয়া খণ্ডট্যা পট্টিশেন চ) শক্ত্যুল্মুকৈঃ (শক্তিভিঃ উল্মুকৈশ্চ) প্রাসপরশ্বধৈঃ অপি (প্রাসৈঃ পরশুভিঃ) নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ (খণ্ডৈঃ ভল্লৈশ্চ) সমুদগরৈঃ (মুদগর-সহিতৈঃ) সভিন্দিপালৈঃ চ (ভিন্দিপালৈঃ সহ চ বর্তমানৈঃ) পরিষৈঃ (তদস্ত্রৈঃ)

শিরাংসি (বিপক্ষমস্তকানি) চিচ্ছিদুঃ (ছিন্নবস্তঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভৃগুশিখি, চক্র, গদা, খণ্ডি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, কুন্ত, পরশু (কুঠার), খড়্গ, ভল্ল, মুদগর, ভিন্দিপাল এবং পরিষ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষের মস্তক সকল ছিন্ন হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভৃগুশিখিঃ অস্ত্রবিশেষাঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভৃগুশিখিঃ’—ভৃগুশিখি প্রভৃতি অস্ত্রবিশেষ ॥ ৩৬ ॥

গজাস্তুরজাঃ সরথাঃ পদাতয়ঃ

সারোহবাহা বিবিধা বিখণ্ডিতাঃ ।

নিকৃতবাহুরুশিরোধরাশ্চর্য্য-

শিখিধ্বজেস্তবাসতনুভূষণাঃ ॥ ৩৭ ॥

অবয়বঃ—গজাঃ তুরঙ্গাঃ সরথাঃ (রথসহিতাঃ) পদাতয়ঃ (পাদচারিণো যোদ্ধারাঃ) বিবিধাঃ সারোহবাহাঃ (আরোহিভিঃ সহিতাঃ অশ্বাশ্চ) নিকৃতবাহুরুশিরোধরাশ্চর্য্যঃ (নিকৃতভাঃ ছিন্নাঃ বাহবঃ ভূজাঃ উরবঃ শিরোধরাঃ গ্রীবাঃ অশ্রয়ঃ পাদাশ্চ যেষাং তথাভূতাঃ) শিখিধ্বজেস্তবাস তনুভূষণাঃ (ছিন্নাঃ ধ্বজাঃ পতাকাঃ ইস্তবাসাঃ ধনুঃশি তনুগাণি বর্মাণি ভূষণাণি চ যেষাং তথাভূতাশ্চ সন্তঃ) বিখণ্ডিতাঃ (ছিন্নাঃ বিভবুঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—(পরস্পরে অস্ত্রপ্রহারে) গজ, তুরঙ্গ, রথ ও উহাদের আরোহিগণ, পদাতিক এবং অন্যান্য বাহনের সহিত আরোহিবর্গের বাহ, উরু, গ্রীবা ও পদ ছিন্ন হইয়া গেল । পতাকা, ধনু, বর্ম, ভূষণাদি খণ্ড-বিখণ্ড হইল ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—আরোহন্তীত্যারোহা বাহ্যঃ তৈঃ সহিতা বাহা বাহনঃ । ঈস্তবাসো ধনুঃ তনুগ্রং কবচম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সারোহ-বাহাঃ’—যাহারা আরোহণ করে আরোহী, ‘বাহ্য’ বলিতে যোদ্ধগণ, তাহাদের সহিত, অর্থাৎ আরোহী যোদ্ধগণের সহিত অন্যান্য বাহনগণও বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল । ‘ঈস্তবাসঃ’—বলিতে ধনুঃ, ‘তনুগ্রং’—কবচ, অর্থাৎ তাহাদের ধনুঃ, বর্ম ও ভূষণসমূহ খণ্ডবিখণ্ড হইল ॥ ৩৭ ॥

তেষাং পদাঘাতরথাক্ষচূণিতা-

দায়োধনাদুল্বেণ উখিতস্তদা ।

রেণুদিশঃ খং দ্যুমণিঞ্চ ছাদয়ন্

ন্যবর্ত্তাস্বক্-স্তুতিভিঃ পরিপ্লুতাৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তেষাং (দেবাসুরগণাং) পদাঘাত-
রথাক্ষ-চূণিতাৎ (পদাঘাতেঃ রথাক্ষৈ, চক্রৈশ্চ চূণিতাৎ
বিদারিতাৎ) আয়োধনাৎ (যুদ্ধক্ষেত্রাৎ) উখিতঃ
(উদ্গতঃ) উল্বেণঃ (প্রবৃদ্ধঃ) রেণুঃ (ধূলিঃ)
দ্যুমণিঃ (সূর্য্যং) দিশঃ খন্ম (আকাশং) চ ছাদয়ন্
(আব্রুবন্ পশ্চাৎ) অস্বক্-স্তুতিভিঃ (রুধির-
প্রস্রবণৈঃ) পরিপ্লুতাৎ (পরিপ্লবনাদ্ হেতোঃ)
ন্যবর্ত্তত (নিরুত্তা বভূব) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে দেবাসুরগণের পদাঘাতে
ও রথ-চক্রের দ্বারা চূর্ণীকৃত হওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে
প্রচণ্ড ধূলিপটল উখিত হইল এবং উহা দিগ্‌মণ্ডল,
গগন ও সূর্য্যাদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ।
পরক্ষণেই রুধির ধারায় সিক্ত হওয়ায় ধূলিজাল
নিরুত্ত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—চূণিতাক্ষণীভূতাৎ আয়োধনাৎ সংগ্রাম-
স্থানাৎ উখিতো রেণুর্ন্যবর্ত্তত । কীদৃশাৎ অস্বক্-
স্তুতিভিঃ রক্তক্ষরণৈঃ পরিপ্লুতাৎ সিক্তাৎ, পরিপ্লুত
ইতি পাঠে রেণুবিশেষণম্ । তদা চ সূর্য্যপর্য্যন্তং
রক্তোচ্ছলনং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চূণিতাৎ’- (অর্থাৎ দেবতা
ও অসুরগণের পদাঘাত ও রথচক্রদ্বারা রণক্ষেত্রের
মৃত্তিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলে), সেই চূর্ণীভূত সংগ্রামস্থান
হইতে উখিত ধূলিসমূহ ‘ন্যবর্ত্তত’—নিরুত্ত হইল ।
কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—‘অস্বক্-স্তুতিভিঃ’
—যোদ্ধগণের রক্তক্ষরণের দ্বারা সিক্ত হওয়ায়
(উত্থানে বাধা পাইয়া নিরুত্ত হইয়াছিল) । ‘পরি-
প্লুতঃ’—এইরূপ পাঠে উহা রেণুর বিশেষণ । তৎকালে
সূর্য্য পর্য্যন্ত রক্তের উচ্ছলন হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে
হইবে ॥ ৩৮ ॥

শিরোভিরুদ্ধতকিরীটকুণ্ডলৈঃ

সংরম্ভদগ্ধিঃ পরিদণ্ডদচ্ছদৈঃ ।

মহাভুজৈঃ সান্তরণৈঃ সহায়ুধৈঃ

সাপ্রাস্ততা ভূঃ করভোরুভিবভৌ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সা ভূঃ (যুদ্ধভূমিঃ) উদ্ধৃত-
কিরীটকুণ্ডলৈঃ (উদ্ধৃতানি উৎক্ষিপ্তানি কিরীটানি
কুণ্ডলানি চ যেভ্যঃ তৈঃ) সংরম্ভদগ্ধিঃ (সংরম্ভ-
যুক্তাঃ দৃশঃ নয়নানি যেসু তৈঃ) পরিদণ্ডট-দচ্ছদৈঃ
(পরিদণ্ডটঃ দন্তেন দংশিতা দচ্ছদাঃ দন্তচ্ছদাঃ ওষ্ঠ-
ভাগাঃ যেসু তৈঃ) শিরোভিঃ (যোদ্ধমস্তকৈঃ তথা)
সহায়ুধৈঃ (সশস্ত্রৈঃ) সান্তরণৈঃ (সালঙ্কারৈঃ)
মহাভুজৈঃ (যোদ্ধগাং বিশালবাহভিঃ) করভোরুভিঃ
(করভসদৃশৈররুভিঃ) প্রাস্ততা (প্রারুতা সত্যী)
বভৌ (ভাতি স্ম) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে যোদ্ধগণের কিরীটকুণ্ডল-
সম্বলিত ক্রোধযুক্ত-নয়ন-বিশিষ্ট এবং ক্রোধে
দন্তদ্বারা পরিদণ্ডট অধরযুক্ত মস্তক, সশস্ত্র সালঙ্কার
বিশাল ভুজ ও করভসদৃশ উরুসমূহের দ্বারা রণভূমি
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রকর্ষণে আস্ততা আচ্ছাদিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রাস্ততা’—সেই রণক্ষেত্র
যোদ্ধগণের হিন্ন মস্তক প্রভৃতির দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে
আচ্ছাদিত হইয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

কবজাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতশ্বশিরোহক্ষিভিঃ

উদাতামুধদোদধৌরাধাবন্তো ভটান্ যুধে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—স্তত্র চ (যুদ্ধভূমৌ) যুধে (সংগ্রামে)
উদাতামুধদোদধৌঃ (অস্তধারি-বাহভিঃ) ভটান্
(যোদ্ধন্ প্রতি) আধাবন্তঃ (আক্রমিতুং ধাবন্তঃ)
শ্বশিরোহক্ষিভিঃ (যুদ্ধ-ক্ষেত্র-নিপতিত-নিজশিরোগত-
নয়নৈঃ) [পশ্যন্তঃ (দৃষ্টিসমার্থাঃ)] কবজাঃ
(হিন্নগ্রীবাঃ প্রেতাঃ) চ উৎপেতুঃ (আগতাঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—সেই রণক্ষেত্রে অনেক কবজের (মস্তক
রহিত দেহের) উৎপত্তি হইয়াছিল । ঐ সকল কবজ
যুদ্ধে নিপতিত নিজ নিজ চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া
ভূজদণ্ডের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রাদি উত্তোলন পূর্ব্বক অন্য
যোদ্ধার প্রতি ধাবমান হইতেছিল ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পতিতানি যানি শ্বশিরাংসি তন্নতৌ-
রক্ষিভিঃ পশ্যন্তঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পতিত-শ্বশিরঃ’—ভূপতিত
নিজ নিজ মুণ্ডস্থিত চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়া ॥ ৪০ ॥

বলির্মহেন্দ্রং দশভিঃশিভিরৈবতং শরৈঃ ।

চতুর্ভিঃচতুরো বাহানেকেনারোহমাচ্ছন্নং ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বলিঃ দশভিঃ শরৈঃ (বাণৈঃ) মহেন্দ্রম্ (ইন্দ্রং) ত্রিভিঃ (শরৈঃ) ঐরাবতম্ (ইন্দ্রবাহনগজং) চতুর্ভিঃ (শরৈঃ) চতুরঃ বাহান্ (ঐরাবতপাদরক্ষক-চতুষ্টয়ম্) একেন (শরেণ) আরোহং (গজযন্তারম্) আচ্ছন্নং (বিব্যাধ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর বলি দশবাণ দ্বারা ইন্দ্রকে, তিন বাণে ঐরাবতের পাদ-রক্ষক অশ্ব-চতুষ্টয়কে এবং এক বাণে হস্তিচালককে বিদ্ধ করিল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—বাহান্ ঐরাবতপাদরক্ষকান্, আরোহং গজযন্তারম্ আচ্ছন্নং বিব্যাধ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বাহান্’—ঐরাবতের পাদ-রক্ষক চারিটি বাহককে, এবং ‘আরোহং’—হস্তীর পরিচালককে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪১ ॥

স তানাপততঃ শক্রস্তাবতিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ ।

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভগ্নৈরসম্প্রাপ্তান্ হসমিব ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শীঘ্রবিক্রমঃ (দ্রুতশরপ্রয়োগকুশলঃ) স শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) আপততঃ (স্খাভিমুখম্ আগচ্ছতঃ) অসম্প্রাপ্তান্ (লক্ষ্যে অসংলগ্নান্ এব) তান্ (শরান্) তাবতিঃ (শর-সংখ্যাকৈঃ) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণৈঃ) (অস্ত্রবিশেষৈঃ) হসন্ ইব (অনায়াসেনৈব) চিচ্ছেদ (দ্বিধা চকার) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ধনুবিদ্যায় সুনিপুণ দেবরাজ ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে নিজাভিমুখগামী শস্ত্রসমূহকে তাবৎ সংখ্যক শানিত অস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । উহারা লক্ষ্যে সংলগ্ন হইতে পারে নাই ॥ ৪২ ॥

তস্য কন্মোত্তমং বীক্ষ্য দুর্ম্মর্ষঃ শক্তিমাদদে ।

তাং জলন্তীং মহোল্কাভাং হস্তস্থামচ্ছিনদ্ধিরিঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মর্ষঃ (অসহনঃ স বলিঃ) তস্য (ইন্দ্রস্য) উত্তমম্ (অনায়াসেন বাগচ্ছেদরূপং) কন্ম বীক্ষ্য (দৃষ্টা পুনস্তস্য হননার্থং) শক্তিম্ (অস্ত্রবিশেষম্) আদদে (জগ্ৰাহ) । হরিঃ (ইন্দ্রশচ) মহোল্কাভাং (মহোল্কাবৎ প্রতীয়মানাং) জলন্তীং

(দীপ্যমানাং) তাং (শক্তিং) হস্তস্থং (ত্যাগাৎ-পূর্ব্বং রিপুহস্তস্থিতামেব) অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রের এই প্রকার উত্তম কন্ম দর্শন করিয়া বলি ক্রোধাবেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) গ্রহণ করিলেন । ইন্দ্র ঐ মহা উল্কার ন্যায় দীপ্তিমতী শক্তিকে বলির হস্তে থাকিতে থাকিতেই ছিন্ন করিয়া-ছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ম্মর্ষঃ অসহনো বলিঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দুর্ম্মর্ষঃ’—অসহিষ্ণু মহারাজ বলি, (অর্থাৎ ইন্দ্রের ঐপ্রকার বাগচ্ছেদনরূপ উত্তম কন্ম দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অসুররাজ বলি একটি শক্তি গ্রহণ করিলেন) ॥ ৪৩ ॥

ততঃ শূলং ততঃ প্রাসং ততস্তোমরযুটয়ঃ ।

যদ্যচ্ছস্ত্রং সমাদদ্যাৎ সর্ব্বং তদচ্ছিনদ্বিভুঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শক্তিচ্ছেদাৎ পশ্চাৎ বলিঃ) শূলং ততঃ (শূলাৎ পশ্চাৎ) প্রাসং (তন্মামকমস্ত্রং) ততঃ (প্রাসাৎ পরং) তোমরম্ (অস্ত্রবিশেষং ততশ্চ) ঋটয়ঃ (ঋটিটিনামকানি অস্ত্রাণি এবং) যৎ যৎ শস্ত্রং সমাদদ্যাৎ (ইন্দ্রস্য বধ্যায় অগ্রহীৎ) বিভুঃ (সমর্থঃ স ইন্দ্রঃ) তৎ সর্ব্বং (শস্ত্রম্) অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তদন্তর ক্রমে ক্রমে বলি শূল, প্রাস, তোমর, ঋটিট প্রভৃতি যে যে শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সামর্থ্যবান্ ইন্দ্র সে সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৪ ॥

সসজ্জাখাসুরীং মায়ামন্তর্জানগতোহসুরঃ ।

ততঃ প্রাদুরভূচ্ছলঃ সুরানীকোপরি প্রভো ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ !) অথ (সর্ব্ব-শস্ত্র-চ্ছেদানন্তরং) অসুরঃ (বলিঃ) অন্তর্জান-গতঃ (লোক-লোচন-গোচরাৎ তিরোহিতবিগ্রহঃ সন্) আসুরীম্ (অসুরাভ্যন্তাং) মায়াং সসজ্জ (কল্পনামাস) । ততঃ (মায়াকল্পনাদেব) সুরানীকোপরি (দেবসৈন্যা-নামুর্দ্ধভাগে) শৈলঃ (কশিৎ পর্ব্বতঃ) প্রাদুরভূৎ (আবির্ভূতঃ বভূব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! অনন্তর এই অসুররাজ (বলি) অন্তহিত হইয়া আসুরী মায়্যা সৃষ্টি করিল । তখন দেবসৈন্যের উপরে এক পর্বত আবির্ভূত হইল ॥ ৪৫ ॥

ততো নিপেতুস্তরবো দহ্যমানা দবাগ্নিনা ।
শিলাঃ সটঙ্কশিখরাশ্চূর্ণয়ন্ত্যো দ্বিমদ্বলম্ ॥ ৪৬ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (শৈলাৎ) দবাগ্নিনা (দাবানলেন) দহ্যমানাঃ তরবঃ (রক্ষাঃ তথা) সটঙ্ক-শিখরাঃ টঙ্কবৎ তীক্ষ্ণাগ্নৈঃ শিখরৈঃ সহিতাঃ) শিলাঃ (প্রস্তর-খণ্ডাঃ) দ্বিমদ্বলং (শত্রুভূত দেবসৈন্যং) চূর্ণয়ন্ত্যঃ (চূর্ণিতান্ কৃর্বন্ত্যঃ সত্যঃ) নিপেতুঃ (পতিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ঐ পর্বত হইতে দাবানলে দহ্যমান রক্ষ সকল, টঙ্কের (পাষাণ-বিদারক অস্ত্র) ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্নি শিখরের সহিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ শত্রু সৈন্যগণকে চূর্ণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—টঙ্কবতীক্কেঃ শিখরৈঃ সহ বর্তমানাঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সটঙ্ক-শিখরাঃ’—টঙ্ক বলিতে পাষাণচ্ছেদক অস্ত্র, তাহার ন্যায় তীক্ষ্ণাগ্নি শিলাখণ্ডসমূহ (পতিত হইয়া দেবসৈন্যগণকে চূর্ণ করিতে লাগিল ।) ॥ ৪৬ ॥

মহোরগাঃ সমুৎপেতুর্দন্দশূকাঃ সরুশ্চিকাঃ ।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মর্দয়ন্তো মহাগজাঃ ॥ ৪৭ ॥

অবয়বঃ—সরুশ্চিকাঃ (রুশ্চিকৈঃ সহ বর্তমানাঃ) দন্দশূকাঃ (দংশনশ্রুতাবাঃ) মহোরগাঃ (মহাসর্পাঃ তথা) সিংহব্যাঘ্র-বরাহাঃ চ (জন্তবঃ) মর্দয়ন্তঃ (পীড়য়ন্তঃ সন্তঃ) মহাগজাঃ (বৃহদ্বন্তিনঃ) সমুৎপেতুঃ (শত্রুবলে পতিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—রুশ্চিকের সহিত দংশনশীল মহাসর্প-সকল এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ও মর্দনক্ষম মহা মন্ত্রমাতঙ্গগণ শত্রুসৈন্যমাধে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ ।

ছিঞ্জি ভিক্ষীতিবাদিন্যস্তথা রক্ষোগণাঃ প্রভো ॥ ৪৮ ॥

অবয়বঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ !) শূলহস্তাঃ (শূলধারিণাঃ) বিবাসসঃ (নগ্নাঃ) ছিঞ্জি (শত্রুবল-চ্ছেদং কুরু) ভিক্ষি (শত্রুবল-ভেদং কুরু) ইক্তি বাদিন্যঃ (উচৈঃ ঘোষয়ন্ত্যঃ) শতশঃ (বহ্বাঃ) যাতুধান্যঃ (রাক্ষস্যাঃ) তথাঃ (তাদৃশাঃ) রক্ষোগণাঃ (রাক্ষসগণাশ্চ সমুৎপেতুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো ! শূলধারিণী বিবসনা বহ রাক্ষসী এবং রাক্ষসগণ ‘ছেদন কর’ ‘বিনাশ কর’ ইত্যাদি বলিতে বলিতে সমুৎপত্তি হইল ॥ ৪৮ ॥

ততো মহাঘনা ব্যোম্ভিন গন্তীরপুরুষশ্চনাঃ ।

অঙ্গারান্ মুমুচুর্বাতৈরাহতাঃ স্তনয়িত্তবঃ ॥ ৪৯ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (অনন্তরং) ব্যোম্ভিন (গগনমণ্ডলে) গন্তীরপুরুষশ্চনাঃ (গুরুতরকর্কশশব্দাঃ) মহাঘনাঃ (অতিশয়নিবিড়াঃ) বাতৈঃ (বায়ুভিঃ) আহতাঃ (তাড়িতাঃ) স্তনয়িত্তবঃ (মেঘাঃ) অঙ্গারান্ মুমুচুঃ (তত্যাঙ্গুঃ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর আকাশমণ্ডলে অতি ভীষণ শব্দ করিয়া নিবিড় জলদজাল বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া অঙ্গারবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্তনয়িত্তবো গর্জ্জনবন্তঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তনয়িত্তবঃ’—গর্জ্জনকারী (মেঘসমূহ বায়ুর আঘাতে অঙ্গাররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল) ॥ ৪৯ ॥

সৃষ্টো দৈত্যেন সুমহান্ বহিঃ শ্বসনসারথিঃ ।

সাংবর্তক ইবাত্যুগ্রো বিবুধধ্বজিনীমধাক্ ॥ ৫০ ॥

অবয়বঃ—দৈত্যেন (বলিনা) সৃষ্টঃ (মায়য়া কল্পিতঃ) শ্বসন-সারথিঃ (বায়ুসহায়ঃ) সাংবর্তকঃ ইব (প্রলয়কালীনবহিঃ) অত্যাগ্রঃ (অতিপ্রচণ্ডঃ) সুমহান্ বহিঃ (কশিচদনলঃ) বিবুধ-ধ্বজিনীং (দেব-বাহিনীম্) অধাক্ (দদাহ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—বলিসৃষ্ট মহান্ অগ্নি দেববাহিনীকে

দক্ষ করিতে লাগিল। সেই অগ্নি বায়ুসহায় সংবর্তক নামক প্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—অধাক্ অধাক্ষীৎ ॥ ৫০ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘অধাক্’—দক্ষ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সৰ্ব্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত ।

প্রচণ্ডবাতৈরুদ্ধততরঙ্গাবর্তভীষণঃ ॥ ৫১ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ (অগ্নেঃ পশ্চাৎ) সৰ্ব্বতঃ (দেবসৈন্যেণ সৰ্ব্বত্র) প্রচণ্ডবাতৈঃ (প্রবলবায়ুভিঃ) উদ্ধততরঙ্গাবর্ত-ভীষণঃ (উদ্ধৃতাঃ উথিতাঃ যে তরঙ্গাঃ উৰ্দ্ধম্নঃ তেষাম্ আবর্তৈঃ জলপ্রমিতিঃ ভীষণঃ ভয়দঃ) উদ্বেলঃ (বেলামতিজ্ঞাতঃ) সমুদ্রঃ (কশিচিন্মা-কল্লিতঃ সাগরঃ) প্রত্যদৃশ্যত (দৃষ্টিপথমাজগাম্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর সর্বদিকে প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা উথিত, তরঙ্গ ও আবর্ত-হেতু ভয়ানক ভীরাতিক্রম সমুদ্র দৃষ্ট হইল ॥ ৫১ ॥

এবং দৈত্যৈর্মহামায়ৈরলক্ষ্যগতিভী রণে ।

সৃজ্যমানাসু মায়াসু বিষেদুঃ সুরসৈনিকাঃ ॥ ৫২ ॥

অম্বয়ঃ—(অথ) রণে (যুদ্ধে) অলক্ষ্যগতিভিঃ (অলক্ষ্যা অদৃশ্যা গতিঃ যেষাং তৈঃ) মহামায়ৈঃ (মায়্যা বিদ্যা-কুশলৈঃ) দৈত্যৈঃ (অসুরৈঃ) এবং (পূর্বোক্তরূপং) মায়াসু সৃজ্যমানাসু (বিরচ্যমানাসু সতীষু) সুরসৈনিকাঃ (দেবসৈন্যঃ) বিষেদুঃ (বিবাদং প্রাপুঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য মহামায়াবী দানবগণ এই প্রকার অলক্ষ্যগতিতে রণক্ষেত্রে বিবিধ মায়্যা সৃষ্টি করিতে থাকিলে দেবসৈন্যগণ বিষাদ প্রাপ্ত হইল ॥ ৫২ ॥

ন তৎপ্রতিবিধিং যত্র বিদুরিদ্ভাদয়ো নৃপ ।

ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ তত্র ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৫৩ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (রাজন্) যত্র (মায়্যা-বিষয়ে) ইদ্ভাদয়ঃ (অন্যে দেবাঃ) তৎপ্রতিবিধিং

(তৎপ্রতীকার-ক্রিয়াং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি স্ম) তত্র (তস্মিন্ বিষয়ে) ধ্যাতঃ (প্রতিকারার্থং স্মৃতঃ) বিশ্বভাবনঃ (বিশ্বহিতৈষী) ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) প্রাদুরভূৎ (তত্রাবির্ভূতো বভূব) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ইদ্ভাদি দেবগণ ঐ মায়ার কোন প্রতীকার দেখিতে না পাইয়া ভগবানকে ধ্যান করিবামাত্র বিশ্ব-ভাবন ভগবান্ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

ততঃ সুপর্ণাং সক্রতাশ্চিপ্লবঃ

পিশঙ্গবাসা নবকঙ্কলোচনঃ ।

অদৃশ্যতাশ্চাম্বুধবাহক্লমস-

চ্ছ্রীকৌস্তভানর্ঘ্যাকিরীটকুণ্ডলঃ ॥ ৫৪ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ সুপর্ণাংস-ক্রতাশ্চিপ্লবঃ (সুপর্ণস্য অংসয়ো বাহমূলয়োঃ কৃতং বিন্যস্তম্ অশ্চিপ্লবঃ পাদপ্লব-যুগ্মং যেন সঃ) পিশঙ্গবাসাঃ (পীতবসনঃ) নবকঙ্কলোচনঃ (নবীনপদ্মবৎ প্রস্ফু-টিতনেত্রঃ) অশ্চাম্বুধ-বাহঃ (অশ্চৌ আম্বুধযুক্তাঃ অশ্রুযুক্তাঃ বাহবঃ ভূজাঃ যস্য সঃ) উল্লসচ্ছ্রীকৌস্ত-ভানর্ঘ্যাকিরীট কুণ্ডলঃ (উল্লসন্তি প্রকাশমানানি শ্রীশ্চ কৌস্তভশ্চ অনর্ঘ্যাকিরীটং মহাঘমুকুটং কুণ্ডলে চ এতানি যত্র সঃ ভগবান্) অদৃশ্যত (অবলোকিতঃ অভূৎ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে পাদপদ্মযুগল বিন্যস্ত করিয়া পীতবসন, নবপদ্ম-পলাশলোচন ভগবান্ অশ্রু বাহতে অশ্রু আম্বুধ ধারণ পূর্বক শ্রী, কৌস্তভ, মহা-মূল্যবান্ কিরীট ও মনোহর কুণ্ডলে শোভিত হইয়া সকলের দৃগ্গোচর হইলেন ॥ ৫৪ ॥

তস্মিন্ প্রতিষ্ঠেহসুরকুটকর্মজা

মায়্যা বিনেগুমহিনা মহীয়াসঃ ।

স্থগ্নো যথা হি প্রতিবোধ আগতে

হরিস্মৃতিঃ সর্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

অম্বয়ঃ—তস্মিন্ (ভগবতি) প্রতিষ্ঠে (যুদ্ধ-ভূমিমাগতে সতি) মহীয়াসঃ মহিনা (মহিমবতঃ তস্য মহিম্না) অসুরকুটকর্মজা (অসুরাণাং রহস্য-

ক্রিয়াজন্যা) মায়া প্রতিবোধে আগতে স্বপ্নঃ যথাঃ হি
(জাগ্রদবস্থায় প্রাপ্তায় যথা স্বপ্নঃ নশ্যতি তথা)
বিনেতুঃ (বিলীনাঃ বভূবুঃ), (যতঃ) হরেঃ (ভগ-
বতঃ) স্মৃতিঃ (স্মরণং) সৰ্ববিপদ্বিমোক্ষণম্
(সকলাপদদুষ্কারকম্) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেরূপ স্বপ্নাবস্থা
নাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ
করিবামাত্র তাঁহার মহামহিম দ্বারা অসুরদিগের
কটুকর্ম্মজনিত মায়া বিলীন হইল। ভগবানের
স্মরণই সকল বিপন্নোচক ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহিনা মহিমনা ॥ ৫৫ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহিনা’—শ্রীহরির মহিমান্ন
(অসুরগণের মায়াসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইল) ॥ ৫৫ ॥

দৃষ্টা যুধে গরুড়বাহমিভারিবাঃ
আবিধ্য শূলমহিনোদথ কালনেমিঃ ।
তল্লীলয়া গরুড়মুখি পতঙ্গুহীত্বা
তেনাহননুপ সবাহমরিং ত্র্যধীশঃ ॥ ৫৬ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (রাজন্ !) ইভারিবাঃ
(সিংহবাহনঃ) কালনেমিঃ (অসুরবিশেষঃ) যুধে
(যুদ্ধে) গরুড়বাহং (শ্রীহরিং) দৃষ্টা শূলম্ আবিধ্য
(ভ্রাময়িত্বা) অথ অহিনোৎ (তং প্রতি অক্ষিপৎ)
ত্র্যধীশঃ (ত্রিলোকেশঃ হরিঃ) গরুড়মুখি (গরুড়স্য
মস্তকোপরি) পতৎ (পতনোন্মুখং) তৎ (শূলং)
লীলয়া (অনায়াসেন) গৃহীত্বা (ধৃত্বা) তেন (শূলে
এব) সবাহং (সিংহসহিতম্) অরিং (শত্রুং কাল-
নেমিম্) অহনৎ (জঘান) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! সিংহবাহন কালনেমি
নামে অসুর যুদ্ধক্ষেত্রে গরুড়-বাহন শ্রীহরিকে দেখিতে
পাইয়া শূল ঘূর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিল,
ত্রিলোকেশ্বর হরি গরুড়ের মস্তকে পতনোন্মুখ সেই
শূল অনায়াসে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা সেই সবাহন শত্রু
(কালনেমি) কে হনন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইভারিবাঃ সিংহবাহঃ । আবিধ্য
কম্পয়িত্বা পতদেব শূলং বামহস্তেন গৃহীত্বা তেনৈবাহনৎ
অহন্ ॥ ৫৬ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইভারিবাঃ’—সিংহবাহন

কালনেমি শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া একটি শূল ঘূর্ণিত
করিয়া তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিল। ‘পতঙ্গুহীত্বা’
—ঐ শূলটি গরুড়ের মস্তকে পতনোন্মুখ হইলে শ্রীহরি
তাহা বামহস্ত গ্রহণ করিয়া, তাহার দ্বারাই বাহন-
সহিত শত্রু কালনেমিকে নিহত করিলেন ॥ ৫৬ ॥

মধব—

কালনেম্যাদয়ঃ সৰ্ব্বৈ হরিণা নিহতা অপি ।
শুক্রেণোজ্জীবিতাঃ সন্তঃ পুনস্তেনৈব পাতিতাঃ ॥
ইতি চ ॥ ৫৬ ॥

মালী সুমাল্যতিবলৌ যুধি পৈততুঃ-
চক্রৈঃ কুন্তশিরসাবথ মাল্যবাংস্তম্ ।
আহত্য তিগ্মগদয়াহনদণ্ডজৈস্তং
তাবচ্ছিরোহচ্ছিনদরেন্দতোহরিণাদ্যঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে
দেবাসুরসংগ্রাম নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) যচ্চক্রৈঃ (যস্য
শ্রীবিষাঃ চক্রৈঃ) অতিবলৌ (মহাবলৌ) মালী
সুমালী (অসুরদ্বয়ং) কুন্তশিরসৌ (ছিন্নমুণ্ডৌ) যুধি
পৈততুঃ (যুদ্ধক্ষেত্রে পতিতৌ বভূবতুঃ) তং (ভগ-
বন্তমপি) মাল্যবান্ তিগ্মগদয়া (তীক্ষ্ণগদাস্ত্রৈঃ)
আহত্য (প্রহত্য যদা) অণ্ডজৈস্তং (গরুড়ম্)
অহনৎ (হস্তং প্রববৃত্তে) তাবৎ (তনৈব) আদ্যঃ
(শ্রীহরিঃ) নদতঃ (সিংহনাদং কুর্ব্বতঃ) অরে
(শত্রোঃ মাল্যবতঃ) শিরঃ (মস্তকং) চক্রৈঃ
অচ্ছিনৎ (চিচ্ছেদ) ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়স্যম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অনন্তর যাঁহার চক্রদ্বারা অতি বলী
মালী ও সুমালীর মস্তক-দ্বয় ছিন্ন হইয়া যুদ্ধ-স্থলে
পতিত হইয়াছিল, সেই শ্রীহরিকে মাল্যবান্ তীক্ষ্ণ
গদাদ্বারা প্রহার করিয়া যখন খগ-রাজ গরুড়কে
আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছিল, তখন আদ্য শ্রীহরি
চক্রের দ্বারা সিংহনাদকারী শত্রুর শিরোদেশ ছিন্ন
করিলেন ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—যচ্চক্রেণ যস্য চক্রেণ তং হরিম্
আহত্য অণ্ডজেন্দ্রং গরুড়ম্ অহনৎ যাবৎ হস্তং প্রব-
বৃত্তে তাবদেব অচ্ছিনৎ । আদ্যো হরিঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেষ্টসাম্ ।

অষ্টমে দশমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যচ্চক্রেণ’—যাঁহার চক্রের
দ্বারা মালী ও সুমালী ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত
হইল, সেই শ্রীহরিকেই মাল্যবান্ প্রচণ্ড গদা দ্বারা
আহত করিয়া গরুড়কে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া-
মাত্রই, ‘আদ্যঃ’—আদিপুরুষ শ্রীহরি চক্রদ্বারা গর্জ-
নকারী শব্দ মাল্যবানের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন ॥ ৫৭ ॥



ইতি ভক্তচেষ্টের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত দশম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের সারার্থ-
দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের
মঞ্চ, তথ্য, বিরুতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের দশম অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

একাদশোধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

অথো সুরাঃ প্রত্যুপলব্ধচেতসঃ

পরস্য পুংসঃ পরয়ানুকম্পয়া ।

জয়ন্তী শব্দসমীরণাদয়-

স্তাংস্তান্ রণে ঐরতিসংহতাঃ পুরা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ে কথাসার

এই অধ্যায়ে দৈত্যকুলের সংহার দর্শনে দেবর্ষি
নারদের দেবগণকে নিবারণ এবং গুণ্ডাচার্য্যকর্ত্ত্বক
মৃত দৈত্যগণের পুনর্জীবন প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে ।

দেবগণ ভগবতকৃপায় অসুরমায়্যা-বিমুক্ত হইয়া
পুনরায় মহাদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ইন্দ্র বজ্র
দ্বারা বলিকে আঘাত করিলেন । বলি সমরে পতিত
হইলে বলিসখা জন্তাসুর ইন্দ্রকে আক্রমণ করিল ।
ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ।
দেবর্ষিনারদমুখে জন্তাসুরনিধনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহার
জাতি নমুচি, বল ও পাক নামক অসুরগণ আসিয়া
আক্রমণ করিল । দেবরাজ স্বীয় শস্ত্রদ্বারা বল ও
পাকের শিরচ্ছেদন করিয়া নমুচির কন্ধরে কুলিশাঘাত
করিলেন । কিন্তু বজ্র তাহার নিকট হইতে প্রতিহত
হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত

হইলেন । এমন সময় দৈববাণী হইল—শুদ্ধ অথবা
আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা নমুচি বধার্থ নহে । তচ্ছব্ধে ইন্দ্র
নমুচির বধোপায় চিন্তা করিতে করিতে আর্দ্র অথচ
শুদ্ধ উভয়াক ‘ফেন’ দেখিতে পাইলেন এবং তদ্বারা
নমুচির বধসাধন করিলেন । ইন্দ্রের ন্যায় অন্যান্য
দেবগণও অনেক অসুর সংহার করিতেছিলেন ।
অনন্তর ব্রহ্মার নিয়োগে দেবর্ষি নারদ আসিয়া দেব-
গণকে অসুর সংহার কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন ।
দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । রণক্ষেত্রে যে সকল
দানব অবশিষ্ট ছিল, নারদাদেশে তাহারা বলিকে
লইয়া অন্তপর্ব্বতে গমন করিল । গুণ্ডাচার্য্যের
করুণ্পর্শে বলি ইন্দ্রিয় ও স্মরণ-শক্তি প্রাপ্ত হইলেন ।
অন্যান্য দানবগণ—মাহাদেব অবয়ব একেবারে
বিনষ্ট হয় নাই ও কন্ধর বিদ্যমান ছিল, তাহারাও
গুণ্ডাচার্য্যের প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল ।

অর্থঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অথো (অনন্তরং)
পরস্য পুংসঃ (হরেঃ) পরয়া অনুকম্পয়া (কৃপয়া)
প্রত্যুপলব্ধঃ চেতসঃ (প্রাপ্তচেতন্যঃ) শব্দসমীরণা-
দয়াঃ (ইন্দ্র-বায়ুপ্রভৃত্যঃ) সুরাঃ (দেবাঃ) পুরা
যৈঃ (দৈত্যৈঃ) অভিসংহতাঃ (যোদ্ধুং প্ররুতাঃ) তান্
তান্ রণে ভূশম্ (অত্যন্তং) জয়ন্তী (হতবস্তঃ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, তাহার পর ইন্দ্র,

বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ পরমপুরুষ শ্রীহরির পরমরূপায় চৈতন্য লাভ করিয়া, পূর্বে যে সকল অসুর তাঁহা-দিগকে আঘাত করিয়াছিল, তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একাদশে সাকোপোত্তিরিত্রো জস্তাদিকানহন ।

নারদোক্ত্য যুদ্ধভঙ্গে শুক্রো দৈত্যানজীবয়ৎ ॥১৥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে কোপ-পূর্ণ উক্তির সহিত ইন্দ্র জন্ত প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করেন, এবং দেবর্ষি নারদের বাক্যে যুদ্ধ নিরুত্ত হইলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণকে জীবিত করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বৈরোচনায় সংরম্ভো ভগবান্ পাকশাসনঃ ।

উদযচ্ছদ্যদা বজ্রং প্রজা হাহতি চুক্রুঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ পাকশাসনঃ (ইন্দ্রঃ) সংরম্ভ (ব্রুদ্ধঃ সন্) বৈরোচনায় (বলয়ে তং হন্তং) যদা বজ্রম্ উদযচ্ছৎ (উন্মিন্যে তদা তস্য) প্রজাঃ (দৈত্যাঃ) হা হা ইতি চুক্রুঃ (ব্যালপন্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শক্তিশালী ইন্দ্র যখন ব্রুদ্ধ হইয়া বিরোচননন্দন বলিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত বজ্র উত্তোলন করিলেন, তখন প্রজাগণ হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

বজ্রপাণিস্তমাহেদং তিরস্কৃত্য পুরঃস্থিতম্ ।

মনস্বিনং সুসম্পন্নং বিচরন্তং মহামুখে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—বজ্রপাণিঃ (ইন্দ্রঃ) মনস্বিনং (ধৈর্য্য-বন্তং) সুসম্পন্নং (যুদ্ধসাধনশস্ত্রাদিসংযুক্তং) মহামুখে (মহামুখে) বিচরন্তং (ভ্রমন্তং) পুরঃস্থিতং (সম্মুখ-বর্তিনং) তং (বলিং) তিরস্কৃত্য ইদং (বক্ষ্যমাণ-প্রকারম্) আহ (কথয়ামাস) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—বজ্রপাণি ইন্দ্র, মনস্বী সুসজ্জিত মহা-মুখে বিচরণশীল সম্মুখবর্তী বলিকে তিরস্কার করিয়া এই বাক্য বলিলেন ॥ ৩ ॥

নটবন্মুঢ় মায়্যভির্মায়েশান্ নো জিগীষসি ।

জিত্বা বালান্ নিবদ্ধাক্কান্ নটো হরতি তদ্ধনম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মূঢ় ! নটঃ (কপটবৃত্তিঃ মন্তাদিপ্রয়োগৈঃ) নিবদ্ধাক্কান্ (নিবদ্ধানি অক্ষীণি যেমাং তান) বালান্ জিত্বা (যথা) তদ্ধনং (তেষাং ধনং) হরতি (তথা) নটবৎ (ভ্রমপি) মায়েশান্ (মায়্যাঃ ঈশান্ প্রভৃন্) নঃ (অস্মান্) মায়্যভিঃ জিগীষসি (জেতুম্ ইচ্ছসি তদ্ ব্যর্থম্ ইতি শেষঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অরে মূঢ় ! কপট ব্যক্তি যেরূপ বালকদিগের নগ্ন বন্ধনপূর্বক তাহাদিগকে জয় করিয়া ধন হরণ করে, তদ্রূপ নটের ন্যায় তুইও মায়ার অধীশ্বর আমাদিগকে মায়্যা দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্ ? ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—নটবিদিতি সোক্তং বিদ্বগোতি । নটো হি বালান্ নিবদ্ধাক্কান্ কৃত্বা কপটেন জিত্বা তদ্ধনং হরতি তথৈব কিমস্মান্ জিগীষসি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নটবৎ’—নটের ন্যায় ইত্যাদি ইন্দ্রের উক্তি বিবৃত করিতেছেন । নট (কপটবৃত্তি লোক) যেরূপ বালকগণের চক্ষু বন্ধনপূর্বক কপ-টতার দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ধন হরণ করে, সেইরূপ কি আমাদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৪ ॥

আরুরুক্ষন্তি মায়্যভিরুৎসিস্বসন্তি যে দিবম্ ।

তান্ দস্যান্ বিধুদোম্যজান্ পূর্বস্মাত্ত পদাদধঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যে মায়্যভিঃ দিবং (স্বর্গম্) আরুরু-ক্ষন্তি (আরোহণমিচ্ছন্তি যে চ তাং) উৎসিস্বসন্তি (উল্লংঘ্যিতুমিচ্ছন্তি মোক্ষমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ) তান্ অজান্ দস্যান্ (অহং) পূর্বস্মাত্ত চ পদাৎ (রসাতলাদপি) অধঃ বিধুনোমি (অধঃ পাতয়ামি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে সকল লোক মায়্যা দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে অথবা স্বর্গলোক অতি-ক্রম করিয়া মোক্ষাভিলাষী হয়, আমি সেই সকল অজ দস্যকে রসাতল হইতেও অধিক অধোলোকে নিক্ষেপ করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—উৎসিস্বসন্তি দিবমপ্যল্লংঘ্যিতুমিচ্ছন্তি

মহর্লোকাদিষ্বপ্যধিকভূমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ । পূর্বস্মাৎ
রসাতলাদপ্যধঃ পাতয়ামি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উৎসিস্পৃসন্তি’—যাহারা
স্বর্গলোককেও অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ
মহর্লোকাদি অধিকার করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, এই
অর্থ । ‘পূর্বস্মাৎ’—পূর্বপদ রসাতল অপেক্ষাও
নিম্নস্থানে আমি তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকি
॥ ৫ ॥

সোহহং দুর্মায়িনস্তেহদ্য বজ্রেন শতপর্বণা ।

শিরো হরিষ্যে মন্দান্বনং ঘটস্থ জাতিভিঃ সহ ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—সঃ (এবং প্রভাবঃ) অহং শতপর্বণা
বজ্রেন দুর্মায়িনঃ (লোকমোহনমায়াবতঃ) তে (তব)
শিরঃ অদ্য (এব) হরিষ্যে, (হে) মদান্বনং ।
(মন্দবুদ্ধে ! ত্বং) জাতিভিঃ (সহ) ঘটস্থ (যুদ্ধায়
যত্নং কুরু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন আমি শতপর্ব-
যুক্ত বজ্রদ্বারা দুষ্ট মায়াবী তোর মস্তক অদ্যই ছিন্ন
করিব । রে মন্দবুদ্ধে ! তুই জাতিগণের সহিত
যুদ্ধার্থ যত্ন কর ॥ ৬ ॥

শ্রীবলিরূবাচ—

সংগ্রামে বর্তমানানাং কালচোদিতকর্ণগাম্ ।

কীর্তির্জ্যোহজয়ো মৃত্যুঃ সর্বেষাং স্মরণনুক্রমাৎ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ—কালচোদিতকর্ণগাম্
(কালেন কীর্ত্যাদ্যনুকূলকালেন চোদিতম্ উদ্ধুদ্ধং কৰ্ণ
যেষাং তেষাং) সংগ্রামে (যুদ্ধে) বর্তমানানাং সর্ব-
েষাম্ (এব) কীর্তিঃ জয়ঃ অজয়ঃ মৃত্যুঃ অনুক্রমাৎ
(কালভেদেনৈব) স্মৃ (ভবন্তি ন তু, সর্বদৈব একস্য
কস্যচিৎ একভাবঃ ইতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবলি বলিলেন—এই যুদ্ধক্ষেত্রে
বর্তমান সকলের কালপ্রেরিত কৰ্ণের ফলানুসারে
কীর্তি, জয়, অজয়, মৃত্যু ক্রমে ক্রমে হইবে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—জয়াৎ কীর্তিরজ্যান্মৃত্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কীর্তিঃ’—যুদ্ধে জয় হইলে
যশোলাভ এবং পরাজয় হইলে মরণ, এই অর্থ ॥ ৭ ॥

তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সুরয়ঃ ।

ন হস্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যুয়মপণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—সুরয়ঃ (বিবেকিনঃ জনাঃ) তৎ ইদং
(কীর্ত্যাদিযুক্তং জগৎ) কালরশনং (কালযন্তিতং)
পশ্যন্তি, (অতঃ) ন হস্যন্তিঃ ন শোচন্তি । তত্র (এবং
বিচারবিষয়ে) যুয়ম্ অপণ্ডিতাঃ (অনিপুণাঃ ভবতঃ)
॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বিবেকী ব্যক্তিগণ এই জগতকে
কালের বশীভূতরূপে দর্শন করেন, সুতরাং ইহার
জন্য তাঁহারা হর্ষ বা শোক করেন না, কিন্তু তোমরা
এ সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কালরশনং কালযন্তিতং পশ্যন্ত্যেব ন
তু হর্ষশোকাদিকং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কালরশনং’—পণ্ডিতগণ এই
জগৎকে কাল-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া মনে করেন, অতএব
হর্ষ বা শোক প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

ন বয়ং মন্যমানানামান্বনং তত্র সাধনম্ ।

গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং গৃহীমো মর্শ্বতাড়নাঃ ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—তত্র (কীর্তিজয়াদৌ) আন্বনং (স্বং)
সাধনং (কারণং) মন্যমানানাং সাধুশোচ্যানাং
(অজ্ঞেয় সাধুভিঃ শোচ্যানাং) বঃ (যুয়াকং)
মর্শ্বতাড়নাঃ (মর্শ্বসু তাড়নং যাতিঃ তাঃ) গিরঃ
(বাক্যানি) বয়ং ন গৃহীমঃ (যথার্থতয়া নাজীকুর্ণঃ)
॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তোমরা কীর্তি, জয়াদিলাভে নিজদিগ-
কে কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, তোমাদের মৃত্যুর
সাধুগণ শোক করিয়া থাকেন ; অতএব তোমাদের
বাক্য মর্শ্বপীড়াদায়ক হইলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করি
না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র কীর্তিজয়াদৌ আন্বনং স্বং সাধ-
নম্ অহঙ্কারমোচ্যাদেবেতি ভাবঃ । সাধুভিজীবন্তোহপি
যথা যুয়ং শোচ্যেধে তথা বয়ং মৃত্যু অপি ন শোচ্যা-
মহে ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তত্র’—অহঙ্কার ও মৃত্যু-
বশতঃই সেই কীর্তি ও জয়াদি বিষয়ে তোমরা নিজ-
দিগকে কারণ বলিয়া মনে করিতেছ, এই ভাব ।

‘সাধু-শোচ্যানাং’—তোমরা জীবিতকালেই যেরূপ সাধুগণের শোকের পাত্র হও, সেরূপ আমরা মৃত হইলেও তাঁহাদের শোকের পাত্র হই না—এই ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাঙ্কিপ্য বিভুং বীরো নারাচৈবীরমর্দনঃ ।

আকর্ণপূর্ণৈরহনদাক্ষৈপৈরাহ তং পুনঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বীরমর্দনঃ (বীরান্ মর্দয়তীতি বীরমর্দনঃ) বীরঃ (বলিঃ) বিভূম্ (ইন্দ্রম্) ইতি (ইত্যেবং বচোভিঃ) আঙ্কিপ্য (তিরস্কৃত্য) আকর্ণ-পূর্ণৈঃ (কর্ণপর্যন্তম্ আকৃষ্টৈঃ) নারাচৈঃ (বাণৈঃ) অহনৎ (জঘান) পুনঃ আক্ষেপৈঃ (পরুষবাক্যৈঃ) তন্ম আহ (তিরস্কারধ্বজ্ঞে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, বীরমর্দন বলি ইন্দ্রকে এইপ্রকার তিরস্কার করিয়া কর্ণপর্যন্ত আকৃষ্ট নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন । তদনন্তর পুনরায় পরুষবাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং নিরাকৃতো দেবো বৈরিণা তথ্যবাদিনা ।

নামৃষ্যৎ তদধিক্ষেপং তোত্রাহত ইব দ্বিপঃ ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—তথ্যবাদিনা (যথার্থবক্তা) বৈরিণা (বলিনা) এবং নিরাকৃতঃ দেবঃ (ইন্দ্রঃ) তোত্রাহতঃ (তোত্রম্ অক্লুশঃ তেন আহতঃ তাড়িতঃ) দ্বিপঃ ইব (হস্তী যথা তৎ তাড়নং ন সহতে তথা) তদধিক্ষেপং (তস্য অধিক্ষেপং তৎ সনং) ন অমৃষ্যৎ (নাসহত) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যথার্থবাদী বলি কর্তৃক এইপ্রকারে পরাজিত হইয়া অক্লুশাহত হস্তীর ন্যায় তাহার ঐ তিরস্কার সহ্য করিলেন ॥ ১১ ॥

প্রাহরৎ কুলিশং তস্মা অমোঘং পরমর্দনঃ ।

সযানো ন্যাপতভূমৌ ছিন্নপক্ষ ইবাচলঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—পরমর্দনঃ (পরঃ শত্রুঃ তং মর্দয়-তীতি পরমর্দনঃ শত্রুমর্দনঃ ইন্দ্রঃ) তস্মৈ (বলয়ে

বলিং হস্তম্) অমোঘং (অব্যর্থং) কুলিশং (বজ্রং) প্রাহরৎ (চিক্কেপ, তেন হতঃ বলিশ্চ) ছিন্নপক্ষঃ অচলঃ (পর্বতঃ) ইব সযানঃ (বিমানসহিতঃ) ভূমৌ ন্যাপতৎ (পপাত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শত্রুমর্দক ইন্দ্র বলির হননার্থ অব্যর্থ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, বলিও ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বিমান সহ ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১২ ॥

সখায়ং পতিতং দৃষ্টা জস্তো বলিসখঃ সূহাৎ ।

অভ্যায়ৎ সৌহাদং সখ্যহৃতস্যাপি সমাচরন্ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—সখায়ং (বলিং) পতিতং দৃষ্টা বলি-সখঃ (বলেঃ সখ্য) সূহাৎ (স্নেহবান্) জস্তঃ হতস্য অপি (তস্য) সখুঃ সৌহাদং (হিতং) সমাচরন্ অভ্যায়ৎ (সম্মুখম্ আগচ্ছৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—বলির মিত্র জস্তাসুর দ্বীয় সখাকে পতিত দেখিয়া নিহত বন্ধুর প্রতি সৌহাদ্য আচরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ১৩ ॥

স সিংহবাহ আসাদ্য গদামুদ্যম্য রংহসা ।

জত্রাবতাড়য়চ্ছত্রং গজঞ্চ সুমহাবলঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—সুমহাবলঃ সিংহবাহঃ (সিংহারাত্তঃ) সঃ (জস্তঃ) আসাদ্য (ইন্দ্রসমীপম্ আগত্য) রংহসা (বেগেন) গদাম্ উদ্যম্য জত্রো (কণ্ঠমূলপ্রদেশে) শত্রুম্ (ইন্দ্রম্) গজং চ (ঐরাবতঞ্চ) অতাড়য়ৎ (তাড়য়ামাস) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহাবলবান্ জস্তাসুর সিংহবাহনে ইন্দ্রসমীপে আগমনপূর্বক বেগে গদা উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রকে কণ্ঠমূল-প্রদেশে এবং গজকে প্রহার করিল ॥ ১৪ ॥

গদাপ্রহারব্যথিতো ভূশং বিহ্বলিতো গজঃ ।

জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্টা কশ্মলং পরমং যযৌ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—গদাপ্রহারব্যথিতঃ (তস্য গদাপ্রহারেণ ব্যথিতঃ অতএব) ভূশং বিহ্বলিতঃ (ব্যাকুলঃ) গজঃ জানুভ্যাং ধরণীং (পৃথিবীং) স্পৃষ্টা পরমং কশ্মলং যযৌ (পরাং মুচ্ছাং প্রাপ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—জ্ঞাসুরের গদা প্রহারে ইন্দ্রের হস্তী অতিশয় ব্যথিত ও ব্যাকুলিত হইয়া জানুদ্বারা পৃথিবী স্পর্শপূর্বক মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মাতলি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া দুঃসহ শূল প্রহার সহ্য করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাঘাতে জ্ঞাসুরের মস্তক ছিন্ন করিলেন ॥ ১৮ ॥

ততো রথো মাতলিনা হরিভির্দশশতৈবৃতঃ ।

আনীতো দ্বিপমুৎসৃজ্য রথমারুরুহে বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ মাতলিনা (সূতেন) দশশতৈঃ (সহস্রৈঃ) হরিভিঃ (অশ্বৈঃ) রতঃ (যুক্তঃ) রথঃ আনীতঃ বিভুঃ (ইন্দ্রঃ) দ্বিপং (হস্তিনম্) উৎসৃজ্য (তান্ত্ৰা) রথম্ আরুরুহে (আরুরোহ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সারথি মাতলি সহস্র অশ্ব যোজনপূর্বক রথ আনয়ন করিলে ইন্দ্র হস্তী পরি-
ত্যাগ করিয়া রথে আরোহন করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—হরিভিরশ্বৈঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হরিভিঃ’—অশ্বগণের দ্বারা যুক্ত রথ (অর্থাৎ মাতলি সহস্র অশ্বযুক্ত রথ লইয়া আসিলে ইন্দ্র ঐরাবতকে ত্যাগ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন ।) ॥ ১৬ ॥

তস্য তৎ পূজয়ন্ কৰ্ম্ম যমুদানবসন্তমঃ ।

শুলেন জ্বলতা তৎ তু স্ময়মানোহহনশ্মুধে ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—তস্য মন্তঃ (সূতস্য) তৎ (বাটিতি রথানয়নরূপং) কৰ্ম্ম পূজয়ন্ (সৎকুর্বন্) স্ময়মানঃ (ঈষদ্বসন্) দানবসন্তমঃ (জন্তঃ) জ্বলতা শুলেন তু (অগ্নিবৎ স্ফুরতা স্বশুলেন) মুধে (যুদ্ধে) তৎ (মাতলিং) অহনৎ (আহতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দানবশ্রেষ্ঠ সারথি মাতলির সেই কার্য্যের প্রশংসা করিয়া ঈষৎ-হাস্য-সহকারে জ্বলন্ত শূল দ্বারা তাহাকে (মাতলিকে) প্রহার করিল ॥ ১৭ ॥

সেহে রুজং সুদুর্মর্ষাং সত্বমালম্ব্য মাতলিঃ ।

ইন্দ্রো জন্তস্য সংক্রুদ্ধো বজ্রোপাহরচ্ছিরঃ ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—মাতলিঃ সত্বং (ধৈর্য্যম্) আলম্ব্য সুদুর্মর্ষাং (দুঃসহ্যম্ অপি) রুজং (শূলপ্রহারপীড়াং) সেহে, ইন্দ্রঃ (চ) সংক্রুদ্ধঃ (সন্) বজ্রো জন্তস্য শিরঃ অপাহরৎ (মস্তকং চিচ্ছেদ) ॥ ১৮ ॥

জন্তং শূত্ৰা হতং তস্য জাতয়ো নারদাদৃষেঃ ।

নমুচিশ্চ বল পাকস্তত্রাপেতুস্ত্রান্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—ঋষেঃ নারদাৎ জন্তং হতং শূত্ৰা তস্য (জন্তস্য) জাতয়ঃ নমুচিঃ বলঃ পাকঃ চ (ইতি ব্রহ্মঃ) ত্রান্বিতাঃ (ত্রাসুতাঃ) তত্র (যুদ্ধভূমৌ) আপেতুঃ (আজগমুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—“জ্ঞাসুর নিহত হইয়াছে”, এই কথা নারদ ঋষির নিকট শ্রবণ করিয়া জ্ঞাসুরের জাতি, নমুচি, বল ও পাক নামক দানবব্রহ্ম সত্ত্বর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিল ॥ ১৯ ॥

বচোভিঃ পরুষৈরিন্দ্রমদ্যন্তোহস্য মৰ্ম্মসু ।

শরৈরবাকিরন্ মেঘা ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—পরুষৈঃ (রুষ্টৈঃ) বচোভিঃ অস্য (ইন্দ্রস্য) মৰ্ম্মসু (মনঃ আদিষু) অদ্যন্তঃ (পীড়য়ন্তঃ) মেঘাঃ ধারাভিঃ পর্বতম্ ইব (মেঘাঃ যথা জলধারা-
ভিঃ পর্বতম্ আচ্ছাদয়ন্তি তথা) শরৈঃ (বাণৈঃ) ইন্দ্রম্ অবাকিরন্ (আচ্ছাদিতবন্তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তাহারা কর্কশবাক্যে ইন্দ্রের মৰ্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে করিতে মেঘ সকলের বারিধারা দ্বারা পর্বত আচ্ছাদনের ন্যায় শরবর্ষণ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল ॥ ২০ ॥

হরীন্ দশশতান্যাজৌ হর্য্যশ্বস্য বলঃ শরৈঃ ।

তাবত্তিরদ্যমাস যুগপদ্বহন্তবান্ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—লঘুহন্তবান্ (ক্ষিপ্ৰহন্তযুক্তঃ) বলঃ (দৈত্যঃ) হর্য্যশ্বস্য (ইন্দ্রস্য) দশশতানি (একসহস্রং) হরীন্ (অশ্বান্) আজৌ (যুদ্ধে) তাবত্তিঃ (দশভিঃ শরৈঃ) শরৈঃ (বাণৈঃ) যুগপৎ (একদৈব) অদ্যামাস (পীড়য়ামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অতিশয় ক্ষিপ্ৰহস্ত বলনামক অসুর যুদ্ধে ইন্দ্রের দশ শত অশ্বকে একই সময়ে তৎপরি-
মিত বাণ দ্বারা বিমর্দিত করিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হর্যাস্থস্য পীতবর্ণাস্থস্য, হরির্না কপিলে
ত্রিণ্ডিত্যমরঃ । তাবত্তির্দশভিঃ শতৈঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হর্যাস্থস্য’—পীতবর্ণ অশ্বের ।
অমরকোষে উক্ত আছে—‘হরি শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু
কপিল (স্বর্ণাভ বর্ণ) অর্থে তিন লিঙ্গে ব্যবহৃত হয় ।’
‘তাবত্তিঃ’—সেই পরিমাণ, অর্থাৎ দশ শত পরিমাণ ।
(অর্থাৎ বলনামক অসুর দ্রুত হস্তে এক সহস্র বাণ
দ্বারা একসঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের রথের এক সহস্র
পীতবর্ণ অশ্বকে আহত করিয়াছিল ।) ॥ ২১ ॥

শতাত্য্যং মাতলিং পাকো রথং সাবয়বং পৃথক্ ।

সকৃৎসজ্ঞানমোক্ষণ তদন্তৃতমভূদ্রণে ॥ ২২ ॥

অবয়ব—পাকঃ সকৃৎসজ্ঞানমোক্ষণ (সকৃৎ
একদৈব সজ্ঞানং ধনুশ্চি সংযোজনং মোক্ষণং চ তেন
তন্মাত্রেন শরাণাং) শতাত্য্যং (শতদ্বয়েন) মাতলিং
সাবয়বং রথং (চ পৃথক্ পৃথক্ অর্দ্রায়ামাস শতেন
মাতলিং শতেন রথং চ ইত্যর্থঃ) তৎ (মর্দনং)
রণে অভূতম্ (আশ্চর্য্যম্) অভূৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পাক নামক অসুর দুই শত শরের
দ্বারা যুগপৎ বাণ যোজন ও মোচন করিয়া সাবয়ব-
মাতলি ও রথ উভয়কে পৃথক্ ভাবে আৱৃত করিল,
রণস্থলে সেই ব্যাপার অভূত হইয়া উঠিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—শতাত্য্যমিতি মাতলিং শতেন রথঞ্চ
শতেনেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শতাত্য্যং’—দুইশত বাণের
দ্বারা, (অর্থাৎ পাকনামক অসুর দুইশত বাণ এক-
বারেই ধনুকে যোজনা ও নিষ্ক্ষেপপূর্বক পৃথক্ভাবে)
মাতলিকে একশত এবং রথটিকে একশত বাণের
দ্বারা আঘাত করিল ॥ ২২ ॥

নমুচিঃ পঞ্চদশভিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈর্মহেশুভিঃ ।

আহত্য বানদৎ সংখ্যে সত্যো ইব তোয়দঃ ॥ ২৩ ॥

অবয়ব—নমুচিঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ (স্বর্ণময়াঃ পুঙ্খাঃ

মূলানি যেষাং তৈঃ) পঞ্চদশভিঃ মহেশুভিঃ (মহা-
বাণৈঃ) সংখ্যে (সংগ্রামে ইন্দ্রম্) আহত্য (বিদ্ধা)
সত্যোঃ (তোয়েন জলেন সহিতঃ) তোয়দঃ (মেঘঃ)
ইব বানদৎ (বিশেষণ অনদৎ নাদম্ অকরোৎ)
॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর নমুচি স্বর্ণপুঙ্খ পঞ্চদশ মহা-
বাণের দ্বারা যুদ্ধে ইন্দ্রকে আহত করিয়া জলপূর্ণ
মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

সর্বতঃ শরকুটেন শত্রুং সরথসারথিম্ ।

ছাদয়ামাসুরসুরাঃ প্রারুট্-সূর্য্যমিবানুদাঃ ॥ ২৪ ॥

অবয়ব—(অন্যে অপি) অসুরাঃ সরথসারথিঃ
(রথসারথিভ্যাং সহিতং) শত্রুং (ইন্দ্রং) শরকুটেন
(বাণসমূহেন) অনুদাঃ (মেঘাঃ) প্রারুট্-সূর্য্যম্ ইব
(বর্ষাকালীনসূর্য্যম্ ইব) সর্বতঃ ছাদয়ামাসুঃ
(আচ্ছাদিতবন্তঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অন্যান্য অসুরগণও রথ ও সারথি
সহ ইন্দ্রকে শরজালে বর্ষাকালীন সূর্য্যের ন্যায়
সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিল ॥ ২৪ ॥

অলঙ্করন্তস্তমতীববিহ্বলা

বিচুক্রুণ্ডর্দেবগণাঃ সহানুগাঃ ।

অনায়কাঃ শত্রুবলেন বিনির্জিতা

বণিকপথা ভিন্ননবো যথার্থবে ॥ ২৫ ॥

অবয়ব—তম্ (ইন্দ্রম্) অলঙ্করন্তঃ (অপশ্যন্তঃ)
শত্রুবলেন বিনির্জিতাঃ (শত্রুণাং বলেন সেনয়া
বিনির্জিতাঃ পরাজিতাঃ) সহানুগাঃ দেবগণাঃ অতীব-
বিহ্বলাঃ (অতীব ব্যাকুলাঃ সন্তঃ) অনায়কাঃ যথা
অর্ণবে (সমুদ্রে) ভিন্ননবঃ (ভগ্ননাবঃ সন্তঃ)
বণিকপথাঃ (বাণিজ্যরত্নঃ ক্রোশন্তি তদ্বৎ) বিচু-
ক্রুণ্ডঃ (বিলাপং চক্রুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া শত্রুগণের
দ্বারা পরাজিত দেবতাবর্গ তদীয় অনুগণের সহিত
অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত ও স্বামিশূন্য হইয়া সমুদ্রগর্ভস্থ
ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন
॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বণিক্পথা বণিজঃ । ভিন্নবঃ ভিন্ন-
নৌকঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বণিক্পথাঃ’—বণিক্গণ,
‘ভিন্নবঃ’—ভিন্ন বলিতে ভগ্ন হইয়াছে নৌকা যাহা-
দের, তাহারা (অর্থাৎ সমুদ্রমধ্যে নৌকা ভগ্ন হইলে
বিপন্ন বণিক্গণ যেরূপ চীৎকার করে, তদ্রূপ ইন্দ্রকে
না দেখিয়া অনায়ক দেবতাগণ চীৎকার করিতে
লাগিলেন ।) ॥ ২৫ ॥

ততস্তুরাষাড্বিষুবদ্ধপঞ্জরা-

ত্বিনির্গতঃ সাত্বরথধ্বজাগ্রণীঃ ।

বভৌ দিশঃ খং পৃথিবীং চ রোচয়ন্

স্বতেজসা সূর্য্য ইব রূপাত্ময়ে ॥ ২৬ ॥

অম্বয়—ততঃ (তদনন্তরং) সাত্বরথধ্বজাগ্রণীঃ
(অশ্ব-রথ-ধ্বজৈঃ অগ্রণ্যা সারথিনা চ যুক্তঃ)
তুরাষাট্ (ইন্দ্রঃ) ইষুবদ্ধপঞ্জরাৎ বিনির্গতঃ (সন্)
স্বতেজসা দিশঃ খং (আকাশং) পৃথিবীং চ রোচয়ন্
(প্রকাশয়ন্) রূপাত্ময়ে (রাগ্ধ্রবিনাশে সতি) সূর্য্যঃ
ইব বভৌ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর ইন্দ্র বাণবদ্ধ পঞ্জর হইতে
ধ্বজ, রথ, অশ্ব ও সারথি সহ নির্গত হইয়া নিশা-
বসানে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে দিক্ আকাশ ও
পৃথিবীকে বিকশিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তুরাষাড্বিষুঃ । অগ্রণীঃ সারথিঃ ॥২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুরাষাট্—ইন্দ্র । ‘অগ্রণীঃ’—
সারথি ॥ ২৬ ॥

নিরীক্ষ্য পুতনাং দেবঃ পরৈরভ্যর্দ্দিতাং রণে ।

উদযচ্ছদ্রিপুং হস্তং বজ্রং বজ্রধরো রুশা ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—বজ্রধরঃ দেবঃ (ইন্দ্রঃ) পুতনাং
(স্বসেনাং) পরৈঃ (শত্রুভিঃ) অভ্যর্দ্দিতাম্ (অভিতঃ
অর্দ্দিতাং পীড়িতাং) নিরীক্ষ্য (দৃষ্টা) রুশা রণে
রিপুং হস্তং বজ্রম্ উদযচ্ছৎ (উন্নিযো) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বজ্রধর ইন্দ্র স্বীয় সৈন্যগণকে শত্রু-

গণের দ্বারা নিপীড়িত হইতে দেখিয়া ক্রোধে বজ্র
উডোলন করিলেন ॥ ২৭ ॥

স তেনৈবাষ্টধারেণ শিরসী বলপাকয়োঃ ।

জাতীনাং পশ্যাতাং রাজন্ জহার জনয়ন্ ভয়ম্ ॥২৮

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! সঃ (ইন্দ্রঃ) পশ্যাতাং
জাতীনাং ভয়ং জনয়ন্ তেন এব অষ্টধারেণ (বজ্রেণ)
বলপাকয়োঃ শিরসী জহার (চিচ্ছেদ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ইন্দ্র দর্শনকারিদানব-
জাতিবর্গের ভীতি উপাদান করিয়া অষ্টধার বজ্র-
দ্বারা বল ও পাক নামক অসুরদ্বয়ের মস্তক ছেদন
করিলেন ॥ ২৮ ॥

নমুচিস্তদ্বধং দৃষ্টা শোকামর্ষরুশান্বিতঃ ।

জিহ্বাসুরিভ্রং নৃপতে চকার পরমোদ্যমম্ ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপতে ! তদ্বধং (তন্মোঃ বল-
পাকয়োঃ বধং) দৃষ্টা শোকামর্ষরুশান্বিতঃ (জাতি-
বধাৎ শোকঃ ইন্দ্রে অমর্ষঃ তাভ্যাং যুক্ত্যয়া রুশা
ক্রোধেন অন্বিতঃ যুক্তঃ) নমুচিঃ ইন্দ্রং জিহ্বাসুঃ
(হস্তমিচ্ছুঃ) পরমোদ্যমং (পরমোদ্যোগং) চকার
(কৃতবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বল ও পাকের বিনাশ
দেখিয়া নমুচি শোকান্বিত ও বিদ্রোহযুক্ত হইয়া ক্রোধে
ইন্দ্রকে বধ করিবার বাসনায় বহু চেষ্টা করিতে
লাগিল ॥ ২৯ ॥

অশ্মসারময়ং শূলং ঘণ্টাবন্ধেমভূষণম্ ।

প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধো হতোহসীতি বিতর্জয়ন্ ।

প্রাহিণোদেবরাজায় নিনদন্ মৃগরাড়িব ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—ক্রুদ্ধঃ মৃগরাট্ ইব (সিংহঃ ইব)
নিনদন্ (নাদং কুর্ষবন্) অশ্মসারময়ং (লৌহময়ং)
ঘণ্টাবৎ (ঘণ্টাভির্যুক্তং) হেমভূষণং শূলং প্রগৃহ্য
হতঃ অসি ইতি বিতর্জয়ন্ অভ্যদ্রবৎ (ইন্দ্রং হস্তং
সমুখম্ আজগাম, ততশ্চ) দেবরাজায় (দেবরাজং
হস্তং তৎ) প্রাহিণোৎ (চিক্ষেপ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—নমুচি ব্রহ্ম সিংহের ন্যায় গজ্ঞান
করিয়া লৌহময় স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত ঘণ্টায়ুক্ত শূল
গ্রহণানন্তর “হত হইলি” বলিয়া ইন্দ্রকে তাড়না
করিতে করিতে ইন্দ্র-সম্মুখে আগমনপূর্বক তাহাকে
হত্যা করিবার নিমিত্ত তৎ প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল
॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ঘণ্টাবৎ ঘণ্টায়ুক্তম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“ঘণ্টাবৎ”—ঘণ্টায়ুক্ত (শূল)
॥ ৩০ ॥

তদাগতদগনতলে মহাজবৎ

বিচিচ্ছিদে হরিরিষ্ডিঃ সহস্রধা ।

তমাহনম্প কুলিশেন কঙ্করে

রুমান্বিতদ্রিশপতিঃ শিরো হরন্ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—(হে) নৃপ ! (হে রাজন্) গগনতলে
(আকাশে) আপতৎ (উল্কাবৎ) মহাজবৎ (মহান
বেগঃ মস্যা তথাভূতম্) তৎ (শূলম্) হরিঃ (ইন্দ্রঃ)
ইষ্ডিঃ (বাণৈঃ) সহস্রধা বিচিচ্ছিদে, (ততশ্চ)
ত্রিশপতিঃ (ইন্দ্রঃ) রুমান্বিতঃ (ক্লেধেন যুক্তঃ
সন্ তস্য) শিরঃ হরন্ (হত্বং) কঙ্করে (গ্রীবায়াং)
কুলিশেন (বজ্রেন) (তৎ নমুচিম্) আহনৎ (জঘান)
॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র গগনতলে
(উল্কার ন্যায়) পতনোন্মুখ সেই মহাবেগবান্
শূলও বাণের দ্বারা সহস্রভাগে বিভক্ত করিলেন ।
পরে অত্যন্ত ক্লেধান্বিত হইয়া নমুচির শিরোদেশ
ছিন্ন করিবার উদ্দেশে তাহার গ্রীবাদেশে বজ্রদ্বারা
আঘাত করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—শিরো হরন্ হত্বম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“শিরো হরন্”—নমুচির
শিরোদেশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ॥ ৩১ ॥

ন তস্য হি হ্রচমপি বজ্র উজ্জিতো

বিভেদ যঃ সুরপতিনোজসেরিতঃ ।

তদভূতং পরমতিবীৰ্য্যব্রহ্মিৎ

তিরঙ্কতো নমুচিশিরোধরহ্রচা ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যঃ সুরপতিনা ওজসা ঈরিতঃ (সুর-
পতিনা ইন্দ্রেণ ওজসা বলেন ঈরিতঃ প্রক্ষিপ্তঃ সঃ)
উজ্জিত (বলবান্) বজ্রঃ তস্য (নমুচোঃ) হ্রচম্
অপি ন হি বিভেদ (ভেদ্যং ন শশাক) তৎ (তস্মাৎ
জনানাং) পরম্ অভূতম্ (আশ্চর্য্যম্ অভূৎ যঃ)
অতিবীৰ্য্যব্রহ্মিৎ (অতিবীৰ্য্যম্ অপি ব্রহ্মম্ অভিনৎ
সঃ ইদানীং) নমুচিশিরোধরহ্রচা তিরঙ্কতঃ (ভবতি
ইতি শেষঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যে মহাবলবান্ বজ্র ইন্দ্র শক্তিভরে
নিষ্ক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা নমুচির চর্ম্ম ভেদ
করিতে সমর্থ হয় নাই । ইহা পরম আশ্চর্য্যের
বিষয়, যে বজ্র অতি বলবান্ ব্রহ্মকে হত্যা করিয়া-
ছিল, তাহা নমুচির গ্রীবাদেশস্থ চর্ম্ম দ্বারা তিরঙ্কৃত
হইল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অতিবীৰ্য্যং ব্রহ্মমপি অভিনৎ যঃ
সোহপি বজ্রঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“অতিবীৰ্য্য-ব্রহ্মিৎ”—যাহা
অতিশয় বলবান্ ব্রহ্মসুরকেও বিনাশ করিয়াছিল,
সেই বজ্রও (নমুচির চর্ম্মমাত্রও ভেদ করিতে সমর্থ
হইল না) ॥ ৩২ ॥

তস্মাদিন্দ্রোহবিভেচ্ছব্রহ্মবজ্রঃ প্রতিহতো যতঃ ।

কিমিদং দৈবযোগেন ভূতং লোকবিমোহনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যতঃ (যস্মাৎ) শত্রোঃ (সকাশাৎ)
বজ্রঃ প্রতিহতঃ (নিষ্ফলঃ প্রত্যাবৃত্তঃ) তস্মাৎ দৈব-
যোগেন লোকবিমোহনম্ ইদং কিং ভূতং (কিং জাতম্
ইতি) ইন্দ্রঃ অবিভেৎ (ভয়াঙ্কান্তঃ বভূব) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—শত্রুর নিকট হইতে বজ্র প্রত্যাবৃত্ত
হইল দেখিয়া ইন্দ্র দৈবযোগে লোকবুদ্ধিবিমোহক এ
কি ব্যাপার ঘটিল, এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত
ভীত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবিভেৎ ভীতোহভূৎ, লোকবিমোহনং
লোকং বিমোহয়তীতি চ পাঠঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“অবিভেৎ”—ভীত হইলেন ।
‘লোক-বিমোহনং’—লোকের বিমোহজনক এ কি
ঘটিল ? এই স্থলে পাঠান্তর—‘লোকং বিমোহয়তি’,
যাহা লোককে বিমোহিত করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

যেন মে পূর্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে ।

কৃতো নিবিশতাং ভারৈঃ পতন্তৈঃ পততাং ভুবি ॥৩৪

অম্বয়ঃ—পতন্তৈঃ (পক্ষৈঃ) নিবিশতাং (নিবিশ-
মানানাং প্রবিশতাম্ ইত্যর্থঃ) ভুবি পততাম্ অদ্রীণাং
(পর্বতানাং) ভারৈঃ প্রজাত্যয়ে (প্রজানাম্ অত্যয়ে
বিনাশে প্রাপ্তে সতি) যেন (বজ্রেণ) মে (ময়া)
পূর্বং (পুরা) পক্ষচ্ছেদঃ কৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—পক্ষযোগে ভূতলে প্রবিষ্ট পর্বত সকল
নিজ নিজ ভারে পৃথীতলে পতিত হইয়া প্রজাবর্গের
বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যে বজ্র দ্বারা আমি পূর্বে
উহাদের পক্ষ ছিন্ন করিয়াছিলাম ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—পতন্তৈঃ পক্ষৈঃ । নিবিশতাং নিবিশ-
মানানাং প্রবিশতামিত্যর্থঃ । তথা ভারৈঃ স্বীয়ৈঃ ভুবি
পততাম্ ॥ ৩৪ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘পতন্তৈঃ’—পক্ষসমূহ দ্বারা ।
‘নিবিশতাং’—যেখানে সেখানে প্রবেশকারী । ‘ভারৈঃ’
—তাহাদের ভারে ভূতলে পতিত পর্বতসকল (অর্থাৎ
পুরাকালে পর্বতসমূহ পক্ষদ্বারা বিচরণপূর্বক অতি-
শয় ভারের সহিত ভূতলে পতিত হইলে, অনেক
প্রজানাশ হইত বলিয়া আমি যে বজ্রদ্বারা তাহাদের
পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিলাম, সেই বজ্রই আজ বিফল
হইল—এই ভাব ।) ॥ ৩৪ ॥

তপঃসারময়ং ত্র্যষ্ট্রং বৃহত্তো যেন বিপাটিতঃ ।

অন্যে চাপি বলোপেতাঃ সর্বাস্ত্রৈরক্ষতত্বচঃ ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—সারময়ং (বীর্যাধিকং) ত্র্যষ্ট্রং তপঃ
(এব) বৃহত্তো (সঃ) যেন (বজ্রেণ ময়া) বিপাটিতঃ
(বিনাশিতঃ তথা) সর্বাস্ত্রৈঃ (সর্বৈঃ অস্ত্রৈঃ)
অক্ষতত্বচঃ (ন ক্ষতা ত্বক্ অপি যেষাং তে) অন্যে
চাপি বলোপেতাঃ (বীরাঃ যেন বজ্রেণ ময়া
বিপাটিতঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ত্র্যষ্ট্রার তপস্যার সারভূত পুত্র বৃহতকে
যে বজ্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছি, সর্ব অস্ত্র দ্বারা
অক্ষতগাত্র অন্যান্য বলবান্ বীরদিগকেও আমি যে
বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছি ॥ ৩৫ ॥

সৌহর্যং প্রতিহতো বজ্রো ময়া মুক্তোহসুরৈরহলকে ।

নাহং তদাদদে দণ্ডং ব্রহ্মতেজোহপ্যকারণম্ ॥৩৬॥

অম্বয়ঃ—সঃ অয়ং বজ্রঃ অহলকে (তুচ্ছে)
অসুরে (নমুচৌ) ময়া মুক্তঃ (প্রক্ষিপ্তঃ সন্) প্রতি-
হতঃ (তস্য ত্বচম্ অপি ন বিভেদ) তৎ (ততঃ)
ব্রহ্মতেজঃ (দধীচৈঃ সামর্থ্যম্) অপি অকারণম্
(অকিঞ্চিৎকরং ততঃ) দণ্ডং (লণ্ডতুল্যং বজ্রম্)
অহং ন আদদে (ন আদাস্যে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এই সেই বজ্র তুচ্ছ অসুরের প্রতি
নিষ্কিপ্ত হইয়া প্রতিহত হইল ; সুতরাং ব্রহ্মতেজ
হইলেও অকিঞ্চিৎকর লণ্ড তুল্য এই বজ্র আমি
আর গ্রহণ করিব না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—দণ্ডং লণ্ডতুল্যম্ ॥ ৩৬ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘দণ্ডং’—লণ্ডতুল্য এই বজ্র
আর ধারণ করিব না ॥ ৩৬ ॥

ইতি শত্রুং বিষীদন্তমাহ বাগশরীরিণী ।

নান্নং শুক্লৈরথো নাদ্রৈর্বধমহতি দানবঃ ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং) বিষীদন্তং (বিষাদং
প্রাপ্নবন্তং) শত্রুং (ইন্দ্রম্) অশরীরিণী (অদৃষ্ট-
বজ্রকা) বাক্ (বাক্যম্) আহ (উবাচ), অয়ং
দানবঃ (নমুচিঃ) আদ্রৈঃ অথ শুক্লৈঃ (আদ্রশুষ্কা-
ভ্যাং) বরং ন অহতি (বধং ন প্রাপ্নোতি) ॥৩৭॥

অনুবাদ—ইন্দ্র এইপ্রকার বিষাদ প্রাপ্ত হইলে
দৈববাণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ; “এই
দানব (নমুচি) শুষ্ক অথবা আদ্র বস্তু দ্বারা বধাহ
নহে” ॥ ৩৭ ॥

ময়াস্মৈ যদ্রো দন্তো মৃত্যুর্নৈবাদ্রশুষ্কয়োঃ ।

অতোহন্যশ্চিন্তনীয়স্ত উপায়ো মঘবন্ রিপোঃ ॥৩৮॥

অম্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) আদ্রশুষ্কয়োঃ (আদ্র-
শুষ্কাভ্যাং) মৃত্যুঃ ন এব (ন ভবিষ্যতি ইতি) ময়া
অস্মৈ বরঃ দণ্ডঃ, অতঃ (হে) মঘবন্ ! (ইন্দ্র !)
তে (ত্বয়া) রিপোঃ (বধস্য) অন্যঃ উপায়ঃ
চিন্তনীয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—“যেহেতু আমি ইহাকে বর দিয়াছি

যে আদ্র্ অথবা শুক্ল অস্ত্র দ্বারা উহার মৃত্যু হইবে না, অতএব হে ইন্দ্র, এই শক্রর বধের জন্য অন্য উপায় চিন্তা কর” ॥ ৩৮ ॥

তাং দৈবীং গিরমাকর্ণ্য মহাবান্ সুসমাহিতঃ ।

ধ্যায়ন্ ফেনমথাপশ্যদুপায়মুভয়াত্মকম্ ॥ ৩৯ ॥

অর্থঃ—তাং দৈবীং (পারমেশ্বরীং) গিরং (বাক্যম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সুসমাহিতঃ (সন্) মহাবান্ (ইন্দ্রঃ তদ্বোধোপায়ং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) অথ (অনন্তরম্) উভয়াত্মকম্ (আদ্র্ শুক্লোভয়াত্মকম্) উপায়ং ফেনম্ অপশ্যৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সুসমাহিত চিত্তে তাহার বোধোপায় চিন্তা করিতে করিতে আদ্র্ ও শুক্ল উভয়াত্মক ফেন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৯ ॥

ন শুক্লেণ ন চাদ্রেণ জহার নমুচেঃ শিরঃ ।

তং তুষ্ণুর্ভূমিগণা মাল্যৈশ্চাবাকিরন্ বিভুম্ ॥৪০॥

অর্থঃ—ন শুক্লেণ ন চ আদ্রেণ নমুচেঃ শিরঃ জহার (ন শুক্লেণ ন চাদ্রেণ ফেনেন, তথা চ শ্রুতিঃ অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রঃ অদারয়ৎ ইতি), তং বিভুম্ (ইন্দ্রং) মুনিগণাঃ তুষ্ণুবুঃ, মাল্যৈঃ চ (স্নগ্ধিষ্চ) অবাকিরন্ (আচ্ছাদয়ামাসুঃ) ॥৪০॥

অনুবাদ—ইন্দ্র, শুক্লও নহে, আদ্র্ও নহে এইরূপ ফেনের দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন এবং মাল্য দ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—উভয়াত্মকত্বমাহ নেতি। তথাচ শ্রুতিঃ ‘অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রোহদারয়দিতি’ ॥৪০

টীকার বঙ্গানুবাদ—উভয়াত্মকত্ব বলিতেছেন—‘ন শুক্লেণ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ শুক্লও নহে, আদ্র্ও নহে—এরূপ সমুদ্রফেন দ্বারা ইন্দ্র নমুচির শিরশ্ছেদন করিলেন। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—ইন্দ্র জলের ফেনের দ্বারা নমুচির মস্তক বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

গন্ধর্ব্বমুখ্যৌ জগতুর্বিশ্বাবসুপরাবসু ।

দেবদুন্দুভয়ো নেন্দুর্নর্তক্যো ননৃতুমুদা ॥ ৪১ ॥

অর্থঃ—বিশ্বাবসুপরাবসু (বিশ্বাবসুঃ পরাবসুশ্চ দ্বৌ) গন্ধর্ব্বমুখ্যৌ মূদা (হর্ষণে) জগতুঃ (গানং কৃতবন্তৌ) দেবদুন্দুভয়ঃ (দেবানাং দুন্দুভয়ঃ) নেন্দুঃ (নিনাদং চক্রুঃ) নর্তক্যঃ (অপ্সরসঃ) ননৃতুঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—আনন্দে বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে প্রধান গন্ধর্ব্বদ্বয় গান করিতে লাগিল, দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

অন্যোহপ্যেবং প্রতিদ্বন্দ্বান্ বায়ুগ্নিবরুণাদয়ঃ ।

সুদয়ামাসুরসুরান্ মৃগান্ কেশরিণো যথা ॥ ৪২ ॥

অর্থঃ—এবম্ অন্যে অপি বায়ুগ্নিবরুণাদয়ঃ প্রতিদ্বন্দ্বান্ (শত্রূন) অসুরান্ কেশরিণঃ (সিংহাঃ) মৃগান্ যথা (বিনাশয়ন্তি তথা) সুদয়ামাসুঃ (বিনাশিতবন্তঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সিংহ যেরূপ মৃগসমূহকে বিনাশ করে, সেইরূপ বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবগণও প্রতিপক্ষ অসুরদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মণা প্রেষিতো দেবান্ দেবর্ষিনারদো নৃপ ।

বারয়ামাস বিবুধান্ দৃষ্টা দানবসংক্ষয়ম্ ॥ ৪৩ ॥

অর্থঃ—(হে) নৃপ! দানবসংক্ষয়ং (দানবানাং সংক্ষয়ম্) দৃষ্টা ব্রহ্মণা দেবান্ (প্রতি) প্রেষিতঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ বিবুধান্ (দেবান্) বারয়ামাস (দানবনাশাৎ নিবারিতবান্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন! দানবক্ষয় দর্শন করিয়া ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে প্রেরণ করিলেন। তিনি দেবগণকে দানব-বিনাশ হইতে নিরুত্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ভবভিরয়তং প্রাপ্তং নারায়ণভূজাশ্রয়েঃ ।

প্রিয়া সমেধিতাঃ সর্ব্ব উপারমত বিগ্রহাৎ ॥ ৪৪ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীনারদঃ উবাচ,—নারায়ণভূজাশ্রয়ৈঃ
(নারায়ণভূজাঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তৈঃ) ভবন্তিঃ অমৃতং
প্রাপ্তং শ্রিয়া (লক্ষ্ম্যা) সৰ্বে (যুগ্মং) সমধিতাঃ
(সম্যক্ এধিতাঃ কৃপাদৃষ্ট্যা বর্দ্ধিতাঃ অতঃ) বিগ্রহাৎ
(যুদ্ধাৎ) উপারমত (নিবর্ত্তধম্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ কহিলেন, তোমরা নারায়ণের
ভূজবল আশ্রয় করিয়া অমৃতলাভ করিয়াছ, এবং
লক্ষ্মীর কৃপায় সকলে বর্দ্ধিত হইয়াছ; অতএব যুদ্ধ
হইতে নিবৃত্ত হও ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সংযম্য মন্যুসংরম্ভং মানয়ন্তো মুনৈর্বচঃ ।

উপগীয়মানানুচরৈর্যমুঃ সৰ্বে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৪৫ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মুনেঃ (নারদস্য)
বচঃ মানয়ন্তঃ মন্যুসংরম্ভং (ক্রোধাবেশং) সংযম্য
(ত্যক্ত্বা) অনুচরৈঃ (গন্ধর্বাদিভিঃ) উপগীয়মানাঃ
সৰ্বে (দেবাঃ) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গং) যমুঃ (গতবন্তঃ)
॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—নারদের
বাক্যের সম্মান করিয়া দেবতারূপ তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-
সংবরণপূর্ব্বক অনুচরগণের দ্বারা প্রশংসিত হইতে
হইতে স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপগীয়মানা অনুচরৈরিতি সন্ধিরার্থঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপগীয়মানানুচরৈঃ’—
এখানে সন্ধি আর্ষ-প্রয়োগ, যেহেতু ‘উপগীয়মানাঃ
অনুচরৈঃ’—এই স্থলে আকারের পরস্থিত বিসর্গলোপ
হইয়া ‘উপগীয়মানা অনুচরৈঃ’ হইবে, বিসর্গলোপে
আর সন্ধি হয় না ॥ ৪৫ ॥

যেহবশিষ্টা রণে তস্মিন্ নারদানুমতেন তে ।

বলিং বিপন্নমাদায় অস্তং গিরিমুপাগমন্ ॥ ৪৬ ॥

অম্বয়ঃ—তস্মিন্ রণে যে (দানবাঃ) অবশিষ্টাঃ
তে নারদানুমতেন (নারদস্য অনুমতেন) বিপন্নং

(বজ্রাহতং) বলিন্ আদায় (গৃহীত্বা) অস্তং গিরিম্
(অস্তাচলম্) উপাগমন্ (গতবন্তঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—রণক্ষেত্রে যে সকল দানব অবশিষ্ট
ছিল তাহারা নারদের অনুমতি ক্রমে বজ্রাহত বলিকে
লইয়া অস্তাচলে গমন করিল ॥ ৪৬ ॥

তজ্জাবিনশ্টাবয়বান্ বিদ্যমানশিরোধরান্ ।

উশনা জীবয়ামাস সজীবন্যা স্ববিদ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

অম্বয়ঃ—তজ্জ (অস্তাচলে) উশনাঃ (শুক্রাচার্য্যঃ)
অবিনশ্টাবয়বান্ (ন বিনশ্টাঃ অবয়বাঃ করচরণা-
দয়ঃ যেষাং তান্) বিদ্যমানশিরোধরান্ (বিদ্যমানাঃ
শিরোধরাঃ গ্রীবাঃ যেষাং তান্) সজীবন্যা (তদাখ্যাম্)
স্ববিদ্যাম্ জীবয়ামাস ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তথায় শুক্রাচার্য্য যে সকল দানবের
কর ও চরণাদি অবয়ব একেবারে বিনশ্ট হয় নাই
এবং মস্তক বিদ্যমান ছিল, তাহাদিগকে স্বীয় সজী-
বনী বিদ্যা দ্বারা পুনর্জীবিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বলিশোশনসা স্পৃষ্টঃ প্রতাপমেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ ।

পরাজিতোহপি নাখিদ্যলোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে
দেবাসুরযুদ্ধং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ

অম্বয়ঃ—লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ (লোকতত্ত্বে বিষয়ে
বিচক্ষণঃ) উশনসা (শুক্রেণ) স্পৃষ্টঃ (তৎস্পর্শ-
মাত্রেনৈব) প্রতাপমেন্দ্রিয়স্মৃতিঃ (প্রতাপময়ানি পুনঃ-
প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়ানি স্মৃতিশ্চ যেন সঃ) বলিঃ চ পরা-
জিতঃ অপি ন অখিদ্যৎ (অখিদ্যত খেদং ন
প্রাপ্তবান্) ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাত্মটমস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়স্যাবয়বঃ ।

অনুবাদ—লোকতত্ত্ব বিষয়ে বিচক্ষণ বলি শুক্রা-
চার্য্যের করস্পর্শে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি - শক্তি পুনর্ব্বার
লাভ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইলেও বিষাদগ্রস্ত
হইলেন না ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিক্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

একাদশশাষ্টমস্য সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদর্শিনী’

টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি

ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের একা-

দশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

॥ ১১।৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের

গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



দ্বাদশোধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়গিরুবাত—

রুশ্বধ্বজো নিশম্যেদং ষোষিক্রপেণ দানবান্ ।

মোহনিত্বাসুরগগান্ হরিঃ সোমমপায়য়ৎ ॥ ১ ॥

রুশ্বমারুহ্য গিরিশঃ সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ ।

সহ দেব্যা যযৌ দ্রষ্টুং যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের মোহিনীরূপদর্শনোৎসুক ভবকে ভগবানের মোহিনীমুত্তিতে সম্মোহন এবং পুনরায় তাঁহাকে সাত্বনা প্রদান কথা বর্ণিত হইয়াছে ।

ভগবান্ শ্রীহরির মোহিনীরূপধারণলীলা শ্রবণ-মাত্র রুশ্বধ্বজ গিরিশ তাহা দর্শনলালসায় উমা ও ভূত-গণসহ ভগবৎপদান্তিকে গমনপূর্বক ভগবান্কে ‘দেবদেব’ ‘জগদ্ব্যাপী’, ‘জগন্ময়’, ‘জগদীশ’, ‘সর্বাত্মা’, ‘সর্বশ্রয়’, ‘সর্বকারণকারণ’, ‘স্বরাজ’, প্রভৃতি তত্ত্বপূর্ণ বাক্য দ্বারা নানা স্তবস্তুতি করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । ভক্ত-বৎসল ভগবান্ ভক্তের মনোহৃদীষ্টপূরণার্থ মায়া-বিস্তারপূর্বক এক ভুবনমোহনমোহিনী স্ত্রীমুত্তি ধারণ করিলেন । মহাদেব সেই মুত্তিদর্শনে প্রথমতঃ মুগ্ধ হইয়া পরে আত্মসম্মরণ করিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ভক্তপ্রবর শক্তিকে তাঁহার দেবমায়ায় মোহিত করার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার মায়ার প্রভাব কীদৃশ এবং শক্তুর মোহাপনোদন করিয়া, ভক্ত কি প্রকারে তাঁহারই কৃপাপ্রভাবে তাঁহার সেই দৈবী মায়া-

মুগ্ধ, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিলেন । ভগবান্ ভক্ত-প্রবর শক্তুর গুণগান করিয়া কহিলেন—এক বৈষ্ণব-রাজ শক্ত অর্থাৎ তাঁহার একান্ত ভক্ত ব্যতীত কেহই তাঁহার দস্তুরা মায়ায় একবার আসক্ত হইয়া পুনরায় তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না । ভগবানের নিকট এইপ্রকারে সংকৃত হইয়া মহাদেব ভগবান্কে প্রদক্ষিণপূর্বক ভবানী ও ভূতগণ সহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর শ্রীশুকদেবকর্তৃক মহারাজ পরীক্ষিতসমীপে উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদ শ্রবণ-কীর্তনাদির ফল কীর্তন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইল ।

অনুবাদঃ—শ্রীবাদরায়গিঃ উবাচ । হরিঃ ষোষিক্রপেণ (মোহিনীরূপেণ) দানবান্ মোহনিত্বা সুর-গগান্ (দেবগগান্) সোমম্ (অমৃতম্) অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস), ইদং গিরিশঃ রুশ্বধ্বজঃ (মহাদেবঃ) নিশম্য (শ্রুত্বা) দেব্যা সহ (পার্বত্যা সহ) রুশ্বম্ আরুহ্য সর্বভূতগণৈঃ বৃতঃ যত্র মধুসূদনঃ (হরিঃ) আস্তে (তিষ্ঠতি তত্র) দ্রষ্টুং (তস্য মোহিনীরূপং দ্রষ্টুং) যযৌ (গতবান্) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীহরি স্ত্রীরূপে দানবগণকে মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া রুশ্বধ্বজ মহা-দেব পার্বতীর সহিত রুষের উপর আরোহণপূর্বক সকল ভূতগণে পরিবৃত হইয়া যেখানে শ্রীমধুসূদন অবস্থান করিতেছেন, তথায় তাঁহার মোহিনীরূপ দেখিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

মায়ামৌল্যাদবৈদগ্ধ্যাদৈত্যানাং মোহনেন কিম্ ।

ইতি মোহয়িতুং শত্ৰুমনৈমীৎ স্বাক্তিকং হরিঃ ॥

দ্বাদশে মোহয়ন্ শত্ৰুং শপন্ত্যাঃ শত্ৰুঘোষিতাঃ ।

মোহিন্যা বিভ্রমস্যাসাধারণ্যং তাববুধৎ ॥০৥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মায়ামুগ্ধ অবিদগ্ধ দৈত্যগণের বিমোহন কার্য্য অধিক কি, সুতরাং শত্ৰুকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত শ্রীহরি তাঁহাকে নিজসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন । এই দ্বাদশ অধ্যায়ে শত্ৰুপত্নী পার্শ্ব-
তীর সমক্ষেই শত্ৰুকে মোহিত করিয়া মোহিনীরূপের বিভ্রমের অসাধারণ্য তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন—
ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

সভাজিতো ভগবতা সাদরং সোময়া ভবঃ ।

সূপবিষ্ট উবাচেনং প্রতিপূজ্য স্ময়ন্ হরিম্ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—ভগবতা (বিষ্ণুনা) সোময়া (উময়া সহ) ভবঃ (মহাদেবঃ) সাদরম্ (আদরেণ সহ বর্তমানং যথা স্যাৎ তথা) সভাজিতঃ (সংকৃতঃ) সূপবিষ্টঃ (সুখেন উপবিষ্টঃ সন্) হরিং প্রতিপূজ্য (সংকৃত্য) স্ময়ন্ (স্ময়মানঃ) ইবং (বক্ষ্যমাণ-প্রকারম্) উবাচ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ উমাসহ মহাদেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । মহাদেব সুখে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে প্রতিপূজ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সোময়া উময়া সহ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সোময়া’—উমার সহিত (শঙ্করকে ভগবান্ শ্রীহরি সাদরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন ।) ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময় ।

সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাখ্যাহেতুরীশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীমহাদেবঃ উবাচ—(হে দেবদেব ! (হে) জগদ্ব্যাপিন্ ! (হে) জগদীশ ! (হে) জগন্ময় ! সর্ব্বেষাম্ (অপি) ভাবানাং ত্বং হেতুঃ (নিমিত্তম্)

আখ্যা ঈশ্বরঃ (নিয়ামকশ্চ ভবসি, আখ্যাত্মাচ ন জড়ং প্রধানং ত্বম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব কহিলেন, দেবদেব ! হে জগদ্ব্যাপিন্ ! হে জগদীশ ! হে জগন্ময় ! আপনি যাবতীন্ বস্তুর মূলনিমিত্ত ও উপাদানকারণ । আপনি জড় প্রধান নহেন, পরন্তু সমগ্র চেতনের আখ্যা ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেবদেব ! ননু ত্বমপি দেবেষু দীব্যসীতি তত্ত্বাহ, হে জগদ্ব্যাপিন্ ! মম জগন্মধ্যাবত্তি-
ত্বান্মমপি ত্বং ব্যাপ্যমীত্যর্থঃ । অতো মৎসহিতং জগদিদং তব ঈশিতব্যমেবেত্যাহ, হে জগদীশ ! ননু বিশ্বেশ্বরত্বেন ত্বমুচ্যসে লোকৈস্তত্ত্বাহ, হে জগন্ময় ! ত্বং চিন্ময়োহপি জগন্ময়ঃ জগন্ময়ত্বাদীশিতব্যোহপি ঈশ্বরঃ । নত্বহমীদৃশঃ কিন্তু ব্রহ্মেন্দ্রাদিবদুপচারাদেব বিশ্বেশ্বর ইতি ভাবঃ । ননু ত্বহি মাং ত্বং প্রধানস্বরূপং ব্রুমে তস্যৈব জগদুপাদানত্বপ্রসিক্তেজগদ্বপুষ্টিং, তত্ত্বাহ—
সর্ব্বেষাং ভাবানাং বস্তানাং ত্বমাখ্যাহেতুস্মিত্য চ হেতুশ্চ ইত্যতত্ত্বমেবেশ্বর ইতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবদেব ! যদি বলেন—আপনিও দেবগণের মধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন (অর্থাৎ আপনিও দেবদেব, দেবগণের দেবতা) । তাহাতে বলিতেছেন—হে জগদ্ব্যাপিন্ ! আমি জগতের মধ্যবস্তী বলিয়া আমাকেও আপনি ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অতএব আমার সহিত এই জগৎ আপনারই ঈশিতব্য (শাসনযোগ্য) ইহা বলিতেছেন—হে জগদীশ ! যদি বলেন—বিশ্বেশ্বর-রূপে লোকে আপনাকেই বলিয়া থাকে । তাহাতে বলিতেছেন—হে জগন্ময় ! আপনি চিন্ময় হইয়াও জগন্ময় এবং জগন্ময়ত্বহেতু ঈশিতব্য হইয়াও আপ-
নিই ঈশ্বর । আর আমি এপ্রকার নহে, কিন্তু ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় উপচারবশতঃই বিশ্বেশ্বর—এই ভাব । যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে আমাকে কি আপনি প্রধান-স্বরূপ বলিতেছেন ? যেহেতু তাঁহারই জগতের উপাদানত্ব প্রসিক্ত বলিয়া তিনিই জগদ্বপু । তাহাতে বলিতেছেন—‘ত্বমাখ্যা’, আপনি এজগতে সকল পদার্থের আখ্যা, অর্থাৎ চেতনসম্পাদক এবং কারণস্বরূপ, এইজন্য আপনিই ঈশ্বর (নিয়ামক) —এই ভাব ॥ ৪ ॥

আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ ।

যতোহব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিদ্ভবান্ ॥৫॥

অবয়—অস্য (জগতঃ) আদ্যন্তৌ (জন্মমৃত্যু) যৎ (চ) মধ্যং (জীবনং যচ্চ) ইদং (প্রত্যক্ষং যচ্চ) অন্যৎ (পরোক্ষং যচ্চ) অহম্ (অহঙ্কারাস্পদং ভোক্তৃ যচ্চ) বহিঃ (মমকারাস্পদং ভোগ্যং) তৎ (সৰ্ব্বং) যতঃ (ব্রহ্মণঃ ভবন্তি যস্য চ) অব্যয়স্য (অপক্ষয়শূন্যস্য) এতানি (আদ্যন্তমধ্যানি) ন (সন্তি) তৎ সত্যং চিৎ (চৈতন্যরূপং) ব্রহ্ম ভবান্ (এব অতে ন তব বিকারাদিশঙ্কা ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, দৃশ্য, দ্রষ্টা, অহংতা, মমতা সকলই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে, কিন্তু অব্যয় ব্রহ্মে ঐ সকল জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি নাই, তিনি সত্য ও চিন্ময়স্বরূপ । আপনি সেই ব্রহ্ম ॥৫॥

বিশ্বনাথ—ননু জগন্ময়ত্বোক্ত্যা জগত উৎপত্ত্যা-দীনাং নশ্বরত্বেন জাড্যেন চ মমাপি কি তথাহং শ্রম্যে? নহি নহীত্যাং আদ্যন্তাবিতি । অস্য জগতঃ যৌ আদ্যন্তৌ জন্মমৃত্যু যচ্চ মধ্যং জীবনং যচ্চ ইদং প্রত্যক্ষং বস্তু অন্যৎ পরোক্ষম্ । অহমহঙ্কারাস্পদম্ । বহির্মমকারাস্পদং চ বস্তু যতো ভবতি তদ্রূপ চিত্রপো ভবান্ অব্যয়স্য ব্রহ্মণস্তবাদ্যন্তাদীনী ন সন্তি ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমাকে ‘জগন্ময়’ বলায়, জগতের উৎপত্ত্যাদির নশ্বরত্ব ও জড়ত্ব বলিয়া আমারও কি তদ্রূপ বলিতেছেন (অর্থাৎ জগতের ন্যায় আমিও কি অসত্য ও জড়—ইহা বলিতে চাহেন)? তাহার উত্তরে—না, না, ইহা বলিতেছেন—‘আদ্যন্তৌ’ ইত্যাদি । এই জগতের আদি ও অন্ত অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু এবং ‘যচ্চ মধ্যং’—যাহা মধ্য অর্থাৎ জীবন, ‘যচ্চ ইদং’—যাহা প্রত্যক্ষ বস্তু এবং ‘অন্যৎ’—পরোক্ষ, ‘অহং’—অহঙ্কারাস্পদ (অহঙ্কারের আশ্রয় দ্রষ্টা পদার্থ), ‘বহিঃ’—এবং যিনি বাহিরে ভোগ্য বস্তুরূপে প্রকাশমান, অথচ অন্তরে ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই চিত্রপ ব্রহ্ম আপনিই । অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপ আপনার আদি, অন্ত প্রভৃতি নাই ॥৫॥

তবৈব চরণান্তোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ ।

বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥ ৬ ॥

অবয়ঃ—শ্রেয়স্কামাঃ (ভক্তীচ্ছবঃ) নিরাশিষঃ (নিষ্কামাঃ) মুনয়ঃ উভয়তঃ (ইহামুগ্র চ) সঙ্গং (ভোগাসক্তিং) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তব এব চরণা-স্তোজং (পাদপদ্মং) সমুপাসতে (সেবন্তে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—চরমকল্যাণ-লাভেচ্ছা ও নিষ্কাম মুনীগণ ইহপরকালে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদপদ্ম উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তবৈবভূতত্বে মহতামাচার এব প্রমাণ-মিত্যাহ তবৈব নতু মম । মম তু সাকামা এবোতি ভাবঃ । শ্রেয়স্কামা ভক্তীচ্ছবঃ । উভয়গ্র ইহামুগ্র চ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার ঈদৃশত্বে মহদগুণের আচরণই প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—‘তবৈব’, শ্রেয়স্কামী মুমুক্শু মুনীগণ আপনারই পাদপদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার নহে । আমাকে কিন্তু সাকাম ব্যক্তিরাই উপাসনা করে, এই ভাব । ‘শ্রেয়স্কামাঃ’—ভক্তি লাভের ইচ্ছুক নিষ্কাম মুনীগণ, ‘উভয়তঃ’—ইহলোক ও পরলোকের আসক্তি পরিহারপূর্বক আপনারই উপাসনা করেন ॥ ৬ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিশৃণুং বিশোক-

মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ ।

বিশ্বস্য হেতুরদয়স্থিতিসংযমানা-

মাশ্বেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥ ৭ ॥

অবয়ঃ—ত্বং পূর্ণং ব্রহ্ম (ব্যাপকম্) অমৃতং (নাশরহিতং সুখরূপঞ্চ) বিশৃণুং (মায়িকহেয়শৃণ-শূন্যং) বিশোকম্ আনন্দমাত্রম্ অবিকারম্ অন্যৎ (শরীরাদিভ্যঃ পৃথক্) অনন্যৎ (ন বিদ্যাতে অন্যৎ যস্মাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্তীভাবাদপি নিরপেক্ষস্তম্ ইত্যর্থঃ, অন্যৎ সৰ্ব্বতো বাতিরিক্তং) চ (চ) বিশ্বস্য (প্রপঞ্চস্য) উদয়স্থিতিসংযমানাং হেতুঃ আশ্বেশ্বরঃ চ (আশ্বনাং জীবানাম্ ঈশ্বরশ্চ তত্তৎফলদাতা, তর্হি কিং রাজাদিবৎ কল্পাপ্যপেক্ষয়া সেবকেভ্যঃ ফলং দদামি নহি নহি) তদপেক্ষতয়া (তৈঃ প্রাণিভিঃ তত্তৎ ফলদানার্থম্ অপেক্ষাতে ইতি তদপেক্ষঃ তস্য ভাবঃ তদপেক্ষতা তয়া ত্বম্) অনপেক্ষঃ (অসি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আপনি জড় বিলক্ষণ চিন্ময় ব্রহ্ম, পূর্ণ

ও সূক্ষ্মস্বরূপ, মায়িক হেয়গুণবাহিত, নিত্য আনন্দাদি-
গুণযুক্ত, সূতরাং শোকশূন্য। (সকলের কারণ বলিয়া)
আপনা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ কিছু নাই, কিন্তু কার্য্য
বিচারে আপনি সে সকল হইতে ভিন্ন, এবং এই
বিশ্বের জন্ম, স্থায়, ভঙ্গের একমাত্র হেতু। জীবসমূহের
কর্ম্মফলদাতা। কর্ম্মফল লাভের জন্য সমগ্র জৈব
জগৎ আপনার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ
॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—যথা হৃদয়জ্ঞান নিরাশিষঃ তথা হ্রমপি
নিরাশীর্নহ্রস্বমদাদিরিবৈশ্বর্য্যকামনয়া সেবকসাপেক্ষো
যতন্তুঃ বিশ্বস্মাৎ বিলক্ষণস্বরূপ এবত্যাহ হ্রমিতি।
ব্রহ্ম চিন্ময়ং বিশ্বং হ্রিৎ এবং পূর্ণমিত্যাদিবেশেষণৈ-
বিশ্বমপূর্ণং সমূতিকং সগুণং সশোকং সুখদুঃখাশ্রকং
সবিকারং তথা ন বিদ্যাতে অন্যৎ যতঃ সন্তু ব্রহ্ম অনন্যৎ
সর্ব্বকারণত্বাৎ। বিশ্বন্তু অন্যৎ চিহ্নিত্বত্বাৎ তথা ব্রহ্ম
অন্যৎ মায়িকজড়বিশ্বভিন্নত্বাৎ বিশ্বন্তু অনন্যৎ ব্রহ্ম-
কার্য্যত্বাৎ ব্রহ্মকার্য্যত্বমেব স্পষ্টয়তি বিশ্বস্য উদয়া-
দীনাং হেতুঃ তদুপাধীনামাশ্রনাং জীবানামীশ্বরশ্চ
তৎফলদাতা, তহি কিং রাজাদিবৎ কল্যাপ্যপেক্ষয়া
সেবকেভ্যঃ ফলং দদামি, নহি নহি, তদপেক্ষতয়া
তেষাং অপেক্ষা যত্র স তদপেক্ষন্তস্য ভাবন্ততা তন্মৈব
ফলং দদাসি ন তু স্বাপেক্ষয়া। তৈজীবৈরেব স্বস্বফল-
প্রাপ্ত্যর্থং হ্রমপেক্ষ্যসে ইত্যর্থঃ। হ্রম অনপেক্ষঃ
স্বপ্রয়োজনার্থঃ তান্ নাপেক্ষসে ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আপনি আপনার ভক্তগণ
কামনাশূন্য, তদ্রূপ আপনিও নিষ্কাম, আমাদের ন্যায়
ঐশ্বর্য্য কামনায় সেবকের কোন অপেক্ষা নাই, যেহেতু
আপনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, ইহা বলিতেছেন—
'হ্রম ব্রহ্ম' ইত্যাদি। অর্থাৎ আপনি পূর্ণ, সুখস্বরূপ,
নিত্য, আনন্দময়, অগুণ ও অশোক। আপনি
চিন্ময়, বিশ্ব কিন্তু অচিৎ (জড়), অপূর্ণ, নশ্বর, সগুণ,
সশোক, সুখদুঃখাশ্রক ও বিকার-বিশিষ্ট। আপনি
'অনন্যৎ'—আপনা হইতে অন্য পদার্থ নাই, অথচ
আপনি সর্ব্ব-পদার্থ-ভিন্ন, যেহেতু আপনি সদ্ব্রহ্ম ও
সর্ব্বকারণ-কারণ। (এইরূপে আপনি সর্ব্বাশ্রক
হইলেও কারণরূপে সর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া
আপনার নিরীকারত্বও সঙ্গত হয়।) কিন্তু বিশ্ব
অন্য চিহ্নিত্ব বলিয়া, সেইরূপ ব্রহ্ম অন্য মায়িক

জড় বিশ্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া। কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মের
কার্য্য বলিয়া তাহা হইতে পৃথক্ নহে। ব্রহ্মকার্য্যত্ব
দেখাইতেছেন—'বিশ্বস্য হেতুঃ' ইত্যাদি, আপনি এই
বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ এবং জীব-
গণের ঈশ্বর ও তাহাদের ফলদাতা। যদি বলেন—
দেখুন, রাজা যেহেতু প্রজাগণের নিকট হইতে কর
প্রভৃতি লাভের অপেক্ষা করেন, সেইরূপ কোন অপে-
ক্ষায় আমিও কি সেবকদিগকে ফলদান করি ?
তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, না, 'তদপেক্ষতয়া',
তাহাদের অপেক্ষা যেখানে, তাহা তদপেক্ষ, তাহার
ভাব তদপেক্ষতা, তাহার নিমিত্তই, অর্থাৎ জীবগণই
বিভিন্ন ফললাভের জন্য আপনার অপেক্ষা করে,
তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই আপনি তাহা-
দিগকে ফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনার
নিজের কোন অপেক্ষা নাই। সেই জীবগণই নিজ-
নিজ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার অপেক্ষা করে, কিন্তু
আপনি 'অনপেক্ষ'—আপনার নিজের প্রয়োজনে
তাহাদের অপেক্ষা করেন না, আপনি নিরপেক্ষ—এই
অর্থ ॥ ৭ ॥

একন্তুমেব সদসদ্বয়মদ্বয়ঞ্চ

স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।

অজ্ঞানতন্তুয়ি জনৈবিহিতো বিকল্পো

যস্মাদ্ গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥ ৮ ॥

অর্থঃ—সৎ অসৎ (কার্য্যকারণরূপং) দ্বয়ম্
অদ্বয়ং চ (পরমকারণং) হ্রম্ একঃ এব (অতঃ)
কৃতাকৃতং (কৃতং কুণ্ডলাদিরূপং দ্বয়ম্ অকৃতং
কেবলম্ অদ্বয়ং কারণরূপং) স্বর্ণম্ ইব ইহ ত্বয়ি
বস্তুভেদঃ (বস্তুতঃ ভেদঃ) ন (নাস্তি) যস্মাৎ
নিরুপাধিকস্য (শুদ্ধস্য এব তব) গুণব্যতিকরো (গুণৈঃ
ব্যতিকরঃ ভেদঃ ন স্বতঃ ততঃ) জনৈঃ অজ্ঞানতঃ
(ত্বয়ি) বিকল্পঃ (তত্ত্বভেদঃ) বিহিতঃ (কল্পিতঃ)
॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এক আপনিই কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ,
আপনি এক হইয়াও দুই এবং দুই হইয়াও এক,
যেমন—কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত সুবর্ণ ও কেবল সুবর্ণে
বস্তুগত ভেদ নাই, সেইরূপ কারণরূপী আপনি ও

আপনার কার্যরূপ এই জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। লোকে অজ্ঞানতা বশতঃই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। কেন না আপনি নিরূপাধিক, এবং এই জগৎ নিরূপাধিক আপনার গুণের পরিণাম—এই জন্যই আপনাতে ও জগতে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানোদয়ে ভগবান্ ব্যতীত এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব এই জগৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন এইরূপ ভেদজ্ঞান নিরস্ত হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ। জীবানাং ত্বদীয়তটস্থশক্তি-কার্যত্বাৎ তদুপাধেবিশ্বস্য ত্বদীক্ষমায়াশক্তিকার্যত্বাদিদং চিজ্জড়াস্বকং জগদপি ত্বমেবেত্যাহ এক ইতি। সদসৎ-কার্য্যাকারণাশ্বকং জগত্ত্বং দ্বয়ং কার্য্যং বিরটি। অদ্বয়ং কারণং মহাদাদি, কিমিব কৃতাকৃতং স্বর্ণমিব। কৃতং কুণ্ডলাদি অকৃতং কেবলস্বর্ণম্। ইহ বিরামমহাদাভ্যোঃ কার্য্যাকারণয়োঃ বস্তুনঃ পরমকারণত্বাত্তো ভেদো নাস্তি কার্য্যাকারণয়োঃভেদাবগমাৎ, বিরাজো মহাদাদি-কার্য্যত্বাৎ মহাদাদের্মায়াকার্য্যত্বাৎ মায়ামাস্তুচ্ছক্তিহ্নেন ত্বদ্রূপত্বাদিতি ভাবঃ। অত এতদজ্ঞানত এব ত্বয়ি একস্মিন্বেব জনৈবিকল্পঃ বিহিতঃ। জগৎকারণং ব্রহ্মেতি মায়েতি অজ্ঞানমিতি কস্মেতি বিবিধা কল্পনা কৃত্য হস্মান্নিরূপাধিকস্য গুণাতীতস্বরূপস্য তব গুণৈ-রেব ব্যতিকরো ব্যাসনং বিবিধরূপা বিপত্তিরিতি যাবৎ, “যচ্ছক্ত্যো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তীতি” হংসগুহ্যোক্তেঃ। অতঃ ব্যতিকরঃ পুংসি ব্যাসনব্যাসিসঙ্গায়োরিতি মেদিনী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, জীবগণ আপনার তটস্থশক্তির কার্য্য, তাহার উপাধি এই বিশ্ব আপনার মায়ামায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া, এই চিৎ ও জড়াস্বক জগৎও আপনিই, ইহা বলিতেছেন—‘একঃ’ ইত্যাদি। সৎ ও অসৎ, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণাশ্বক রূপদ্বয় এবং পরমকারণরূপ অদ্বয় এক আপনিই। ‘দ্বয়ং অদ্বয়ং চ’—দ্বয় বলিতে কার্য্য বিরটিরূপ এবং অদ্বয় কারণ মহাদাদি। কিরূপ? তাহাতে বলিতে-ছেন—‘কৃতাকৃতং স্বর্ণমিব’, কৃত কুণ্ডলাদি এবং অকৃত কেবল স্বর্ণ, এ স্থলে কার্য্য ও কারণরূপ বস্তু বিরটি ও মহাদাদির এবং পরমকারণত্বহেতু আপনার মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেহেতু কার্য্য ও কারণ অভেদ, অর্থাৎ স্বর্ণ যেরূপ এক হইয়াও কুণ্ডলাদি অলঙ্কার-

রূপে অনেক হয়, সেইরূপ এক আপনিই কারণরূপে সৎ ও অদ্বিতীয়, এবং কার্য্য-জগদ্রূপে অসৎ ও দ্বৈতভাবাপন্ন হন, ইহাতে বস্তুগত কোন ভেদ নাই। বিরটি মহাদাদির কার্য্য, মহাদাদি মায়ার কার্য্য এবং মায়্যা আপনার শক্তি বলিয়া, উহা আপনারই রূপ—এই ভাব। আপনি স্বরূপতঃ উপাধিমুক্ত হইলেও গুণসমূহদ্বারাই ভেদ উপস্থাপিত হয়। সেইহেতুই জীবগণ অজ্ঞানবশতঃই ‘ত্বয়ি’—একমাত্র আপনাতেই বিভিন্নরূপে ভেদ কল্পনা করে। কেহ জগৎকারণ ব্রহ্ম, কেহ মায়্যা, কেহ অজ্ঞান, কেহ কস্ম—এইরূপ বিবিধ কল্পনা করিয়া থাকে। ‘হস্মাৎ’—যেহেতু নিরূপাধিক অর্থাৎ গুণাতীত-স্বরূপ আপনার ‘গুণ-ব্যতিকরঃ’—গুণসমূহ দ্বারা ‘ব্যতিকর’ বলিতে বিবিধরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন হংসগুহ্য উক্তিতে দৃষ্ট হয়—“যচ্ছক্ত্যো বদতাং বাদিনাং” (৬।৪।৩১), অর্থাৎ যাঁহার মায়ামায়াশক্তির বৃত্তিসমূহ শাস্ত্রালোচনাকারী পণ্ডিতগণের মধ্যে কখন বিবাদ (মতভেদ), কখনও বা সংবাদের (মতৈক্যের) কারণ হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকারিগণেরও আত্ম-বিশ্লষক মোহ উৎপাদন করে, ইত্যাদি। মেদিনীকোষে উক্ত হইয়াছে—“ব্যতিকর শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যাসন (বিপত্তি) ও ব্যতিষঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়।” ৮ ॥

তথ্য—শ্রীমদ্ বীররাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন, —সদসৎ চিদচিৎ উভয়স্বক জগৎ—একমাত্র আপনিই অর্থাৎ কার্য্যভূত চিদচিৎ উভয়স্বক জগতের কারণ একমাত্র আপনিই। অতএব কার্য্য ও কারণের অভেদ বিচারে কার্য্যভূত এই জগৎ কারণরূপী আপনা হইতে ভিন্ন নহে। যদি বলেন, কার্য্য ও কারণ সমজাতীয় এবং চিদচিদাস্বক হওক, কিন্তু আমি তাহা হইতে ভিন্ন; ইহার প্রতিকূলে বলিতেছেন, —আপনি ভিন্ন নহেন,—একস্বরূপ। এক—নাম-রূপাদিবিভাগশূন্য, এক অবস্থাপন্ন, সূক্ষ্ম, চিদচিৎ-শরীরবিশিষ্ট বলিয়া আপনি এক। চিদচিদাস্বক জগতের নানাত্ন নাম-রূপাদি বিভাগ দ্বারাই হইয়াছে। এইরূপ নাম-রূপাদি-বিভাগশূন্য সূক্ষ্ম কারণরূপে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে ‘এক’ শব্দের প্রয়োগ। দৃষ্টান্ত—যেমন কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত সুবর্ণ ও

কেবল সুবর্ণের মধ্যে কার্য ও কারণগত ভেদ থাকিলেও বস্তুগত ভেদ নাই, তদ্রূপ কার্যভূত চিদ-চিদাঙ্ক জগৎ ও কারণরূপী আপনাতে বস্তুগত পার্থক্য নাই। কার্য ও কারণরূপী আপনাতে বৈশেষিকগণ অজ্ঞান বশতঃই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন, কেননা এই প্রপঞ্চ গুণপরিণামাঙ্ক। প্রকৃতি ও পুরুষরূপে নিকৃষ্ট উপাধিবিশিষ্ট আপনারই শরীর সম্বন্ধী। অতএব গুণ-পরিণত ও সূক্ষ্মরূপে আপনার শরীর-ভূত—এই দুই প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ক্রম-সম্পর্কে বলিয়াছেন,—কুণ্ডলাদিক্রমে পরিণত সুবর্ণ ও কেবল সুবর্ণ-মধ্যে যেরূপ বস্তুগত কোন ভেদ নাই অর্থাৎ কার্য ও কারণ উভয় অবস্থাতে সুবর্ণ যেরূপ অব্যভিচারিক্রমে অবস্থিত, তদ্রূপ শুদ্ধস্বরূপ আপনাতে ও শক্তি-পরিণত জগতে কোন প্রকার ভেদ নাই। ভেদের কল্পনা কেবল অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্য নিরূপাধিক, তাঁহার রশ্মি, প্রতিচ্ছবি ও উহাদের বিচিত্রতা সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে, কেননা সূর্য্য ব্যতীত উহাদের স্বতন্ত্র প্রতীতি থাকিতে পারে না, সেইরূপ নিরূপাধিক সূর্য্যস্বরূপ আপনার প্রতিচ্ছবিরূপ বহিঃরঙ্গাশক্তি ও তাহার অংশ—সত্ত্বাদি গুণের পরিণামগত বৈচিত্র্য আপনা হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ আপনি ব্যতীত উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বহিঃরঙ্গাশক্তির পরিণাম এই জগৎ ও আপনি ভিন্ন নহেন; আপনি ব্যতীত এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই ॥ ৮ ॥

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবশস্যত ধর্ম্মমেক

একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্ ।

অন্যোহবশন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং

কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্তত্বম্ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—কেচিৎ (বৈদান্তিনঃ) ত্বাং ব্রহ্ম অবশ্যন্তি (মন্যন্তে), উত (অথ) একে (মীমাংসকাঃ ত্বাম্ এব) ধর্ম্মং (মন্যন্তে), একে (কেচিৎ সেশ্বর-সাংখ্যাঃ ত্বাম্ এব) সদসতোঃ (প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ) পরং পুরুষং পরেশং (পরেয়াং ব্রহ্মাদীনাম্ অপি ঈশং মন্যন্তে), অন্যে কেচিৎ (পাঞ্চরাগ্নাঃ) ত্বাম্

(এব) নবশক্তিযুতং (বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্মী সত্য্য ঈশানা অনুগ্রহা চ ইতোবং নবশক্তিযুক্তং) পরং (পরমেশ্বরম্) অবশ্যন্তি (মন্যন্তে), (পাতঞ্জলাঃ ত্বাম্) অব্যয়ম্ আত্মতত্ত্বং মহাপুরুষং (মন্যন্তে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—বৈদান্তিকেরা আপনাকে ব্রহ্ম, মীমাংসকেরা ধর্ম্ম, সেশ্বরসাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষের পর পুরুষ, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, তথা পাঞ্চরাগ্নিকগণ আপনাকে বিমলা প্রভৃতি নবচিচ্ছক্তিযুক্ত মাম্মাশক্তির পর এবং পাতঞ্জলগণ অসমোর্দ্ধ নির্বিবকার স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং স্বস্বমতানুসারেণ ত্বাম্বশ্যো বহুধা বর্ণয়ন্তীত্যাহ। পরেশং পরমেশ্বরং ত্বাং ব্রহ্ম বৈদান্তিনোহবশ্যন্তি মন্যন্তে। ধর্ম্মং মীমাংসকাঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরং সাংখ্যা অন্যে বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্মী সত্য্য ঈশানা অনুগ্রহা চেত্যেবং নবচিচ্ছক্তিযুক্তমিত্রিতং মাম্মাশক্তেশ্চ পরং পাঞ্চরাগ্নাঃ। মহাপুরুষং পাতঞ্জলাঃ ॥ ৯ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে নিজ নিজ মত অনুসারে ঋষিগণ আপনাকে বহুভাবে বর্ণনা করেন, ইহা বলিতেছেন—‘ত্বাং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি। পরমেশ্বর আপনাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। মীমাংসকগণ ধর্ম্ম, সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতি ও পুরুষের পরবর্তী পরমপুরুষ, আর পাঞ্চরাগ্নিকগণ—বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, সত্য্য, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নবশক্তিযুক্ত মাম্মাশক্তি হইতে পৃথক্ পরতত্ত্ব, এবং পাতঞ্জল মতালঙ্ঘিগণ—স্বতন্ত্র, অব্যয় মহাপুরুষ (পরমপুরুষ) বলিয়া অবগত হন ॥ ৯ ॥

নাহং পরামৃষ্ণম্বশ্যো ন মরীচিমুখ্যা

জানন্তি ষড়্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ ।

যন্মায়না মুষিতচেতস ঈশ দৈত্য-

মর্ত্যাদয়ঃ কিমূত শব্দভদ্রবৃত্তাঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ঈশ ! অহং (রূদ্রঃ) ন পরামৃষ্ণম্ (ব্রহ্মা) মরীচিমুখ্যাঃ ঋষয়ঃ সত্ত্বসর্গাঃ (সত্ত্বগুণেন সৃষ্টাঃ অপি) যন্মায়না (যস্য তব মায়না) মুষিতচেতসঃ (মুষিতং মোহিতং চেতঃ যেযাং তে)

যদ্বিরচিতং (যেন বিরচিতং বিশ্বম্ অপি) খলু (তত্ত্বতঃ) ন জানন্তি (তহি) শব্দদত্তদ্রব্যঃ (শব্দং সর্বদা অভদ্রং তামসং রাজসং চ বৃত্তম্ উৎপত্তি-
র্মেষাং তে) দৈত্যমর্ত্যাদয়ঃ (ন জানন্তি ইতি) কিমুত (নান্ন কিঞ্চিৎ বস্তব্যমিত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, আমি (মহেশ্বর), ব্রহ্মা এবং মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা সৃষ্ট অথচ আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া আপনার রচিত এই বিশ্ব তত্ত্বতঃ জানিতে পারিতেছি না, সুতরাং নিরন্তর অভদ্রবৃত্ত (রজঃ ও তমোগুণে উৎপন্ন) দৈত্য ও মর্ত্য জীবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি সর্বমতেষু মধ্যে পঞ্চরাত্রমেব ভগবন্তং ‘পঞ্চরাত্রস্য কৃৎসনস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তে’—‘স্তভ্যঞ্চ নারদ ভূশং ভগবান্ বিরুদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্ । জানঞ্চ ভাগবত-
মাঙ্গসতত্ত্বদ্বীপং যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরজসৈবেত্যুক্তে’—‘স্তদেব তত্ত্বং তদেব মহাতত্ত্বস্য শব্দোরপি মতং তদপি জানীম ইত্যভিমানিনো ন জানন্তীত্যশ্বয়েনাহ নেতি । ন কেবলমহং ন জানামি কিন্তু পরায়ুদ্বিপার্বাক্ষজীবী ব্রহ্মা সত্ত্বগুণেন সৃষ্টা অপি যেন ত্বয়া বিরচিতং বিশ্ব-
মপি খলু তত্ত্বতো ন জানন্তি কিং পুনস্ত্বাং, হে ঈশ অভদ্রং রাজসং তামসঞ্চ বৃত্তং যেষাং তে তং ত্বা ন জানন্তীতি কিমুত বস্তব্যং তেন পূর্বোক্তাঃ শাস্ত্র-
কৃতোহপ্যভিমানিনো ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও সমস্ত মতের মধ্যে পঞ্চরাত্রোক্ত মতই ভগবানের মত, যেহেতু উক্ত হইয়াছে—‘সমগ্র পঞ্চরাত্রের বক্তা স্বয়ং ভগবান্’ । আবার দ্বিতীয় ঋক্বে ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়া-
ছেন—‘তুভ্যঞ্চ নারদ ভূশং (২।৭।১৭), অর্থাৎ হে নারদ । সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমার উদ্ভিন্তা ভক্তি দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াই তোমাকে উত্তমরূপে ভক্তিযোগ এবং আত্মতত্ত্ব-প্রকাশক ভাগবত-জ্ঞান উপদেশ করেন । যে সকল ব্যক্তি বাসুদেবের শরণা-
পন্ন হন, তাহারাই ঐ জ্ঞান অনায়াসে জানিতে পারেন, ইত্যাদি বচন অনুসারে তাহাই তত্ত্ব, তাহাই মহাতত্ত্ব শব্দুরও মত, তাহাই আমরা জানি—এইরূপ অভি-
মানকারী ব্যক্তির জ্ঞানে না, এই আশয়ে বলিতেছেন—‘নাহং’ ইত্যাদি । কেবল আমিই (মহেশ্বরও)

জানি না, তাহা নহে, কিন্তু দ্বিপার্বাক্ষকাল-জীবী ব্রহ্মা সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হইয়াও, ‘মায়ায়’—আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া, আপনার রচিত এই বিশ্বও তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন না, তাহাতে আপনাকে কিপ্রকারে জানিবেন ? ইহাতে পূর্বোক্ত শাস্ত্রকার অভিমানিগণ যে জানেন না, ইহা আর অধিক কি বস্তব্য ?—এই ভাব ॥ ১০ ॥

স ত্বং সমীহিতমদঃ স্থিতিজন্মানাশং

ভূতেহিতঞ্চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ ।

বায়ুর্যথা বিশতি খঞ্চ চরাচরাখ্যং

সর্বং তদাত্মকতয়াবগমোহবরুণৎসে ॥ ১১ ॥

অবগমঃ—অবগমঃ (জ্ঞানস্বরূপঃ) সঃ ত্বং সমীহিতং (স্বকৃতম্) অদঃ স্থিতিজন্মানাশম্ (অমুষ্য জগতঃ স্থিতিজন্মানাশং তথা) ভূতেহিতং চ (ভূতানাং ঈহিতঞ্চ কর্ম চ) জগতঃ ভববন্ধমোক্ষৌ (ভবেন বন্ধং ততঃ মোক্ষঞ্চ সর্বম্) অবরুণৎসে (জানাসি অপি চ) যথা বায়ুঃ চরাচরাখ্যং (দেহজাতং) খম্ (আকাশং) চ বিশতি (তথা) তদাত্মকতয়া (তস্য সর্বস্য জগতঃ উপাদানতয়া) সর্বং (জগৎ অব-
রুণৎসে ব্যাপ্নোষি চ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আপনি জ্ঞান-স্বরূপ, আপনি আপনার রচিত এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও নাশ, প্রাণিসকলের চেষ্ঠা, ভব-বন্ধন মোচন সমস্তই অবগত আছেন ; বায়ু যেমন স্থাবরজঙ্গমাশ্রয় বস্তুতে ও আকাশে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ আপনি (জগতের উপাদান কারণ বলিয়া) সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তহি কো জানাতীতি চেত্তত্র ত্বমেব স্বং পরঞ্চ জানাসীত্যাহ, স প্রসিদ্ধস্ত্বং সর্বমবগমঃ অবগচ্ছন্ জানমেব সন্মবরুণৎসে ব্যাপ্নোষি । কিং তৎ সর্বং সমীহিতং স্বকৃতম্ অমুষ্য জগতঃ স্থিত্যদি-
ভূতানাং প্রাণিমাত্রাণাম্ ঈহিতং ভববন্ধঞ্চ তন্মান্মো-
ক্ষঞ্চ বন্ধমোক্ষপ্রকারং জানাসীত্যাঃ । ব্যাপ্তিমাত্রো
দৃষ্টান্তঃ—বায়ুরিতি, খং মহাকাশং স্বস্থানং চরা-
চরাখ্যং দেহজাতং চ যথা বিশতি তথৈব ত্বং নিজ-
ধামবৈকুণ্ঠমধ্যাসীন এব তদাত্মকতয়া তস্য সর্বস্যাত্ম-
তয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে কে জানে ? ইহার উত্তরে, আপনিই নিজকে এবং অপরকে জানেন, ইহা বলিতেছেন—‘স ত্বং’ ইত্যাদি। সেই প্রসিদ্ধ আপনি সমস্ত জানিয়াই সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই সকল কি ? তাহাতে বলিতেছেন—‘সমীহিতং’, আপনার নিজ রচিত এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, জীবগণের চেষ্টা এবং সংসারবন্ধ এবং তাহা হইতে মুক্তির প্রকার সমস্তই জানেন, এই অর্থ। ব্যাপ্তিমাত্রে দৃষ্টান্ত—‘যথা বায়ুঃ’, বায়ু যে রূপে চরাচর দেহসমষ্টি এবং আকাশের মধ্যে সর্বত্র প্রবিষ্ট রহিয়াছে, সেরূপ আপনি নিজধাম বৈকুণ্ঠে সমাসীন হইয়াই, ‘তদাক্রমতয়া’—সেই সকলের আশ্রয়রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

অবতারা ময়া দৃষ্টা রমমাণস্য তে গুণৈঃ ।

সোহহং তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি যত্তে যোষিদ্রপূৰ্ণতম্ ॥১২॥

অবয়বঃ—গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) রমমাণস্য তে (তব) অবতারাঃ (নরসিংহাদয়ঃ) ময়া দৃষ্টাঃ সঃ অহম্ (ইদানীং) তে (ত্বয়া) যৎ যোষিদৃ-বপুঃ (নারীরূপং) ধৃতং তৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সত্ত্বাদি গুণদ্বারা ক্রীড়মান আপনার নরসিংহাদি অবতারসমূহ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু আপনি যে নারীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অভিলষিতং ব্রূহীতি চেতমাহ—অবেতি, গুণৈর্ভক্তবাৎসল্যাদিভিঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আপনার অভি-
লাষ ব্যক্ত করুন, ইহাতে বলিতেছেন—‘অবতারাঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের দ্বারা লীলারত আপনার সকল অবতারই আমি পূর্বে দর্শন করিয়াছি, সম্ভ্রতি আপনি যে স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১২ ॥

অবয়বঃ—যেন (যোষিদ্রপেণ ত্বয়া) দৈত্য্যঃ সম্মোহিতাঃ সুরাঃ চ অমৃতং পানিতাঃ তদ্দিদৃক্ষবঃ (তৎ রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছন্তঃ সন্তঃ বয়ম্ অত্র) আশ্রিতাঃ (যতঃ) নঃ (অস্মাকং) পরং কৌতুহলং হি (ঔৎসুক্যং জাতম্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যে রূপে আপনি দৈত্যগণকে সম্পূর্ণ-
মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়া-
ছিলেন, সেইরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াই আমরা
এই স্থানে আগমন করিয়াছি। (এতদ্বিশয়ে) আমা-
দের অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমভ্যখিতো বিষ্ণুর্ভগবান্ শূলপাণিনা ।

প্রহস্য ভাবগন্তীরং গিরিশং প্রত্যভাষত ॥ ১৪ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । শূলপাণিনা (রুদ্রেন)
এবম্ অভ্যখিতঃ (সংপ্রাখিতঃ) ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রহস্য
গিরিশং (মহাদেবং) ভাবগন্তীরং (ভাবঃ গন্তীরঃ
যস্মিন্ তদ্ যথা ভবতি তথা) প্রত্যভাষত (প্রত্যাবাচ)
॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—মহাদেব এই
প্রকার প্রার্থনা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু হাস্য করিয়া
অতিশয় গন্তীর ভাবযুক্তবাক্যে মহাদেবকে বলিলেন
॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেতি স্বস্য যোগেশ্বরত্বং লোকেষু
প্রখ্যাপয়িতুং মোহিনীং দিদৃক্ষসে চেৎ সত্যং তে তৎ
সর্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতি ভাবঃ । ভাবগন্তীরং মহা-
দেবেনাপি দুষ্প্রবেশম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রহস্য’—হাস্য করিয়া,
অর্থাৎ নিজের যোগেশ্বরত্ব জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত
আমার মোহিনীরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, বেশ
ভালই, সে সমস্তই ব্যক্ত হইবে—এই ভাব। ‘ভাব-
গন্তীরং’—মহাদেবেরও দুষ্প্রবেশনীয় (ভাবগন্তীর
হাস্য করিয়া গ্রীহরি বলিলেন।) ॥ ১৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কৌতুহলায় দৈত্যানাং যোষিদ্রেশো ময়া ধৃতঃ ।

পশ্যতা সুরকার্য্যাণি গতে পীযুষভাজনে ॥ ১৫ ॥

যেন সম্মোহিতা দৈত্য্যঃ পানিতাশ্চামৃতং সুরাঃ ।

তদ্দিদৃক্ষব আশ্রিতাঃ পরং কৌতুহলং হিনঃ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ, পীযুষভাজনে (অমৃতপাত্র) গতে (দৈত্যৈঃ অপহাতে সতি) সুর-কার্য্যাণি (যোষিদ্বেশেন ভবিষ্যন্তি ইতি) পশ্যতা ময়া দৈত্যানাং কৌতূহলায় (সম্মোহনায়) যোষিদ্বেশঃ (স্ত্রীরূপং) ধৃতঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, দৈত্যগণ অমৃত-পাত্র হরণ করিলে দেবতাদিগের কার্য্যোদ্ধার লক্ষ্য করিয়া আমি দৈত্যগণের সম্মোহনার্থ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যানাং কৌতূহলায়েতি তদুশা-নামেব মোহজনকং তদতি বিস্ময়াস্পদং যোষিদ্বেশঃ যুগ্মাকং যোগেশ্বরানান্ত তদকিঞ্চিৎকরং, ন হি যুগ্ময়ুগ্মো হিংসিতুং ক্ষমত ইতি ভাবঃ । দৈত্যানামিতি তত্রৈব স্থিতাঃ সাত্ত্বিকত্বাদেবা অপি নৈব মুমূহুরিতি ভাবঃ । ননু দৈত্যানাং তুচ্ছানাং কৃতে কোহয়ং তে যত্নস্তগ্রাহ—পশ্যতি । গতান্তরাত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দৈত্যানাং কৌতূহলায়’—দৈত্যগণের কৌতূহলের নিমিত্ত, অর্থাৎ তাদৃশ দৈত্যগণের মোহজনক আশ্চর্য্যাকর সেই স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু যোগেশ্বর আপনাদের নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু যুগ কখনও ব্যাধকে হিংসা করিতে পারে না—এই ভাব । ‘দৈত্যগণের’—ইহা বলায় সেই স্থানে অবস্থিত সাত্ত্বিক প্রকৃতির দেবগণ কিন্তু মোহিত হয় নাই—এই ভাব । যদি বলেন—দেখুন, তুচ্ছ দৈত্যগণের নিমিত্ত কিজন্য আপনার এই প্রয়াস ? তাহাতে বলিতেছেন—‘পশ্যতা সুরকার্য্যাণি’, অর্থাৎ দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া গতান্তর না থাকায় ঐ রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলাম ॥১৫॥

অনুবাদ—সুরসত্তম ! কামিগণের অতীব আদ-রণীয় কামোৎপাদক আমার সেই রূপ দর্শনেচ্ছু আপনাকে আমি দেখাইব ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু যথা যথা তদপি তদর্থমেতা-বদ্রুগমনং তব ন মোঘং ভবিতুমর্হতীত্যাহ, তদिति । দিদৃক্ষোরিত্যন্যথা তে তত্রৈব বিশিষ্টবুদ্ধির্নাপয়াস্যাতে-বেতি ভাবঃ । সঙ্কল্পপ্রভবঃ কামস্তস্যোদয়ো যস্মা-দতঃ কামিনাং বহুমন্তব্যং তব তু কামশত্রোঃ কাম উত্তবিতুং নৈব শক্লোতি, তদপি কৌতুকং তেৎ পশ্যতি ভাবো বাহ্যঃ, আভ্যন্তরন্ত কামজ্যেতুরপি মহাযোগী-শ্বরস্যাপি তব তদ্দিদৃক্ষৈব কামসিদ্ধমহাবর্ত্তনিঃক্ষেপে হেতুরভূত্বম নাগ্র দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা যাহা হউক, তথাপি আপনার এতদূর আগমন কখন রূথা হইতে পারে না, ইহা বলিতেছেন—‘তৎ’ ইত্যাদি । ‘দিদৃক্ষোঃ’—আপনি যখন সেই রমণীমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অন্যথা তদ্বিশয়ে আপনার বিশিষ্ট বুদ্ধি অপগত হইবে না—এই ভাব । ‘সঙ্কল্পপ্রভবঃ’—সঙ্কল্প হইতে যে কামের উদ্ভব হয়, তাহা কামিগণের আদরণীয়, কামশত্রু আপনার কিন্তু সেই কাম কখনই উৎপন্ন হইতে সমর্থ নহে, তথাপি যখন কৌতূহল হইয়াছে, দেখুন—ইহা বাহিরের ভাবার্থ । কিন্তু আভ্যন্তর ভাব—কামবিজেতা মহাযোগীশ্বর হইয়াও আপনার তাহা দর্শনের অভিলাষই কামসিদ্ধির মহা-বর্ত্তে নিঃক্ষেপের হেতু, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ব্রুব্যাণো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।

সর্ব্বতশ্চারয়ং শঙ্কুর্ভব আস্তে সহোময়া ॥ ১৭ ॥

তৎ তেহং দর্শয়িষ্যামি দিদৃক্ষোঃ সুরসত্তম ।

কামিনাং বহু মন্তব্যং সঙ্কল্প প্রভবোদয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) সুরসত্তম ! অহং সঙ্কল্পপ্রভবো-দয়ং (সঙ্কল্পপ্রভবঃ কামঃ তস্যোদয়ো যস্মাৎ তৎ অতএব) কামিনাং বহু মন্তব্যম্ (আদরণীয়ং) তৎ (রূপং) দিদৃক্ষোঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছোঃ) তে (তব) দর্শয়িষ্যামি ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবান্ (বিষ্ণুঃ) ইতি (ইত্যেবং) ব্রুব্যাণঃ (সন্) তত্র এব অন্তর-ধীয়ত ভবঃ (রুদ্রঃ) উময়া সহ সর্ব্বতঃ চক্ষুঃ চারয়ন্ (তত্রৈব) আস্তে (তস্থৌ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন,

মহাদেব উমার সহিত চতুর্দিকে চক্ষু সঞ্চারণ করিতে করিতে সেই স্থানেই রহিলেন ॥ ১৭ ॥

ততো দদর্শোপবনে বরস্ত্রিয়ং

বিচিত্রপুষ্পারূপপল্লবদ্রুমে ।

বিক্রীড়তীং কন্দুকলীলয়া লস-

দুকূলপর্যাস্তনিতম্মমেক্সলাম্ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (শিবঃ) বিচিত্রপুষ্পারূপ-পল্লবদ্রুমে (বিচিত্রাণি পুষ্পাণি অরুণাঃ পল্লবাস্চ যেষাং তে দ্রুমাঃ বৃক্ষাঃ যস্মিন্ তস্মিন্) উপবনে কন্দুকলীলয়া বিক্রীড়তীং লসদুকূল পর্যাস্ত নিতম্ম মেখলাং (লসদুকূলে ন পর্যাস্তে পরিবৃত্তে নিতম্মে মেখলা যস্যঃ তাং) বরস্ত্রিয়ং দদর্শ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মহাদেব নানাবিধ পুষ্প ও অরুণবর্ণ পল্লবযুক্ত বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত উপবনে একটী শ্রেষ্ঠ স্ত্রীকে দর্শন করিলেন । সেই স্ত্রী তথায় কন্দুক ক্রীড়ায় রত ছিলেন এবং তাঁহার বস্ত্রাবৃত নিতম্মদেশে মেখলা শোভা পাইতেছিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—লসদুকূলে ন হেতুনা পরি সর্ব-তা-ভাবে ন আস্তে অদর্শনং প্রাপ্তে নিতম্মে মেখলা যস্যাস্তাম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘লসদুকূল-পর্যাস্ত-নিতম্ম-মেখলাম্’—মনোহর বস্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে পরি-বৃত্ত নিতম্মদেশে যাহার মেখলা (চন্দ্রহার) শোভা পাইতেছিল, (তাদৃশী কন্দুকক্রীড়ারতা পরমাসুন্দরী এক রমণীকে মহাদেব সহসা দেখিতে পাইলেন ।) ॥

আবর্তনোদ্বর্তনকম্পিতস্তন-

প্রকৃষ্টহারোরুভরৈঃ পদে পদে ।

প্রভজ্যমানামিব মধ্যতশ্চলৎ-

পদপ্রবালং নয়ন্তীং ততস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—আবর্তনোদ্বর্তনকম্পিতস্তনপ্রকৃষ্টহারো-রুভরৈঃ (উৎপতৎকন্দুকলীলাবশেন যে আবর্তনো-দ্বর্তনে নমনোল্লম্বনে তাত্য্যং কম্পিতয়ো স্তনয়োঃ প্রকৃষ্টহারাগাঞ্চ উরুভরৈঃ) পদে পদে (প্রতিপদং) মধ্যতঃ (মধ্যে) প্রভজ্যমানাম্ ইব (অপি চ) ততঃ

ততঃ (ইতস্ততঃ) চলৎ-পদপ্রবালং (চলৎ পদমেব প্রবালবৎ কোমলং তৎ) নয়ন্তীং (সঞ্চারয়ন্তীং দদর্শ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ প্রযুক্ত কম্পিত স্তনদ্বয় এবং মনোহর হারের গুরুভারে যেন মধ্যভাগে ভগ্না হইয়া স্থায় প্রবাল-তুল্য কোমল চরণ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্ধৃৎক্ষিপ্তং কন্দুকং গ্রহীতুং যৎ ক্ষণবাবর্তনমাবৃত্তিস্তদনন্তরমুদ্বর্তনমুন্মুথত্বেন বৃত্তিস্তেন কম্পিতয়োঃ প্রকৃষ্টহারাগাঞ্চোরুভরৈঃ প্রতিপদং মধ্যতঃ মধ্যদেশে ভজ্যমানামিব চলৎ পদমেব প্রবা-লবৎ অরুণং ততস্ততো নয়ন্তীম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আবর্তনোদ্বর্তন-’ ইত্যাদি, উদ্ধৃৎদিকে উৎক্ষিপ্ত কন্দুক গ্রহণের নিমিত্ত আবর্তন এবং তৎপর উদ্বর্তন, অর্থাৎ ক্রীড়াকালে কন্দুকটির উদ্ধৃৎগতি ও নিম্নগতির সহিত সেই রমণীও দেহটিকে একবার উন্নত ও অবনত করায় কম্পিত স্তনযুগল ও হারসমূহের গুরুভারে প্রতিপদক্ষেপেই তাঁহার দেহের মধ্যভাগ যেন ভগ্ন হইতেছিল । ‘চলৎপদ-প্রবালং’—চঞ্চল পদযুগলই প্রবালের ন্যায় অরুণ, অর্থাৎ তিনি চঞ্চল পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ সুকোমল পদ-যুগল ইতস্ততঃ চালনা করিতেছিলেন ॥ ১৯ ॥

দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুকচাপলৈর্ভূশং

প্রোদ্বিগ্নতারায়তলোললোচনাম্ ।

স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎ-

কপোলনীলালকমণ্ডিতাননাম্ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুকচাপলৈঃ (দিক্ষু ভ্রমতঃ কন্দুকস্য চাপল্যোঃ চাঞ্চল্যোঃ) ভূশং প্রোদ্বিগ্ন-তারায়তলোললোচনাং (প্রোদ্বিগ্নতারে আয়ত লোলে চঞ্চলে লোচনে যস্যঃ তাং) স্বকর্ণবিভ্রাজিতকুণ্ডলোল্লসৎ-কপোলনীলালকমণ্ডিতাননাং (স্বকর্ণাভ্যাং বিভ্রাজিতে যে কুণ্ডলে তাত্য্যম্ উল্লসন্তৌ কপোলৌ তাত্য্যং লীলালকৈশ্চ মণ্ডিতম্ আননং যস্যঃ তাং দদর্শ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিকে ভ্রাম্যমাণ কন্দুকের চাপল্যে তাঁহার আয়ত চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয়ের গোলক সচকিত

হইতেছিল, কর্ণধ্বজের শোভায় রঞ্জিত কুণ্ডলমুগলে মনোহর গণ্ডযুগ্ম ও নীলবর্ণ চূর্ণ কুন্তল দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল অতি রমণীয় হইয়াছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—দিক্ষু ভ্রমতঃ কদাচিৎ চতুর্দিক্ষু ক্ষিপ্য-
মাণস্য কন্দুকস্য চাপলৈশ্চাঞ্চল্যৈর্হেতুভিঃ প্রোদ্বিগ্ন-
তারে আয়তে লোলে লোচনে যস্যান্তাম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দিক্ষু ভ্রমৎকন্দুক-চাপলৈঃ’
কদাচিৎ কন্দুকটি চারিদিকে চঞ্চলভাবে ভ্রমণ করায়,
অর্থাৎ কন্দুকের চাঞ্চল্যবশতঃই তাঁহার আয়ত নয়ন-
যুগলের তারকা-দুইটিও উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়াছিল ॥

গ্নধদুকুলং কবরীঞ্চ বিচ্যুতাং
সংনহ্যতীং বামকরেণ বঙ্কনাম্ ।
বিনিম্নতীমন্যকরেণ কন্দুকং
বিমোহয়ন্তীং জগদাশ্রমায়মা ॥ ২১ ॥

অবয়বঃ—গ্নধদুকুলং (গ্নধং বিশ্লেষং প্রাপ্নুবৎ
দুকুলং তথা) বিচ্যুতাং (বিকীর্ণাং) কবরীং
(কেশবঙ্কনং) চ বঙ্কনাম্ (মনোহরেণ) বামকরেণ
সংনহ্যতীং (বধুভীম্) অন্যকরেণ (দক্ষিণকরেণ)
কন্দুকং বিনিম্নতীম্ আশ্রমায়মা জগৎ বিমোহয়ন্তীং
(বরজ্জিন্নং দদর্শ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাঁহার গাত্র হইতে বস্ত্র গ্নথ এবং
মস্তক হইতে কবরী স্থলিত হওয়াতে মনোহর বাম
কর দ্বারা তাহা বঙ্কন এবং দক্ষিণ কর দ্বারা কন্দুকে
আঘাত করিতেছিলেন । এইরূপে আশ্রমায়মা দ্বারা
জগৎ বিমোহন করিতেছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সংনহ্যতীং বধুভীম্, আশ্রমো মায়মা
বহিরঙ্গশক্ত্যেব জগন্মোহয়ন্তীং সম্প্রতি জিতমায়মাশ্রা-
রামমপি শত্ৰুং আশ্রমরাপেণৈব মোহয়ন্তীমিতি ভাবঃ
॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সংনহ্যতীং’—বঙ্কন করিতে
করিতে (অর্থাৎ সেই রমণীমূর্তি শিথিল পরিধেয় বস্ত্র
ও স্থলিত কেশবঙ্কনটিকে মনোহর বামহস্ত দ্বারা
আবদ্ধ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা কন্দুকক্ষেপণ
করিতেছিলেন) । ‘আশ্র-মায়মা’—নিজ বহিরঙ্গ-শক্তি
মায়ার দ্বারা ইজগতের মোহ উৎপাদন করেন, কিন্তু

সম্প্রতি জিতমায় আশ্রারাম শত্ৰুকেও আশ্রমরাপের
দ্বারা ই বিমোহিত করিতেছিলেন—এই ভাব ॥ ২১ ॥

তাং বীক্ষ্য দেব ইতি কন্দুকলীলয়েষদ-
ব্রীড়াশ্চুটস্মিতবিসৃষ্টকটাক্ষমুণ্ডঃ ।

স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতিসমীক্ষণবিহ্বলায়া
নাশ্রানমস্তিক উমাং স্বগণাংশ্চ বেদ ॥ ২২ ॥

অবয়বঃ—তাং (বরজ্জিন্নং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা)
ইতি কন্দুকলীলয়া যা ঈষদব্রীড়াশ্চুটস্মিতবিসৃষ্ট-
কটাক্ষমুণ্ডঃ (ইতি ইত্যেবভূতয়া কন্দুকলীলয়া যা
ঈষদব্রীড়া তয়া অশ্চুটং স্মিতং তেন সহ বিসৃষ্টঃ
যঃ কটাক্ষঃ তেন মুণ্ডঃ বক্ষিতঃ) স্ত্রীপ্রেক্ষণপ্রতি-
সমীক্ষণবিহ্বলায়া (অতএব স্বয়ং যৎ স্ত্রীয়াঃ প্রেক্ষণং
তয়া চ প্রতিসমীক্ষণং তাভ্যাং বিহ্বলং আশ্রা মনো
যস্য সঃ) দেবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) আশ্রানম্ অস্তিকে
(সমীপে স্থিতাম্) উমাং স্বগণান্ (নন্দীশ্বরাদীন)
চ ন বেদ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাঁহাকে দেখিয়া কন্দুক ব্রীড়া-হেতু
ঈষৎ লজ্জাজনিত অশ্চুট হাস্য সহ নিষ্কিপ্ত কটাক্ষে
এবং রমণীকে নিরীক্ষণ ও তৎকর্তৃক প্রতিনিরীক্ষণ
হেতু উন্মত্তচিত্ত মহাদেব আপনাকে বা নিকটস্থিত
উমা কিম্বা পার্শ্বদগণকেও বিস্মৃত হইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবঃ শ্রীরুদ্রঃ । ইত্যেবভূতয়া কন্দুক-
লীলয়েব মাং কশিৎ সুন্দরঃ পুরুষঃ পশ্যাতিতি
প্রত্যাশ্রিতয়া বুদ্ধ্যা যা ঈষদব্রীড়া কন্দুপবিকারদ্যোতকী-
কৃতং যৎ শ্চুটস্মিতং তাভ্যাং সহ বিসৃষ্টো যঃ
কটাক্ষস্তেন মুণ্ডশ্চোচিতযোগৈশ্চর্য্যধৈর্য্যবিবেকাদিত্বা-
জ্জড়ীভূত ইত্যর্থঃ । স্বয়ং স্ত্রীয়াঃ প্রেক্ষণং তয়া চ
প্রতিসমীক্ষণং তাভ্যাং বিহ্বল আশ্রা মনো যস্য সঃ
॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবঃ’—দেব বলিতে এখানে
শ্রীরুদ্র । ‘ঈষদ ব্রীড়া’—ইত্যাদি, এইপ্রকার কন্দুক-
ব্রীড়াহেতু কোনও সুন্দর পুরুষ আমাকে দেখিতেছেন
—এইরূপ বুদ্ধিতে যে ঈষৎ লজ্জা এবং কামবিকার-
প্রকাশক যে পরিস্ফুট হাস্য, তাহাদের সহিত নিষ্কিপ্ত
হইয়াছে যে কটাক্ষ, তাহার দ্বারা ‘মুণ্ড’, অর্থাৎ
যোগৈশ্চর্য্য, ধৈর্য্য ও বিবেকাদি অপহৃত হওয়ায়

শ্রীশঙ্কর জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, এই অর্থ । ‘শ্রী-
প্রেক্ষণ’—নিজে রমণীর দর্শন এবং তাঁহার দ্বারা
প্রতিনিরীক্ষণ, তাহাতে বিহ্বল হইয়াছে আত্মা বলিতে
মন যাঁহার, তিনি (অর্থাৎ সেই ব্যাকুলচিত্ত মহাদেব
তৎকালে নিজকে এবং নিকটবর্তিনী উমাদেবী ও
নিজ অনুচরগণকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন ।) ॥২২॥

তস্যাঃ করাগ্রাৎ স তু কন্দুকো যদা
গতো বিদূরং তমনুরজৎস্ত্রিয়াঃ ।
বাসঃ সসূত্রং লঘু মারুতোহহরদ্-
ভবস্য দেবস্য কিলানুপশ্যতঃ ॥ ২৩ ॥

অবয়বঃ—যদা তু তস্যাঃ করাগ্রাৎ সঃ (ক্রীড়া-
সাধনীভূতঃ) কন্দুকঃ বিদূরং গতঃ (তদা) তম্
অনুরজৎস্ত্রিয়াঃ (তৎ কন্দুকম্ অনুরজন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াঃ)
লঘু (সূক্ষ্মং) সসূত্রং (কাঞ্চিসহিতং) বাসঃ মারুতঃ
(বায়ুঃ) দেবস্য ভবস্য (শ্রীরুদ্রস্য) অনু (নিরন্তরং)
পশ্যতঃ (সতঃ) অহরৎ কিল (উচ্চিক্ষেপ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই ক্রীড়া-কন্দুক হস্ত হইতে দূরে
পতিত হইলে, যখন তিনি সেই কন্দুকের পশ্চাৎ
ধাবিত হইলেন, তখন মহাদেবের অনুক্ষণ দৃষ্টি
মধ্যেই বায়ু কাঞ্চী সহিত তাঁহার কটিদেশের সূক্ষ্ম
বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ কন্দুকম্ অনুরজন্ত্যাঃ স্ত্রিয়াঃ লঘু
সূক্ষ্মং বাসঃ সূক্ষ্মশাটিকাং সসূত্রং সূত্রবন্ধম্ অহরৎ
উচ্চিক্ষেপ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তম্ অনুরজৎস্ত্রিয়াঃ’—কন্দু-
কের পাশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা সেই রমণীমূর্তির
কটিস্থিত সূক্ষ্মবস্ত্র কাঞ্চীর সহিত বায়ু (মহাদেবের
দৃষ্টির সম্মুখেই) উৎক্ষিপ্ত করিল ॥ ২৩ ॥

এবং তাৎ রুচিরাপাজীং দর্শনীয়াং মনোরমাং ।
দৃষ্টা তস্যাং মনশ্চক্রে বিসজ্জন্ত্যাং ভবঃ কিল ॥২৪॥

অবয়বঃ—এবং রুচিরাপাজীং দর্শনীয়াং মনো-
রমাং তাৎ দৃষ্টা ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) কিল বিসজ্জন্ত্যাং
(কুক্ষিতকটাক্ষৈঃ আত্মনং নিরীক্ষমাণায়াং) তস্যাং
মনঃ চক্রে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এইভাবে মহাদেব সেই দর্শনযোগ্যা
মনোহরনয়না সুন্দরীকে দর্শন করিলেন, সেই সুন্দরীও
কুক্ষিত কটাক্ষে আত্মশরীর নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে
মহাদেবের মন তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল
॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিসজ্জন্ত্যাং মাং পশ্যতি ন পশ্যতীতি
দ্যোতকৈঃ কুক্ষিতকটাক্ষৈর্মহাদেবে স্বাসক্তিমভিনয়-
ন্ত্যাম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিসজ্জন্ত্যাং’—আমাকে
দেখিতেছেন বা না দেখিতেছেন, এইরূপ ভাব-প্রকা-
শক কুক্ষিত কটাক্ষের দ্বারা মহাদেবে নিজের আসক্তি
অভিনয়কারিণী (সেই সুন্দরীর প্রতি মহাদেব আসক্ত
হইয়া পড়িলেন ।) ॥ ২৪ ॥

তয়াপহাতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ ।

ভবান্যা অপি পশ্যন্ত্যা গতহ্রীঃপদং যযৌ ॥ ২৫ ॥

অবয়বঃ—তয়া অপহাতবিজ্ঞানঃ (তয়া মোহিন্যা
নিমিত্তভূতয়া অপহাতং বিজ্ঞানং যস্য সঃ) তৎকৃত-
স্মর বিহ্বলঃ (তয়েব-কৃতঃ উৎপাদিতঃ যঃ স্মরঃ তেন
বিহ্বলঃ পরবশঃ অতঃ) গতহ্রীঃ (নির্লজ্জঃ সঃ শিবঃ)
ভবান্যাঃ পশ্যন্ত্যাঃ অপি (পশ্যন্তীং তাম্ অনাদৃত্যৈব)
তৎ-পদং (তস্যাঃ বরস্ত্রিয়াঃ সমীপং) যযৌ (গতবান্)
॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহা কর্তৃক জ্ঞান অপহাত হওয়ায়
তৎকৃত কামবিলাসে বিহ্বল হইয়া ভবানীর সমক্ষেই
শিব নির্লজ্জভাবে সেই সুন্দরীর সমীপে গমন করি-
লেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপদং তস্যাঃ স্থানম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তৎপদং’—সেই সুন্দরী
যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে (মহাদেব গমন করি-
লেন) ॥ ২৫ ॥

সা তমায়ান্তমালোকা বিবস্তা ব্রীড়িতা ভুশম্ ।

বিলীয়মানা বৃক্ষেষু হসন্তী নান্বর্তিতত ॥ ২৬ ॥

অবয়বঃ—বিবস্তা (স্থলদ্বসনা) সা (স্ত্রী) তং
(শিবম্) আয়ান্তম্ আলোকা (দৃষ্টা) ভুশং ব্রীড়িতা

হসন্তী (চ) রক্ষেমু বিলীয়মানা (আত্মানম্ আচ্ছা-
দয়ন্তী ন অম্বতিষ্ঠত (ন স্থিতবতী) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—বিবস্ত্রা সেই সুন্দরী শিবকে আগমন
করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিতে
হাসিতে রক্ষান্তরালে চলিলেন, দাঁড়াইয়া থাকিলেন
না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিবস্ত্রা স্থলদুত্তরীয়া নান্বতিষ্ঠত ভবম্
অনুলক্ষীকৃত্য ন স্থিতবতী কিন্তু দুদ্রাবৈব ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিবস্ত্রা’—উত্তরীয় বসন
স্থলিত হওয়ায়, ‘নান্বতিষ্ঠত’—ভবকে আসিতে
দেখিয়া আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, কিন্তু
রক্ষান্তরালে লুকায়িত হইলেন ॥ ২৬ ॥

তামস্বগচ্ছত্তগবান্ ভবঃ প্রমুষ্ণিতেন্দ্রিয়ঃ ।

কামস্য চ বশং নীতঃ করেণুমিব যুথপঃ ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—কামস্য বশং নীতঃ প্রমুষ্ণিতেন্দ্রিয়ঃ
(ব্যাকুলচিত্তঃ) চ ভগবান্ ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ অপি)
যুথপঃ (মতঙ্গজঃ) করেণুং (হস্তিনীম্) ইব তাং
(স্ত্রিয়ম্) অম্বগচ্ছৎ (পশ্চাৎ গতবান্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কামবশীভূত ব্যাকুলেন্দ্রিয় ভগবান্
মহাদেবও হস্তিনীর পশ্চাৎ ধাবিত যুথপতির ন্যায় ঐ
সুন্দরীর অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

সোহনুরজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বানিচ্ছতীং স্ত্রিয়ম্ ।

কেশবজ্ঞ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষ্পবজে ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—সঃ (ভবঃ) অতিবেগেন (তাং)
স্ত্রিয়ম্ অনুরজ্য কেশবজ্ঞে (কবচায়াং) গৃহীত্বা
উপানীয় (আকৃষ্য) অনিচ্ছতীম্ (অপি) বাহুভ্যাং
পরিষ্পবজে (আলিঙ্গ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—মহাদেব অতিবেগে পশ্চাৎ ধাবিত
হইয়া সেই সুন্দরীর কেশ গ্রহণপূর্বক নিকটে আনিয়া
অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন
করিলেন ॥ ২৮ ॥

সোপগুচ্ছা ভগবতা করিণা করিণী যথা ।

ইতস্ততঃ প্রসপ্তন্তী বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ॥ ২৯ ॥

আত্মানং মোচয়িত্বা সুরষভভুজান্তরাৎ ।

প্রাদ্রবৎ সা পৃথুশ্রোণী মায়্যা দেববিনিম্বিতা ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—অজ ! (হে রাজন্) করিণা (গজেন
আলিঙ্গিতা) করিণী যথা (হস্তিনী ইব) দেববিনিম্বিতা
পৃথুশ্রোণী (স্থূলনিতম্বা) সা মায়্যা (স্ত্রী) ভগবতা
(রুদ্রেণ) উপগুচ্ছা (আলিঙ্গিতা) বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা
(বিপ্রকীর্ণাঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাঃ শিরোরুহাঃ কেশাঃ
যস্যঃ সা) ইতস্ততঃ প্রসপ্তন্তী (সতী) সুরষভ-
ভুজান্তরাৎ (সুরষভস্য মহাদেবস্য ভুজান্তরাৎ বাহু-
মধ্যাৎ) আত্মানং মোচয়িত্বা সা প্রাদ্রবৎ (বেগেন
গতবতী) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! হস্তীকর্তৃক আলিঙ্গিতা
হস্তিনীর ন্যায় ভগবন্মায়্যা নির্মিতা স্থূলনিতম্বা সুন্দরী
মহাদেব কর্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া আলুলায়িত কেশে
মহাদেবের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া
বেগে পলায়ন করিলেন ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—মায়্যা যোগমায়্যা দেবেন হরিণা
বিনিম্বিতা প্রকটীকৃত্য ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মায়্যা দেববিনিম্বিতা’—ভগ-
বান্ শ্রীহরির যোগমায়ার দ্বারা প্রকটীকৃত্য (সেই
মোহিনীমূর্তি মহাদেবের ভুজবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত
করিয়া পুনরায় দৌড়িতে লাগিলেন ।) ॥ ৩০ ॥

তস্যাসৌ পদবীং রুদ্রো বিষ্ণোরদুতকন্দর্পঃ ।

প্রত্যপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জিতঃ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—অসৌ রুদ্রঃ (শিবঃ) বৈরিণা কামেন
বিনির্জিতঃ ইব (পরবশঃ ইব) অদুতকন্দর্পঃ তস্য
বিষ্ণোঃ (মোহিনীরূপস্য) পদবীং (মার্গং) প্রত্যপ-
দ্যত (অম্বধাবৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সেই রুদ্র-শত্রু কামকর্তৃক যেন নির্জিত
হইয়া অদুতকন্দর্পা মোহিনীরূপী বিষ্ণুর পদবী অনু-
সরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাদ্যোতকম্ । বস্তুতো
ভগবতৈব বিনির্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বৈরিণা ইব’—মহাদেব
শত্রু কন্দর্পকর্তৃক পরাভূত হইয়াই যেন (সেই রমণীর
অনুসরণ করিলেন) । ‘ইব’—শব্দ এখানে উৎপ্রেক্ষা-

দ্যোতক, বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ কর্তৃকই তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

লাভের অভিলাষী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ শ্রীরূদ্রদেবকে প্রসন্ন করিবেন—এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

তস্যানুধাবতো রৈতশ্চক্ষন্দামোঘরৈতসঃ ।

শুশ্রিণো যুথপস্যেব বাসিতামনুধাবতঃ ॥ ৩২ ॥

অম্বয়ঃ—বাসিতাং (গৰ্ভধারণায়োদ্যতাং হস্তি নীম্) অনুধাবতঃ শুশ্রিণঃ (মত্তস্য) যুথপস্য ইব (গজস্যেব) অমোঘরৈতসঃ (অমোঘং রৈতঃ যস্য তস্য) তস্য অনুধাবতঃ (তং বিষ্ণুন্ অনুধাবতঃ রুদ্রস্য) রৈতঃ চ ক্ষন্দ (অক্ষরাৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ঋতুমতী হস্তিনীর অনুগামী মত্ত গজ-রাজের ন্যায় ঐ সুন্দরীর অনুসরণকারী অমোঘবীৰ্য্য মহাদেবের গুচ্ছক্ষরণ হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শুশ্রিণো মত্তস্য যুথপস্য হস্তীভ্রস্যা, রৈতসোহমোঘত্বং স্বৰ্ণত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শুশ্রিণঃ যুথপস্য ইব’—কামমত্ত গজরাজের ন্যায় যেন । ‘অমোঘ-রৈতসঃ’ অব্যর্থবীৰ্য্য মহাদেব, এখানে স্বৰ্ণত্বরূপে পরিণত হওয়ায় মহাদেবের বীৰ্য্যের অমোঘত্ব বলা হইল ॥ ৩২ ॥

যত্র যত্রাপত্যহ্যং রৈতস্তস্য মহাঅনঃ ।

তানি রূপস্য হেম্নশ্চ ক্ষেত্রাণ্যাসন্ মহীপতে ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) মহীপতে ! (রাজন্) মহাঅনঃ তস্য (রুদ্রস্য) রৈতঃ মহ্যং (পৃথিব্যাং যত্র যত্র অপত্যং তানি (স্থানানি) রূপস্য হেম্নঃ (সুবর্ণস্য) চ ক্ষেত্রাণি আসন্ (বভূবঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! মহাত্মা রুদ্রের বীৰ্য্য পৃথিবীর যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানসমূহ রৌপ্যের এবং স্বর্ণের ক্ষেত্র হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—রুদ্রসোতি । তানি ক্ষেত্রাণি রুদ্র-দৈবতানি ইত্যত্যন্তোত্তমো হেমলিঙ্গসুভিঃ প্রথমং রুদ্রঃ প্রসাদনীয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রুদ্রস্য’—‘রূপস্য’-স্থলে রুদ্রস্য পাঠান্তর আছে । মহাদেবের সেই গুচ্ছ পৃথিবীর যেখানে যেখানে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান রুদ্রদেবের অধিকারে, এইহেতু সেখান হইতে স্বর্ণ

সরিৎসরঃসু শৈলেশু বনেষুপবনেষু চ ।

যত্র ক্ চাসম্ যম্মন্ত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—(এবং তামনুধাবন্) হরঃ সরিৎসরঃসু শৈলেশু বনেষু উপবনেষু চ যত্র ক্ চ (স্থানেষু) ঋষয়ঃ আসন্ তত্র সন্নিহিতঃ (হরস্যাপি যোগেশ্বরস্য যুবতীজনদর্শনাদ্ যোগভঙ্গঃ ইতি যুবতীষু সর্কৈঃ সদৃঢ়ং মনোরঞ্চিতব্যামিতি শিক্ষণিত্বমেব ঋষিসমীপে মোহিনী-রূপধারিণা ভগবতা হরস্যানুগমনমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ঐপ্রকারে মোহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে মহাদেব নদী, সরোবর, পর্বত, বন ও উপ-বনে এবং যে কোন স্থানে ঋষিগণ অবস্থান করিতেন, তথায় সন্নিহিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তামনুধাবন্ হরঃ সরিৎসরঃসু সন্নিহিতো বভূবেতি মোহিনীসুত্রে তত্র ধাবনং তত্র তত্রস্থানুধীন হরস্য যোগভ্রংশং সাক্ষাদ্দর্শনিত্বমিতি ধ্বনিঃ । তেন মুনিভির্যোগারূঢ়ৈরপি বিজিতমপি স্বমনো যুবতীষু ন বিশ্বসনীয়মিতি শিক্ষণমনুধ্বনিঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সরিৎসরঃসু’—এই প্রকারে সেই রমণীমুত্তির অনুসরণপূর্বক মহাদেব নদী, পর্বত প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইলেন । মোহিনীর সেই সকল স্থানে ধাবনের উদ্দেশ্য—সেখানকার ঋষি-গণকে মহাদেবের যোগভ্রংশ প্রত্যক্ষ করান, ইহা ধ্বনিত হইতেছে । ইহার দ্বারা যোগারূঢ় মুনিগণও বশীভূত নিজ মনকে যুবতীগণের বিষয়ে বিশ্বাস করিবেন না—এইরূপ শিক্ষা অনুধ্বনিত হইতেছে ॥

ক্ষম্নে রৈতসি সোহপশ্যদাঅনং দেবমায়য়া ।

জড়ীকৃতং নৃপশ্রেষ্ঠ সংন্যবর্তত কশ্মলাৎ ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপশ্রেষ্ঠ ! (এবং) রৈতসি ক্ষম্নে (সম্পূর্ণং গলিতে সতি) সঃ (রুদ্রঃ) দেবমায়য়া (দেবস্য ভগবতঃ বিষ্ণোঃ মায়য়া) জড়ীকৃতম্ আঅনম্ অপশ্যৎ (অতঃ) কশ্মলাৎ (মোহাৎ) সংন্যবর্তত (নিবৃত্তঃ বভূব) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বীৰ্য্য সম্পূর্ণ স্থূলিত হইলে মহাদেব আপনাকে ভগবানের মায়ায় জড়ীভূত দেখিলেন ; সুতরাং ঐ মোহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কল্পে সংপূর্ণে সতীত্যর্থঃ । মোহিনী-প্রথমদর্শনক্ৰণমারভ্যোবায়্যা জড়ীকৃত এবাসীৎ তদা-নীমপশ্যদিত্তি জড়ীকৃতত্বেনানুসন্দধাবিত্যর্থঃ । ক*মলাৎ মোহিন্যানুধাবনাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কল্পে রেতসি’—শুক্র সম্পূর্ণ-রূপে স্থূলিত হওয়ার পর মহাদেব দেবমায়াদ্বারা বশীকৃত নিজকে লক্ষ্য করিলেন, অর্থাৎ মোহিনীর প্রথম দর্শনের ক্রণ হইতেই তাঁহার চিত্ত ব্যাকুলিত ছিল, তৎকালে নিজকে বশীভূত বলিয়া অনুসন্ধান করিলেন—এই অর্থ । ‘ক*মলাৎ’—মোহিনীর অনু-ধাবন হইতে নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ ।

অপরিজ্ঞেয়বীৰ্য্যস্য ন মেনে তদুহাভুতম্ ॥ ৩৬ ॥

অর্থঃ—অথ আত্মনঃ (স্বীয়পরমস্বরূপস্য) অপরিজ্ঞেয়বীৰ্য্যস্য (অপরিজ্ঞেয়ং বীৰ্য্যং মায়ারূপং যস্য তস্য) জগদাত্মনঃ (হরেঃ) অবগতমাহাত্ম্যঃ (অবগতং জ্ঞাতং মাহাত্ম্যং যেন সঃ মহাদেবঃ) তদুহ (দেবমায়য়া জড়ীকরণম্) অভুতম্ (আশ্চর্য্যং) ন মেনে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর মহাদেব জগদাত্মা ও অপরি-জ্ঞেয়বীৰ্য্য শ্রীহরির মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দেবমায়ার মোহন কার্য্যে আশ্চর্য্যবোধ করিলেন না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অথ স্ববিকোৎপত্তিক্রণ এব মোহিনী-মন্তুহিতামালক্ষ্য অবগতং স্বমোহবিকো ভগবদ-ধীনাবিতি মাহাত্ম্যং যেন সঃ, আত্মনো হরেঃ । যদ্বা । আত্মনঃ স্বস্য অবগতমাহাত্ম্যঃ জ্ঞাতযোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবঃ । তৎ জড়ীকরণং বিবেকপ্রদানঞ্চ অভুতং ন মেনে তত্র হেতুঃ জগদাত্মনঃ জগন্নাথ্যবন্তিনং মামপি মোহয়িতুং প্রবোধয়িতুঞ্চ সমর্থস্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অথ অবগত-মাহাত্ম্যঃ’—অনন্তর নিজ বিবেকের উৎপত্তির ক্রণেই মোহিনী-মূর্তির অন্তর্দান লক্ষ্য করিয়া, মহাদেব নিজের মোহ

ও বিবেক শ্রীভগবানের অধীন, এই মাহাত্ম্য অবগত হইলেন । ‘আত্মনঃ’—বলিতে জগদাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য, অথবা—নিজের যোগৈশ্বর্য্যের প্রভাব অবগত হইয়া, সেই মোহ ও বিবেক-প্রদান আশ্চর্য্যজনক মনে করিলেন না, তাহার কারণ—‘জগদাত্মনঃ’, জগদাত্মা শ্রীহরি জগন্নাথ্যবন্তী আমাকেও মোহিত ও প্রবোধিত করিতে সমর্থ, এই অর্থ ॥ ৩৬ ॥

তমবিক্রবমব্রীড়মালক্ষ্য মধুসূদনঃ ।

উবাচ পরমপ্রীতো বিদ্রং স্বাং পৌরুষীং তনুং ॥ ৩৭ ॥

অর্থঃ—মধুসূদনঃ তং (শ্রীরূদ্রম্) অবিক্রবং (ব্যাকুলতারহিতম্) অব্রীড়ং (গতলজ্জং চ) আলক্ষ্য (দৃষ্টা) পরমপ্রীতঃ (সন্) স্বাং পৌরুষীং তনুং বিদ্রং (ধারয়ন্) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—মধুসূদন মহাদেবকে অব্যাকুল এবং গতলজ্জ নিরীক্ষণ করিয়া পরমপ্রীতি প্রকাশপূর্বক স্বীয় পুরুষাকৃতি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত মহাযোগেশ্বরোহপ্যহং বিষয়াক্র এবাভ্রবমিত্যনুতাপরাহিত্যাদবিক্রবম্ । স্বান্তর্য্যামিণি কা লজ্জতাব্রীড়ম্ । অয়ং ভাবঃ—নাহমন্যেন কেনাপি মোহিতুং শক্যো মৎ-প্রভুগা তু মন্যোহনং ন দৃষণাবহং প্রত্যুত ভূষণাবহমেব, মমপি মোহনং বিনা মৎপ্রভো-রাগ্যন্তিকং প্রভুত্বমেব কুত ইতি প্রভুত্বাতিশয়ো দাসস্য মে ভক্ত্যুৎকর্ষমেব পুষ্যতীতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অবিক্রবম্’—ব্যাকুলতারহিত দেখিয়া (অর্থাৎ তৎকালে ভগবান্ শ্রীহরি মহাদেবের কোনরূপ বিহ্বলতা বা লজ্জা না দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া নিজ পুরুষমূর্তি ধারণ করিলেন) । হায় ! হায় ! মহাযোগেশ্বর আমিও বিষয়ে অন্ধই হইয়া-ছিলাম—এইরূপ অনুতাপ-রাহিত্যহেতু (মহাদেবের) অবিক্রবতা । নিজ অন্তর্য্যামীর নিকট কি লজ্জা—ইহাতে লজ্জাহীনতা । এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—অন্য কেহই আমাকে মোহিত করিতে সমর্থ নহে, আমার প্রভুকর্তৃক আমার মোহন দোষাবহ নহে, অধিকন্তু অলঙ্কারস্বরূপ, যেহেতু আমার মোহন ব্যাতি-রেকে, অর্থাৎ আমাকেও বিমোহিত করিতে না পারিলে, আমার প্রভুর আত্যন্তিক প্রভুত্ব কোথায় ?

অতএব প্রভুত্বের আতিশয্য দাস আমার ভক্তির
উৎকর্ষই পোষণ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

দিশ্টিয়া ত্বং বিবুধশ্ৰেষ্ঠ স্বাং নিষ্ঠামান্ননি স্থিতঃ ।

যন্মে জীৰূপয়া স্বৈরং মোহিতোহপ্যঙ্গ মায়য়া ॥ ৩৮ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—অঙ্গ (হে)
বিবুধশ্ৰেষ্ঠ ! (দেবশ্ৰেষ্ঠ !) যৎ (যস্মাৎ) জীৰূপয়া
মে (মম) মায়য়া স্বৈরং (যথেষ্ট পূৰ্ব্বং) মোহিতঃ
অপি ত্বম্ আনুনা (স্বয়মেব) স্বাং নিষ্ঠাং (প্রকৃতিম্)
স্থিতঃ (প্রাপিতঃ ইতি) দিশ্টিয়া (ভদ্রং জাতম্) ॥ ৩৮

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দেবশ্ৰেষ্ঠ !
আপনি আমার জীৰূপামায়া দ্বারা মোহিত হইয়াও
স্বয়ংই ভাগ্যক্রমে স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—জীৰূপয়া মোহিন্যাখ্যস্বরূপভূতয়া মায়য়া
মোহিতোহপি স্বাং নিষ্ঠাং ভক্ত্যুখদৈন্যময়ীং নিরহঙ্কার-
তামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জীৰূপয়া মায়য়া’—আমার
স্বরূপভূতা মায়্যা-রচিতা মোহিনী নামক রমণীমূর্তি
কর্তৃক যথেষ্টভাবে মোহিত হইয়াও আপনি ‘স্বাং
নিষ্ঠাং’—নিজের স্বাভাবিক অবস্থা, অর্থাৎ ভক্ত্যুখিত
(ভক্তি হইতে উদ্ভূত) দৈন্যময়ী নিরহঙ্কারিতা প্রাপ্ত
হইয়াছেন, এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

কো নু মেহতিতরেন্নায়াং বিষক্তদ্বদুতে পুমান্ ।

তাংস্তান্ বিসৃজতীং ভাবান্ দুষ্টরামকৃতান্নভিঃ ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়ঃ—ত্বৎকথ্যে (ত্বাং বিনা) বিষক্তঃ
(বিষয়ভোগাসক্তঃ) কঃ নু পুমান্ অকৃতান্নভিঃ
(অবশীকৃতচিহ্নৈঃ) দুষ্টরাং তান্ তান্ ভাবান্
(বিষয়ান্) বিসৃজতীং মে (মম) মায়্যাম্ অতিতরেৎ
(উল্লঙ্ঘ্য স্বস্থচিহ্নঃ ভবেৎ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—আপনি ব্যতীত কোন পুরুষ বিষয়-
ভোগে আসক্ত হইয়াও অজিতচিত্তগণের দুষ্টর তত্তদ-
বিষয়সৃষ্টিকারিণী আমার মায়্যা উত্তীর্ণ হইতে পারে ?
॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—জগন্মোহিন্যা মদ্বহিরঙ্গমায়য়া তু ত্বং

নৈব মোহিতো বর্ডস ইত্যাং কোন্নিবিত্তি, বিষক্তঃ
মায়িকবিষয়াসক্তঃ সন্ কো মায়্যাং তরেৎ ত্বদুতে ত্বাং
বিনা ত্বস্ত মায়্যামায়্যাসক্তোহপি মায়্যামতর ইত্যর্থঃ ।
মায়্যাং বিশিনষ্টি ভাবান্ রজোস্তমোমায়্যান্ কামাদীন্
॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জগন্মোহিনী আমার বহি-
রঙ্গা মায়্যার দ্বারা আপনি কখনও মোহিত নহেন,
ইহা বলিতেছেন—‘কো নু’ ইত্যাদি । ‘বিষক্তঃ’—
আপনি ভিন্ন অপর কোন্ পুরুষ মায়িক বিষয়ে আসক্ত
হইয়া মায়্যাকে অতিক্রম করিতে পারে ? কিন্তু আপনি
মায়্যাতে আসক্ত হইয়াও মায়্যাকে অতিক্রম করিয়া-
ছেন—এই অর্থ । মায়্যাকে বিশেষিত করিতেছেন—
‘ভাবান্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক কামাদি
ভাবসমূহের সৃষ্টিকর্তা (এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি-
গণের পক্ষে অলঙ্ঘনীয়) আমার মায়্যাকে অতিক্রম
করিতে কে সমর্থ ?) ॥ ৩৯ ॥

সেয়ং গুণময়ী মায়্যা ন ত্বামভিভবিষ্যতি ।

ময়া সমেতা কালেন কালরাপেণ ভাগশঃ ॥ ৪০ ॥

অম্বয়ঃ—কালেন (সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তেন) কাল-
রাপেণ ময়া ভাগশঃ (রজঃ আদি বিভাগেন) সমেতা
(মদধীনা সতী) সা (দুষ্টরা) ইয়ং গুণময়ী (মম)
মায়্যা ত্বাং ন অভিভবিষ্যতি (তব মোহং নৈব করি-
ষতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—সৃষ্ট্যাদিনিমিত্ত কালরাপী আমাকর্তৃক
রজঃ প্রভৃতি অংশের সহিত বশীভূতা সেই ত্রিগুণা-
ত্বিকামায়্যা আপনাকে আর অভিভূত করিতে পারিবে
না ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—সৈব কেতি চেদতঃ স্বাস্থল্যা তৎ-
সমীপস্থ্যং দুর্গাৎ দর্শয়তি—সেয়মিতি । কালেন কার-
ণেন ময়া জগৎ সৃজতা সমেতা সহিতা, ময়া কীদৃশেন ?
ভাগশোহংশেন কলয়তি ঈক্ষণেনাগ্রীকরোতীতি কালঃ
পুরুষো রূপং যস্য তেন ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই মায়্যা কে ?
তাহাতে নিজ অঙ্গুলি নির্দেশের দ্বারা মহাদেবের
সমীপে অবস্থিতা দুর্গাকে দেখাইতেছেন—‘সা ইয়ং’,
ইনিই সেই মায়্যা । ‘কালেন’—জগতের সৃষ্টি প্রভু-

তির নিমিত্ত কালবশতঃ আমার সহিত মিলিতা
রহিয়াছেন। কিরূপ আমার সহিত? তাহাতে
বলিতেছেন—‘ভাগশঃ’, রজঃ প্রভৃতি অংশে, ‘কাল-
রূপেণ’—ঈক্ষণের দ্বারা যিনি অঙ্গীকার করেন, সেই
কালপুরুষরূপী আমার সহিত মিলিতা (অর্থাৎ এই
গুণময়ী মায়া সৃষ্টি প্রভৃতির কারণস্বরূপ কালরূপী
আমার সহিত রজঃ প্রভৃতি অংশদ্বারা মিলিতা হইয়া
আমারই অধীনা রহিয়াছে। ইহা আপনাকে আর
কখনও অভিভূত করিবে না।) ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ভগবতা রাজন্ শ্রীবৎসাক্ষেন সংকৃতঃ ।

আমজ্য তং পরিক্রম্য সগগঃ স্বালম্ব্য যযৌ ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) রাজন্ !
শ্রীবৎসাক্ষেন (শ্রীবৎসঃ অক্ষঃ চিহ্নবিশেষঃ যস্য সঃ
তেন) ভগবতা (বিষ্ণুনা) এবং সংকৃতঃ (শিবঃ)
তন্ম আমজ্য (পৃষ্ঠা) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য)
সগগঃ (স্বগগ-সহিতঃ) স্বালম্ব্য (স্বস্য আলম্ব্য
কৈলাসং) যযৌ (গতবান্) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ !
শ্রীবৎসাক্ষ ভগবান্ কর্তৃক এই প্রকারে সংকৃত হইয়া
মহাদেব তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক বিদায়গ্রহণান্তর
স্বগণের সহিত কৈলাসে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবৎসাক্ষেনত্যনেন প্রণতঃ স উথাপ্য
বক্ষসা সংস্পৃশ্য আলিঙ্গিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্রীবৎসাক্ষেন’—শ্রীবৎস
চিহ্ন-শোভিত ভগবান্ কর্তৃক সংকৃত মহাদেব, ইহা
বল্য প্রণত মহাদেবকে উঠাইয়া শ্রীহরি বক্ষঃ স্পর্শ-
পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন—এইরূপ অর্থ ॥ ৪১ ॥

আত্মাংশভূতাং তাং মায়াং ভবানীং ভগবান্ ভবঃ ।

সম্মতাম্মিমুখ্যানাং প্রীত্যাচষ্টাথ ভারত ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ভারত ! অথ ভগবান্ ভবঃ
(শিবঃ) ঋষিমুখ্যানাং সম্মতাম্ আত্মাংশভূতাম্
(আত্মনঃ বিধোঃ শক্তিরূপাং) তাং মায়াং ভবানীং

(প্রতি) প্রীত্যা আচষ্ট (ভগবন্মায়ায়াঃ প্রাবল্যমুক্ত-
বান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে ভারত ! অনন্তর ভগবান্ শিব
মুখ্যমুনিগণের সম্মত বিষ্ণুর শক্তিরূপা ভবানীর প্রতি
আনন্দে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—শংসতাং প্রশংসতস্তান্ মুনীনাদৃত্য
॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শংসতাং’—‘সম্মত্যাং’, এই
স্থলে ‘শংসতাং’ পাঠান্তর রহিয়াছে, অর্থাৎ ভবানীর
প্রশংসারত সেই মুনিগণকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীমহা-
দেব ভবানীকে এরূপ বলিয়াছিলেন। (এখানে অনা-
দরে ষষ্ঠী হইয়াছে।) ॥ ৪২ ॥

অগ্নি ব্যগশ্যন্তুমজস্য মায়াং

পরস্য পুংসঃ পরদেবতায়্যাঃ ।

অহং কলানামৃষভোহপি মুহো

যয়াবশোহন্যে কিমুতাস্ততজ্জাঃ ॥ ৪৩ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীমহাদেব উবাচ, (অগ্নি দেবি !)
অজস্য পরদেবতায়্যাঃ (তথা) পরস্য পুংসঃ (হরেঃ)
মায়াং ত্বং ব্যপশ্যঃ (দৃষ্টবত্যসি) কলানামৃ (তদং-
শাবতারানাম্) ঋষভঃ অপি (শ্রেষ্ঠঃ অপি) অহম্
অবশঃ (সন্) যয়া (মায়ায়া) মুহো (মোহংগতঃ
অস্মি) তদা অস্ততজ্জাঃ (ইন্দ্রিয়াদিপরবশাঃ) অন্যে
(বিমূহোয়ুরিতি) কিমুত (কিং বক্তব্যম্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবি !
জন্মরহিত পরদেবতা ও পরমপুরুষ ভগবানের মায়া
অবলোকন করিলে? আমি তাঁহার অংশাবতারগণের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও যে মায়াদ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলাম,
সূতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরবশলোকসকল যে মোহিত
হইবে তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৪৩ ॥

যং মামপৃচ্ছন্তুমুপেত্য যোগাৎ

সমাসহস্রান্ত উপারতং বৈ ।

স এষ সাক্ষাৎ পুরুষঃ পুরাণো

ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ ॥ ৪৪ ॥

অম্বয়ঃ—সমাসহস্রান্তে (সংবৎসরসহস্রান্তে)

যোগাৎ উপারতং (নিরুত্তং) মাম্ উপেত্য (পরমেশ্বরঃ
ত্বং পুনঃ কস্য ধ্যানং করোষীতি) ত্বং যম্ অপৃচ্ছঃ
(পৃষ্টবতী) সঃ পুরাণঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ এষঃ (এব)
যত্র কালঃ ন বিশতে বেদঃ ন (চ) যং (ন জানাতি
কালবেদয়োরাপি অগম্য ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—সহস্রবৎসর পরে আমি যোগ হইতে
নিরুত্ত হইলে, তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, উনিই সাক্ষাৎ সেই পুরাণপুরুষ, উহার
মধ্যে কাল প্রবেশ করিতে পারে না এবং বেদও
জানিতে অসমর্থ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন বিশতে ইতি । কালঃ সর্বত্র প্রভ-
বিতুং বিশল্পপি যত্র ন বিশতি, বেদঃ সর্বৎ জানল্পপি
যত্র জ্ঞাতুং ন বিশতি কালবেদয়োরাপি যো ন গম্য
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন বিশতে’—প্রবেশ করিতে
সমর্থ হয় না । কাল সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতে
প্রবিল্ট হইলেও যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না,
এবং বেদ সমস্ত কিছু জানিলেও যাহাকে জানিবার
জন্য প্রবেশ করিতে পারে না, অর্থাৎ কাল ও বেদের
যিনি অগম্য, এই শ্রীহরিই সাক্ষাৎ সেই সনাতন
পুরুষ—এই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি তেহভিহিতস্তাত বিক্রমঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ।

সিক্কোনির্দ্ব্যর্থনে যেন ধৃতঃ পৃষ্ঠে মহাচলঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (হে) তাত ! সিক্কোঃ
নির্দ্ব্যর্থনে যেন (মহাবলপরাক্রমণ) মহাচলঃ (মহান
অচলঃ মন্দরনামকঃ পর্বতঃ) পৃষ্ঠে ধৃতঃ (তস্য)
শার্ঙ্গধন্বনঃ ইতি (ইতোবাং) বিক্রমঃ (সমুদ্রমস্থ-
রূপঃ পরাক্রমঃ) তে (তুভ্যাং) (ময়া) অভিহিতঃ
(কথিতঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে তাত !
সাগরমস্থনের সমস্ত যিনি স্বীয় পৃষ্ঠে বিশাল মন্দর-
পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ সার্ঙ্গধন্বার
বিক্রমের বিষয় তোমার নিকট কথিত হইল ॥ ৪৫ ॥

এতন্মুহঃ কীর্তয়তোহনুশূণতো

ন দ্রিস্ব্যতে জাতু সমুদ্যমঃ কুচিৎ ।

যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং

সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (সমুদ্রমতনাদিরূপং ভগবচ্চরিত্রং)
মুহঃ কীর্তয়তঃ (কথয়তঃ) অনুশূণতঃ (চ পুংসঃ)
সমুদ্যমঃ জাতু (কদাচিৎ) কুচিৎ (দেশে) ন রিস্ব্যতে
(ন নশ্যতি নিষ্ফলঃ ন ভবতীতি) । যৎ (যস্মাৎ)
উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবর্ণনম্ (উত্তমঃশ্লোকস্য হরেঃ
গুণানাম্ অনুবর্ণনাদিকং) সমস্তসংসারপরিশ্রমাপহম্
(সমস্তঃ যঃ সংসারপরিশ্রমঃ শ্বেদঃ তন্ম অপহন্তীতি)
॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এই সমুদ্রমহনাদিরূপ ভগবচ্চরিত্র
বারংবার কীর্তন বা শ্রবণকারিগণের উদ্যম কদাপি
নিষ্ফল হয় না । কারণ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণ-
নুকীৰ্তন সাংসারিক সকল ক্লেশের বিনাশক ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন রিস্ব্যতে ন নশ্যতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ন রিস্ব্যতে’—নষ্ট হয় না,
অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরন্তর শ্রীহরির এই গুণ কীর্তন ও
শ্রবণ করেন, তাহার উদ্যম কখনও নিষ্ফল হয় না
॥ ৪৬ ॥

অসদবিষয়মভিহ্বং ভাবগম্যং প্রপন্নান্

অমৃতমমরবর্ষ্যানাশয়ৎ সিক্কুমথ্যম্ ।

কপটমুৰতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-

স্তমহমুপস্থতানাং কামপূরং নতোহস্মি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামৃতমঙ্কজে
শঙ্করমোহনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—যঃ কপটমুৰতিবেশঃ (কপটেন মায়য়া
মুৰতীবেশঃ সন্) সুরারীন্ (অসুরান্) মোহয়ন্
অসদবিষয়ম্ (অসত্যম্ অবিষয়ং) ভাবগম্যং
(ভাবঃ ভজনং তেন গম্যম্) অভিহ্বং (চরণং)
প্রপন্নান্ (শরণাগতান্) অমরবর্ষ্যান্ সিক্কুমথ্যং
(সিক্কোনির্দ্ব্যর্থনে জাতম্) অমৃতম্ আশয়ৎ (অভো-
জয়ৎ) অহম্ উপস্থতানাং (ভক্তানাং) কামপূরং
(তং নতঃ অস্মি) ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামৃতমঙ্কজে দ্বাদশাধ্যায়স্যন্বয়ঃ

সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—যিনি ছলপূর্বক যুবতীবশে দানব-
দিগকে মোহিত করিয়া সমুদ্র মথনোৎপন্ন অমৃত
অসাধুগণের অপ্রাপ্য উপাসনালভ্য স্বীয় চরণে শরণা-
পন্ন অমরগণকে পান করাইয়াছিলেন সেই ভক্তগণের
প্রার্থনা পূরক ভগবান্কে প্রণাম করি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ—অভিহ্রং প্রপন্নানমরবর্য্যান্ সিকুমুথ্যং
সিকুমুথনোদ্ভূতমমৃতং য আশ্রয়ৎ অভোজয়ৎ, কপটঃ
যুবতীবশো যস্য সঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিগ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-

ষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থ-

দশিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অভিহ্রং প্রপন্নান্ অমরবর্য্যান্’
—নিজ পাদপদ্মের শরণাগত শ্রেষ্ঠ দেবগণকে যিনি
সমুদ্রমস্থন-জাত অমৃত পান করাইয়াছিলেন। ‘কপট-
যুবতীবশঃ’—যিনি ছলপূর্বক যুবতীর বেশ ধারণ
করিয়াছিলেন (সেই গ্রীহরিকে প্রণাম করি) ॥৪৭॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থ-দশিনী’
টীকার অষ্টমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের ‘সারার্থ-
দশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের
তথ্য, মঞ্চ, বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

মন্বিবিস্মৃতঃ পুত্রঃ শ্রাক্ষদেব ইতি শ্রুতঃ ।

সপ্তমো বর্তমানো যন্তদপত্যানি মে শৃণু ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ক্রমানুসারে সপ্তম হইতে চতুর্দশ
মনুর পৃথক পৃথক বিবরণ কীর্ণিত হইয়াছে ।

চতুর্দশ মনুর মধ্যে পূর্বে (৮।১ ও ৫ম অধ্যায়ে)
ছয়টি মনুর বিবরণ কথিত হইয়াছে, এক্ষণে বর্তমান
মন্বন্তরীয় সপ্তম মনুর কথা কীর্ণনান্তে ভবিষ্য মন্ব-
ন্তর ষট্ঠকের কথাও কীর্ণিত হইতেছে । সপ্তম মন্ব-
ন্তরে বিবস্বত পুত্র শ্রাক্ষদেব সপ্তম মনু । ইক্ষ্বাকু,
নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাদি, নরিস্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, বারুণ,
পৃশ্বধু ও বসুমান—এই দশটি হইবার পুত্র । এই
মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদগণ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথা ঋতুগণ—দেবতা ; পুরন্দর—
ইন্দ্র, কশ্যপ, অগ্নি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি

ও ডরদ্বাজ—সপ্তষি এবং কশ্যপ হইতে অদিতিগর্ভ-
জাত ভগবান্ বিষ্ণু—এই বৈবস্বত মন্বন্তরাবতার ।
অষ্টম মন্বন্তরে সাবণি—মনু, নিম্বোকাদি—মনু-
পুত্র, সূতপাদি—দেবতা, বিরোচননন্দন বলি—ইন্দ্র,
গালব, পরশুরাম প্রভৃতি—সপ্তষি এবং দেবভূহা
হইতে সরস্বতী-গর্ভোদিত ভগবান্ সার্বভৌম—
মন্বন্তরাবতার । নবম মন্বন্তরে দক্ষসাবণি—মনু
ভূতকেতু প্রভৃতি—মনুপুত্র, মরীচিগর্ভাদি—দেবতা,
অন্তুত—ইন্দ্র, দ্যুতিমানাদি—সপ্তষি এবং আয়ুস্মান্
হইতে অম্বুধারার গর্ভোদ্ভূত ভগবান্ ঋষভ—মন্ব-
ন্তরাবতার । দশম মন্বন্তরে ব্রহ্মসাবণি—মনু, তুরি-
সেনাদি—মনুপুত্র, হবিষ্মানাদি—সপ্তষি, সুবাসনাদি—
দেবতা, শত্ৰু—ইন্দ্র এবং বিশ্বস্রষ্টা বিপ্রগৃহে বিসুচী-
গর্ভোদিত শত্ৰুসখা ভগবান্ বিত্বক্সেন—মন্বন্তরা-
বতার । একাদশ মন্বন্তরে ধর্মসাবণি—মনু, সত্যাদি
—দশপুত্র, বিহঙ্গমাদি—দেবতা, বৈধূত—ইন্দ্র, অরু-
ণাদি—সপ্তষি এবং বৈধূতা গন্ধসম্ভূত আর্যাকসুত
ভগবান্ ধর্মসেতু—মন্বন্তরাবতার । দ্বাদশ মন্বন্তরে

রুদ্রসাবণি—মনু, দেববানাদি—পুত্র, হরিতাদি—
দেবতা, ঋতধামা—ইন্দ্র, তপোমূর্ত্যাদি—ঋষি এবং
সত্যসহা বিপ্রপত্নী সুনুতাগর্ভোদ্ভূত সুধামা বা স্বধামা
—মন্বন্তরাবতার। ব্রহ্মোদশ মন্বন্তরে দেবসাবণি
—মনু ; চিত্রসেনাদি—মনুপুত্র, সুকর্মা—দেবতা,
দিবস্পতি—দেবরাজ, নিম্নোঁকাদি—ঋষি এবং বৃহতী
গর্ভসম্ভূত দেবহোত্রতনয় যোগেশ্বর—মন্বন্তরাবতার।
চতুর্দশ মন্বন্তরে ইন্দ্রসাবণি—মনু, উরু, গভীরাদি
—পুত্র, পবিত্রাদি—দেবতা, গুচি—দেবরাজ, অগ্নিবাহ
প্রভৃতি—ঋষি এবং বিনতা-গর্ভোদ্ভূত সন্নায়ণ নন্দন
বৃহত্তানু—মন্বন্তরাবতার। এই চতুর্দশ মনু-পরি-
মিতকাল সহস্রযুগ প্রমাণ।

অবস্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য)
শ্রাদ্ধদেবঃ ইতি শ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ) যঃ পুত্রঃ বর্তমানঃ
(অধুনা বিদ্যমানঃ) সপ্তমঃ মনুঃ তদপত্যানি (তস্য
অপত্যানি) মে (মন্তঃ ত্বং) শৃণু ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—বিবস্বতের
(সূর্য্যের) পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত, তিনি বর্তমানে
সপ্তম মনু, তাঁহার সন্তানদিগের বিবরণ বলিতেছি ;
শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মন্বন্তরাণি মন্বাদিষট্ কবন্তি সমাসতঃ ।

সপ্তমাদীনি কথ্যন্তে ক্রমাদত্র ব্রহ্মোদশে ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ে মনু
প্রভৃতি ষড়্-বর্গযুক্ত সপ্তমাদি মন্বন্তরের কথা সংক্ষেপে
ক্রমপূর্ব্বক বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

ইক্ষাকুর্নভগশ্চৈব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতির্যেব চ ।

নরিষ্যন্তোহথ নাভাগঃ সপ্তমো দিষ্ট উচ্যতে ॥ ২ ॥

তরুশ্চ পৃষধুশ্চ দশমো বসুমান্ স্মৃতঃ ।

মনোর্বৈবস্বতস্যৈত দশ-পুত্রাঃ পরস্তপ ॥ ৩ ॥

অবস্বয়ঃ—ইক্ষাকুঃ নভগঃ চ এব ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিঃ
এব চ নরিষ্যন্তঃ অথ নাভাগঃ (তথা) সপ্তমঃ (যঃ)
দিষ্টঃ উচ্যতে (তন্মান্না প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ) তরুশ্চ চ
পৃষধুঃ চ দশমঃ (যঃ) বসুমান্ (স্মৃতঃ তদভিধানঃ) ;
হে পরস্তপ ! (শক্রতাপন !) বৈবস্বতস্য মনোঃ এতে
দশপুত্রাঃ (আসন্) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—হে পরস্তপ ! বৈবস্বত মনুর এই
দশ পুত্র ইক্ষাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত,
নাভাগ এবং সপ্তমপুত্র দিষ্টনামে প্রসিদ্ধ ; তরুশ্চ,
পৃষধু ও দশম পুত্র বসুমান ॥ ২-৩ ॥

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বদেবা মরুদগণাঃ ।

অশ্বিনারুভবো রাজমিত্রভেমাং পুরন্দরঃ ॥ ৪ ॥

অবস্বয়ঃ—হে রাজন্ ! আদিত্যাঃ বসবঃ রুদ্রাঃ
বিশ্বদেবাঃ মরুদগণাঃ অশ্বিনৌ ঋষবঃ (এতে দেবাঃ
ভবন্তি) পুরন্দরঃ (তন্নামা) তেমাং (দেবানাম্) ইন্দ্রঃ
(অধিপতিরস্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ (এই মন্বন্তরে) আদিত্য-
গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ ও মরুদগণ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং ঋভুগণ দেবতা ; পুরন্দর
তাঁহাদের ইন্দ্র ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আদিত্যাদয়ো দেবা ইত্যবস্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আদিত্যাঃ’—আদিত্য প্রভৃতি
দেবতা, এই অবস্বয় (অর্থাৎ সপ্তম মনু বিবস্বতের
পুত্র শ্রাদ্ধদেবের মন্বন্তরকালে আদিত্যগণ, বসুগণ,
রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও
ঋভুগণ—ইহারা দেবতা এবং পুরন্দর তাঁহাদের
ইন্দ্র ।) ॥ ৪ ॥

কশ্যপোহগ্নির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বামিত্রোহথ গৌতমঃ ।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥

অবস্বয়ঃ—কশ্যপঃ অগ্নিঃ বশিষ্ঠঃ চ বিশ্বামিত্রঃ
অথ গৌতমঃ জমদগ্নিঃ ভরদ্বাজঃ ইতি সপ্তর্ষয়ঃ
স্মৃতাঃ (অস্মিন্ মন্বন্তরে সপ্তর্ষয়ঃ কথিতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কশ্যপ, অগ্নি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম,
জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ—ইহারা সপ্তর্ষি বলিয়া কথিত
॥ ৫ ॥

অত্রাপি ভগবজ্জন্ম কশ্যপাদদিতেরত্বং ।

আদিত্যানামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্ ॥ ৬ ॥

অবস্বয়ঃ—অত্র অপি (অস্মিন্নপি মন্বন্তরে)

কশ্যপাৎ (পিতৃঃ) অদিতৈঃ (মাতৃশ্চ) ভগবজ্জন্ম
(ভগবতঃ জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ) অভূৎ আদিত্যানাং (বিব-
স্ব-ন্থ অর্য্যমা পুমা ইত্যাদ্যুক্তানাং মধ্যে) অবরজঃ
(জন্ম যস্য তেষাং কনীয়ান্ ইত্যর্থঃ) বিষ্ণুঃ বামনরূপ-
ধৃক্ (খর্ব্বাকৃতিঃ অভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে কশ্যপ হইতে অদিতির
গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হয়। যে বিষ্ণু আদিত্য-
গণের মধ্যে কনিষ্ঠরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনিই
বামনরূপী ॥ ৬ ॥

সংক্ষেপতো মনোক্তানি সপ্ত মন্বন্তরাণি তে ।

ভবিষ্যাণ্যথ বক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ শক্ত্যান্বিতানি চ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—ময়া সংক্ষেপতঃ তে (তুভ্যম্) সপ্ত-
মন্বন্তরাণি উক্তানি । অথ (ইদানীং ভগবতঃ) বিষ্ণোঃ
শক্ত্যা অন্বিতানি চ (শক্ত্যা অবতারেণ অন্বিতানি
যুক্তানি চ) ভবিষ্যাণি (মন্বন্তরাণি) চ বক্ষ্যামি ॥৭॥

অনুবাদ—আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট সপ্ত
মন্বন্তরের বিবরণ বলিলাম, এখন বিষ্ণুর অবতার
সম্বিত ভবিষ্যমন্বন্তরের বিষয় বলিব ॥ ৭ ॥

বিবস্বতশ্চ দ্বৈ জাগ্নে বিশ্বকর্ম্মসূতে উভে ।

সংজ্ঞা ছান্মা চ রাজেন্দ্র যে প্রাগভিহিতে তব ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র ! প্রাক্ (ষষ্ঠরূপে ময়া)
সংজ্ঞা ছান্মা চ (সংজ্ঞাছান্মানাম্ভৌ) যে উভে বিশ্বকর্ম্ম-
সূতে (বিশ্বকর্ম্মণঃ প্রজাপতেঃ সূতে কন্যে) তব অভি-
হিতে (ত্বাং প্রতি কথিতে) দ্বৈ চ (সংজ্ঞাছান্মে) বিব-
স্বতঃ জাগ্নে (সূর্য্যস্য পত্ন্যৌ ভবতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র ! পূর্ব্ব (ষষ্ঠরূপে) সংজ্ঞা
ও ছান্মা নাম্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যাদ্বয়ের কথা তোমার
নিকট বলিয়াছি; তাহারা উভয়েই সূর্য্যের পত্নী ॥৮॥

তৃতীয়াং বড়বামেকে তাসাং সংজ্ঞাসূতাজ্জয়ঃ ।

যমো যমী শ্রাদ্ধদেবশ্রাদ্ধায়ান্শ্চ সূতান্ শৃণু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—একে (তু) বড়বাং তৃতীয়াং (সূর্য্যস্য
তৃতীয়াং ভার্য্যাম্ আছঃ) তাসাং (জ্ঞীণাং মধ্যে) যমঃ

যমী (যমুনা) শ্রাদ্ধদেবঃ (চ ইতি) জয়ঃ সংজ্ঞাসূতাঃ
(সংজ্ঞায়াঃ সূতাঃ ভবন্তি) ছান্মায়াঃ সূতান্ চ শৃণু ॥৯॥

অনুবাদ—কেহ বলেন—সূর্য্যের ‘বড়বা’ নাম্নী
তৃতীয়া স্ত্রী ছিল, সেই জ্ঞীগণের মধ্যে সংজ্ঞার যম,
যমী (যমুনা) ও শ্রাদ্ধদেব নামে তিন সন্তান হয়,
অতঃপর ছান্মার সন্তানবিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর
॥ ৯ ॥

সাবণিস্তপতী কন্যা ভার্য্যা সংবরণস্য য়া ।

শনৈশ্চরন্তী যোহভুদগ্নিনৌ বড়বাঋজৌ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সাবণিঃ (পুত্রঃ) তপতী (নাম্নী) কন্যা
য়া (তপতী) সম্বরণস্য (রাজঃ) ভার্য্যা (জাতা) ।
শনৈশ্চরঃ (চ) তৃতীয়ঃ (পুত্রঃ) অভূৎ বড়বাঋজৌ
(বড়বায়াঃ আঋজৌ) অগ্নিনৌ (জাতৌ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ছান্মার সাবণি নামে এক পুত্র এবং
তপতী নামে এক কন্যা হয়, ঐ তপতী সম্বরণ রাজার
স্ত্রী। ছান্মার তৃতীয় সন্তান শনৈশ্চর এবং বড়বার
গর্ভজ সন্তান অগ্নিনীকুমারদ্বয় ॥ ১০ ॥

অষ্টমেহস্তর আয়্নাতে সাবণিভবিতা মনুঃ ।

নির্ম্মোকবিরজঙ্কাদ্যাঃ সাবণিতনয়্যা নৃপ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! অষ্টমে হস্তরে (মন্বন্তরে)
আয়্নাতে (সতি) সাবণিঃ মনুঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ।
নির্ম্মোকবিরজঙ্কাদ্যাঃ (চ) সাবণিতনয়্যাঃ (সাবর্ণেঃ
তনয়্যাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অষ্টম মন্বন্তর আগত
হইলে সাবণি মনু হইবেন, এবং নির্ম্মোক বিরজঙ্ক
প্রভৃতি ঐ সাবণি মনুর পুত্র হইবে ॥ ১১ ॥

তত্র দেবাঃ সূতপসো বিরজা অমৃতপ্রভাঃ ।

তেষাং বিরোচনসূতো বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্ মন্বন্তরে) সূতপসঃ
বিরজাঃ অমৃতপ্রভাঃ (ইতি সংজ্ঞকাঃ) দেবাঃ (ভবি-
ষ্যন্তি) । বিরোচনসূতঃ বলিঃ তেষাং (দেবানাম্)
ইন্দ্রঃ (অধিপতিঃ) ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তখন সূতপা বিরজা ও অমৃতপ্রভা ইহারা দেবতা এবং বিরোচনপুত্র বলি তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন ॥ ১২ ॥

দত্তেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদব্রহ্ম ।

রাধ্বমিন্দ্রপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (বলিঃ) পদব্রহ্মং যাচমানায় বিষ্ণবে ইমাং (সর্ব্বাং মহীং সপ্তমে মন্বন্তরে) দত্ত্বা (অষ্টমে মন্বন্তরে বিষ্ণোঃ প্রসাদেন চ) রাধ্বং (লব্ধম্) ইন্দ্রপদং হিত্বা (ত্যাগ্য) ততঃ সিদ্ধিং (মুক্তিঞ্চ) অবাপ্স্যতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সেই বলি পদব্রহ্ম ভূমি যাচ্ঞাকারী বিষ্ণুকে এই সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ-লব্ধ ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৩ ॥

যোহসৌ ভগবতা বদ্ধঃ প্রীতেন সূতলে পুনঃ ।

নিবেশিতোহধিকে স্বর্গাদধুনাস্তে স্বরাড়িব ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রীতেন ভগবতা যঃ অসৌ বদ্ধঃ পুনঃ (সুখভোগার্থং) স্বর্গাৎ (অপি) অধিকে (অধিকসুখে) সূতলে নিবেশিতঃ (সন্) অধুনা (অপি) স্বরাট্ ইব (ইন্দ্রঃ ইব) আস্তে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ প্রীতিসহকারে সেই বলিকে বন্ধন করিয়াও আবার তাঁহাকে স্বর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূতলে স্থাপন করিয়াছেন, এখনও তথায় বলি স্বর্গাধিপতির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যোহসাবিতি পুননিবেশিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—“যোহসৌ”—ভগবান্ বামন-রূপী বিষ্ণু যে বলিকে পূর্ব্ব বন্ধন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকেই সূতলে প্রতিষ্ঠিত করেন ॥ ১৪ ॥

গালবো দীপ্তিমান্ রামো দ্রোণপুত্রঃ কৃপস্তথা ।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ পিতাস্মাকং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥

ইমে সপ্তর্ষয়স্তত্র ভবিষ্যন্তি স্বযোগতঃ ।

ইদানীমাস্তে রাজন্ স্বে স্বে আশ্রমমণ্ডলে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! তত্র (তস্মিন্ মন্বন্তরে) গালবঃ, দীপ্তিমান্, রামঃ (পরশুরামঃ) দ্রোণপুত্রঃ (অশ্বত্থামা) তথা কৃপঃ (কৃপাচার্য্যঃ), ঋষ্যশৃঙ্গঃ, অস্মাকং পিতা ভগবান্ বাদরায়ণঃ ইমে সপ্তর্ষয়ঃ ভবিষ্যন্তি । ইদানীম্ (অপি তে) স্বযোগতঃ (অচ্যুত-নিষ্ঠালক্ষণযোগাৎ) স্বে স্বে আশ্রমমণ্ডলে আসতে (তিষ্ঠন্তি) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! উক্ত মন্বন্তরে গালব,—দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাস)—ইহারা সপ্তর্ষি হইবেন, সম্প্রতি তাঁহারা যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্ব-স্ব আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৫-১৬ ॥

দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সাক্ষর্ভৌম ইতি প্রভুঃ ।

স্থানং পুরন্দরাক্ষত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবগুহ্যাৎ (পিতৃঃ সকাশাৎ) সরস্বত্যাং (জনন্যাং) সাক্ষর্ভৌমঃ ইতি (তন্মামা) প্রভুঃ (ভগবান্ অবতরিশ্যতি) । (স চ) ঈশ্বরঃ স্থানং (স্বর্গং) পুরন্দরাৎ হত্বা বলয়ে দাস্যতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে সাক্ষর্ভৌম প্রভু ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া পুরন্দরের নিকট হইতে স্বর্গ হরণ পূর্ব্বক বলিকে প্রদান করিবেন ॥ ১৭ ॥

নবমো দক্ষসাবর্ণির্মনুর্বরুণসম্ভবঃ ।

ভূতকেতুদীপ্তকেতুরিত্যাদ্যাস্তৎসূতা নৃপ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ । বরুণসম্ভবঃ (বরুণতনয়ঃ) দক্ষসাবর্ণিঃ নবমঃ মনুঃ (ভবিষ্যতি) । ভূতকেতুঃ দীপ্তকেতুঃ ইত্যাদ্যাঃ তৎসূতাঃ (তস্য দক্ষসাবর্ণেঃ সূতাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বরুণ হইতে দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মনু হইবেন, ভূতকেতু, দীপ্তকেতু প্রভৃতি তাঁহার পুত্র হইবে ॥ ১৮ ॥

পারা-মরীচিগর্ভাদ্যা দেবা ইন্দ্রোহত্মতঃ স্মৃতঃ ।

দ্যুতিমৎপ্রমুখাস্তত্র ভবিষ্যন্ত্যশ্বয়ন্ততঃ ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—তত্র (মন্বন্তরে) পারামরীচিগর্ভাদ্যাঃ
দেবাঃ (ভবিষ্যতি) অদ্বুতঃ স্মৃতঃ (নান্মা অদ্বুত ইতি
প্রসিদ্ধঃ) ইন্দ্রঃ (দেবাধিপতিঃ ভবিষ্যতি) ততঃ
(তস্মিন্ মন্বন্তরে) দ্যুতিমৎপ্রমুখাঃ (সপ্ত) ঋষয়ঃ
(ভবিষ্যতি সননঃ দ্যুতিমান্ হব্যঃ বসু মেধাতিথিস্থতা ।
জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যাত্মৈতে চ মহর্ষয়ঃ ইতি
হরিবংশোক্তাঃ অন্যেহপি জ্ঞেয়াঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—এই নবম মন্বন্তরে পারা-মরীচিগর্ভ
প্রভৃতি দেবতা এবং অদ্বুত নামে ইন্দ্র ও দ্যুতিমৎ-
প্রমুখ সপ্তষি হইবেন ॥ ১৯ ॥

আয়ুস্মতোহম্বুধারায়াম্বভো ভগবৎকলা ।

ভবিতা যেন সংরাক্ষাং ত্রিলোকীং ভোক্ষ্যতেহদ্বুতঃ ॥

অম্বয়ঃ—আয়ুস্মতঃ (পিতুঃ সকাশাৎ) অম্বু-
ধারায়াম্ (মাতরি) ভগবৎকলা (ভগবতঃ কলা অব-
তারঃ) ঋষভঃ (তন্মাম) ভবিতা যেন (ঋষভেন)
সংরাক্ষাং ত্রিলোকীম্ অদ্বুতঃ (ইন্দ্রঃ) ভোক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আয়ুস্মান হইতে অম্বুধারার গর্ভে
ভগবদংশাবতার ঋষভদেবের আবির্ভাব হইবে ।
তিনি সর্বসমৃদ্ধিশালী লোকত্রয় অদ্বুতনামক ইন্দ্রকে
ভোগ করাইবেন ॥ ২০ ॥

দশমো ব্রহ্মসাবনিরুপগ্নোকসূতো মনুঃ ।

তৎসূতা তুরিষেণাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—উপগ্নোকসূতঃ (উপগ্নোকস্য সূতঃ)
ব্রহ্মসাবনিঃ দশমঃ মনুঃ (ভবিষ্যতি) । তুরিষেণাদ্যাঃ
তৎসূতাঃ (ভবিষ্যতি) । হবিষ্মৎ প্রমুখাঃ (চ) দ্বিজাঃ
(সপ্তর্ষয়ঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—উপগ্নোকের পুত্র ব্রহ্মসাবনি নামে দশম
মনু হইবেন, তুরিষেণ প্রভৃতি তাঁহার সন্তান এবং
হবিষ্মৎপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ সপ্তষি হইবেন ॥ ২১ ॥

হবিষ্মান্ সূরুতঃ সত্যো জয়ো মুক্তিস্তদা দ্বিজাঃ ।

সুবাসনা-বিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শত্বঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—তদা (তস্মিন্ মন্বন্তরে) হবিষ্মান্

সূরুতঃ সত্যঃ জয়ঃ মুক্তিঃ (এতে) দ্বিজাঃ (ভবিষ্যতি) ।
সুবাসনাবিরুদ্ধাদ্যাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যতি) । শত্বঃ
(তন্মাম) সুরেশ্বরঃ (ইন্দ্রঃ ভবিষ্যতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন হবিষ্মান্, সূরুত, সত্য, জয় এবং
মুক্তি প্রভৃতি সপ্তষি হইবেন, সুবাসন ও অবিরুদ্ধ
প্রভৃতি দেবতা এবং শত্ব তাঁহাদের ইন্দ্র হইবেন ॥ ২২ ॥

বিষ্বক্সেনো বিসূচ্যাস্ত শস্তোঃ সখ্যং করিষ্যতি ।

জাতঃ স্বাংশেন ভগবান্ গৃহে বিশ্বসৃজো বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—বিশ্বসৃজঃ গৃহে বিসূচ্যাং (তস্য ভার্য্যায়ান্)
তু স্বাংশেন জাতঃ (সন্) বিষ্বক্সেনঃ (তন্মামকঃ)
ভগবান্ বিভুঃ শস্তোঃ (শত্বনামকস্য ইন্দ্রস্য) সখ্যং
(সাহায্যং) করিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—বিশ্বস্রষ্টার গৃহে বিসূচীর গর্ভে ভগ-
বান্ বিভু স্বাংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্বক্সেনরূপে
শত্বর সহিত সখ্য করিবেন ॥ ২৩ ॥

মনুর্বৈ ধর্মসাবনিরেকাদশম আত্মবান্ ।

অনাগতাস্তৎসূতাশ্চ সত্যধর্মাদয়ো দশ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—আত্মবান্ (জিতমনাঃ) ধর্মসাবনিঃ
একাদশমঃ (একাদশঃ) মনু বৈ (ভবিষ্যতি) । সত্য-
ধর্মাদয়ঃ দশ চ তৎসূতাঃ (তৎপুত্রাঃ) অনাগতাঃ
(ভাব্যাঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—একাদশ মন্বন্তরে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ধর্ম-
সাবনি মনু হইবেন এবং তাঁহার সত্যধর্মাদি দশটী
সন্তান হইবে ॥ ২৪ ॥

বিহঙ্গমাঃ কামগমা নিৰ্ব্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ ।

ইন্দ্রশ্চ বৈধৃতস্তেষামৃষয়শ্চারুণাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—(তস্মিন্ মন্বন্তরে) বিহঙ্গমাঃ কাম-
গমাঃ নিৰ্ব্বাণরুচয়ঃ (এতে) সুরাঃ (দেবগণাঃ ভবি-
ষ্যতি), তেষামৃ ইন্দ্রঃ (অধিপতিঃ) চ বৈধৃতঃ (তন্মাম
ভবিষ্যতি), অরুণাদয়ঃ চ ঋষয়ঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ,

নিৰ্বাণৰূচি প্রভৃতি দেবতা এবং বৈধূতনামে ইন্দ্র ও
অৰুণাদি সপ্তষি হইবেন ॥ ২৫ ॥

আর্য্যকস্য সূতস্তত্ত্ব ধৰ্ম্মসেতুরিতি স্মৃতঃ ।

বৈধূতান্নাং হরৈরংশস্ত্রিলোকীং ধারয়িষ্যতি ॥২৬

অব্ধয়ঃ—তত্ত্ব (মন্বন্তরে) আর্য্যকস্য (পিতৃঃ)
সূতঃ ধৰ্ম্ম-সেতুঃ ইতি (নাশ্না চ) স্মৃতঃ হরৈঃ অংশঃ
(সঃ) বৈধূতান্নাং (মাতরি আবির্ভূত্বা) (ত্রিলোকীং)
ধারণিষ্যতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আর্য্যকের পুত্র ধৰ্ম্মসেতু নামে বিখ্যাত ।
হরির অংশস্বরূপ ইনি এই মন্বন্তরে (আর্য্যকপত্নী
বৈধূতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া এই মন্বন্তরে ত্রিভুবন
পালন করিবেন ॥ ২৬ ॥

ভবিতা রুদ্রসাবণী রাজন্ দ্বাদশমো মনুঃ ।

দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ সূতাঃ ॥ ২৭ ॥

অব্ধয়ঃ—(হে) রাজন্ । রুদ্রসাবণিঃ দ্বাদশমঃ
(দ্বাদশঃ) মনুঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) । দেববান্ উপ-
দেবঃ চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়ঃ (তস্য) সূতাঃ (ভবিষ্যতি) ॥২৭

অনুবাদ—হে রাজন্, ‘রুদ্রসাবণি’ নামে দ্বাদশ
মনু হইবেন এবং তাঁহার দেববান্ প্রভৃতি উপদেব ও
দেবশ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মিবে ॥ ২৭ ॥

ঋতধামা চ তত্ত্বেন্দ্রো দেবশ্চ হরিতাদয়ঃ ।

ঋষয়শ্চ তপোমুক্তিস্তপস্ব্যগ্নীধুকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অব্ধয়ঃ—তত্ত্ব (তস্মিন্ মন্বন্তরে) চ ঋতধামা
ইন্দ্রঃ (ভবিষ্যতি), হরিতাদয়ঃ চ দেবাঃ (ভবিষ্যতিঃ),
তপোমুক্তিঃ তপস্ব্যগ্নীধুকাদয়ঃ (সপ্ত) ঋষয়ঃ চ ভবি-
ষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র এবং
হরিতাদি দেবতা ও তপোমুক্তি, তপস্বী অগ্নিধুক্ প্রভৃতি
সপ্তষি হইবেন ॥ ২৮ ॥

স্বধামাখ্যো হরৈরংশঃ সাধয়িষ্যতি তন্মনোঃ ।

অন্তরং সত্যসহসঃ সুনুতান্নাঃ সূতো বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

অব্ধয়ঃ—সত্যসহসঃ (পিতৃঃ) সুনুতান্নাঃ (মাতৃশ্চ)
সূতঃ বিভুঃ (সমর্থঃ) স্বধামাখ্যো হরৈঃ অংশঃ তন্মনোঃ
(তস্য মনোঃ রুদ্রসাবর্ণেঃ) অন্তরং সাধয়িষ্যতি
(তন্মন্বন্তরং পালয়িষ্যতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—পিতা সত্যসহা ও মাতা সুনুতার
স্বধামা নামে পুত্র হরির অংশ । তিনিই সেই মন্বন্তর
পালন করিবেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মনোরন্তরং মন্বন্তরমিত্যর্থঃ, সহসঃ
পিতৃঃ ॥ ২৯ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—‘মনোঃ অন্তরং’—মনুর অন্তর
বলিতে মন্বন্তর, ‘সহসঃ পিতৃঃ’—সত্যসহা নামক
পিতা হইতে (অর্থাৎ দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির মন্বন্তর-
কালে পিতা সত্যসহা হইতে মাতা সুনুতার গর্ভে
অংশতঃ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীহরি স্বধামানামে প্রসিদ্ধ
হইয়া উক্ত মন্বন্তর পালন করিবেন ।) ॥ ২৯ ॥

মনুজন্মোদশো ভাব্যো দেবসাবর্ণিরাশ্ববান্ ।

চিহ্নসেনবিচিহ্নাদ্যা দেবসাবর্ণিদেহজাঃ ॥ ৩০ ॥

অব্ধয়ঃ—আশ্ববান্ দেবসাবর্ণিঃ জন্মোদশঃ মনুঃ
ভাব্যঃ (ভবিষ্যতি), চিহ্নসেনবিচিহ্নাদ্যাঃ দেবসাবর্ণি-
দেহজাঃ (তৎ পুত্রাঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—আশ্বতত্ত্ব ‘দেবসাবর্ণি’ জন্মোদশ মনু
হইবেন এবং দেবসাবর্ণির চিহ্নসেন, বিচিহ্ন প্রভৃতি
নামে পুত্র জন্মিবে ॥ ৩০ ॥

দেবাঃ সুকৰ্ম্মসূত্রামসংজ্ঞা ইন্দ্রো দিবস্পতিঃ ।

নির্মোকতত্ত্বদর্শাদ্যা ভবিষ্যন্ত্যষয়স্তদা ॥ ৩১ ॥

অব্ধয়ঃ—তদা (তস্মিন্ মন্বন্তরে) সুকৰ্ম্ম সূত্রাম-
সংজ্ঞাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যতি), দিবস্পতিঃ (তন্মামকঃ)
ইন্দ্রঃ (দেবাধিপতিঃ ভবিষ্যতি) । নির্মোকতত্ত্ব-
দর্শাদ্যাঃ (সপ্ত) ঋষয়ঃ ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—জন্মোদশ মন্বন্তরে সুকৰ্ম্মা ও সূত্রামা
নামে দেবগণ দিবস্পতি ইন্দ্র এবং নির্মোক, তত্ত্ব-
দর্শাদি সপ্তষি হইবেন ॥ ৩১ ॥

দেবহোত্রস্য তনয় উপহর্তা দিবস্পতেঃ ।

যোগেশ্বরো হরেরংশো ব্রহ্মত্যাং সন্তবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—দেবহোত্রস্য তনয়ঃ যোগেশ্বরঃ হরেঃ অংশঃ (যোগেশ্বরাখ্যঃ ভগবতবতারঃ সঃ) ব্রহ্মত্যাং (মাতরি আবির্ভূত্বা) দিবস্পতেঃ (ইন্দ্রস্য) উপহর্তা (ইষ্টসম্পাদকঃ) সন্তবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—দেবহোত্রের পুত্র যোগেশ্বর শ্রীহরির অংশ সম্ভূত । তিনি ব্রহ্মতীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া দিবস্পতির ইষ্ট-সম্পাদক হইবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—দিবস্পতেরিন্দ্রস্য উপহর্তা উপকর্তা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দিবস্পতেঃ’—ইন্দ্রের, ‘উপ-হর্তা’—উপকারক, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ মন্বন্তরে ব্রহ্মতীর গর্ভে দেবহোত্রের পুত্র যোগেশ্বর শ্রীহরির অংশে আবির্ভূত হইয়া দিবস্পতি নামক ইন্দ্রের সহায়ক হইবেন ।) ॥ ৩২ ॥

মনুর্বা ইন্দ্রসাবণিশচতুর্দশম এষ্যতি ।

উরুগভীরবুধাদ্যা ইন্দ্রসাবণিবীর্যাজাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রসাবণিঃ চতুর্দশমঃ (চতুর্দশঃ) মনুঃ বা এষ্যতি (আগমিষ্যতি), উরুগভীরবুধাদ্যাঃ ইন্দ্র-সাবণি বীর্যাজাঃ (ইন্দ্রসাবর্ণেঃ বীর্যাজাঃ পুত্রাঃ ভবি-ষ্যতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রসাবণি চতুর্দশ মনু হইবেন এবং উরু, গভীর, বুধ প্রভৃতি তাঁহার পুত্র হইবে ॥ ৩৩ ॥

পবিত্রাচাক্ষুষা দেবাঃ শুচিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ।

অগ্নির্বাঃ শুচিঃ শুক্লো মাগধাদ্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—পবিত্রাঃ চাক্ষুষাঃ দেবাঃ (ভবিষ্যন্তি), শুচিঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) ইন্দ্রঃ (ভবিষ্যতি), অগ্নিঃ বাহুঃ শুচিঃ শুক্লঃ মাগধাদ্যাঃ তপস্বিনঃ (সপ্তর্ষয়ঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—এই মন্বন্তরে পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা, শুচি নামে ইন্দ্র এবং অগ্নি, বাহু, শুচি, শুক্ল ও মাগধাদি তপস্বিগণ সপ্তর্ষি হইবেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তপস্বিন ঋষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তপস্বিনঃ’—ঋষিগণ (অর্থাৎ চতুর্দশ মনু ইন্দ্রসাবণির মন্বন্তরে—অগ্নি, বাহু, শুচি, শুক্ল ও মাগধ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হইবেন ।) ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্রায়ণস্য তনয়ো ব্রহ্মত্যানুস্তদা হরিঃ ।

বিতানান্নাং মহারাজ ক্লিষাতত্ত্বানু বিতান্নিতা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ ! তদা (তপ্তিমন্ মন্ব-ন্তরে) বিতানান্নাং (মাতরি) সত্ত্রায়ণস্য (পিতৃঃ) তনয়ঃ (সন্) ব্রহ্মত্যানুঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) হরিঃ ক্লিষাতত্ত্বানু (কন্মসম্ভূতীঃ) বিতান্নিতা (বিস্তারয়িষ্যতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! এই চতুর্দশ মন্বন্তরে ভগবান্ বিতানার গর্ভে সত্ত্রায়ণের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন এবং ব্রহ্মত্যানু নামে খ্যাত হইয়া ক্লিষাকলাপ বিস্তার করিবেন ॥ ৩৫ ॥

রাজংচতুর্দশৈতানি ত্রিকালানুগতানি তে ।

প্রোক্তান্যেভিমিতঃ কল্পো যুগসাহস্রপর্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণবাসিক্যাম্ অষ্টমস্কন্ধে মন্বন্তরানুবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! ত্রিকালানুগতানি (ত্রিযু-কালেষু ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানেষু অনুগতানি) এতানি চতুর্দশ (মন্বন্তরানি) তে (তুভ্যং) প্রোক্তানি । এতিঃ (চতুর্দশভিঃ মন্বন্তরৈঃ) যুগসাহস্রপর্যায়ঃ (যুগসাহস্রৈঃ পর্যায়ঃ পরিবর্তঃ) ইত্য ব্রহ্মদিবসাদ্বকস্য সঃ) কল্পঃ মিতঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়-

স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই কালত্রয়ানুগত চতুর্দশ মন্বন্তর তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, এই চতুর্দশ মন্বন্তরে সহস্র যুগ পরিমিত এক কল্পকাল ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—যুগসহস্রৈঃ পর্যায়োহন্তো যস্য সঃ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

ব্রহ্মোদশোহষ্টমস্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-

ষ্টমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশাধ্যায়স্য সারার্থ-

দশিনী টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যুগসাহস্র-পর্যায়ঃ’—যুগ-সহস্রের দ্বারা পর্যায় বলিতে অন্ত যাহার (অর্থাৎ চতুর্দশ মন্বন্তর-পরিমিত কল্পকালের পরিমাণ এক সহস্র যুগ ।) ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিদের আনন্দদায়িনী সারার্থদশিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ব্রহ্মোদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত



চতুর্দশোধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

মন্বন্তরেষু ভগবন্ যথা মন্বাদয়ন্তিমে ।

যস্মিন্ কস্মিণি যে যেন নিযুক্তান্তদ্বদশ মে ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবদ্বশবর্তিমন্বাদি সকলের যথা-যথ পৃথক্ কস্মাদি বণিত হইয়াছে ।

সমুদয় মনু, মনুপুত্র, ঋষি, দেবতা, দেবরাজ সকলেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের যজ্ঞাদি অবতার-সমূহদ্বারা নিয়োজিত হইয়া জগৎকার্য্য নিব্বাহ করেন । ভগবদাদেশে ঋষিগণ চতুর্যুগান্তে কালগ্রস্ত শ্রুতিসমূহের উদ্ধারসাধন করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রকটন, মনুগণ মহীমণ্ডলে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রবর্তন, প্রজাপাল অর্থাৎ মনুপুত্রগণ তত্তন্বন্তরবাসান-পর্য্যন্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ঐ ধর্ম্ম পালন, ইন্দ্রগণ দেবতা-দিগের সহিত ভগবদন্ত ত্রিলোকী-পালন, তথা ভগবান্ শ্রীহরি প্রত্যেক যুগে সনক, যাজ্ঞবল্ক্য, দত্তাত্রেয়াদি-

শ্রীমভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের সারার্থদশিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১৪ ॥

মধঃ—

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে

শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্য

ব্রহ্মোদশোধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের

তথ্য সমাপ্ত ।

বিরতি—

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধে ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের

বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের

গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

রূপে জ্ঞান, কস্ম ও যোগোপদেশ এবং মরীচ্যাদিরূপে প্রজাসৃষ্টি, রাজমুষ্টিতে দস্যুবধ ও কালরূপে সংহা-রাদি করিয়া থাকেন । যে ভগবান্ ইচ্ছামাত্র সর্ব্বদা সকলই করিতে সমর্থ, তাঁহার আবার এই সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রয়াস কেন, তাহা ভগবান্মা-বিমোহিতাত্মব্যক্তিগণের বোধগম্য বিষয় হইতে পারে না ।

অবসঃ—শ্রীরাজা উবাচ (হে) ভগবন্ ! ইমে (পূর্ব্ববণিতাঃ) মন্বাদয়ঃ তু মন্বন্তরেষু যস্মিন্ কস্মিণি যেন যে যথা নিযুক্তাঃ তৎ মে বদন্ত ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্ ! মন্বন্তর সকলে এই সকল মন্বাদি যাহার দ্বারা যে যে কস্মে যে প্রকারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মন্বাদীনাস্ত কস্মাণি যগ্নাং যানি ভবন্ত্যথ ।

চতুর্দশে প্রকথ্যন্তে তেষাং তানি পৃথক্ পৃথক্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দশ অধ্যায়ে মনু

প্রভৃতি ছয় জনের যাহা যাহা কৰ্ম্ম, তাহা পৃথক্
পৃথক্ৰূপে বণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

শ্রীঋষিরূবাচ—

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে ।

ইন্দ্ৰাঃ সুরগণাশ্চৈব সৰ্বে পুরুষশাসনাঃ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ (হে) মহীপতে !
মনবঃ মনুপুত্রাঃ চ মুনয়ঃ চ ইন্দ্ৰাঃ সুরগণাঃ চ এব
সৰ্বে পুরুষশাসনাঃ (পুরুষেণ ঈশ্বরেণ যজ্ঞাদ্যবতারণৈঃ
শাস্যন্তে নিযুক্ত্যন্তে ইতি তথা ভবন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ !
মনুসকল, মনুপুত্রগণ, মনিগণ, ইন্দ্রগণ এবং সকল
দেবতাই পরমপুরুষ ভগবানের যজ্ঞ প্রভৃতি অবতার-
গণের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষেণ যজ্ঞাদ্যবতাররূপেণ শাস্যন্ত
ইতি তে তথা ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরুষ-শাসনাঃ’—যজ্ঞাদি
অবতাররূপী পরমপুরুষ বিষ্ণু কর্তৃক মন্বাদি সকলে
নিজ নিজ কার্য্যে নিয়োজিত হন ॥ ২ ॥

যজ্ঞাদয়ো যাঃ কথিতাঃ পৌরুষাশ্চনবো নৃপ ।

মন্বাদয়ো জগদযাজ্ঞাং নয়ন্ত্যাভিঃ প্রচোদিতাঃ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! যজ্ঞাদয়ঃ যাঃ পৌরুষাঃ
তনবঃ (পুরুষস্য ভগবতঃ তনবঃ অবতারমূর্ত্তয়ঃ মন্বা
পূৰ্ব্বং) কথিতাঃ, আভিঃ (মূর্ত্তিভিঃ) প্রচোদিতাঃ
(প্রেরিতাঃ সন্তঃ), মন্বাদয়ঃ জগদযাজ্ঞাং (জগতঃ
যাজ্ঞাং) নয়ন্তি (নিৰ্ব্বাহয়ন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! যজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল
ভগবানের অবতার মূর্ত্তির কথা পূৰ্বে তোমার নিকট
বলিয়াছি, সেই সকল মূর্ত্তি দ্বারা চালিত হইয়া মনু
প্রভৃতি জগতের কার্য্যনিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শাসনমাহ যজ্ঞাদয় ইতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার শাসন বলিতেছেন—
‘যজ্ঞাদয়ঃ’ ইত্যাদি, (অর্থাৎ মহাপুরুষ বিষ্ণুর যজ্ঞাদি
অবতার মূর্ত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই মনু প্রভৃতি
সকলে জগতের কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন ।) ॥ ৩ ॥

চতুৰ্যুগান্তে কালেন প্রস্থান্ শ্রুতিগণান্ যথা ।

তপসা ঋষয়োহপশ্যান্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—ঋষয়ঃ চতুৰ্যুগান্তে (চতুৰ্যুগস্য অন্তে
কৃতযুগপ্রবৃত্তিসময়ে) তপসা (তপোবলেন) কালেন
প্রস্থান্ (বিলোপিতান্) শ্রুতিগণান্ যথা (যথাবৎ)
অপশ্যান্ (দৃষ্ট্বা চ ধর্ম্মপ্রচারার্থং লোকে বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ),
যতঃ (যেভ্যঃ শ্রুতিগণেভ্যঃ পুনঃ) সনাতনঃ ধর্ম্মঃ
(প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যুগচতুষ্টয়ের অন্তে ঋষিগণ কালক্রমে
লুপ্তপ্রায় শ্রুতিসকল তপোবলদ্বারা দর্শন করেন এবং
ঐ সকল শ্রুতি হইতেই সনাতনধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত
হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ঋষ্যাধীনাং কৰ্ম্মাণ্যাহ—চতুৰ্যুগান্তে,
যতঃ যেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঋষি প্রভৃতির কৰ্ম্ম বলিতে-
ছেন—‘চতুৰ্যুগান্তে’, অর্থাৎ চতুৰ্যুগের অবসান ঘটিলে
কালক্রমে লুপ্তপ্রায় বেদসকলকে ঋষিগণ তপোবলে
উপলব্ধি করেন, ‘যতঃ’—যে বেদরাশি হইতেই
লোকমধ্যে সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয় ॥ ৪ ॥

ততো ধর্ম্মং চতুষ্পাদং মনবো হরিণোদিতাঃ ।

যুক্তাঃ সঞ্চারয়ন্ত্যাহা স্তে কালে মহীং নৃপ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! ততঃ হরিণা উদিতাঃ
(উক্তাঃ) মনবঃ যুক্তাঃ (সংযতাঃ সন্তঃ) স্তে কালে
চতুষ্পাদং ধর্ম্মম্ অহা (সাক্ষাৎ) মহীং সঞ্চারয়ন্তি
(মহ্যাং ধর্ম্মং প্রবর্ত্তয়ন্তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তদনন্তর ভগবানের
আদেশে মনুগণ সংযত হইয়া পৃথিবীতে আপন আপন
শাসনকালে সাক্ষাৎ চতুষ্পাদ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহীং ধর্ম্মং সঞ্চারয়ন্তি মহ্যাং ধর্ম্মং
প্রবর্ত্তয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহীং ধর্ম্মং সঞ্চারয়ন্তি’—
শ্রীহরির আদেশে মনুগণ নিজ নিজ অধিকারকালে
পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন ॥ ৫ ॥

পালয়ন্তি প্রজাপালা যাবদন্তং বিভাগশঃ ।

যজ্ঞভাগভুক্তো দেবো যে চ তদ্বান্ধিতাশ্চ তৈঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—প্রজাপালাঃ (মনুপুত্রাঃ) বিভাগশঃ (পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ) যে চ দেবাঃ (অপি চ) তত্র (পঞ্চমহাযজ্ঞাদৌ) যে চ ঋষিপিতৃভূতমনুষ্যাঃ ভোক্তৃ-
ত্বেন) অন্বিতাঃ, তৈঃ (সহ দেবাঃ) যজ্ঞভাগভূজঃ (যজ্ঞভাগভোক্তারঃ) যাবদন্তং (মন্বন্তরাবসানং যাবৎ)
পালয়ন্তি (তং ধর্মং রক্ষন্তি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—প্রজাপালক মনুপুত্রগণ পুত্রপৌত্রাদি-
ক্রমে এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদিতে ঋষি ও পিতৃগণের
সহিত দেবগণ যজ্ঞভাগভোক্তা হইয়া মন্বন্তরকালের
অবসানপর্য্যন্ত ঐ ধর্ম পালন করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজাপালা মনুপুত্রাস্তং ধর্মং পালয়ন্তি
যাবদন্তং মন্বন্তরাবতারপর্য্যন্তং বিভাগশঃ পুত্রপৌত্রাদি-
ক্রমেণ যে চ দেবাস্তে চ পালয়ন্তি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রজাপালাঃ’—প্রজাপালক
মনুপুত্রগণ ঐ ধর্ম পালন করেন, ‘যাবদন্তং’—মন্ব-
ন্তরের অবসানকাল পর্য্যন্ত, ‘বিভাগশঃ’—পুত্র-পৌত্রাদি-
ক্রমে। ‘যে চ দেবাঃ’—এবং যাহারা দেবগণ,
তাহারাও ঐ ধর্ম প্রতিপালন করেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রো ভগবতা দত্তাং ত্রৈলোক্যপ্রিয়মুজ্জিতাম্ ।

ভুঞ্জানাঃ পাতি লোকাং ত্রীন্কামং লোকে প্রবর্ষতি ॥

অম্বয়ঃ—ভগবতা দত্তাম্ (অতএব) উজ্জিতাং
(মহতীং) ত্রৈলোক্যপ্রিয়ং (ত্রৈলোক্যস্বক্ষিনীং প্রিয়ং)
ভুঞ্জানাঃ ইন্দ্রঃ ত্রীন্ লোকান্, পাতি, (তত্র চ) লোকে
কামং (যথেষ্টং জলং) প্রবর্ষতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র ভগবদত্ত ত্রিভুবন-সম্বন্ধী মহৎ
ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রজাপালন করেন এবং প্রচুর
বর্ষণ করেন ॥ ৭ ॥

জানঞ্চানুষুগং শ্রুতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্ ।

ঋষিরূপধরঃ কর্ম যোগং যোগেশরূপধৃক্ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—সিদ্ধস্বরূপধৃক্ (সিদ্ধাঃ সনকাদয়ঃ
তৎস্বরূপ ধৃক্) হরিঃ (এব) অনুষুগং (তত্তদবসরে)
জানং চ শ্রুতে, ঋষিরূপধরঃ (ঋষয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ
তদ্রূপধরঃ হরিঃ) বর্ম্ম (শ্রুতে) যোগেশরূপধৃক্
(যোগেশাঃ দত্তাত্রেয়াদয়ঃ তদ্রূপধরঃ হরিঃ) যোগং
(শ্রুতে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরিই যুগে যুগে সিদ্ধ (সনকাদি)

পুরুষরূপে জ্ঞান, ঋষি (যাজ্ঞবল্ক্যাদি) রূপে কর্ম্ম
এবং যোগী (দত্তাত্রেয়াদি) রূপে যোগ শিক্ষা-প্রদান
করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মন্বাদিরূপেণ হরিরেব সর্ব্বং করো-
তীতি জাপয়ন্ মন্বাদীনাং ষট্ কামপি ন নিম্নত-
মিত্যুত্তরান্তুং সংক্ষেপেণাহ জ্ঞানমিতি দ্বাভ্যাং, সিদ্ধাঃ
সনকাদয়ঃ যোগেশা দত্তাত্রেয়াদয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মনু প্রভৃতির রূপে শ্রীহরিই
সমস্ত কিছু করেন, ইহা জানাইবার জন্য মন্বাদির
ষড়্ বর্গও নিম্নত নহে—ইহা উক্ত ও অনুক্তভাবে
সংক্ষেপে বলিতেছেন—‘জানন্’ ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে।
‘সিদ্ধাঃ’—সনকাদি সিদ্ধগণ, ‘যোগেশাঃ’—দত্তাত্রেয়
প্রভৃতি (অর্থাৎ শ্রীহরি সনকাদি সিদ্ধপুরুষরূপে লোক-
মধ্যে জ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপে কর্ম্ম, এবং দত্তা-
ত্রেয় প্রভৃতি যোগেশ্বর-রূপে যোগের উপদেশ করেন)
॥ ৮ ॥

সর্গং প্রজেশরূপেণ দস্যুন্ হন্যাৎ স্বরাড়্ বপুঃ ।

কালরূপেণ সর্বেষামভবায় পৃথগ্গুণঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—পৃথগ্গুণঃ (পৃথগ্বিধাঃ গুণাঃ শীতোষ্ণা-
দয়ঃ যতঃ স হরিঃ এব) প্রজেশরূপেণ (প্রজেশাঃ
মরীচ্যাদয়ঃ তেষাং রূপেণ) সর্গং (করোতি) স্বরাড়্
বপুঃ (রাজমুতিঃ সন্) দস্যুন্ (চৌরান্) হন্যাৎ (হন্তি)
কালরূপেণ সর্বেষাং (পদার্থানাম্) অভবায় (বিনাশায়
ভবতি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিরূপে
প্রজাসৃষ্টি, রাজমুতি হইয়া দস্যুবধ, যৌবন বার্ক্যাদি-
কালরূপে সর্ব্বসংহার করিয়া থাকেন। স্থূল, কৃশ,
বধির অথবা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি ভগবান্ হইতে হই-
য়াছে বলিয়া ঐগুলি ভগবানের পৃথক্ গুণ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রজেশা মরীচ্যাদয়ঃ স্বরাজো মনু-
পুত্রাঃ। কালো যৌবনবার্ক্যাদয়ঃ। অভবায় নাশায়
ভবতি। পৃথগ্বিধঃ স্তৌল্যাকার্য্যাবধির্য্যাপালিত্যাদয়ো
গুণা যতঃ সং ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রজেশাঃ’—মরীচি প্রভৃতি
প্রজাপতিরূপে প্রজাসৃষ্টি ও ‘স্বরাড়্ বপুঃ’—নরপতি-
রূপে মনুপুত্রগণ দস্যুগণের সংহার করেন। ‘কাল’
—যৌবন, বার্ক্য প্রভৃতি অবস্থা, ‘অভবায়’—নাশের

নিমিত্ত হইয়া থাকে । ‘পৃথক্‌গুণঃ’—স্বোচ্য, ক্রুশতা, বধিরতা, পকৃত্য প্রভৃতি গুণ যাহা হইতে হয় (এইরূপ বিবিধ গুণযুক্ত কালরূপে সৃষ্টির লক্ষ্য করিয়া থাকেন) ॥ ৯ ॥

সুয়মানো জনৈরেভির্মান্নয়া নামরূপয়া ।

বিমোহিতাভিনির্নাদর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥

অর্থঃ—নামরূপয়া (নামরূপাখিকয়া) মান্নয়া বিমোহিতাভিঃ এভিঃ জনৈঃ নানাদর্শনৈঃ (শাস্ত্রৈঃ) সুয়মানঃ (নিরূপ্যমানঃ অপি ভগবান্) ন চ দৃশ্যতে (যাথার্থ্যতঃ তৎস্বরূপং ন জায়তে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নামরূপাখিক মায়াদ্বারা বিমোহিতচিত্ত জনসমূহ নানা শাস্ত্রানুসারে ভগবত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও ভগবানকে দেখিতে পায় না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ইচ্ছামাত্রেনৈব সর্বদা সর্বং কর্তুং সমর্থস্য ভগবত এতাবত্তিঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রয়াসবজী রূপৈঃ কিমিতি চেত্তব্রাহ—নামরূপাখিকয়া মান্নয়া বিমোহিতাভিরেভিঃ শাস্ত্রভৈর্জনৈঃ সুয়মানো নিরূপ্য-মাণোহপি ন্যায়াদিনাদর্শনৈর্নৈব দৃশ্যতে জায়তে ইত্যর্থঃ । তেন তস্য লীলৈব কীর্ত্যতে বিধিৎসিতত্বতি-দুর্গমমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বজেন—দেখুন, ইচ্ছা-মাত্রেই সর্বদা সমস্ত কিছু করিতে সমর্থ শ্রীভগবানের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রয়াসযুক্ত রূপ ধারণের কি প্রয়োজন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘নামরূপয়া মান্নয়া’, নামরূপাখিকা মায়াদ্বারা বিমোহিতচিত্ত এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ জনের দ্বারা সুয়মান হইলেও, অর্থাৎ ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে নিরূপিত হইলেও তাঁহাকে কখনই উপলব্ধি করা যায় না—এই অর্থ । ইহার দ্বারা তাঁহার লীলাই কীর্তিত হয়, কিন্তু তাঁহার বিধিৎসিত (কার্য্যসম্পাদনের অভিপ্রায়) অতি দুর্গম—এই ভাব ॥

এতৎ কল্পবিকল্পস্য প্রমাণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

যত্র মন্বন্তরাণ্যাহচতুর্দশ পুরাবিদঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

অর্থঃ—কল্পবিকল্পস্য (কল্পাঃ ব্রহ্মদিনানি তেষু যে বিকল্পাঃ নানা প্রকারাঃ তেষাম্ একস্য প্রকারস্য) এতৎ প্রমাণং (ময়া) পরিকীৰ্ত্তিতং পুরাবিদঃ (পণ্ডিতাঃ) যত্র (যস্মিন্ কল্পে) চতুর্দশ মন্বন্তরাণি (ভবতি ইতি) আছঃ (কথয়ন্তি) ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্তমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়স্যন্বয়ঃ ।

অনুবাদ—কল্পমধ্যে (ব্রহ্মার দিবস মধ্যে) যে সকল অবান্তর কল্পবিভাগ আছে তাহার এক প্রকার তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । পুরাতত্ত্ব-তত্ত্বজ্ঞগণ এই অবান্তর কল্পে চতুর্দশ মন্বন্তর বিদ্যমান বলিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—এবং যত্র চতুর্দশমন্বন্তরাণ্যাহঃ । এতৎ কল্পবিকল্পস্য মহাকল্পাবান্তরকল্পস্য নৈমিত্তিকস্য প্রমা-ণম্ ॥ ১১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

চতুর্দশোহষ্টমস্যায়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-কৃত্য শ্রীভাগবতা-

ষ্টমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়স্য সারার্থ-

দর্শিনী টীকা সমাপ্ত ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যত্র চতুর্দশ মন্বন্তরাণি’—এই প্রকারে এই কল্পের মধ্যেই পুরাতত্ত্বগণ চতুর্দশ মন্বন্তর বলিয়া থাকেন । ‘এতৎ কল্প-বিকল্পস্য’—ইহাই মহাকল্প এবং অবান্তর কল্পের অর্থাৎ নৈমিত্তিক কল্পের প্রমাণ ॥ ১১ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদাম্বিনী সারার্থদর্শিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের
সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ের
মধ্য, তথা, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের
গৌড়ী-ভাষ্য সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

বলেঃ পদব্রহ্মং ভূমেঃ কস্মাক্ষরিরযাচতঃ ।
ভূতেশ্বরঃ রূপগবল্লভার্থোহপি ববন্ধ তম্ ॥ ১ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামো মহৎ কৌতূহলং হি নঃ ।
যাচেৎশ্বরস্য পূর্ণস্য বন্ধনং চাপ্যনাগসঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বলির বিশ্বজিৎ-যজ্ঞানুষ্ঠান ও সেই যজ্ঞলব্ধ রথাস্থাদি লইয়া স্বর্গবিজয় এবং ভীতচিত্ত দেবগণের গুরুপরামর্শে স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে ।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ দৈত্যরাজ বলির নিকট বামনরূপী ভগবানের ত্রিপাদভূমি যাচঞা তথা প্রার্থিত-বস্ত লাভ করিয়াও ভগবানের বলিকে বন্ধনলীলা-রহস্য জ্ঞাত হওয়ার জন্য উৎসুক হইলে শ্রীশুকদেব কহিতে লাগিলেন,—দেবাসুর-সংগ্রামে (৮।১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রকর্তৃক নিহত অসুররাজ বলি শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক গুরুসেবায় প্রবৃত্ত হইলে ভৃগুবেংশীয়েরা বলির সেবায় সম্ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশ্বজিৎযজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন । যজ্ঞে পূর্ণাহতি প্রদত্ত হইলে সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে রথ, অশ্ব, পতাকা, ধনু, অক্ষয় তুলী ও কবচ উত্তীর্ণ হইল । পিতামহ প্রহলাদ অশ্বান পুষ্প-মাল্য এবং শুক্রাচার্য্য একটী শঙ্খ প্রদান করিলেন । বলি পিতামহ প্রহলাদ, ব্রাহ্মণ ও গুরু শুক্রাচার্য্যকে প্রণামপূর্বক যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সসৈন্যে ইন্দ্রপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া সৈন্যদ্বারা পুরীর বহির্ভাগ সর্বতোভাবে রুদ্ধ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন । দেবরাজ বলির প্রভাবে প্রমাদ গণিয়া গুরুসমীপে গমন পূর্বক বলির পরাক্রম বর্ণন করিলেন এবং তাঁহাদের তাৎকালিক বর্ত্তব্য সম্বন্ধে গুরুদেবের অভিমত জানিতে চাহিলেন । দেবগুরু বৃহ-স্পতি ইন্দ্রকে বলির বিপ্রবলে বলীয়ান হওয়ার কথা এবং সেই বিপ্রগণের প্রতি দেবগণের অবজ্ঞায় ভীষণ প্রত্যাবারের সম্ভাবনা তথা স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত কাহা-

রও সেই বলিকে জয় করিবার শক্তি নাই, ইহা জানাইয়া দেবগণকে শত্রুর বিনাশকাল পর্য্যন্ত স্বর্গ পরিত্যাগপূর্বক অদৃশ্য হইয়া থাকার উপদেশ প্রদান করিলেন । দেবগণ তাহাই করিলেন । বলিও স্বগণ-সহ ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন । শিষ্যবৎসল ভৃগুগণ বলিকে শতাত্মমেধ যজ্ঞ করাইলেন । বলি পরমসুখে বিপ্রলব্ধ সেই সম্পত্তির ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন ।

অশ্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—হরিঃ (স্বয়ম্) ঈশ্বরঃ ভূত্বা কস্মাৎ (হেতোঃ) রূপগবৎ (দীনবৎ) বলেঃ (সকাশাৎ) ভূমেঃ পদব্রহ্মং অযাচত, লব্ধার্থঃ অপি (লব্ধার্থঃ) ভূত্বাপি কস্মাৎ হেতোঃ) তৎ (বলিং) ববন্ধ ? (চ) এতৎ (সর্বং) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ, হি (যস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) মহৎ কৌতূহলং (মহদাশ্চর্য্যং বর্ত্ততে) পূর্ণস্য ঈশ্বরস্য যাচঞা অনাগসঃ অপি (নির-পরাদস্য বলেঃ অপি) বন্ধনং চ (ন যুক্ত্যে ইতি শেষঃ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিত কহিলেন,—ভগবান্ হরি স্বয়ং সকলের অধীশ্বর হইয়াও বলির নিকট হইতে কি কারণে দরিদ্রের ন্যায় পদব্রহ্মমাত্র ভূমি প্রার্থনা করিলেন ? আর প্রার্থিত বস্ত লাভ করিয়াও কি জন্যই বা বলিকে বন্ধন করিলেন ? আমরা এই সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, কারণ পূর্ণ পরমে-শ্বরের প্রার্থনা এবং নিরপরাধ বলির বন্ধন এই দুই আশ্চর্য্য বিষয় জানিবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ —

বলিলব্ধরথাস্থাদিঃ কৃতাদ্বিশ্বজিতো মখাৎ ।

স্বর্গং গতঃ সুরা লিল্যুরিতি পঞ্চদশে কথা ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে রথ ও অশ্বাদি প্রাপ্ত হইয়া দৈত্য-রাজ বলি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে দেবগণ ভয়ে পলায়ন করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

পরাজিত শ্রীরসুভিচ্চ হাপিতো

হীন্দ্রেণ রাজন্ ভৃগুভিঃ স জীবিতঃ ।

সৰ্ব্বাত্মনা তানভজদ্ভুগুন্ বলিঃ
শিষ্যো মহাত্মার্থনিবেদনে ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, পরা-
জিতশ্রীঃ (যুদ্ধে পরাজিতা শ্রীর্যেন সঃ) ইন্দ্রেণ অসুভিঃ
চ (প্রাণৈশ্চ) হাপিতঃ (ত্যাজিতঃ সন্), হি (হস্মাৎ)
ভুগুভিঃ (ভৃগুবংশৈঃ শুক্লাদিভিঃ পুনঃ) জীবিতঃ
(তস্মাৎ) মহাত্মা (উদারচিত্তঃ) শিষ্যঃ সঃ (বলিঃ)
সৰ্ব্বাত্মনা (দৃঢ়বিশ্বাসেন) অর্থনিবেদনে (অর্থানাং
নিবেদনে অর্পণেন) তান্ ভুগুন্ (ভৃগোর্বংশ্যান্ শুক্লা-
দীন) অভজৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ !
যুদ্ধে বলির ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহার প্রাণ
বিনষ্ট করিয়াছিল। ভৃগুবংশীয় শুক্লাচার্য্যের দ্বারা
তিনি পুনর্জীবিত হন। তন্নিমিত্ত মহাত্মা বলি শুক্লা-
চার্য্যের শিষ্য হইয়া দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত অর্থাদি
সমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার (শুক্লাচার্য্যের) সেবা করিতেন ॥

বিশ্বনাথ—যুদ্ধে দেবৈঃ পরাজিতা শ্রীর্যস্য সঃ ।
হাপিতস্ত্যাজিতঃ । মহাত্মা উদারচিত্তঃ । অর্থানাং
সমর্পণেন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পরাজিত-শ্রীঃ’—দেবগণের
সহিত যুদ্ধে যাহার ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইয়াছিল, সেই
বলি। ‘হাপিতঃ’—ইন্দ্র কর্তৃক যাহার প্রাণ-সংশয়
(অর্থাৎ মুচ্ছাদশা প্রাপ্ত) হইলে (শুক্লাচার্য্য তাঁহার
পুনর্জীবন দান করেন)। ‘মহাত্মা’—উদারচিত্ত বলি,
‘অর্থানাং সমর্পণেন’—যাবতীয় বিষয়সমূহের সমর্প-
ণের দ্বারা (সর্ব্বতোভাবে শুক্লাচার্য্যপ্রমুখ ভৃগুবংশীয়-
গণের সেবা করিতেছিলেন।) ॥ ৩ ॥

তং ব্রাহ্মণা ভৃগবঃ প্রীয়মাণা
অযাজন্ বিশ্বজিতা ত্রিনাকম্ ।
জিগীষমাণং বিধিনাভিষিচ্য
মহাভিষেকেন মহানুভাবাঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—ত্রিনাকং (স্বর্গং) জিগীষমাণং (জেতুন্
ইচ্ছন্তং) তং (বলিঃ) প্রীয়মাণাঃ মহানুভাবাঃ (চ)
ভৃগবঃ (ভৃগুবংশ্যাঃ) ব্রাহ্মণাঃ মহাভিষেকেন (ব্রহ্মেণ
বহুবচ-ব্রাহ্মণপ্রসিদ্ধেন) বিধিনা (প্রকারেণ) অভিষিচ্য

বিশ্বজিতা (বিশ্বজিৎ-সংজ্ঞকযোগেন) অযাজন্ (যাগম্
অকারয়ন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—স্বর্গজগাভিলাষী বলির প্রতি মহানুভব
ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রীতি জন্মিল। তাঁহারা
বলিকে ঋগ্বেদীয় বহুবচ ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ মহাভিষেক
দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়া বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের
যাজন করাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বজিতা যজ্ঞেন ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিশ্বজিতা’—ভৃগুবংশীয়
ব্রাহ্মণগণ মহারাজ বলিকে বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ
করাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ততো রথঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধো
হয়াশ্চ হর্য্যশ্চ তুরঙ্গবর্ণাঃ ।
ধ্বজশ্চ সিংহেন বিরাজমানো
হতাশনাদাস হবিভিরিষ্টাৎ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—ততঃ হবিভিঃ ইষ্টাৎ (পূজিতাৎ)
হতাশনাৎ (অগ্নেঃ সকাশাৎ) কাঞ্চনপট্টনদ্ধঃ (কাঞ্চন-
ময়ৈন পট্টেন বস্ত্রেন নদ্ধঃ আচ্ছাদিতঃ) রথঃ হর্য্যশ্চ-
তুরঙ্গবর্ণাঃ (হর্য্যশ্বস্য ইন্দ্রস্য যে তুরঙ্গাঃ তেষাম্ ইব
বর্ণঃ হরিতঃ যেষাং তে তথাভূতাঃ) হয়াঃ চ সিংহেন
বিরাজমানঃ ধ্বজঃ চ আস ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃতাহতি প্রদত্ত
হইলে তাহা হইতে কাঞ্চনময় বস্ত্রাচ্ছাদিত এক রথ,
ইন্দ্রের অশ্বের ন্যায় হরিৎবর্ণ কতিপয় অশ্ব এবং
সিংহ চিহ্নিত একটী ধ্বজ উথিত হইল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—হর্য্যশ্বস্যোদ্রস্য তুরগাণামিব বর্ণা হরিতো
যেষাং তে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হর্য্যশ্ব-তুরঙ্গবর্ণাঃ’—ইন্দ্রের
অশ্বের ন্যায় হরিদ্বর্ণ কতিপয় অশ্ব (যজ্ঞ হইতে উথিত
হইল।) ॥ ৫ ॥

ধনুশ্চ দিব্যং পুরটৌপনদ্ধং
তুণাবরিন্তৌ কবচঞ্চ দিব্যম্ ।
পিতামহস্তস্য দদৌ চ মালা-
মল্লানপুপ্পাং জলজঞ্চ শুক্রং ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—পুরটোপনদ্ধং (পুরটেন সুবর্ণেন উপ-
নদ্ধং নিবদ্ধং) দিব্যং ধনুঃ চ অরিত্তৌ (অক্ষয়শরৌ)
তুণৌ (ইমুবী), দিব্যং কবচং চ (আস) । পিতামহঃ
(প্রহ্লাদঃ) অশ্লানপুষ্পাং (সদৈব সমবর্ণপুষ্পপ্রথিতাং)
মালাং চ তস্য দদৌ, গুক্রঃ (গুক্রাচার্য্যঃ) জলজং চ
(শঙ্খং দদৌ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—(অতঃপর) সুবর্ণনিবদ্ধ দিব্যধনুক,
দুইটী অক্ষয় তুণী এবং দিব্য কবচও আবির্ভূত
হইল । পিতামহ প্রহ্লাদ বলিকে সমবর্ণপুষ্পের
মালা এবং গুক্রাচার্য্য শঙ্খ প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পিতামহঃ প্রহ্লাদঃ, জলজং শঙ্খম্ ॥৬
টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পিতামহঃ’—প্রহ্লাদ, ‘জলজং’
—শঙ্খ (অর্থাৎ পিতামহ প্রহ্লাদ বলিকে অশ্লান
পুষ্পময় একটি মালা এবং গুক্রাচার্য্য একটি শঙ্খ
প্রদান করিলেন ।) ॥ ৬ ॥

এবং স বিপ্রাজিতযোধনার্থ-

স্তৈঃ কল্লিতস্বস্ত্যয়নোহথ বিপ্রান্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ

প্রহ্লাদমামজ্য নমশ্চকার ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—এবং বিপ্রাজিতযোধনার্থঃ (বিপ্রৈঃ
অর্জিতঃ সম্পাদিতঃ যোধনার্থঃ যুদ্ধপরিকরঃ যস্য
সঃ) সঃ (বলিঃ) তৈঃ (এব) কল্লিতস্বস্ত্যয়নঃ (কল্লিতং)
কৃতং স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলবাচনাদি যস্য সঃ) অথ (অন-
ন্তরং) বিপ্রান্ প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতপ্রণামঃ (সন্),
প্রহ্লাদম্ আমজ্য (পৃষ্ঠা) নমশ্চকার (নমস্কারং কৃত-
বান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক যুদ্ধ-
সম্ভার সংগৃহীত ও স্বস্ত্যয়নাদি কৃত হইলে বলি তাঁহা-
দিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া পিতামহ প্রহ্লাদকে
সম্ভাষণপূর্বক নমস্কার করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রৈর্জিতাঃ সম্পাদিতা যোধনার্থা
যুদ্ধার্থকবস্ত্রনি যস্য সঃ । আমজ্য পৃষ্ঠা ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিপ্রাজিত-যোধনার্থঃ’—
ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ‘অর্জিত’ অর্থাৎ সম্পাদিত হইয়াছে
‘যোধনার্থাঃ’—যুদ্ধের উপকরণসমূহ যাঁহার, সেই

বলি, ‘আমজ্য’—প্রহ্লাদকে সম্ভাষণপূর্বক প্রণাম
করিলেন ॥ ৭ ॥

অথারুহ্য রথং দিব্যং ভৃগুদত্তং মহারথঃ ।

সুপ্রধরোহথ সন্নহ্য ধন্বী খড়্গী ধৃতেশুধিঃ ॥ ৮ ॥

হেমাঙ্গদলসদ্বাহঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ।

ররাজ রথমারুতো ধিষাশ্চ ইব হব্যবাট্ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—অথ ভৃগুদত্তং (ভৃগুভিঃ দত্তং) দিব্যং
রথম্ আরুহ্য মহারথঃ সুপ্রধরঃ (শোভনমালাধরঃ)
ধন্বী, খড়্গী, ধৃতেশুধিঃ (ধৃতঃ ইশুধির্ষেন সঃ) সন্নহ্য
(কবচেন শরীরং বদ্ধা) হেমাঙ্গদ-লসদ্বাহঃ (হেমাঙ্গ-
দাত্ম্যং লসন্তৌ বাহু যস্য সঃ) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ
(স্ফুরতী মকরাকারে কুণ্ডলে যস্য সঃ) রথম্ আরুতঃ
(বলিঃ) ধিষাশ্চ (কুণ্ডলঃ) হব্যবাট্ ইব (আহবনীয়াঃ
অগ্নিরিব) ররাজ (দিদৌপে) ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলি ভৃগুদত্ত দিব্যরথে আরো-
হণপূর্বক সুন্দর মালাধারণ এবং কবচের দ্বারা
শরীর আবদ্ধ করিয়া ধনুর্বাণ, খড়্গ, তুণ (শরাধার)
ধারণ করিলেন । তাঁহার বাহুদ্বয়ে স্বর্ণনির্মিত বলয়,
কর্ণে মকরাকৃতি-কুণ্ডল দীপ্তি পাইতেছিল এবং তিনি
রথোপরি কুণ্ডল আহবনীয়া অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে-
ছিলেন ॥ ৮-৯ ॥

তুল্যৈশ্বর্য্যবলশ্রীভিঃ স্বযুথৈর্দৈত্যযুথৈঃ ।

পিবত্তিরিব খং দৃগ্ভির্দহভিঃ পরিধীনিব ॥ ১০ ॥

রুতো বিকর্ষ্যহতীমাসুরীং ধ্বজিনীং বিভুঃ ।

যযাবিন্দপুরীং স্বদ্ধাং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—তুল্যৈশ্বর্য্য-বল-শ্রীভিঃ (তুল্যম্ ঐশ্বর্য্যং
চ বলঞ্চ শ্রীশ্চ যেষাং তৈঃ দৃগ্ভিঃ নৈত্রৈঃ) খম্
(আকাশং) পিবত্তিঃ ইব (তথা) পরিধীনিব (দিশঃ)
দহত্তিঃ ইব দৈত্যযুথৈঃ স্বযুথৈঃ রুতঃ বিভুঃ (বলিঃ)
মহতীম্ আসুরীং ধ্বজিনীং (সেনাং) বিকর্ষন্ রোদসী
(দ্যাবাতৃমী) কম্পয়ন্ ইব স্বদ্ধাম্ (অতিসমৃদ্ধাম্) ইন্দ্র-
পুরীং যমৌ (গতবান্) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্যবলে ও সৌন্দর্য্যে সমান নিজ-
এখপতিগণ ও দৈত্যযুথপতিগণ পরস্পর মিলিত

হইল। ঐ সকল যুথপতিগণ যেন আকাশকে পান ও দৃষ্টিদ্বারা দিকসমূহ দক্ষ করিতেছিল। সমর্থবান্ বলি মহতী অসুরসেনা আকর্ষণপূর্বক পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে সুসমৃদ্ধিশালিনী ইন্দ্রপুরীতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যযুথপৈবতঃ সন্নিভ্রপূরীং যযাবিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ । পরিধীন্ দিশঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দৈত্যযুথপৈঃ’—দৈত্যযুথপতি-গণের সহিত মিলিত হইয়া ‘ইন্দ্রপূরীং যযৌ’—ইন্দ্র-পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ইহা পরবর্তী শ্লোকের সহিত অব্যয় হইবে। ‘পরিধীন্’—দিকসমূহ (যেন দৃষ্টির দ্বারা দক্ষ করিতেছিলেন।) ॥ ১০-১১ ॥

রম্যামুপবনোদ্যানৈঃ শ্রীমন্তিনন্দনাদিভিঃ ।

কৃজদ্বিহঙ্গমিথুনৈর্গায়ন্তমধুব্রতৈঃ ।

প্রবাল-ফল-পুষ্পোন্ম-ভারশাখামরদ্রুমৈঃ ॥ ১২ ॥

অব্যয়ঃ—কৃজদ্বিহঙ্গমিথুনৈঃ (কৃজন্তি বিহঙ্গানঃ মিথুনানি যেষু তৈঃ) গায়ন্তমধুব্রতৈঃ (গায়ন্তঃ মতাঃ মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ যেষু তৈঃ) প্রবাল-ফল-পুষ্পোন্ম-ভারশাখা-মরদ্রুমৈঃ (পল্লবাদীনাম্ উরুভার যাসু তাঃ শাখাঃ যেষাং তে অমরদ্রুমাঃ দেবরক্ষাঃ পারিজাতা-দয়ঃ যেষু তৈঃ) শ্রীমন্তিঃ (শোভাতিশয়বন্তিঃ) নন্দনা-দিভিঃ উপবনোদ্যানৈঃ (উপবনানি ফলপ্রধান্যানি উদ্যানানি পুষ্পপ্রধানানি তৈঃ) রম্যাম্ (ইন্দ্রপূরীং যযৌ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ঐ ইন্দ্রপুরী পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরু-তর ভারাবনত দেবরক্ষসমূহে পরম-শোভাময় নন্দন-কানন উপবন-উদ্যান দ্বারা অতীব রমণীয়া। ঐ স্থান কৃজনপরায়ণ বিহঙ্গমিথুন এবং গানে উন্মত্ত মধুকরসকলে পরিপূর্ণ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবালাদীনামুরুভারো যাসু তাঃ শাখা যেষাং তে অমরদ্রুমা যেষু তৈঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রবাল’—ইত্যাদি, পত্র, পুষ্প ও ফলের গুরুভার যাহাতে, তাদৃশ শাখা যাহাদের, সেইরূপ দেবরক্ষসমূহ যে বনে, তাহাদের দ্বারা শোভিত ইন্দ্রপুরী (অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রপুরীর নন্দনকাননে

সুরতরু-সমূহের শাখাসকল প্রবাল (নবপল্লব), ফল ও পুষ্পের গুরুভাবে অবনত রহিয়াছে।) ॥ ১২ ॥

হংস-সারস-চক্রাহ-কারণ-বকুলাকুলাঃ ।

নলিন্যো যত্র ক্রীড়ন্তি প্রমদাঃ সুরসেবিতাঃ ॥ ১৩ ॥

অব্যয়ঃ—যত্র সুরসেবিতাঃ প্রমদাঃ (সুরস্ত্রিয়ঃ) ক্রীড়ন্তি, হংস-সারস-চক্রাহ-কারণবকুলাকুলাঃ (হংসাদিপক্ষিবিশেষাণাং কুলৈঃ) (আকুলাঃ) ব্যাঙাঃ নলিনাঃ (সরাংসি সন্তি যত্র চ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঐ স্থানে দেবাজনাগণ ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং তথায় হংস-সারস-চক্রাবক-কারণব (জলকাক)-সমূহে সমাকুল পদ্মসরোবর বিদ্যমান ॥

বিশ্বনাথ—যত্র নন্দনাদিবনেষু নলিনাঃ সরস্যাঃ সন্তি । যাসু নলিনীষু প্রমদাঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যত্র’—যে নন্দনাদি বনে ‘নলিনাঃ’—সরোবরসকল রহিয়াছে। সেই সকল সরোবরে সুরসেবিত প্রমদাগণ পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিতেছিল ॥ ১৩ ॥

আকাশগঙ্গয়া দেব্যা রুতাং পরিখভূতয়া ।

প্রাকারোগাগ্নিবর্ণেন সাট্টালেনোন্নতেন চ ॥ ১৪ ॥

অব্যয়ঃ—দেব্যা (পূজ্যয়া) পরিখভূতয়া আকাশ-গঙ্গয়া (তথা) সাট্টালেন (অট্টালৈঃ প্রাকারোপরিচিহ্নিতৈঃ যুদ্ধস্থানৈঃ সহিতঃ ইতি সাট্টালঃ তেন) অগ্নিবর্ণেন উন্নতেন প্রাকারেণ চ রুতাং (পরিবেষ্টিতাং পুরীং যযৌ ইতি পূর্বেগান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী পরিখাস্বরূপ-স্বর্ধুনী এবং চতুর্দিকে অতি উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের উপর যুদ্ধ-স্থানসমূহ বিরচিত ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুরীং বিশিন্ধিতি । আকাশেত্যাদি । পরিখভূতয়া পরিখারূপয়া ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরীর বর্ণনা করিতেছেন—‘আকাশগঙ্গয়া’ ইত্যাদি, ঐ পুরী পরিখাতুল্য আকাশ-গঙ্গার (মন্দাকিনী নদীর) দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত ॥

রুক্ষপট্টকবাটৈশ্চ দ্বারৈঃ স্ফটিকগোপুরৈঃ ।

জুষ্টিং বিভক্তপ্রপথাং বিশ্বকর্মান্বিনির্মিতাম্ ॥১৫॥

অবয়বঃ—রুক্ষপট্টকবাটৈঃ (রুক্ষপট্টানি কবাটানি যেসু তৈঃ) দ্বারৈঃ (অবান্তরৈঃ) স্ফটিকগোপুরৈঃ (স্ফটিকময়ৈঃ গোপুরৈশ্চ পুরদ্বারৈঃ) চ জুষ্টিং (যুতং) বিভক্তপ্রপথাং (বিভক্তাঃ প্রপথাঃ রাজমার্গাঃ যস্যং তাং) বিশ্বকর্মান্বিনির্মিতাং (বিশ্বকর্মাণা বিনির্মিতাং কৃতাম্ ইন্দ্রপুরীং যযৌ ইত্যবয়বঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তথাকার গৃহদ্বার স্বর্ণপট্ট (পাটা) নির্মিত কবাটযুক্ত এবং পুরদ্বার স্ফটিকময় । রাজমার্গ সুন্দররূপে বিভক্ত, ঐ স্থান বিশ্বকর্মার নির্মিত ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—গোপুরং পুরদ্বারম্ । বিভক্তাঃ প্রপথা রাজমার্গা যস্যং তাম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গোপুরং’—পুরদ্বার, ‘বিভক্ত-প্রপথাং’—রাজমার্গগুলি সুন্দরভাবে বিভক্ত যেখানে (অর্থাৎ পৃথক পৃথক রাজপথে সুশোভিত সেই ইন্দ্র-পুরীর পুরদ্বারসমূহ স্ফটিকময় ।) ॥ ১৫ ॥

সভাচত্বররথাত্যাং বিমানৈর্ন্যকুদৈর্যুতাম্ ।

শৃঙ্গাটিকৈর্মণিময়ৈর্বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অবয়বঃ—সভাচত্বররথাত্যাং (সভাঃ উপবেশ-স্থানানি চত্বরানি অঙ্গনানি রথ্যাঃ উপমার্গাঃ তৈঃ আত্যাং সম্প্রসাং) ন্যকুদৈঃ (ন্যকুদং দশকোটয়াঃ তৈঃ গণনীয়েঃ) বিমানৈঃ (তথা) বজ্রবিদ্রুমবেদিভিঃ (বজ্রবিদ্রুমমযাঃ বেদয়ঃ যেসু তৈঃ) মণিময়ৈঃ শৃঙ্গাটিকৈঃ (চতুষ্পথৈশ্চ) যুতাম্ (ইন্দ্রপুরীং যযৌ ইত্যবয়বঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ঐ নগর অঙ্গন, উপমার্গ ও সভাস্থানে সমৃদ্ধ, কোটি কোটি বিমান তথায় বিরাজমান এবং হীরক প্রবালাদি-নির্মিত বেদিকাযুক্ত মণিময় চতুষ্পথ-সম্ভবিত ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—সভা উপবেশস্থানানি চত্বরান্যঙ্গনানি । রথ্যা উপমার্গাঃ । শৃঙ্গাটিকৈশ্চতুষ্পথৈঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সভা-চত্বর-রথাত্যাং’—সভা উপবেশনস্থান, চত্বর বলিতে প্রাঙ্গণসমূহ, এবং রথ্যা অর্থাৎ উপমার্গের দ্বারা ঐ পুরী সমৃদ্ধ ছিল । ‘শৃঙ্গা-

টিকৈঃ’—চতুষ্পথ-সমূহ দ্বারা যুক্ত (ইন্দ্রপুরীতে গমন করিলেন, এই অবয়ব ।) ॥ ১৬ ॥

যত্র নিত্যবয়োরূপাঃ শ্যামা বিরজবাসসঃ ।

ভ্রাজন্তে রূপবল্লার্য্য অচ্চিভিরিব বহ্নয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—যত্র (ইন্দ্রপুর্যাং) নিত্যবয়োরূপাঃ (নিত্যং বয়ঃ তারুণ্যং রূপঞ্চ সৌকুমার্য্যং চ যাসাং তাঃ) শ্যামাঃ বিরজবাসসঃ (বিরজে শুদ্ধে বাসসী যাসাং তাঃ) রূপবল্লার্য্যঃ (স্বলঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ) অচ্চিভিঃ (জ্বালাভিঃ) বহ্নয়ঃ (অগ্নয়ঃ) ইব হি ভ্রাজন্তে (দীপ্যন্তে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তথায় স্থিররূপযৌবনা, নির্মলবসনা, শ্যামা, রূপবতী রমণীগণ যেমন শিখাদ্বারা অগ্নি দীপ্তি পায়, সেইরূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—

শীতকালে ভবেদৃষ্ণা উষ্মকালে সুশীতলাঃ ।

স্তনৌ সুকতিনৌ যাসাং তাঃ শ্যামাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্যামাঃ’—যাহাদের অঙ্গ শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে সুশীতল থাকে, এবং যাহাদের স্তনযুগল সুকতিন, তাহাদিগকে শ্যামা স্ত্রী বলা হয় ॥ ১৭ ॥

সুরস্রীকেশবিদ্রুণট-নবসৌগন্ধিকব্রজ্যাম্ ।

যত্রামোদমুপাদায় মার্গং আবাত্তি মারুতঃ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—যত্র (যস্যং পুর্যাং) মারুতঃ (বায়ুঃ) সুরস্রীকেশবিদ্রুণটনবসৌগন্ধিকব্রজ্যাম্ (সুরস্রীগাং কেশেভ্যঃ বিদ্রুণটানাং নবসৌগন্ধিকপুষ্পরচিতানাং ব্রজ্যং মালানাম্) আমোদং (পরিমলম্) উপাদায় (আদায়) মার্গে (পথি) আবাত্তি (প্রবহতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তথায় বায়ু সুররমণীগণের কেশ হইতে নিপতিত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের পরিমল পথে প্রবাহিত করেন ॥ ১৮ ॥

হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদধূমেনাশুরুগন্ধিনা ।

পাণ্ডুরেণ প্রতিচ্ছম্যার্গে যন্তি সুরপ্রিয়াঃ ॥ ১৯ ॥

অম্বয়ঃ—(যত্র পুর্যাম) অগুরুগন্ধিনা পাণ্ডুরেণ (স্বেতবর্ণেন) হেমজালাক্ষনির্গচ্ছদধুমেন (হেমরচিভ্যঃ) যে জালাক্ষাঃ গবাক্ষাঃ তেভ্যঃ নির্গচ্ছতা ধুমেন) প্রতিচ্ছন্নমার্গে (আচ্ছন্নৈ পথি) সুরপ্রিয়াঃ (অপ্সরসঃ) যান্তি (বিচরন্তি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই স্থানে অপ্সরোগণ স্বর্ণময় গবাক্ষ-পথ হইতে নির্গত, অগুরুগন্ধযুক্ত স্বেতবর্ণ ধূমদ্বারা আচ্ছন্ন পথে পরিভ্রমণ করেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হেমময়েভ্যো জালাক্ষৈভ্যো গবাঙ্কেভ্যঃ । সুরপ্রিয়াঃ অপ্সরসঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হেমজালাক্ষ’—ইত্যাদি, সুবর্ণ-জালাকৃত গবাঙ্কপথ হইতে নির্গত অগুরুগন্ধ-যুক্ত গুরুবর্ণ ধূমরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন পথে, ‘সুরপ্রিয়াঃ’—দেবতাদিগের প্রেমসী অপ্সরাগণ বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

মুক্তাবিতানৈর্মণিহেমকেতুভি-
নানাপতাকাবলভীভিরাহতাম্ ।

শিখণ্ডিপারাবতভূজনাতিতাং

বৈমানিকস্রীকলগীতমঙ্গলাম্ ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—মুক্তাবিতানৈঃ (মুক্তাময়ৈঃ বিতানৈঃ চন্দ্রাতপৈঃ) মণিহেমকেতুভিঃ (মণিহেমময়ৈঃ ধ্বজৈশ্চ) নানাপতাকাবলভীভিঃ (নানাপতাকায়ুক্তাভিঃ অট্টো-পরিগৃহৈঃ) আহতাম্ (ব্যাঙাং) শিখণ্ডি-পারাবত-ভূজনাতিতাং (শিখণ্ডাদিপক্ষিবিশেষৈঃ নাতিতাং শব্দিতাং) বৈমানিকস্রীকলগীতমঙ্গলাম্ (বৈমানিকস্রীগাং কলগীতৈঃ মঙ্গলং শ্রবণসুখং যস্যাম্ তাম্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, মণি ও সুবর্ণময় ধ্বজা ও নানাবিধ পতাকালব্ধ অট্টালিকার উদ্ধৃ গৃহসমূহে পরিব্যাপ্তা, ময়ূর, পারাবত ও ভূজ-গণের শব্দে নিনাদিতা এবং বিমানচারিণী রমণী-গণের সুমধুর সঙ্গীতে মঙ্গলময়ী (শ্রবণসুখকরী) ছিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তাময়ৈবিতানৈশ্চন্দ্রাতপৈর্মণিহেম-ময়ৈঃ কেতুভির্ধ্বজৈঃ পতাকায়ুক্তাভির্বলভীভিরট্টো-পরিবত্তিগৃহৈঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মুক্তাবিতানৈঃ’—ইত্যাদি,

সেই পুরী মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, মণি ও সুবর্ণময় ধ্বজা এবং নানাবিধ পতাকায়ুক্ত ‘বলভী’-সমূহে, অর্থাৎ অট্টালিকার উপরিভাগে নির্মিত গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল ॥ ২০ ॥

মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিশ্বনৈঃ

সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ ।

নৃত্যৈঃ সবাদৌরুপদেবগীতকৈ-

মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাম্ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—মৃদঙ্গশঙ্খানকদুন্দুভিশ্বনৈঃ (মৃদঙ্গা-দীনাং স্বনৈঃ শব্দৈঃ) সতালবীণামুরজেষ্টবেণুভিঃ (সতালবীণাদিভিঃ) সবাদৌঃ নৃত্যৈঃ (চ) উপদেব-গীতকৈঃ (উপদেবানাং গন্ধর্বাদীনাং গীতকৈশ্চ) মনোরমাং স্বপ্রভয়া জিতপ্রভাং (জিতা প্রভা সাক্ষাদ্দীপ্ত্য-ধিষ্ঠাত্রী দেবতা যয়া তাম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ঐ পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, আনকদুন্দুভিশব্দে তালযুক্তবীণা, মুরজ ও প্রিয়বেণুর রবে, বাদ্য-যুক্ত নৃত্যে এবং গন্ধর্বগণের সঙ্গীতে অতিশয় মনো-রমা ছিল, উহা নিজ দীপ্তি দ্বারা সাক্ষাৎ প্রভাদেবীকে পরাভূত করিতেছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—জিতপ্রভা সাক্ষাতদীপ্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেব-তাপি যয়া তাম্ । জিতগ্রহামিতি পাঠে জিতসূর্যাদি-কম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জিতপ্রভাং’—সাক্ষাৎ দীপ্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীও যাহার দীপ্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে (অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রপুরী নিজ কান্তির দ্বারা কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও জয় করিয়াছে) । ‘জিতগ্রহাম্’—এই পাঠান্তরে সূর্যাদি গ্রহকে কান্তিতে যে জয় করিয়াছে, এই অর্থ ॥ ২১ ॥

যাং ন ব্রজন্ত্যধিস্থিষ্ঠাঃ খলা ভূতদ্রহঃ শতাঃ ।

মানিনঃ কামিনো লুপ্ধা এভিহীনা ব্রজন্তি যৎ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—অধিস্থিষ্ঠাঃ (পাপিনঃ) খলাঃ (দুষ্টাঃ) ভূতদ্রহঃ (প্রাণিপীড়াকন্তারঃ) শতাঃ (বৎকাঃ) মানিনঃ (অভিমানবন্তঃ) কামিনঃ (বিষয়াসক্তাঃ)

লুপ্ধাঃ (এতে) যাং (পুরীং) ন ব্রজন্তি এভিঃ (দোষৈঃ) হীনাঃ (জনাশ্চ) যৎ (যাং পুরীং) ব্রজন্তি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেখানে পাপী, খল, প্রাণীহিংসক, শর্ত, অভিমানী, কামী এবং লোভীব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতে পারে না, উক্ত দোষরহিত ব্যক্তিগণই তথায় বিচরণ করেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এভিঃ খলত্বাদিভিঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এভিঃ হীনাঃ’—এই খলত্বাদি দোষবর্জিত ব্যক্তিগণই সেখানে গমন করেন ॥ ২২ ॥

তাং দেবধানীং স বরুথিনীপতি-

বহিঃ সমস্তাঙ্গরুদ্ধে পৃতন্যয়া ।

আচার্য্যদত্তং জলজং মহাশ্বনং

দধেমৌ প্রযুজন্ ভয়মিস্ত্রযোষিতাম্ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ—সঃ বরুথিনীপতিঃ (সেনাপতিঃ বলিঃ) পৃতন্যয়া (পৃতনয়া সেনয়া) বহিঃ সমস্তাং (চতুর্দিক্) তাম্ (অতিসমৃদ্ধাং) দেবধানীং (দেবানাং নিবাস-ভূতাম্ ইন্দ্রপুরীং) রুদ্ধধে । (রুদ্ধবান্ অপি চ) ইন্দ্রযোষিতাম্ (ইন্দ্রস্য যোষিতাং স্ত্রীণাং) ভয়ং প্রযুজন্ (উৎপাদয়িত্ব) মহাশ্বনং (মহান্ শ্বনঃ শব্দঃ যস্য তম্) আচার্য্যদত্তম্ (আচার্য্যেন শুক্রেণ দত্তং) জলজং (শঙ্খং) দধেমৌ (বাদিতবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—বহু সৈন্যের অধ্যক্ষ বলি, সৈন্যদ্বারা সেই ইন্দ্রপুরী-বহির্দেশে চতুর্দিকে অবরোধ করিলেন এবং ইন্দ্রপত্নীগণের ভয় উৎপাদন করিয়া শুক্লাচার্য্য-দত্ত মহানাদ শঙ্খবাদ্য করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—পৃতন্যয়া সেনয়া ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পৃতন্যয়া’—সৈন্য দ্বারা (দৈত্যাধিপতি বলি চারিদিক্ হইতে ইন্দ্রপুরী অবরুদ্ধ করিলেন ।) ॥ ২৩ ॥

মঘবাংস্তমভিপ্রেত্য বলেঃ পরমমুদ্যমম্ ।

সর্বদেবগণোপতো গুরুমেতদুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

অর্থঃ—মঘবান্ (ইন্দ্রঃ) বলেঃ পরমম্ উদ্যমম্ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) সর্বদেবগণোপত্যঃ (সর্বদেবগণেন উপত্যঃ যুক্তঃ) তং গুরুং ব্রহ্মস্পতিং (প্রত্যত্য)

এতৎ (বক্ষ্যমাণম্) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—বলির সেই বিপুল উদ্যম জানিতে পারিয়া সকল দেবগণের সহিত ইন্দ্র গুরু ব্রহ্মস্পতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন ॥ ২৪ ॥

ভগবন্মুদ্যমো ভূয়ান্ বলের্নঃ পূর্ববৈরিণঃ ।

অবিষ্যামিমং মন্যে কেনাসীৎ তেজসোজ্জিতঃ ॥ ২৫ ॥

অর্থঃ—(হে) ভগবন্ ! নঃ (অশ্মাকং) পূর্ব-বৈরিণঃ বলেঃ ভূয়ান্ উদ্যমঃ (জাতঃ) ইমম্ (উদ্যমম্ অহম্) অবিষহ্যং (সোচুম্ অশক্যং) মন্যে, (সঃ ইদানীং) কেন (হেতুনা এবং) তেজসা উজ্জিতঃ (বদ্ধিতঃ) আসীৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আমাদের পূর্ব শত্রু বলির যে মহান্ উদ্যম দেখিতেছি, তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না বলিয়াই মনে হয়। সম্প্রতি বলি কি প্রকারে এইরূপ বলীয়ান্ হইয়া উঠিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইমম্ উদ্যমং বলিং বা, আসীৎ অভূৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইমম্’—এই উদ্যম, অথবা বলিকে আমরা সহ্য করিতে পারিতেছি না। ‘আসীৎ’—কোন্ তেজে সে আজ বলবান্ হইল ? ২৫ ॥

নৈনং কশ্চিৎ কুতো বাপি প্রতিবোভুমধীশ্বরঃ ।

পিবন্নিব মুখেনেদং লিহন্নিব দিশো দশ ।

দহন্নিব দিশো দগ্ভিঃ সংবর্তাগ্নির্বোথিতঃ ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ—কুতঃ বা অপি (উপায়াৎ) এনং প্রতি-বোভুম্ (যুদ্ধাদিভিঃ প্রতি কর্তুং) কশ্চিৎ (অপি) অধীশ্বরঃ ন (দৃশ্যতে), মুখেন ইদং (বিশ্বং) পিবন্ ইব দশদিশঃ লিহন্ (আশ্বাদয়ন্), ইব দগ্ভিঃ (নেত্রৈঃ) দিশঃ দহন্ ইব (সঃ) সংবর্তাগ্নিঃ (প্রলয়াগ্নিঃ) ইব উথিতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কোন ব্যক্তি কোন উপায়েই উহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে। ঐ বলি মুখদ্বারা যেন বিশ্বকে পান, জিহ্বাদ্বারা যেন দশ দিক্ অবহেলন এবং চক্ষুদ্বারা যেন সকল দিক্ দহন করিতে সমুদ্যত হইয়া প্রলয়াগ্নির ন্যায় উথিত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিবোদ্ধুং যুদ্ধাদিভিঃ প্রতিকর্তৃম্ ।
যতঃ পিবন্নিবায়ং বলিঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রতিবোদ্ধুং’—কেহই যুদ্ধাদি কোন উপায়েই ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে ।
‘যতঃ’—যেহেতু এই বলি মুখদ্বারা যেন বিশ্বকে পান করিতেছে ॥ ২৬ ॥

— — —

শ্রুতি কারণমেতস্য দুর্দ্ধর্ষত্বস্য মদ্রিপোঃ ।

ওজঃ সহো বলং তেজো যত এতৎসমুদ্যমঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ—যতঃ (কারণাৎ) এতস্য ওজঃ সহঃ
বলং তেজঃ (জাতম্) এতৎ সমুদ্যমঃ (এতন্নিমিত্তঃ
উদ্যমশ্চ জাতঃ) (তৎ এতস্য) মদ্রিপোঃ দুর্দ্ধর্ষত্বস্য
কারণং শ্রুতি (কথম্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে কারণে উহার এই প্রকার শক্তি,
সাহস, বল ও তেজ জন্মিয়াছে এবং যাহার বলে এই-
রূপ উদ্যম করিতেছে, আমার পরম শত্রুর সেই দুঃসহ
তেজের কারণ কি বলুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যতঃ কারণাৎ ওজ আদি যতশ্চ ওজ
আদেহেতস্য সমুদ্যমঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যতঃ’—যে কারণ হইতে
ইহার ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্য এবং যে ইন্দ্রিয়বলাদি হইতে
এজাতীয় মহান্ উদ্যম উৎপন্ন হইয়াছে (তাহা আপনি
বলুন) ॥ ২৭ ॥

— — —

শ্রীশঙ্করবচন—

জানামি মঘবন্ শত্রোরুন্নতেরস্য কারণম্ ।

শিষ্যায়োপভূতং তেজো ভৃগুভির্ব্রাহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ—শ্রীশঙ্করঃ উবাচ,—(হে) মঘবন্ । অস্য
(ভব) শত্রোঃ উন্নতেঃ কারণম্ (অহং) জানামি ।
ব্রহ্মবাদিভিঃ ভৃগুভিঃ (শুক্লাদ্যোঃ) শিষ্যায় (বলয়ে)
তেজঃ উপভূতং (সঞ্চিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবশঙ্কর ব্রহ্মস্পতি কহিলেন, হে ইন্দ্র !
আমি তোমার শত্রুর উন্নতির কারণ জানি, ব্রহ্মজ
ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মগণ এই শিষ্যকে তেজঃ প্রদান
করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—শিষ্যায় শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়েন স্বস্বর্কস্বোপ-

হারকায় বলয়ে তেজঃ স্বীয়মেব উপভূতং প্রত্যাপহার-
ত্বেন দঙমিত্যর্থঃ । তস্মাদিদং ন বলেন্তেজঃ কিন্তু
ব্রহ্মতেজ এবাতঃ সূতরাং ভবন্তি দুর্বারমিতি ভাবঃ ।
তেন তেভ্যো ভৃগুভ্যো ন ন্যূনা বয়মপি তথৈব শ্রদ্ধা-
ভক্ত্যাদিনা ভৃগ্বা প্রসাদিতা যদ্যভবিষ্যাম, তদা সম্প্রতি
ত্বমপ্যস্মভ্বেজসা পরিপূর্ণ ইমং বলিমজেম্য এবোতু-
পালন্তোহনুধ্বনিতঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শিষ্যায়’—শ্রদ্ধা ও ভক্তির
আতিশয্যাহেতু নিজের সর্বস্ব প্রদানকারী শিষ্য বলির
মধ্যে, ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মগণ ‘তেজঃ উপভূতং’
—স্বকীয় তেজ পঞ্চয় করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রত্যাপহার-
রূপে তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন, এই অর্থ । সেইহেতু
ইহা বলির তেজ নহে, কিন্তু ব্রহ্মতেজই, অতএব
তোমাদের পক্ষে অতিশয় দুর্বারণীয়—এই ভাবার্থ ।
ইহার দ্বারা, সেই সকল ভৃগু প্রভৃতি হইতে আমরা
ন্যূন নহি (কোন অংশে কম নই), আমরাও যদি
সেইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহযোগে তোমার দ্বারা প্রসাদিত
হইতাম, তাহা হইলে সম্প্রতি তুমিও আমাদের তেজে
পরিপূর্ণ হইয়া এই বলিকে অবশ্যই জয় করিতে
পারিতে — এইরূপ উপালন্ত এখানে অনুধ্বনিত
হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

— — —

ওজস্বিনং বলিং জেতুং ন সমর্থোহস্তি কশ্চন ।

ভবদ্বিধো ভবান্ বাপি বর্জয়িত্ত্বেন্নরং হরিস্ম্ ।

বিজেম্যতি ন কোহপোনং ব্রহ্মতেজঃসমেধিতম্ ।

নাস্য শক্তঃ পুরঃ স্হাতুং কৃতান্তস্য যথা জনাঃ ॥ ২৯ ॥

অর্থঃ—ওজস্বিনং বলিং জেতুং কশ্চন ন সমর্থঃ
অস্তি, (অতঃ) ঈশ্বরং হরিং বর্জয়িত্ত্বা ভবদ্বিধঃ
(ভবৎসদৃশঃ ঐশ্বর্যাদিযুক্তঃ) ভবান্ বা অপি (সাক্ষাৎ
ভবান্বে বা) কঃ অপি (জনঃ) ব্রহ্মতেজঃসমেধিতং
(ব্রহ্মতেজসা বদ্ধিতম্) এনং (বলিং) ন বিজেম্যতি ।
(অপি চ) জনাঃ যথা কৃতান্তস্য (যমস্য সম্মুখে অব-
স্হাতুং ন শক্তঃ তথা কোহপি) অস্য পুরঃ স্হাতুং ন
শক্তঃ (ভবতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বলশালী বলিকে জয় করিতে কেহই
সমর্থ হইবে না, একমাত্র হরি ভিন্ন তুমি বা তোমার
ন্যায় কেহই ব্রহ্মতেজঃপ্রদীপ্ত ইহাকে জয় করিতে

পারিবে না। যমের সম্মুখে মানবের ন্যায় ইহার সম্মুখে কেহই অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যোদ্ধুমেনোদুনা নির্গচ্ছামি ন বেতি চেদত আহ ভবদ্বিধ ইতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে এই বলির সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইব, অথবা নহে—এইরূপ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বলিতেছেন—‘ভবদ্বিধঃ’ ইত্যাদি (অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর শ্রীহরি ব্যতীত তুমি অথবা তোমার মত অপর কেহ সম্প্রতি ওজস্বী বলিকে জয় করিতে সমর্থ নহে।) ॥ ২৯ ॥

তস্মান্নিলয়মুৎসৃজ্য যুগ্মং সৰ্কে ত্রিবিষ্টপম্ ।

যাত কালং প্রতীক্ষন্তো যতঃ শত্রোবিপর্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—তস্মাৎ যতঃ (কালং যুগ্মকং) শত্রোঃ (বলেঃ) বিপর্যায়ঃ (পরাভবঃ ভবিষ্যতি তং) কালং প্রতীক্ষন্তঃ (প্রতীক্ষমাণাঃ) যুগ্মং সৰ্কে ত্রিবিষ্টপম্ উৎসৃজ্য (স্বর্গং ত্যক্ত্য়া) নিলয়ম্ (অদর্শনং) যাত (গচ্ছত) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতএব যাবৎ তোমাদের এই শত্রুর পরাভব না হয়, তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া তোমরা সকলে সুরপুরী পরিত্যাগপূর্বক অদৃশ্যভাবে অবস্থান কর ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—এতৎসময়োচিতং মন্ত্রং ব্রূহীতি চেদতঃ আহ,—তস্মাদিতি যতঃ কালং শত্রোবিপর্যায়ঃ পরাভবো ভাবী তং কালং প্রতীক্ষমাণা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সময়োচিত মন্ত্রণা দিন, ইহা যদি বলেন, তাহাতে বলিতেছেন—‘তস্মাৎ’ ইত্যাদি। ‘যতঃ শত্রোঃ বিপর্যায়ঃ’—যে পর্য্যন্ত শত্রুর বিপর্যায় অর্থাৎ পরাভব দেখা না দেয়, ততকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া (তোমরা সকলে এখন স্বর্গ-পুরী পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র লুকায়িত থাক।) ॥ ৩০ ॥

এষ বিপ্রবলোদর্কঃ সম্প্রত্যজিতবিজ্রমঃ ।

তেষামেবাপমানেন সানুবন্ধো বিনশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—এষঃ (বলিঃ) সম্প্রতি বিপ্রবলোদর্কঃ (বিপ্রাণাং বলেন উদর্কঃ উত্তরোত্তরম্ অধিকং ফলং যস্য সঃ) উজ্জিত-বিজ্রমঃ (উজ্জিতঃ মহান্

বিজ্রমঃ যস্য সঃ) তেষাম্ এব অপমানেন (তেষাম্ এব বিপ্রাণাম্ অপমানং যদা করিষ্যতি তদা তেনৈব) সানুবন্ধঃ (স্বযুথসহিতঃ) বিনশ্যতি (পরাভূতঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সম্প্রতি এই বলি ব্রাহ্মণের তেজে বদ্ধিত হইয়া প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে, আবার তাঁহাদেরই অবমাননা করিয়া সগণে বিনষ্ট হইবে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—বলেরস্য পরাভবকালঃ স কিং ভাবী কদা বা ভাবীতাপেক্ষায়াং তমাশ্বাসন্নমাহ এষ ইতি । বিপ্রবলমেব উদর্ক উত্তরফলং যস্য সঃ । উদর্কঃ ফলমুত্তরমিত্যমরঃ, তেষামেবেত্যাদিব্যবহারদৃষ্টো-বোক্তং, বস্তুতস্ত বিক্ষুব্ধজানুকূলঃ স বিপ্রাবমানস্তস্য মহাকীর্তি-স্বর্গাধিকসূতলভোগ-দ্বারপালীকৃত-বিক্ষুব্ধ-ভাবিমবন্তরেন্দ্রত্বাদ্যর্থমভূদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বলির পরাভবকাল, তাহা কি হইবে? কখনই বা হইবে?—ইহার অপেক্ষায় তাহাকে আশ্রস্ত করতঃ বলিতেছেন—‘এষ’ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণের বলই ইহার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির কারণ। অমরকোষে উক্ত আছে—‘উদর্ক বলিতে উত্তর ফল।’ ‘তেষাম্ এব অপমানেন’—সেই ব্রাহ্মণগণের অবমাননাকেই তাহার সবংশে বিনাশ উপস্থিত হইবে, ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলা হইল, কিন্তু বাস্তবিক অর্থ—বিক্ষুব্ধজনের অনুকূল সেই ব্রহ্মণাবমাননা (শ্রীগুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন) তাঁহার মহাকীর্তি, স্বর্গাদি অপেক্ষা অধিক সূতলভোগ, শ্রীবিষ্ণুর দ্বারপালত্ব অঙ্গীকার, ভাবি মবন্তরে পুনরায় ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্তি ইত্যাদি বহু প্রয়োজন-সাধক জানিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

এবং সুমন্তিতার্থাস্তে গুরুপাথানুদশিনা ।

হিত্বা ত্রিবিষ্টপং জগ্মুগীর্বাণাঃ কামরূপিণঃ ॥ ৩২ ॥

অবয়বঃ—অর্থানুদশিনা (যথাবদ্বিচার-নিপুণেন) গুরুণা এবং সুমন্তিতার্থাঃ (সুমন্তিতঃ অর্থঃ কার্য্যং যেযাং তে) তে গীর্বাণাঃ (দেবাঃ) ত্রিবিষ্টপং (স্বর্গং) হিত্বা (ত্যক্ত্য়া) কামরূপিণঃ (যথেষ্টরূপধারণে সমর্থঃ সন্তঃ নিলয়ং) জগ্মুঃ (যত্র কুত্র বিচরুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞ বৃহস্পতিদ্বারা কর্তব্য বিষয়ে
এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া কামরূপী দেবগণ স্বর্গ পরি-
ত্যাগ করিয়া লুকায়িত হইলেন ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর বলি ঐ যজ্ঞপ্রভাবে ত্রিলোক-
বিশ্রুত-কীৰ্ত্তি চতুদ্দিকে বিস্তার করিয়া চন্দ্রের ন্যায়
শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

দেবেষ্বথ নিলীনেষু বলিবৈরোচনঃ পুরীম্ ।
দেবধানীমধিষ্ঠায় বশং নিন্যে জগত্তয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—(এবং) দেবেষু নিলীনেষু (সৎসু) অথ
(অনন্তরং) বৈরোচনঃ (বিরোচনপুত্রঃ বলিঃ) দেব-
ধানীম্ (ইন্দ্রপুরীম্) অধিষ্ঠায় জগত্তয়ম্ (ভুবাদি-
লোকত্তয়ম্) বশং নিন্যে (স্ববশং নীতবান্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—পরে দেবগণ অদৃশ্য হইলে বিরোচন-
পুত্র বলি ইন্দ্রপুরীতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিভুবন বশী-
ভূত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তং বিশ্বজগ্নিনং শিষ্যং ভৃগবঃ শিষ্যবৎসলাঃ ।
শতেন হয়মেধানামনুব্রতমযাজয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

অবয়বঃ—শিষ্যবৎসলাঃ (শিষ্যে কৃপাযুক্তাঃ)
ভৃগবঃ (গুহাদয়ঃ) অনুব্রতম্ (অনুবর্তিনম্) বিশ্ব-
জগ্নিনং তং শিষ্যং (বলিং) হয়মেধানাং শতেন
অযাজয়ন্ (প্রাপ্তম্ ইন্দ্রপদং স্থিরীকর্তুং যাগমকারণম্)
॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শিষ্যবৎসল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ ঐ
জগজ্জয়ী অনুগত শিষ্যদ্বারা শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ
সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অযাজয়ন্ তদীয়েন্দ্রপদস্থিরীভাবার্থ-
মিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অযাজয়ন্’—তাঁহার ইন্দ্র-
পদের স্থায়িত্বের নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণগণ বলিরাজকে
একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

ততস্তদনুভাবেন ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্ ।
কীৰ্ত্তিং দিচ্চু বিতম্বানঃ স রেজ উড়ুরাড়িব ॥ ৩৫ ॥

অবয়বঃ—ততঃ তদনুভাবেন (যজ্ঞানুষ্ঠান-প্রভা-
বেণ) ভুবনত্রয়বিশ্রুতাম্ (ভুবনত্রয়ে বিশ্রুতাম্ প্রসিদ্ধাং)
কীৰ্ত্তিং দিচ্চু বিতম্বানঃ (বিস্তারয়ন্) সঃ (বলিঃ)
উড়ুরাট্ (চন্দ্রমাঃ) ইব রেজে (দিদীপে) ॥ ৩৫ ॥

বুভুজে চ শ্রিয়ং স্বৃদ্ধাং দ্বিজদেবোপলভিতাম্ ।
কৃতকৃত্যমিবাআনং মন্যমানো মহামনাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
বলিবিজয়ো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—মহামনাঃ (মহৎ মনো যস্য সঃ)
আআনং কৃতকৃত্যম্ ইব মন্যমানঃ দ্বিজদেবোপলভিতাম্
(দ্বিজদেবৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ উপলভিতাম্ প্রাপিতাম্) স্বৃদ্ধাং
(সমৃদ্ধাং) শ্রিয়ং চ বুভুজে (ভুক্তবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মহামনা বলি আপনাকে কৃতার্থ মনে
করিলেন এবং ব্রাহ্মণানুগ্রহে সমৃদ্ধশালিনী রাজসম্পৎ
ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে অবয়ব, অনুবাদ,
মধ্ব, তথ্য, বিবৃতি সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—দ্বিজদেবা বিপ্রাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমেহসৌ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-

ষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থ-

দশিনী টীকা সমাপ্ত ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্বিজদেবাঃ’—ব্রাহ্মণগণ
(অর্থাৎ মহামতি বলি সেই ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রাপিত
অতি সমৃদ্ধিশালী স্বর্গসম্পদ ভোগ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদশিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের
সারার্থদশিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



ষোড়শোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাদিতিস্তদা ।
হাতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্য্যাপ্যদনাথবৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে দেবগণের অদর্শনে দেবমাতা অদিতির শোক এবং তাঁহার প্রার্থনায় পতি কশ্যপের তৎপ্রতি পন্থোব্রতোপদেশ বর্ণিত হইয়াছে ।

দেবগণের অদর্শনে দেবমাতা অদिति পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পরিতাপ করিতেছেন, এমন সময় একদিন মহর্ষি কশ্যপ বহুকাল পরে সমাধি হইতে বিরত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্বক দেখিলেন,—আশ্রম শ্রীহীন, পত্নী দুঃখভারাক্রান্তা, চারিদিকেই যেন নিরানন্দ বিরাজিত । কশ্যপ পত্নীকে আশ্রমের কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা দ্বারা তাঁহার পরি-পরিতাপের কারণ জানিতে চাহিলেন । অদिति সর্ববিধ কুশলবার্তা জ্ঞাপনান্তে তাঁহার পুত্র দেবগণের অদর্শনই যে সকল দুঃখের হেতু, তাহা জ্ঞাপন করিয়া পুত্রগণের সাহায্যে পুনঃ প্রাপ্তি হয়, সেই কল্যাণ-বিধানের জন্য স্বামীর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন । প্রজাপতি কশ্যপ অদিতির প্রার্থনায় তাঁহার দুঃখ-পনোদন জন্য “আত্ম ও অনাত্মবস্তুর পার্থক্য এবং অনাত্মবস্তুর নিমিত্ত শোক এককর্তব্য” ইত্যাদি তত্ত্বোপ-দেশ প্রদান করিয়াও যখন দেখিলেন, অদिति এ সকল তত্ত্ববাক্যে তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহাকে জগদ্বৈশ্বক্য সর্বভূতান্তর্য্যামী বাসুদেব ভগবান্ জনার্দনের উপাসনার উপদেশ-পূর্বক কহিলেন,—ভগবান্ই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ । অদिति তচ্ছবণে উপাসনার বিধি জানিতে চাহিলে, প্রজাপতি কশ্যপ পূর্ব পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট দ্বাদশ-দিবস-সাধ্য “পন্থোব্রত” নামক যে কেশবতোষণ ব্রতোপদেশ পাইয়াছিলেন, সেই ব্রত এবং তাঁহার পালনবিধি কীর্তন করিলেন । এতৎপ্রসঙ্গেই এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অনুবাদঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবং পুত্রেষু (ইন্দ্রা-

দিষু) নষ্টেষু (অদৃষ্টেষু সৎসু) ত্রিবিষ্টপে (স্বর্গে চ) দৈত্যৈঃ হাতে (সতি) তদা দেবমাতা অদितिঃ অনাথবৎ (রক্ষকরহিতবৎ) পর্য্যাপ্যৎ (পরিতাপং কৃতবতী) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ ! এইরূপে ইন্দ্রাদি পুত্রগণ অদৃশ্য হইলে এবং দৈত্য-গণের দ্বারা সুরপুরী অধিকৃত হইলে, দেবমাতা অদिति অনাথার ন্যায় পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষোড়শে কশ্যপপ্রশ্নৈরদিতিস্তং ন্যবেদয়ৎ ।

স্বপুত্রদুঃখ-তচ্ছান্ত্যে স প্রোবাচ পন্থোব্রতম্ ॥০॥
নষ্টেষু অদৃষ্টেষু সৎসু ॥ ১ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে কশ্যপের প্রশ্নোত্তরে দেবমাতা অদिति নিজ পুত্রগণের দুঃখ নিবেদন করিলে, তাহার শান্তির নিমিত্ত প্রজাপতি কশ্যপ পন্থোব্রতের উপদেশ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

“নষ্টেষু”—নিজপুত্র দেবগণ অদৃশ্য হইলে (অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অনাত্ম লুকায়িত হইলে) ॥ ১ ॥

একদা কশ্যপস্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ ।

নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধেবিরতশ্চিরাৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ—একদা চিরাৎ (দীর্ঘকালান্তরং) সমাধেঃ (সকাশাৎ) বিরতঃ (নিরুতঃ) ভগবান্ কশ্যপঃ নিরুৎসবং নিরানন্দং তস্যা (অদিতেঃ) আশ্রমম্ অগাৎ (গতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—একদিন দীর্ঘকালের পর সমাধি হইতে নিরুত হইয়া পরমপূজ্য কশ্যপ অদিতির উৎসবরহিত নিরানন্দময় আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

স পত্নীং দীনবদনাং কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।

সভাজিতো যথান্যায়মিদমাহ কুরুদ্রহ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) কুরুদ্বহ ! যথান্যায়ম্ (দেশ-
কালাদ্যানুসারেণ) সভাজিতঃ (আদিত্যা পূজিতঃ)
কৃতাসনপরিগ্রহঃ (কৃতঃ আসনস্য পরিগ্রহঃ স্বীকারঃ
যেন সঃ) সঃ (কশ্যপঃ) দীনবদনাং পত্নীম্
(অদিতিম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ (উবাচ)
॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুল-শিরোমণি ! যথোচিত
সমাদৃত হইয়া তিনি (কশ্যপ) আসন পরিগ্রহ করি-
লেন, পরে দুঃখিতবদনা পত্নী অদিতিকে এইরূপ
বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—স কশ্যপঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সঃ’—তিনি অর্থাৎ কশ্যপ
(শ্লানমুখী পত্নীকে এরূপ বলিতে লাগিলেন ।) ॥৩॥

অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেহৃদ্যানুগতম্ ।

ন ধর্মস্য ন লোকস্য মৃত্যোহৃদ্যানুবর্তিনঃ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—অপি (প্রশ্নে) (হে) ভদ্রে ! অধুনা
লোকে বিপ্রাণাম্ অভদ্রং (দুঃখং তু) ন আগতং ?
ধর্মস্য (অভদ্রং ন আগতং) ? মৃত্যোঃ হৃদ্যানুবর্তিনঃ
(মৃত্যোঃ হৃদম্ ইচ্ছাম্ অনুবর্ততে যঃ তস্য মৃত্যুবশ-
বর্তিনঃ) লোকস্য (জনস্য) (অভদ্রং নাগতম্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে ! সংপ্রতি জগতে ধর্মের ও
ব্রাহ্মণগণের এবং মৃত্যুবশবর্তী মানবগণের কোনরূপ
অমঙ্গল হয় নাই ত ? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দীনবদনদ্বাদেঃ কারণং বিকল্পয়ন্
বহধা পৃচ্ছতি । অপ্যভদ্রমিতি সপ্তভিঃ । অপীতি
প্রশ্নে । বিপ্রাণামভদ্রং নাগতং ন প্রাপ্তং ন বা ধর্মস্য
ন বা লোকস্য, লোকং বিশিন্ধিতি—মৃত্যোহৃদ্য-
মিচ্ছামনুবর্ততে ইতি তস্য ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্লানবদন প্রভৃতির কারণ
কল্পনা করিয়া নানাভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—
‘অপ্যভদ্রম্’ ইত্যাদি সপ্ত শ্লোকে । ‘অপি’—ইহা প্রশ্নে ।
‘বিপ্রাণাম্’—ব্রাহ্মণগণের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত ?
অথবা ধর্মের, কিম্বা সাধারণ লোকের কোন অমঙ্গল
উপস্থিত হয় নাই ত ? কিরূপ লোক ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘মৃত্যোঃ হৃদ্যানুবর্তিনঃ’; মৃত্যুর-ইচ্ছাকেই

যাহারা অনুবর্তন করে (অর্থাৎ মৃত্যুবশবর্তী জনগণের
কোনরূপ অমঙ্গল হয় নাই ত ?) ॥ ৪ ॥

অপি বাহকুশলং কিঞ্চিদগৃহেষু গৃহমেধিনি ।

ধর্মসার্থস্য কামস্য যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) গৃহমেধিনি ! অপি বা (কিংবা)
গৃহেষু ধর্মস্য অর্থস্য কিঞ্চিৎ অকুশলম্ (ইতি
কাকাপ্রশ্নঃ) যত্র হি (যেষু গৃহেষু) অযোগিনাম্
(অপি) যোগঃ (স্বধর্মাদিনা যোগফলপ্রাপ্তিঃ ভবতি)
॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে গৃহমেধিনি ! যে গৃহে স্বধর্ম-
চরণদ্বারা অযোগী অর্থাৎ কর্ম্মদিগেরও যোগফল লাভ
হয়, তোমার সেই গৃহে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের
কোন অকুশল হয় নাই ত ? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অকুশলং বা ধর্মাদেঃ । যত্র গৃহেষু
অযোগিনাং কর্ম্মিণামপি যোগঃ যোগফলপ্রাপ্তিঃ ॥৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অকুশলং বা’—ধর্মাদির
কোন অকুশল (হ্রাস) হয় নাই ত ? ‘যত্র’—যে
গৃহস্থাত্মে যোগহীন কর্ম্মিগণেরও স্বীয় ধর্মের আচ-
রণদ্বারা যোগফল লাভ হয় (তোমার সেই গৃহস্থাত্মে
ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের কোন বিঘ্ন ঘটে
নাই ত ?) ॥ ৫ ॥

অপি বাতিথয়োহভ্যোত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া ।

গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যাখ্যানেন বা কৃচিৎ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—অপি বা (কিংবা) কৃচিৎ (কদাচিৎ)
অতিথয়ঃ অভ্যোত্য (আগত্য) কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া
প্রত্যাখ্যানেন বা অপূজিতাঃ গৃহাৎ যাতাঃ (নির্গতাঃ) ?
॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অথবা তুমি কুটুম্বাসক্ত থাকায় কদা-
চিৎ গৃহাগত অতিথি প্রত্যাখ্যানাদি দ্বারা অভ্যর্থিত না
হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যান নাই ত ? ৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যাখ্যানেনাপ্যপূজিতাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রত্যাখ্যানেন বা’—অতিথি-
গণ আসিয়া তোমার নিকট হইতে প্রত্যাখ্যানাদির
দ্বারাও অভ্যর্থিত না হইয়া চলিয়া যান নাই ত ? ৬ ॥

গৃহেষু ঘেত্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি ।

যদি নির্যাস্তি তে নুনং ফেররাজগৃহোপমাঃ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—যেষু গৃহেষু অতিথয়াঃ (অভ্যেত্য) সলিলৈঃ অপি (জলৈঃ অপি) ন অর্চিতাঃ (অনর্চিতাঃ সন্তঃ) যদি নির্যাস্তি, (নির্গচ্ছন্তি, তদা) তে (গৃহাঃ) নুনং (নিশ্চিতং) ফেররাজগৃহোপমাঃ (ফেররাজঃ শৃগালনাথঃ তদীয় বিবর-তুল্যাঃ ভবন্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যে সকল গৃহ হইতে অতিথিগণ কিছু না থাকিলে, কেবল জলের দ্বারাও সংকৃত না হইয়া চলিয়া যান, সেই সকল গৃহ শৃগালগণের বিবর তুল্য ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ফেরঃ শৃগালঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ফেরঃ’—শৃগাল (যে গৃহ হইতে অতিথিগণ অন্ততঃ জল দ্বারাও পূজিত না হইয়া চলিয়া যান, সেইসকল গৃহ শৃগালের আবাস-স্থানের তুল্য।) ॥ ৭ ॥

অগ্নয়গ্নস্ত বেলয়াং ন হতা হবিষা সতি ।

ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কহিচিৎ ॥ ৮ ॥

অবয়বঃ—(হে) সতি ! (হে) ভদ্রে ! ময়ি প্রোষিতে (দেশান্তরং গতে সতি) উদ্বিগ্নধিয়া (উদ্বিগ্না ধীর্যস্যাঃ তয়া) ত্বয়া বেলয়াং (হোমকালে) হবিষা অপি অগ্নয়ঃ তু কহিচিৎ ন হতাঃ (কিম্) ? ৮ ॥

অনুবাদ—হে সতি ভদ্রে ! আমি দেশান্তরে গমন করিলে, তুমি কি উদ্বিগ্নচিত্তে যথাকালে ঘূতের দ্বারা অনলে হোম কর নাই ? ৮ ॥

যৎপূজয়া কামদুযান্ যাতি লোকান্ গৃহান্বিতঃ ।

ব্রাহ্মণোহগ্নিষ্ট বৈ বিষ্ণোঃ সর্বদেবাত্মনো মুখম্ ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—যৎ-পূজয়া (যস্য অগ্নেঃ ব্রাহ্মণস্য চ পূজয়া) গৃহান্বিতঃ (গৃহস্থঃ) কামদুযান্ লোকান্ যাতি, (অসৌ), ব্রাহ্মণঃ অগ্নিঃ চ বৈ (নিশ্চয়েন) সর্বদেবাত্মনঃ বিষ্ণোঃ মুখম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে অগ্নি এবং ব্রাহ্মণের অর্চনা দ্বারা গৃহস্থগণ কামপ্রদলোক প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি ও ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই সর্বদেবতাত্মা বিষ্ণুর মুখস্বরূপ ॥ ৯ ॥

অপি সর্বৈ কুশলিনস্তব পুত্রা মনস্বিনি ।

লক্ষ্যেহস্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহম্ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—(হে) মনস্বিনি ! অপি (কিং) তব পুত্রাঃ সর্বৈ কুশলিনাঃ (সন্তি) ? অহং লক্ষণৈঃ (মুখশ্লান্যাদিভিঃ) ভবত্যাঃ আত্মানং (মনঃ) অস্বস্থম্ (অপ্রকৃতিস্থং) লক্ষ্যে (লক্ষ্যামি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে মনস্বিনি ! তোমার পুত্রগণ কুশলে আছে ত ? মুখমালিন্যাদি দ্বারা তোমার চিত্ত অসুস্থ বলিয়া লক্ষিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

শ্রীঅদিতিকুবাচ—

ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধর্ম্যস্যাস্য জনস্য চ ।

ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥ ১১ ॥

অবয়বঃ—শ্রীঅদितिঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ ! (হে) গৃহমেধিন্ ! দ্বিজগবাং ধর্ম্যস্য অস্য জনস্য চ ভদ্রম্ (এবান্তে) । ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রম্ (উত্তব-স্থানম্) ইমে (ত্বদীয়াঃ) গৃহাঃ (সন্তি ত্রিবর্গঃ অপি যথাবদ্ বর্ততে ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅদिति কহিলেন,—হে পরমপূজ্য ! ব্রাহ্মণ, গো, ধর্ম এবং মানবসকলের সর্বথা কুশল ! হে গৃহমেধিন্ ! ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের উত্তবক্ষেত্র এই সকল গৃহেরও কুশল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিবর্গস্য ক্ষেত্রম্ উত্তবস্থানং ত্রিবর্গো-হপি যথোচিতং বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ত্রিবর্গস্য ক্ষেত্রম্—ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের উত্তবস্থান আমাদের এই গৃহ, এখানে এই ত্রিবর্গও যথোচিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

অগ্নয়োহতিথয়ো ভূত্যা ভিক্ষবো যে চ লিপ্সবঃ ।

সর্বং ভগবতো ব্রহ্মন্নমুখ্যানাম্ নিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অবয়বঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! অগ্নয়ঃ অতিথয়ঃ, ভূত্যাঃ, ভিক্ষবঃ যে চ (অন্যে অপি) লিপ্সবঃ (আকাংক্ষাবন্তঃ) তে সর্বৈ অপি ময়া পূজিতাঃ) ভগবতঃ (তব) অনুখ্যানাৎ (অনুখ্যানং যৎ ময়া ক্রিয়তে তস্মাৎ) ননু সর্বং ন নিষ্যতি (ন হীয়তে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে পরমপূজ্য ! অগ্নি, অতিথি, ভূতা, যাচক, ভিক্ষুক—ইহারা সকলেই আমার দ্বারা সংকৃত হইয়া থাকেন, আপনার ধ্যানপ্রভাবে আমার কোন ধর্মের হানি হয় না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতস্তব । ত্বৎকর্মকাদনুধ্যানাম রিম্যতি ন হীয়তে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভগবতঃ অনুধ্যানং’—আমি সর্বদাই আপনার ধ্যান (চিন্তা) করি বলিয়া, ‘ন রিম্যতি’—আমার কোন ধর্মের হানি হয় নাই (অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতি কাহারও যথোচিত সংকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই ।) ॥ ১২ ॥

কো নু মে ভগবন্ কামো ন সম্পদ্যত মানসঃ ।

যস্য ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্মান্ প্রভাষতে ॥১৩॥

অবয়বঃ—(হে) ভগবন্ ! প্রজাধ্যক্ষঃ (প্রজাপতিঃ) ভবান্ এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) যস্যঃ ধর্মান্ প্রভাষতে ? (তস্যঃ) মে (মম) মানসঃ (মনসি বর্তমানঃ) কঃ নু কামঃ (মনোরথঃ) ন সম্পদ্যত (অপিতু সর্বঃ এব সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! প্রজাপতি আপনি এইরূপে যখন আমার ধর্মোপদেশটা তখন আমার কোন মনোবাঞ্ছাই অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

তবৈব মারীচ মনঃশরীরজাঃ

প্রজা ইমাঃ সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ ।

সমো ভবাংস্তাস্থসুরাদিশু প্রভো

তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

অবয়বঃ—(হে) মারীচ ! সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ (সত্ত্বাদিগুণত্রয়বত্যাঃ) ইমাঃ (সর্বাঃ) প্রজাঃ (প্রাণিসমূহঃ দেবাদৈত্যশ্চ) তব এব মনঃশরীরজাঃ (কাশিৎ মনসঃ জাতাঃ কাশিৎ শরীরাক্ত জাতাঃ অতঃ) (হে) প্রভো ! (স্বামিন্ ! যদ্যপি) তাসু অসুরাদিশু (প্রজাসু) ভবান্ সমঃ (তুল্যদৃষ্টিঃ) তথা অপি মহেশ্বরঃ (সৃষ্টাদিকর্তা পরমেশ্বরঃ সর্বত্র সমঃ অপি যথা) ভক্তং ভজতে (ভবান্ অপি তথা পুত্রেষু মধ্যে ভক্তিমন্তমিত্রং পালয়িতুমর্হতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মরীচিপুত্র ! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মক এই প্রজাসকল (সুরাসুরগণ) আপনার দেহ এবং মন হইতে সমুদ্ভূত, আপনি তাহাদের প্রতি তুল্যদৃষ্টি হইলেও সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর যেমন (সর্বত্র সম হইয়াও) ভক্তের প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করেন, আপনিও তদ্রূপ আপনার ভক্তিমান সন্তান ইন্দ্রকে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি কৃপয়া যদ্যেবং পৃচ্ছসি, তহি মদুঃখোপশমস্তুরা সুকর এবৈত্যাহ তবৈবেতি চতুর্ভিঃ । মহেশ্বরো ভগবান্ জগতি সর্বত্র সমোহপি ভক্তং যথা ভজতে, তথৈব ত্বং পুত্রেষু মধ্যে ভক্তিমন্তমিত্রং পালয়িতুমর্হসীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি যখন অনুগ্রহপূর্বক এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা হইলে আমার দুঃখের উপশম আপনার দ্বারা সহজসাধ্য, ইহা বলিতেছেন—‘তবৈব’ ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে । ‘মহেশ্বরঃ’—পরমেশ্বর জগতে সর্বত্র সমদৃষ্টি হইলেও যেমন ভক্তগণের প্রতিই সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ আপনিও পুত্রগণের মধ্যে ভক্তিমান ইন্দ্রকে রক্ষা করুন—এই ভাব ॥ ১৪ ॥

তস্মাদীশ ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সূরত ।

হাতপ্রিয়ো হাতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥১৫॥

অবয়বঃ—তস্মাৎ (হে) ঈশ ! (হে) সূরত ! (ত্বমপি) ভজন্ত্যাঃ মে শ্রেয়ঃ চিন্তয়, (হে) প্রভো ! সপত্নৈঃ (দৈত্যৈঃ) হাতপ্রিয়ঃ (হাতা শ্রীর্যেবাং তান্) হাতস্থানান্ (হাতং স্থানং যেবাং তান্) ন (অস্মান্) পাহি (রক্ষ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব হে প্রভো ! হে সূরত ! আপনি সেবিকা আমার মঙ্গল চিন্তা করুন । দৈত্যগণের দ্বারা আমাদের ধন, সম্পৎ ও রাজ্য অপহৃত হইয়াছে । আপনি আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন ইতি পুত্রসাহিত্যাদ্বহবচনম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নঃ’—আমাদিগকে, আপনি রক্ষা করুন । এখানে পুত্রগণের সহিত বলিয়া বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

পরৈবিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে ।

ঐশ্বর্য্যং শ্রীর্ষশঃ স্থানং হতানি প্রবলৈর্মম ॥ ১৬ ॥

অবয়বঃ—প্রবলৈঃ পরৈঃ (শত্রুভিঃ) মম ঐশ্বর্য্যং শ্রীঃ যশঃ, স্থানং (চ) হতানি । সা (ঐশ্বর্য্যাদি-রহিতা) অহং (পরৈঃ) বিবাসিতা (স্থানাত নিষ্কা-সিতা) ব্যসন-সাগরে (ব্যাসনস্য দুঃখস্য সাগরে) মগ্না ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—প্রবল শত্রুগণ আমার ঐশ্বর্য্য, শ্রী, যশ এবং বাসস্থান সকলই হরণ করিয়াছে, আমি তাহা-দিগের দ্বারা নির্বাসিত হইয়া দুঃসাগরে মগ্ন হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ ।

তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃতম্ ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—(হে) সাধো । (হে) কল্যাণকৃতম্ । যথা মম আত্মজাঃ তানি (ঐশ্বর্য্যাদীনী) পুনঃ প্রপদ্যেরন্ (লভেরন্), তথা ধিয়া (বিচার্য্য) কল্যাণং (শুভং) বিধেহি (কুরু) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে সাধো ! আপনি কল্যাণকারিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহাতে আমার পুত্রগণ ঐ সকল ঐশ্বর্য্য পুনরায় লাভ করিতে পারে, বিচার করিয়া আপনি তাদৃশ কল্যাণোপায় বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমভ্যথিতোহদিত্যা কস্তামাহ স্ময়মিব ।

অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কঃ (কশ্যপঃ) অদিত্যা এবম্ অভ্যথিতঃ (প্রাথিতঃ সন্), স্ময়ন্ ইব (তস্যাঃ বৈরাগ্যম্ উৎপাদয়িতুং বিস্ময়ং কুর্বন্ ইব) তাম্ আহ (উপদিশে),—অহো (আশ্চর্য্য-রূপম্ এব) বিষ্ণোঃ মায়াবলং (যতঃ) ইদং জগৎ (প্রাণিজাতং) স্নেহবদ্ধং (স্নেহেন বদ্ধং ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অদিতি কশ্যপের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, কশ্যপ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন,—অহো ! বিষ্ণুমায়ার

কি শক্তি, তদ্বারা এই জগৎ স্নেহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কঃ কশ্যপঃ, ইবেতি বস্তুতো ন স্ময়-মানঃ তস্যা দুঃখেনাস্তদুঃখিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কঃ’—প্রজাপতি কশ্যপ । ‘স্ময়ন্ ইব’—ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন, বস্তুতঃ তাঁহার দুঃখে অন্তরে দুঃখিত হওয়ায় হাস্য করেন নাই ॥ ১৮ ॥

কু দেহো ভৌতিকোহনাত্মা কু চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।

কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—ভৌতিকঃ (পঞ্চমহাভূতকার্য্যরূপঃ) অনাত্মা (আত্মনঃ ভিন্নঃ) দেহঃ কঃ (কুত্র) প্রকৃতেঃ পরঃ (ভিন্নঃ) আত্মা চ কু (কুত্র) কস্য কে পতি-পুত্রাদ্যাঃ (অতঃ) মোহঃ এব হি (স্নেহাদৌ) কারণম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—পাঞ্চভৌতিক অনাত্মাদেহই বা কোথায় ? আর প্রকৃতি হইতে পৃথক্ আত্মাই বা কোথায় ? কাহারাই বা কাহার পতি, পুত্র অতএব মোহই এই সকলের কারণ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাদ্বেহাৎ পরোহন্যঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আত্মা’—বলিতে জীব, ‘প্রকৃতেঃ পরঃ’—প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে ভিন্ন ॥ ১৯ ॥

উপতিষ্ঠন্ত পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্ ।

সর্ব্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—ভগবন্তং জনার্দনং পুরুষং সর্ব্বভূত-গুহাবাসং (সর্ব্বভূতানাম্ অন্তর্য্যামিনং) জগদ্গুরুং বাসুদেবম্ উপতিষ্ঠন্ত (ভজন্ত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে ! তুমি ভগবান্কে ভজনা কর, তিনিই পুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বজীবের একমাত্র পতি, জনার্দন অর্থাৎ শত্রুসকলের দমন করিতে সমর্থ এবং সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত ।

তিনি বাসুদেব অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে আবির্ভূত জীবের কল্যাণবিধান করিয়া থাকেন এবং সর্বজগতের গুরু ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি পুত্রস্নেহেন রুদতীং কৃপয়া পুনরাহ,—উপতিষ্ঠস্বৈতি পুরুষং বস্তুতঃ পতিং অহস্ত তে লৌকিক এব পতিরিতি ভাবঃ । ভগবন্তঃ সর্বজ-মিতি ত্বৎপুত্রাণাং কল্যাণোপায়ং স এব জানাতীতি ভাবঃ । জননাম্ভোহসুরস্যাদর্শনং ত্বৎসপত্নান্ হস্তমপি স এব সমর্থ ইতি ভাবঃ । জনং স্বভক্তং বলিং ত্রিলোকীকমিচ্ছ্যতি, ইচ্ছার্থং যাচিষ্যতে ইতি তমিতি তু বাস্তবোহর্থঃ । সর্বভূতেতি বলেরন্তঃকরণং প্রের্যা গুরুহেলনমপি স এব তৎ কারয়িষ্যতে ইতি ভাবঃ । বাসুদেবে শুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভাবতীতি বাসুদেবমিতি ভক্ত্যা স্বাস্ত্যঃকরণং শুদ্ধীকৃত্য তত্রৈব তৎ ধ্যায়ন্ত্যাং ত্বয়ি স দয়াসিদ্ধুরাবির্ভবিতুমপি ন বিলম্বিষ্যতে ইতি ভাবঃ । জগদ্গুরুমিতি তব মম বলেরিদ্ভ্যস্য সর্বজগতোহপি গঙ্গা-প্রাদুর্ভাবাদিনা হিতং বিধাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি পুত্রস্নেহে রোদনপরা অদিতিকে কৃপাপূর্বক পুনরায় বলিলেন—‘উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং’, অর্থাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা কর । বস্তুতঃ তিনিই সর্বজীবের পতি, আর আমি তোমার লৌকিক (ঔপাধিক) পতি, এই ভাব । ‘ভগবন্তঃ’—সর্বজ ভগবান্কে, তোমার পুত্রগণের কল্যাণের উপায় তিনিই জানেন, এই ভাব । ‘জনাদর্শনং’—জন নামক অসুরের অর্দনকারী (বিনাশক), অতএব তোমার সপত্নীর পুত্রগণকে বিনাশ করিতেও তিনিই সমর্থ, এই ভাব । বাস্তবার্থ হইতেছে—‘জন’ বলিতে নিজ ভক্ত বলি, তাঁহার নিকট ইন্দ্রের নিমিত্ত যিনি ত্রিলোক প্রার্থনা করিবেন, সেই জনাদর্শনের ভজনা কর । ‘সর্বভূত-গুহাবাসং’—যিনি সকল জীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান, অতএব বলির অন্তঃকরণে প্রেরণাপূর্বক তাঁহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবহেলনও তিনিই করাইবেন—এই ভাব । ‘বাসুদেবং’—বাসুদেব বলিতে শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বে যিনি আবির্ভূত হন, তিনি বাসুদেব, অতএব ভক্তির দ্বারা নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া, সেই শুদ্ধান্তঃকরণে তাঁহাকে তুমি ধ্যান করিলে, তোমাতে সেই কৃপাসিদ্ধি আবির্ভূত হইতে বিলম্ব করিবেন না—এই ভাব ।

‘জগদ্গুরুম্’—সর্বজগতের গুরু, তিনিই তোমার, আমার, বলির, ইন্দ্রের, এমন কি গঙ্গার প্রাদুর্ভাবাদির দ্বারা সর্বজগতেরও কল্যাণবিধান করিবেন—এই ভাব ॥ ২০ ॥

স বিধাস্যতি তে কামান্ হরিদীনানুকম্পনঃ ।

অমোঘা ভগবন্ত্ত্জির্নেতরেতি মতির্মম ॥ ২১ ॥

অবয়বঃ—সঃ দীনানুকম্পনঃ (দীনানাম্ অনু-কম্পনঃ) হরিঃ তে কামান্ বিধাস্যতি । ভগবন্ত্ত্জিঃ (এব) অমোঘা (নিশ্চিতফলা) ইতরা (দেবান্তর-ভক্তিঃ তথাবিধা) ন ইতি মমঃ মতিঃ (নিশ্চিতা) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই দিনবৎসল শ্রীহরি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন । ভগবন্ত্ত্জি অর্থাৎ, অন্যসেবা সেরাপ নহে, ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—হরিত্ত্বদুঃখহর্ভা ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হরিঃ’—তোমার দুঃখহর্ভা (অর্থাৎ দীনজনের প্রতি কৃপালু সেই শ্রীহরিই তোমার কামনাসমূহ পূরণ করিবেন ।) ॥ ২১ ॥

শ্রীঅদিতিরূবাচ—

কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মমুপস্থাস্যে জগৎপতিম্ ।

যথা মে সত্যসঙ্কল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথম্ ॥ ২২ ॥

অবয়বঃ—শ্রীঅদितिঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ ! অহং কেন বিধিনা (নিয়মেন) জগৎপতিং (ভগ-বন্তম্) উপস্থাস্যে । সত্যসঙ্কল্পঃ (সত্যঃ সঙ্কল্পঃ যস্য সঃ) সঃ (হরিঃ) যথা (চ) মে মনোরথং বিদধ্যাৎ (সম্পাদয়েৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅদিতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি কোন্ বিধি অনুসারে সেই জগৎপতিকে আরাধনা করিব, যাহাতে সত্যসঙ্কল্প শ্রীহরি আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যঃ সঙ্কল্পো যস্মাৎ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সত্যসঙ্কল্পঃ’—যাহা হইতে (সকলের) সঙ্কল্প সত্য হয়, তিনি ॥ ২২ ॥

আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপধাবনম্ ।

আশু তুম্যতি মে দেবঃ সীদন্ত্যাঃ সহ পূত্রকৈঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুত্রকৈঃ সহ সীদন্ত্যাঃ মে (মম) দেবঃ (ভগবান্ তথা) আশু (শীঘ্রং) তুম্যতি, (তথা) তদুপধাবনং বিধিং (তৎসেবা-প্রকারং) ত্বম্ আদিশ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু পুত্রগণের সহিত বিপদাপন্ন আমার প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হন, আপনি সেই প্রকার আরাধনাবিধির উপদেশ করুন ॥ ২৩ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ—

এতন্নে ভগবান্ পৃষ্ঠঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ ।

যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীকশ্যপঃ উবাচ,—ভগবান্ পদ্মজঃ (ব্রজা) মে (ময়া) পৃষ্ঠঃ (সন্), প্রজাকামস্য যৎ (ব্রতম্) আহ, এতৎ কেশবতোষণং ব্রতং তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকশ্যপ কহিলেন,—আমি পুত্রার্থী হইয়া ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রজাকে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । তিনি আমাকে যে, কেশবতোষণ-ব্রত বলিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিব ॥ ২৪ ॥

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।

অর্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ফাল্গুনস্য অমলে (শুক্রে) পক্ষে দ্বাদশাহং প্রতিপদমারভ্য দ্বাদশীপর্য্যন্তং) পয়োব্রতং (পয়সা ব্রতং যস্য সঃ তাদৃশং) পরময়া ভক্ত্যা অন্বিতঃ (সন্), অরবিন্দাক্ষং (পদ্মনেত্রং বিষ্ণুম্) অর্চয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ফাল্গুনের শুক্লপক্ষে দ্বাদশদিবস পয়ো-ব্রত (দুগ্ধপানব্রত) আচরণপূর্ব্বক পরমভক্তিসহকারে কমললোচন শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করিবে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পয়সা ব্রতং যস্য সঃ পয়ঃপায়ীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ঈকার বজ্রানুবাদ—‘পয়োব্রতং’—দুগ্ধ পান করিয়া

যিনি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, ‘পয়ঃপায়ী’ (অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশী পর্য্যন্ত দুগ্ধপায়ী হইয়া শ্রীহরির অর্চনা করিবে ।) ॥ ২৫ ॥

সিনীবালাং মৃদালিপ্য স্নায়াত্ ক্লেড়বিদীর্ণয়া ।

যদি লভ্যেত বৈ স্রোতস্যেতং মজ্জমুদীরয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সিনীবালাম্ (অমাবস্যায়াং) যদি বৈ লভ্যেত, (তহি) ক্লেড়বিদীর্ণয়া (বন্যবরাহোৎ-খাতয়া) মৃদা আলিপ্য (দেহং লিপ্ত্বা) স্রোতসি (নদীপ্রবাহে) স্নায়াত্ এতং (বক্ষ্যমাণং) মজ্জম্ উদীরয়েৎ (উচ্চারয়েৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যদি বরাহবিদারিত মৃত্তিকা পাওয়া যায় তাহা হইলে তদ্বারা অমাবস্যার দিন অঙ্গলেপন পূর্ব্বক স্রোতজলে স্নান করিয়া বক্ষ্যমাণ মজ্জ জপ করিবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাদৌ পূর্ব্বদ্যুঃ কৃত্যমাহ,—সিনী-বালামমাবাস্যায়াং ক্লেড়বিদীর্ণয়া বরাহোৎখাতয়া মৃদা । যদি লভ্যেতৈতৎ কাকাক্ষিগোলোকন্যায়েনো-ভয়ত্ৰান্বিতম্ ॥ ২৬ ॥

ঈকার বজ্রানুবাদ—তাহাতে প্রথমতঃ পূর্ব্বদিনের কৃত্য বলিতেছেন—‘সিনীবালাং’, অমাবস্যা তিথিতে, ‘ক্লেড়বিদীর্ণয়া মৃদা’—বরাহের দ্বারা উৎখাত যে মৃত্তিকা, তাহার দ্বারা । ‘যদি লভ্যেত’—যদি পাওয়া যায়, ইহা কাকাক্ষিগোলক ন্যায় (অর্থাৎ কাকের একটিমাত্র চক্ষু যেমন প্রয়োজনানুসারে উভয় গোলকে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ) উভয়ত্র, অর্থাৎ বরাহবিদীর্ণ মৃত্তিকা এবং স্রোতজল এই উভয় স্থানে অন্বয় করিতে হইবে । (অর্থাৎ যদি পাওয়া যায় তবে বন্য বরাহ দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকার দ্বারা গাত্র লেপন করতঃ অমাবস্যা তিথিতে স্রোতজলে স্নান এবং এই মজ্জ উচ্চারণ করিবে ।) ॥ ২৬ ॥

ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়ঃ স্থানমিচ্ছতা ।

উদ্ধৃতাসি নমস্তভ্যং পাপমানং মে প্রণাশয় ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবি । (পৃথি ।) স্থানম্

ইচ্ছতা (তব যথাস্থানাভিলাষিনা) আদিবরাহেন
(ভগবতা) হুং রসায়ঃ (রসাতলাৎ) উদ্ধৃতা অসি,
(অতঃ) মে (মম) পাপত্নানং প্রণাশয় (পাপ-নাশং
কুরু) তুভ্যং নমঃ (অস্ত) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে পৃথ্বিদেবি ! স্থানাভিলাষী আদি-
বরাহরূপী ভগবান্ কৰ্ত্ত্বক তুমি রসাতল হইতে
সমুদ্ধৃত হইয়াছ, তুমি আমার সকল পাপ নাশ কর,
তোমাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রাবাহনাদৌ নবমজ্ঞানাহ মম ইতি
॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ আবাহনাদি ক্রিয়ার
নয়টি মন্ত্র বলিতেছেন—হে দেবি মৃত্তিকে ! তোমাকে
নমস্কার ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

নির্বত্তিতাঅনিয়মো দেবমর্চেৎ সমাহিতঃ ।

অর্চায়ঃ স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহৌ গুরাবপি ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—নির্বত্তিতাঅনিয়মঃ (নির্বত্তিতঃ সম্পা-
দিতঃ আশ্রমঃ স্বস্য নিয়মঃ নিত্যনৈমিত্তিকঃ যেন
সঃ) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্), অর্চায়ঃ,
স্থণ্ডিলে, সূর্য্যে, জলে, বহৌ, গুরৌ অপি দেবং
(ভগবন্তম্) অর্চয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তৎপর নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ম সমাপ্ত
করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের অর্চামুত্তিতে স্থণ্ডিলে,
(যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত স্থান) সূর্য্যে, জলে, অগ্নিতে অথবা
গুরুরূপে ভগবানের অর্চনা করিবে ॥ ২৮ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে ।

সৰ্ব্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—ভগবতে মহীয়সে সৰ্ব্বভূতনিবাসায়
বাসুদেবায় সাক্ষিণে পুরুষায় তুভ্যং নমঃ (অস্ত)
॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! অতি মহত্তম, সৰ্ব্বভূতের
আশ্রয়, সৰ্ব্বসাক্ষীস্বরূপ, পরমপুরুষ, বাসুদেব আপ-
নাকে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

নমোহব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চ ।

চতুর্বিংশদৃগুগজায় গুণসংখ্যানহেতবে ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—অব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায়
চতুর্বিংশদৃগুগজায় (চতুর্বিংশতিগুণাঃ তত্ত্বানি জানা-
তীতি তথা তস্মৈ) গুণসংখ্যানহেতবে চ (গুণসংখ্যা-
নস্য হেতবে সাংখ্যপ্রবর্তকায় বা তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অব্যক্ত, সূক্ষ্ম, পরমপুরুষ, চতুর্বিংশতি-
গুণের তত্ত্ব, সাংখ্যযোগের প্রবর্তক আপনাকে
নমস্কার ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্বিংশতিং গুণান্ বৈশেষিকোক্তান্
রূপাদীন্ সাংখ্যোক্তানি তত্ত্বানি বা জানাতীতি তস্মৈ ।
গুণসংখ্যানস্য সাংখ্যাস্ত্রস্য হেতবে প্রবর্তকায় ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘চতুর্বিংশদৃগুগজায়’—বৈশে-
ষিকোক্ত রূপাদি চতুর্বিংশতি গুণ, অথবা সাংখ্যোক্ত
চতুর্বিংশতি তত্ত্ব যিনি জানেন, সেই আপনাকে নম-
স্কার । ‘গুণসংখ্যানহেতবে’—সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক
আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

নমো দ্বিশীর্ষে ত্রিপদে চতুঃশূল্য তন্তবে ।

সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ব্রহ্মবিদ্যাশ্রমে নমঃ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—দ্বিশীর্ষে (দ্বৈ শীর্ষে যস্য তস্মৈ) ত্রিপদে
(ত্রয়ঃ পাদাঃ যস্য তস্মৈ) চতুঃশূল্য (চত্বারি শূলানি
যস্য তস্মৈ) তন্তবে (ফলবিস্তারায়) সপ্তহস্তায় (সপ্ত
হস্তাঃ যস্য তস্মৈ) ব্রহ্মবিদ্যাশ্রমে (ব্রহ্মাং বিদ্যায়াম্
আত্মা যস্য তস্মৈ) যজ্ঞায় নমঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যাঁহার দুইটী শীর্ষ প্রায়নীল ও উদয়-
নীল, তিনটী চরণ (সবনব্রহ্ম) চারিটী শূল (চতুর্বেদ)
সপ্তহস্ত (সপ্তছন্দ) এবং ব্রহ্মবিদ্যায় যাঁহার আত্মা,
সেই যজ্ঞফল বিস্তারকারী যজ্ঞরূপী আপনাকে
নমস্কার ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—গুণাবতারান্ প্রণমতি ত্রিভিঃ । তত্রাদৌ
মন্ত্রোক্তং যজ্ঞরূপিণং বিষ্ণুং প্রণমতি নম ইতি ।
তন্তবে ফলবিস্তারকায় । ব্রহ্মাং বিদ্যায়ামাত্মা
যস্যেতি ত্রিধা বদ্ধ ইত্যস্যার্থ উক্তঃ । তথা চ মন্ত্রঃ—
চত্বারি শূলানি ব্রহ্মোহস্য পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্ত হস্তাঃ
সোহস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্যা-
নাবিবেশেতি । তথা চ যাক্ষঃ চত্বারি শূলানীতি বেদা

এবোক্তাঃ । ব্রহ্মোহস্য পাদা ইতি সর্বানি ত্রীণি, ত্বে
শীর্ষে প্রায়ণীয়োদয়নীয়ে । সপ্তহস্তাঃ সপ্তচ্ছন্দাংসি
ত্রিধা বদ্ধাঃ মন্ত্রব্রাহ্মণকল্লৈব্বভো রোরবীতি, রোরবণং
সবনক্রমেণ ঋগ্ভির্যজুভিঃ সামভিঃ যদেনয়ুগ্ভিঃ
শংসন্তি, যজুভিঃ যজন্তি, সামভিঃ স্তবতীতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গুণাবতারগণকে তিনটি
শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন । তন্মধ্যে প্রথমতঃ মন্ত্রোক্ত
যজুরূপী বিশ্বকোকে প্রণাম করিতেছেন—‘নমঃ’ ইত্যাদি ।
‘তন্তবে’—যজ্ঞের ফল-বিস্তারকারী আপনাকে নম-
স্কার । ‘ব্রহ্মবিদ্যাখনে’—ব্রহ্ম বিদ্যাতে আত্মা যাঁহার,
ইহাতে ‘ত্রিধা বদ্ধাঃ’, এই মন্ত্রাংশের অর্থ বলা হইয়াছে ।
‘চত্বারি শৃঙ্গাণি’—ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রের যাক্ষোক্ত
ব্যাক্য যথা—চারিটি বেদ আপনার চারিটি শৃঙ্গ,
‘ব্রহ্মোহস্য পাদাঃ’—যজুরূপী তিনবার স্তব আপনার
তিনটি পদ, ‘ত্বে শীর্ষে’—প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় অর্থাৎ
যজ্ঞের আরম্ভকালীন কৰ্ম ও সমাপ্তকালীন কৰ্ম
আপনার দুইটি মন্তক । ‘সপ্ত হস্তাঃ’—সাতটি ছন্দ
আপনার সাতটি হস্ত । ‘ত্রিধা বদ্ধাঃ’—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ
ও কল্প এই ত্রিবিধ শাস্ত্রে আপনি আবদ্ধ রহিয়াছেন ।
‘ব্রহ্মভঃ রোরবীতি’—ব্রহ্মভ বলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা
পঞ্চদশাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ), রোরবণ বলিতে সবন-
ক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে যিনি কীৰ্ত্তিত, অর্থাৎ
যাঁহাকে ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা বলা হয়, যজুঃ মন্ত্রের দ্বারা
যজ্ঞ করা হয় এবং সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করা হয়
(সেই আপনাকে প্রণাম করি ।) ॥ ৩১ ॥

নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায় চ ।

সর্ববিদ্যাধিপত্যে ভূতানাং পত্যে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শিবায় রুদ্রায় নমঃ, শক্তিধরায় চ নমঃ,
সর্ববিদ্যাধিপত্যে ভূতানাং পত্যে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—(ভগবানকে বন্দনা করিয়া তদীয়
গুণাবতারদ্বয়ের স্তুতি করিবে) শিব ও রুদ্ররূপী, সর্ব-
শক্তিধর, সর্ববিদ্যা ও সর্বভূতের অধিপতি আপনাকে
নমস্কার ॥ ৩২ ॥

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাখনে ।

যোগৈশ্বর্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় (সূত্রাখনে) জগ-
দাখনে যোগৈশ্বর্যশরীরায় (যোগৈশ্বর্য শরীরং যস্য
তস্মৈ) যোগহেতবে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভ, প্রাণস্বরূপ, জগজ্জীবন,
যোগৈশ্বর্যময় দেহধারী, যোগের হেতুভূত, আপনাকে
নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণায় সূত্রাখনে, যোগৈশ্বর্যময়ং
শরীরং যস্য তস্মৈ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রাণায়’—সূত্ররূপ, অর্থাৎ
আপনিই জগতের সমষ্টিভূত প্রাণ । ‘যোগৈশ্বর্য-
শরীরায়’, যোগৈশ্বর্যই যাঁহার দেহ, যেই আপনাকে
নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ ।

নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—আদিদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ, সাক্ষি-
ভূতায় তে (তুভ্যং) নমঃ, নারায়ণায়, ঋষয়ে, নরায়,
হরয়ে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—আদিদেব, সকলের সাক্ষিস্বরূপ আপ-
নাকে নমস্কার । আপনি নারায়ণ, ঋষি, নর ও হরি,
আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥

নমো মরকতশ্যামবপুশ্চৈধিগতশ্রিয়ে ।

কেশবায় নমস্তুভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—মরকতশ্যামবপুশ্চৈ (মরকতমণিঃ ইব
শ্যামং বপুর্যস্য তস্মৈ) অধিগতশ্রিয়ে (অধিগতা প্রাপ্তা
শ্রীর্থেন তস্মৈ) নমঃ, কেশবায় তুভ্যং নমঃ, পীতবা-
সসে (পীতং বাসঃ যস্য তস্মৈ) তে (তুভ্যং) নমঃ
॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ-দেহধারী,
লব্ধশ্রী আপনাকে নমস্কার, কেশব এবং পীতাম্বর
আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥

ত্বং সর্ববরদঃ পুংসাং বরেন্য বরদর্ষভ ।

অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) বরেন্য ! (হে) বরদর্ষভ ! হুং
পুংসাং সর্ববরদঃ । অতঃ (হেতোঃ) ধীরাঃ (বিবে-
কিনঃ) শ্রেয়সে তে (তবৈব) পাদরেণুং উপাসতে
(সেবতে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে বরেন্য ! হে বরদর্শেষ্ঠ ! আপনি
জীবের বাঞ্ছিতফল-প্রদাতা, এই নিমিত্ত বিবেকীগণ
মঙ্গললাভের জন্য আপনার পদরেণুর সেবা করিয়া
থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অম্ববর্ত্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎপাদপদ্ময়োঃ ।

স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাম্ ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়ঃ—তৎপাদপদ্ময়োঃ আমোদং স্পৃহয়ন্তঃ
ইব দেবাঃ শ্রীঃ চ (লক্ষ্মীশ্চ) যম্ অম্ববর্ত্তন্ত (সেবিত-
বন্তঃ সঃ) ভগবান্ মে প্রসীদতাং (প্রসীদতু) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—দেবগণ এবং লক্ষ্মী পাদপদ্মের সৌরভ-
লোভে যাহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপাদপদ্ময়োরামোদং স্পৃহয়ন্ত ইব
দেবাশ্চ শ্রীশ্চ যমম্ববর্ত্তন্ত স মে প্রসীদতু ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তৎপাদপদ্ময়োঃ’—সেই
পাদপদ্মযুগলের সৌরভলাভের কামনায়ই যেন নিখিল
দেবগণ এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাহার অনুসরণ
করেন, সেই ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥

এতৈর্মজ্জৈহাষীকেশমাবাহনপুরুতম্ ।

অর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

অম্বয়ঃ—এতৈঃ মজ্জৈঃ আবাহনপুরুতম্ (আবা-
হনেন পুরুতং সম্মানিতং) হাষীকেশং (কেশবং)
শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সন্), পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ অর্চয়েৎ
(পূজয়েৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—এই সকল মস্তদ্বারা আবাহন-পূর্বক
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পাদ্যার্থ্যাদি দ্বারা হাষীকেশের পূজা
করিবে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—এতৈর্মজ্জৈরাবাহনেন পুরুতং সংমা-
নিতং স্বঃ-পুরুত্বীকৃতমিতি বা । উপস্পর্শনমাচমনীয়ম্
॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এতৈঃ মজ্জৈঃ’—এই নয়টি
মস্ত্রের দ্বারা ভগবান্ হাষীকেশকে ‘আবাহন-পুরুতং’
—আবাহনের দ্বারা পুরুত বলিতে সম্মানিত অথবা
নিজের সম্মুখী করিয়া, পশ্চাৎ পাদ্য ও আচমনীয়
দ্বারা অর্চনা করিবে । ‘উপস্পর্শন’ বলিতে আচ-
মনীয় ॥ ৩৮ ॥

অচ্চিহ্না গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নাপয়েদ্বিভুম্ ।

বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ ।

গন্ধধূপাদিভিঃ চার্চয়েদ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়ঃ—(প্রথমং) দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া (ওঁ নমো
ভগবতে বাসুদেবায় ইতি মন্ত্রেণ পাদ্যাদিভিঃ) গন্ধ-
মাল্যাদ্যৈঃ (চ) অচ্চিহ্না বিভুম্ (শ্রীবিষ্ণুং) পয়সা
স্নাপয়েৎ, ততঃ (অনন্তরং) বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপ-
স্পর্শনৈঃ গন্ধধূপাদিভিঃ চ (পুনঃ) অর্চয়েৎ (পূজয়েৎ)
॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে গন্ধমাল্যাদি-দ্বারা
অর্চনা করিয়া বিভু শ্রীবিষ্ণুকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করা-
ইবে, তাহার পর বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পাদ্যাদি
এবং ধূপগন্ধাদি দ্বারা পুনরায় তাঁহার পূজা করিবে
॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং পাদ্যাদিভিরচ্চিহ্না স্নাপয়েৎ ।
স্নাপয়িত্বা বস্ত্রোপবীতাভরণপরিধানানন্তরং পুনরপি
পাদ্যাদিভিঃ-কারেণান্যৈরপি বহতিরূপচারৈঃ, পাদ্যা-
দিদানে সর্বত্র মস্ত্রমাহ দ্বাদশেতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে পাদ্যাদির দ্বারা অর্চনা
করিয়া স্নান করাইবে । স্নান করাইবার পর বস্ত্র,
উপবীত ও অলঙ্কারাদি পরিধান করাইবে । তৎপর
পুনরায় পাদ্যাদি এবং অন্যান্য বহুবিধ উপচারের
দ্বারা অর্চনা করিবে । পাদ্যাদি দানে সর্বত্র মস্ত্র
বলিতেছেন—‘দ্বাদশাক্ষর-বিদ্যয়া’, অর্থাৎ ‘ওঁ নমো
ভগবতে বাসুদেবায়’—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা
অর্চনা করিবে ॥ ৩৯ ॥

শূতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যম্নং বিত্তবে সতি ।

সসপিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মু লবিদ্যয়া ॥ ৪০ ॥

অম্বয়ঃ—বিভবে সতি পয়সি শৃতং (পকুং পায়সং) সসপিঃ (সঘৃতং) সগুড়ং (চ) শাল্যম্ (নৈবেদ্যং) দত্বা (সমর্প্য), মূলবিদ্যা (দ্বাদশাক্ষরেণৈব) (অগ্নৌ) জুহুয়াৎ (বিভবভাবে তু যজ্ঞভ্যে তদেব ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শক্তি থাকিলে পায়স, ঘৃত ও গুড়ের সহিত শাল্যের নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া, মূলমন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—পয়সি শৃতং পকুং পরমায়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দুক্ষে শালিতগুলের অন্ন পাক করিয়া (অর্থাৎ পরমায় প্রস্তুত করিয়া ঘৃত ও গুড়সহ-যোগে উহা নৈবেদ্যরূপে সমর্পণপূর্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে হোম করিবে ।) ॥ ৪০ ॥

নিবেদিতং তত্তজ্ঞায় দদ্যাদ্ ভুজীত বা স্বয়ম্ ।
দত্বাচমনমচ্ছিত্বা তাম্বুলং চ নিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥

অম্বয়ঃ—তৎ নিবেদিতং (নৈবেদ্যং) তজ্ঞায় (বৈষ্ণবায়) (সর্বম্ এব) দদ্যাৎ, স্বয়ং বা ভুজীত, (ততঃ) আচমনং দত্বা অচ্ছিত্বা (পূজাদিভিঃ সং-কৃত্য) তাম্বুলং নিবেদয়েৎ চ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ঐ নৈবেদ্য তত্ত্ব বৈষ্ণবকে প্রদান করিবে, অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে, তাহার পর আচমন প্রদান করিয়া অর্চনা পূর্বক তাম্বুল নিবেদন করিবে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—নিবেদিতং সর্বমেব দদ্যাৎ কিঞ্চিৎ দত্বা বা ভুজীতেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিবেদিতং’—উগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সমস্তই উগবন্তকে দান করিবে, অথবা কিছু দিয়া নিজে ভোজন করিবে, এই অর্থ ॥

জপেদন্তোত্তরশতং স্তবীতি স্তুতিভিঃ প্রভুম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদগুবলুদা ॥ ৪২ ॥

অম্বয়ঃ—(দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রম্) অষ্টোত্তরশতং জপেৎ । (ততশ্চ পূর্বোক্তাভিঃ) স্তুতিভিঃ প্রভুং (উগবন্তং) স্তবীত । (ততঃ তৎ) প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুদা (হর্ষণে) ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর অষ্টোত্তর শত (মূলমন্ত্র) জপ করিয়া প্রভুর স্তব করিবে, তদন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া আনন্দের সহিত ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ৪২ ॥

কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েৎ ততঃ ।

দ্বাবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতম্ ॥ ৪৩ ॥

অম্বয়ঃ—তচ্ছেষাং (তস্য শেষাং নির্মালাং) শিরসি কৃত্বা ততঃ দেবম্ উদ্বাসয়েৎ (বিসর্জয়েৎ) দ্বাবরান্ (দ্বৌ অবরৌ যেষাং তান্ দ্বাধিকান্ ইত্যর্থঃ) বিপ্রান্ (ব্রাহ্মগান্) পায়সেন যথোচিতং ভোজয়েৎ, (অসম্ভবে দ্বাবপি ভোজয়েদিত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নির্মালা মস্তকে ধারণ করিয়া দেবতাকে বিসর্জন করিবে এবং পায়সায়ের দ্বারা অন্ততঃ দুইটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । (দেবতা বিসর্জন বলিতে স্মার্তগণের অনুসরণ করিতে হইবে না । জলাদিতে যে, বিষ্ণুমূর্তির পূজা তাহার সমাপ্তিই বিসর্জন, বস্তুতঃ বিষ্ণুর অচল বিগ্রহের বিসর্জন নাই) ॥ ৪৩ ॥

ভুজীত তৈরনুজাতঃ সেন্টঃ শেষং সভাজিতৈঃ ।

ব্রহ্মচার্য্যং তদ্রাত্নাং শ্রোতৃত্বৈ প্রথমেহহনি ॥ ৪৪ ॥

স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ ।

পয়সা স্নাপয়িত্বার্চ্যেদ্যং যাবদ্ ব্রতসমাপনম্ ॥ ৪৫ ॥

অম্বয়ঃ—সভাজিতৈঃ (পূজিতৈঃ) তৈঃ অনুজাতঃ (সন্), শেষং (ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্টম্ অন্নং) সেন্টঃ (বন্ধুভিঃ সহিতঃ) ভুজীত । অথ তদ্ রাত্নাং (তস্যং রাত্নাং) ব্রহ্মচারী (স্ত্রীসঙ্গরহিতঃ সন্ শয়ীত) । শ্রোতৃত্বৈ (প্রভাতে সতি) প্রথমে অহনি স্নাতঃ, শুচিঃ সুসমাহিতঃ (একাগ্রমনাশ্চ সন্ উগবন্তং) পয়সা স্নাপয়িত্বা যথোক্তেন বিধিনা (পূর্বোক্তেন প্রকারেণ) ব্রতসমাপনং যাবৎ (অর্চ্যে) ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—অর্চিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে বন্ধু-গণের সহিত অবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিবে, অনন্তর সেই রাগ্নিতে ব্রহ্মচার্য্য থাকিয়া প্রভাত হইলে, পূর্বাহ্নে স্নানপূর্বক শুদ্ধ ও সংযতভাবে দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান

করাইয়া পূর্বোক্ত নিয়মে ব্রত-সমাপন পর্যন্ত পূজা করিবে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—শেষাং নির্মালাং উদ্বাসো বিসর্জনম্ ।
দ্বৌ অবরৌ যেষাং অসামর্থ্যে দ্বাবপি ভোজয়েৎ ।
সভাজিতৈঃ শ্রক্‌তাম্বুলাদিনা পূজিতৈশ্চৈর্দণ্ডাজঃ সন্
সেচটঃ বন্ধুসহিতঃ, শ্রো ভূতে প্রভাতে সতি ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শেষাং’—নির্মাল্য (নিজ
মস্তকে ধারণ করিবে) । ‘উদ্বাস’—বলিতে বিসর্জন ।
(নিত্য সেবিত শ্রীবিগ্রহের বিসর্জন নাই, এখানে
পূজা সমাপনই বিসর্জন বুলিতে হইবে ।) ‘দ্যবরান্’
—দুইটি ‘অবর’ অর্থাৎ কনিষ্ঠ পক্ষ যাহাদের, অর্থাৎ
অসামর্থ্য পক্ষে অন্ততঃ দুইজন ব্রাহ্মণকে পায়স দ্বারা
যথোচিত ভোজন করাইবে । ‘সভাজিতৈঃ’—শ্রক্‌,
তাম্বুলাদির দ্বারা পূজিত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি অনু-
সারে, ‘সেচটঃ’—ব্রাহ্মণগণের সহিত শেষাঙ্গ ভোজন
করিবে । ‘শ্রো ভূতে’—পরবর্তী প্রথম দিন প্রভাত
কালে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

পয়োভক্ষ্যো ব্রতমিদং চরেদ্বিষ্ণুর্চনাদৃতঃ ।

পূর্ববজ্জুহ্যদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশচাপি ভোজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

অবয়ব—পয়োভক্ষ্যঃ (পয়ঃ এব ভক্ষ্যঃ আহারো
যস্য সঃ) বিষ্ণুর্চনাদৃতঃ (বিষ্ণোঃ অর্চনে আদৃতশ্চ
সন্), ইদং ব্রতং চরেৎ, (তত্র) পূর্ববৎ (এব) অগ্নিং
জুহ্যৎ, ব্রাহ্মণান্ চ অপি ভোজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুর পূজায় আদর পরায়ণ হইয়া
কেবলমাত্র দুগ্ধভক্ষণ পূর্বক এই ব্রত আচরণ করিবে
এবং পূর্ববৎ অগ্নিতে আহুতি দিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন
করাইবে ॥ ৪৬ ॥

এবং ত্বহরহঃ কুর্যাদ্দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।

হরৈরারাদনং হোমমহংগং দ্বিজতপংগম্ ॥ ৪৭ ॥

অবয়ব—এবং তু (উক্তপ্রকারেণ) দ্বাদশাহং
(দ্বাদশদিনপর্যন্তং) পয়োব্রতম্ অহরহঃ (প্রতিদিনং)
হরৈঃ আরাদনং হোমম্ অহংগং (ভগবৎপূজনং)
দ্বিজতপংগং (ব্রাহ্মণভোজনঞ্চ) কুর্য্যৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে দ্বাদশ দিন পর্যন্ত পয়োব্রত

করিয়া প্রতিদিন শ্রীহরির আরাধনা, পূজা এবং হোম
করিবে ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ॥ ৪৭ ॥

— — —

প্রতিপদিনমারভ্য যাবচ্ছুরগ্নয়োদশীম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমধঃস্বপ্নং স্নানং ত্রিষবণং চরেৎ ॥ ৪৮ ॥

অবয়ব—প্রতিপদিনম্ আরভ্য গুরুগ্নয়োদশীং
(যাবৎ) ব্রহ্মচর্য্যম্ অধঃ স্বপ্নং (শয়নং) ত্রিষবণং
স্নানম্ (ইত্যাদিকম্) চরেৎ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু
গ্নয়োদশী পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে শয়ন এবং ত্রিসন্ধ্যা-
স্নান করিবে ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—গুরুগ্নয়োদশীতি প্রথমান্তো দ্বিতীয়াস্তশ্চ
কৃতিচৈকঃ পাঠঃ, স্বপ্নং শয়নম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুরুগ্নয়োদশী’—ইহা প্রথ-
মান্ত পাঠ, দ্বিতীয়াস্ত অর্থাৎ ‘গুরুগ্নয়োদশীং’—এইরূপ
পাঠও কোথাও রহিয়াছে । ‘অধঃ স্বপ্নং’—ভূতলে
শয়ন ॥ ৪৮ ॥

বজ্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা ।

অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

অবয়ব—অসদালাপং (তথা) উচ্চাবচাম্ (বিবি-
ধান্) ভোগান্ বজ্জয়েৎ, সর্বভূতানাম্ অহিংস্রঃ বাসু-
দেবপরায়ণঃ (চ স্যাৎ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অসদালাপ এবং নানাবিধ বিষয়ভোগ
ত্যাগ করিবে, সর্বভূতে অহিংসক ও বাসুদেব-পরায়ণ
হইবে ॥ ৪৯ ॥

গ্নয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈবিভোঃ ।

কারয়েচ্ছাস্তদুণ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ ॥ ৫০ ॥

অবয়ব—অথ গ্নয়োদশ্যাং বিধিকোবিদৈঃ
(শাস্ত্রোক্তপ্রকারভিত্তিঃ ব্রাহ্মণৈঃ) শাস্ত্রদুণ্টেন বিধিনা
(প্রকারেণ) পঞ্চকৈঃ (পঞ্চামৃতৈঃ) বিভোঃ (বিষ্ণোঃ)
স্নপনং (স্নানং) কারয়েৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গ্নয়োদশীর দিন শাস্ত্রবিধি
অনুসারে শাস্ত্রজ ব্রাহ্মণ দ্বারা পঞ্চামৃতে বিষ্ণুকে স্নান
করাইবে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—পঞ্চকৈঃ পঞ্চামৃতৈঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বজ্রানুবাদ—‘পঞ্চকৈঃ’—পঞ্চামৃত (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি) দ্বারা স্নান করাইবে ॥ ৫০ ॥

পূজাং চ মহতীং কুর্যাদ্বিতশাঠ্যবিবজ্জিতঃ ।

চরুং নিরুপ্য পয়সি শিপিবিশ্টায় বিষবে ॥ ৫১ ॥

সুজেন তেন পুরুষং যজ্ঞেত সুসমাহিতঃ ।

নৈবেদ্যং চাতিগুণবদদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদঃ—বিত্তশাঠ্য বিবজ্জিতঃ (বিত্তলোপঃ পরিত্যজ্য উদারচিত্তঃ সন্ বিষ্ণোঃ) মহতীং (সর্বোপচারযুক্তাং) পূজাম্ (আরাধনাং) চ কুর্য্যাৎ, শিপিবিশ্টায় (শিপিশু পশুশু যজ্ঞরূপেণ প্রবিশ্টায়, যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ যজ্ঞ এব পশুশু প্রতিষ্ঠিতীতি শ্রুতেঃ) বিষবে পয়সি (ক্ষীরে) চরুং (হবিঃ) নিরুপ্য (সম্পাদ্য) সুসমাহিতঃ (একান্তচিত্তঃ সন্), তেন সুজেন (পুরুষসূক্তাখ্যোড়শঋগ্ভিঃ) পুরুষং (ভগবন্তং) যজ্ঞেত, পুরুষতুষ্টিদম্ (পরমপুরুষ-প্রীতিকরম্) অতিগুণবৎ (মধুরাদিশৃঙ্গরসোপেতং) নৈবেদ্যং চ অপি দদ্যাৎ (অর্পয়েৎ) ॥ ৫১-৫২ ॥

অনুবাদ—বিত্তশাঠ্য বজ্রনপূর্বক বিষ্ণুর মহতী পূজা করিবে, যজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুর নিমিত্ত দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিবে এবং ভগবৎসন্তোষকর মধুরাদি শৃঙ্গরসযুক্ত নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে ॥ ৫১-৫২ ॥

আচার্য্যং জানসম্পন্নং বস্ত্রান্ডরগধেনুভিঃ ।

তোষয়েদুত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধিয়ারাধনং হরেঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদঃ—জানসম্পন্নম্ আচার্য্যম্ ঋত্বিজঃ চ (পুরোহিতাংশ্চ) বস্ত্রান্ডরগধেনুভিঃ তোষয়েৎ । তৎ আচার্য্যাদিসন্তোষগমপি) হরেঃ আরাধনং (পূজনং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—জানসম্পন্ন আচার্য্য এবং হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্য, ব্রহ্ম—এই ঋত্বিক্চতুষ্টয়কে বস্ত্র, আন্ডরগ ও ধেনু দ্বারা সমুপাচার করিবে । ইহাই বিষ্ণুর আরাধনা জানিবে ॥ ৫৩ ॥

ভোজয়েৎ তান্ গুণবতা সদম্নেন শুচিগ্নিতে ।

অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শত্ৰুণা য়ে চ তত্র সমাগতাঃ ॥৫৪॥

অনুবাদঃ—(হে) শুচিগ্নিতে ! তান্ (আচার্য্যাদীন) অন্যান্ চ ব্রাহ্মণান্ য়ে চ (অন্যে প্রাণিনঃ) তত্র সমাগতাঃ (তান্ অপি) শত্ৰুণা (স্বসামর্থ্যানুসারেণ) গুণবতা সদম্নেন (শুদ্ধেন অম্নেন) ভোজয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—হে শুচিগ্নিতে ! সেই সকল আচার্য্য ও ব্রাহ্মণদিগকে এবং সেই স্থানে সমাগত অন্য প্রাণিগণকে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে শুদ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ৫৪ ॥

দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদুত্বিগ্ভ্যাশ্চ যথার্থতঃ ।

অন্নাদ্যোদ্যপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদঃ—গুরবে (আচার্য্যায়) ঋত্বিগ্ভ্যাশ্চ যথার্থতঃ (যথাযোগ্যং) দক্ষিণাং দদ্যাৎ, অন্নাদ্যোদ্য (অন্নং চ তদাদ্যং তেন) সমুপাগতান্ আত্মপাকান্ (চণ্ডালাদীন অভিব্যাপ্য) প্রীণয়েৎ চ (সন্তোষয়েৎ) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—গুরু এবং ঋত্বিগ্দিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং সমাগত চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিবে ॥ ৫৫ ॥

ভুক্তবৎসু চ সর্বেষু দীনাক্ষরূপগাদিশু ।

বিষ্ণোন্তৎ প্রীণনং বিদ্বান্ ভুক্তীত সহ বন্ধুভিঃ ॥৫৬॥

অনুবাদঃ—দীনাক্ষরূপগাদিশু সর্বেষু চ ভুক্তবৎসু (সৎসু), তৎ (ভোজনং) বিষ্ণোঃ (সর্বাস্বকস্য ভগবতঃ) প্রীণনম্ (ইতি) বিদ্বান্ (চিত্তয়ন্), বন্ধুভিঃ সহ (স্বয়মপি) ভুক্তীত ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—দীন, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলের ভোজন হইলেই সর্বাত্মা বিষ্ণু প্রীত হইলেন, ইহা চিন্তা করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে ॥ ৫৬ ॥

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ ।

কারয়েৎ তৎকথাভিঃ পূজাং ভগবতোহম্বহম্ ॥৫৭॥

অনুবাদঃ—নৃত্যবাদিত্রগীতৈঃ স্তুতিভিঃ চ স্বস্তিবা-

চৈকঃ তৎকথাভিঃ চ অম্বহং (প্রতিপদিনমারভ্য
ব্রহ্মোদশী পর্যন্তং প্রতিদিনং) ভগবতঃ পূজাং কারয়্যে
॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—প্রতিদিন (প্রতিপদ হইতে আরম্ভ
করিয়া ব্রহ্মোদশী পর্যন্ত) নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্তুতিপাঠ,
স্তুতিবাচন এবং ভগবৎকথা দ্বারা ভগবানের অর্চনা
করিবে ॥ ৫৭ ॥

এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্ ।

পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহতম্ ॥ ৫৮ ॥

অম্বয়ঃ—এতৎ পয়োব্রতং নাম (প্রসিদ্ধং) পরম্
(উৎকৃষ্টং) পুরুষারাধনং (পুরুষস্য হরেঃ আরা-
ধনং) পিতামহেন (ব্রহ্মণা) অভিহিতং (মহ্যং কথিতং)
ময়া (চ) তে (তুভ্যং) সমুদাহতম্ (উক্তম্) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—এই পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ ব্রত পরম-
পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা স্বরূপ । ইহা পিতামহ ব্রহ্মা
আমাকে বলিয়াছিলেন এবং আমি তোমাকে বলিলাম
॥ ৫৮ ॥

ত্বৎকানেন মহাভাগে সম্যক্চীর্ণেন কেশবম্ ।

আত্মনা শুদ্ধভাবেন নিয়তাত্মা ভজাব্যসম্ ॥ ৫৯ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) মহাভাগে ! শুদ্ধভাবেন (শুদ্ধঃ
ভাবঃ ভক্তির্যস্মিন্ তেন) আত্মনা (চিত্তেন) নিয়তাত্মা
(বশীকৃতমনাঃ সতী) ত্বং চ সম্যক্চীর্ণেন (অনুষ্ঠি-
তেন অনেন (ব্রতেন) অব্যয়ং কেশবং (ভগবন্তং)
ভজ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে সৌভাগ্যশালিনি ! চিত্ত স্থির
করিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই ব্রতচরণ-পূর্বক
অব্যয়স্বরূপ কেশবকে ভজনা কর ॥ ৫৯ ॥

অয়ং বৈ সর্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্বব্রতমিতি স্মৃতম্ ।

তপঃসারমিদং ভদ্রে দানঞ্চৈশ্বর্যতর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

অম্বয়ঃ—অয়ং (যজ্ঞঃ) বৈ সর্বযজ্ঞাখ্যঃ (অনে-
নৈকেনৈব সর্বযজ্ঞাঃ কৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ ইদং ব্রতং)
সর্বব্রতম্ (সর্বব্রতফলদম্) ইতি স্মৃতম্ (ব্রহ্মণা

কথিতং হে) ভদ্রে ! ইদং (ব্রতং) তপঃসারম্ (ইদ-
মেব) ঈশ্বরতর্পণং দানং চ (ঈশ্বরস্য তর্পণং তৃপ্তি-
করং দানঞ্চ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—ইহার নাম সর্বযজ্ঞ অর্থাৎ কেবল
এই যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে
এবং এই ব্রত সর্বব্রতের ফলপ্রদানকারী বলিয়া
কথিত হইয়াছে । হে ভদ্রে ! ইহাই তপস্যার সার,
ইহাই দান এবং ইহাই ঈশ্বর-তর্পণ ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বযজ্ঞাখ্যোহয়ং যজ্ঞ ইত্যনেনৈকেনৈব
সর্বযজ্ঞাঃ কৃতা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবমিদং সর্বব্রতং
তপঃসারমিতি অস্য সর্বতপস্তাদিতি ভাবঃ । তেন
যজ্ঞসার-ব্রতসার-দানসার-শব্দেনাপীদং বাচ্যমিতি
দ্যোতিতম্ । ঈশ্বরতর্পণঞ্চৈতি চকারাদীশ্বরতর্পণো-
হয়ং যজ্ঞঃ ঈশ্বরতর্পণং ব্রতমিত্যেবঞ্চ বাচ্যম্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সর্বযজ্ঞাখ্যঃ’—‘সর্বযজ্ঞ’
নামক এই যজ্ঞ, ইহা বলায় কেবল এই একটিমাত্র
যজ্ঞের দ্বারাই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, এই
অর্থ । এইপ্রকার ইহাই সর্বব্রতরূপে উক্ত হইয়াছে
এবং ইহাই সকল তপস্যার সার । এইরূপ যজ্ঞসার,
ব্রতসার, দানসার শব্দও এই ব্রতকেই বুঝিতে হইবে ।
‘ঈশ্বরতর্পণং চ’—ভগবানের তৃপ্তি যাহাতে হয়, তাহা
ঈশ্বরতর্পণ, ‘চ’-কারের দ্বারা ঈশ্বরতর্পণ এই যজ্ঞ,
ঈশ্বরতর্পণ ব্রত—এইরূপ বলিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

ত এব নিয়মাঃ সাক্ষাৎ ত এব চ যমোক্তমাঃ ।

তপো দানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ৬১ ॥

অম্বয়ঃ—যেন (যৈশ্চ) অধোক্ষজঃ (ভগবান্)
তুষ্যতি, তে এব সাক্ষাৎ (উক্তমাঃ) নিয়মাঃ তে এব
চ যমোক্তমাঃ (উক্তমাঃ যমশ্চ তৎ এব উক্তমং) তপঃ
(তদেব উক্তমং) দানং (তদেব উক্তমং) ব্রতং (স
এব উক্তমং) যজ্ঞঃ (চ ভবতি) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যাহা দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ তুষ্ট
হন, তাহাই উত্তম নিয়ম এবং তাহাই উত্তম তপস্যা,
তাহাই উত্তম দান, ব্রত ও যজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরতর্পণং বিনা সর্বমেব বিফল-
মিতি দিগ্‌দর্শনেনাহ ত এবৈতি । অন্যে নিয়মাদ্যা

এব ন স্যুঃ । যেনেতি নপুংসকমনপুংসকেনেত্যাদি-
নৈকত্বম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
অষ্টমে ষোড়শোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-
ষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়স্য সারার্থদশিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বরের সন্তোষ ব্যতীত সকল
কিছুই বিফল—ইহা দিক্‌দর্শনের দ্বারা বলিতেছেন
—‘তে এব নিয়মাঃ’ (অর্থাৎ ইহা দ্বারাই ভগবান্
শ্রীহরি তুষ্ট হন, সুতরাং ইহাই সাক্ষাৎ নিয়ম, ইহাই
উত্তম স্বম, ইহাই তপস্যা, ইহাই ব্রত এবং ইহাই
যজ্ঞ) । অপর নিয়মাদিই থাকিতে পারে না, যেহেতু
ইহাতেই শ্রীহরির সন্তোষ বিধান হয় । ‘যেন’—
ইহা ‘নপুংসকম্ অনপুংসকেন’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা
একবচন হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী সারার্থদশিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সঙ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের
সারার্থদশিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১৬ ॥

তস্মাদেতদব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়াচর ।
ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামষ্টম স্কন্ধে
কশ্যপাদিতিসংবাদে পন্যোব্রতকথনং
নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—তস্মাৎ (হে) ভদ্রে ! প্রযতা (নিয়ম-
বতী সতী) শ্রদ্ধয়া এতৎ ব্রতম্ আচর (কুরু) (অনেন)
পরিতুষ্টঃ ভগবান্ তে (তব) বরান্ (মনোরথান্)
আশু (সত্বরং) বিধাস্যতি (সম্পাদয়িষ্যতি) ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়স্যাম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—সুতরাং হে ভদ্রে ! তুমি নিয়মসহকারে
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই ব্রত আচরণ কর, ইহাতে তুষ্ট
হইয়া ভগবান্ শীঘ্রই তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন
॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোহধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধ্ব —

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত
শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের
তথ্য সমাপ্ত ।

বিরহিতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের
বিরহিতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



সপ্তদশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইতু্যক্তা সাদিতী রাজন্ স্বভক্তা কশ্যপেন বৈ ।
অম্বতিষ্ঠদ্ ব্রতমিদং দ্বাদশাহমতস্তিতা ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অদিতির পয়োব্রতাচরণে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির তৎকামনা পূরণার্থ তৎপুত্রত্ব স্বীকার বণিত হইয়াছে ।

অদিতির দ্বাদশদিবসব্যাপী পয়োব্রতাচরণে তুষ্ট হইয়া অচিরেই পীতবাস চতুর্ভুজ ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন । ভগবদর্শনমাত্র অদिति সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক প্রীতিবিহ্বলা হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন । অদিতির কণ্ঠ বাম্পরুদ্ধ হইল, অঙ্গে কম্পাপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার লক্ষিত হইল । তিনি স্তব করিতে উথিত হইয়াও কিম্বৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন । পরে শ্রীরূপ নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে স্তব করিতে লাগিলেন । সর্বান্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তিনি যে স্বীয় অংশে তাঁহার (অদিতির) পুত্রত্ব স্বীকার পূর্বক কশ্যপের তপস্যায় স্থিত হইয়া দেব-গণকে পালন করিবেন—এই বাক্য প্রদান করিলেন । অনন্তর অদিতিকে কশ্যপের সেবা উপদেশ করিয়া সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন । অদिति ভগবদাদেশে পতিসেবার্থ গমন করিলেন এবং কশ্যপও সমাধি-যোগে শ্রীহরির অংশ আপনাতে প্রবিষ্ট দেখিতে পাইয়া অদিতির গর্ভে তাঁহার চিরসঞ্চিত বার্ষ্য আধান করিলেন । হিরণ্যগর্ভ ব্রজা ভগবান্কে অদितिগর্ভে অবস্থিত জানিয়া গুহ্যনাম দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন । এতৎ প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! ইতি (ইত্যেবং) স্বভক্তা কশ্যপেন উক্তা (উপদিষ্টা) সা (দেবমাতা) অদितिঃ অতস্তিতা (নিরালস্য সতী) দ্বাদশাহম্ ইদং ব্রতম্ অম্বতিষ্ঠৎ বৈ (অনুষ্ঠিত-বতী) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ !

এই প্রকারে স্বীয় পতি কশ্যপের দ্বারা উপদিষ্টা হইয়া অদिति আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশদিন এই ব্রত অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ব্রতিন্যোবাদিত্তিবিষ্ণুং পশ্যন্তী তুষ্টুবে স তাম্ ।

আশ্বাস্যাভুৎ সুতো ব্রজ স্ততঃ সপ্তদশে প্রভুঃ ॥

ঈকার বঙ্গানুবাদ—ব্রতপরায়ণা অদिति শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাইয়া স্তুতি করিলে তিনি তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবার আশ্বাস প্রদান করেন এবং পরে ব্রজা অদিতির গর্ভস্থিত ভগবানের স্তব করেন—ইহা এই সপ্তদশ অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

চিন্তয়ন্ত্যেকস্মা বুদ্ধ্যা মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।

প্রগৃহ্যোদ্ভিন্নদুষ্টাশ্বান্ মনসা বুদ্ধিসারথিম্ ॥ ২ ॥

মনশ্চৈকাগ্রস্মা বুদ্ধ্যা ভগবত্যাখিলাশ্বান্ ।

বাসুদেবে সমাধায় চচার হ পয়োব্রতম্ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—একস্মা (অনন গামিন্যা) বুদ্ধ্যা মহা-পুরুষম্ ঈশ্বরং চিন্তয়ন্তী, (তথা) বুদ্ধিসারথিং (বুদ্ধিরেব সারথির্ষস্যাঃ তং সা অদितिঃ প্রগ্রহ-রূপেণ) মনসা ইন্দ্రిয়দুষ্টাশ্বান্ (ইন্দ্రిয়রূপান্ দুষ্টান্ অশ্বান্) প্রগৃহ্য (স্ব-স্ববিষয়েভ্যঃ নির্বৃত্য) একাগ্রস্মা বুদ্ধ্যা ভগবতি অখিলাশ্বান্ বাসুদেবে মনঃ চ সমাধায় (স্থিরীকৃত্য) পয়োব্রতং চচার হ (আচরিতবতী) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—একাগ্র বুদ্ধিসহকারে মহাপুরুষ ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে অদिति বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনোরশ্মি দ্বারা ইন্দ্రిয়রূপ দুষ্ট অশ্বদিগকে সংযত করিলেন । পরে একচিত্তে অখিলাশ্বা ভগ-বান্ বাসুদেবে মনস্থির করিয়া পয়োব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—মনসা প্রগৃহ্য প্রগ্রহরূপেণ মনসা বশী-কৃত্যেত্যর্থঃ । ‘মনোরশ্মিবুদ্ধিসূত’ ইতি পূর্বাঙ্কেঃ । একাগ্রস্মা একাগ্রীকৃত্য বুদ্ধ্যা মনশ্চ বশীকৃতং বাসু-দেবে সমাগপয়িত্বা ॥ ২-৩ ॥

ঈকার বঙ্গানুবাদ—‘মনসা প্রগৃহ্য’—প্রগ্রহরূপ

মনঃদ্বারা, অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনোরূপ
বল্গার আকর্ষণে ইন্দ্রিয়রূপ দৃষ্ট অশ্বগণকে বশীভূত
করিয়া, এই অর্থ। যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে—
“মনো রশ্মিবুদ্ধিসূতঃ” (৪।২৯।১৯), অর্থাৎ মনঃ
সেই রথের রশ্মি, বুদ্ধি তাহার সারথি, হৃদয় তাহার
নীড়, অর্থাৎ রথির উপবেশন স্থান। পুরুষ (পুরুষ)
ঐ রথে আরোহণ হইয়া মৃগতৃষ্ণারূপ মৃগয়ায় গমন
করেন, ইত্যাদি। ‘একাগ্রয়া বুদ্ধ্যা’—পরে বুদ্ধির
একাগ্রতার দ্বারা ঐ বশীভূত মনকে ভগবান্ বাসুদেবে
সম্যক্ অর্পণ করতঃ অদিতি পমোব্রত আচরণ করিতে
লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

তস্যাঃ প্রাদুরভূৎ তাত ভগবানাদিপুরুষঃ ।

পীতবাসাশ্চতুর্বাহঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪ ॥

অবয়বঃ—(হে) তাত ! তস্যাঃ (ব্রতানুষ্ঠানং
কৃতবত্যাঃ অদিত্যে পুরঃ) পীতবাসাঃ চতুর্বাহঃ শঙ্খ-
চক্রগদাধরঃ ভগবান্ আদিপুরুষঃ (হরিঃ) প্রাদুরভূৎ
(প্রাদুর্ভূত) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! ব্রতানুষ্ঠানকারিণী অদিতির
অগ্রে চতুর্ভুজ পীতবাস, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী আদি-
পুরুষ ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোখায় সাদরম্ ।

ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ-প্রীতিবিহ্বলা ॥ ৫ ॥

অবয়বঃ—(সা) নেত্রগোচরং তং (ভগবন্তং)
বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রীতিবিহ্বলা (প্রীত্যা বিহ্বলা
ব্যাকুলা সতী) সহসা উখায় সাদরং (যথা ভবতি
তথা) কায়েন দণ্ডবৎ ভুবি ননাম ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ (অদিতির) নেত্রের গোচরী-
ভূত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া অদিতি আনন্দে অভিভূত
হইলেন এবং সাদরে সহসা উখিত হইয়া কায়দ্বারা
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ৫ ॥

সোখায় বদ্ধাজলিরাড়িতুং স্থিতা

নোৎসেহ আনন্দজলাকুলেষ্ণুনা ।

বভূব তৃষ্ণীং পুলকাকুলাকৃতি-

শুদর্শনাত্যুৎসবগাত্রবেপথুঃ ॥ ৬ ॥

অবয়বঃ—আনন্দজলাকুলেষ্ণুনা (আনন্দজলৈঃ
আকুলে ঈক্ষণে যস্যঃ সা) পুলকাকুলাকৃতিঃ (পুলকৈঃ
আকুলা আকৃতির্দেহঃ যস্যঃ সা) তদর্শনাত্যুৎসব-
গাত্রবেপথুঃ (তস্য ভগবতঃ দর্শনেন যঃ অত্যুৎসবঃ
তেন গাত্রো বেপথুঃ কম্পঃ যস্যঃ সা) সা (অদিতিঃ)
উখায় বদ্ধাজলিঃ স্থিতা (তন্) ঈড়িতুং স্তোতুং ন
উৎসেহ (ন শশাক অপি তু) তৃষ্ণীং বভূব ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অদিতি কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মানা
থাকিয়া স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না, নিস্তব্ধ
থাকিলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নয়নযুগল পরিপূর্ণ
হইল, সর্ব দেহে রোমাঞ্চের সঞ্চার হইতে লাগিল
এবং ভগবানের ‘দর্শনজনিত অতীব আনন্দে তাঁহার
শরীর কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

প্রীত্যা শনৈর্গদগদয়া গিরা হরিং

তুষ্ঠাব সা দেব্যদিতিঃ কুরুদ্বহ ।

উদ্বীক্ষতী সা পিবতী চক্ষুশা

রমাপতিং যজপতিং জগৎপতিম্ ॥ ৭ ॥

অবয়বঃ—(হে) কুরুদ্বহ ! (ততশ্চ) সা দেবী
অদিতিঃ প্রীত্যা গদগদয়া (স্থলিতাক্ষরয়া) গিরা
(বাক্যেন) শনৈঃ হরিং তুষ্ঠাব। (তথা) সা
রমাপতিং যজপতিং জগৎপতিং (হরিং) চক্ষুশা
পিবতী ইব উদ্বীক্ষতী (উদ্বীক্ষ্যমাণা বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর সেই দেবী
অদিতি প্রীতির সহিত গদগদ-বাক্যে ধীরে ধীরে
হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং রমাপতি যজ্ঞেশ্বর
জগৎপতিকে যেন চক্ষু দ্বারা পান করিতে করিতে
অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্বীক্ষতী উৎকর্ষণে তথা বীক্ষ্যমাণা
যথা চক্ষুশা তং পিবতীবাৎপ্রেক্ষতে ইত্যর্থঃ। রমা-
পতিং তৎপুত্রভ্যঃ সর্ব সম্পৎপ্রদাতারং যজপতিং
যজ্ঞসারথ্যব্রতাদাবির্ভবন্তং জগৎপতিম্ অবতীর্ষ্য
জগদুদ্ধর্তারম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উদ্বীক্ষতী’—উৎকর্ষহেতু
(আনন্দের আতিশয্যে) সেইভাবে দেখিতেছিলেন, যেন

চক্ষুর দ্বারা তাঁহাকে পান করিতেছেন—এই উৎপ্রেক্ষা। ‘রম্যপতিং’—লক্ষ্মীপতি, তাঁহার পুত্রগণকে যিনি সর্বসম্পৎ প্রদান করিবেন, ‘যজ্ঞপতিং’—যজ্ঞসার নামক ব্রতাদিতে যিনি আবির্ভূত, ‘জগৎপতিং’—অব-
তীর্ণ হইয়া যিনি জগতের উদ্ধারক (এরূপ ভগবান্কে দর্শন করিয়া গদগদবাক্যে অদिति স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।) ॥ ৭ ॥

শ্রীঅদিতিকুবাচ—

যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষাচ্যুততীর্থপাদ

তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয়।

আপন্নলোকব্রজিনোপশমোদয়াদ্য

শং নঃ কুধীশ ভগবন্নসি দীননাথঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) যজ্ঞেশ ! যজ্ঞপুরুষ ! অচ্যুত ! (হে) তীর্থপাদ ! (তীর্থানি গঙ্গাদীনী পাদে यस্য তৎ সম্বোধনে) তীর্থশ্রবঃ (তীর্থং পুণ্যং শ্রবঃ কীর্তির্যস্য সঃ) শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ! (শ্রবণমেব মঙ্গলং यस্য তাদৃশং নামধেয়ং यस্য সঃ তৎ সম্বুদ্ধিঃ) আপন্নলোক-
ব্রজিনোপশমোদয়াদ্য ! (আপন্নানাং শরণগতানাং লোকানাং ব্রজিনোপশমায় দুঃখোপশমায় উদয়ঃ আবির্ভাবঃ यस্য সঃ তৎ সম্বোধনং হে) আদ্য ! (হে) ঈশ ! (হে) ভগবন্ ! (যতস্তুং) দীননাথঃ অসি (ততঃ) নঃ (অস্মাকং) শং (সুখং) কুধি (সম্পা-
দয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅদिति বলিলেন,—হে যজ্ঞেশ্বর ! হে যজ্ঞপুরুষ ! হে অচ্যুত ! হে পূর্ণকীৰ্ত্তে ! হে শ্রবণ-
মঙ্গল-নামধারিন্ ! হে আদ্য ! হে ভগবন্ ! হে ঈশ ! হে তীর্থপাদ ! বিপন্নজনগণের দুঃখের উপশমার্থে আবির্ভূত দীননাথ আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যজ্ঞেশ হে ব্রতযজ্ঞফলপ্রদ ! যজ্ঞপুরুষ হে মজ্জাবাধি-যজ্ঞনীয়পুরুষ ! অচ্যুত ! হে স্বভক্ত-
শক্তাদিচ্যুতিবিনাশিন্ ! তীর্থপাদ ! হে গঙ্গোৎপাদ-
শিস্যচরণপদ্ম ! তীর্থশ্রবঃ হে জগৎপাবনী-ভবিষ্যদ্বলি-
চ্ছলনাদিকীৰ্ত্তে ! হে কর্ণানন্দ-ভবিষ্যদুপেন্দ্রত্রিবিঙ্কমা-
দিনামন্ ! হে বিপন্নমদ্বিধজনদুঃখপ্রশমকাবতারোভ্যেব
ভাবার্থসূচকসম্বোধনপদান্যাদিত্যা মুখাৎ স্বয়মেব
নিঃসৃতানীতি জেয়ম্ ॥ ৮ ॥

তীকার বগানুবাদ—‘হে যজ্ঞেশ’—ব্রতরূপ যজ্ঞের
ফলপ্রদানকারিন্ । ‘যজ্ঞপুরুষ’—আমার জন্মাবধি
যজ্ঞনীয় পুরুষ । ‘অচ্যুত’—নিজ ভক্ত ইন্দ্রাদির স্থান-
চ্যুতি বিনাশক । ‘তীর্থপাদ’—যে চরণকমল হইতে
গঙ্গা উৎপন্ন হইবেন । ‘তীর্থশ্রবঃ’—ভবিষ্যতে বলির
ছলনাদিরূপ জগৎপাবনী পুণ্যকীৰ্ত্তি যাহার । ‘শ্রবণ-
মঙ্গল-নামধেয়’—কর্ণের আনন্দদায়ক ভবিষ্যতে
প্রকাশ্যমান উপেন্দ্র, ত্রিবিঙ্কম প্রভৃতি নাম যাহার ।
‘ব্রজিনোপশমোদয়’—আমার মত বিপন্ন জনের দুঃখ
নিবারণের নিমিত্ত যাহার অবতার—এইরূপ ভাবার্থ-
সূচক সম্বোধন পদসমূহ অদিতির মুখ হইতে স্বতঃই
নিঃসৃত হইয়াছিল—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৮ ॥

বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায়

শৈবং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে।

শ্বস্বায় শ্বদুপৰুংহিতপূর্ণবোধ-

ব্যাপাদিতাশ্বতমসে হরয়ে নমস্তে ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—ভূম্নে (মহতে ব্যাপকায় মহত্বে হেতবঃ)
বিশ্বায় বিশ্বভবনস্থিতিসংযমায় (বিশ্বস্য ভবনস্থিতি-
সংযমার্থং) শৈবং গৃহীতপুরুশক্তিগুণায় (শৈবং
গৃহীতাঃ পুরুশক্তেঃ মায়ান্নাঃ গুণাঃ যেন তস্মৈ
তথাপি) শ্বস্বায় (অপ্রচ্যুতশ্বরূপায় কুতঃ) শ্বদুপ-
ৰুংহিতপূর্ণবোধব্যাপাদিতাশ্বতমসে (নিত্যোজ্জিতো যঃ
পূর্ণঃ বোধস্তেন ব্যাপাদিতং নিত্যং নিরন্তং আশ্বনি
তমো মায়ালক্ষণং যেন তস্মৈ) হরয়ে তে (তুভ্যং)
নমঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্বব্যাপক বিশ্বরূপ, এই
বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্বক
মায়ার ত্রিগুণ অঙ্গীকার করিয়াছেন, তথাপি আপনি
স্ব-স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন নাই, কেননা, আপনার
নিরন্তর বর্দ্ধমান্ পূর্ণজ্ঞানের প্রভাবে ময়া দূরীভূত
হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীহরি আপনাকে নমস্কার ॥৯॥

বিশ্বনাথ—তবৈশ্বর্যমপারং জাত্বৈবাহ—হ্যামেব
প্রপদ্যে ইত্যাহ—বিশ্বায়েতি শ্বেষু ভক্তেষু তিষ্ঠতীতি
তস্মৈ শ্বদুপৰুংহিতো যঃ পূর্ণো বোধস্তেন ব্যাপাদিতং
নিত্যনিরন্তং আশ্বনি তমো মায়ালক্ষণং যেন তস্মৈ
॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার অপার ঐশ্বর্য্য অব-
গত হইয়া আপনারই শরণ গ্রহণ করিতেছি, ইহা
বলিতেছেন—‘বিশ্বায়’, আপনি বিশ্বরূপ। ‘স্বস্থায়’—
স্ব বলিতে নিজ ভক্তজনে যিনি অবস্থান করেন (প্রকাশ-
মান), তাঁহাকে। ‘শম্বদুপবংশিত’—ইত্যাদি, নিরন্তর
প্রবৃদ্ধিশীল পরিপূর্ণ যে জ্ঞান, তাহার দ্বারা সর্বদাই
নিজের নিকট হইতে মায়াকে যিনি অপসারিত করিয়া
রাখিয়াছেন, সেই আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

আয়ুঃ পরং বপুর্ভাটমতুল্যলক্ষ্মী-
দৌভূরসাঃ সকলযোগগুণান্নিবর্গঃ ।

জ্ঞানঞ্চ কেবলমনন্ত ভবন্তি তুণ্ডাৎ

ত্বতো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) অনন্ত ! তুণ্ডাৎ (প্রসম্ভাৎ) ত্বতঃ
পরম্ আয়ুঃ (ব্রহ্মায়ুঃ) অভীষ্টং বপুঃ (শরীরম্)
অতুল্যলক্ষ্মীঃ (অতুল্যা লক্ষ্মীঃ ধনাদি সম্পৎ) দৌভূ-
রসাঃ (দৌশ্চ স্বর্গশ্চ, ভূশ্চ, রসাঃ রসাতলঞ্চ) সকল-
যোগগুণাঃ (সকলাঃ যোগগুণাঃ অগ্নিমায়াঃ) ত্রিবর্গঃ
(ধর্ম্মার্থকামরূপত্রিবর্গঃ) কেবলং জ্ঞানং চ (অপ-
রোক্ষজ্ঞানক্ষেতি পদার্থাঃ সুলভাঃ) ভবন্তি, নৃণাং
সপত্নজয়াদি-আশীঃ (সপত্নীনাং শত্রুগাং জয়াদিঃ
জয়াদিক্রুপা আশীঃ ইতি) কিমু (বক্তব্যম্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অনন্ত ! আপনি পরিতুণ্ড হইলেই
ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু, যথাভিলষিত দেহ, স্বর্গ, মর্ত্য,
পাতালের আধিপত্য, অতুল্যধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—
এই ত্রিবর্গ, কেবলজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান এবং অগ্নিমাди
যোগসিদ্ধি সুলভই হইয়া থাকে। শত্রুজয়াদি বাস-
নার কথা কি ! ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মদ্রাঙ্খিতস্ত ত্বং পুরয়িম্যস্যেবেতি
কৈমুত্যান্যায়েনাহ আয়ুরিতি । দৌভূরসা ইতি সমা-
সেনাসমাসেন চ পাঠভঙ্গম্ । যোগগুণাঃ অগ্নিমায়াঃ
॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার অভিলাষও আপনি
অবশ্যই পূর্ণ করিবেন, ইহা কৈমুত্বিক ন্যায় বলিতে-
ছেন—‘আয়ুঃ’ ইত্যাদি। ‘দৌভূরসাঃ’—স্বর্গ, মর্ত্য
ও পাতালের যাবতীয় ভোগ, ইহা সমাসবদ্ধ (দৌ-
ভূরসাঃ) এবং অসমস্ত (দৌঃ ভূঃ রসাঃ)—এই দুই

প্রকার পাঠ রহিয়াছে। ‘যোগগুণাঃ’—অগ্নিমাদি সকল
যোগসম্পত্তি (এবং কৈবল্য জ্ঞান পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয়, এ
অবস্থায় শত্রুজয়াদিবিষয়ক আমার কামনা যে সিদ্ধ
হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি ?) ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অদিত্যৈবং স্তুতো রাজন্ ভগবান্ পুঙ্করেক্ষণঃ ।

ক্ষেত্রজঃ সর্বভূতানামিতি হোবাচ ভারত ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! (হে)
ভারত ! অদিত্য এবং স্তুতঃ পুঙ্করেক্ষণঃ (পুণ্ডরী-
কাক্ষঃ) সর্বভূতানাং ক্ষেত্রজঃ (অন্তর্য্যামী) ভগবান্
ইতি উবাচ হ (ইত্যুক্তবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে ভারত !
হে রাজন্ ! অদিতি কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া
সর্বভূতের অন্তর্য্যামী ভগবান্ কমললোচন এইরূপ
বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেত্রজোহন্তর্য্যামী ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ক্ষেত্রজঃ’—সর্বভূতের অন্ত-
র্য্যামী (ভগবান্ কমলনয়ন শ্রীহরি এরূপ বলিলেন।)
॥ ১১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

দেবমাতর্ভবত্যা মে বিজাতং চিরকাঙ্ক্ষিতম্ ।

যৎ সপত্নৈহ ত্রীণাং চ্যাবিতানাং স্বধামতঃ ॥ ১২ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) দেবমাতঃ ।
সপত্নৈঃ হাতশ্রীণাং (শত্রুভিঃ দৈত্যৈঃ হাতা শ্রীর্ষেষাং
তেষাং) স্বধামতঃ (স্বর্গাৎ) চ্যাবিতানাং (বিবাসিতানাং
পুত্রগাং দেবানাং) যৎ (স্বর্গলাভাদি) ভবত্যাঃ চিরং
কাঙ্ক্ষিতং (তৎ) মে (ময়া) বিজাতং (বিশেষণ
জ্ঞাতম্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবমাতঃ ।
শত্রুগণ কর্তৃক হাতসম্পৎ এবং স্বস্থানচ্যুত পুত্রগণের
জন্য তোমার যাহা চিরবাঞ্ছিত, তাহা আমি জ্ঞাত
হইয়াছি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ ভক্তেঃ সকামত্বং ব্যঞ্জয়ামাহ
যৎ সপত্নৈরিতি । স্বপত্নৈচ্যাবিতানাং দেবানাং যচ্চির-

কাঙ্ক্ষিতং তদেব ভবত্যাশ্চিরকাঙ্ক্ষিতং ময়া জ্ঞাতম্
॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার (অদিতির) ভক্তির
সকামত্ব প্রকাশপূর্বক বলিতেছেন—‘যৎ সপত্নৈঃ’,
শত্রু দৈত্যগণের দ্বারা স্থানচ্যুত দেবগণের যাহা চির-
বাঞ্ছিত, তাহা তোমারও চিরকালের বাসনা, ইহা
আমি বিশেষভাবেই অবগত হইয়াছি ॥ ১২ ॥

তান্ বিনিজ্জিত্য সমরে দুর্মদানসুরবর্ষভান্ ।

প্রতিলম্বজয়শ্রীভিঃ পুত্রৈরিচ্ছসু্যপাসিতুম্ ॥ ১৩ ॥

অবয়ঃ—দুর্মদান্ (দুশটঃ মদঃ গর্বঃ যেমাং
তান্) তান্ অসুরবর্ষভান্ সমরে (যুদ্ধে) বিনিজ্জিত্য
প্রতিলম্বজয়শ্রীভিঃ (প্রতিলম্বঃ জয়ঃ শ্রীশ্চ যৈস্তৈঃ)
পুত্রৈঃ (সহ) উপাসিতুম্ (একত্র স্থাতুম্) ইচ্ছসি ॥১৩॥

অনুবাদ—হে দেবি ! মদোদ্ধত অসুরশ্রেষ্ঠগণকে
যুদ্ধে জয় করিয়া জয়সম্পত্তি প্রাপ্ত পুত্রগণের সহিত
তুমি একত্র অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুত্রৈঃ সহ উপ আধিক্যেন আসিতুং
স্বরাজ্যে উপবিষ্টুমিচ্ছসি । যদ্বা ; তৈঃ সহৈব মামু-
পাসিতুং নত্বেকাকিনীতার্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুত্রৈঃ উপাসিতুম্’—পুত্রগণের
সহিত ‘উপ’, আধিক্যরূপে (একত্র) স্বরাজ্যে বাস
করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অথবা—তাহাদের সহিতই
আমাকে উপাসনা করিতে চাহিতেছ, কিন্তু একাকিনী
নহে—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রজ্যোতৈঃ স্বতনয়ৈহঁতানাং যুধি বিদ্বিষাম্ ।

স্ত্রিয়ো রুদতীরাসাদ্য দ্রষ্টুমিচ্ছসি দুঃখিতাঃ ॥ ১৪ ॥

অবয়ঃ—ইন্দ্রজ্যোতৈঃ (ইন্দ্রঃ জ্যোতঃ যেষু তৈঃ)
স্বতনয়ৈঃ যুধি হঁতানাং বিদ্বিষাম্ (স্বশত্রুগাং) স্ত্রিয়ঃ
আসাদ্য (মৃতভর্তৃসমীপমগত্যা) দুঃখিতাঃ রুদতীঃ
(চ) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র যাহাদের জ্যোতিঃ সেই সকল পুত্রের
দ্বারা সমর-নিহত শত্রুসকলের রমণীগণকে মৃতভর্তৃ-
সমীপে অতি বিষাদিতা এবং ক্রন্দনপরায়ণা দেখিতে
বাসনা করিতেছ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—আসাদ্য স্বস্থানং প্রাপ্য ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আসাদ্য’—স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া
(অর্থাৎ শত্রু-পত্নীগণ মৃত স্বামীর নিকট যাইয়া দুঃখ-
ভরে রোদন করিবে—ইহাই তুমি দেখিতে ইচ্ছা
করিতেছ ।) ॥ ১৪ ॥

আত্মজান্ সুসমৃদ্ধাংস্তুং প্রত্যাহাতযশঃশ্রিয়ঃ ।

নাকপৃষ্ঠমধিষ্ঠান্ন ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১৫ ॥

অবয়ঃ—তুং প্রত্যাহাতযশঃশ্রিয়ঃ (প্রত্যাহাতং
যশঃ, শ্রীশ্চ যৈস্তান্) সুসমৃদ্ধান্ নাকপৃষ্ঠম্ অধিষ্ঠান্
(স্বর্গম্ অধিষ্ঠান্) ক্রীড়তঃ আত্মজান্ (স্বতনয়ান্)
দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তোমার যে পুত্রগণের যশঃ ও শ্রী নষ্ট
হইয়াছে সেই পুত্রগণকে সুসমৃদ্ধ হইয়া স্বর্গলোকে
ক্রীড়াশীল দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ১৫ ॥

প্রায়োহঁধুনা তেহঁসুরযুথনাথা

অপারণীয়া ইতি দেবি মে মতিঃ ।

যৎ তেহঁনুকুলেশ্বরবিপ্রগুণ্ডা

ন বিক্রমস্তত্ত্ব সুখং দদাতি ॥ ১৬ ॥

অবয়ঃ—(হে) দেবি ! তে অসুরযুথনাথাঃ
(অসুরাণাং যুথনাথাঃ তব শত্রবঃ) অধুনা প্রায়ঃ
(বাঢ়িতি) অপারণীয়াঃ (অনতিক্রমণীয়াঃ) ইতি মে
মতিঃ যৎ (যস্মাৎ) তে অনুকুলেশ্বরবিপ্রগুণ্ডাঃ (অনু-
কুলঃ ঈশ্বরঃ কালো যেমাং তৈবিপ্রৈঃ গুণ্ডাঃ রক্ষিতাঃ
অতঃ) তত্ত্ব বিক্রমঃ (পরাক্রমঃ) সুখং ন দদাতি
(ন দাস্যতি সুখহেতুঃ ন ভবিষ্যতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবী ! সেই অসুর-যুথপতিগণ
অধিকাংশই সম্প্রতি অজেয় বলিয়া আমার মনে হয়,
কারণ, ঈশ্বর যাঁহাদের অনুকুল সেই সকল বিপ্রের
দ্বারা তাঁহারা রক্ষিত তাহাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ
এক্কে সুখহেতু হইবে না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অনুকুলৈরীশ্বরৈঃ সমর্থৈশ্চ বিপ্রৈ-
রক্ষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অনুকুলেশ্বর-বিপ্রগুণ্ডাঃ’—
অনুকুল এবং সমর্থবান্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রক্ষিত

(অসুরযুথপতিগণকে সম্প্রতি অতিক্রম করা প্রায় সম্ভব হইবে না—ইহা আমার মনে হয় ।) ॥ ১৬ ॥

অথাপ্যাপ্যো মম দেবি চিন্ত্যঃ

সন্তোষিতস্য ব্রতচর্য্যা তে ।

মমার্চনং নার্তি গন্তুন্যথা

শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

অবয়বঃ—(হে) দেবী ! অথ অপি (যদ্যপ্যেবম্ অথাপি) তে (ত্বয়া) ব্রতচর্য্যা সন্তোষিতস্য মম (ময়া) উপায়ঃ (তবৈশ্বর্য্যাদি-প্রাপ্ত্যুপায়ঃ) চিন্ত্যঃ (বিচিন্ত্যনীয় এব যতঃ) শ্রদ্ধানুরূপং ফলহেতুকত্বাৎ (ইচ্ছানুসারিণ-ফলহেতুকত্বাৎ) মম অর্চনম্ অন্যথা গন্তুং (বিফলী ভবিতুং) ন অর্হতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে দেবী ! (তথাপি) তোমার ব্রতানুষ্ঠানে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি । তোমার সম্বন্ধে আমার একটী উপায় অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে । যেহেতু শ্রদ্ধার অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবিত্বহেতু আমার অর্চনা কখনই বিফলে যাইবে না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গন্তুং ভবিতুং ফলস্য হেতুকত্বাৎ উত্তমকারণত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গন্তুং অন্যথা নার্তি’—আমার অর্চনা কখনও বিফল হইতে পারে না, ‘ফল-হেতুকত্বাৎ’—যেহেতু উহা আরাধনাকারীর শ্রদ্ধানুরূপ ফলপ্রদানের উত্তম কারণ ॥ ১৭ ॥

ত্বয়্যাদিতশ্চাহমপত্যুগুণ্যে

পয়োব্রতেনানুগুণং সমীড়িতঃ ।

স্বাংশেন পুত্রত্বমুপেত্য তে সূতান্

গোষ্ঠাস্মি মারীচতপস্যাদিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮ ॥

অবয়বঃ—অহঃ ত্বয়া অপত্যুগুণ্যে (স্বপুত্ররক্ষণায়) অনুগুণং (যথোচিতং) পয়োব্রতেন অক্ষিতঃ সমীড়িতঃ চ (সম্যগ্ সীড়িতঃ স্ততঃ চ অতঃ) মারীচতপসি অধিষ্ঠিতঃ (মারীচস্য কশ্যপস্য তপসি অবস্থিতঃ সন্), স্বাংশেন পুত্রত্বম্ উপেত্য তে (তব) সূতান্ (পুত্রান্) গোষ্ঠা অস্মি (পালয়িষ্যামি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সন্তানদিগের সংরক্ষণার্থ তুমি পয়ো-

ব্রতাবলম্বন পূর্বক আমাকে যথোচিত পূজা ও স্তুতি করিয়াছ । অতএব আমি কশ্যপের তপস্যায় স্থিত হইয়া স্বাংশে তোমার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিব এবং তোমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিব ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মারীচস্য কশ্যপস্য তপঃসু অধিষ্ঠায় স্থিতঃ সন্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মারীচ-তপসি অধিষ্ঠিতঃ’—আমি কশ্যপের তপস্যায় (তপোজনিত তেজে) স্থিত হইয়া (নিজ অংশদ্বারা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব ।) ॥ ১৮ ॥

উপধাব পতিং ভদ্রে প্রজাপতিমকল্মষম্ ।

মাঞ্চ ভাবয়তী পত্যাবেবং রূপমবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥

অবয়বঃ—(হে) ভদ্রে ! পতৌ এবং রূপং অবস্থিতং মাঞ্চ ভাবয়তী, (চিন্তয়ন্তী সতী) অকল্মষং (তপসা-শুদ্ধং পতিং প্রজাপতিং (কশ্যপম্) উপধাব (ভজয়) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—আমি তোমার পতি কশ্যপে অবস্থিত আছি এইরূপভাবে আমাকে চিন্তা করিয়া তপস্যার দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত কশ্যপকে ভজনা কর ॥ ১৯ ॥

নৈতৎ পরস্মৈ আখ্যোয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন ।

সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংব্রতম্ ॥ ২০ ॥

অবয়বঃ—(অন্যেন) পৃষ্টয়া অপি (ত্বয়া) এতৎ (মদুস্তং) কথঞ্চন পরস্মৈ ন আখ্যোয়ং, (ন কথনীয়ং হে) দেবি । দেবগুহ্যং (দেবানাং গুহ্যং) সর্বং সুসংব্রতং (সুগুণং সৎ) সম্পদ্যতে (সিদ্ধতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দেবি ! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও কোনক্রমে এই বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না । দেবগুহ্যবিষয়সকল সুগুণ হইয়াই ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এতাবদুস্তা ভগবাংস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

অদিতিদূরভং লম্বা হরেজ্ঞান্মানি প্রভোঃ ।

উপাধাবৎ পতিং ভক্ত্যা পরয়া কৃতকৃত্যবৎ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এতাবৎ উক্তা ভগবান্ তত্র এব (তস্মিন্নেবস্থানে) অন্তরধীয়ত (অন্তহিতবান্)। অদিতিঃ আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রভোঃ হরে দুর্লভং জন্ম লব্ধা (আত্মানং) কৃতকৃত্যবৎ (মন্যমানা) পরম্মা ভক্ত্যা পতিম্ উপাধাবৎ (অনুবর্তত) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ এই পর্য্যন্ত বলিয়া অন্তহিত হইলেন। অদিতি স্বীয় আত্মায় ভগবানের আবিভাবরূপ দুর্লভ বরলাভে কৃতার্থা হইয়া পরমভক্তির সহিত পতির অনুবর্তন করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতকৃত্যবৎ কৃতার্থেব ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কৃতকৃত্যবৎ’—কৃতার্থের ন্যায় (অর্থাৎ অদিতি নিজের মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরির দুর্লভ জন্মের বর লাভ করিয়া কৃতার্থের ন্যায় পরম-ভক্তিসহকারে পতি কশ্যপের নিকট গমন করিলেন।) ॥ ২১ ॥

স বৈ সমাধিযোগেন কশ্যপস্তদবুধ্যত ।

প্রবিষ্টমাআনি হরেরংশং হ্যবিতথেক্ষণঃ ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—অবিতথেক্ষণঃ (অবিতথম্ ঈক্ষণং দৃষ্টির্হস্য স অব্যর্থজ্ঞানঃ) সঃ কশ্যপঃ বৈ তৎ (তদা) সমাধিযোগেন আত্মনি (স্বস্মিন্) প্রবিষ্টং হরেঃ অংশম্ অবুধ্যত হি (জ্ঞাতবান্ এব) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অব্যর্থজ্ঞান কশ্যপ সমাধিযোগে ভগবানের অংশ স্বীয় আত্মাতে প্রবিষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অবিতথেক্ষণঃ অব্যর্থজ্ঞানঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অবিতথেক্ষণঃ’—অব্যর্থ জ্ঞানসম্পন্ন কশ্যপ (নিজের মধ্যে শ্রীহরির অংশ প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা সমাধিযোগে জানিতে পারিলেন।) ॥ ২২ ॥

(আত্মনি) চিরসংভূতং (চিরকালং সংভূতং ধৃতং) বীৰ্য্যং (ভগবদ্রূপং তেজঃ) অনিলঃ (বায়ুঃ) দারুণি অগ্নিং যথা (ইব) অদিত্যাং (পত্ন্যাম্) আধত্ত (মনসা গর্ভস্থাপনম্ অচিন্তয়ৎ যথা অগ্নিঃ অনিলদার্বংশো ন ভবতি তথৈব ভগবদ্দেহোহপি কশ্যপাদিত্যাংশো ন ভবতীতি গুহ্যশোণিতসম্বন্ধোঃ নিরন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! বায়ু যেরূপ সংঘর্ষণের দ্বারা কাষ্ঠস্থিত অগ্নিকে প্রকাশ করে, ভগবানে একান্ত-নিবিষ্টচিত্ত কশ্যপও তদ্রূপ স্বীয় আত্মায় ধৃত ভগবত্তেজঃ (অঙ্গসঙ্গের দ্বারা) পত্নী অদিতির গর্ভে সংস্থাপন করিলেন। (প্রকাশিত অগ্নি যেরূপ অনিল ও দারুণ অংশ নহে, ভগবানও তদ্রূপ কশ্যপ, অদিতির অংশ সম্ভূত নহেন। প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার গুহ্যসম্বন্ধ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য) ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—বীৰ্য্যং ভগবদ্রূপং তেজঃ। সমাহিত-মনাঃ ভগবৎস্বরূপৈকাগ্রচিত্তঃ। অনিলো যথা সংঘর্ষণে দারুণমগ্নিমিব মূর্ত্তং দারুণগর্ভে প্রকটীকরোতি তথৈব কশ্যপোহন্তঃকরণস্থং ভগবন্তমেব স্বদেহসঙ্গেন তদীয়-গর্ভস্থিরীচকারেত্যর্থঃ। যথৈবাগ্নিরনিলদার্বংশো ন ভবতি, তথৈব ভগবদ্দেহোহপি কশ্যপাদিত্যাংশো ন ভবতীতি গুহ্যশোণিতসম্বন্ধো নিরন্তঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বীৰ্য্যং’—বীৰ্য্য বলিতে ভগ-বদ্রূপ তেজঃ। ‘সমাহিতমনাঃ’—ভগবৎস্বরূপে এক-নিষ্ঠচিত্ত মহামুনি কশ্যপ। ‘অনিলঃ যথা’—বায়ু যেমন সংঘর্ষের দ্বারা দারুণস্থিত অগ্নিকেই দারুণগর্ভে মূর্ত্তরূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ কশ্যপও অন্তঃকরণ-স্থিত ভগবান্কেই নিজ দেহসঙ্গ দ্বারা অদিতির গর্ভে স্থাপন করিলেন—এই অর্থ। এখানে যেরূপ অগ্নি, বায়ু কিংবা দারুণ অংশ নহে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের দেহও কশ্যপের বা অদিতির অংশ নহে—ইহার দ্বারা প্রাকৃত জীবের ন্যায় গুহ্য-শোণিতের সম্বন্ধ নিরন্ত হইল ॥ ২৩ ॥

সোহদিত্যাং বীৰ্য্যমাধত্ত তপসা চিরসংভূতম্ ।

সমাহিতমনা রাজন্ দারুণাগ্নিং যথানিলঃ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্! সমাহিতমনাঃ (ভগবৎ-স্বরূপৈকাগ্রচিত্তঃ) সঃ (কশ্যপঃ) তপসা (নিমিত্তেন)

অদিতেধিষ্ঠিতং গর্ভং ভগবন্তং সনাতনম্ ।

হিরণ্যগর্ভো বিজ্ঞান সমীড়ে গুহ্যনামভিঃ ॥ ২৪ ॥

অম্বয়ঃ—অদিতেঃ গর্ভং ধিষ্ঠিতম্ (অদিতেঃ গর্ভম্ অধিষ্ঠিতম্ অধিষ্ঠায় স্থিতং) সনাতনং ভগবন্তং

বিজ্ঞায় হিরণ্যগৰ্ভঃ (ব্রহ্মা) গুহ্যনামভিঃ সমীড়ে
(তুষ্ঠাব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সনাতন ভগবান্কে অদিতির গৰ্ভে
অধিষ্ঠিত জাত হইয়া ব্রহ্মা গুহ্যনাম-উচ্চারণপূৰ্বক
তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ধিষ্ঠিতমধিষ্ঠিতং গুহ্যনামভিঃ
সমীড়ে ইতি স্ততিমিষেণ ভক্তিবশ্যস্য ভগবতো নাম-
সঙ্কীৰ্ত্তনলক্ষণাং ভক্তিমিব চকারেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ধিষ্ঠিতং’—অধিষ্ঠিত
(অর্থাৎ অদিতির মধ্যে সনাতন ভগবান্ শ্রীহরি গৰ্ভ-
রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা),
‘গুহ্যনামভিঃ’—তাঁহার গোপনীয় নামসমূহ দ্বারা স্তব
করিতে লাগিলেন, ইহাতে তিনি স্ততির ছলে ভক্তি-
বশ্য ভগবানের নামসঙ্কীৰ্ত্তনরূপ ভক্তিই করিয়াছিলেন
—এই অর্থ ॥ ২৪ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

জন্মোৰুগায় ভগবন্ ব্রহ্মম নমোহস্তু তে ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ত্রিগুণায় নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥

অবল্লঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ, —(হে) উরুগায় ! (উরু
বহুধা গীয়াতে ইতি উরুগায়ঃ তৎসম্বোধনে হে উরুগায়
উরুভিবহুগাতব্য বহু দেশেষু গন্তা বহুকীৰ্ত্তির্বা—
সায়নভাষ্য) (হে) ভগবন্ ! (হে) উরুক্রম ! (উরবঃ
ক্রমাঃ পাদবিন্যাসাঃ কৰিষ্যমাণাঃ यस্য তথাভূতা
ইত্যর্থঃ) জয় (সৰ্ব্বোৎকৃষ্টতাং প্রাপ্নুহি), তে (তুভ্যং)
নমঃ অস্তু, ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মকুলে সাধবো ব্রহ্মণ্যা-
ন্তেষাং দেবায় তস্মৈ দেবায়ৈতি বা) (তুভ্যং) নমঃ,
ত্রিগুণায় (সৃষ্ট্যাধ্যাপয়ুস্তায় রজআদি গুণত্রয়নিয়ন্ত্রে
ইত্যর্থঃ) (তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্ ! বহুজন-
কর্তৃক স্তুত হে বিপুলকীৰ্ত্তে ! আপনার জয় হউক ।
হে উরুক্রম ! আপনাকে নমস্কার, হে ব্রহ্মণ্যদেব !
হে ত্রিগুণাধীশ ! আপনাকে বারবার নমস্কার ॥ ২৫ ॥

নমস্তে পুন্নিগৰ্ভায় বেদগৰ্ভায় বেদসে ।

ত্রিনাভায় ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিবিশ্টায় বিষ্ণবে ॥ ২৬ ॥

অবল্লঃ—পুন্নিগৰ্ভায় (অদিতিরেব পূৰ্বস্মিন্
জন্মনি পুন্নিরিত্তি নাম তস্যাঃ গৰ্ভায় অৰ্ভকায়) বেদ-
গৰ্ভায় (বেদাঃ গৰ্ভে যস্য তস্মৈ যদ্বা বেদানাং গৰ্ভায়
বেদেষু প্রকাশমান্যেত্যর্থঃ) ত্রিনাভায় (ত্রয়ো লোকাঃ
নাভৌ যস্য সং তস্মৈ) ত্রিপৃষ্ঠায় (ত্রয়াণাং লোকানাং
পৃষ্ঠে উপরিস্থিতায়) তে বেদসে শিপিবিশ্টায় (শিপি-
শব্দেন পশবঃ জীবাঃ তেষু অন্তর্যামিতয়া প্রবিশ্টায়)
বিষ্ণবে (ব্যাপিনে) নমঃ (অস্তু) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যিনি পূৰ্বে পুন্নির পুত্ররূপে আবির্ভূত
হইয়াছিলেন, যিনি বেদে নিত্য প্রকাশমান অথবা
স্বাহার গৰ্ভে বেদসমূহ নিহিত আছে, যিনি ত্রিভুবনের
পতি, ত্রিভুবন স্বাহার নাভি, সেই মূল সৃষ্টিকর্তা
জীবান্তর্যামী সৰ্বব্যাপক বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রয়ো লোকা নাভৌ যস্য তস্মৈ ত্রয়াণা-
মুদ্রাধো মধ্যবতিলোকানাং পৃষ্ঠরূপ বৈকুণ্ঠস্থিতত্বাৎ
ত্রিপৃষ্ঠায় শিপিশব্দেন পশবো জীবাঃ তেষ্বন্তর্যামিত্বেন
প্রবিশ্টায় ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ত্রিনাভায়’—তিনটি লোক
নাভিতে স্বাহার, তাঁহাকে । ‘ত্রিপৃষ্ঠায়’—তিনটি উদ্রু,
অর্থাৎ ও মধ্যবর্তী লোকসমূহের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠে
অবস্থিতি স্বাহার, তাঁহাকে । ‘শিপিবিশ্টায়’—শিপি
শব্দে পশু, অর্থাৎ পশুতুল্য জীবগণের মধ্যে অন্তর্যামি-
রূপে যিনি প্রবিশ্ট, সেই সৰ্বব্যাপক বিষ্ণুকে নমস্কার
॥ ২৬ ॥

ত্বমাবিরন্তো ভুবনস্য মধ্য-

মনন্তশক্তিং পুরুষং যমাহঃ ।

কালো ভবানাক্ষিপতিশ বিশ্বং

স্রোতো যথাস্তঃপতিতং গভীরম্ ॥ ২৭ ॥

অবল্লঃ—ভুবনস্য (বিশ্বস্য) আদিঃ (উপাদানম্)
অন্তঃ (প্রলয়ঃ) মধ্যম্ (বর্তমানং স্বরূপঞ্চ) ত্বম্
(এব) যং (ত্বাং বেদাঃ) অনন্তশক্তিং পুরুষম্
আহঃ, (কথয়ন্তি হে) ঈশ ! কালঃ (কালরূপঃ
সন্) ভবান্ (এব) গভীরং স্রোতঃ (নদীপ্রবাহং)
যথা অন্তঃপতিতং তৃণাদিকম্ আক্ষিপতি তথা বিশ্বম্
আক্ষিপতি (আকর্ষতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি এই ত্রিভুবনের আদি, মধ্য ও

অন্তস্বরূপ, চতুর্বেদে আপনাকে অনন্তশক্তি পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, হে প্রভো ! গভীর-স্রোত যেমন জলমগ্ন তৃণাদিকে আকর্ষণ করে, সেই-রূপ আপনি কালরূপে এই বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—গভীরং নদ্যাতি-স্রোতঃ কৰ্ত্ত্ব যথা স্বাস্তং পতিতং তৃণাদিকমাকর্ষতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গভীরং স্রোতঃ যথা’—নদী প্রভৃতির গভীর স্রোত যেরূপ নিজের মধ্যে পতিত তৃণাদিকে আকর্ষণ করে (কালরূপী আপনিও সেরূপ এই বিশ্বকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন) ॥ ২৭

ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজন্মানাং

প্রজাপতীনাংসি সন্তবিষ্ণুঃ ।

দিবৌকসাং দেব দিব্যচ্যুতানাং

পরায়ণং নৌরিব মজ্জতোহপ্সু ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-

হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে

বামনদেবার্ভাবো নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অনুব্রঃ—স্থিরজন্মানাং প্রজানাং প্রজাপতীনাং (চ) ত্বং বৈ (ত্বম্ এব) সন্তবিষ্ণুঃ (উৎপাদনশীলঃ) অসি, (অতঃ হে) দেব ! দিবঃ চ্যুতানাং (স্বর্গাৎ ব্রহ্মতানাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) অপ্সু (জলেষু) মজ্জতঃ (জনস্য) নৌঃ ইব (ত্বং) পরায়ণং (পর-মাশ্রয়ঃ অতন্তান্ স্বর্গচ্যুতান্ পুনঃ স্বর্গে স্থাপয়) ॥ ২৮ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—আপনি এই স্থাবর, জন্ম প্রজাবর্গের প্রজাপতিগণেরও উৎপাদক, হে দেব ! জলমগ্ন

ব্যক্তির নৌকার ন্যায় স্বর্গব্রহ্মট দেবগণের আপনি একমাত্র আশ্রয় ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—সন্তবিষ্ণুরাভির্ভবিষ্ণুঃ সন্, প্রজাদীনাং পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্ত্যচেতসাম্ ।

অষ্টমেহ্মং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-
ষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সন্তবিষ্ণুঃ’—স্থাবর জন্ম প্রজাবর্গের এবং প্রজাপতিগণেরও জনক হইয়া, আপনি প্রজাদিগের পরম আশ্রয় হইয়াছেন (অতএব স্বর্গচ্যুত দেবগণকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করান—এই ভাব ।)
॥ ২৮ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী ‘সারার্থদশিনী’
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের
‘সারার্থদশিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৭ ॥

মধ্য—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত
শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যোপসপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের
তথ্য সমাপ্ত ।

বিরূতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের
বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবত অষ্টমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইথং বিরিক্তস্ততকর্মবীৰ্য্যঃ

প্রাদুর্ভবামৃতভুরদিত্যাম্ ।

চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাযজচক্রঃ

পিঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের বলির যজ্ঞে গমন এবং বলির তাঁহাকে সৎকার করিয়া বর প্রদান বর্ণিত হইয়াছে ।

শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী, শ্যামসুন্দর, পীতাম্বর শ্রীনারায়ণ শ্রবণ-দ্বাদশীতে অভিজিৎ নক্ষত্রে মধ্যাহ্নে সর্ব্ব শুভলগ্নে অদिति হইতে প্রগঞ্জে আবির্ভূত হন । তাঁহার আবির্ভাবে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গো, ব্রাহ্মণ তথা দিক্‌সকল, ঋতুবর্গ হর্ষান্বিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ দিবস বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ । চিচ্ছক্তি-প্রকটিত-তনু অবাস্তু চিৎস্বরূপ ভগবান্কে ব্যক্তের ন্যায় জগতে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া কশ্যপ ও অদिति উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন । ভগবান্ কশ্যপ ও অদিতির সমক্ষেই বামনরূপ-ধারণ করিলে, মহাশিগণ অতিশয় আনন্দে কশ্যপকে অগ্রবর্তী করিয়া বামনরূপী কুমারের জাতকর্মাদি সম্পাদন করিলেন ।

উপনয়ন-কালে শ্রীবামনদেব সূর্য্য, বৃহস্পতি, পৃথিবী, স্বর্গ এবং অদिति, ব্রহ্মা, কুবের ও সপ্তর্ষি-গণের দ্বারা বিভিন্নরূপে সৎকৃত হইয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ-প্রবর্তিত অশ্বমেধযজ্ঞের যাজক সমৃদ্ধিমান বলির যজ্ঞে গমন করিলেন ।

নর্মদানদীর উত্তরতীরে ভৃগুকচ্ছ-নামক ক্ষেত্রে বলির যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । শ্রীবামনদেব কটিদেশে মৌজী মেখলা এবং শ্রীঅঙ্গে উপবীতাকারে অজিন, উত্তরীয়, হস্তে দণ্ড, ছত্র, কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক বলির যজ্ঞমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহার তেজে অগ্নিসহ পুরোহিতবর্গ হতপ্রভ হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা সকলে আসন হইতে উখিত হইয়া বামনদেবের স্তব করিতে লাগিলেন । মহাদেব যে চরণজল মস্তকে ধারণ

করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন, ধর্ম্মজ বলিও তদ্রূপ সেই বামনরূপী ভগবানের চরণ ধৌত করিয়া ঐ জল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পিতৃবর্গের সহিত আপনাকে বহুমানন করিয়াছিলেন । তদনন্তর বলি বামনদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরমতপস্বী ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে তাঁহার স্তব করিলেন এবং যাচকবোধে নিজ-সকাশে ধন-রত্নাদি স্বাভিলষিত দ্রব্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন ।

অনুব্যয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইথং বিরিক্তস্ততকর্ম-বীৰ্য্যঃ (বিরিক্তেন ব্রহ্মণা স্ততং কর্ম দেবকার্য্যলক্ষণং বীৰ্য্যং প্রভাবশ্চ যস্য সঃ) অমৃতভুঃ (মৃত্যুজন্মশূন্যঃ) চতুর্ভুজঃ (চত্বারো ভুজাঃ যস্য সঃ) শঙ্খগদাযজচক্রঃ (শঙ্খগদাযজচক্রাণি সন্ত্যস্য ইতি চ) পিঙ্গবাসাঃ (পিঙ্গো পীতে বাসসী যস্য সঃ) নলিনায়তেক্ষণঃ (নলিনে ইব আয়তে দীর্ঘে ঈক্ষণে নেন্ত্রে যস্য সঃ ভগবান্ হরিঃ) অদিত্যাং প্রাদুর্ভব ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ব্রহ্মা এই প্রকারে ভগবানের কর্ম ও বীৰ্য্যসম্বন্ধে স্তব করিলে, জন্মমৃত্যুরহিত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, পীতবসন, পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ শ্রীহরি অদিতির গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশে হরির্ভূত্বা বামনো ব্রহ্মসুহৃৎ ৭ ।

বলৈর্যজ্ঞং গতস্তেন বরান্ ব্রুবিতি ভাষিতঃ ॥ ১০ ॥

অমৃতভুঃ—প্রাকৃতানামিব ন মৃতা ন নাশবতী ভূরূপপ্তির্যস্য সঃ । জন্মকর্ম চ মে দিব্যমিত্যুক্তেঃ । শঙ্খগদাযজচক্র ইত্যর্ণ-আদ্যজন্তম্ । অবিসর্গপাঠে স চাসৌ পিঙ্গবাসাশ্চ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীহরি যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক বামনরূপে বলির যজ্ঞে গমন করিলে, মহারাজ বলি তাঁহাকে অভিলষিত বর গ্রহণের প্রার্থনা করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

‘অমৃত-ভুঃ’—যাঁহার প্রাকৃত জনের ন্যায় বিনাশ-শীল উৎপত্তি নাই । যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্” (৪১৯), আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত বলিয়া নিত্য, এইরূপ

মিনি জানেন, ইত্যাদি। ‘শঙ্খগদাযজ্ঞচক্রঃ’—শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র যাঁহার আছে, তিনি, এখানে অর্শাদি-গণে পঠিত বলিয়া মত্বীয় অচ্ প্রত্যয় হইয়াছে। চক্র এই স্থলে বিসর্গহীন পাঠে, অর্থাৎ ‘শঙ্খগদাযজ্ঞ-চক্রপিশঙ্গবাসাঃ’—এইরূপ সমাস হইলে শঙ্খগদাপদ্ম-চক্র এবং পীতবসন (যাঁহার)—এই হইবে ॥ ১ ॥

শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল-
ত্রিশোল্লসচ্চীবদনাম্বুজঃ পুমান্ ।
শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াজদোল্লসৎ-
কিরীটকাঞ্চীণচারণপুং ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্যামাবদতঃ (শ্যামাশ্চাসৌ অবদাতশ্চ নির্মলশ্চ সং) ঝষরাজকুণ্ডলত্রিশোল্লসচ্চীবদনাম্বুজঃ (ঝষরাজঃ মকরঃ কুণ্ডলয়ো তদাকারয়োঃ ত্রিশা উল্লসন্তী শ্রীবদনাম্বুজে যস্য সং) শ্রীবৎসবক্ষা (শ্রীবৎসঃ বক্ষসি যস্য সং) বলয়াজদোল্লসৎকিরীটকাঞ্চীণচারণপুং (বলয়েঃ অঙ্গদৈশ্চ সহ উল্লসন্তি কিরীটাদানি যস্য সং) পুমান্ (প্রাদূর্বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই পুরুষ শ্যামবর্ণ ও চিন্ময়ত্বহেতু বিশুদ্ধ মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগলের কান্তি-দ্বারা তাহার বদন-কমলে অপূর্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতেছিল এবং বক্ষোদেশে শ্রীবৎস, অঙ্গে বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, মেখলা, সূত্র ও মনোহর নুপুরসকল শোভা পাইতে-ছিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্যামাশ্চাসাবদাতশ্চিন্ময়ত্বেন শুদ্ধশ্চেতি সং । ঝষরাজো মকরঃ বলয়ৈরঙ্গদৈশ্চ সহ উল্লসন্তি কিরীটাদানি যস্য সং ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্যামাবদাতঃ’—তিনি শ্যাম-বর্ণ এবং চিন্ময়ত্বহেতু বিশুদ্ধ । ‘ঝষরাজ’—বলিতে মকর । ‘বলয়াজদ-’ইত্যাদি—বলয় ও অঙ্গদের সহিত উল্লসিত হইতেছে কিরীটাদি যাঁহার, তিনি ॥ ২ ॥

মধুরতব্রাতবিম্বুটয়া স্বয়া
বিরাজিতঃ শ্রীবনমালয়া হরিঃ ।
প্রজাপতের্বেশমতমঃ স্বরোচিষা
বিনাশয়ন্ কণ্ঠনিবিশ্টকৌশুভঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মধুরতব্রাতবিম্বুটয়া (মধুরতানাং ব্রাতেন সৎঘন বিম্বুটয়া নাদিতয়া) স্বয়া (অসাধারণা) শ্রীবনমালয়া (শ্রীমত্যা বনমালয়া) বিরাজিতঃ কণ্ঠনিবিশ্টকৌশুভঃ (কণ্ঠে নিবিশ্টঃ ধূতঃ কৌশুভঃ মণির্যেন সং) স্বরোচিষা (স্বকান্ত্যা) প্রজাপতেঃ (কশ্য-পস্য) বেষ্মতমঃ (গৃহগতং তমঃ) বিনাশয়ন্ (অধনু-দন) হরিঃ (প্রাদূর্বভূবঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীহরির গলদেশে মধুকর-কুলবাহুত, অসাধারণ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট-বনমালায় সুশোভিত, তিনি কণ্ঠে কৌশুভমণি-ধারণপূর্বক প্রজা-পতি কশ্যপের গৃহের অঙ্ককার নাশ করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীমত্যা বনমালয়া বিরাজিতঃ ॥ ৩ ॥
টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শ্রীবনমালয়া’—মনোরম বনমালার দ্বারা বিভূষিত হইয়া শ্রীহরি বিরাজিত ॥ ৩ ॥

দিশঃ প্রসেদুঃ সলিলাশয়াস্তদা
প্রজাঃ প্রহস্তাঃ ঋতবো গুণান্বিতাঃ ।
দৌরন্তরীক্ষং ক্ষিতিরগ্নিজিহ্বা
গাবো দ্বিজাঃ সজ্জহাষুর্নগাশ্চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদা দিশঃ সলিলাশয়াঃ (সলিলানি আশয়াঃ জনানাম্ অন্তঃকরণানি চ) প্রসেদুঃ, (প্রস-ন্নানি নির্মলানি জাতানি,) (অতএব) প্রজাঃ (সর্ব-প্রাণিনঃ) প্রহস্তাঃ (জাতাঃ), ঋতবো গুণান্বিতাঃ (স্বগুণযুক্তাঃ জাতাঃ), দৌঃ, অন্তরীক্ষং, ক্ষিতিঃ, অগ্নিজিহ্বাঃ (দেবাঃ) গাবো, দ্বিজাঃ নগাঃ চ (পর্ব-তাশ্চ) সজ্জহাষুঃ (হর্ষযুক্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে, দিকসকল সলিল এবং লোকের অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছিল । প্রজাগণ আনন্দিত, ঋতুসকল নিজ নিজ গুণে বিভূষিত এবং স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেবগণ, গো-সমূহ, ব্রাহ্মণ-গণ ও পর্বতবৃন্দ হর্ষান্বিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অগ্নিজিহ্বা দেবাঃ, নগাঃ পর্বতাঃ ॥ ৪ ॥
টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অগ্নিজিহ্বাঃ’—অগ্নি জিহ্বা যাঁহাদের, দেবগণ । ‘নগাঃ’—পর্বতগণ (প্রীতিভরে উৎফুল্ল হইয়াছিল) ॥ ৪ ॥

শ্রোগায়াং শ্রবণদ্বাদশ্যাং মুহূর্ত্তেহভিজিতি প্রভুঃ ।

সৰ্বে নক্ষত্রতারায়াশ্চক্রস্তজ্জন্ম দক্ষিণম্ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রবণদ্বাদশ্যাং (শ্রবণদ্বাদশী ভাদ্রপদ-
শুক্রদ্বাদশী প্রসিদ্ধা তস্য) (তত্রাপি) শ্রোগায়াং
(শ্রবণস্থে চন্দ্রে ইত্যর্থঃ) অভিজিতি (শ্রবণস্য প্রথমাংশে
অভিজিতি নক্ষত্রে এবং বিশিষ্টে) মুহূর্ত্তে প্রভুঃ (ভগ-
বান্ প্রাদুর্ভূত্ব) । সৰ্বে নক্ষত্রতারায়াঃ (নক্ষত্রাণি
অগ্নিন্যাদীনি তারাশব্দেন—গ্রহাঃ গুরুশুক্রাদয়স্তে
আদ্যাঃ যেষাং তে সূর্য্যাদয়োহপি সৰ্বে) তজ্জন্ম
(তস্য জন্ম) দক্ষিণম্ (উদারং) চক্রঃ (জন্মমুহূর্ত্তে
গণাবহাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রবণ-দ্বাদশীতে চন্দ্র শ্রবণস্থ হইলে,
অভিজিৎ নক্ষত্রে পরম শুভলগ্নে প্রভু অবতীর্ণ হইয়া-
ছিলেন । সেই সময় সমস্ত নক্ষত্র এবং গ্রহগণ তাঁহার
জন্মবাসরকে প্রশস্ত করিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহার জন্ম-
মুহূর্ত্তে গ্রহনক্ষত্রাদিসকলেই শুভাবহ হইয়াছিল ॥৫॥

বিশ্বনাথ—তৎপ্রাদুর্ভাবসময়মাহ শ্রোগায়ামিতি ।
ভাদ্র-শুক্রদ্বাদশী শ্রবণদ্বাদশীতি প্রসিদ্ধা তস্য তত্রাপি
শ্রোগায়াং শ্রবণস্থে চন্দ্রে ইত্যর্থঃ । তত্রাপি শ্রবণস্য
প্রথমাংশেহভিজিতি নক্ষত্রে তচ্চ শ্রুত্যা দর্শিতম্ ।
অভিজিৎ নাম নক্ষত্রম্ উপরিষ্টাদাষাঢ়ায়াঃ শ্রবণয়া
অধস্তাদিতি । জ্যোতিষেণ চ । উত্তরাষাঢ়াশেষাৰ্দ্ধাৎ
শ্রবণাদৌ লিঙ্গিকা-চতুষ্কে চ অভিজিৎ তৎস্থে খেচরে
বিজ্ঞেয় রোহিণী-বিক্রিতি । মুহূর্ত্তে স্বজন্মোচিত-
শুভমুহূর্ত্ত ইত্যর্থঃ । যদ্বা ; অতি সৰ্ব্বতোভাবেন
জিৎ জয়ো যতঃ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পরমশুভলগ্ন ইত্যর্থঃ ।
জয়লক্ষণমেবাহ সৰ্বে ইতি । নক্ষত্রাণ্যগ্নিন্যাদীনি
তারাশব্দেন—তারাগ্রহা গুরুশুক্রাদয়ঃ তে আদ্যা
যেষাং তে সূর্য্যাদয়োহপি সৰ্বে তজ্জন্ম দক্ষিণমুদারং
চক্রুরিতি গ্রীষ্মামিচরণাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বামনদেবের প্রাদুর্ভাব সময়
বলিতেছেন—‘শ্রোগায়াম্’ ইত্যাদি । ভাদ্রমাসের শুক্র
পক্ষের দ্বাদশী তিথি শ্রবণদ্বাদশী বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই
শ্রবণদ্বাদশী তিথিতে, তাহাতে আবার ‘শ্রোগায়াম্’—
চন্দ্র শ্রবণনক্ষত্রে স্থিত হইলে, এই অর্থ । তাহাতে
আবার ‘অভিজিতি’—শ্রবণের প্রথম অংশে অভিজিৎ
নক্ষত্রে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন । শ্রুতিতেও
দর্শিত হইয়াছে—‘অভিজিৎ নামক নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়ের

উর্দ্ধে শ্রবণার নিম্নে’ ইত্যাদি । জ্যোতিষ শাস্ত্রেও
উক্ত হইয়াছে—উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ চতুর্থাংশে
ও শ্রবণার আদিতে ‘লিঙ্গিকা-চতুষ্কে’, অর্থাৎ প্রথম
চারি দণ্ডে অভিজিৎ নক্ষত্র আকাশে রোহিণীবিদ্ধা
জানিতে হইবে । ‘মুহূর্ত্তে’—ভগবানের জন্মোচিত
শুভ মুহূর্ত্তে, এই অর্থ । অথবা—অভিজিৎ বলিতে
সর্ব্বতোভাবে জয় যাহা হইতে, সেই মুহূর্ত্তে, অর্থাৎ
পরম শুভলগ্নে, এই অর্থ । জন্মই দেখাইতেছেন—
‘সৰ্বে নক্ষত্র-তারায়াঃ’—অগ্নিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল
এবং তারা-শব্দে বৃহস্পতি, শুক্রাদি গ্রহসকল, তাহারা
আদিতে যাহার, সেই সূর্য্যাদি সকলে তাঁহার জন্ম
‘দক্ষিণ’ বলিতে উদার করিয়াছিল (অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র-
গণ সকলেই অনুকূল হইয়া ভগবানের সেই আবি-
র্ভাবকে শুভময় করিয়াছিল)—এইরূপ গ্রীল গ্রীধর
স্বামিপাদের ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥

দ্বাদশ্যাং সবিতাতিষ্ঠমধ্যদিনগতো নৃপ ।

বিজয়া নাম সা প্রোক্তা যস্য জন্ম বিদূহরেঃ ॥৬॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! যস্য দ্বাদশ্যাং হরেঃ
জন্ম বিদুঃ, (তদা চ) মধ্যদিনগতঃ সবিতা (সূর্য্যঃ)
অতিষ্ঠৎ সা (চ) (দ্বাদশী) বিজয়া-নাম প্রোক্তা
(কথিতা) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! যে দ্বাদশীতিথিতে গ্রীহরির
আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে সূর্য্যদেব মধ্যদিন-
গত ছিলেন, পণ্ডিতগণ অবগত আছেন । এই দ্বাদশী
বিজয়া নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহনি মধ্যদিনগতঃ সবিতা যদা-
ভূতদা জন্মেতি শেষঃ । যস্য দ্বাদশ্যাং জন্ম বিদুঃ
সা বিজয়া প্রোক্তা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মধ্যদিনগতঃ’—যে সময়ে
গ্রীহরির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তখন সূর্য্য দিবসের
মধ্যভাগে অবস্থান করিতেছিলেন । ‘যস্য’—যে
দ্বাদশী তিথিতে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা
বিজয়া দ্বাদশী নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্মদগণবানকাঃ ।

চিহ্নবাচিকতুর্ঘ্যাণাং নিঘোষশ্রুতমুলোহন্তবৎ ॥ ৭ ॥

অবয়ঃ—(তদা) শঙ্খদুন্দুভয়ঃ মৃদঙ্গপণবানকাঃ
নেদুঃ (শব্দিতাঃ বভুবুঃ), (তেষাং) চিত্রবাদিক্তূর্যাপাং
তুমুলঃ (মহান্) নির্ঘোষঃ (শব্দঃ) অভবৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শঙ্খ-দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব,
আনক প্রভৃতি বাদ্য ধ্বনিত এবং সেই সকল বিচিত্র
বাদ্যযন্ত্রের তুমুল শব্দ উথিত হইতেছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শঙ্খাদয়ো নৈদুরিতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শঙ্খ-দুন্দুভয়ঃ’—শঙ্খ, দুন্দুভি
প্রভৃতি ধ্বনিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

প্রীতাশ্চাপ্সরসোহনৃত্যন গন্ধর্ব্বপ্রবরা জগুঃ ।

তুণ্টুবুমুনয়ো দেবা মনবঃ পিতরোহগ্নয়ঃ ॥ ৮ ॥

অবয়ঃ—প্রীতাঃ চ অপ্সরসঃ অনৃত্যন, গন্ধর্ব্ব-
প্রবরাঃ জগুঃ, মুনয়ঃ, দেবাঃ, মনবঃ, পিতরঃ, অগ্নয়ঃ
(চ) তুণ্টুবুঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য, গন্ধর্ব্বগণ
গান, এবং মনি, দেব, মনু, পিতৃ এবং অগ্নিসকল
স্তব করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেবা মনব ইত্যাদীনাং কুসুমৈঃ
সমবাকিরমিতি তৃতীয়েনাবয়ঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দেবাঃ মনবঃ’—দেবগণ,
মনুগণ প্রভৃতি নৃত্য গীত স্তুতি-সহযোগে ‘অদিতির
আশ্রমে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন’, এই তৃতীয় (১০ নং)
শ্লোকের সহিত অবয়ব হইবে ॥ ৮ ॥

সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সাক্ষিস্পুরুষকিন্নরাঃ ।

চারুণা যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণা ভূজগোত্তমাঃ ॥ ৯ ॥

গায়ন্তোহতিপ্রশংসন্তো নৃত্যন্তো বিবুধানুগাঃ ।

অদিত্যা আশ্রমপদং কুসুমৈঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

অবয়ঃ—সিদ্ধবিদ্যাধরগণাঃ সাক্ষিস্পুরুষকিন্নরাঃ
চারুণাঃ যক্ষরক্ষাংসি সুপর্ণাঃ ভূজগোত্তমাঃ (এতে)
বিবুধানুগাঃ (দেবানুচরাঃ) গায়ন্তঃ অতি প্রশংসন্তঃ,
নৃত্যন্তঃ (চ) অদিত্যাঃ আশ্রমপদং কুসুমৈঃ (পুষ্পঃ)
সমবাকিরন্ (আচ্ছাদিতবস্তঃ) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিস্পুরুষ,
কিন্নর, চারুণ, যক্ষ, রাক্ষস, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ ভূজগ ও

দেবানুচরগণ গুণগান, প্রশংসা ও নৃত্যসহকারে অদি-
তির আশ্রম পুষ্পবর্ষণে সমাকীর্ণ করিতেছিল ॥ ৯-১০ ॥

দৃষ্টাদিতিস্তং নিজগর্ভসম্ভবং

পরং পুমাংসং মৃদমাপ বিস্মিতা ।

গৃহীতদেহং নিজযোগমায়মা

প্রজাপতিশ্চাহ জয়েতি বিস্মিতঃ ॥ ১১ ॥

অবয়ঃ—অদितिঃ তং পরং পুমাংসং (পুরু-
ষোত্তমং) নিজযোগমায়মা গৃহীতদেহং (গৃহীতঃ দেহঃ
দিব্যবিগ্রহঃ যেন তং) নিজগর্ভসম্ভবং দৃষ্টা বিস্মিতা
(সতী) মৃদং (হর্ষম্) আপ (প্রাপ), প্রজাপতিঃ চ
(কণ্যাপশ্চ তং দৃষ্টা) বিস্মিতঃ (সন্) জয় ইতি আহ
(স্ম) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অদিতিদেবী সেই নিজ যোগমায়মা
দ্বারা গৃহীত কলেবর অর্থাৎ চিহ্নজি-প্রকটিত তনু
পরমপুরুষকে গর্ভসম্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও
হর্ষান্বিত হইলেন । প্রজাপতি কণ্যাপ তাঁহাকে দেখিয়া
বিস্ময়ের সহিত জয়ধ্বনি করিলেন ॥ ১১ ॥

যত্ত্বপুর্ভাতি বিভ্রষণায়ুধৈ-

রব্যাক্তচিহ্ন্যস্তমধারয়ঙ্করিঃ ।

বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ

সম্পশ্যতোদিব্যগতির্যথা নটঃ ॥ ১২ ॥

অবয়ঃ—বিভ্রষণায়ুধৈঃ (বিভ্রষণানি চ আয়ুধানি
চ তৈঃ সহ) যৎ বপুঃ ভাতি, (নিত্যং প্রকাশতে),
হরিঃ অব্যাক্তচিৎ (অব্যাক্তঃ, চিৎস্বরূপঃ) তৎ (এব
বপুঃ) ব্যাক্তম্ অধারয়ৎ (প্রকটিতবান্, পুনঃ) সঃ তেন
এব (বপুষা চ মাতাপিত্রোঃ) সম্পশ্যতোঃ (এব) দিব্য-
গতিঃ (অদ্ভুতচৈষ্টিতঃ) নটঃ যথা (ইব) বামনঃ
(হুস্মাঃ) বটুঃ (ব্রাহ্মণঃ) বভূব ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবানের যে বিগ্রহ, ভূষণ এবং
আয়ুধসকলের সহিত নিত্য প্রকাশমান, সেই অব্যাক্ত-
চিৎস্বরূপ বিগ্রহকেই তিনি ব্যক্তের ন্যায় প্রকাশ
করিয়াছিলেন এবং সেই বিগ্রহে মাতা-পিতার গোচ-
রেই অদ্ভুতচরিত নটের ন্যায় বামন ব্রাহ্মণকুমার
হইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বিতুষণায়ুধৈঃ সহ যদ্বপুর্ভাতি, বর্তমান-নির্দেশেন বপুষো নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতম্ । কিঞ্চ যৎ অব্যক্তং চ চিত্তস্বরূপঞ্চ তদেব ব্যক্তং রূপয়ৈব ব্যক্তীকৃতম্ । অধারয়ৎ নত্বভূতচরমেব তজ্জগ্ৰাহেত্যর্থঃ, পিত্রোঃ সুখার্থমিতি ভাবঃ । তেনৈব ন তু মায়িকেন কেনচিদিত্যর্থঃ । দিব্যা দুর্গমাঃ সত্য্য গত্যশ্চেষ্টা যস্য তথাভূতো মহামোগেশ্বরো নটঃ স হি স্ব-স্বরূপতঃ পৃথগ্ভূতং স্বরূপং কুর্কষ্যপাপৃথগ্ভূতমেব করোতি, তথৈব হরিস্তেন চিন্ময়বপুষৈব বপূর্বভূবেত্যর্থঃ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিতুষণায়ুধৈঃ’—বিতুষণ ও অস্ত্রসহযোগে যে মূর্তি ‘ভাতি’—প্রকাশ পাইতেছে, এখানে বর্তমান প্রয়োগের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব ব্যঞ্জিত হইল । আরও, যাহা অব্যক্ত এবং চিত্তস্বরূপ, তাহাই রূপাপূর্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন । ‘অধারয়ৎ’—ধারণ (প্রকটিত) করিলেন, কিন্তু যাহা ছিল না, সেরূপ কোন বিগ্রহ গ্রহণ করেন নাই, এই অর্থ । ‘পিত্রোঃ’—মাতাপিতার সুখসম্পাদনের নিমিত্ত, এই ভাব । ‘তেনৈব’—সেই নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহের দ্বারাই, কিন্তু কোন মায়িক মূর্তির দ্বারা নহে—এই অর্থ । ‘দিব্যগতিঃ’—দুর্গম নিত্য গতিসকল, অর্থাৎ পরম বিস্মাপক হস্ত-কর-পাদাদির চেষ্টাসমূহ যাঁহার, তথাভূত মহামোগেশ্বর নটের ন্যায়, অর্থাৎ নট যেমন নিজ স্বরূপ হইতে পৃথক্ভূত স্বরূপ প্রকাশ করিলেও, নিজে অভিন্ন থাকিয়াই ঐরূপ করে, তদ্রূপ শ্রীহরি সেই চিন্ময় মূর্তির দ্বারাই বামনাকৃতি বপু হইয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

তং বটুং বামনং দৃষ্ট্বা মোদমানা মহর্ষয়ঃ ।

কর্মাণি কারয়ামাসুঃ পুরঙ্কৃত্য প্রজাপতিম্ ॥ ১৩ ॥

অবয়বঃ—মহর্ষয়ঃ তং (উগবন্তং) বামনং বটুং দৃষ্ট্বা মোদমানাঃ (সংহাস্যন্তঃ সন্তঃ), প্রজাপতিং (কশ্যপং) পুরঙ্কৃত্য কর্মাণি (জাতকর্মাণীনি) কারয়ামাসুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণ সেই বামন ব্রাহ্মণকুমারের সম্মুখীন হইয়া কশ্যপকে অগ্রবর্তী করিয়া তাঁহার জাতকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কর্মাণি চুড়োপনয়নাদীনি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কর্মাণি’—চুড়া, উপনয়নাদি জাতকর্মসমূহ (মহর্ষিগণ কশ্যপকে অগ্রবর্তী করিয়া সম্পাদন করাইয়াছিলেন ।) ॥ ১৩ ॥

তস্যোপনয়মানস্য সাবিদ্রীং সবিতারবীৎ ।

বৃহস্পতিব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোহদদাৎ ॥ ১৪ ॥

অবয়বঃ—উপনয়মানস্য (উপনয়নে সৎক্রিয়-মানস্য) তস্য (বামনস্য) সবিতা (সূর্য্যঃ) সাবিদ্রীম্ অত্রবীৎ (উপদিষ্টবান্) । বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মসূত্রং, (যজোপবীতং) কশ্যপঃ মেখলাং (কটিসূত্রঞ্চ) অদদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই বামনদেবের উপনয়নকালে স্বয়ং সূর্য্যদেব সাবিদ্রী উপদেশ করিয়াছিলেন এবং বৃহস্পতি যজসূত্র ও কশ্যপ মেখলা প্রদান করিয়াছিলেন ॥১৪॥

দদৌ কৃষ্ণাজিনং ভূমিদণ্ডং সোমো বনস্পতিঃ ।

কৌপীনাচ্ছাদনং মাতা দ্যৌঃছত্রং জগতঃ পতেঃ ॥১৫

অবয়বঃ—ভূমিঃ কৃষ্ণাজিনং, (মৃগচর্ম্ম) বনস্পতিঃ (বনানাং পতিঃ) সোমঃ দণ্ডং, মাতা (অদितिঃ) কৌপীনাচ্ছাদনং (চ) দ্যৌঃ (স্বর্গং) জগতঃ পতেঃ ছত্রং (চ) দদৌ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোমদণ্ড, মাতা অদিতিদেবী কৌপীনবসন, এবং স্বর্গ জগৎ-পতিকে ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

কমণ্ডলুং বেদগর্ভঃ কুশান্ সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ।

অক্ষমালাং মহারাজ সরস্বত্যাব্যায়ান্নং ॥ ১৬ ॥

অবয়বঃ—(হে) মহারাজ ! বেদগর্ভঃ (ব্রহ্মা) অব্যায়ান্নং (অপক্ষয়াদিরহিতস্বরূপস্য) কমণ্ডলুং (দদৌ), সপ্তর্ষয়ঃ কুশান্ দদুঃ, সরস্বতী অক্ষমালাং (দদৌ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ! ব্রহ্মা সেই অব্যয় মহা-পুরুষকে কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ এবং সরস্বতী অক্ষমালা প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

তস্মা ইতুপনীতায় যক্ষরাট্ পাত্ৰিকামদাৎ ।

ভিক্ষাং ভগবতী সাক্ষাদুন্মাদাদম্বিকা সতী ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—ইতি (এবম্) উপনীতায় তস্মৈ (বামনায়) যক্ষরাট্ (কুবেরঃ) পাত্ৰিকাং (ভিক্ষাপাত্ৰম্) অদাৎ, সাক্ষাৎ ভগবতী অম্বিকা (জগতঃ মাতা) সতী উমা (ভবানী) ভিক্ষাম্ অদাৎ (দদৌ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—কুবের এবম্প্রকারে উপনীত সেই বামনদেবকে ভিক্ষাপাত্ৰ এবং সাক্ষাদ্ ভগবতী জগন্মাতা ভবানীদেবী তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পাত্ৰিকাং ভিক্ষাপাত্ৰম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পাত্ৰিকাং’—ভিক্ষাপাত্ৰ (কুবের দান করিলেন ।) ॥ ১৭ ॥

স ব্রহ্মবৰ্চসেনেবং সভাং সম্ভাবিতো বটুঃ ।

ব্রহ্মষিগণসংজুষ্টিমত্যরোচত মারিষঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এবং সম্ভাবিতঃ (সংকৃতঃ) মারিষঃ (শ্রেষ্ঠঃ) সঃ বটুঃ (বামনঃ) ব্রহ্মবৰ্চসেন (স্বতেজসা) ব্রহ্মষিগণসংজুষ্টিং (তাং) সভাম্ অতি (অতিক্রম্য) অরোচত (অশোভত) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই পূজনীয় বামনদেব এইরূপে সংকৃত হইয়া স্বকীয় ব্রহ্মতেজে ব্রহ্মষিবৃন্দ-সমন্বিত সেই সভাকে অতিক্রমপূর্বক শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মবৰ্চসেন ব্রহ্মতেজসা সংভাবিতঃ কল্পিতসংভাবনঃ । ব্রহ্মচারিভ্বেন প্রত্যাশ্বিত ইত্যর্থঃ । অতিক্রম্যারোচত মারিষঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রহ্মবৰ্চসেন সম্ভাবিতঃ’—ব্রহ্মতেজের দ্বারা সংস্কার করা হইলে বামনদেবকে ব্রহ্মচারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই অর্থ । ‘অত্যরোচত’—সেই শ্রেষ্ঠ বামন বটু স্বীয় ব্রহ্মতেজের দ্বারা ব্রহ্মষিগণ সেবিত সেই সভাকে অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

সমিদ্ধমাহিতং বহিঃ কৃত্বা পরিসমুহনম্ ।

পরিস্তীৰ্য্য সমভ্যর্চ্য সমিদ্ধিরজুহোদ্ভিজঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(সঃ) দ্বিজঃ (বামনঃ) সমিদ্ধং (প্রজ্জলিতম্) আহিতং (স্থাপিতম্) বহিঃ (উপনয়নাগ্নিঃ) পরিসমুহনম্ (ঋজুং) কৃত্বা পরিস্তীৰ্য্য (প্রসার্য্য) সমভ্যর্চ্য (সম্যক্ অভ্যর্চ্য) সমিদ্ধিঃ (হবনসাধনৈঃ) অজুহোৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সেই বামনদেব প্রজ্জলিত যজ্ঞীয় অনলকে ঋজুভাবে বিস্তার এবং অর্চনা করিয়া উহাতে সমিদ্ধারা হোম করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রুত্বাশ্বমেধৈর্যজমানমুজ্জিতং

বলিং ভৃগুণামুপকল্পিতৈস্ততঃ ।

জগাম তত্রাখিলসারসজুতো

ভারেণ গাং সন্নময়ন্ পদে পদে ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অখিলসারসজুতঃ (অখিলৈঃ সারৈঃ) বিবেকধৈর্য্যপাণ্ডিত্যাদিভিঃ সজুতঃ পূর্ণঃ বামনঃ) ভৃগুণাম্ উপকল্পিতৈঃ (ভৃগুভিঃ উপকল্পিতৈঃ প্রবর্তিতৈঃ) অশ্বমেধৈঃ উজ্জিতং (সমৃদ্ধং) যজমানং (যজন্তং) বলিং শ্রুত্বা ততঃ (স্থানাৎ) ভারেণ পদে পদে (প্রতিপদে) গাং (পৃথিবীং) সন্নময়ন্ (নম্রাং কুবর্নং) তত্র (বলিসমীপং) জগাম (গতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রবর্তিত অশ্বমেধযজ্ঞের যজমান সমৃদ্ধিশালী বলির কথা শ্রবণ করিয়া নিখিল-গুণ-পরিপূর্ণ বামনদেব রূপা-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির গরিমায় প্রতি পাদবিক্ষেপে পৃথিবীকে অবনত করিতে করিতে বলিরাজ সমীপে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ভৃগুণামুপকল্পিতৈঃ ভৃগুভিঃ সংপাদিতৈঃ, অখিলৈঃ সারৈঃ বিবেকধৈর্য্যপাণ্ডিত্যাদিভিঃ সংজুতঃ পূর্ণঃ । ভারেণ কৃপৈশ্বর্য্যাদি গরিম্না গাং পৃথ্বীং সম্যভ্ৰমম্ভারং কারয়ন্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভৃগুণাম্ উপকল্পিতৈঃ’—ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রবর্তিত (অশ্বমেধ যজ্ঞ-সমূহ দ্বারা যজমান বলি অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া), ‘অখিলসার-সজুতঃ’—বিবেক, ধৈর্য্য, পাণ্ডিত্যাদি সকল প্রকার বলরাশির দ্বারা পরিপূর্ণ বামনদেব । ‘ভারেণ’—রূপা, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির গরিমায়, ‘গাং সন্নময়ন্’—পৃথিবীকে সম্যক্রূপে নমস্কার

করাইয়া (অর্থাৎ প্রতিপদক্ষেপে ভূমিতল অব-
নত করিয়া বলির যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিলেন ।) ॥ ২০

তং নশ্বদায়াস্তট উত্তরে বলে-

যে ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজকে ।

প্রবর্তয়ন্তো ভৃগবঃ ক্রতুতমম্ ।

ব্যচক্ষতারাদুদিতং যথা রবিম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—নশ্বদায়াঃ (নদ্যাঃ) উত্তরে তটে ভৃগু-
কচ্ছসংজকে (ক্ষেত্রে) ক্রতুতমং (যজ্ঞশ্রেষ্ঠং) প্রবর্তয়ন্তঃ
বলেঃ ঋত্বিজঃ যে ভৃগবঃ (আসন্), তে তং (বামনম্)
আরাৎ (সমীপে এব) উদিতং রবিং যথা (সূর্য্যমিব)
(অতিতেজস্বিনং) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—নশ্বদানদীর উত্তরতীরে ভৃগুকচ্ছনামক
ক্ষেত্রে বলির যজ্ঞকর্ম্মরত পুরোহিত ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ-
গণ বামনদেবকে সমীপে উদিত সূর্য্যের ন্যায় অতি
তেজস্বী দর্শন করিলেন ॥ ২১ ॥

তে ঋত্বিজো যজমানঃ সদস্যা

হতত্বিষো বামনতেজসা নৃপ ।

সূর্য্যঃ কিলান্নাত্যুত বা বিভাবসুঃ

সনৎকুমারোহথ দিদৃক্ষ্যা ক্রতোঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বামনতেজসা (বামনস্য
তেজসা) হতত্বিষঃ (অপহাতঃ তেজস্কাঃ) তে ঋত্বিজঃ
যজমানঃ (বলিশ্চ) সদস্যাঃ (সভাস্থাশ্চ সর্ব্বে) ক্রতোঃ
(যজ্ঞস্য) দিদৃক্ষ্যা (দ্রষ্টুমিচ্ছ্যা) সূর্য্যঃ কিল আয়াতি,
উত বা (অথবা) বিভাবসুঃ (অগ্নিঃ আয়াতি), অথ
(অথবা) সনৎকুমারঃ (আয়াতি ইতি ব্যতর্কয়ন্) ॥ ২২

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তৎকালে বামনদেবের
তেজোবলে হতপ্রভ ঋত্বিক্গণ যজমান বলি এবং
সভাসদৃগণ এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে,
যজ্ঞদর্শনাভিলাষে স্বয়ং সূর্য্য অথবা অগ্নি কিম্বা সনৎ-
কুমার সমাগত হইলেন কি ? ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তং ঋত্বিগাদয়ঃ এবং ব্যতর্কয়ন্তি
শেষঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঋত্বিজঃ’—ঋত্বিক্ প্রভৃতি
সকলে তাঁহাকে এইরূপে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ২২

ইথং শশিষ্যোষু ভৃগুশ্ববনেকধা

বিতর্ক্যমাণো ভৃগবান্ স বামনঃ ।

ছত্রং সদগুং সজলং কমণ্ডলুং

বিবেশ বিদ্রক্ষ্যমেধবাটম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শশিষ্যোষু (শশিষ্যোঃ) ভৃগুশু (ভৃগুভিঃ) ই-
থম্ অনেকধা বিতর্ক্যমাণঃ (বিচার্য্যমাণঃ) সঃ ভৃগু-
বান্ বামনঃ সদগুং ছত্রং সজলং (জলপূর্ণং) কমণ্ডলুং
(চ) বিদ্রং (ধারণং), হ্রয়মেধবাটম্ (অশ্বমেধমণ্ডপং)
বিবেশ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শিষ্যসহ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এবদ্বিধ
নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এই অবসরে
ভৃগবান্ বামনদেব দণ্ড, ছত্র এবং সজল কমণ্ডলু-
ধারণপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন
॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইথমিতি যথা ঋত্বিগাদয়ো ব্যতর্কয়ন্
ইথং ভৃগুশু ভৃগুভিরপি বিতর্ক্যমাণঃ । হ্রয়মেধবাটম্
অশ্বমেধমণ্ডপম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইথম্’—যেদ্বয় ঋত্বিক্
প্রভৃতি বিতর্ক করিতেছিলেন, এইরূপ ভৃগুবংশীয়
ব্রাহ্মণগণও বিতর্ক করিতে থাকিলে, ‘হ্রয়মেধবাটম্’
—অশ্বমেধ যজ্ঞের মণ্ডপে (বামনদেব প্রবেশ করি-
লেন ।) ॥ ২৩ ॥

মৌজ্যা মেখলয়া বীতমূপবীতাজিনোত্তরম্ ।

জটিলং বামনং বিপ্রং মায়ামাণবকং হরিম্ ॥ ২৪ ॥

প্রবিষ্টং বীক্ষ্য ভৃগবঃ শশিষ্যাস্তে সহাগ্নিভিঃ ।

প্রত্যগৃহ্ণন্ সমুখায় সত্বিক্গুস্তস্য তেজসা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—মৌজ্যা (মুজনির্গিতয়া) মেখলয়া বীতং
(নিবদ্ধকটিম্) উপবীতাজিনোত্তরম্ (উপবীতাজিনম্
উপবীতবদ্ধতমজিনমেব উত্তরম্ উত্তরীয়ং যস্য তং)
জটিলং (জটীধারণং) মায়ামাণবকং (মায়ায়া স্বরূপে-
ণৈব মাণবকং ধৃতব্রহ্মচারিবিগ্রহং) বামনং (হুস্তাঙ্গং)
বিপ্রং হরিং (যজ্ঞবাটে) প্রবিষ্টং বীক্ষ্য তস্য (বামনস্য)
তেজসা অগ্নিভিঃ সহ সত্বিক্গুস্তাঃ (অতিভূতাঃ) তে
শশিষ্যঃ ভৃগবঃ সমুখায় প্রত্যগৃহ্ণন্ (যথোচিত-
বিনয়-নমস্কারাসনার্যাদিনা সৎকৃতবস্তঃ) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহার কটিদেশ মৌজীমেখলা দ্বারা

নিবদ্ধ ছিল। তিনি উপবীতাকারে অজিনোত্তরীয় ধারণ করিয়াছিলেন। এবদ্বিধ জটাকারী স্বরূপত ব্রহ্মচারী বিপ্ররূপী শ্রীহরিকে যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদীয় তেজপ্রভাবে অগ্নির সহিত সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ - বীতং যুক্তং, উপবীতবদ্ধতমজিনমেব উত্তরমুত্তরীয়ং যস্য তম্। মায়য়া স্বরূপগৈব মাণবকং বালম্। 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়্যাখ্যা যুক্ত' ইতি শ্রুতেঃ, প্রত্যগুহন্ যথাবিধিনতিবিনয়্যার্থাদিদানেন সম্মানয়্যামাসুঃ। 'প্রতিগ্রহঃ স্বীকরণে সৈন্যপৃষ্ঠে পতঙ্গ্রহে। দ্বিজেন্ডো বিধিবদ্ভেদে' ইতি মেদিনী ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বীতং'—যাঁহার কটিদেশ মুঞ্জারচিত মেখলার দ্বারা যুক্ত (বেষ্টিত) ছিল, তাঁহাকে। 'উপবীতাজিনোত্তরম্'—উপবীতের ন্যায় ধৃত অজিনই উত্তরীয় যাঁহার, তাঁহাকে (অর্থাৎ যিনি অজিনরূপ উত্তরীয়ধারী)। 'মায়্যা-মাণবকং'—যিনি স্বরূপতঃই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণবালক, তাঁহাকে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—স্বরূপভূত নিত্যশক্তি মায়্যার দ্বারা তিনি যুক্ত (অর্থাৎ মায়্যা তাঁহার স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি)। 'প্রত্যগুহন্'—যথোচিত নমস্কার, বিনয়প্রদর্শন ও অর্থ্যাদি প্রদানের দ্বারা সম্মাননা করিয়াছিলেন (অর্থাৎ অগ্নিসহ সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বামনদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন)। মেদিনীকোষে উক্ত আছে—'প্রতিগ্রহ শব্দে অঙ্গীকার করা, সৈন্যের পশ্চাৎগ, গ্রহাদির পতন এবং ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্বক দান বুঝায়' ॥ ২৪-২৫ ॥

যজমানঃ প্রমুদিতো দর্শনীয়ং মনোরমম্।

রূপানুরূপাবয়বং তস্মা আসনমাহরং ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—যজমানঃ (বলিঃ) দর্শনীয়ং মনোরমং (সুন্দরং) রূপানুরূপাবয়বং (রূপস্য অনুরূপাঃ অবয়বঃ) করচরণাদয়ঃ যস্য তৎ দৃষ্টা। প্রমুদিতঃ (সন্তুষ্টঃ সন্) তস্মৈ আসনম্ আহরং (সমপিতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যজমান বলিও পরমসুন্দর মনোরম

এবং শ্রীরাপের অনুরূপ কর-চরণাদি অবয়বভূষিত বামনদেবকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥

স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ পাদৌ ভগবতো বলিঃ।

অবনিজ্যার্চয়ামাস মুক্তসঙ্গমনোরমম্ ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—অথ বলিঃ মুক্তসঙ্গমনোরমং (মুক্তসঙ্গানাম্ আচার্য্যামাণং মনোরমময়তীতি তৎ চ বামনং) স্বাগতেন (স্বাগতম্ ইতি বচনেন) অভিনন্দ্য (তস্য) ভগবতঃ পাদৌ অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) (তম্) অর্চয়ামাস (পূজিতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মহারাজ বলি আচার্য্যাম পুরুষগণের হৃদয়ানন্দপ্রদ সেই মহাপুরুষকে স্বাগতবচনে অভিনন্দিত করিয়া, ভগবানের পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক তদীয় অর্চনা করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তসঙ্গানামাচার্য্যামাণং মনোরমময়তীতি তম্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্তসঙ্গ-মনোরমং'—সমস্ত বিষয় হইতে বিরক্ত আচার্য্যাম মুনিগণের মনে যিনি ক্রীড়া করেন, সেই বামনদেবকে (মহারাজ বলি পাদপ্রক্ষালনপূর্বক পূজা করিলেন) ॥ ২৭ ॥

তৎপাদশৌচং জনককম্বাপহং

স ধর্ম্মবিশ্বক্কুদধাৎ সুমঙ্গলম্।

যদেবদেবো গিরিশচন্দ্রমৌলি-

দধার মুক্খাং পরয়া চ ভক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—দেবদেবঃ (দেবানাং দেবঃ) চন্দ্রমৌলিঃ গিরিশঃ চ (মহাদেবঃ) পরয়া ভক্ত্যা যৎ (গজারূপং পাদশৌচং) মুক্খাং দধার (ধৃতবান্), ধর্ম্মবিৎ সঃ (বলিরপি) কুলককম্বাপহং (সর্বকুলপাপহরং) সুমঙ্গলং (সর্বশুভপ্রদং) তৎপাদশৌচং (হরেঃ পাদপ্রক্ষালনজলং) মুক্তি (মুক্তকে) অদধাৎ (ধারণামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দেবদেব চন্দ্রচূড় মহাদেব পরম ভক্তি-সহকারে, যে চরণোদক মস্তকদ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজ বলিরাজও সমস্তকুলের পাপবিনাশক,

সর্বশুভদায়ক সেই পাদপ্রক্ষালনবারি মন্তকে ধারণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রমৌলিলাটে ধৃতচন্দ্রোহপি মুক্কা চন্দ্রস্যাপ্যপরি দধার ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গবাদ—‘চন্দ্রমৌলিঃ’—মহাদেব, ললাটে ধৃতচন্দ্র হইলেও নিজ মন্তকদ্বারা চন্দ্রেরও উপরে যে পাদোদক (গঙ্গারূপে) ধারণ করিয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

শ্রীবলিরূবাচ—

স্বাগতং তে নমস্তুভ্যং ব্রহ্মন্ কিং করবাম তে ।
ব্রহ্মষীণং তপঃ সাক্ষান্মন্যে ত্বাৰ্য্য বপুর্ধরম্ ॥ ২৯ ॥

অবয়বঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ (হে) আৰ্য্য ! তে (তব) স্বাগতং (সুস্টু আগমনম্ অতঃ) তুভ্যং নমঃ । তে (তব) কিং (কার্য্যং) করবাম, (বয়মিতি) ত্বা (ত্বাং) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষং) বপুর্ধরং (মুক্তিধারি) ব্রহ্মষীণং তপঃ (অহং) মন্যে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলিরাজ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত ? আপনাকে প্রণাম করিতেছি । আমরা আপনার কি কার্য্য করিব তাহা বলুন । আমার মনে হইতেছে যে, আপনি ব্রহ্মষিগণের সাক্ষাৎ মুক্তিমান্ তপঃস্বরূপ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বা ত্বাং বপুর্ধরং মুক্তিমান্ তপঃস্বরূপ এব মন্যে সাক্ষান্ প্রত্যক্ষীভূতম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গবাদ—‘ত্বা বপুর্ধরং তপঃ’—আপনাকে মুক্তিমান্ তপস্যারূপ মনে করিতেছি, অর্থাৎ ঐ রূপেই আপনি আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

অদ্য নঃ পিতরশুভা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্ ।

অদ্য স্থিষ্টঃ ক্লতুরয়ং যন্তবানাগতো গৃহান্ ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—যৎ (যস্মাৎ) ভবান্ গৃহান্ (মম অলিয়ান্) আগতঃ (অতঃ) অদ্য নঃ (অস্মাকং) পিতরঃ তৃপ্তাঃ, (তথা) অদ্য নঃ (অস্মাকং) কুলং পাবিতং (পবিত্রং জাতম্), অদ্য অয়ম্ (অনুষ্ঠীয়মানঃ) ক্লতুঃ স্থিষ্টঃ (যথাবদনুষ্ঠিতঃ জাতঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যেহেতু আপনি আমার গৃহে উপস্থিত

হইয়াছেন, তাহাতেই অদ্য আমার পিতৃগৃহ পরিতৃপ্ত, বংশপবিত্র এবং এই যজ্ঞানুষ্ঠান যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

অদ্যগ্নয়ো মে সুহতা যথাবিধি

দ্বিজাঅজ ত্বেচরণাবনেজৈঃ ।

হতাংহসো বাভিরিয়ঞ্চ ভূরহো

তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈশ্চ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—(হে) দ্বিজাঅজ ! (ব্রাহ্মণতনয়ঃ,) ত্বেচরণাবনেজৈঃ (তব চরণপ্রক্ষালনোপযুক্তৈঃ) বাভিঃ (জলৈঃ) হতাংহসঃ (হতম্ অংহঃ পাপং যস্য তস্য) মে (মম) অগ্নয়ঃ অদ্য যথাবিধি (শাস্ত্রবিহিত-প্রকারেণ) সুহতাঃ (জাতাঃ), তথা অহো ! ইয়ং ভূঃ চ তনুভিঃ (সূক্ষ্মৈঃ) তব পদৈঃ পুনীতা (পবিত্রীকৃতা) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজাঅজ ! আপনার চরণপ্রক্ষালনবারি দ্বারা হতপাপ আমার অদ্য অগ্নিসকল যথাবিধি হত হইয়াছে এবং এই পৃথিবীও আপনার ক্ষুদ্র চরণস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বেচরণাবনেজৈর্বাভিঃ, পদৈশ্চরণ-চিহ্নৈরিয়ং ভূঃ পুনীতা পবিত্রীকৃতা আৰ্যঃ প্রয়োগঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি সারার্থদশিন্যাং হসিগ্যাং ভক্ত্যচেতসাম্ ।

অষ্টমেহস্টাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তির্কুর-কৃতা শ্রীভাগবতা-
ষ্টমস্কন্ধেহস্টাদশাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী

টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গবাদ—‘ত্বেচরণাবনেজৈঃ বাভিঃ’—

আপনার পাদপ্রক্ষালন জলদ্বারা (আমার পাপসমূহ দূরীভূত হইয়াছে) । ‘পদৈঃ’—আপনার চরণচিহ্নের দ্বারা এই পৃথিবী পবিত্রীকৃতা হইয়াছে । ‘ভূঃ পুনীতা’—এখানে আত্মনেপদী প্রয়োগ আৰ্য ॥ ৩১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদশিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জনসম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারার্থদশিনী টীকার বঙ্গবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৮ ॥

যদ্যদ্বটৌ বাঞ্ছতি তৎ প্রতীচ্ছ মে
 ত্বামাখিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে ।
 গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধাম মৃষ্টং
 তথামপেয়মূত বা বিপ্রকন্যাম্ ।
 গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা
 রথাংস্তথাহঁতম সম্প্রতীচ্ছ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
 হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টম-
 স্কন্ধে বলি-বামনসংবাদো-
 নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—(হে) বটৌ ! (হে) বিপ্রসুত । ত্বাম্
 অখিনং (যাচিতারম্) অনুতর্কয়ে, (আলক্ষ্যে অতঃ)
 যৎ যৎ বাঞ্ছসি (কাময়সে), তৎ মে (মতঃ) প্রতীচ্ছ,
 (প্রতিগৃহাণ) (অতঃ) (হে) অহঁতম্ ! গাং, (ধেনুং)
 কাঞ্চনং, (সুবর্ণং) গুণবৎ (যথেষ্টভোগোপকরণবৎ)
 ধাম (গৃহং) তথা মৃষ্টং (স্বাদু) অন্নপেয়ম্ উত বা
 (অথবা) বিপ্রকন্যাং, সমৃদ্ধান্ গ্রামান্, তুরগান্ (অশ্বান্),
 গজান্ তথা রথান্ বা সম্প্রতীচ্ছ (গৃহাণ) ॥ ৩২ ॥
 ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্তমস্কন্ধেহষ্টাদশোহধ্যায়স্যাবয়বঃ ।



উনবিংশোহধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বৈরোচনের্বাক্য ধর্ম্মযুক্তং সুনুতম্ ।

নিশম্য ভগবান্ প্রীতঃ প্রতিনন্দ্যদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

উনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বলির নিকট বামনদেবের ত্রিপাদ-
 ভূমিষাচ্ঞা, দানার্থ বলির প্রতিশ্রুতি এবং গুন্ডা-
 চার্য্যের তন্নিবারণ বর্ণিত হইয়াছে ।

মহারাজ বলি যাচক-ব্রাহ্মণবোধে ভগবান্
 বামনদেবকে ধনরত্নাদি তদভীষ্ট-দ্রব্য প্রার্থনা করিতে
 বলিলে, ভগবান্ বলির এবং তদ্বংশে আবির্ভূত
 হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যাকশিপুর বীর্ম্য, বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধ

অনুবাদ—হে বিপ্রনন্দন ! আপনাকে যাচক
 বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা
 তাহাই আমার নিকট গ্রহণ করুন । হে পূজ্যতম !
 গো, সুবর্ণ, যথেষ্ট উপকরণযুক্ত গৃহ, স্বাদু অন্নপানাদি
 অথবা ব্রাহ্মণকন্যা, সমৃদ্ধ, গ্রাম, অশ্ব, গজ এবং রথ
 যাহা আপনার অভিলষিত তাহাই গ্রহণ করুন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ের
 অনুবাদ সমাপ্ত ।

মধঃ—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
 শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যোহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের
 তথ্য সমাপ্ত ।

বিরতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের
 বিরতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের
 গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিপাদভূমি
 প্রার্থনা করিলেন । বলি ভগবানের প্রার্থিত ত্রিপাদ-
 ভূমি অকিঞ্চিৎকরবোধে প্রদান করিতে অঙ্গীকার
 করিলেন কিন্তু গুন্ডাচার্য্য বামনদেবকে দেববন্ধু বিষ্ণু
 জানিতে পারিয়া প্রার্থিত-বিষয় দান করিতে বলিকে
 নিষেধ এবং প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গজনিত নরকপতনভয়-
 অপনোদনার্থ তাঁহার নিকট বশীকরণ, পরিহাস,
 বিবাহ, বিপদ, পরোপকার প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাবাক্য-
 প্রয়োগের নির্দোষত্ব বর্ণন করিলেন । এই প্রসঙ্গেই
 অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অবয়বঃ—শ্রীশুক উবাচ,— ভগবান্ বৈরোচনেঃ
 (বলেঃ) ইতি (উক্তবিধং) সুনুতং (মথার্থং প্রিয়ং)
 ধর্ম্মযুক্তং (নীতিসম্মতং) বাক্যং নিশম্য (শ্রুত্বা) সঃ

(ভগবান্) প্রীতঃ, (সন্ তং) প্রতিমন্দ্য (প্রতিপ্লাঘ্য)
ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) অব্রবীৎ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ভগবান্ বামন-
দেব বলির এবস্থিধ যথার্থ ধর্মযুক্ত-বাক্যশ্রবণে প্রীত
হইয়া প্রশংসাপূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পদব্রজমিতাং ভূমিং বিষ্ণুনা প্রাথিতং বলিম্ ।

দিৎসন্তমস্টৈম গুরুস্ত ন্যায়োৎসীদূনবিংশকে ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিষ্ণু কর্তৃক প্রাথিত পাদব্রজ-
পরিমিত ভূমি দান করিতে অভিলাষী বলিকে গুরু-
চার্য্য নিষেধ করিলেন—ইহা এই উনবিংশ অধ্যায়ে
বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বচন্তবৈতজ্জনদেব সুনুতং

কুলোচিতং ধর্মযুতং যশস্করম্ ।

যস্য প্রমাণং ভূগবঃ সাম্পরায়ে

পিতামহং কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(দাতুঃ স্তুতিঃ স্বয়ং
তুষ্টিরিতিয়াদি প্রস্ততোচিতং, বস্তব্যমিতি ভিক্ষুংস্ত
শিক্ষয়ন্মাহ—বামনঃ) (হে) জনদেব ! যস্য (তব
ঐহিকব্যবহারে) ভূগবঃ (গুরুদয়ঃ) প্রমাণং সাম্প-
রায়ে (পারলৌকিকে ধর্ম্মে চ) কুলবৃদ্ধঃ প্রশান্তঃ পিতা-
মহঃ (প্রহ্লাদাশ্চ প্রমাণং তস্য) তব এতৎ বচঃ সুনুতং
(সত্যং) ধর্ম্মযুতং কুলোচিতং (কুলস্য যোগ্যং) যশ-
স্করং (যশো বিস্তারকঞ্চ ভবতি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজন্ !
তোমার ঐহিকব্যবহারে ভূগুণ এবং পারলৌকিক
ধর্ম্ম কুলবৃদ্ধ শান্তপ্রকৃতি পিতামহ প্রহ্লাদ উপদেশ-
কর্ত্তা বর্ত্তমান । তোমার এবস্থিধ বাক্য সত্য, ধর্ম্ম-
যুক্ত, কুলোচিত এবং যশস্করই হইয়াছে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—দাতুঃ স্তুতিং স্বল্পযাচঞাং সন্তোষ-
ব্যঞ্জনাং ধৃতিম্ । ভিক্ষুন্ বহুতরং লিপ্সুন্ শিক্ষয়ন্মাহ
বামনঃ ॥ বচ ইতি ষোড়শতিঃ । যস্য তব ঐহিকে ধর্ম্মে
ভূগবঃ প্রমাণম্ । সাম্পরায়ে পারলৌকিকে পিতামহঃ
প্রহ্লাদঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দাতার স্তুতি, সন্তোষজনক

অত্যন্ত প্রার্থনা এবং ধৈর্য্য, বহুশী ভিক্ষুদিগকে শিক্ষা
প্রদানের নিমিত্ত বামনদেব ‘বচঃ’ ইত্যাদি ষোলটি
শ্লোক বলিতেছেন । ‘যস্য’—যে তোমার ঐহিক
ধর্ম্মবিষয়ে ভূগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রমাণস্বরূপ । ‘সাম্প-
রায়ে’—পারলৌকিক ধর্ম্মে পিতামহ প্রহ্লাদ প্রমাণ-
স্বরূপ (অর্থাৎ তাঁহাদের নির্দেশেই সাধারণ ঐহিক ও
পারলৌকিক ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ তোমার
এইরূপ বাক্য যথার্থই হইয়াছে ।) ॥ ২ ॥

ন হ্যোতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্নিসত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমান্ ।

প্রত্যাখ্যাতা প্রতিশ্রুত্যা যো বাহদাতা দ্বিজাতয়ে ॥৩॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ কুলে (ত্বদীয়ে বংশে এতা-
দৃশঃ) কশ্চিৎ নিঃসত্ত্বঃ (ক্ষুদ্রমনাঃ) কৃপণঃ পুমান্
হি (উৎপন্নঃ যঃ) দ্বিজাতয়ে (যাচকায় ব্রাহ্মণায়)
প্রত্যাখ্যাতা (ন দদামীতি বক্তা) যঃ বা প্রতিশ্রুত্যা
(দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞায়) অদাতা (ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তোমার এই বংশে এ পর্য্যন্ত এইরূপ
নীচমনা বা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি
যাচকব্রাহ্মণের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কিম্বা প্রতিশ্রুত
হইয়া দান করেন নাই ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিঃসত্ত্বস্য লক্ষণং প্রত্যাখ্যাতা নিঃসত্ত্ব-
বিশেষস্য কৃপণস্য লক্ষণং প্রতিশ্রুত্যা যোহদাতা । বা
শব্দাৎ প্রত্যাখ্যাতা চ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিঃসত্ত্বের (ক্ষুদ্রচেতার) লক্ষণ
—যিনি প্রত্যাখ্যাতা (দিব না এইরূপ বলিয়া প্রত্যা-
খ্যান করেন), নিঃসত্ত্ব-বিশেষ কৃপণের লক্ষণ—‘যঃ
অদাতা’, যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়া দান করেন না । ‘বা’-
শব্দে—যিনি অদাতা এবং যাচকগণের প্রত্যাখ্যান-
কারী ॥ ৩ ॥

ন সন্তি তীর্থে যুধি চাথিনাথিতাঃ

পরামুখা যো ত্বমনস্বিনো নৃপ ।

যুগ্মৎকুলে যদ্যশসামলেন

প্রহ্লাদ উদ্ধতি যথোড়ুপঃ খে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! তীর্থে (দানাবসরে)
যুধি চ অথিনা (বিপ্রাদিনা যুদ্ধেচ্ছুনা ক্ষত্রাদিনা চ)

অথিতাঃ, (যাচিতাঃ সন্তঃ), যে তু পরাভুমুখাঃ (প্রত্যা-
খ্যানকর্তারঃ ভবেয়ুঃ তাদৃশাঃ) অমনস্বিনঃ (নৃপাঃ)
যুস্মৎকুলে ন সন্তি (ন জায়ন্তে), যৎ (যস্মিন্ কুলে)
প্রহ্লাদাঃ অমলেন (শুদ্ধেন) যশসা থে (আকাশে)
উড়ুপঃ যথা (চন্দ্রঃ ইব) উজ্জাতি (চকাস্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ । দানকালে যাচক-ব্রাহ্মণ-
কর্তৃক কিম্বা যুদ্ধকালে যুদ্ধার্থী ক্ষত্রিয় কর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এবস্থিহ ক্ষুদ্রান্তঃকরণ
রাজা আপনার বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই । সেই
বংশে প্রহ্লাদ এখনও বিমল যশোবলে আকাশে
চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তীর্থে দানাবসরে অথিনা ব্রাহ্মণাদি-
যাচকেনাথিতা নৃপা দানপরাভুমুখা যুধি যুদ্ধাবসরে
অথিনা ক্ষত্রিয়াদিনা অথিতা যুদ্ধপরাভুমুখা যে অমন-
স্বিনঃ অনুদারচিত্তা নৃপান্তে যুস্মৎকুলে ন সন্তীত্যর্থঃ ।
যেষাং যশসা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তীর্থে যুধি চ অথিনা’—
দানকালে যাচকের দান-প্রার্থনা কিম্বা যুদ্ধে প্রতিপক্ষ
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-প্রার্থনায় পরাভুমুখ হয় এরূপ ‘অমন-
স্বিনঃ’—হীনচিত্ত ব্যক্তি তোমাদের বংশে কেহ উৎপন্ন
হয় নাই । ‘যদ্যশসা’—যাঁহাদের নির্মল যশে (প্রহ্লাদ
শোভা পাইতেছেন ।) ॥ ৪ ॥

যতো জাতো হিরণ্যাক্ষচরন্মেক ইমাং মহীম্ ।

প্রতিবীরং দিগ্বিজয়ে নাবিন্দত গদাযুধঃ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—যতঃ (যস্মিন্ কুলে) যাতঃ হিরণ্যাক্ষঃ
একঃ (অসহায়ঃ এব) গদাযুধঃ (গদৈবায়ুধং যস্য সঃ
তাদৃশঃ সন্), দিগ্বিজয়ে (নিমিত্তে) ইমাং মহীং
(পৃথ্বীং) চরন্ (পর্যটন্) প্রতিবীরং (প্রতিপক্ষং বীরং)
ন অবিন্দত (ন লেভে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—যে বংশে জাত হিরণ্যাক্ষ একাকী
গদাহস্তে দিগ্বিজয়ের জন্য সমগ্র পৃথিবী পর্যটন
করিয়াও নিজের যোগ্য প্রতিপক্ষ লাভ করেন নাই । ৫

বিশ্বনাথ—যতো যত্র কুলে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যতঃ’—যে বংশে (জাত
হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী পর্যটন করিয়া প্রতিযোদ্ধা কাহা-
কেও লাভ করেন নাই ।) ৫ ॥

যং বিনির্জিত্য কৃচ্ছেৎ বিষ্ণুঃ ক্ষোদ্ধার আগতম্ ।
আত্মানং জয়িনং মেনে তদ্বীর্যং ভূর্যনুস্মরন্ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—ক্ষোদ্ধারে (ভূম্যাঃ উদ্ধরণে) আগতং
যং (হিরণ্যাক্ষং) বিষ্ণুঃ (ধৃতবরাহরূপঃ) কৃচ্ছেৎ
(অতিপ্রয়াসেন) বিনির্জিত্য (হত্বা) ভূরিঃ (অধিকং)
তদ্বীর্যম্ অনুস্মরন্ আত্মানং জয়িনং মেনে (স্বচী-
কার) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পৃথিবীর উদ্ধারকালে বরাহরূপধারী
বিষ্ণু সমাগত হিরণ্যাক্ষকে অতি কষ্টে বিনাশপূর্বক
তদীয় অসামান্য বীর্য স্মরণ করিতে করিতে আপ-
নাকে বিজয়ী মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

নিশম্য তদ্বধং ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।

হস্তং ভ্রাতৃহণং ক্রুদ্ধো জগাম নিলয়ং হরেঃ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—তদ্বধং (তস্য হিরণ্যাক্ষস্য বধং)
নিশম্য (শ্রুত্বা তস্য) ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ক্রুদ্ধঃ
(সন্), ভ্রাতৃহণং (ভ্রাতৃহন্তারং বিষ্ণুং) হস্তং (মার্মিতুং
জাতুং বা) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) নিলয়ং (স্থানং) জগাম
(গতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যাক্ষের বধ শ্রবণ করিয়া তদীয়
ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে ভ্রাতৃহাতী বিষ্ণুকে
নিধন করিবার জন্য তাহার আবাসে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন ॥ ৭ ॥

তন্মায়ান্তং সমালোক্য শূলপাণিং কৃতান্তবৎ ।

চিন্তয়ামাস কালজো বিষ্ণুর্মায়াবিনাং বরঃ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—শূলপাণিং কৃতান্তবৎ (মৃত্যুমিব) আয়ান্তং
তং (হিরণ্যকশিপুং) সমালোক্য (দৃষ্ট্বা) মায়াবিনাং
বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) কালজঃ (তত্তৎকালকর্তব্যভিজঃ)
বিষ্ণুঃ চিন্তয়ামাস ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুকে শূলহস্তে কৃতান্তের
ন্যায় আসিতে দেখিয়া মায়াবিগণের প্রধান এবং
কালোচিত কর্তব্যবিষয়ে অভিজ্ঞ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা
করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

যতো যতোহহং তত্রাসৌ মৃত্যুঃ প্রাণভূতামিব ।

অতোহহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগ্দৃশঃ ॥ ৯ ॥

অবয়বঃ—অহং যতঃ যতঃ (যত্র যত্র বাস্যামি), তত্র (এব) অসৌ (হিরণ্যকশিপুঃ) প্রাণভূতাং (জীবানাং) মৃত্যুঃ ইব (বাস্যতি মাং ন ত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ) অতঃ অহং পরাগ্দৃশঃ (বহির্দৃষ্টেঃ) অস্য হৃদয়ম্ (এব) প্রবেক্ষ্যামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমি যেখানে যেখানে যাইব, এই হিরণ্যকশিপুও জীবগণের মৃত্যুর ন্যায় সেইখানেই আমার অনুসরণ করিবে । অতএব আমি এই বাহ্য দৃষ্টিসম্পন্ন দৈত্যের হৃদয়েই প্রবেশ করিব ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র যত্রাহং বাস্যামি । তত্রৈবাসৌ মাং ন ত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ । পরাগ্দৃশঃ পরান্ শত্রূন্ অক্ষন্ত্যঃ প্রাপ্নুবত্যো দূশো দৃষ্টল্লো যস্য তস্য, পক্ষে বহির্দর্শিনঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যতঃ যতঃ’—যেখানে যেখানেই আমি যাইব, সেই সেই স্থানেই এই দৈত্য আমাকে পরিত্যাগ করিবে না—এই অর্থ । ‘পরাগ্দৃশঃ’—শত্রুগণকে অনুসরণপূর্বক প্রাপ্ত হয় যাহার চক্ষু, পক্ষে—বাহ্যদৃষ্টিশালী (এই দৈত্যের হৃদয়ের মধ্যেই প্রবেশ করিব ।) ॥ ৯ ॥

এবং স নিশ্চিত্য রিপোঃ শরীর-
মাধাবতো নিব্বিবেশেহসুরেন্দ্র ।

স্বাসানিলান্তহিতসূক্ষ্মদেহ-

স্তৎপ্রাণরক্তো বিবিগ্নচেতাঃ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—(হে) অসুরেন্দ্র ! (বলে !) এবং নিশ্চিত্য বিবিগ্নচেতাঃ (বিবিগ্ন ভয়েন কস্পিতং চেতো যস্য সঃ, অনুকস্পিতচেতাঃ ইতি বাস্তবঃ অর্থঃ) স্বাসানিলান্তহিতসূক্ষ্মদেহঃ (তৎস্বাসানিলে অন্তহিতঃ অন্তর্ধায় স্থিতঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মীভূতঃ দেহঃ যস্য সঃ) সঃ (বিষ্ণুঃ) তৎপ্রাণরক্তো (তস্য রিপোঃ প্রাণরক্তো নাসা-মাগেণ) আধাবতঃ (বেগেনাগচ্ছতঃ) রিপোঃ শরীরং নিব্বিবেশে (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যরাজ ! ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ নিশ্চয়পূর্বক হিরণ্যকশিপুর স্বাসবায়ুতে আপনার সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ দুর্জয়ে শরীর অন্তহিত করিয়া

উদ্বিগ্নচিত্তে (বাস্তব অর্থ কৃপাপরবশ-চিত্তে) বেগবান্ রিপুর নাসা পথদ্বারা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১০

বিশ্বনাথ—স্বাসানিলেহন্তহিতঃ—অন্তর্ধায় স্থিতঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মীভূতো দেহো যস্য সঃ । বিবিগ্নচেতাঃ—ভীতচিত্তঃ । অত্র ‘নাহং ভুক্তিতবানস্ব সর্কে মিথ্যাভিশংসিন’ ইতিবদন্তবতো মৃষোক্ত্যেপি বাস্তবত্বাৎ ধ্যানা-দিভিত্ত্বৎপদপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ আত্মারামৈরপ্যাস্বাদ্যমান-ত্বাৎ বাস্তবার্থব্যাপ্তিখ্যা সা নেষ্টা মিথ্যা-ভয়-লোভ-কাম-ক্লোষাদয়ো দোষা হি জীব এব, ভগবতি তু ভক্তবাৎসল্যা-দি-রসপুষ্টিত্বং মহাশুণ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বাসানিলান্তহিত-সূক্ষ্মদেহঃ’—শত্রুর স্বাসবায়ুর মধ্যে নিজের অতিসূক্ষ্ম দেহটি লুক্কায়িত রাখিয়া যিনি অবস্থান করিতেছিলেন । ‘বিবিগ্নচেতাঃ’—ভীতচিত্ত (ভগবান্ বিষ্ণু) । এখানে ‘নাহং ভুক্তিতবানস্ব সর্কে মিথ্যাভিশংসিনঃ’ (১০।৮। ৩৫),—অর্থাৎ মা ! আমি মৃত্তিকাক্ষুণ্ণ করি নাই, সকলে মিথ্যা বলিতেছে, মৃত্তকগলীলায় গ্রীভগবানের এই উক্তির ন্যায় ভগবানের মিথ্যা বাক্যেরও বাস্তবত্ব, ধ্যানাদির দ্বারা তাঁহার চরণকমল প্রাপ্তির সাধনত্ব, আত্মারামগণেরও আস্বাদ্যমানত্ব—এইরূপ বাস্তবার্থের অন্বেষণ ইষ্টসাধক নহে, যেহেতু মিথ্যা, ভয়, লোভ, কাম, ক্লোষাদি জীবেরই দোষাবহ, কিন্তু গ্রীভগবানে ভক্তবাৎসল্যা-দি-রসপুষ্টির নিমিত্ত উহাই মহান্ শুণ্য-রূপে পরিগণিত হয়, এই অর্থ ॥ ১০ ॥

স তন্মিকেতং পরিমুশ্য শূন্য-
মপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ ।

স্মাৎ দ্যাং দিশং খং বিবরান্ সমুদ্রান্

বিষ্ণুং বিচিন্বন্ ন দদর্শ বীরঃ ॥ ১১ ॥

অবয়বঃ—সঃ (হিরণ্যকশিপুঃ) শূন্যং তন্মিকেতং (তস্য বিশ্লেণিকিতং স্থানং) পরিমুশ্য (স্থানম্ অন্বেষ্য) অপশ্যমানঃ (বিষ্ণুং অপশ্যন্) কুপিতঃ (সন্) ননাদ । (নাদমকামীৎ ততশ্চ) স্মাৎ (পৃথিবীং) দ্যাং (স্বর্গং), দিশং, খম্, (অন্তরীক্ষং) বিবরান্ সমুদ্রান্ (চ) বিচিন্বন্, (অন্বেষ্যন্ সঃ) বীরঃ বিষ্ণুং ন দদর্শ (অন্তঃপ্রবিষ্টত্বাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর স্থান শূন্য দেখিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে গজ্জন আরম্ভ করিলেন। অতঃপর পৃথিবী, স্বর্গ, দশদিগ্ আকাশ, রক্তভাগ এবং সমুদ্রমধ্যে অনুসন্ধান করিয়াও বীর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১১ ॥

অপশ্যমিতি হোবাচ মন্মান্বিষ্টমিদং জগৎ ।

ভ্রাতৃহা মে গতো নুনং যতো নাবর্ততে পুমান্ ॥ ১২ ॥

অন্বেষণঃ—(তম্) অপশ্যন্ ইতি (বক্ষ্যমাণং) হ (নিশ্চিতম্) উবাচ—(তদেবাহ) মন্মা ইদং (সর্বমপি) জগৎ অন্বেষিতম্ (অন্বেষিতং তথাপি ন সং লক্ষ্যং অতঃ) মে ভ্রাতৃহা (বিষ্ণুঃ) পুমান্ যতঃ (সকাশাৎ) ন আবর্ততে, (তদ্ ব্রজৈব) নুনং গতঃ (নিত্যমুক্তত্বাদিতি যতোহভবদিত্যি তদভিপ্রায়ঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি সমগ্র জগৎ অন্বেষণ করিলাম কিন্তু বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলাম না; অতএব লোকসকল যে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্ত হয় না; বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেই স্থানে গমন করিয়াছে অর্থাৎ মৃত্যুলাভ করিয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যতো নাবর্ততে পুমানিতি মন্মাদেব মৃত ইত্যর্থঃ । বৌদ্ধানং মতে মরণস্যৈব মুক্তিং তদেব তস্য মতম্ । বস্তুতস্ত যতঃ পুমাংস্তত্তো নাবর্ততে তৎ স্বীয়ধামৈব গত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যতো নাবর্ততে পুমান্’—যে স্থান হইতে কোন লোক আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, অর্থাৎ আমার ভয়ে (আমার ভ্রাতৃহত্যা বিষ্ণু) মৃত্যু হইয়াছে—এইরূপ অর্থ হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছিলেন । বৌদ্ধগণের মতে—মরণেরই মুক্তি, সেইরূপই তাহার মত । কিন্তু বাস্তবার্থ—যে স্থান হইতে তাঁহার ভক্ত সংসারে আর প্রত্যাগমন করেন না, সেই স্বীয় নিত্য ধামেই তিনি বিরাজমান ছিলেন ॥ ১২ ॥

অন্বেষণঃ—এতাবান্ বৈরানুবন্ধঃ আমৃত্যোঃ (হিরণ্যকশিপোঃ মৃত্যুপর্য্যন্তং ভবতি) ইহ (সংসারে) দেহিনাং (দেহে নিগূঢ়াভিমানবতাং শূরণাম্) অহংমানোপ-
রংহিতঃ (অহঙ্কারেণ উপরংহিতঃ) মন্যুঃ (ক্রোধ-
বিশেষঃ ভবতি যতঃ সং) অজ্ঞানপ্রভবঃ (অজ্ঞান-
জাতঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধ মৃত্যুকালপর্য্যন্ত ছিল । ইহ জগতে দেহাত্মাভিমानी বীরগণের অহঙ্কার ও অভিমান-পুষ্ট ক্রোধই বর্ত্তমান থাকে; কারণ, উহা অজ্ঞানপ্রসূত । তাৎপর্য্য—দেহাত্মাভিমানিগণের কেবলমাত্র অহঙ্কারজনিত ক্রোধ-
মাত্র থাকে, বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধ থাকে না । কিন্তু হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধও ছিল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৈরানুবন্ধঃ খল্বেতাবান্বেব যাবান্ হিরণ্যকশিপোঃ আমৃত্যোঃ মৃত্যুপর্য্যন্তো বিষ্ণুপর্য্যন্তম্ মহাশৌর্য্যোৎসাহহেতুক ইতি ভাবঃ । ইহ সংসারে দেহিনামন্যেষাস্ত মন্যুরেব ন তু বৈরানুবন্ধঃ । যতঃ স মন্যুরজ্ঞানপ্রভবো মোহহেতুকঃ ক্রোধবিশেষ এব তথা অহংমানঃ অহং শূর ইতি মনোহিমানমাত্রং শৌর্য্য-
ভাবেহপ্যাশ্রয়ি শৌর্য্যমননং তেন উপরংহিতঃ বিস্তা-
রিতঃ বৈরানুবন্ধস্তেকস্য হিরণ্যকশিপোরৈবাত্র জগতি দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বৈরানুবন্ধঃ’—বৈরানুবন্ধ অর্থাৎ শত্রুতার স্থায়িত্ব এরূপই হওয়া উচিত, যেমন হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুপর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপর্য্যন্ত ছিল, উহা তাঁহার মহান্ শৌর্য্যোৎসাহের হেতু, এই ভাব । কিন্তু এই সংসারে অন্যান্য দেহাভিমানিগণের ক্রোধই, উহা বৈরানুবন্ধ নহে । কারণ এজগতের বৈরানুবন্ধ অজ্ঞানপ্রসূত মোহহেতুক ক্রোধবিশেষ এবং ‘অহং-
মানোপরংহিতঃ’—অহঙ্কারদ্বারা বদ্ধিত হইয়া মৃত্যু-
কাল পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়, এখানে অহঙ্কার বলিতে ‘আমি বীর’—এইরূপ অভিমানমাত্র, অর্থাৎ বীরত্ব না থাকিলেও নিজকে বীর বলিয়া মনে করা । কিন্তু বিষ্ণুপর্য্যন্ত স্থায়ী বৈরানুবন্ধ এজগতে একমাত্র হিরণ্যকশিপুরই দৃষ্ট হয়—এই ভাব ॥ ১৩ ॥

বৈরানুবন্ধ এতাবানামৃত্যোরিহ দেহিনাম্ ।

অজ্ঞানপ্রভবো মন্যুরহংমানোপরংহিতঃ ॥ ১৩ ॥

পিতা প্রহ্লাদপুত্রস্তে তদ্বিদ্বান্ দ্বিজবৎসলঃ ।

অমাম্বুদ্বিজলিঙ্গভ্যো দেবেভ্যোহদাৎ স যাচিতঃ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—দ্বিজবৎসলঃ প্রহ্লাদপুত্রঃ (প্রহ্লাদস্য পুত্রঃ) তে (তব) পিতা (বিরোচনস্ত) তদ্বিহ্বান্ (দ্বিজ-বৈশদধারিণঃ মদৈরিণঃ দেবাঃ এব এতে ন তু দ্বিজাঃ ইতি জানমপি) সঃ যাচিতঃ (সন্) স্বম্ আয়ুঃ (স্বীয়-মায়ুঃ) দ্বিজলিপ্তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণবৈশদধারিণ্যঃ) দেবেভ্যঃ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণবৎসল, প্রহ্লাদপুত্র আপনার পিতা বিরোচন দ্বিজবৈশদধারী নিজস্কন্ধ দেবগণকে জানিতে পারিয়াও তাঁহাদের প্রার্থনায় স্বীয় আয়ু তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তব পিতা বিরোচনস্ত প্রহ্লাদস্য পুত্রঃ তদ্বিহ্বান্ বৈরানুবন্ধং জানমপি দ্বিজলিপ্তেভ্যো দ্বিজবৈশদধারিণ্যো দেবেভ্যঃ স্বমায়ুরদাৎ । যতো দ্বিজবৎসলঃ । তেষাং বৈরিভজ্ঞানেহপি দ্বিজবৈশদধারিত্ব এব প্রীতিমান্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তব পিতা’—প্রহ্লাদের পুত্র এবং আপনার পিতা বিরোচন, ‘তদ্বিহ্বান্’—ব্রাহ্মণ-বৈশদধারী নিজস্কন্ধ দেবতাগণকে চিনিতে পারিয়াও তাহাদের প্রার্থনানুসারে নিজের আয়ুঃ পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন । যেহেতু তিনি ‘দ্বিজবৎসলঃ’—ব্রাহ্মণবৎসল, অর্থাৎ তাহাদের শত্রুতা জানিলেও তাঁহারা ব্রাহ্মণবৈশদধারী, এইজন্যই প্রীতিমান্ ছিলেন ॥ ১৪ ॥

মধ—

বলিরপ্যসুরাবেশাৎ স্তবমপি জনার্দনং ।

আক্ষিপত্যস্তম্মা কৃপি প্রহ্লাদো নিত্যভক্তিমান্ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ১৪ ॥

ভবানাচরিতান্ ধর্ম্মানাস্থিতো গৃহমেধিভিঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ পূর্বজৈঃ শুরৈরন্যোশ্চোদ্দামকীতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—ভবান্ গৃহমেধিভিঃ (গৃহস্থৈঃ) ব্রাহ্মণৈঃ (শুক্রাদিভিঃ) পূর্বজৈঃ (বিরোচনাদিভিঃ) উদ্দাম-কীতিভিঃ (উদ্দামাঃ বিপুল কীতিঃ যেষাং তৈঃ) অনৈঃ চ শুরৈঃ আচরিতান্ (অনুষ্ঠিতান্) ধর্ম্মান্ আস্থিতঃ (অনুষ্ঠিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—আপনিও গৃহমেধী শুক্রাদি-ব্রাহ্মণ, পূর্ববর্তী বিরোচনাদি মহাজন এবং বিপুলকীতি

অন্যান্য বীরগণের আচরিত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া-ছেন ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ ত্বস্তো মহীমীষদ্রুণেহং বরদর্শভাৎ ।

পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সন্মিতানি পদা মম ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) দৈত্যেন্দ্র ! তস্মাৎ (এতাদৃশকুলে প্রসূতত্বাৎ (বরদর্শভাৎ ত্বস্তঃ অহম্ ঈষৎ মম পদা (পাদেন) সন্মিতানি ত্রীণি পদানি (ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ ইত্যু-পরিণ্টাদুক্তেন্ত্রীণ পাদবিক্ষেপান্ ব্যাপ্য যা মহী তাং) মহীং রুণে, (যাচে তাবতৌব মম পর্ণশালা ভবিষ্যতি । রুতিস্ত্রাজগরী মম ভূয়স্যেবেতি ভাবঃ বলিং বোধয়িতু-ম্ ইচ্চঃ মম পদা সন্মিতী নীতি-ত্রিবিক্রমপদাভি-প্রায়েণ ন চানুতবাদস্তত্রাপি স্বপদানপগমৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যরাজ ! এতাদৃশ কুলজাত বরদাতৃগণের অগ্রগণ্য আপনার নিকট আমি কেবল নিজপদ-পরিমিত ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—পদানি ত্রীণীতি । ত্রিভিঃ ক্রমৈরিত্যু-পরিণ্টাদুক্তেন্ত্রীণ পাদবিক্ষেপান্ ব্যাপ্য যা মহী তামী-ষ্মাত্রীম্ ইতি তাবতৌব মহ্যা মম পর্ণশালা ভবিষ্যতি । রুতিস্ত্রাজগরী মম ভূয়স্যেবেতি ভাবো বলিং বোধয়িতু-মিচ্চঃ, মম পদা সন্মিতানীতি ত্রিবিক্রমপদাভিপ্রায়েণ ন চানুতবাদস্তত্রাপি স্বপদানপগমাৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পদানি ত্রীণি’—আমার পদ-দ্বারা পরিমিত ত্রিপাদ ভূমিই আমার প্রার্থনীয় । এখানে ‘ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ’ (৩৩ শ্লোক)—অর্থাৎ তিনবার পদবিন্যাসের দ্বারা তিন লোকই অধিকার করিবেন, এই পরবর্তী উক্তি অনুসারে, তিনটি পাদবিক্ষেপের দ্বারা ব্যাপ্ত যে ভূমি, তাহার ‘ঈষৎ’, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ-মাত্র ভূমি প্রার্থনা করি, ইহার দ্বারাই আমার একটি ক্ষুদ্র পর্ণশালা হইবে, আর আমার আজগরী রুতি, কাজেই উহাতে যথেষ্টই হইবে—এইরূপ অর্থ বলি-মহারাজের বোধের নিমিত্ত । বস্তুতঃ, ‘মম পদা সন্মিতানি’—আমার নিজপাদের পরিমিত, ইহা ত্রিবি-ক্রমরূপের পদের অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও মিথ্যাভাষণ হয় নাই, যেহেতু তাহাও নিজ-পদই ॥ ১৬ ॥

নান্যৎ তে কাময়ে রাজন্ বদান্যাজ্জগদীশ্বরাত্ ।

নৈনঃ প্রাপ্নোতি বৈ বিদ্বান্ যাবদর্থ প্রতিগ্রহঃ ॥১৭॥

অশ্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! বদান্যাত্ (উদারাত্) জগদীশ্বরাত্ (বহু দানে সমর্থাত্ অপি) তে (ত্বতঃ) অন্যৎ (পাদবিক্রমগ্রন্থপরিমিতভূমেরধিকারং) ন কাময়ে, (ন প্রার্থয়ে যতঃ) যাবদর্থপ্রতিগ্রহঃ (যাবদর্থমেব প্রতিগ্রহঃ যস্য সঃ যাবত্তত্ত্বার্থান্তেষাম্ সর্বেষামেব পরিগ্রহঃ যস্য সঃ মল্লক্ষণঃ) বিদ্বান্ (জনঃ) এনঃ (কণ্টং) ন প্রাপ্নোতি বৈ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আপনি উদারচিত্ত এবং বহুদানে সমর্থ তথাপি আমি আপনার নিকট অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না । যেহেতু প্রয়োজন পরিমিতদান গ্রহণ করিয়া বিদ্বানব্যক্তি পাপভাগী হন না ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—যাবন্ত অর্থঃ প্রয়োজনং তাবত এব প্রতিগ্রহো যস্য সঃ । তাবত এবৈতি পদদ্বয়স্য স্বভাবন্তর্ভাবঃ । পক্ষে—যাবত্তত্ত্বার্থান্তেষাম্ সর্বেষামেব প্রতিগ্রহো যস্য সঃ মল্লক্ষণোহয়ং বিদ্বান্ ন এনঃ কণ্টং প্রাপ্নোতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যাবদর্থ-প্রতিগ্রহঃ’—যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই প্রতিগ্রহ (স্বীকরণ) যাহার, অর্থাৎ প্রয়োজনের অনতিরিক্ত দান গ্রহণ করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপভাগী হন না । পক্ষে—যত পরিমাণ আপনার অর্থ (সম্পদ) রহিয়াছে, সে সমস্তই প্রতিগ্রহ যাহার, সেইরূপ আমাকে জানিলে কেহ কণ্টভোগ করে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীবলিরূচাচ—

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে ব্রহ্মসম্মতাঃ ।

ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা ॥১৮॥

অশ্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচঃ,—(হে) ব্রাহ্মণদায়াদ ! (ব্রাহ্মণপুত্র !) তে (তব) বাচঃ ব্রহ্মসম্মতাঃ (ব্রহ্মানাম্ সম্মতাঃ), ত্বং (তু) বালঃ বালিশমতিঃ (বালিশানাম্ অজ্ঞানম্ ইব মতির্মস্য সঃ চ অতএব) স্বার্থং প্রতি যথা (বস্তুতঃ) অবুধঃ (অজ্ঞ এব বস্তুতস্ত বালঃ বাল ইব অবালিশমতিশ্চেতি গুঢ়ার্থঃ স্বার্থং প্রত্যবুধঃ ইতি চ ভক্তানাম্ এবার্থং বুধ্যসে ন স্বার্থং, পরিপূর্ণস্য তব তদ্ব্যতিরেকেণ স্বার্থাভাবাদিত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবলিরাজ বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ-কুমার ! তোমার বাক্য ব্রহ্মগণেরও আদরণীয় কিন্তু তুমি বালক এবং তোমার বুদ্ধি নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায়, এইজন্য তুমি নিজ স্বার্থবিষয়ে বস্তুতই অজ্ঞান ॥১৮॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণদায়াদ,—হে বিপ্রসুনো ! ব্রাহ্মণ-দ্বাৎ ব্রাহ্মণেভ্যো দায়াম্ আ সম্যক্ তয়া দদাতীতি বস্তুর্থঃ সরস্বতী-প্রযুক্তঃ, কিন্তু ত্বং বালঃ যথান্যো বালিশমতিশ্চৈব স্বার্থং প্রতি ত্বম্ অবুধঃ, বস্তুতো মহাবুধো ভবন্নপীতি ভাবঃ । বস্তুর্থস্ত ত্বং ভক্তবৎ-সলত্বাভ্যুত্তার্থমেব বুধ্যসে, স্বার্থং প্রতি তু ন বুধ্যসে, ইব ইত্যবুধঃ । পরিপূর্ণস্য তব ভক্তপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ স্বপ্রয়োজনাভাবাদিতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রাহ্মণদায়াদ’—হে ব্রাহ্মণ-তনয় । সরস্বতী-পক্ষে বাস্তবিক অর্থ—ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হিতকারী বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রয়োজনীয় বস্তু যিনি সম্যক্রূপে দান করেন । কিন্তু তুমি বালক, অন্য জড়বুদ্ধি বালক যেমন নিজের স্বার্থ বুঝে না, সেরূপ তুমি অবুধ, বস্তুতঃ মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াও তুমি অবোধ । বাস্তবিক পক্ষে—তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তেরই প্রয়োজন বুঝিয়া থাক, কিন্তু নিজের প্রয়োজন জান না, ইহাতে অবুধ, অর্থাৎ পরিপূর্ণ তোমার ভক্তের প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিজের কোন প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

মাং বচোভিঃ সমারাদ্য লোকানামেকমীশ্বরম্ ।

পদগ্রন্থং রণীতে যোহবুদ্ধিমান্ দ্বীপদাশুশম্ ॥ ১৯ ॥

অশ্বয়ঃ—লোকানাং (ব্রহ্মাণাম্) একম্ (অদ্বিতীয়ম্) ঈশ্বরম্ (স্বামিনম্ অতএব) দ্বীপদাশুশম্ (জম্বাদেদ্বীপস্য দাতারং) মাং বচোভিঃ সমারাদ্য (প্রসাদ্য) যঃ (ভবান্) পদগ্রন্থং রণীতে, (সঃ) অবুদ্ধিমান্ (বস্তুতস্ত বুদ্ধিমান্ ইত্যেবচ্ছেদঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যেহেতু তুমি ত্রিলোকের একমাত্র অধীশ্বর এবং জম্বুদ্বীপাদির দানকর্তা, আমাকে বাক্যে প্রসন্ন করিয়া ত্রিপাদমাত্র তুমি প্রার্থনা করিতেছ সেজন্য বাস্তবিকই তুমি বুদ্ধিহীন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—যো ভবানিতি শেষঃ । বুদ্ধিমান্ সন্নপি দ্বীপদায়িনম্ ॥ ১৯ ॥

ঈকার বঙ্গানুবাদ—‘যঃ’—যে তুমি, বুদ্ধিমান্ হইয়াও ‘দ্বীপ-দাশুযং’—দ্বীপপ্রদানে সমর্থ (আমার নিকট দ্বীপাদ ভূমিমাত্র প্রার্থনা করিতেছ ।) ॥ ১৯ ॥

ন পুমান্ মামুপব্রজ্য ভূয়ো যাচিতুমহতি ।

তস্মাদ্ভক্তিকরীং ভূমিং বটো কামং প্রতীচ্ছ মে ॥২০

অশ্বয়ঃ—(হে) বটো ! (যস্মাৎ) পুমান্ মাম্ উপব্রজ্য (যাচিত্বা) ভূয়ঃ (অন্যং) যাচিতুং ন অর্হতি, তস্মাৎ কামং (যথেষ্টং) ভক্তিকরীং (জীবিকাসম্পাদনযোগ্যাং) ভূমিং মে (মন্তঃ) প্রতীচ্ছ (গৃহাণ) ॥২০॥

অনুবাদ—হে বালক ! আমার নিকট যাচঞা-কারী আর অন্যের নিকট যাচঞা করিতে যোগ্য নহে, অতএব তুমি স্বকীয় জীবিকানির্বাহ-যোগ্য প্রচুর ভূমি গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

যাবন্তো বিষয়াঃ প্রেষ্ঠান্নিলোক্যামজিতেন্দ্রিয়ম্ ।

ন শরুবন্তি তে সর্বৈ প্রতিপূরয়িতুং নৃপ ॥ ২১ ॥

অশ্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) নৃপ ! ত্রিলোক্যাং যাবন্তঃ প্রেষ্ঠাঃ (প্রিয়াঃ) বিষয়াঃ (দেশাঃ) তে সর্বৈ (অপি) অজিতেন্দ্রিয়ং (পুরুষং) প্রতিপূরয়িতুং (তৃপ্তিং কারয়িতুং) ন শরুবন্তি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্ ! ত্রিলোকীর মধ্যে যে সকল পরমপ্রিয় বিষয়সমূহ বর্তমান রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সম্ভটং মামেতাবতৈব দানেন পূরয় । ন হ্যসম্ভটং ত্বমপি পূরয়িতুং সমর্থোহসীত্যাহ যাবন্ত ইতি ॥ ২১ ॥

ঈকার বঙ্গানুবাদ—সম্ভট আমাকে এতটুকু দানের দ্বারাই পূর্ণ কর, কিন্তু অসম্ভট ব্যক্তিকে তুমিও পূর্ণ করিতে সমর্থ নও; ইহা বলিতেছেন—‘যাবন্তঃ’ ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

ত্রিভিঃ ক্লমৈরসম্ভটো দ্বীপেনাপি ন পূর্য্যতে ।

নববর্ষসমেতেন সগুদ্বীপবরেচ্ছয়া ॥ ২২ ॥

অশ্বয়ঃ—ত্রিভিঃ ক্লমৈঃ (পদৈঃ পদবিক্রমব্রহ্ম-পরিমিতভূভাগেন যদি) অসম্ভটঃ (তদা) সগুদ্বীপ-বরেচ্ছয়া (সপ্তানাং দ্বীপবরাণাম্ ইচ্ছয়া হেতুনা) নববর্ষসমেতেন দ্বীপেন অপি ন পূর্য্যতে (একদ্বীপলাভে সগুদ্বীপলাভেচ্ছা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—দ্বীপাদভূমি-লাভে আমার সন্তোষ না জন্মিলে, নববর্ষের সহিত একটী দ্বীপলাভ করিয়া (পুনরায়) সগুদ্বীপ-লাভের ইচ্ছা হইবে সুতরাং আমার কামনা পূর্ণ হইবে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—নববর্ষসমেতেনাপি দ্বীপবরাণাম্ ইচ্ছয়া ॥ ২২ ॥

ঈকার বঙ্গানুবাদ—‘নববর্ষসমেতেন’—নববর্ষ-সম্ভবিত একটি দীপ পাইলেও তাহার সন্তোষ জন্মিতে পারে না, যেহেতু তখন তাহার সগুদ্বীপ লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে ॥ ২২ ॥

সগুদ্বীপাধিপত্যেনো নৃপা বৈণ্যগয়াদয়ঃ ।

অর্থৈঃ কামৈর্গতা নান্তং তৃষ্ণয়া ইতি ন শ্রুতম্ ॥২৩

অশ্বয়ঃ—বৈণ্যগয়াদয়ঃ (বৈণ্যঃ পৃথুঃ গয়শ্চাদি-র্ঘেষাং তে) নৃপাঃ সগুদ্বীপাধিপত্যঃ (অপি) অর্থৈঃ কামৈঃ (চ হেতুভিঃ) তৃষ্ণয়াঃ অন্তং ন গতাঃ ইতি নঃ (অস্মাভিঃ) শ্রুতম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আমরা শুনিয়াছি যে, পৃথু, গয় প্রভৃতি নৃপগণ সগুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াও অর্থ এবং কামবিষয়ে তৃষ্ণার অবধি প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২৩ ॥

যদৃচ্ছয়োগপমেন সম্ভটো বর্ততে সুখম্ ।

নাসম্ভটস্তিভিন্নৈকৈরজিতাযোগ্যসাদিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

অশ্বয়ঃ—যদৃচ্ছয়া (প্রারম্ভবশাৎ) উপপমেন (প্রাপ্তোনাং) সম্ভটঃ সুখং (যথা স্যাৎ তথা) বর্ততে, (যন্ত) অজিতাত্মা অসম্ভটঃ (চ সঃ) উপ-সাদিতৈঃ (প্রাপ্তৈঃ) ত্রিভিঃ লোকৈঃ (অপি সুখং) ন (বর্ততে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—প্রারম্ভকর্মবশে যদৃচ্ছালব্ধবস্ত দ্বারা সম্ভট ব্যক্তি যেরূপ সুখে অবস্থান করে, অজিতেন্দ্রিয়, অসম্ভট ব্যক্তি ত্রিলোক-লাভ করিয়াও তাদৃশ সুখী হয় না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অজিতাত্মা অজিতেন্দ্রিয়ঃ । উপসা-
দিতৈঃ প্রাপ্তৈঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, ‘উপ-
সাদিতৈঃ’—ত্রিলোকের সম্পদ প্রাপ্ত হইলেও সুখী
হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

পুংসোহয়ং সংসৃত্যেহঁতুরসন্তোষোহর্থকাময়োঃ ।
যদুচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অম্বয়ঃ—অর্থকাময়োঃ (বিষয়য়োঃ যঃ) অস-
ন্তোষঃ (সঃ) অয়ং পুংসঃ সংসৃত্যেঃ (জন্মমরণাদেঃ)
হেতুঃ (যশ্চ) যদুচ্ছয়া উপপন্নেন সন্তোষঃ (সঃ তস্য)
মুক্তয়ে স্মৃতঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অর্থ এবং কামবিষয়ে অসন্তোষই
পুরুষের সংসার অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কারণ, আবার
স্বতঃপ্রাপ্ত সন্তোষই মুক্তির হেতু জানিবে ॥ ২৫ ॥

যদুচ্ছান্নাতুতস্য তেজো বিপ্রস্য বর্দ্ধতে ।

তৎ প্রশম্যত্যসন্তোষাদন্তসেবাস্তুক্ষণিঃ ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—যদুচ্ছান্নাতুতস্য (যদুচ্ছয়া লাভেন
তুতস্য) বিপ্রস্য তেজঃ বর্দ্ধতে, অসন্তোষাৎ (তু) তৎ
(তেজঃ) অন্তসা (জলেন) আস্তুক্ষণিঃ ইব (অগ্নিরিব)
প্রশম্যতি (বিনশ্যতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যদুচ্ছান্নক্রমে লব্ধবস্তু দ্বারা সন্তুষ্টবিপ্রের
তেজঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার অসন্তোষ হইতে
জলসংযোগে অগ্নির ন্যায় তেজঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে
॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—আস্তুক্ষণিরগ্নিঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আস্তুক্ষণিঃ’—সর্বদাই
শুদ্ধ করিতে যে ইচ্ছা করে, অগ্নি (অর্থাৎ জলদ্বারা
যেরূপ অগ্নির বিনাশ হয়, ব্রহ্মতেজও সেরূপ অসন্তোষ-
হেতু বিলুপ্ত হইয়া থাকে ।) ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব রূপে ত্বদ্বরদর্শভাৎ ।

এতাবতৈব সিদ্ধোহহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্ ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—তস্মাৎ (সন্তোষসৌব শ্রেয়স্করত্বাৎ)

বরদর্শভাৎ (অপি) ত্বৎ (ত্বতঃ) ত্রীণি পদানি এব
(ত্রিপদবিক্রমপরিমিতাং ভূমিম্ এব) রূপে, (যাচে)
এতাবত এব (এতাবদ্ভূমিলাভেনৈব) অহং সিদ্ধঃ,
(কৃতার্থঃ এতাবতৈব সর্বস্বাপহারসিদ্ধেরিতি গুঢ়ং
অভিপ্রায়ঃ যতঃ) যাবৎ প্রয়োজনম্ (এব) বিত্তং
(সুখদং ভবতি অধিকস্য চিন্তা শোকক্লেশাদিহেতুত্বাৎ)
॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতএব দাতৃগণের শ্রেষ্ঠ আপনার
নিকট আমি ত্রিপাদভূমির প্রার্থনা করিতেছি । ইহা-
তেই আমি কৃতার্থ হইব, যেহেতু প্রয়োজনের অনুরূপ
বিত্তই সংসারে সুখ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—সিদ্ধোহহং কৃতার্থ ইত্যেতাবতৈব
সর্বস্বাপহারসিদ্ধেরিতি গুঢ়োহভিপ্রায়ঃ । যাবৎ যৎ
প্রমাণকং বিত্তং প্রয়োজনকং ভবেত্তাবদেব প্রাহ্যমিত্যর্থঃ
॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সিদ্ধঃ অহম্’—কৃতার্থ হইব,
অর্থাৎ এই ত্রিপদ পরিমিত ভূমির দ্বারাই তোমার
সর্বস্ব অপহরণকার্য আমার সিদ্ধ হইবে—এই গুঢ়
অভিপ্রায় । ‘যাবৎ’—যে পরিমাণ বিত্ত প্রয়োজন
হইবে, তাহাই গ্রহণীয়, এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তঃ স হসন্মাহবাঞ্ছাতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।

বামনায় মহীং দাতুং জগ্ৰাহ জলভাজনম্ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি উক্তঃ (ভগবতা
এবং কথিতঃ) সঃ (বলিঃ) হসন্ (সন্), বাঞ্ছাতঃ
প্রতিগৃহ্যতাম্ (ইতি) আহ, (এবমুক্তা চ) বামনায়
মহীং দাতুং জলভাজনং জগ্ৰাহ (সঙ্কল্পার্থং জলপাত্রং
গৃহীতবান্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ এই-
রূপ বলিলে, বলিরাজ হাস্যপূর্বক তোমার ইচ্ছানু-
সারে গ্রহণ কর এই কথা বলিলেন । অতঃপর
বামনদেবকে ভূমি দান করিবার জন্য সঙ্কল্পার্থ জল-
পাত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণবে ক্সাং প্রদাস্যন্তমুশনা অসুরেশ্বরম্ ।

জানংশিকীষিতং বিষ্ণোঃ শিষ্যং প্রাহ বিদাংবরঃ ॥

অম্বয়ঃ—(তদা) বিষ্ণোঃ চিকীর্ষিতং (সর্বস্বাপ-
হারলক্ষণং) জানন্ বিদাং (জানিনাং) বরঃ উশনাঃ
(গুক্রাচার্য্যঃ) বিষ্ণবে (বামনায়) ক্ষ্মাং (ভূমিং)
প্রদাস্যন্তং শিষ্যম্ অসুরেশ্বরং (বলিং) প্রাহ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জানিশ্রেষ্ঠ গুক্রাচার্য্য তৎকালে বিষ্ণুর
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ভূমি দানে উদ্যত
শিষ্য অসুরপতি বলিকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিদাং বরঃ ইতি বামনস্য পরোক্ষং
প্রাহেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিদাং বরঃ’—জানিগণের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুক্রাচার্য্য, ইহা বলায় বামনদেবের পরোক্ষে
ইহা বলিয়াছিলেন, এরূপ অর্থ ॥ ২৯ ॥

শ্রীগুক্র উবাচ—

এষ বৈরোচনে সাক্ষাৎগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।

কশ্যপাদদিতৈর্জাতো দেবানাং কার্য্যসাধকঃ ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীগুক্রঃ উবাচ,—(হে) বৈরোচনে !
এষঃ (বামনরূপঃ) দেবানাং কার্য্যসাধকঃ (সন্),
কশ্যপাৎ অদিতোঃ জাতঃ অব্যয়ঃ সাক্ষাৎ গবান্
বিষ্ণুঃ (এব) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীগুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে বিরোচন-
নন্দন ! ইনি অব্যয়স্বরূপ সাক্ষাদ্ গবান্ বিষ্ণু,
দেবতাদিগের কার্য্যসাধনার্থ কশ্যপ হইতে অদিতির
গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

প্রতিশ্রুতং ত্বয়ৈতস্মৈ যদনর্থমজানতা ।

ন সাধু মন্যে দৈত্যানাং মহানুপগতোহনয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অম্বয়ঃ—অনর্থম্ অজানতা ত্বয়া যৎ এতস্মৈ
প্রতিশ্রুতং (ভূমিদানং প্রতিজাতং তদহং) সাধু (সমী-
চীনং) ন মন্যে, (অতঃ) দৈত্যানাং মহান্ অনয়ঃ
(অন্যায়ঃ) উপগতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তুমি অনর্থ জানিতে না পারিয়া ইহাকে
যে, ভূমিদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা আমি সমীচীন
মনে করিতেছি না, ইহা হইতে দৈত্যগণের অত্যন্ত
অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—উপগতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উপগতঃ’—দৈত্যগণের মহান্
ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

এষ তে স্থানমৈশ্বর্য্যং প্রিয়ং তেজো যশঃ শ্রুতম্ ।

দাস্যত্যাচ্ছিন্দ্য শক্রায় মায়ামাণবকো হরিঃ ॥ ৩২ ॥

অম্বয়ঃ—মায়ামাণবকঃ (মায়ায়া মাণবকঃ ব্রহ্ম-
চারিরূপঃ) এষঃ হরিঃ তে (তব) স্থানম, ঐশ্বর্য্যং,
প্রিয়ং, তেজঃ, যশঃ, শ্রুতং (চ) আচ্ছিন্দ্য (অপহৃত্য)
শক্রায় (ইন্দ্রায়) দাস্যতি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এই কপট ব্রহ্মচারিবেশী হরি তোমার
রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজঃ, যশ ও জ্ঞান সমস্ত হরণ
করিয়া ইন্দ্রকে দান করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—হরিঃ সর্বস্বং হরিষ্যতীত্যর্থঃ । মনঃ-
পর্য্যন্তঞ্চ ইতি বাস্তবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হরিঃ’—তোমার সর্বস্ব
হরণ করিবেন, এই অর্থ, বাস্তবিকপক্ষে—তোমার
মন পর্য্যন্ত হরণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমাক্ষৌকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি ।

সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মৃত্ত বত্তিষ্যসে কথম্ ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়ঃ—(ননু ময়া পদব্রয়মেব প্রতিশ্রুতং
নাধিকং তত্রাহ—) বিশ্বকায়ঃ (বিশ্বরূপঃ) (ত্বয়া)
ত্রিভিঃ ক্রমৈঃ (পাদবিন্যাসৈঃ) ইমান্ (ত্রীন্) লোকান্
ক্রমিষ্যতি, কথং (পরিচ্ছিন্দ্য প্রহীষ্যতি হে) মৃত্তঃ ।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা কথং বত্তিষ্যসে (জীবিষ্যসি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ইনিই বিরাটরূপ ধারণ করিয়া পদ-
ব্রয়বিন্যাসে ত্রিলোক অধিকার করিবেন । হে মৃত্ত ।
এইরূপে সর্বস্ব বিষ্ণুকে দান করিয়া তুমি কিরূপে
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ময়া পদব্রয়মেব প্রতিশ্রুতং নাধি-
কং তত্রাহ ত্রিভিরিতি । ক্রমৈঃ পাদবিন্যাসৈঃ, ক্রমতা-
মিতি চেৎ তত্রাহ সর্বস্বমিতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমি
ত্রিপাদ ভূমি মাত্র দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি,
অধিক নয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ত্রিভিঃ
ক্রমৈঃ’, (ত্রিবিক্রমরূপে) তিনবার পদবিন্যাস দ্বারাই

এই তিন লোক অধিকার করিবেন । যদি বলেন—
অধিকার করে, করুন, তাহাতে বলিতেছেন—‘সর্বস্বং’
ইত্যাদি (অর্থাৎ এইরূপে তুমি বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান
করিয়া নিজে কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ?) ॥ ৩৩

ক্রমতো গাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ ।

খঞ্চ কান্নেন মহতা তাত্তীয়স্য কুতো গতিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি প্রতিশ্রুতং সম্পাদনীয়ম্
এবেতি চেৎ তত্রাহ—) একেন পদা (পাদন্যাসেন)
গাং (ভূমিং) ক্রমতঃ দ্বিতীয়েন (পদা) দিবং (স্বর্গং)
ক্রমতঃ মহতা কান্নেন খঞ্চ চ (অন্তরীক্ষঞ্চ ক্রমতঃ)
বিভোঃ (বিশ্বরূপস্য ভগবতঃ) তাত্তীয়স্য (তৃতীয়-
পাদন্যাসস্য) কুতো গতিঃ (ভবিষ্যতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ইনি যৎকালে একপদবিন্যাসে পৃথিবী,
দ্বিতীয় পদবিক্ষেপে স্বর্গ এবং বিরাট্ শরীর দ্বারা
অন্তরীক্ষ অধিকার করিবেন, তখন ইহার তৃতীয়
পদবিন্যাসের স্থান কোথায় হইবে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিশ্রুতং কথং ন সম্পাদনীয়মিতি
চেতন্ত সর্বস্বৈ দত্তেইপি তদেবং প্রতিশ্রুতং ন সংপৎ-
স্যাতে, ইত্যাহ—দ্বাভ্যাং ক্রমতঃ ক্রমমাণস্য তাত্তীয়স্য
তৃতীয়স্য । যদ্বা ; তাত্তীয়স্য তৃতীয়সহস্রিনঃ তৃতীয়-
পদক্রমস্য বস্তুনঃ কুতো হেতো গতিঃ প্রাপ্তিস্তে ভবিষ্য-
তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—প্রতিশ্রুতি কিজন্য
সম্পন্ন করিব না ? ইহার উত্তরে—সর্বস্ব প্রদান
করিলেও এইরূপ প্রতিশ্রুতি কখনই পালন করা
হইবে না, ইহা বলিতেছেন—‘দ্বাভ্যাং’—দুইটি পাদ-
বিক্ষেপেই দ্যাভাপৃথিবী অধিকার করিলে তৃতীয় পদ-
বিন্যাসের স্থানই বা কোথায় হইবে ? অথবা—
‘তাত্তীয়স্য’, তৃতীয় পদক্রমের বস্তুর কিপ্রকারে উপায়
হইবে ? অর্থাৎ তৃতীয় পদ কোথায় তুমি স্থাপন
করিতে দিবে ? —এই অর্থ ॥ ৩৪ ॥

নিষ্ঠাং তে নরকে মন্যে হ্যপ্রদাতুঃ প্রতিশ্রুতম্ ।

প্রতিশ্রুতস্য যোহনীশঃ প্রতিপাদয়িতুং ভবান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ভবান্ প্রতিশ্রুতস্য প্রতিপাদয়িতুং

(প্রতিশ্রুতং পুরয়িতুম্) অনীশঃ (এসমর্থঃ তস্য প্রতি-
শ্রুতম্) অপ্রদাতুঃ (অপ্রদানশীলস্য) তে (তব) হি
(নিশ্চিতং) নরকে (এব) নিষ্ঠাং (স্থিতিং) মন্যে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তুমি প্রতিশ্রুতি-পুরণে অসমর্থ হইবে
অতএব অঙ্গীকার পালনে অশক্ত তোমার নিশ্চয়ই
নরকে স্থিতি হইবে বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্ঠাং নিতরাং স্থিতিং প্রতিপাদয়িতুং
প্রতিপাদনে ইত্যর্থঃ । তেন সর্বস্বদানেইপি নরক-
স্যাবশ্যকত্বঞ্চৈব সর্বস্বাদানমেব ভদ্রম্ ঐহিকভোগ-
সিদ্ধার্থম্ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিষ্ঠাং’—প্রতিশ্রুত বিষয়
প্রদান করিতে না পারার জন্য পরিণামে তোমার
নরকেই স্থিতি হইবে । যেহেতু সর্বস্ব দান করিলেও
নরকবাস অবশ্যজ্ঞাবী, তাহাতে বরং ঐহিকভোগ
সিদ্ধির নিমিত্ত, সর্বস্ব দান না করাই মঙ্গলজনক—
এই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

ন তদানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তিবিপদ্যতে ।

দানং যজ্ঞস্তপঃ কৰ্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (দানেন) বৃত্তিঃ (জীবিকা) বিপ-
দ্যতে, (বিনশ্যতি আৰ্য্য্যঃ) তৎ দানং ন প্রশংসন্তি,
যতঃ লোকে বৃত্তিমতঃ (জীবিকাবতঃ এব পুংসঃ)
দানং যজ্ঞঃ তপঃ কৰ্ম্ম (চ ভবন্তি, ন অন্যস্য ইতি
অতঃ বৃত্তিবিপত্তিকরং দানং ন সাধু) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যে দানে নিজের জীবিকা পর্য্যন্ত
বিপন্ন হয়, শাস্ত্রাচার্য্যগণ তাদৃশ-দানের প্রশংসা করেন
না, যেহেতু ইহ সংসারে জীবিকাশীল লোকের পক্ষেই
দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কৰ্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া
থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি যথাশক্তি প্রতিশ্রুতং কথং ন
দাস্যামীতি চেতন্তাহ নেতি, তপশ্চৈত্বেকাগ্র্যাম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলেও যথাশক্তি প্রতি-
শ্রুত বস্তু কিজন্য দিব না ? এইরূপ বলিলে, তাহার
উত্তরে বলিতেছেন—‘ন তদানং’—যে দানের দ্বারা
বৃত্তিহানি ঘটে, পণ্ডিতগণ সে দানের প্রশংসা করেন
না । ‘তপঃ’—তপস্যা বলিতে চিত্তের একাগ্রতা

(অর্থাৎ রুতিশালী ব্যক্তিরই দান, যজ্ঞ, চিত্তের একা-
গ্রতা বা পূর্তকর্ম সম্ভবপর হয় ।) ॥ ৩৬ ॥

ধর্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ ।

পঞ্চধা বিভজন্ বিভূমিহামুজ চ মোদতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(এতঃ বিদ্বান্) ধর্মায়, যশসে, অর্থায়,
(ধনাদিরূপযোগিব্যাপারায়) কামায়, (কামভোগায়)
স্বজনায় চ (স্বজনপরিতোষায় চ ইত্যেবং) পঞ্চধা
বিভং (ধনং) বিভজন্, ইহ (অশ্মিন্ লোকে) অমুজ
(পরলোকে) চ মোদতে (সুখমনুভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—অতএব জানী ব্যক্তি ধর্ম, যশ, অর্থ,
কাম এবং স্বজন পালনের জন্য বিত্তকে পাঁচভাগে
বিভক্ত করিয়া ইহলোকে এবং পরলোকে সুখভাগী
হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—দানাদাবপি শাস্ত্রীয়া ব্যবস্থা বর্ততে
ইত্যাহ ধর্মায়ৈতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দানাদি বিষয়েও শাস্ত্রীয়
ব্যবস্থা রহিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—“ধর্মায়” ইত্যাদি
(অর্থাৎ নিজ বিত্তকে ধর্মাদি পাঁচ ভাগে বিভাগ করি-
য়াই লোকে সুখী হয়) ॥ ৩৭ ॥

অত্রাপি বহুচৈগীতং শৃণু মেহসুরসত্তম ।

সত্যমোমিতি যৎ প্রোক্তং যম্মেত্যানুতং হি তৎ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ওহি প্রতিশ্রুত্য নেতিকথমনুতং
বাচ্যং তত্রাহ—) (হে) অসুরসত্তম ! অত্র অপি
(সত্যানুতব্যবস্থায়াম্ অপি) বহুচৈঃ (যৎ) গীতং,
(তৎ) মে (মন্তঃ কথয়তঃ) (ত্বং) শৃণু ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—(যদি বল, প্রতিশ্রুত হইয়া সম্প্রতি
কিরূপে মিথ্যা বলিব তাহা হইলে) হে অসুরশ্রেষ্ঠ !
এই বিষয়ে বহুচরিত্রের বচন আমার নিকট শ্রবণ
কর । “ওম্” এইরূপ অঙ্গীকারসহকারে যাহা বলা
হয়, উহাই সত্য এবং “না” এইরূপে যাহা বলা হয়
উহাই মিথ্যা ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু দেয়দ্রব্যসত্ত্বেহপ্যান্যে নাস্তীত্যনুত-
বচনং বিনা মম কথমদানমুপপদ্যতাং তত্রাহ—সাক্ষৈঃ
যড়্ভিঃ । অত্রাপি সত্যানুতব্যবস্থায়াম্ ওমিত্যঙ্গীকারেণ

যৎ প্রোক্তং তৎ সত্যং নেতি যদাহ তদেবানুতম্ ।
‘ওমিতি সত্যং নেত্যানুতমিতি’ শ্রুতেঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দান
করিবার দ্রব্য থাকিতেও ‘আমার আর কিছুই নাই’
—এইরূপ মিথ্যাভাষণ ব্যতীত কিপ্রকারে অদান
(না দেওয়া) সম্ভবপর হইতে পারে ? তাহার উত্তরে
সাক্ষি ছয়টি শ্লোকে বলিতেছেন—‘অত্রাপি’, এই সত্য
ও মিথ্যা ব্যবস্থা বিষয়েও (বহুচরিত্রের বচন আমার
নিকট শ্রবণ কর) । ‘ওম্’—‘হাঁ’,—এইরূপ অঙ্গী-
কার সহকারে যাহা বলা হয়, তাহাই সত্য, এবং
‘না’ এইরূপ অঙ্গীকারই মিথ্যা বলিয়া উক্ত হয় ।
শ্রুতিতেও তদ্রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—‘ওম্’ ইহাই
সত্য এবং ‘না’ ইহা মিথ্যা ॥ ৩৮ ॥

সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাভারুক্ষস্য গীয়তে ।

রুক্ষেহজীবতি তম্ স্যাদনুতং মূলমাশ্বনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্তু সত্যম্ ঈষদনুতং বিনা ন সিধ্যতি
ইত্যাহ—) সত্যম্ আশ্বরুক্ষস্য (আশ্বা দেহঃ তদ্রূপ-
রুক্ষস্য জীবতঃ) পুষ্পফলং বিদ্যাৎ । (জানীয়াৎ
যতঃ) গীয়তে (ইতি শ্রুতিকর্তৃকং গানং জ্ঞেয়ং)
রুক্ষে (দেহে) অজীবতি তৎ (পুষ্পফলং চ) ন স্যাৎ,
অনুতং (তু) আশ্বনঃ (দেহস্য) মূলম্ (ইতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(এ সত্যও ঈষৎ মিথ্যা ভিন্ন সিদ্ধ হয়
না তাহাই বলিতেছেন,—) সত্যই এই দেহরূপ
রুক্ষের পুষ্পফলস্বরূপ জানিবে । শ্রুতি এইরূপই
কীর্জন করিয়াছেন । দেহ জীবিত না থাকিলে,
তাহার পুষ্প, ফল সম্ভব হয় না । আবার মিথ্যাই
সেই দেহের মূলস্বরূপ অর্থাৎ উহা সর্বতোভাবে পরি-
ত্যাগ করিয়া জীবনধারণ করা যায় না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তু সত্যমীষদনুতং বিনা ন সিদ্ধ্যতী-
ত্যাশ্যেনাহ—সত্যমিতি । আশ্বরুক্ষস্য দেহরূপরুক্ষস্য
সত্যং পুষ্পফলং বিদ্যাৎ । গীয়তে ইতি শ্রুতিকর্তৃকং
গানমিত্যর্থঃ । তৎ পুষ্পফলং রুক্ষেহজীবতি ন স্যাৎ,
তস্মাদ্রুক্ষো যেন জীবতি, তত্র প্রযতনীয়মিতি ভাবঃ ।
তদেবাহ—অনুতং তেন সর্বথৈবানুতভাবে দেহো ন
জীবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সত্যও ঈষৎ মিথ্যা

ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, এই আশয়ে বলিতেছেন—
‘সত্যং পুষ্পফলং’ ইত্যাদি, অর্থাৎ দেহরূপ এই বৃক্ষের
সত্যকেই পুষ্প ও ফল বলিয়া জানিবে। ‘গীয়েতে’—
ইহা শ্রুতিবর্ত্তক গান, অর্থাৎ শ্রুতিতে এইরূপ কীৰ্ত্তিত
হইয়াছে, এই অর্থ। সেই পুষ্প ও ফল বৃক্ষ জীবিত
না থাকিলে হয় না, অতএব বৃক্ষ যাহাতে জীবিত
থাকে, তদ্বিশয়ে প্রযত্ন লইতে হইবে। তাহাই বলিতে-
ছেন—‘অনুতং’, মিথ্যাই দেহবৃক্ষের মূল, অতএব
সর্বতোভাবে মিথ্যার অভাব হইলে দেহই থাকিবে
না—এই অর্থ। (অর্থাৎ সর্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠ
হইলে যেস্থলে জীবন-বৃক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে,
তথায় জীবন বৃক্ষের জন্য কিঞ্চিৎ অসত্যের আশ্রয়
দোষাবহ নহে, ইহাই বাক্যের তাৎপর্য। এস্থলেও
অঙ্গীকৃত ত্রিপাদভূমি দান করিতে গেলে বলিমহা-
রাজের জীবিকানির্ব্বাহই সম্ভবপর হয় না।) ॥ ৩৯ ॥

তদ্ব্যথা বৃক্ষ উন্মূলঃ শুষাত্যদ্বর্ত্ততেহচিরাৎ ।

এবং নষ্টানুতঃ সদা আত্মা শুষোম সংশয়ঃ ॥ ৪০

অশ্বয়ঃ—তৎ যথা উন্মূলঃ (উৎপাটিতমূলঃ)
বৃক্ষঃ শুষ্যতি, অচিরাৎ (এব) উদ্বর্ত্ততে, (পততি চ)
এবম্ (এব) নষ্টানুতঃ (নষ্টম্ অনুতং যস্য সঃ)
আত্মা (দেহঃ) সদাঃ (এব) শুষোৎ, (অত্র) সংশয়ঃ ন
(অস্তি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—যেরূপ বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে,
উহা শীঘ্রই শুষ্ক এবং ভূপতিত হয়, সেইরূপ মিথ্যার
নাশে দেহও সদাই শুষ্ক হইয়া যায়, এবিষয়ে সন্দেহ
নাই ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বমাদ্ যথা বৃক্ষ উৎপাটিতমূলঃ
শুষ্যতি। অচিরাদুদ্বর্ত্ততে বর্ত্তনাদুদগচ্ছতি নষ্টো
ভবতি চ। এবমেব নষ্টানুতঃ সর্বথৈব অনুত-
রহিতো দেহঃ শুষোদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ ওমিতি
সত্যং নেত্যানুতং তদেতৎপুষ্পং ফলং বাচো যৎ সত্যং
সহৈশ্বর্যো যশস্বী কল্যাণকীৰ্ত্তির্ভবিতা। পুষ্পং হি
ফলং বাচঃ সত্যং বদত্যাথৈতন্মূলং বাচো যদনুতং
যদ্যথা বৃক্ষ আবির্মূলঃ শুষ্যতি, স উদ্বর্ত্তত এবমেবা-
নুতং বদন্যাবির্মূলমাত্মানং কৰোতি, স শুষ্যতি, স
উদ্বর্ত্ততে, তস্মাদনুতং ন বদেদ্যেতৎ ত্বেনেতি”। বাচ

ইতি বাণ্ডপলক্ষিতস্য দেহস্যোত্যর্থঃ। অনুতং বদন্বিতি
প্রকটীকৃত্যেতি শেষঃ। মূলং যথা আবিষ্কৃতমেব
শুয্যতি, ন তু শুণ্ডম্। তস্মাৎ ইতি তস্মাদ্ভেদোরপি
অনুতং ন বদেৎ কিন্তু দ্যেত ত্বেনেতি ইতি এতেন
অনেন তু অনুতেন দ্যেত সঙ্কটেষ্বাত্মানং রক্ষেৎ ইতি
শ্রুত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ঈকার বঙ্গানুবাদ—‘তদ্ যথা বৃক্ষঃ’—অতএব
বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে উহা যেরূপ শুষ্ক হয়
এবং অচিরেই ভূপতিত হইয়া নষ্ট হয়, এইরূপ
‘নষ্টানুতঃ’—সর্বতোভাবেই মিথ্যার নাশ হইলে
দেহও শীঘ্রই শুষ্ক হয়—এই অর্থ। শ্রুতিতেও এই-
রূপ উক্ত হইয়াছে—‘ওমিতি সত্যং’ ইত্যাদি। ঐ
স্থলে ‘পুষ্পং হি ফলং বাচঃ সত্যং’, সত্যই ঐ বাণ্ডপ-
লক্ষিত দেহের পুষ্প ও ফল—এরূপ অর্থ। ‘অনুতং
বদন্’—মিথ্যার প্রকাশ করিয়া, বৃক্ষের মূল যেমন
আবিষ্কৃত হইলে শুষ্ক হয়, কিন্তু শুণ্ড থাকিলে হয় না,
সেইরূপ মিথ্যা বলা উচিত নহে, কিন্তু ‘দ্যেত ত্বেনে’
—এই মিথ্যার দ্বারাই সঙ্কটকালে নিজকে রক্ষা করা
উচিত, ইহাই শ্রুতির অর্থ ॥ ৪০ ॥

পরাগ্রিস্তমপূর্ণং বা অক্ষরং যত্তদোমিতি ।

তদ্ব্যৎকিঞ্চোমিতি শ্রুত্যাৎ তেন রিচ্যেত বৈ পুমান্ ॥
ভিক্ষবে সর্বমোক্ষুব্রহ্মলং কামেন চাত্মনে ॥ ৪১ ॥

অশ্বয়ঃ—(সর্বথা সত্যবচনেন দেহো ন নির্ব্বহে-
দিতি স্ফুটীকৰ্ত্ত্বং সত্যস্য দোষান্ অনুতস্য গুণান্
আহ দাস্যামীতি অঙ্গীকারার্থকম্) যৎ ওম্ ইতি
অক্ষরং তৎ পরাক্ (পরা দূরে অর্থং গৃহীত্বা অঙ্ক-
তীতি অতএব) রিস্তম্ (অর্থশূন্যম্) অপূর্ণম্ (অপূৰ্ণ-
করঞ্চ) তৎ (তস্মাৎ) (অথিনে) যৎ কিঞ্চিৎ ওম্
ইতি (দাস্যামীতি) শ্রুত্যাৎ, তেন পুমান্ রিচ্যেত, বৈ
(নুনো ভবেৎ কিঞ্চ) ভিক্ষবে সর্বম্ ওম্ কুবৰ্ণ,
(দাস্যামীত্যঙ্গীকুবৰ্ণ) আত্মনে (স্বস্মৈ) কামেন চ
(ভোগেন চ) অলং (পর্যাঙ্কঃ ন ভবতি তস্য ভোগান্
সিধ্যতি তথা চ শ্রুতিঃ পরাগ্ বা এতদ্রিস্তমক্ষরং
যদেতদোমিতি তদ্ যৎকিঞ্চোম্ ইত্যাহ অত্রৈবাস্মৈ
তদ্রিচ্যেত স যৎ স সর্বমোক্ষর্যাদ্রিচ্যাদাত্মানং স
কামেভ্যঃ নালং স্যাদিতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—(সর্বতোভাবে সত্যবচন অবলম্বনে দেহযাত্রা নির্বাহ হয় না, ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবার জন্যই সত্যে দোষ এবং মিথ্যার গুণ বলিতেছেন,—) দান করিব এইরূপ অঙ্গীকার-বাচক “ওম্” এই অক্ষর পরাক্ অর্থাৎ ধন সম্পত্তিকে দূরে লইয়া যায় অতএব রিক্ত অর্থাৎ পুরুষকে ধনশূন্য করে অথবা অতৃপ্তিকর অর্থাৎ আশার তৃপ্তিসাধন করে না অতএব “ওম্” উচ্চারণে লোকে রিক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যিনি ভিক্ষুককে “ওম্” এইরূপ দানের অঙ্গীকার করেন তাহার নিজের ভোগ পর্যাপ্ত হয় না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্বথা সত্যবচনে দেহো ন নির্বাহে ইতি স্ফুটীকর্তুং সত্যস্য দোষান্, অনুতস্য গুণানাহ— পরাগিতি দ্বাভ্যাং, যদোমিত্যক্ষরং তৎপরা দূরে অর্থং গৃহীত্বা অকর্ষ্যতীতি পরাগ্ রিক্তমিতি শ্রুতিপদস্য ব্যাখ্যানং অপূর্ণং বৈ ইতি। তত্তস্মাদখিনে যৎ কিঞ্চিদোমিতি দাস্যামীতি শ্রুত্যাণ্ডেনৈব রিচেত ন তু সর্বগৈব বিত্তেন ন্যূনো ভবতি। ভিক্ষুবে সর্ব-মোক্ষুর্ক্বন্ দাস্যামীত্যঙ্গীকুর্ক্বন্ আত্মনে আত্মার্থঃ কামেন ভোগেন নালং ন পর্যাপ্তো ভবতি। তস্য ভোগো ন সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—“পরাগা এতদ্রিক্ত-মক্ষরং যদেতদোমিতি” তদৃ যৎকিঞ্চিদোমিতি আহাঃ-বাস্মৈ তদ্রিচ্যতে। স যৎ সর্বমোক্ষুর্ক্ব্যাৎ রিচ্যা-দাত্মানং স কামেভ্যো নালং স্যাৎসিতি ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্বতোভাবে সত্য কথা বলিতে গেলে দেহযাত্রাই নির্বাহ হইবে না, ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিবার জন্য সত্যের দোষ এবং মিথ্যার গুণ বলিতেছেন—‘পরাক্’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। দানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘হ্য’—এই অক্ষরটি দাতার অর্থে দূরে লইয়া যায়, অথবা দাতার অপূর্ণতা আনয়ন করে। ‘রিক্তম্’—এই শ্রুতিপদের ব্যাখ্যা অপূর্ণ। অতএব প্রার্থীকে সামান্য কিছু ‘হ্য’ দিব, এইরূপ বলিলে, দাতা ইহার দ্বারা রিক্তই হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত বিত্ত হইতে ন্যূন হয় না। কিন্তু প্রার্থীকে যখন সমস্ত কিছু দিব বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তখন নিজের ভোগের পর্যাপ্ত হয় না, তাহার ভোগ সিদ্ধ হয় না—এই অর্থ। অর্থাৎ ভিক্ষুকের প্রতি সর্বদা ‘হ্য’ বলিতে গেলে দাতা নিজে ভোগ

করিতে সমর্থ হয় না। শ্রুতিতেও এরূপ বলা হই-
য়াছে—“পরাগ্ণা এতদ্রিক্তম্” ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাখ্যং যচ্চ নেত্যানুতং বচঃ।

সর্বং নেত্যানুতং শ্রুত্যাৎ স দুক্ষীতিঃ শ্বসন্ মৃতঃ ॥৪২

অম্বয়ঃ—অথ (তস্মাৎ) যৎ ন ইতি অনুতং বচঃ (তৎ) এতৎ পূর্ণম্ (অর্থব্যাহাভাবাৎ) অভ্যাখ্যং চ (আত্মনঃ অভিমুখমন্যস্যার্থম্ আনয়তীত্যভ্যাখ্যং যো হি নিত্যং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি সীদামীতি শ্রুতে, স হি তেনানুতেন পরেশ্বামর্থানাকর্ষতীতি প্রসিদ্ধঃ যঃ) সর্বং ন ইতি (কিঞ্চিদপি ন দাস্যামীতি) অনুতং শ্রুত্যাৎ, স দুক্ষীতিঃ (দুশ্টা কীড়িহস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) শ্বসন্ (জীবন্নপি) মৃতঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতএব “না” এইরূপ যে, মিথ্যাবাক্য উহাই পূর্ণ এবং অভ্যাখ্য অর্থাৎ অন্যের নিকট হইতে নিজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সর্ববিষয়ে “না” এইরূপ অনুতবাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি নিদ্রিত এবং জীবিত অবস্থায়ও মৃততুল্য ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—নেতি যদনুতং বচঃ এতৎ পূর্ণমর্থব্যাহা-ভাবাৎ। অভ্যাখ্যং চ আত্মনোহভিমুখমন্যস্যর্থমানয়-তীত্যভ্যাখ্যং যো হি নিত্যং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি সীদামীতি শ্রুতে, স হি তেনানুতেন পরেশ্বামর্থানা-কর্ষতীতি প্রসিদ্ধং। ননু তহীদমনুতমমৃতমিবাতিশয়েন সেব্যমন্ত নেত্যাং সর্বমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—“অথৈতৎ পূর্ণমভ্যাখ্যং যন্নেতি স যৎ সর্বং নেতি শ্রুত্যাৎ পাপি-কাস্য কীড়ির্জায়তে। সৈনং তত্রৈব হন্যাৎসিতি” ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নেতি যদনুতং বচঃ’—অত-এব ‘না’ এইরূপ মিথ্যা বচনই পূর্ণ, যেহেতু উহাতে অর্থ ব্যয় হয় না। ‘অভ্যাখ্যং চ’—এবং উহা নিজের দিকে অপরের অর্থ আনয়ন করে, যে ব্যক্তি সর্বদাই আমার কিছুই নাই, কষ্টভোগ করিতেছি—এরূপ বলে, সে ব্যক্তি সেই মিথ্যা বাক্যের দ্বারা পরের অর্থ আকর্ষণ করে—ইহা প্রসিদ্ধ। যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে এই মিথ্যাবচন অমৃতের ন্যায় অতিশয়-রূপে পান করা হউক, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘সর্বং ন’, যে ব্যক্তি সর্বদা ‘না’ এরূপ বলে, সে দুক্ষীভাগী ও জীবিত অবস্থায়ও মৃততুল্য বলিয়া

গণ্য হয় । (অতএব কখনও দিবে, কখন দিবে না, কিন্তু সর্বত্র কখনই দান করিবে না—ইহা সিদ্ধান্ত) । শ্রুতিতেও এরূপ বলা হইয়াছে—“অথৈতৎ পূর্ণ-মভ্যাগ্নং য্নেতি” ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

স্ত্রীষু নৰ্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থং প্রাণসঙ্কটে ।

গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়ান্ নানুতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংসাং সংহিতায়ান্ বৈয়াসিক্যামষ্টম স্কন্ধে
বামনচরিতে একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অনুব্রয়ঃ—স্ত্রীষু (প্রোৎসাহনেন বশীকরণে) নৰ্ম-
বিবাহে চ (নৰ্মগি পরিহাসে বিবাহে চ বরাদি-স্ত্রী-
চ) বৃত্ত্যর্থং, (জীবিকার্থে স্বস্যা) প্রাণসঙ্কটে, গো-ব্রাহ্ম-
ণার্থে, (গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ হিতার্থং) হিংসায়ান্ (যস্য
কস্যচিৎ অপি প্রাপ্তায়াম্ ইত্যষ্টসু) অনুতং (মিথ্যা-
ভাষণং) জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং) ন স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাষ্টমস্কন্ধে একোন-
বিংশোহধ্যায়স্যানুব্রয়ঃ ।

অনুবাদ—স্ত্রীলোকের বশীকরণে, পরিহাসে,
বিবাহে বরপ্রভৃতির স্তুতিবিষয়ে, জীবিকার জন্য কিম্বা
প্রাণসঙ্কটে অথবা গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে কিম্বা কাহারও
হিংসা উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য নিন্দনীয় নহে ॥৪৩
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ঊনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—অতো বৃত্তিসঙ্কটাদিষ্বনুতং ন দোষা-
য়েতুপসংহরতি । স্ত্রীষু প্রোৎসাহনেন বশীকারে
নৰ্মগি যত্র কপি পরিহাসে বিবাহে বরাদি স্ত্রী-
গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ হিতার্থে হিংসায়ান্ কস্যচিৎ
প্রাপ্তায়ান্ । তথা চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—“বগিনাং হি বধো যত্র

তত্র সাক্ষ্যানুতং বদেদিতি” । তথা চ শ্রুতি, “তস্মাৎ
কালএব দদ্যাৎ তৎ সত্যানুতে মিথুনীকরোতীতি” ॥৪৩
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচৈতস্যাম্ ।

ঊনবিংশোহধ্যায়োহষ্টমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যাম্ ॥

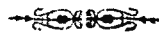
টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব বৃত্তিসঙ্কটাদি কালে
মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নহে—এইরূপে উপসংহার
করিতেছেন—‘স্ত্রীষু’, স্ত্রীলোককে উৎসাহদ্বারা বশী-
ভূত করিতে হইলে, ‘নৰ্মগি’—কোন পরিহাস ব্যাপারে,
‘বিবাহে’—বিবাহকালে বরাদির স্তুতিব্যাপারে । ‘গো-
ব্রাহ্মণার্থে’—গাভী ও ব্রাহ্মণের হিতার্থে, ‘হিংসায়ান্’
—দস্যু প্রভৃতির দ্বারা কাহারও হিংসা উপস্থিত হইলে,
তাহার রক্ষার জন্য মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় হয় না ।
মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন—মহাত্মা-
গণের বধ উপস্থিত হইলে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিবে
(অর্থাৎ কোন মহতের প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে যদি
মিথ্যা বলিতে হয়, তৎকালে মিথ্যাবাক্য বলাই
বিধেয়) । সেইরূপ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—“তস্মাৎ
কাল এব দদ্যাৎ”, অর্থাৎ অতএব কালোপযোগী দান
করিবে, তাহাতে সত্য ও মিথ্যা যুক্ত করিতে হয়,
ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভক্তচৈতয়ের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ঊনবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের
সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।১৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ের
মধ্য, তথ্য, বিরতি, সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



বিংশোধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বলিরেবং গৃহপতিঃ কুলাচার্যেণ ভাষিতঃ ।

তৃক্ষীং ভূত্বা ক্ষণং রাজমুবাচাবহিতো গুরুম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিষ্ণুর কপটতা জানিয়াও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গভাবে বলির তাঁহাকে সর্বস্ব দান এবং বিষ্ণুর অদ্ভুতরূপে বৃদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে ।

শুক্রাচার্যের নিষেধপর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—“ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ গৃহস্থের ধর্ম হইলেও মিথ্যাবাক্যের প্রয়োগ অথবা ব্রাহ্মণকুমারকে প্রতিশ্রুতি-দানে পরা-ভ্রম হওয়া কখন সমীচীন নহে, কারণ মিথ্যা অপেক্ষা অধিক পাপ কিছু নাই, তাহা হইতে সকলেরই ভীত হওয়া উচিত, যেহেতু পৃথিবীও তাদৃশ পাপীর ভার বহনে অসমর্থ । রাজ্যাদি অনিত্য বস্তু, সুতরাং তদ্বারা প্রাণিমাত্রেরই উপকার সাধিত হই-লেই উহার সার্থকতা, পূর্ব মহাজনদিগের আচরণেও তাহাই দেখা যায় ; তাঁহারা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিয়া পরের উপকার সাধন করিয়াছেন, কাল যাব-তীয় অনিত্য বস্তু গ্রাস করিলেও ঐ সকল মহাজনের কীটিকলাপ নষ্ট করিতে পারে নাই, “কীর্তির্যস্য স জীবতি”—এই বাক্যানুসারে কীর্তিই একমাত্র বাঞ্ছ-নীয়, তাদৃশ কীর্তি অর্জনে যদি দারিদ্র্য উপস্থিত হয় তাহাও ভাল, বিশেষতঃ সৎপাত্রে দান অধিক ফল প্রসব করে ; আর ইনি যদি সর্বজন আরাধ্য যজ্ঞে-শ্বর বিষ্ণু হন, তাহা হইলেও ইহার প্রতি দানে পরা-ভ্রম হওয়া কখন কর্তব্য নহে । এই ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু দান গ্রহণ করিয়া যদি আমাকে বন্ধন করেন তথাপি আমি ইহার প্রতি হিংসা করিব না”—বলি এইরূপ বিচার করিয়া বামনদেবকে তৎপ্রার্থিত ত্রিপাদ-ভূমি দান করিলে, বামনদেব নিজকে বর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন । বলি বামনদেবের কলে-বরে সর্বভূত অবস্থিত এবং তাঁহার বিরাটবিগ্রহের বিভিন্ন অঙ্গে নিখিল ডুবন বর্তমান দেখিতে পাইলেন ।

জয়-বিজয় প্রভৃতি নিত্য পার্শদবৃন্দের দ্বারা স্তুত শ্রীবামনদেব সমুজ্জল কিরীট পীতবাস, অঙ্গে কুণ্ডল, শ্রীবৎস, কৌমুভ, বনমালা প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইয়া এক পদে সমগ্র ভূমি, শরীর দ্বারা আকাশ, ভূজদ্বারা দিক্‌সমূহ এবং দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আচ্ছা-দিত করিলে, তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অণু-মাত্র স্থানও অবশিষ্ট রহিল না ।

অনুব্যঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! কুলা-চার্যেণ (শুক্রেণ) এবং ভাষিতঃ (উক্তঃ) গৃহপতিঃ (যজমানঃ) বলিঃ ক্ষণং তৃক্ষীম্ অবহিতঃ (বিচার-পরঃ) ভূত্বা গুরুম্ উবাচ (উক্তবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! কুলগুরু শুক্রাচার্য এরূপ বলিলে, যজমান বলি ক্ষণ-কাল মৌনভাবে বিচার করিয়া গুরুকে বলিতে লাগি-লেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বিংশে জাহ্নবিনং বিষ্ণুমবজায় গুরোর্বচঃ ।

দদৌ হর্ষাদ্বলিঃ সোহপি প্রাপ্ত্যা হর্ষাদিবেধত ॥১০॥

ক্ষণং তৃক্ষীমিতি ভগবদিচ্ছা-প্রাতিকূলে কুতো গুরোণ্ড রুত্বমতোহস্যাত্মলংঘনে ন দোষ ইতি নিশ্চি-কায়ৈতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

তীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে প্রাথীকে বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিয়া, শ্রীশুকদেবের নিষেধ-বচন অবজ্ঞা করিয়াও মহারাজ বলি সানন্দে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, এবং সেই বামনরূপী বিষ্ণুও উহা প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়াই যেন বদ্বিত হইয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

‘ক্ষণং তৃক্ষীং’—মহারাজ বলি ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া, অর্থাৎ ভগবদিচ্ছার প্রাতিকূলে শ্রীশুকদেবের গুরুত্ব কোথায়, অতএব ইহার আত্ম-লংঘনে কোন দোষ নাই—এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এই ভাব ॥ ১ ॥

শ্রীবলিরূবাচ—

সত্যং ভগবতা প্রোক্তং ধর্মোহয়ং গৃহমেধিনাম্ ।

অর্থং কামং যশোব্রুজিৎ যো ন বাধেত কহিচিৎ ॥২০॥

অম্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ,—কহিচিৎ (অপি) যঃ অর্থং কামং যশোরুত্তিং ন বাধেত, (সঃ) অয়ং গৃহ-মেধিনাং ধর্ম্যঃ (ইতি) ভগবতা (ভৃগু) সত্যং প্রোক্তং (কথিতম্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবলিরাজ বলিলেন,—যাহা কোন কালেই অর্থ, কাম, যশ বা জীবিকার বাধা প্রদান করে না তাহাই যে, গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন উহা বস্তুতই সত্য ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থাদিকং ন বাধেতেতি তেন বিপ্রসৈ-তাদৃশ-প্রলভনাদ্রমং বাধেতৈব । ভক্তং তু ভজনীয়স্য ভগবতো জ্ঞাতস্যপি প্রলভনাদ্রাধেত তমমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সত্যং’—আপনি সত্যই বলিয়াছেন—গৃহমেধী জনের অর্থাদি যাহাতে বাধা না পায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি এইরূপ প্রবঞ্চনার দ্বারা ধর্মই বাধিত হয় । ভক্তজনের কিন্তু ভজনীয় ভগ-বান্কে জানিয়াও তাঁহাকে প্রবঞ্চনাহেতু সেই ভক্তি-ধর্মই বাধিত হয়—এই ভাব ॥ ২ ॥

স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্ ।

প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—প্রাহ্লাদিঃ (প্রহ্লাদপৌত্রঃ) সঃ চ অহং দদামি ইতি প্রতিশ্রুত্য বিত্তলোভেন কিতবঃ যথা (বঞ্চকঃ ইব) দ্বিজং কথং প্রত্যাচক্ষে ? (নিরাকরোমি ন দাস্যামীতি বদামি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আমি প্রহ্লাদমহারাজের পৌত্র হইয়া দানের অঙ্গীকারপূর্বক বিত্তলোভে বঞ্চকের ন্যায় পুনরায় কিরূপে ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাহ্লাদিরিতি প্রহ্লাদপৌত্রস্য মম ভগবদানুকূল্যমেব স্বধর্ম ইতি গুণোহুতিপ্রায়ঃ । তেন প্রহ্লাদেনাস্যান্তঃকরণে কৃপয়া ভক্তিবিজং পূর্বমুণ্ড-মেব সংপ্রতি তু শ্রীবামনদেবকৃপয়া প্রাপ্তেন প্রেমো সিদ্ধ এবাভূৎ । যদুস্তং ‘কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি-শুকাদয়’ ইতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রহ্লাদিঃ’—মহাত্মা প্রহ্লা-দের পৌত্র আমার শ্রীভগবানের আনুকূল্যই স্বধর্ম—এই গুণ অভিপ্রায় । শ্রীপ্রহ্লাদ হাঁহার অন্তঃকরণে

কৃপাপূর্বক পূর্বোই ভক্তি-বীজ বপন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি শ্রীবামনদেবের অনুকম্পায় প্রেম লাভ করিয়া সিদ্ধ হইলেন । যেরূপ উক্ত আছে—‘যজ্ঞপত্নী, বিরোচনপুত্র মহারাজ বলি এবং শ্রীল শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ’ ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

ন হাসত্যাৎ পরোহধর্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্ ।

সর্বং সোচ্চুমলং মন্যে ঋতেহলীকপরং নরম্ ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—অসত্যাৎ (অনৃতভাষণাৎ) পরঃ (অধিকঃ) অধর্মং ন হি (অস্তি, অতঃ) অলীকপরম্ (অনৃতবাদিনং) নরম্ ঋতে (বিনা) সর্বং (মেরু-মন্দরাদিকং) বোচ্চুং (ধৃতুম্) অলং (সমর্থম্ আত্মনং) মন্যে ইতি হ ইয়ং ভূঃ উবাচ (উক্তবতী) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম আর কিছুই নাই । সেই জনাই পৃথিবী বলিয়াছিলেন যে,—আমি অসত্যবাদী নর ব্যতীত যাবতীয় ভার বহন করিতে সমর্থ বলিয়া নিজকে মনে করি ॥ ৪ ॥

নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ ।

ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্থথা বিপ্রপ্রলভনাৎ ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—অহং বিপ্রপ্রলভনাৎ (অনৃতভাষণেন বিপ্রবঞ্চনাৎ) যথা বিভেমি, (তথা) নিরয়াৎ ন (বিভেমি), অধন্যাৎ (দারিদ্র্যাৎ) ন, অসুখার্ণবাৎ (দুঃখসমুদ্রাৎ), স্থানচ্যবনাৎ (স্থানভ্রষ্টাৎ চ) ন (বিভেমি), মৃত্যোঃ (অপি ন বিভেমি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে যেরূপ ভয় পাইতেছি, নরক, দারিদ্র্য, দুঃখসমুদ্র, স্থানচ্যুতি কিম্বা মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভীত নহি । ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অধন্যাৎ দারিদ্র্যাৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অধন্যাৎ’—দারিদ্র্য হইতে (সেইরূপ ভীত নহি, যেরূপ আমি ব্রাহ্মণবঞ্চনাকে ভয় করি ।) ৫ ॥

যদ্যদ্বাস্যতি লোকেহস্মিন্ সম্পরৈতং ধরাদিকম্ ।

তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রশ্রুশ্যোম তেন চেৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যদ্যৎ ধৰাদিকং (তৎ সৰ্ব্বং) সম্পৰেতং (মৃতং পুরুষম্) অস্মিন্ লোকে হাস্যতি, (তাক্ষ্যতি তৎ কিমিতি জীবতৈব স্বয়ং ন দেয়মিতি ভাবঃ, তথাপি তাবদ্ বৃত্তিসকটপরিহারার্থমৰ্জং দীপ্ততা-মিতি চেৎ তত্রাহ—) বিপ্রঃ চেৎ তেন (অর্থেন দত্তেন) ন তুষ্যৎ, (তহি) তস্য (অর্থস্য) ত্যাগে (দানে) কিং নিমিত্তং (কিং ফলং ন কিমপি ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আরও দেখুন, রাজ্যাদি যাবতীয় বিষয় ইহলোকে মৃতপুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অতএব ব্রাহ্মণ যদি ঐ বিস্তদানে সন্তুষ্ট না হ'ন তাহা হইলে তাদৃশ দানের ফল কি ? ৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যদ্বন্দ্বাদিকং কৰ্ত্তৃ সংপরেতং মৃতং হাস্যতি তাক্ষ্যত্যেব তেন হুদাজ্ঞয়া কিঞ্চিন্নাত্ত্বেন দত্তেন বিপ্রশ্চেন্ন তুষ্যতি, তহি তস্য তাবদ্বন্দ্বাস্য ত্যাগে কিং নিমিত্তং ফলম্ ? অতঃ সৰ্ব্বমেব বিত্তমেতৎ প্রীত্যর্থং ময়া দাস্যত এবতি ভাবঃ । অত্র শ্বেষ্টদেবং বিষ্ণুং জাহ্নপি প্রব্রজভক্ত্যুৎসাহসম্প্রণতিস্তত্যাৎকরণং শুক্লাচার্য্যাস্যাসুরাণাঞ্চ দুঃখাভাবার্থমেব জ্ঞেয়ম্ । অতএব বিপ্রশব্দপ্রয়োগো ভাবগোপনার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যদ্ যদ্ হাস্যতি’—এজগতে ধনাদি যে সকল সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে, অতএব আপনার আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ মাত্র প্রদান করিলে যদি ব্রাহ্মণ তুষ্ট না হন, তবে সেরূপ দানে ‘কিং নিমিত্তং’—কি ফল সাধিত হইবে ? সুতরাং সমস্ত বিত্তই ইহার প্রীতির নিমিত্ত আমি প্রদান করিবই—এই ভাব । এখানে নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে জানিয়াও বলি মহারাজের প্রব্রজ ভক্তিজনিত সঙ্গম, প্রণতি, স্তুতি প্রভৃতি না করা (অকরণ), শুক্লাচার্য্য ও অসুরগণের দুঃখ লাঘবের জন্যই জানিতে হইবে । অতএব ‘বিপ্র’—শব্দের প্রয়োগ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় গোপনের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

শ্রেয়ঃ কুৰ্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুষ্ট্যজাসুতিঃ ।

দধ্যাং শিবিপ্রভূতয়ঃ কো বিকলো ধরাদিষু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তহি ন দেয়মেবেতি চেৎ তত্রাহ—) সাধবঃ (বিবেকিনঃ) দধ্যাংশিবিপ্রভূতয়ঃ দুষ্ট্যজাসুতিঃ

(দুষ্ট্যজৈঃ অসুতিঃ প্রাণৈঃ) ভূতানাং শ্রেয়ঃ (উপকারং) কুৰ্ব্বন্তি, (তহি) ধরাদিষু কঃ বিকলঃ (ধরাদি প্রদানে কঃ বিচারঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দধীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মগণ দুষ্ট্যজ প্রাণ পর্যন্ত প্রদান করিয়া প্রাণিগণের উপকার সাধন করিয়াছেন, অতএব এই সামান্য পৃথিবী পরিত্যাগে আর বিবেচনা কি ? ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং সৰ্ব্বস্বমেব দিৎসসীত্যত্রার্থে পূৰ্ব্ব আচারঃ প্রদর্শ্যতামিতি চেত্তত্রাহ শ্রেয় ইতি । ভূতানাংপি শ্রেয়ঃ, কিমুত স্বগৃহমাগতস্য বিক্ষোঃ । অসুতিরহস্ত্যাপদৈরপি । ধরাদিষু মমতাস্পদেষু কো বিকলো দাস্যে ন বা দাস্যে ইত্যাদ্যাকঃ । অপি তু নৈব বিকলঃ কিন্তু দাস্যাম্যেবেতি নিশ্চয় এবতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি সৰ্ব্বস্ব দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই বিষয়ে সদাচার প্রদর্শন কর, তাহাতে বলিতেছেন—‘শ্রেয়ঃ’ ইত্যাদি । ‘ভূতানাং’—সাধারণ প্রাণিগণেরও মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, তাহাতে নিজ গৃহে আগত বিষ্ণুর বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? ‘অসুতিঃ’—অহস্ত্যাপদ দুষ্ট্যজ প্রাণের দ্বারাও, তাহাতে আবার মমতাস্পদ ভূমি প্রভৃতির পরিত্যাগবিষয়ে ‘কঃ বিকলঃ’—দিব বা দিব না, এইরূপ কি বিকল (বিচার) থাকিতে পারে ? অধিকন্তু এই বিষয়ে কোন বিকল নাই, কিন্তু দান করিবই, এইরূপ নিশ্চয়ই রহিয়াছে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

যৈরিয়ং বৃভুজে ব্রহ্মন্ দৈত্যৈশ্চৈরনিবতিতিঃ ।

তেষাং কালোঃপ্রসীলোকায়শেষাঃধিগতং ভুবি ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! (যুদ্ধে) অনিবতিতিঃ যৈঃ দৈত্যৈশ্চৈঃ ইয়ং (ভূমিঃ) বৃভুজে, (উপভুক্ত্য), তেষাং লোকান্ (ভোগান্) কালঃ অগ্রসীৎ (সংহতবান্), ভুবি অধিগতং (প্রাপ্তং) যশঃ (সৎকীৰ্ত্তিঃ) ন (তু অগ্রসীৎ অতঃ কীৰ্ত্তিরেব সাধ্যা নান্যৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পরমপূজ্য ! যুদ্ধে অপরাজিত যেন সকল দৈত্যশ্রেষ্ঠ এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, কাল তাহাদিগের সেই ভোগকে গ্রাস করিয়াছে কিন্তু

পৃথিবীতে তাহাদিগের সঞ্চিত-যশোরাশি হরণ করিতে পারে নাই। (অতএব যশই একমাত্র উপার্জনীয়) ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকৃত্যাদিকমনপেক্ষ্য নশ্বরভোগার্থমেব ন দাতব্যমিতি মতস্ত নাস্মাকমভিমতমিত্যাহ যৈরিতি যুদ্ধেহনিরুত্তিঃ। ইয়ং ত্বঃ তেষাং লোকান্ ঐহিকান্ পারত্রিকাংশ্চ কালোহগ্রসীৎ নাশয়াঞ্চকার, লোকান্ লোকোক্তভোগানিতি বা। ন তু ভূবি তৈরধি-গতং প্রাপ্তং যশোহগ্রসীৎ। অতঃ কীত্তিরেব সাধ্যা নান্যদিতি ভাবোহপি শুক্লাদ্যনুরোধেনৈব জপিতঃ। বস্তুতস্ত তস্য কীৰ্ত্তাদ্যপেক্ষাপি মনসি নাস্তি শুদ্ধভক্তহা-দিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বকৃত্যাদির অপেক্ষা না করিয়া নশ্বর ভোগের নিমিত্তই দান করা উচিত নহে—এইরূপ মত কিন্তু আমাদের অভিপ্রেত নহে, ইহা বলিতেছেন—‘যৈঃ’ ইত্যাদি, পূর্বে যাঁহারা এই পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ‘লোকান্’—ঐহিক ও পারলৌকিক লোক অথবা লোকোক্ত সকল ভোগই কালই হরণ করিয়াছে, পরন্তু তাঁহাদের ভূমণ্ডলে উপার্জিত যশোরাশি বিনষ্ট করিতে পারে নাই। অতএব কীত্তিই সাধ্য, অন্য কিছু নহে—এরূপ ভাবও শুক্লা-চার্য্যাদির অনুরোধেই জপিত হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু কীত্তি প্রভৃতির কোন অপেক্ষাও তাঁহার মনে জাগরুক হয় নাই, যেহেতু তিনি শুদ্ধভক্ত—এই ভাব ॥ ৮ ॥

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হানিরুত্তান্তনুত্যাগঃ।

ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যাগঃ ॥৯॥

অবয়বঃ—(দেহত্যাগাদপি ধনত্যাগে কীত্তিঃ ভবতীত্যাহ,—হে) বিপ্রর্ষে! যুধি অনিরুত্তাঃ (সন্তঃ), তনুত্যাগঃ (তনুং দেহং ত্যজন্তীতি তথা তে) হি (লোকে) সুলভাঃ, (বহবঃ) যে (তু) তীর্থে (সৎপাত্রে) আয়াতে শ্রদ্ধয়া ধনত্যাগঃ (ধনং ত্যজন্তীতি তে) তথা ন (সন্তি অতঃ দুষ্করঃ ধনত্যাগ এব ময়া কার্য্য ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর! যুদ্ধে অপরাভ্রমুখ হইয়া দেহবিসর্জনকারী ব্যক্তি জগতে বহু আছেন

কিন্তু সৎপাত্র সমাগত হইলে, শ্রদ্ধা সহকারে ধনত্যাগ করিতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বিরল। (অতএব তাদৃশ দুষ্কর ধনত্যাগই আমি কর্তব্য মনে করি) ॥৯

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যুদ্ধে নিরুত্তিরহিতোভ্যোহপি দানে নিরুত্তিরহিতাঃ অধিকযশস্বিন ইত্যাহ সুলভা ইতি তীর্থে সম্প্রদানে। অতন্তনুত্যাগাদপি ধনত্যাগো দুষ্করঃ স এব ময়া কর্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যুদ্ধে অপরাভ্রমুখ অপেক্ষাও দানে অপরাভ্রমুখ ব্যক্তি অধিক যশস্বী, ইহা বলিতেছেন—‘সুলভাঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পরাভ্রমুখ না হইয়া যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছেন এরূপ পুরুষ লোকমধ্যে সুলভ, পরন্তু ‘তীর্থে’—দানযোগ্য সৎপাত্র উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধার সহিত ধনত্যাগ করিতে পারেন—এরূপ পুরুষ সুলভ নহে। অতএব দেহ-ত্যাগ হইতেও ধনত্যাগ দুষ্কর, তাহাই আমাকে করিতে হইবে—এই ভাব ॥ ৯ ॥

মনস্বিনঃ কারুণিকস্য শোভনং

ষদথিকামোপনয়নং দুর্গতিঃ

কুতঃ পুনর্ব্রজ্জবিদাং ভবাদুশাং

ততো বটৌরস্য দদামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১০ ॥

অবয়বঃ—(তহি নির্দানত্বেন দৈন্যং স্যাদিত্যেতৎ তত্রাহ,) অথিকামোপনয়নং (অথিনাং ষাদৃশ-তাদৃশা-নাম্ অপি কামোপনয়নং কামপূরণেন) যৎ দুর্গতিঃ (দৈন্যং তৎ) কারুণিকস্য (দয়ালোঃ) মনস্বিনঃ (দানশুরস্য) শোভনং (ভদ্রমেব), ব্রজ্জবিদাং ভবাদুশাং (কামপূরণে দুর্গতিঃ শোভনমিতি) কুতঃ (কিং) পুনঃ (বক্তব্যং), ততঃ (তস্মাৎ হেতোঃ) অস্য বটৌঃ (ব্রাহ্ম-ণস্য) বাঞ্ছিতং দদামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অথিগণের কামনা পূরণে যদিও দৈন্য উপস্থিত হয়, তাহাও কারুণিক মনস্বী ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয়। আর যদি আপনাদের ন্যায় ব্রজ্জপুরুষের কামনা পূরণে তাদৃশী দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা যে শোভনীয় তদ্বিশয়ে আর বক্তব্য কি? অত-এব আমি অবশ্যই এই ব্রাহ্মণ-বালকের প্রার্থিত প্রদান করিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তহি তব দারিদ্র্যং ভবিষ্যতীতি

তত্রাহ—মনস্বিনো দানবীরস্য শোভনমেতদেব যদখি-
নাং যাচকানাং যাদৃশ-তাদৃশানামপি কামোপনয়নে
কামপূরণেন দুর্গতিদারিদ্ৰ্যম্ । দরিদ্রো দুর্গতাবিতি
দুর্গতিদারিদ্ৰ্য্যো-স্তল্যার্থত্বাৎ ভবাদৃশানাং তু কামোপ-
নয়নে দুর্গতিঃ শোভনমিতি কিং পুনর্বক্তব্যমিতিার্থঃ
॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে
তোমার দারিদ্ৰ্য্যহেতু দৈন্যদশা উপস্থিত হইবে, ইহার
উত্তরে বলিতেছেন—‘মনস্বিনঃ’, দানবীর ব্যক্তির পক্ষে
শোভন ইহাই—যে কোন প্রার্থীর কামনা পূরণ করিতে
হাইয়া যদি দুর্গতি অর্থাৎ দারিদ্ৰ্য্য ঘটে। দুর্গতি এবং
দারিদ্ৰ্য্য তুল্যার্থক বলিয়া, তাহাতে আবার আপনাদের
ন্যায় ব্রহ্মজ পুরুষগণের কামনা পূরণ করিলে যদি
দুর্গতি আসে, তাহা যে শোভন, এ বিষয়ে আর অধিক
কি বক্তব্য থাকিতে পারে? (অতএব আমি এই
ব্রাহ্মণ-বালকের প্রার্থিত বস্তু নিশ্চয়ই দান করিব।)
॥ ১০ ॥

যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্মাদৃতা

ভবন্ত আশ্নান্যবিধানকোবিদাঃ ।

স এব বিষ্ণুর্বরদোহস্ত বা পরো

দাস্যাম্যমুগ্নৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনৈ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু নাগ্নং বটুঃ কিন্তু বিষ্ণুস্তব শত্রুঃ
ইত্যুক্তং তহি সূতরাং দাস্যামীত্যাহ—হে) মুনৈ ।
আশ্নান্যবিধানকোবিদাঃ (বেদোক্তযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানকুশলাঃ)
ভবন্তঃ আদৃতাঃ (সাদরাঃ সন্তঃ) ক্রতুভিঃ (সসৌমৈঃ
যাগৈঃ) যজ্ঞং যং (বিষ্ণুং) যজন্তি, (আরাধ্যন্তি), স
এব বিষ্ণুঃ (মম) বরদঃ বা পরঃ (শত্রুঃ) অস্ত (সর্ব্বথা
এতৎ) ইপ্সিতাং ক্ষিতিম্ অমুগ্নৈ (বামনায়) দাস্যামি
॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! বেদবিহিত-যজ্ঞাদি কর্ণে
নিপুণ ভবাদৃশ মহাঋগণ সোমাদিযাগ দ্বারা সাদরে
যে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করেন, সেই বিষ্ণু আমার
বরদাতাই হউন কিম্বা শত্রুই হউন আমি তাঁহার
প্রার্থিত-ভূমি অবশ্যই তাঁহাকে দান করিব ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নাগ্নং বটুঃ কিন্তু বিষ্ণুস্তব শত্রু-
রিত্যুক্তম্ । তহি সূতরামেব দাস্যামীত্যাহ যজন্তীতি
পরঃ শত্রুর্বাশ্ত ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এ ব্রাহ্মণ-বালক
নহে, কিন্তু তোমার শত্রু বিষ্ণুই। তাহা হইলে ত
অবশ্যই আমি দান করিব, ইহা বলিতেছেন—‘যজন্তি’
ইত্যাদি, (অর্থাৎ আপনারা শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞসমূহ-
দ্বারা যজ্ঞরূপী যাঁহার আরাধনা করেন, ইনি যদি
সেই বরদাতা বিষ্ণুই হন), ‘বা পরঃ’—কিম্বা অপর
কোন শত্রুই হন (তথাপি আমি ইহাকে প্রার্থিত ভূমি
অবশ্যই দান করিব।) ॥ ১১ ॥

যদ্যপ্যসাবধর্ষণে মাং বধীন্মাননাগসম্ ।

তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—অনাগসং (নিরপরাধং) মাং যদ্যপি
অসৌ অধর্ষণে (ভূমিক্রমণলক্ষণচ্ছলেন) বধীন্মাৎ
(তথাপি) ভীতং (বিষ্ণুত্বেহপি ব্রাহ্মণতনুত্বহেতুকং
ভয়মস্যাবশ্যজ্ঞাবী) ব্রহ্মতনুম্ এনং রিপুং (শত্রুমপি)
ন হিংসিষ্যে (ন হনিষ্যামি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ইনি যখন বিষ্ণু হইয়াও প্রচ্ছন্নরূপে
ব্রাহ্মণশরীর-ধারণপূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন, তখন
ইনি নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছেন অতএব ইনি যদি
অধর্ম্মসহকারে নিরপরাধী আমাকে বধন করেন,
তাহা হইলেও আমি ভীত-ব্রহ্মবিগ্রহধারী এই শত্রু-
কেও হিংসা করিব না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভীতমিতি বিষ্ণুত্বেহপি ব্রাহ্মণতনুত্ব-
হেতুকং ভয়মস্যাবশ্যজ্ঞাবীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভীতং’—(অর্থাৎ ভীত ও
ব্রাহ্মণবেশধারী এই শত্রুকে আমি হিংসা করিব না)।
ইনি বিষ্ণু হইলেও ব্রাহ্মণ-শরীর যখন ধারণ করিয়া-
ছেন, তখন ইহার ভয় অবশ্যই আছে, এই ভাব ॥১২

এষা বা উত্তমঃশ্লোকো ন জিহাসতি যদ্যশঃ ।

হত্বা মৈনাং হরেদ্ যুদ্ধে শয়ীত নিহতো মন্য ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদি) এষ উত্তমঃশ্লোকঃ (সৎকীর্ত্তি-
বিষ্ণুরেব তহি) যশঃ (কীর্ত্তিঃ) ন জিহাসতি, (ত্যক্তুং
নেচ্ছতি), মা (মাং) যুদ্ধে হত্বা এনাং (ভূমিং) হরেৎ,
(অসমর্থশ্চেৎ) মন্য নিহতঃ যুদ্ধে শয়ীত (সম্যক্
জাতঃ সন্ মম, চিত্তে শয়ীতেতি বাস্তবোহর্থঃ) ॥১৩॥

অনুবাদ—আর যদি ইনি উত্তমঃশ্লোক বিষ্ণুই হন তাহা হইলে তিনি নিজ কীৰ্ত্তি পরিত্যাগ করিবেন না । যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে বধ করিয়া এই ভূমি গ্রহণ করিবেন কিম্বা আমা কর্তৃক নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করিবেন । (আমার চিত্ত গুহায় শয়ন করিবেন ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য) ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এষ বৈ নিশ্চিতমুত্তমঃশ্লোক এব যদৃ-
শমাৎ শ্রমশো ন জিহাসতি অতো ভূমিন্দ দাতব্যেতি
ময়োক্তে যাচঞা-ভঙ্গপরাভবম-সহমানেনানেন তহি
যুদ্ধং দেহীতি প্রার্থিতে ময়ি চোমিত্যুক্তবতি সতি যুদ্ধে
মাং হত্বা এনাং ভূমিং হরেদেব । ননু মহাবীরাৎ
ত্বত্তোহস্য পরাভবোহপি সংভবেদিতি চেত্তব্রাহ—শমী-
তেতি ময়া নিহতো যুদ্ধে শমীতেতি কাকুঃ, নৈব শমীত
বিশ্ফোরবধ্যাদিতি ভাবঃ । যদ্বা ; নেত্যস্যাহৃত্যা
অস্মদর্থে নিষেধার্থে চ বৰ্ত্তনাদ্বিনাপি কাকু সঙ্গতিঃ
॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এষ বৈ’—আর ইনি যদি
সত্যই উত্তমঃশ্লোক (পুণ্যকীৰ্ত্তি) বিষ্ণুই হন, তাহা
হইলে নিজের যশ কখনই পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা
করিবেন না । ইহাতে ‘ভূমি দিব না’ আমি এইরূপ
বলিলে, যাচঞা-ভঙ্গের পরাভব সহ্য করিতে না
পারিয়া, ‘তাহা হইলে যুদ্ধ কর’—এইরূপ প্রার্থনা
করিলে, আমি যদি তাহা স্বীকার করি, তবে যুদ্ধ
হইলে আমাকে হত্যা করিয়া এই ভূমি অধিকার
করিবেনই । যদি বলেন—মহাবীর তোমা হইতে
ইহার পরাভবও হইতে পারে, তাহার উত্তরে বলিতে-
ছেন—‘শমীত’, আমা কর্তৃক নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে
ইনি শয়ন করিবেন কি ? এইরূপ কাকু উক্তি, অর্থাৎ
কখনই শয়ন করিবেন না, যেহেতু বিষ্ণু সকলের
অবধ্য—এই ভাব । অথবা—‘ন’ এই পদের আ-
স্তিত্ব দ্বারা অস্মদর্থে ও নিষেধার্থে প্রয়োগ ব্যতীতই
কাকু উক্তির দ্বারা সঙ্গতি হইবে । (অর্থাৎ ইনি
নিজ যশ রক্ষার জন্য আমার চিত্ত গুহায় শয়ন করি-
বেন কি ?) ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমপ্রদ্বিতং শিষ্যমাদেশকরং গুরুঃ ।

শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্ ॥ ১৪ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ, —এবম্ (উক্তপ্রকারেণ)
সত্যসন্ধং (সত্যপ্রতিজ্ঞং), মনস্বিনম্ (উদারচরিতম্),
অপ্রদ্বিতম্ (অতঃ গুরুবচনে অপ্রদ্বা সজ্জাতা অসোতি
অপ্রদ্বিতম্) অনাদেশকরং (স্বাত্তোল্লভিহনং), শিষ্যং
(বলিং) দৈবপ্রহিতঃ (ভগবৎ প্রেরিতঃ) গুরুঃ (গুরুঃ)
শশাপ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অতঃপর গুরু
শুক্রাচার্য্য ভগবানের প্রেরণাবশতঃই উদারচরিত,
সত্যপ্রতিজ্ঞ, তদীয়বাক্যে অপ্রদ্বাসম্পন্ন, তদীয় আদেশ-
লঙ্ঘনকারী শিষ্য বলিরাজকে অভিশাপ প্রদান করি-
লেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রদ্বা সংজাতাহস্যেত্যপ্রদ্বিতম্ ।
দৈবেন ভগবৎ-প্রেম-সুখ-প্রতিকূল-প্রাচীনাপরাধোথেনা-
ভাগ্যেন প্রেরিতবুদ্ধিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞম্ উত্তমমনস্কম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অপ্রদ্বিতং’—গুরুবাক্যে
যাহার অপ্রদ্বার উদয় হইয়াছে (সেই অজাতপ্রদ্ব শিষ্য
বলিকে), ‘দৈবপ্রহিতঃ’—এখানে দৈব বলিতে শ্রীভগ-
বানের প্রেমসুখের প্রতিকূল প্রাচীন অপরাধ হইতে
উথিত অভাগ্য, তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে বুদ্ধি
যাহার, সেই শুক্রাচার্য্য ‘সত্যসন্ধ্যং মনস্বিনং’—সত্য-
প্রতিজ্ঞ ও উত্তমমনস্ক (উদারস্বভাব) বলিমহারাজকে
অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥

দৃঢ়ং পণ্ডিতমান্যজঃ স্তবোধস্যস্মদুপেক্ষয়া ।

মচ্ছাসনাতিগো যন্তুমচিরান্তস্যসে শ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ—দৃঢ়ং (যথা স্যাৎ তথা) পণ্ডিতমান্যজঃ
(আত্মানং মন্যত ইতি তথা বস্তুতস্ত অজ্ঞ এব) (অত-
এব) স্তবধঃ (অনন্মঃ) মচ্ছাসনাতিগঃ অসি, (মমাজ্ঞা-
মতিক্রান্তবানসি), যঃ (তমেবভূতঃ) অস্মদুপেক্ষয়া
(অস্মাকং গুরুগাম্ উপেক্ষয়া) অচিরাৎ (শীঘ্রমেব)
শ্রিয়ঃ (ত্রৈলোক্যাধিপত্যাৎ) দ্রশ্যসে (দ্রষ্টঃ ভবিষ্যসি)
॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তুমি পণ্ডিতাভিমানী অজ্ঞ এবং বিনয়-
রহিত অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত
হইয়াছ । আমাকে উপেক্ষা করিয়াছ বলিয়া তুমি
শীঘ্রই শ্রীদ্রষ্ট হইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পণ্ডিতমানী পণ্ডিতানাং মাননীয়ঃ ন

বিদ্যাতে জ্ঞো যস্মাৎ সঃ । অস্মদুপেক্ষয়া অস্মৎ-
কর্তৃকয়া উপেক্ষয়াপি স্তবধঃ । ভয়াভাবাদনয়ঃ ।
মচ্ছাসনমতিক্রম্য গচ্ছসি বিষ্ণুমিতি ভাবঃ । তস্মাৎ
ন চিরাদপি প্রিয়ো ভ্রশ্যসে । ভগবদ্ভাং নিত্যং
সম্পদং প্রাপ্স্যসীত্যেবং বাস্তবোহর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পণ্ডিতমানী—পণ্ডিতগণের
যিনি মাননীয়, ‘অজঃ’—বলিতে যাঁহা হইতে জ্ঞানী
আর নাই, তিনি । ‘অস্মদুপেক্ষয়া’—আমা কর্তৃক
উপেক্ষিত হইয়াও, ‘স্তবধঃ’—ভয়শূন্য বলিয়া অনন্য,
‘মচ্ছাসনাতিগঃ’—আমার শাসন অতিক্রম করিয়া
বিষ্ণুকে অবলম্বন করিতেছ—এই ভাব । ‘অচিরং
প্রিয়ঃ ভ্রশ্যতে’—অতএব চিরকালেও ঐশ্বর্য্য হইতে
তুমি ভ্রষ্ট হইবে না, অর্থাৎ ভগবৎপ্রদত্ত নিত্য সম্পদই
তুমি প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ বাস্তবার্থ ॥ ১৫ ॥

এবং শব্দঃ স্বগুরুণা সত্যাম্ চলিতো মহান্ ।

বামনায় দদাবেনামচিহ্নোদকপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥

অনুব্যঃ—এবং স্বগুরুণা শব্দঃ (অপি) মহান্
(ধৈর্য্যাদিগুণঃ বলিঃ) সত্যং (স্বপ্রতিশ্রুতত্বে) ন
চলিতঃ, (কিন্তু বামনম্) অর্চিহ্না উদকপূর্ব্বকম্
(উদকদানপূর্ব্বকং) বামনায় এনাং (ভূমিং) দদৌ
(দত্তবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—নিজ গুরুকর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত
হইয়াও মহান্ বলিরাজ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত না
হইয়া বামনদেবকে অর্চনা করিয়া উদকদান-পূর্ব্বক
প্রতিশ্রুত ভূমি প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিপ্রনাথ—এতাং ভূমিং উদকদানপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘এতাং’—‘এনাম্’ এইস্থলে
‘এতাম্’ পাঠান্তর রহিয়াছে, এই ভূমি জলস্পর্শপূর্ব্বক
দান করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিক্র্যাবলিস্তদাগত্য পত্নী জালকমালিনী ।

আনিয়ো কলসং হৈমমবনেজন্যপাং ভূতম্ ॥ ১৭ ॥

অনুব্যঃ—জালকমালিনী (জালকং মুক্তাভরণ-
বিশেষস্তম্ভালাবতী বলেঃ) পত্নী বিক্র্যাবলিঃ তদা
আগত্য অবনেজন্যপাম্ (অবনেজনীনাং পাদপ্রক্ষা-

লনার্থানাম্ অপাম্ অভিঃ) ভূতং (পূর্ণং) হৈমং কল-
সম্ আনিয়ো (আনীতবতী) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মুক্তা মালাধারিণী বলিপত্নী বিক্র্যাবলি
তৎকালে পাদপ্রক্ষালনের জন্য বারিপূর্ণ সুবর্ণকলস
লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা ।

অবনিজ্যাবহন্ মুদ্ধি তদপো বিশ্বপাবনীঃ ॥ ১৮ ॥

অনুব্যঃ—যজমানঃ (বলিঃ) স্বয়ং তস্য (শ্রীবাম-
নস্য) শ্রীমৎপাদযুগং মুদা (হর্ষণং) অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য)
বিশ্বপাবনীঃ (বিশ্বস্য পাবনীঃ পাপনিবর্তনে পবিত্র-
করীঃ) তৎ অপঃ (পাদপ্রক্ষালনজলানি) মুদ্ধি অবহৎ
(দধার) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যজমান বলি তৎকালে স্বয়ং হর্ষসহ-
কারে বামনদেবের শ্রীপদযুগল প্রক্ষালনপূর্ব্বক বিশ্ব-
পাবন ঐ চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিপ্রনাথ—পরমলজ্জাবতাসূর্য্যাম্পশ্যাপি রাজ্ঞী তত্ৰ-
উক্তিনিষ্ঠামবগম্যানন্দাশ্রু-স্তিমিতা হর্ষোৎথং চাপলাং
নিহ্নোভুমশরুবতী দাসীরপূন্যপেক্ষামাণা কলসং
বহন্তী বহিনিচ্চক্রামেত্যাহ বিক্র্যাবলিরিতি । জালকং
মল্লিকাদ্যপক্ককোরক ইতি কেচিৎ । সপুষ্পাতি-
কোমলফলমিত্যন্যে । ক্ষারকো জালকং ক্লীব ইত্য-
মরঃ । জালকং মুক্তাভরণবিশেষ ইতি স্বামিচরণাঃ ।
অবনেজনী নামপাং কলসং ভূতং পূর্ণম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম লজ্জাবতী ও অসূর্য্যাম্পশ্যা
হইয়াও রাজ্ঞী (বিক্র্যাবলি), স্বামীর উক্তিনিষ্ঠা জানিতে
পারিয়া আনন্দাশ্রুতে স্তবধ হইয়া হর্ষোৎথিত চাঞ্চল্য
গোপন করিতে অসমর্থ—হেতু দাসীগণেরও কোন
অপেক্ষা না করিয়া নিজেই কলসী বহনপূর্ব্বক বাহিরে
আসিলেন, ইহা বলিতেছেন—‘বিক্র্যাবলিঃ’ ইত্যাদি ।
‘জালকমালিনী’—মুক্তাময় মালাবিভূষিতা, ‘জালক’
শব্দে কেহ মল্লিকাদির পক্ক কোরক, অপরে পুষ্পযুক্ত
অতি কোমল ফল—এইরূপ বলেন । অমরকোষে
উক্ত হইয়াছে—ক্ষারক ও জালক শব্দে অচিরজাত
কুশাণ্ডাদি ফল বুঝায়, জালক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ । শ্রীল
শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—জালক মুক্তাভরণ-বিশেষ ।

‘অবনেজ্ঞাপাং ভূতং’—পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত জল-
পূর্ণ একটি সুবর্ণকলস (আনয়ন করিলেন) ॥ ১৮ ॥

তদাহসুরেন্দ্রং দিবি দেবতাগণা

গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ

তৎ কৰ্ম সৰ্ব্বহপি গুণন্ত আৰ্জ্জবৎ

প্রসূনবর্ষৈর্বরষুমুদাম্বিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ—তদা দিবি (স্থিতাঃ) দেবতাগণাঃ
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ সৰ্ব্বে অপি মুদাম্বিতাঃ,
(হর্ষপূর্ণাঃ সন্তঃ) তৎ কৰ্ম (তস্য বলেঃ কৰ্ম) আৰ্জ্জ-
বম্ (অকৌটিল্যং) গুণন্তঃ (প্রশংসন্তঃ), অসুরেন্দ্রং
(বলিং) প্রসূনবর্ষৈঃ (পুষ্পরশ্মিভিঃ) বরষুঃ (আচ্ছা-
দিতবন্তঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে স্বর্গস্থিত দেব, গন্ধর্ব, বিদ্যা-
ধর, সিদ্ধ এবং চারণসকলে মিলিয়া আনন্দসহকারে
তাঁহার এবদ্বিধ কৰ্ম নিরুপপত্তিতার প্রশংসাপূর্বক
অসুরপতির উপরে পুষ্পরশ্মি করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তস্য কৰ্ম আৰ্জ্জবমকৌটিল্যঞ্চ
গুণন্তঃ স্তবন্তঃ ॥ ১৯ ॥

ভীকার বজ্রানুবাদ—‘তৎ কৰ্ম আৰ্জ্জবৎ’—মহা-
রাজ বলির সেই কৰ্ম ও সরলতার সকলেই প্রশংসা
করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

নেদুমুহুদুন্দুভয়ঃ সহস্রশো

গন্ধর্বকিম্পুরুষকিম্বরা জগুঃ ।

মনস্বিনানেন কৃতং সুদুষ্করং

বিদ্বানদাদ্ যদ্রিপবে জগত্তম্ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ—(তদা তৈর্বাদিতাঃ) সহস্রশঃ দুন্দুভয়ঃ
মুহঃ নেদুঃ, (নাদিতবন্তঃ,) গন্ধর্বকিম্পুরুষকিম্বরাঃ
জগুঃ, (চ কিং জগুঃ তত্রাহ—) মনস্বিনা (বিবেক-
ধৈর্যাদি-পূর্ণ-মনস্কেন) অনেন (বলিনা) সুদুষ্করম্
(অন্যৈঃ কৰ্ত্তুমশক্যং কৰ্ম) কৃতং যৎ বিদ্বান্ (দেব-
পক্ষপাতী ত্রিপদব্যাজেন জগত্তমং গ্রহীষ্যতীতি জানন্নপি)
রিপবে (শত্রবে) জগত্তমম্ অদাৎ (দত্তবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সহস্র সহস্র দুন্দুভি বারম্বার
নির্নাদিত হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব, কিম্পুরুষ ও

কিম্বরগণ—“এই মনস্বী বলিরাজ সুদুষ্কর কৰ্ম অনু-
ষ্ঠান করিয়াছেন, যেহেতু ইনি নিজ শত্রুকে দেবপক্ষ-
পাতী জানিয়াও ত্রিলোক প্রদান করিলেন” এইরূপ
গান করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

তদ্বামনং রূপমবদ্রতাতুতং

হরেনরনন্তস্য গুণত্তয়াত্মকম্ ।

ভুঃ খং দিশো দ্যোবিবরাঃ পয়োধন-

স্তিৰ্য্যগ্ণুদেবা ঋষয়ো যদাসত ॥ ২১ ॥

অর্থঃ—বাক্ষ্যাতঃ প্রতিগৃহ্যতামিতি বলিনা
পূর্বমুক্তত্বাৎ অনন্তস্য হরেঃ গুণত্তয়াত্মকং (গুণত্তয়-
মাশ্রয়িষ্য তৎ) তৎ বামনং রূপম্ অভুতং (যথা
স্যাৎ তথা) অবদ্রত । (অতএব) ভুঃ, খম্, (আকাশং)
দিশঃ, দ্যৌঃ, (স্বর্গং,) বিবরাঃ, পয়োধনঃ, (সমুদ্রাঃ,
) তিৰ্য্যগ্ণুদেবাঃ ঋষয়ঃ (চ) যৎ (যস্মিন্ বামনে)
আসতে (স্থিতাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অনন্ত শ্রীহরির বামনরূপ
বদ্রিত হইতে লাগিল । গুণত্তয় ও তৎকার্য্য তাঁহাতে
বিদ্যমান সুতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিকসকল, স্বর্গ-
রজ্জুভাগ, সমুদ্রসকল, পশুপক্ষী, মনুষ্য, দেবতা এবং
ঋষিগণ ঐ বিগ্রহে অবস্থিত ছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অবদ্রত বাক্ষ্যাতঃ প্রতিগৃহ্যতামিতি
বলিনা পূর্বমুক্তত্বাৎ গুণত্তয়ং মাতা তৎকার্য্যঞ্চ
আশ্রয়ি সর্বাধিষ্ঠানত্বাৎ স্বস্মিন্মেব যস্য তৎ । অত-
এব ভুঃ খম্ ইত্যাদয়ো যদ্যস্মিন্ আসত স্থিতবন্তঃ
॥ ২১ ॥

ভীকার বজ্রানুবাদ—‘অবদ্রত’—‘বাক্ষ্যাতঃ প্রতি-
গৃহ্যতাম্’ (৮।১৯।৩৮), আপনার ইচ্ছানুরূপ ভূমি
গ্রহণ করুন, মহারাজ বলির এই পূর্ব বাক্য অনুসারে
শ্রীহরির সেই বামনবিগ্রহ অভুতরূপে বদ্রিত হইতে
লাগিল, যাহা ‘গুণত্তয়াত্মকং’—গুণত্তয় অর্থাৎ মাতা
এবং তাহার কার্য্য, ভগবান্ সমস্ত কিছুর আশ্রয়
বলিয়া যাহার নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, অতএব
পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি যাহাতে অবস্থান করিতেছিল
॥ ২১ ॥

কায়ৈ বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ

সহস্রিগাচার্যাসদস্য এতৎ ।

দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে

ভূতেন্দ্রিয়াশায়জীবযুক্তম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) সহস্রিগাচার্যাসদস্যঃ (ঋত্বিগাদি-সহিতঃ) বলিঃ মহাবিভূতেঃ (মহত্যাঃ বিভূতয়াঃ শক্তয়াঃ যস্য তস্য) তস্য (ভগবতঃ) গুণাত্মকে (গুণা ঐশ্বর্যাদয়ঃ ষট্ তদাত্মকে) কায়ৈ (দেহে) ত্রিগুণং (গুণত্রয়কার্যং) ভূতেন্দ্রিয়াশায়জীবযুক্তং (ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি, অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ, আশয়ঃ চতুর্বিধান্তঃকরণং জীবচ তৈঃ যুক্তম্) এতৎ বিশ্বং দদর্শ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন ঋত্বিক্ আচার্য্য ও সদস্যগণের সহিত মহারাজ বলি মহাবিভূতিশালী ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যাত্মক শরীরে পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ, শব্দাদি-বিষয়, চতুর্বিধ অন্তঃকরণ এবং জীবগণের সহিত গুণত্রয়ের কার্য্যস্বরূপ এই নিখিল বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—গুণানামাত্মকে উত্তমার্থিত্যত্রি ভূতানি চ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাঃ শব্দাদয়শ্চ আশয়োহন্তঃকরণানি চ জীবাংশ্চ তৈর্যুক্তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘গুণাত্মকে’—ঐশ্বর্য্যাদি গুণ-সমূহের আশ্রয় উত্তম অধিতাতা ভগবানের সেই দেহ-মধ্যে, আকাশাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ, শব্দাদি বিষয়, অন্তঃকরণ ও জীবসমূহ, তাহাদের সহিত যুক্ত এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

রসামচট্টাভিষ্মতলেহথ পাদয়ো-

মহীং মহীধান্ পুরুষস্য জংঘয়োঃ ।

পতত্রিণো জানুনি বিশ্বমূর্তে-

রাক্ষোর্গণং মারুতমিস্রসেনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রসেনঃ (ইন্দ্রস্য সেনা ইব সেনা যস্য সঃ ইন্দ্রপদে স্থিতত্বাৎ বলিঃ) বিশ্বমূর্তেঃ (বিশ্বরূপস্য) পুরুষস্য অভিষ্মতলে রসাং (রসাতলাদিলোকসমুচ্চকম্) অথ (তথা) পাদয়োঃ মহীং, জংঘয়োঃ মহীধান্ (পর্বতান্), জানুনি পতত্রিণঃ (পক্ষিণঃ) উর্বোঃ মারুতং গণং (বায়ুসংঘম্) অচট্ট (ঐক্ষত) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলিরাজা ঐ বিশ্বরূপ মহাপুরুষের পদতলে রসাতল প্রভৃতি সমুদ্রলোক, পদযুগলে পৃথিবী, জংঘাঙ্ঘ্রয়ে পর্বতসকল, জানুতে পক্ষিসমূহ এবং উরুদ্বয়ে বায়ুগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব প্রপঞ্চয়তি রসামিতি পাদোনৈঃ সমুত্তিঃ । রসাং ভূতলং মহীং ভূতলোপরিস্থান্ নগরগৃহাট্টরক্ষাদীনিত্যর্থঃ । মহীধান্ তদুপরিগতান্ পর্বতানিত্যর্থঃ । পতত্রিণস্তদুপরিচরান্ পক্ষিণঃ । মারুতং গণং বায়ুসংঘম্ । ইন্দ্রস্য সেনৈব সেনা যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বিবৃত করিতেছেন—‘রসাম্’ ইত্যাদি এক পাদ কম সাতটি স্রোকের দ্বারা । বিশ্বমূর্তি সেই পুরুষের পদতলে রসাতলাদি সমুদ্রলোক, পদযুগলে পৃথিবী বলিতে তদুপরিস্থিত নগর, গৃহ, অট্টালিকা ও রক্ষাদি, জংঘাঙ্ঘ্রয়ে পর্বতরাজি, জানু-দেশে উপরিচর পক্ষিগণ এবং উরুযুগলে মরুদগণকে দর্শন করিলেন । ‘ইন্দ্রসেনঃ’—ইন্দ্রের সেনাসকলই যাঁহার সেনা, সেই বলি মহারাজ, তৎকালে তিনি ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত বলিয়া এখানে ‘ইন্দ্রসেন’ বলিলেন । [ক্রমসন্দর্ভে গ্রীজীব গোষ্ঠামিগাদ বলেন—‘ইন্দ্রসেন’ বলিমহারাজের একটি নাম । গ্রীদশমেও উল্লেখ আছে—“স ইন্দ্রসেনো ভগবৎ-পদাঙ্ঘ্রজম্” (১০।৮।৩৮) ইত্যাদি ।] ॥ ২৩ ॥

সক্ষ্যাং বিভোর্বাসসি গুহ্য ঐক্ষৎ

প্রজাপতীন জঘনে আত্মমুখ্যান্ ।

নাভ্যাং নভঃ কুক্ষিসু সপ্তসিদ্ধূন

উরুক্রমস্যোরসি চক্ষমালাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—উরুক্রমস্য বিভোঃ (বিষ্ণোঃ) বাসসি (পরিহিতবসনে) সক্ষ্যাং, গুহ্যে (গুহ্যদেশে) প্রজাপতীন, জঘনে (কটিপুরোভাগে) আত্মমুখ্যান্ (আত্মা বলিঃ স্বয়ং তন্মুখ্যান্ তৎপ্রধানান্ অসুরান্), নাভ্যাং (নাভি-মণ্ডলে) নভঃ (আকাশং) কুক্ষিসু সপ্তসিদ্ধূন (লবণাদি-সপ্তসমুদ্রান্), উরসি (বক্ষসি) চ চক্ষমালাম্ (নক্ষত্র-রাজিম্) ঐক্ষৎ (অপশ্যৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ উরুক্রমের পরিহিতবসনে

সন্ধ্যাদেবী, গুহ্যদেশে প্রজাপতিগণ, কটির সমুখভাগে
নিজের সহিত অসুরগণ, নাভিমণ্ডলে আকাশ, কুঙ্কি-
দেশে সপ্তসমুদ্র এবং বক্ষোদেশে নক্ষত্ররাজি সন্দর্শন
করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মমুখ্যান্ বলিপ্রধানানসুরান্ ।
ভূতললক্ষিতোহপি বলিঃ স্বেষাং তজ্জঘনাদিষ্ঠানত্বাৎ
জঘন এবৈক্ষত ইত্যর্থঃ । এবমগ্রেহপি জেয়ম্ ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘জঘনে আত্মমুখ্যান্’—বলি-
মহারাজ উরুগ্রম ভগবানের জঘনদেশে, আত্মা বলিতে
নিজেই যেখানে মুখ্য, অর্থাৎ নিজসহ অসুরগণকে
দেখিতে পাইলেন । এখানে ভূতল লক্ষিত হইলেও
বলিমহারাজ নিজেদের তাঁহার জঘনদেশে অধিষ্ঠান
বলিয়া জঘনেই নিজদিগকে দেখিয়াছিলেন—এই অর্থ ।
এরূপ পরেও জ্ঞানিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

হৃদয়ঃ ধর্ম্যং স্তনয়োর্মুরারে-

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ মনস্যথেন্দুম্ ।

প্রিয়ঞ্চ বক্ষস্যরবিন্দহস্তাং

কণ্ঠে চ সামানি সমস্তরেফান্ ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্রপ্রধানানমরান্ ভুজেষু

তৎকর্ণয়োঃ ককুভো দ্যৌশ্চ মুদ্ধি ।

কেশেষু মেঘান্ শ্বসনং নাসিকায়ান্-

মক্ষোশ্চ সূর্য্যং বদনে চ বহ্নিম্ ॥ ২৬ ॥

বাণ্যাঞ্চ ছন্দাংসি রসে জলেশং

জ্ঞানানিষেধঞ্চ বিধিঞ্চ পঙ্কাসু ।

অহচ্চ রাগ্নিঞ্চ পরস্য পুংসো

মন্যুং ললাটেহধর এব লোভম্ ॥ ২৭ ॥

স্পর্শে চ কামং নৃপ রৈতসাহস্তঃ

পৃষ্ঠে ত্বধর্ম্যং ক্রমণেষু যজ্ঞম্ ।

ছায়াসু মৃত্যুং হসিতে চ মায়্যাং

তনুরুহেবাম্বধিজাতয়শ্চ ॥ ২৮ ॥

নদীশ্চ নাড়ীষু শিলা নখেষু

বুদ্ধাবজং দেবগণান্বীংশ্চ ।

প্রাণেষু গাত্রৈ স্থিরজঙ্গমানি

সর্ব্বাণি ভূতানি দদর্শ বীরঃ ॥ ২৯ ॥

অবয়বঃ—অঙ্গ ! (হে বৎস !) মুরারেঃ (শ্রীহরেঃ)

হৃদি ধর্ম্যং, স্তনয়োঃ (স্তনদ্বয়ে) ঋতং চ সত্যং চ

(ঋতং প্রিয়বাক্যং সত্যঞ্চ) অথ মনসি ইন্দুং (চন্দ্রং),
বক্ষসি অরবিন্দহস্তাং (পদ্মহস্তাং), প্রিয়ং চ (লক্ষ্মীঞ্চ)
কণ্ঠে সামানি, সমস্তান্, রেফান্ চ (শব্দাংশ্চ দদর্শ ইতি
পশ্চাদ্ভিত্তিন্যা ক্রিয়মা অবয়বঃ) ভুজেষু ইন্দ্রপ্রধানান্
(ইন্দ্রপ্রমুখান্) অমরান্, তৎকর্ণয়োঃ (তস্য বিশেষঃ
কর্ণয়োঃ) ককুভঃ (দিশঃ), মুদ্ধি (শিরসি) দ্যৌঃ চ (দ্যাং
স্বর্গঞ্চ) কেশেষু মেঘান্, নাসিকায়াম্ শ্বসনং (বায়ুম্),
অক্ষোঃ (নেত্রয়োঃ) সূর্য্যং চ বদনে বহ্নিং চ (দদর্শ) ।
(তস্য) পরস্য পুংসঃ (পরমপুরুষস্য) বাণ্যাং (বাচি) চ
ছন্দাংসি রসে জলেশং (বরুণং), দ্রুবোঃ (দ্রুয়ুগলে)
নিষেধং চ বিধিঞ্চ চ (ক্রিয়ানিবর্ত্তকপ্রবর্ত্তকানুশাসন-
বয়ং চ) পঙ্কাসু (পঙ্কোন্মীলননিমীলনয়োঃ) অহঃ চ
রাগ্নিঞ্চ চ ললাটে মন্যুং (ক্রোধম্), অধরে এব লোভং
(চ দদর্শ) ! হে নৃপ ! স্পর্শে কামং চ রৈতসা (রৈতসি)
অস্তঃ (সলিলং), পৃষ্ঠে ত্ব অধর্ম্যং, ক্রমণেষু (পাদ-
বিহারেষু) যজ্ঞং, ছায়াসু মৃত্যুং, হসিতে (হাস্যে)
মায়্যাং চ তনুরুহেষু (লোমসু) ওষধিজাতয়ঃ চ (ওষধি-
জাতীশ্চ দদর্শ) । নাড়ীষু নদীঃ চ নখেষু শিলাঃ,
বুদ্ধৌ অজং (ব্রহ্মাণং), দেবগণান্, ঋষীন্ চ প্রাণেষু
(ইন্দ্রিয়েষু) গাত্রৈ (নিখিলে শরীরে চ) স্থিরজঙ্গমানি
(স্থাবরজঙ্গমাশ্চকানি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সঃ) বীরঃ
দদর্শ ॥ ২৫-২৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তন-
দ্বয়ে প্রিয় ও সত্যবাক্য, মনে চন্দ্র, বক্ষঃপ্রদেশে পদ্ম-
হস্তা লক্ষ্মীদেবী, কণ্ঠে সাম ও সমস্ত শব্দরাজি, ভুজ-
সকলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সমূহ, মস্তকে,
স্বর্গ, কেশে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, নেত্রদ্বয়ে সূর্য্য,
বদনে অগ্নিদেব, পরমপুরুষের বাক্যে ছন্দসকল, রসে
বরুণদেব, দ্রুয়ুগলে নিমেষ এবং বিধি, নেত্রপঙ্কজের
উন্মীলন ও নিমীলনে দিবা ও রাগ্নি, ললাটে ক্রোধ,
অধরে লোভ এবং হে রাজন্ স্পর্শে কামদেব, রৈতো-
ভাগে সলিল, পৃষ্ঠে অধর্ম, পাদবিক্ষেপে যজ্ঞ, ছায়ায়
মৃত্যু, হাস্যে মায়্যা এবং লোমরাজিতে ওষধিসমূহ,
নাড়ীসমূহে নদীসকল, নখসকলে শিলারশি, বুদ্ধিতে
ব্রহ্মা, দেবগণ ও ঋষিবৃন্দ, ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র
শরীরে স্থাবরজঙ্গমাশ্চক সমগ্র ভূতরাজি বীরবর বলি
দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৫-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঋতং প্রিয়বাক্যং সমস্তান্ রেফান্

রেফোপলক্ষিতানকারাদি-সৰ্ববর্ণান্ দৌশ্চ দ্যাম্, রসে
রসনে পক্ষ্যসু পক্ষ্মাখীলননিমীলনয়োঃ রেতসা
রেতসি । ক্রমণেষু পাদবিন্যাসেষু । ওষধিজাতীশ্চ,
প্রাণেষ্টিবদ্রেয়েষু ॥ ২৫-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঋতং’—প্রিয় বাক্য, তাঁহার
স্তনযুগলে ঋত ও সত্য, ‘সমস্ত-রেফান্’—তাঁহার
কণ্ঠদেশে সামবেদ এবং সমস্ত রেফ বলিতে রেফোপ-
লক্ষিত সমস্ত শব্দরাশি, ‘দৌশ্চ’—মস্তকে স্বর্গলোক,
‘রসে’—রসনে অর্থাৎ জিহ্বায় বরুণদেব, ‘পক্ষ্যসু’—
নেত্রের পক্ষ্মব্রয়ের উন্মীলন ও নিমীলনে, অর্থাৎ নেত্র-
লোমে দিবা ও রাত্রি, ‘রেতসা’—রেতসি, শুক্রমধ্যে জল,
‘ক্রমণেষু’—পদবিন্যাসে যজ্ঞ, ‘তনুর্নৃহেযু ওষধিজাতয়ঃ’
—ওষধিজাতীশ্চ, ইহা কৰ্ম্মে বহুবচন হইবে, অর্থাৎ
রোমরাজির মধ্যে ওষধিসমূহ, ‘প্রাণেষু’—প্রাণ বলিতে
এখানে ইন্দ্রিয়সকল, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহে এবং সমগ্র
শরীরে স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমষ্টি দর্শন করিয়াছিলেন
॥ ২৫-২৯ ॥

সৰ্ব্বাখানীদং ভুবনং নিরীক্ষ্য

সৰ্ব্বৈহসূরাঃ কামলমাপুরজ ।

সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো

ধনুশ্চ শার্জং স্তন্বিহ্নুঘোষম্ ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—অস ! (হে বৎস !) সৰ্ব্বৈ অসূরাঃ
সৰ্ব্বাখানি (বিশ্বাখাকে শ্রীহরৌ) ইদং ভুবনং, সুদর্শনং
চক্রম্, অসহ্যতেজঃ (অসমপরাক্রমং) স্তব্বিহ্নুঘোষং
(মেঘনির্ঘোষং), শার্জং (তন্মামকং) ধনুঃ চ নিরীক্ষ্য
(দৃষ্টা) কামলং (খেদম্) আপুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! তৎকালে সমস্ত অসুরগণ
বিশ্বরূপী শ্রীহরির শরীরে এই নিখিলভুবন, সুদর্শন-
চক্র, অসহ্য তেজসম্পন্ন মেঘতুল্য শব্দশালী শার্জ
নামক ধনুঃ সন্দর্শন করিয়া খেদ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩০

পঙ্কজাঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ

কৌমোদকী বিষ্মগদা তরঙ্গিনী ।

বিদ্যাধরোহসিঃ শতচন্দ্রযুক্ত-

সুণোত্তমাবক্ষ্যসায়কৌ চ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—পঙ্কজাঘোষঃ (মেঘগন্তীরনাদঃ), পাঞ্চ-
জন্যঃ (তন্মামকঃ) জলজঃ (শঙ্খঃ), তরঙ্গিনী (অতি-
বেগবতী) কৌমোদকী (তন্মাস্তনী) বিষ্মগদা, শতচন্দ্র-
যুক্তঃ (শতচন্দ্রাকারানি মণ্ডলানি यस্য তেন চন্দ্রণা
যুক্তঃ) বিদ্যাধরঃ (তৎসংজ্ঞকঃ) অসিঃ অক্ষয়সায়কৌ,
(তন্মামকৌ) তুণোত্তমৌ (তুণশ্রেষ্ঠৌ) চ সহলোকপালাঃ
(লোকপালৈঃ সহিতাঃ) সুনন্দমুখ্যাঃ (সুনন্দপ্রধানাঃ)
পার্ষদমুখ্যাঃ (শ্রীহরঃ প্রধানভূতাঃ পার্শ্বদাঃ) ঈশং
(শ্রীহরিম্) উপতস্থুঃ (তুণ্টবুঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তখন মেঘবদ্ গন্তীরনাদযুক্ত পাঞ্চজন্য
শঙ্খ, অতি বেগবতী কৌমোদকী গদা, শতচন্দ্রাকৃতি-
ফলকযুক্ত বিদ্যাধরনামক অসি, অক্ষয়সায়কনামক
শ্রেষ্ঠ তুণযুগল, লোকপালগণের সহিত সুনন্দপ্রমুখ
প্রধান পার্শ্বদগণ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব প্রত্যক্ষীভূত সুদর্শনাদয় ঈশমুপ-
তস্থুরিতি দ্বাভ্যামবয়বঃ । বিদ্যাধরসংজ্ঞোহসিঃ । শত-
চন্দ্রং ফলকং তদযুক্তঃ, পার্শ্বদেষু মুখ্যাঃ সুনন্দমুখ্যা
ইতি তেষ্বপি সুনন্দো মুখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে সুদর্শন প্রভৃতি অস্ত্র-
সমূহ মূর্তিধারণপূর্বক প্রত্যক্ষ হইয়া নিজ প্রভুর স্তুতি
করিয়াছিলেন, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন । ‘বিদ্যা-
ধরঃ’—বিদ্যাধর নামক অসি, তাহা শতচন্দ্রাকৃতি
ফলকযুক্ত । ‘সুনন্দমুখ্যাঃ’—পার্ষদগণের মধ্যে প্রধান
যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যেও সুনন্দ মুখ্য, এই অর্থ ।
(ইহা ৩২ নং শ্লোকের অংশ ।) ॥ ৩১ ॥

সুনন্দমুখ্যা উপতস্থুরীশং

পার্ষদমুখ্যাঃ সহলোকপালাঃ ।

স্ফুরৎকিরীটাজদমীনকুণ্ডলঃ

শ্রীবৎসরক্তোত্তমমেখলাস্বরৈঃ ॥ ৩২ ॥

মধুরতন্ত্রবনমালয়াবতো

ররাজ রাজন্ ভগবান্নরুক্রমঃ ।

ক্ষিতিং পদৈকেন বলেবিচক্রমে

নভঃ শরীরেণ দিশ্চ বাহভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—(হে রাজন্ !) (তদা) ভগবান্ উরু-
ক্রমঃ (ত্রিবিক্রমঃ) স্ফুরৎ-কিরীটাজদ মীনকুণ্ডলঃ
(স্ফুরন্তি কিরীটং মুকুটম্, অঙ্গদং কেয়ুরং, মীনকুণ্ডলে

মকরসদৃশে কুণ্ডলে মস্যা সঃ) শ্রীবৎস-রত্নোত্তম-
মেখলাম্বরৈঃ (শ্রীবৎসাদিভিঃ তথা) মধুব্রত স্রগ্বন-
মালয়া (মধুব্রতানাং ভ্রমরাণাং স্রক্ পংক্তিঃ যত্র তয়া
বনমালয়া) রতঃ (সন্) ররাজ (প্রকাশিতঃ বভূব) ।
একেন পদেন বলেঃ (দৈত্যরাজস্য) ক্ষিতিং (যাবদ্
ভূভাগং তথা), শরীরেণ নভঃ (আকাশং), বাহুভিঃ
(ভুজৈঃ) দিশঃ চ বিচক্রমে (আক্রান্তবান্) ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ । ভগবান্ দ্বিবিক্রমও
তৎকালে সমুজ্জ্বল করিট, অঙ্গদ, মকরাকৃতি কুণ্ডল,
শ্রীবৎস কৌমুদ, মেখলা, পীতাম্বর এবং ভ্রমরপঙক্তি
বিরাজিত বনমালায় বিভূষিত হইয়া প্রকাশ পাইতে-
ছিলেন । তিনি একপদবিন্যাসে বলির যাবতীয় ভূমি-
ভাগ, শরীর দ্বারা আকাশপ্রদেশ, ভুজসকল দ্বারা
দিক্‌সমূহ আক্রমণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কুণ্ডল ইত্যন্ত পৃথক্ পদম্ । মধু-
ব্রতানাং স্রক্ মালাকারঃ সমূহো যত্র তথাভূতয়া বন-
মালয়া রতো ব্যাঙঃ । উরুক্রমত্বমেবাহ—ক্ষিতিমিতি,
দ্বিতীয়ং বামপদং ক্রমমাণস্য তস্য দ্বিবিষ্টপং তদীয়ং
প্রাণ্ডমেবাদ্বিতিয়ং শেষঃ তৃতীয়ায় তৃতীয়পদন্যাসার্থম্
অণুপি অণুমাত্রমপি নাবশিষ্টমিত্যর্থঃ । অত্র দ্বিপদমাত্র-
ভূমেঃ প্রতিগৃহীতত্বেহপি ভূজাদ্যঙ্গৈর্নভ আদি ব্যাপ্তিস্ত
নান্যায্যা তাবজ্জুর্নাবদ্ধুর্বস্থিতৈরপ্যপেক্ষিতত্বাদিতি
সন্দর্ভঃ । নভ আদীনামপি পদদ্বয়ান্তর্ভূতত্বাৎ পদদ্বয়ে-
নৈব ব্যাপ্তিরূচ্যত ইত্যপরেঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুণ্ডল এই পর্য্যন্ত পৃথক্ পদ ।
‘মধুব্রত’—ইত্যাদি, ভ্রমরগণের ‘স্রক্’ বলিতে মালার
আকার পঙক্তি যেখানে, সেইরূপ বনমালার দ্বারা
ব্যাঙ, অর্থাৎ তৎকালে ভগবান্ উরুক্রম ভ্রমরপঙক্তি-
শোভিত বনমালায় আরত হইয়া অতিশয় শোভা
পাইতেছিলেন । তাহার উরুক্রমত্বই (বিশাল পাদ-
বিন্যাস) বলিতেছেন—‘ক্ষিতিম্’ ইত্যাদি (অর্থাৎ এক
পদদ্বারা বলির অধিকৃত সমগ্র ভূভাগ, শরীরদ্বারা
আকাশমণ্ডল ও বাহুসমূহদ্বারা দিক্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত
করিয়াছিলেন) । ‘পদং দ্বিতীয়ং’ (ইহা ৩৪ শ্লোকের
অংশ)—ইহার পর দ্বিতীয় বামপদ বিন্যাসকালে
স্বর্গলোক কোনরূপে তাহার স্থান হইল বটে, পরন্তু
‘তৃতীয়ায়’—তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির আঙ্গ
অণুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রহিল না । ক্রমসন্দর্ভে

শ্রীল জীবগোষামিপাদ বলেন—এইস্থলে ত্রিপাদ-পরি-
মিত ভূমির প্রতিগ্রহণের কথা থাকিলেও, বাহু প্রভৃ-
তির দ্বারা যে আকাশাদির ব্যাপ্তি, তাহা অন্যায় হয়
নাই, কারণ উহা ভূমির উদ্ধেই অবস্থিত । অপরে
বলেন—আকাশ প্রভৃতিরও পদদ্বয়ের অন্তর্ভূত বলিয়া
পদদ্বয়ের দ্বারাই ব্যাপ্তি হইয়াছে ॥ ৩২-৩৩ ॥

পদং দ্বিতীয়ং ক্রমতস্ত্রিবিষ্টপং

ন বৈ তৃতীয়ায় তদীয়মণ্বপি ।

উরুক্রমস্যাত্তিরূপণ্যুপয্যাথো

মহর্জনাভ্যাং তপসঃ পরং গতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামটমস্কন্ধে
বিশ্বরূপদর্শনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—দ্বিতীয়ং পদং দ্বিবিষ্টপং (স্বর্গং)
ক্রমতঃ (আক্রমতঃ হরেঃ) তৃতীয়ায় (পাদায়) (তৃতীয়-
পাদন্যাসার্থং) তদীয়ং (বলেঃ সম্বন্ধি) অণু অপি (অণু-
মাত্রমপি স্থানং) ন বৈ (ন বভূব যতঃ) উরুক্রমস্য
(দ্বিবিক্রমস্য) অতিঃ (পাদঃ দ্বিবিষ্টপং) উপরি
উপরি (ক্রমশঃ উদ্ধদেশং গচ্ছন্) অথ মহর্জনাভ্যাং
তপসঃ চ (লোকস্য) পরম্ (অতীতস্থানং সত্যলোকং)
গতঃ (প্রাণ্ডঃ বভূব) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতামটমস্কন্ধে বিংশোহধ্যায়স্যাম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—পরে দ্বিতীয় পদে স্বর্গ আক্রমণ
করিলে, তৃতীয় পদবিন্যাসের জন্য বলির অণুমাত্র
স্থানও বর্তমান রহিল না । যেহেতু দ্বিবিক্রম শ্রীহরির
চরণ স্বর্গ হইতে ক্রমশঃ উদ্ধদেশ আক্রমণ করিতে
করিতে মহঃ জন এবং তপোলোকের অতীত সত্য-
লোক প্রাণ্ড হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়ং পদং কিম্বৎ প্রব্রহ্মভূদিত্য-
পেক্ষান্যামহ—মহর্জনাভ্যাং সকাশাৎ পরং সত্য-
লোকং গতঃ । তদীয়ো নখস্ত কটাহং বিভেদেতি
কেচিৎ । অষ্টাবরণানি ভিত্তা বিরজাজলে প্রবিষ্ট
ইত্যন্যে ॥ ৩৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমস্কন্ধে বিংশোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যম্ ॥

ইতি শ্রীবিষ্মনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর-কৃতা শ্রীভাগবতাষ্টম-
স্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদশিনী
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তঁাহার দ্বিতীয় পদ কতদূর
পর্যন্ত বর্ধিত হইয়াছিল, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন
—‘উরুক্রমস্য’ ইত্যাদি, অর্থাৎ উরুক্রম শ্রীহরির
সেই পদ ক্রমশঃ উদ্ধৃভাগে মহলোক, জনলোক ও
তপোলোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোকে উপস্থিত
হইয়াছিল । কেহ বলেন—তঁাহার শ্রীচরণের নখ-
রাজি ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদ করিয়াছিল । অপরে বলেন
—অষ্ট আবরণ ভেদ করিয়া বিরজার জলে প্রবিষ্ট
হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিন্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদশিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীল বিষ্মনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের সারার্থ-
দশিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১২০ ॥

মধ্য—

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিত
শ্রীভাগবতাষ্টমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে বিংশোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের
তথ্য সমাপ্ত ।

বিরূতি—

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের
বিরূতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের বিংশোহধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



একবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

সত্যং সমীক্ষ্যাবজ্ঞত্বো নখেন্দুভি-

হঁতস্বধামদ্যুতিরাক্তোহভ্যগাৎ ।

মরীচিমিশ্রা ঋষয়ো বৃহদ্রতাঃ

সনন্দনাদ্যা নরদেব যোগিনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জগজ্জনের নিকট বলির উৎকর্ষ
খ্যাপনার্থ পদপুরণচ্ছলে বিষ্ণু কর্তৃক বলির বন্ধন
বর্ণিত হইয়াছে ।

ভগবান্ শ্রীবামনদেবের দ্বিতীয়-চরণ ব্রহ্মলোকে
প্রবিষ্ট হওয়ায় তদীয় নখচন্দ্রের ছটায় ব্রহ্মার ও
তদ্ধামের দ্যুতি তিরস্কৃত হইল । ব্রহ্মা মরীচিপ্রমুখ
ঋষিগণ ও লোকপালগণের সহিত ভগবানের স্তব
করিয়া পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক নানাবিধ উপচারের দ্বারা
পূজা করিলে, ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ভেরীশব্দে সর্ব্বত্র
ভগবদ্বিজ্ঞানোৎসব জ্ঞাপন করিলেন ।

বলির সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায়, দৈত্যগণ ক্রোধের
সহিত বলির নিষেধ সত্ত্বেও বিষ্ণুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ
করিয়া বিষ্ণুর নিত্য পার্শ্বদল্লভদ্বারা পরাজিত হইল
এবং বলির আদেশে পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিল ।
এদিকে গরুড় ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিকে
বরণপাশে বন্ধন করিলেন, তদনন্তর বিষ্ণু এতাদৃশ
অবস্থাপন্ন অথচ অবিচলিত উদারচরিত বলির নিকট
তৃতীয় পদবিন্যাসোপযোগিস্থান প্রার্থনা করিলেন এবং
প্রতিশ্রুতদানে অসমর্থ বলির স্বর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট
সুতলে বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন । এতৎ-
প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে ।

অনুব্যঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নরদেব !
(রাজন্ !) নখেন্দুভিঃ (শ্রীহরিপদ-নখ-চন্দ্রে) হত-
স্বধামদ্যুতিঃ (হতা তিরস্কৃতা স্বধামনঃ স্বকীয়লোকস্যা
দ্যুতিঃ প্রভা যস্য সঃ) আকৃতঃ (স্বয়ং তেনাচ্ছন্নঃ)
অবজ্ঞত্বঃ (ব্রহ্মা) সত্যং (সত্যলোকং প্রবিষ্টং
তমভিহ্রং) সমীক্ষ্য (দৃষ্ট্য়া) অভ্যগাৎ । (তৎ-সমীপং
গতঃ তথা) মরীচিমিশ্রাঃ (মরীচিপ্রধানাঃ) ঋষয়ঃ

সনন্দনাদ্যাঃ (তৎপ্রমুখাঃ) বৃহদব্রতাঃ (মহাব্রতশীলাঃ)
যোগিনঃ (চ অভ্যন্তঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবানের শ্রী-
চরণ সত্যলোকে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া ব্রহ্মা ভগবৎ-
সমীপে গমন করিলেন । মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ এবং
সনন্দনপ্রমুখ মহাব্রত-যোগিগণও তথায় উপস্থিত
হইয়াছিলেন । হে রাজন্ ! ভগবানের পদনখচন্দ্রের
ছটায় ব্রহ্মধামের দ্যুতি তিরস্কৃত হইয়াছিল, ব্রহ্মা
স্বয়ংও তদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিব্রনাথ—

আনন্দ চরণং ব্রহ্মা দৈত্যান্ যুদ্ধাম্ভাবরম্ ॥

বলিং তং গরুড়োহবধুদেকবিংশেহর্থকোবিদঃ ॥০

অভিন্নঃ সত্যলোকং গত ইত্যুক্তং ততঃ কিং বৃত্ত-
মিত্যত আহ—সত্যমিতি নখা এব ইন্দবন্তৈঃ সহ
সত্যং সত্যলোকং সমীক্ষ্যাজ্ঞভবো ব্রহ্মা অভ্যগাৎ,
মরীচ্যাদয়শ্চাভ্যগুঃ । ববন্দিরে অবজ্ঞভবশ্চ ববন্দে
ইত্যুভয়েষামুভয়োরুভয়ক্রিয়ান্বয়ঃ । কীদৃশঃ নখেন্দু-
ভিহঁতা তিরস্কৃতাঃ স্বধামদ্যুতয়ো यस্য সঃ স্বয়ং
তৈরান্বতশ্চম ইতি নখেন্দুভিরিত্যস্য ক্রিষ্যপ্যন্বয়ঃ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা
বামনদেবের চরণ অর্চনা করেন, মহারাজ বলি
দৈত্যগণকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন এবং প্রয়ো-
জনাভিজ্ঞ গরুড় বলিকে বন্ধন করেন—ইহা বর্ণিত
হইয়াছে ॥ ০ ॥

উরুক্রমের শ্রীচরণ সত্যলোকে উপস্থিত হইয়া-
ছিল, ইহা পূর্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, তারপর কি
ঘটিল ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—‘সত্যং’ ইত্যাদি ।
‘নখেন্দুভিঃ’—নখসমূহই চন্দ্র, তাহার সহিত সত্য-
লোক অবলোকন করিয়া, ‘অবজ্ঞভবঃ’—ব্রহ্মা তাঁহার
নিকট আগমন করিলেন, মরীচি প্রভৃতিও আসিলেন,
তাঁহারা বন্দনা করিলেন এবং ব্রহ্মাও বন্দনা করিলেন
—এইরূপ উভয় উভয় ক্রিয়ার অন্বয় হইবে ।
কিরূপ তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—নখচন্দ্ররাজি-
দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে নিজ ধামের দ্যুতি যাঁহার,
সেই ব্রহ্মা নিজেও তাহার দীপ্তিতে আচ্ছন্ন হইয়াছেন ।
‘নখেন্দুভিঃ’—ইহার সহিত তিন স্থানেই অন্বয় হইবে,
অর্থাৎ ভগবানের পদনখচন্দ্রের ছটায় সত্যলোক,

ব্রহ্মা এবং মরীচিগণ সকলেই আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন
॥ ১ ॥

বেদোপবেদা নিয়মা যমান্বিতা-

স্তর্কেতিহাসাঙ্গপুরণসংহিতাঃ ।

যে চাপরে যোগসমীরদীপিত-

জ্ঞানাগ্নিনা রঞ্জিতকর্ম্মকল্মষাঃ ॥ ২ ॥

ববন্দিরে যৎস্মরণানুভাবতঃ

স্বায়ত্ত্ববং ধাম গতা অকর্ম্মকম্ ॥

অথাঃশ্রয়ে প্রোন্নমিতায় বিক্ষো-

রূপাহরং পদ্মভবোহর্হণোদকম্ ।

সমর্চ্য ভক্ত্যাভ্যগুণাচ্ছুচিশ্রবা

যন্নাতিপক্ষেহসম্ভবঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—নিয়মাঃ যমান্বিতাঃ (নিবৃত্তরহস্য-
সহিতানি প্রবৃত্তরহস্যানি তথা) তর্কেতিহাসাঙ্গ-পুরণ-
সংহিতাঃ (তর্কঃ ন্যায়শাস্ত্রম্, ইতিহাসঃ পুরাণভবর্ণন-
প্রধানশাস্ত্রাণি, অঙ্গানি শিক্ষাদীনি, পুরাণানি ব্রহ্মাদীনি,
সংহিতাঃ পঞ্চরাত্রাদয়ঃ তথাঃ) বেদোপবেদাঃ (বেদাঃ
ঋগাদয়ঃ, উপবেদাঃ আয়ুর্বেদাদয়ঃ), যোগসমীর-
দীপিতজ্ঞানাগ্নিনা রঞ্জিতকর্ম্মকল্মষাঃ (যোগঃ এব
সমীরঃ তেন দীপিতং জ্ঞানমেবাগ্নিঃ তেন রঞ্জিতং
দক্ষং কর্ম্মকল্মষং কর্ম্মমলং যেষাং তে) অপরে চ
যে (তল্লোকনিবাসিনঃ) যৎস্মরণানুভাবতঃ (যস্য
অঃশ্রয়ে স্মরণানুভাবতঃ স্মরণপ্রভাবাৎ) অকর্ম্মকং
(কর্ম্মভিঃ অপ্ৰাপ্যং) স্বায়ত্ত্ববং ধাম (ব্রহ্মলোকং) গতাঃ
(প্রাপ্তাঃ, তে সর্বে) ববন্দিরে । (শ্রীহরেঃ অভিন্নং
প্রণেমুঃ তুষ্টুবুঃ চ) অথ পদ্মভবঃ (ব্রহ্মা) প্রোন্ন-
মিতায় (প্রকৃষ্টম্ উর্দ্ধং প্রসূতায়) বিক্ষোঃ অঃশ্রয়ে
(অভিন্নং পাদপদ্মমুদ্दिश्य ইত্যর্থঃ) অর্হণোদকং (পাদ্য-
মিত্যর্থঃ) উপাহরং (দদৌ) । শুচিশ্রবাঃ (বিমলকীর্তিঃ
ব্রহ্মা) স্বয়ং যন্নাতিপক্ষেহসম্ভবঃ (যস্য শ্রীহরেঃ
নাতিপক্ষেহাৎ নাতিপদ্মাৎ সম্ভবঃ জন্ম यस্য সঃ
তাদৃশঃ ভবতি) ভক্ত্যা (তং) সমর্চ্য (পূজয়িত্বা)
অভ্যগুণাৎ (তুষ্টাব) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে যম, নিয়ম, ন্যায়শাস্ত্র, ইতি-
হাস, শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি গ্রন্থ, পুরাণ, সংহিতা, বেদ,
আয়ুর্বেদাদি উপবেদ এবং যাঁহারা যোগসমীরণ দ্বারা

দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিবলে কর্মমল দক্ষ করিয়াছেন, সেই সকল পুরুষ অন্যান্য সত্যলোকবাসিজনসমূহ শ্রীহরির ঐ পাদপদ্মের স্মরণবলে কর্মদ্বারা অলভ্য এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সকলে শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা প্রকৃষ্টভাবে উদ্ধৃদিকে প্রসারিত বিষ্ণুর পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে পাদ্য প্রদান করিলেন এবং বিমলকীর্তি ব্রহ্মা স্বয়ং যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ভক্তিভরে সেই বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥২-৩॥

বিশ্বনাথ—তর্কো ন্যায়শাস্ত্রম্, ইতিহাসো ভারতাদিঃ। অঙ্গানি শিক্ষাদীনি, পুরাণানি ব্রাহ্মাদীনি। সংহিতা ব্রহ্মসংহিতাদ্যাঃ। অকর্ম্মকং ন বিদ্যন্তে কর্ম্মকাণি নিকৃষ্টকর্ম্মাণি সাধনত্বেন যস্য তৎ। অভ্যগুণাৎ তুষ্টাব ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তর্ক’—বলিতে ন্যায়শাস্ত্র, ইতিহাস—মহাভারত প্রভৃতি, ‘অঙ্গ’—শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গসকল, ‘পুরাণ’—বলিতে ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি, ‘সংহিতা’—ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি (সকলেই ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন)। ‘অকর্ম্মকং’—কর্ম্ম বলিতে নিকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা যাহা অপ্রাপ্য, সেই ব্রহ্মলোক (শ্রীহরির পাদপদ্মের স্মরণ-প্রভাবেই যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে বন্দনা করিলেন)। ‘অভ্যগুণাৎ’—স্তুতি করিলেন (অর্থাৎ ব্রহ্মাও সেই ভগবানের উন্নমিত চরণে পাদ্য-জল সমর্পণপূর্ব্বক পূজা করিয়া ভক্তিভরে স্তুতি করিতে লাগিলেন।) ॥ ২-৩ ॥

ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) বিশদা (নির্মলাঃ) কীর্তিঃ ইব লোকত্রয়ং (ত্রিলোকং) নিমাণ্টি (পবিত্রয়তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ব্রহ্মার কমণ্ডলুজল উরু-ক্রম বামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায়, স্বর্ধুনীরূপে পরিণত হইয়াছিল। ঐ নদী আকাশে প্রবাহিতা হইয়া শ্রীহরির কীর্তির ন্যায় ত্রিলোক পবিত্র করিতেছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কমণ্ডলুজলং পাদাবনেজনেন পবিত্রং তুভা গঙ্গা অভূৎ। পঞ্চমস্কন্ধে তু সুমেরুবর্ণনে বাম-পাদান্তর্নখনিভিমোদ্ধাণ্ডকটাহ-বহির্জলধারৈব গঙ্গা। কুচিৎ সাক্ষান্নারায়ণ এব দ্রবরূপেণ গঙ্গ্যত্যতো জলত্রি-তয়মেব মিলিতম্ গঙ্গাভূদিতি জ্ঞেয়ম্। পতন্তী পতন্তী নিমাণ্টি পবিত্রয়তি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কমণ্ডলুজলং’—ব্রহ্মার সেই কমণ্ডলুর জলরাশি ভগবানের পাদপ্রক্ষালনহেতু পবিত্র হইয়া গঙ্গা হইয়াছিল। পঞ্চমস্কন্ধে সুমেরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—বামনদেবের বামপাদান্তর্নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকটাহ নির্ভিন্ন হইয়া বাহিরে যে জলধারা প্রবাহিত হয়, উহাই গঙ্গা। কোথাও সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণই দ্রবরূপে গঙ্গা হইয়াছেন—এরূপ বলা হইয়াছে, অতএব এই তিনটি জলধারা মিলিত হইয়া স্বর্গগঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। ‘পতন্তী’—পতন্তী হইবে, উহা আকাশমার্গে প্রবাহিত হইয়া লোকত্রয় পবিত্র করিতেছে ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাদয়ো লোকনাথাঃ স্বনাথায় সমাদৃতাঃ।

সানুগা বলিমাজহুঃ সংক্ষিপ্তাঅবিভৃত্যে ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মপ্রমুখাঃ) সানুগাঃ (অনু-চরৈঃ সহিতাঃ) লোকনাথাঃ (লোকপালাঃ) সমাদৃতাঃ (সম্যক্ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ), সংক্ষিপ্তাঅবিভৃত্যে (সংক্ষিপ্তা বামনরূপেণ উপসংহাতা আত্মবিভৃতিঃ স্বকীয়দেহবিস্তারো যেন তস্মৈ) স্বনাথায় (স্বৈশ্বামধি-পত্যে বিষ্ণবে) বলিং (পূজাম্) আজহুঃ (সংগৃহীত-বন্তঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সানুচর ব্রহ্মাদি-লোকপালগণ সাদরে তাহাদের নিজ প্রভু আত্মবিস্তৃতিরূপ স্বকীয় বিভূতির

ধাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদুরক্রমস্য

পাদাবনেজনপবিত্রতয়া নরেন্দ্র।

স্বর্ধুন্যভূম্ভঙ্গি সা পতন্তী নিমাণ্টি

লোকত্রয়ং ভগবতো বিশদেব কীর্তিঃ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—(হে) নরেন্দ্র। (রাজন্!) ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) তৎ কমণ্ডলুজলম্ উরুক্রমস্য (বিষ্ণোঃ) পাদাবনেজনপবিত্রতয়া (পাদয়োঃ অবনেজনে প্রক্ষা-লনং তেন পবিত্রতয়া পূতত্বেন) স্বর্ধুনী (স্বর্গনদী) অভূৎ। সা (নদী) নভসি পতন্তী (প্রবাহিতা সতী)

উপসংহার-পূর্বক পূর্বের ন্যায় বামনরূপে অবস্থিত
পরম পুরুষের পূজা আহরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সংক্ষিপ্তাবিভূতয়ে ত্রিবিষ্ণু মন্ত্ররূপ-
মন্ত্ৰাধ্য বামনমন্ত্ররূপেণৈব স্থিতায়ৈতর্থাঃ । তদেব
ব্রহ্মাদিমন্ত্ৰব্রহ্মাণ্য তোয়াদিভিঃ পাদ্যাদিভিঃবলিঃ
পূজাং আজহুঃরূপকল্পয়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

লীকার বঙ্গানুবাদ—‘সংক্ষিপ্তাবিভূতয়ে’—নিজ
বিভূতি ত্রিবিষ্ণুমন্ত্ররূপ অন্তর্হিত করিয়া পূর্বের ন্যায়
বামনমন্ত্ররূপেই যখন অবস্থিত, তৎকালেই ব্রহ্মাদি
লোকপালগণ সেখানে আসিয়া নিজপ্রভু শ্রীহরিকে
সাদরে পাদ্যাদির দ্বারা পূজাপহার প্রদান করিয়া-
ছিলেন ॥ ৫ ॥

তোয়ৈঃ সমহণৈঃ ব্রহ্মাদিবিষ্ণুগজ্ঞানুলেপনৈঃ ।

ধূপৈদীপৈঃ সুরভিভির্লাজাক্তফলাঙ্কুরৈঃ ॥ ৬ ॥

স্তবনৈর্জয়শব্দৈশ্চ তদ্বীৰ্য্যমহিমাঙ্কিতৈঃ ।

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—সুরভিভিঃ (সুগন্ধিভিঃ) সমহণৈঃ
তোয়ৈঃ (অর্থাৎ দিজলৈঃ) ব্রহ্মভিঃ (মালাভিঃ) দিব্য-
গজ্ঞানুলেপনৈঃ (সুরম্যচন্দনাদানুলেপনসাধনৈঃ) ধূপৈঃ
দীপৈঃ লাজাক্তফলাঙ্কুরৈঃ (লাজাভিঃ ভূতঋধানৈঃ
অঙ্কিতৈঃ তণ্ডুলৈঃ ফলৈঃ অঙ্কুরৈশ্চ) তদ্বীৰ্য্যমহিমাঙ্কিতৈঃ
(ভগবন্মাহাত্ম্যসূচকৈঃ) স্তবনৈঃ (স্তুতিভিঃ) জয়শব্দৈঃ
(জয় জয় ইত্যাদিরবৈঃ) চ নৃত্যবাদিত্রগীতৈঃ চ শঙ্খ-
দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ (শঙ্খাদিধ্বনিভিঃ বলিষ্ণু আজহুঃ
ইতি পূর্বেগাম্বয়ঃ) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—তাহারা তৎকালে সুগন্ধি, অর্ঘ্যাদি জল,
মালা, দিব্য-চন্দনাদি অনুলেপন, ধূপ, দীপ, লাজ,
অঙ্কত, ফল, অঙ্কুর, ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক স্তব,
জয়ধ্বনি, নৃত্য, বাদ্য, গীত এবং শঙ্খ-দুন্দুভিধ্বনির
সহিত উপহার আহরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

জাম্ববানুঙ্করাজস্ত ভেরীশব্দৈর্মনোজবঃ ।

বিজয়ং দিষ্ণু সর্বাসু মহোৎসবমঘোষয়ৎ ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—মনোজবঃ (মনোবেগঃ) ঞ্জরাজঃ
(ভল্লকরাজঃ) জাম্ববানু তু (আগত্য) ভেরীশব্দৈঃ

(ভেরীং বাদয়ন ইত্যর্থঃ) সর্বাসু দিষ্ণু বিজয়ং
(বিজয়সূচকং) মহোৎসবম্ অঘোষয়ৎ (প্রচারয়ামাস)
॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মনের ন্যায় শীঘ্রগামী ঞ্জরাজ জাম্ব-
বানু তৎকালে সমাগত হইয়া ভেরীশব্দে সর্বদিকে
ভগবানের বিজয়মহোৎসব ঘোষণা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

মহীং সর্বাং হতাং দৃষ্টা ত্রিপদব্যাজষাচঞয়া ।

উচুঃ স্বভর্তৃরসুরা দীক্ষিতস্যাত্যমমিতাঃ ॥ ৯ ॥

অম্বয়ঃ—অসুরাঃ ত্রিপদ-ব্যাজ-ষাচঞয়া (ত্রিপদ-
ভূমিপ্রার্থনচ্ছলেন) দীক্ষিতস্য (যজ্ঞরতস্য) স্বভর্তৃঃ
(বলেঃ) সর্বাং মহীং (সমগ্রাং ভূমিং) হতাং
(সংগৃহীতাং) দৃষ্টা অত্যমমিতাঃ (নিতরামসহিষ্ণবঃ
সন্তঃ) উচুঃ (বক্ষ্যমাণং কথয়ামাসুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ত্রিপাদ-ভূমিবিষয়ক কপট প্রার্থনাদ্বারা
যজ্ঞরতী নিজ প্রভু বলিরাজের সমস্ত ভূমি অপহৃত
হইল দেখিয়া, অসুরগণ নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া
বলিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

ন বায়ং ব্রহ্মবজ্রবিষ্ণুমায়্যাবিনাং বরঃ ।

দ্বিজরূপপ্রতিচ্ছিন্নো দেবকার্য্যং চিকীর্ষতি ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—(দৈত্যাঃ উচুঃ, —) অয়ং (বামনঃ)
ব্রহ্মবজ্রঃ (দ্বিজঃ) ন বা (ন ভবতি কিন্তু) দ্বিজরূপ-
প্রতিচ্ছিন্নঃ (ব্রাহ্মণবেশে তিরস্কৃতস্বরূপঃ) মায়্যাবিনাং
(ছলনানিপুণানাং) বরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) বিষ্ণুঃ (এব) দেব-
কার্য্যং (দেবানামুপকারং) চিকীর্ষতি (সাধয়িতুমাগতঃ
ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—দৈত্যগণ বলিয়াছিল,—এই বামন
নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহে, পরন্তু মায়্যাবিগণের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু
ব্রাহ্মণবেশে নিজস্বরূপ গোপন করিয়া দেবতাদিগের
উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অনেন যাচমানেন শক্রণা বটুরূপিণা ।

সর্বস্বং নো হতং ভর্তৃন্যস্তদণ্ডস্য বহিষি ॥ ১১ ॥

অম্বয়ঃ—বটুরূপিণা (বালকবেশে) যাচমানেন

(প্রার্থয়মানেন) অনেন শত্রুণা (অস্মাকং চিরবৈরিণা
বিষ্ণুনা) বহিষি ন্যস্তদণ্ডস্য (যজ্ঞনিমিত্তং ত্যক্তদণ্ডস্য)
নঃ (অস্মাকং) ভর্তুঃ (স্বামিনঃ বলেঃ) সৰ্বস্বং
(সৰ্বমেব ধনং) হাতম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমাদের প্রভু যজ্ঞার্থ দণ্ড পরিত্যাগ
করায় আমাদের চিরশত্রু বিষ্ণু বালকবেশে যাচক-
রূপে তাঁহার সৰ্বস্ব হরণ করিয়াছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বহিষি যজ্ঞে ॥ ১১ ॥

টীকার বজ্রানুবাদ—‘বহিষি’—যজ্ঞে (দীক্ষিত
হইয়া আমাদের প্রভু মহারাজ বলি শাসনদণ্ড পরি-
ত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ হিংসা হইতে বিরত হইয়া-
ছেন, এই সুযোগে এই শত্রু ব্রহ্মচারিরাপে যাচক
করিয়া আমাদের সৰ্বস্ব হরণ করিয়াছে ।) ॥ ১১ ॥

সত্যব্রতস্য সততং দীক্ষিতস্য বিশেষতঃ ।

নানুতং ভাষিতং শক্যং ব্রহ্মণ্যস্য দয়াবতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সততং সত্যব্রতস্য (সৰ্বদা সত্যশীলস্য)
বিশেষতঃ (অধুনা) দীক্ষিতস্য (যজ্ঞরতস্য) ব্রহ্মণ্যস্য
দয়াবতঃ (চ ভর্তুঃ) অনুতং (মিথ্যা) ভাষিতুং ন
শক্যম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমাদের প্রভু সৰ্বদাই সত্যব্রত,
বিশেষতঃ সম্প্রতি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন । তিনি
ব্রাহ্মণগণের হিতকারী এবং দয়াবান্, কখনই মিথ্যা
বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১২ ॥

তস্মাদস্য বধো ধর্মো ভর্তুঃ শুশ্রূষণঞ্চ নঃ ।

ইত্যায়ুধানি জগ্ৰ্হর্বলেনরানুচরাসুরাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ অস্য (বামনরূপস্য বিষ্ণোঃ)
বধঃ (বিনাশঃ এব) ধর্মঃ (সমুচিতঃ), নঃ (অস্মাকং)
ভর্তুঃ শুশ্রূষণং চ (অস্য বধ এবং অস্মাকং স্বামিসেবা
চ ভবতি) ইতি (এবং নিশ্চিত্য) বলেঃ অনুচরাঃ
(সেবকাঃ) অসুরাঃ (তস্য বিষ্ণোঃ বধার্থম্) আয়ুধানি
(অস্ত্রাণি) জগ্ৰ্হঃ (ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অতএব অধুনা এই বামনরূপী বিষ্ণুর
বধই আমাদের ধর্ম এবং উপযুক্ত স্বামিসেবা । এই-

রূপ নিশ্চয় করিয়া বলির অনুচর অসুরগণ তাঁহার
বধের জন্য অস্ত্রধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

তে সৰ্বে বামনং হস্তং শূলপট্টিশপাণয়ঃ ।

অনিচ্ছতো বলে রাজন্ প্রাপ্তবন্ জাতমন্যবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! শূলপট্টিশপাণয়ঃ (শূলা-
দ্যস্ত্রহস্তাঃ) জাতমন্যবঃ (সজাতক্ৰোধাঃ) তে সৰ্বে
(অসুরাঃ) অনিচ্ছতঃ (অনভিলাষবতঃ) বলেঃ বামনং
হস্তং প্রাপ্তবন্ (প্রদ্রবুঃ তন্মুখমাজগমুঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তখন জাতক্ৰোধ অসুর-
গণ শূল ও পট্টিশপাণে বলির অনিচ্ছাক্রমেই বামন
বধের জন্য ধাবিত হইল ॥ ১৪ ॥

তানভিহ্রবতো দৃষ্টা দিতিজানীকপান্ নৃপ ।

প্রহস্যানুচরা বিষ্ণোঃ প্রত্যষেধম্মদায়ুধাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! বিষ্ণোঃ অনুচরাঃ (সেবকাঃ)
অভিহ্রবতঃ (হিংসার্থং সমুপস্থিতান্) তান্ দিতি-
জানীকপান্ (দৈত্যসৈন্যান্) দৃষ্টা প্রহস্য (অবজাসূচকং
হাসং কৃৎস্না) উদায়ুধাঃ (উদাত্যস্ত্রাঃ সন্তঃ) প্রত্যষেধন্
(তান্ বারয়ামাসুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বিষ্ণুর অনুচরগণ হিংসার্থে
সমুপস্থিত দৈত্যসৈন্যগণকে দেখিয়া হাস্যসহকারে
অস্ত্র উদাত করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগি-
লেন ॥ ১৫ ॥

নন্দঃ সুনন্দোহথ জয়ো বিজয়ঃ প্রবলো বলঃ ।

কুমুদঃ কুমুদাক্ষত বিব্বক্সেনঃ পতগ্রিরাট্ ॥ ১৬ ॥

জয়ন্তঃ শ্রুতদেবশচ পুষ্পদন্তোহথ সাত্ততঃ ।

সৰ্বে নাগায়ুতপ্রাণাশ্চমুস্তে জম্বুরাসুরীঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ, সুনন্দঃ অথ জয়ঃ, বিজয়ঃ,
প্রবলঃ, বলঃ, কুমুদঃ, কুমুদাক্ষতঃ চ বিব্বক্সেনঃ,
পতগ্রিরাট্ (পক্ষিরাজঃ গরুড়ঃ), জয়ন্তঃ শ্রুতদেবঃ চ
পুষ্পদন্তঃ অথ সাত্ততঃ নাগায়ুতপ্রাণাঃ (সহস্রহস্তিতুলা-
বলাঃ) তে (পূর্বোক্তাঃ) সৰ্বে আসুরীঃ চমুঃ (অসুর-
সেনাঃ) জম্বুরাঃ (নিহতাঃ চক্রাঃ) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—নন্দ, সুন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিশ্বকসেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুত-দেব, পুষ্পদন্ত, সাব্বত এই সকল সহস্র হস্তিতুল্য বলশালী ভগবৎপার্ষদবৃন্দ অসুরসৈন্য বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—জয়-বিজয় ইতি ভগবতো ব্রহ্মণ্যত্বসা ভক্তানাং পরাধিভীষিকাম্যাস্ত প্রদর্শনার্থমেবানমোঃ প্রকাশাবেব বৈকুণ্ঠাদধঃ পততুরিতি তৃতীয়ে বৈকুণ্ঠ-বর্ণনএব ব্যাখ্যাতম্ । নাগা হস্তিনস্তে চ লোকা-লোকোপরিবত্তিনো ভগবদ্বিভূতিরূপা বৈকুণ্ঠবত্তিনো বা জেয়াঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

ঈকান বজ্রানুবাদ—‘জয়ো বিজয়ঃ’—শ্রীভগবানের ব্রহ্মণ্যত্ব এবং ভক্তজনের প্রতি অপরাধের বিভীষিকা প্রদর্শনের নিমিত্তই এই দুইজনের এখানে প্রকাশ হইয়াছিল, যেহেতু তৃতীয় ঋক্কে বৈকুণ্ঠবর্ণন প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এই দুইজন বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃ পতিত হইয়াছিলেন । ‘নাগাঃ’—হস্তিগণ, ইহারা লোকালোক পর্বতের উপরে অবস্থিত, অথবা—বৈকুণ্ঠবর্তী ভগবানের বিভূতিরূপ বুমিতে হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

হন্যমানান্ স্বকান্ দৃষ্টা পুরুষানুচরৈর্বলিঃ ।

বারয়ামাস সংরম্ভান্ কাব্যশাপমনুস্মরন্ ॥

অম্বয়ঃ—বলিঃ পুরুষানুচরৈঃ (পুরুষস্য বিশেষঃ অনুচরৈঃ) স্বকান্ (নিজানুচরান্ অসুরান্) হন্যমানান্ (বিনাশিতান্) দৃষ্টা কাব্যশাপং (গুহ্যচার্য্যস্য “অচিরাৎ ভ্রশ্যসে” ইতি অভিসম্পাতবচনম্) অনু-স্মরন্ (স্মৃত্বা) সংরম্ভান্ (জুহুদ্বানপি অনুচরান্) বারয়ামাস (যুদ্ধাৎ নিবারিতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বলিরাজ বিষ্ণুর অনুচরগণের দ্বারা স্বীয় পক্ষ হত হইতে দেখিয়া গুহ্যচার্য্যের অভিশাপ-বচন স্মরণপূর্বক জুহুদ্ব অসুরগণকে নিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—হে বিপ্রচিণ্ডে ! হে রাহো ! হে নেমে ! বচঃ (মদ্বাক্যং) শ্রুত্যাং, মা যুধ্যত, (যুদ্ধং মা কুরুত), নিবর্তন্ধুং (নিবৃত্তাঃ ভবত যস্মাৎ), অম্মং (বর্তমানঃ) কালঃ (সময়ঃ) নঃ (অস্মাকম্) অর্থকুৎ (শুভপ্রদঃ) ন (ন ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রচিণ্ডে ! হে রাহো ! হে নেমে ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধ করিও না সত্বর নিবৃত্ত হও, যেহেতু বর্তমান কাল আমাদের শুভপ্রদ নহে ॥ ১৯ ॥

যঃ প্রভুঃ সর্বভূতানাং সুখদুঃখোপপত্তয়ে ।

তং নাতিবত্তিতুং দৈত্যাঃ পৌরুষৈরীশ্বরঃ পুমান্ ॥২০

অম্বয়ঃ—(হে) দৈত্যাঃ ! সর্বভূতানাং (সর্বেষাং প্রাণিনাং) সুখদুঃখোপপত্তয়ে (সুখং দুঃখং বা যথা-যোগ্যং নিস্পাদয়িতুং) যঃ (কালঃ) প্রভুঃ (সমর্থঃ ভবতি) পুমান্ (কোহপি জনঃ) পৌরুষৈঃ (অধ্য-বসায়ৈঃ) তং (কালম্) অতিবত্তিতুং (লভয়িতুং) ন ঈশ্বরঃ (ন সমর্থঃ ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দৈত্যগণ ! যিনি সমস্ত প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ-সাধনে সমর্থ তাহাকে কোন পুরুষই অধ্য-বসায়বলে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

যো নো ভবায় প্রাগাসীদভবায় দিবৌকসাম্ ।

স এব ভগবান্দ্য বর্ততে তদ্বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—যঃ (ভগবান্ কালঃ) প্রাক্ (ইতঃ পুরা) নঃ (অস্মাকং দৈত্যানাং) ভবায় (শুভায় তথা) দিবৌ-কসাং (দেবানাম্) অভবায় (অশুভায়) আসীৎ । সঃ ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী কালঃ) এব অদ্য (অধুনা) তদ্বিপর্য্যয়ং (পূর্ব্বতো বৈপরীত্যেন অস্মাকমশুভ-প্রদত্বেন দিবৌকসাঞ্চ শুভপ্রদত্বেন) বর্ততে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যিনি ইতঃপূর্ব্ব আমাদের পক্ষে শুভ-জনক এবং দেবগণের পক্ষে অশুভজনক ছিলেন, সেই ভগবান্ কালই সম্প্রতি বিপরীত হইয়াছেন ॥২১

হে বিপ্রচিণ্ডে হে রাহো হে নেমে শ্রুত্যাং বচঃ ।

মা যুধ্যত নিবর্তন্ধুং ন নঃ কালোহয়মর্থকুৎ ॥১৯॥

বলেন সচিবৈবুজ্য্য দুর্গৈর্মজৌষধাদিভিঃ ।

সামাদিত্তিরূপায়ৈশ্চ কালং নাভ্যতি বৈ জনঃ ॥২২॥

অবয়বঃ—জনঃ (কোহপি জীবঃ) বলেন (শব্দ্য সৈন্যেন বা) সচিবৈঃ (মন্ত্ৰিভিঃ) বুদ্ধা (বুদ্ধিবলেন) দুর্গৈঃ (শত্রুজনাক্রমণযোগ্য প্রদেশৈঃ) মন্ত্ৰৌষধাদিভিঃ সামাদিভিঃ (সাম-দাম-ভেদ দণ্ডরূপৈঃ) উপায়ৈঃ চ কালং (কালরূপিণং প্রভুং) ন অত্যেতি (অতিক্রমিতুং বৈ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কোন জীবই বল, মন্ত্রী, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্ৰ, ঔষধ কিম্বা সামাদি উপায়দ্বারা কালরূপী প্রভুকে (অর্হতি) অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—কালং কালরূপিণং প্রভুং ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কালং’—কালরূপী প্রভুকে (কোন ব্যক্তিই পৌরুষদ্বারা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।) ॥ ২২ ॥

ভবভির্নির্জিতা হ্যেতে বহশ্যেহনুচরা হরেঃ ।

দৈবেনন্ধৈস্ত এবাদ্য যুধি জিত্বা নদন্তি নঃ ॥ ২৩ ॥

অবয়বঃ—এতে হরেঃ অনুচরাঃ (ইতঃ পূর্বং) বহশঃ (বহবারান্) দৈবেনন্ধৈঃ (দৈবেন সমৃদ্ধৈঃ) ভবভিঃ (দৈতৈঃ) নির্জিতাঃ হি (যুদ্ধে খলু পরাভূতাঃ), তে এব (পূর্বনির্জিতাঃ হরেঃ অনুচরাঃ) অদ্য যুধি (যুদ্ধে) নঃ (অস্মান্) জিত্বা (পরাজিত্য) নদন্তি (গর্জন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—ইতঃপূর্বে দৈববলে বলীয়ান্ তোমরাই বহবার এই সকল বিষ্ণুর অনুচরগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছ, অদ্য তাহারাই যুদ্ধে আমাদেরকে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তত্ত্বোপদেশমগ্হ তন্ত্ৰমোগ্রস্তান্ সুরানালক্ষ্য প্রোৎসাহনেন দৈত্যানুকূলমোগ্রোপদেশেন নিবর্তয়িতুমাং ভবভিরিতি । দৈবেন ঋদ্ধৈঃ সমৃদ্ধৈর্ভবভিঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তমঃ প্রকৃতির অসুরগণকে এরূপ তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে না দেখিয়া, উৎসাহ-ভরে দৈত্যগণের অনুকূল উপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে নিবর্তিত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—‘ভবভিঃ’ ইত্যাদি । ‘দৈবেন ঋদ্ধৈঃ’—দৈববলে সমৃদ্ধ তোমাদের কর্তৃক, (অর্থাৎ পূর্বে তোমরা দৈববলে বলবান্ হইয়া গ্রীহরির এই অনুচরগণকে বহবার যুদ্ধে পরা-

জিত করিয়াছ, আর সম্প্রতি তাহারাই যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া গর্জন করিতেছে।) ॥ ২৩ ॥

এতান্ বয়ং বিজেষ্যামো যদি দৈবং প্রসীদতি ।

তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষ্ষং যো নোহর্থত্বায় কল্পতে ॥

অবয়বঃ—যদি (যদা) দৈবং (কালঃ) প্রসীদতি, (অস্মাকং শুভপ্রদঃ ভবিষ্যতি তদা) বয়ম্ এতান্ বিজেষ্যামঃ (পরাজিতান্ করিষ্যামঃ), তস্মাৎ (অধুনা অন্তঃকালত্বাৎ) যঃ (কালঃ) নঃ (অস্মাকম্) অর্থত্বায় (আনুকূল্যায়) কল্পতে, (ভবতি তৎ) কালং প্রতীক্ষ্ষম্ (অপেক্ষাধম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যদি দৈব প্রসন্ন হয়েন, তবে আমরা ইহাদিগকে পরাজিত করিব। অতএব যে কাল আমাদের অনুকূল হইবে, সেই কালের জন্য তোমরা অপেক্ষা কর ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থত্বায় অর্থসাধকত্বায় ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অর্থত্বায়’—আমাদের প্রয়োজনসাধক কালের জন্য অপেক্ষা কর ॥ ২৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

পত্যাংগিগদিতং শ্রুত্বা দৈত্যদানবযুথপাঃ ।

রসাং নির্ব্বিশি় রাজন্ বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ ॥ ২৫ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! বিষ্ণুপার্ষদতাড়িতাঃ দৈত্যদানবযুথপাঃ (দৈত্যদানব-যোদ্ধ-প্রধানাঃ) পত্যাং (স্বামিনঃ বলেঃ) নিগদিতং (যুদ্ধ-নিবর্তকবচনং) শ্রুত্বা রসাং (রসাতলং) নির্ব্বিশি়ঃ (শুভকালপ্রতীক্ষণায় প্রবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! বিষ্ণুর অনুচরগণকর্তৃক বিতাড়িত দৈত্যদানব যুথপতিগণ স্বামীর আজ্ঞাপ্রবণে পাতালে প্রবেশ করিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—রসাং রসাতলম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রসাং’—রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

অথ তাক্ষ্যসূতো জাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীষিতম্ ।

ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যোহহনি ক্রতো ॥ ২৬ ॥

অম্বয়ঃ—অথ বিরাট্ (পক্ষিরাজঃ) তাক্ষ্যসূতঃ (গরুড়ঃ) প্রভুচিকীষিতং (প্রভোঃ বামনরূপিণঃ বিষ্ণোঃ কৰ্ত্ত্বম্ অভিলষিতং) জাত্বা ক্রতো (যজ্ঞে) সূত্যো অহনি (সোমোভিষবদিনে) বারুণৈঃ পাশৈঃ (বরুণদেবতায়াঃ পাশস্ত্রৈঃ) বলিং (দৈত্যরাজং) ববন্ধ (তস্য বন্ধনং চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তরঃ পক্ষিরাজ গরুড় প্রভুর অভি-
লাষ বুঝিতে পারিয়া যজ্ঞান্তে সোমপানের দিবস বরু-
ণের পাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন (৫।২৪।২৩
শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষ্ণু পক্ষিষু রাজত ইতি বিরাট্ ।
প্রভোশ্চিকীষিতং জাত্বৈতি অস্য মমতাস্পদং সর্ব-
মঙ্গীকৃত্য অহন্তাস্পদমপ্যঙ্গীকৰ্ত্ত্বমিচ্ছতি মৎপ্রভুঃ
প্রতিদানাসামর্থ্যমভিদ্যোতাস্য ঋণী ভবন্ দ্বারপালো
বুভুষতি, স্বস্য ভক্তাধীনত্বং ভক্তস্য চ সৰ্ব্বোৎকর্ষং
লোকেষু খ্যাপয়িতুমতো দণ্ডোনাপ্যনধ্বরমস্য ধৈর্য্যং
দর্শয়ামি সৰ্ব্বলোকানিতি ববন্ধ, সূত্যোহহনি সোমা-
ভিষবদিনে ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিরাট্’—পক্ষিরাজ গরুড় ।
‘প্রভুচিকীষিতং’—প্রভুর কার্য্যগত অভিপ্রায় জানিতে
পারিয়া, অর্থাৎ আমার প্রভু এই বলিমহারাজের
মমতাস্পদ সর্বস্ব গ্রহণপূর্বক অহন্তাস্পদ দেহ-
প্রাণেন্দ্রিয়াদিও অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন,
বাহিরে প্রতিদানের অসামর্থ্য প্রকাশ করতঃ ইহার
ঋণী হইয়া দ্বারপাল হইতে চাহিতেছেন, আর নিজের
ভক্তাধীনত্ব এবং ভক্তের সৰ্ব্বোৎকর্ষতা জগতে প্রখ্যা-
পনের নিমিত্ত দণ্ডের দ্বারা ইহার অসাধারণ ধৈর্য্য
সর্বলোককে প্রদর্শন করিব—এইরূপ ভগবানের
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গরুড় বরুণপাশদ্বারা বলিকে
বন্ধন করিলেন । ‘সূত্যো অহনি’—যজ্ঞান্তে সোমা-
ভিষবের দিনে ॥ ২৬ ॥

বিষ্ণুনা অসুরপতৌ (বলিরাজে) নিগৃহ্যমাণে (বন্ধনং
প্রাপিতে সতি) রোদস্যোঃ (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) দিশং
সর্বতঃ (সর্বাঃ দিশঃ অভিব্যাপ্য) মহান্ (অতিশয়ঃ)
হাহাকারঃ (খেদধ্বনিঃ) আসীৎ (বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—সর্বোত্তম প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু
এইরূপে বলিরাজকে বন্ধন করিলে, স্বর্গ ও পৃথিবীর
সমস্ত দিক্ ব্যাপিয়া এক মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত
হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—রোদস্যোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রোদস্যোঃ’—স্বর্গ ও মর্ত্য-
লোকের (সকলদিকে তুমুল হাহাকার উত্থিত হইয়া-
ছিল ।) ॥ ২৭ ॥

তং বন্ধং বারুণৈঃ পাশৈর্ভগবানাহ বামনঃ ।

নষ্টপ্রিয়ং স্থিরপ্রজমুদারযশসং নৃপ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! ভগবান্ বামনঃ বারুণৈঃ
পাশৈঃ বন্ধং নষ্টপ্রিয়ং (সর্বৈশ্বর্য্যরহিতং তথাপি)
স্থিরপ্রজং (স্থিরবুদ্ধিম্) উদারযশসং (প্রশস্তকীৰ্ত্তিঃ) তং
(বলিম্) আহ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! তখন ভগবান্ বামন
বরুণপাশে আবদ্ধ, ঐশ্বর্য্যহীন, স্থিরবুদ্ধি, উদারকীৰ্ত্তি
বলিকে বলিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রষ্টপ্রিয়ং—বিগতসম্পৎকম্ । তদপি
স্থিরপ্রজম্—অক্ষুব্ধধিয়ম্ । যত উদারযশসং
সম্পত্তেরপচয়েহপি যশসোহতু্যপচয়ং প্রাপ্তিমিত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দ্রষ্টপ্রিয়ং’—যাঁহার সম্পদ
চলিয়া গিয়াছে, তথাপি ‘স্থিরপ্রজং’—অক্ষুব্ধচিত্ত,
যেহেতু ‘উদারযশসং’—উদারকীৰ্ত্তি, অর্থাৎ সম্পত্তির
অপচয় হইলেও যিনি যশের উপচয় (প্রাচুর্য্য) প্রাপ্ত
হইয়াছেন (সেই বলিমহারাজকে বামনদেব বলি-
লেন ।) ॥ ২৮ ॥

পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমেমহং ত্বয়াসুর ।

দ্রাভ্যং ক্রান্তা মহী সৰ্ব্বা তৃতীয়মুপকল্পয় ॥ ২৯ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) অসুর ! ত্বয়া মহ্যং ভূমেঃ ত্রীণি
পদানি (ত্রিপদ-পরিমিতা ভূমিঃ ইত্যর্থঃ) দত্তানি (দাতু-

হাহাকারো মহানাসীদ্রোদস্যোঃ সর্বতো দিশম্ ।

নিগৃহ্যমাণেহসুরপতৌ বিষ্ণুনা প্রভুবিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥

অম্বয়ঃ—প্রভুবিষ্ণুনা (সর্বোত্তম-প্রভাবশালিনা)

মঙ্গীকৃতানি), দ্বাভ্যাং (পদ্ম্যামেব ময়া) সৰ্ব্বা (ভবদীয়া যাবতী) মহী (ভূমিঃ) ক্রান্তা (ব্যাপ্তা), তৃতীয়ং (ভব-দঙ্গীকৃত-তৃতীয়-পদবিন্যাসযোগ্যস্থানম্) উপকল্পয় (দেহি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে অসুর ! তুমি আমাকে ত্রিপদ ভূমি-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলে তন্মধ্যে আমি দুইপদেই যাবতীয় ভূমি আবৃত করিয়াছি। সম্প্রতি তৃতীয় পদবিন্যাসের উপযুক্ত স্থান প্রদান কর ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—মহী ত্বৎস্বামিকং স্থানম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহী’—তোমার আয়ত্তাধীন সমগ্র স্থান (আমি দুই পদে অধিকার করিয়াছি, সম্প্রতি তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থান প্রদান কর।) ॥ ২৯ ॥

যাবৎ তপত্যসৌ গোভির্ষাবদ্ভিঃ সহোড়্ভিঃ ।

যাবদ্বর্ষতি পর্জন্যস্বাবতী ভূরিয়ং তব ॥ ৩০ ॥

অবস্বঃ—অসৌ (সূর্য্যঃ) গোভিঃ (কিরণৈঃ) যাবৎ (স্থানং ব্যাপ্য) তপতি, (তথা) উড়্ভিঃ (নক্ষত্রৈঃ) সহ ইন্দুঃ (চন্দ্রঃ) যাবৎ (স্থানং ব্যাপ্য প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) পর্জন্যঃ (মেঘঃ চ) যাবৎ (স্থানং ব্যাপ্য) বর্ষতি (বৃষ্টিা ভবতি), তাবতী (তৎ-পরিমিতা) ইয়ং ভূঃ (ভূমিঃ) তব (অধিকৃতা ভবতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই সূর্য্য কিরণ দ্বারা যে পরিমিত স্থানে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন, নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র যতদূর পর্য্যন্ত প্রভা বিস্তার করিতেছেন এবং মেঘ যে পর্য্যন্ত বর্ষণ করিতেছে, সেই পর্য্যন্ত ভূমিই তোমার অধিকৃত ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অসৌ সূর্য্যঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসৌ’—ঐ সূর্য্য (কিরণ-রাশিদ্বারা যতদূর তাপদান করে।) ॥ ৩০ ॥

পদৈকেন ময়াক্রান্তো ভূলোকঃ খং দিশস্তনোঃ ।

স্বলোকস্তে দ্বিতীয়েন পশ্যতস্তে স্বমাত্মনা ॥ ৩১ ॥

অবস্বঃ—(তব তাবদ্ ভূমিভাগমধ্যে) ময়া আত্মনা একেন পদেন ভূঃ লোকঃ ক্রান্তঃ (ব্যাপ্তঃ), তনোঃ (তন্বা শরীরেণ) খম্ (আকাশং তথা) দিশঃ চ (ক্রান্তাঃ), তে (তব) পশ্যতঃ (দৃশ্যি পশ্যতি এব সতি)

দ্বিতীয়েন (পদেন) স্বং (স্বকীয়ঃ) স্বঃ লোকঃ তু (ক্রান্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তোমার ঐ ভূমিভাগ মধ্যে আমি স্বকীয় একপদবিন্যাসে ভুলোক, শরীরদ্বারা আকাশ ও দিক-সকল এবং তোমার সাক্ষাতেই দ্বিতীয় পদবিন্যাসে ত্বদীয় স্বলোক আক্রমণ করিয়াছি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তনোস্তন্বা । স্বং তদীয়ং ধনম্ । আত্মনা স্বরূপেণৈব ন চ ত্রিবিজ্ঞমত্মমন্যদীয়ং স্বরূপ-মিতি ভাবঃ । পদৈকেন ময়াক্রান্ত ইতি পূর্ব্বতো লোকা-লোকাৎ পশ্চিমতো লোকালোকঃ একেনৈব পদা ময়া-ক্রান্তঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তনোঃ’—তন্বা, শরীরদ্বারা (আকাশ ও দিগ্‌মণ্ডল), ‘স্বং’—তোমার ধন (সমস্তই অধিকার করিয়াছি) । ‘আত্মনা’—আমার নিজ স্বরূপেই, কিন্তু ত্রিবিজ্ঞম রূপ অন্যের স্বরূপ নহে, এই ভাব । ‘পদৈকেন ময়াক্রান্তঃ’—পূর্ব্বদিকে লোকালোক পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে লোকালোক পর্য্যন্ত একটি চরণের দ্বারাই আমি অধিকার করিয়াছি, এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

প্রতিশ্রুতমদাতুস্তে নিরয়ে বাস ইম্ম্যতে ।

বিশ ত্বং নিরয়ং তস্মাদ্ গুরুণা চানুমোদিতঃ ॥ ৩২ ॥

অবস্বঃ—প্রতিশ্রুতং (দাতুমঙ্গীকৃতম্) অদাতুঃ (অপ্রযচ্ছতঃ) তে (তব) নিরয়ে (পাতালে) বাসঃ (বসতিঃ) ইম্ম্যতে (শাস্ত্রসম্মতঃ ভবতি), তস্মাৎ (প্রতি-শ্রুতস্য অদানাৎ) গুরুণা চ (গুরুণ চ) অনুমোদিতঃ (অনুজাতঃ) ত্বং নিরয়ং বিশ (প্রবিশ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রতিশ্রুতি দান না করায়, তোমার পাতালে বাসই শাস্ত্রসম্মত । অতএব গুরু গুরুচার্য্যের অনুমোদিত পাতালে প্রবেশ কর ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তহি ময়া কিং কর্তব্যমিতি চেৎ ? নিরয়ে বাসঃ ক্রিয়তামিতি তস্য ধীরত্বং নিরূপাধি-ভক্তির্নিষ্ঠাং চ লোকে খ্যাপয়িতুং প্রকটমাহ প্রতীতি । নিরয়ে নরকে গুরুণা অনুমোদিত ইতি কিমহং যুক্তং ব্রবীম্যযুক্তং বেতি তৎ স্বগুরুং বিদ্বাংসং গুরুচার্য্য-মেব পৃষ্ঠেতি ভাবঃ । বস্তুতস্ত ভক্তাভাসস্যপি নরকা-সম্ভবাৎ প্রতিশ্রুতমদাতুরপি তে নিরয়ে রলয়োরৈক্যাৎ নিরয়ে মদীয়ে বৈকুণ্ঠে এব বাস ইম্ম্যতে উচিতে

ভবতি, যদ্যপি তদপি সংপ্রতি নিলয়ঃ ময়া দীয়মানঃ
সূতলাখ্যং মদীয়স্থানবিশেষং বিশ ত্বদধিকারান্তে এব
বৈকুণ্ঠে ত্বাং বাসন্নিম্যামীতি ভাবঃ । গুরুণা গুরু-
ণেতি যদ্যপি ত্বং স্বগুরুং তং মদ্বিমুখং জ্ঞাত্বা সংপ্রত্য-
বমন্যসে, তদপি স ত্বদ্বিমুখকস্নেহভরণেব লুপ্ত-
বিবেকো মমীতি প্রিয় এব ময়াবগতঃ । অতশ্চেন স হৈব
বিশেষার্থঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে আমার কি
কর্তব্য ? এইরূপ যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে
বলিতেছেন—নরকে বাস কর । তাঁহার ধৈর্য্য এবং
অহৈতুকী ভক্তিনিষ্ঠা জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত প্রক-
টার্থ (বাহিরের অর্থ) বলিতেছেন—‘প্রতিশ্রুতম্’
ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বিষয় দান না করার ফল-
রূপে তোমার নরকবাসই সঙ্গত । ‘গুরুণা অনু-
মোদিতঃ’—আমি যুক্তিযুক্ত (যথার্থ) বলিতেছি, অথবা
অমৌক্তিক কথা বলিতেছি, সেই বিষয় তোমার নিজ-
গুরু বিদ্বান্ গুরুাচার্য্যকেই জিজ্ঞাসা কর—এই ভাব ।
কিন্তু বাস্তবিক অর্থ এইরূপ—যেহেতু ভক্তভাসেরও
নরকবাস অসম্ভব, অতএব প্রতিশ্রুত বস্তু দিতে না
পারিলেও তোমার ‘নিরয়ে’—‘র ও ল’ ঐক্যবশতঃ
‘নিলয়ে’, অর্থাৎ আমার বৈকুণ্ঠলোকেই তোমার বাস
হওয়া উচিত, তথাপি সম্প্রতি ‘নিলয়’ বলিতে আমা
কর্তৃক দীয়মান সূতল নামক মদীয় স্থানবিশেষে গমন
কর, তোমার অধিকারের শেষে বৈকুণ্ঠে তোমাকে বাস
করাইব—এই ভাব । ‘গুরুণা গুরুণ’—যদিও
তোমার নিজগুরু গুরুাচার্য্যকে আমার বিমুখ ভাবিয়া
সম্প্রতি অবজ্ঞা করিতেছ, তথাপি তিনি তোমাতে স্নেহ-
বশতঃই লুপ্তবিবেক হইয়া আমার অতিশয় প্রিয়পাত্রই,
ইহা আমি অবগত আছি । অতএব তুমি তাঁহার
সহিতই সূতলে প্রবেশ কর—এই অর্থ ॥ ৩২ ॥

(মনসঃ অভিলষিতঃ বিষয়ঃ) রূথা (ব্যর্থঃ এব ভবতি),
স্বর্গঃ তু (তস্য স্বর্গ-বাসস্ত দূরে আস্তাং পরস্তস্যঃ)
অধঃ (নরকে এব) পততি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—যে পুরুষ প্রতিশ্রুত বস্তু প্রদান না
করিয়া যাচককে বঞ্চিত করে, তাহার মনোরথই
ব্যর্থ হইয়া থাকে, স্বর্গের কথা দূরে থাকুক পরন্তু
সেই ব্যক্তি অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—রুথেতি প্রকটার্থঃ স্পষ্টঃ । অগ্রিম-
ভগবদ্বাক্যতৎফলদৃষ্ট্যা বস্তুর্থশ্চৈবং ব্যাখ্যায়তে, তস্য
প্রসিদ্ধমন্তস্তস্য ভবত ইন্দ্রপদমধ্যপম্যাসমিতি মনো-
রথো রুথৈব যতন্ততো বৈকুণ্ঠস্থাৎ সকাশাৎ দূরঃ
স্বর্গোহধঃ পততি । সংপ্রত্যপি ভবান্ সূতলং
প্রস্থাপ্যমানোহপি স্বর্গাদৃদ্ধমধিরোহসি, সূতলভোগস্য
স্বর্গেহপ্যবিদ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ । যো ভবান্ স্বদে-
হাত্মসংস্কর্ষসমর্পণাৎ প্রতিশ্রুতস্য আ সম্যক্ প্রকারতো
দানেন মামথিনং পুরুষার্থচতুষ্টয়বস্তমপি বিশেষতঃ
প্রকর্ষণে লভতে ত্বদীয়দ্বারপালো ত্বত্বা স্থাস্যামীতি
ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রুথা মনোরথঃ’—ইত্যাদি
শ্লোকের প্রকটার্থ স্পষ্ট (অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত
বস্তু দান না করিয়া যাচককে বঞ্চনা করে, তাহার
মনোরথ নিষ্ফল হয়, স্বর্গ তাহার দূরেই থাকে, বস্তুতঃ
তাহার অধঃপাতই ঘটে) । পরবর্তী শ্রীভগবানের
উক্তি এবং তাহার ফলদর্শনে বাস্তবিক অর্থ এইরূপ
ব্যাখ্যা করিতে হইবে—‘তস্য’, সেই প্রসিদ্ধ আমার
ভক্ত তোমার ‘ইন্দ্রপদে আমি অধিষ্ঠিত হইব’—এই-
রূপ মনোরথ রুথাই, যেহেতু সেই বৈকুণ্ঠের স্থিতি
হইতে স্বর্গলোক অতি দূরে নিম্নেই রহিয়াছে । সম্প্রতি
তুমি সূতলে অবস্থান করিলেও, স্বর্গ হইতে উদ্ধেই
অধিষ্ঠিত হইবে, যেহেতু সূতলের ভৌগৈশ্বর্য্য স্বর্গেও
অতিবিরল—এই ভাব । যে তুমি নিজ দেহ-প্রাণ
সর্বস্ব সমর্পণ করায় ‘প্রতিশ্রুতস্য’—প্রতিশ্রুত বস্তুর
‘আদানেন’—আ সম্যক্ প্রকারে দানের দ্বারা, ‘অথিনং’
—পুরুষার্থচতুষ্টয়যুক্ত প্রার্থী আমাকেও ‘বিপ্রলভতে’
—বিশেষভাবে প্রকৃষ্টরূপে লাভ করিয়াছ, অর্থাৎ
তোমার দ্বারপাল হইয়া আমি থাকিব—এই ভাব ॥ ৩৩ ॥

রুথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ ।

প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোহথিনং বিপ্রলভতে ॥ ৩৩ ॥

অবয়বঃ—যঃ (পুমান্) প্রতিশ্রুতস্য (দাতুমঙ্গী-
কৃতস্য বস্তনঃ) অদানেন (পশ্চাৎ অপ্রদানেন) অথিনং
(যাচকং) বিপ্রলভতে (বঞ্চয়তি), তস্য মনোরথঃ

বিপ্রলব্ধো দদামীতি ত্বয়াহং চাত্যমানিনা ।

তদ্ব্যলীকফলং ভুঙ্ক্ষু নিরয়ং কতিচিৎ সমাঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
বলিনিগ্রহ নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অনুবাদঃ—আচ্যমানিনা (প্রবলদাতৃ-গর্ব্বশালিনা)
ত্বয়া চ দদামি ইতি (তব মনোরথং পূরয়িম্যামি
ইত্যুক্তা পশ্চাৎ তৎ অদত্তা) অহং (প্রার্থী) বিপ্রলব্ধঃ
(বঞ্চিতঃ অভবন্), তৎ (তস্মাৎ) কতিচিৎ সমাঃ
কতিপয়ানি বর্ষাণি অভিব্যাপ্য) ব্যলীকফলং (মিথ্যা-
ভাষণ-ফলং) ভুঙ্ক্ষু (অনুভব) ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্টমস্কন্ধে একবিংশোহধ্যায়স্যনুবাদঃ ।

অনুবাদ—আমি অতিশয় ধনবান—এই অভি-
মানে মত্ত ভূমি “দিব” বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও
আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, অতএব কতিপয় বৎসর
এই মিথ্যাবাক্য কথনের ফলভোগ কর ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ
সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—ততঃ কিমিতি চেৎ শ্রুত্বতামিত্যাহ
বিপ্রলব্ধ ইতি । আচ্যেভ্যঃ শব্দাদিভ্যোহপি মানিনা
লৌকৈদীয়মানসংমানবতা ত্বয়াহং যতো বিশেষতঃ
প্রকর্ষণ লব্ধঃ তত্তস্মাৎ ইতি দদামি । ব্যলীকং
বিগতালীকং মন্না দীয়মানত্বাৎ পরমসত্যং ফলং যত্র
তৎ নিরয়ং সুতলসহস্রি সম্পদং কতিচিৎ সমাঃ সং-
বৎসরান্ ব্যাপ্য ভুঙ্ক্ষু ততোহষ্টমে মন্বন্তরে ত্র্যমিত্র-
পদং প্রাপ্য স্বধাম বৈকুণ্ঠমেব নেষ্যে ইতি ভাবঃ ॥৩৪

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিগ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

একবিংশোহষ্টমেহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর কি হইবে জানিতে
চাহিলে শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—‘বিপ্রলব্ধঃ’
ইত্যাদি । ‘আচ্যমানিনা ত্বয়া’—সমৃদ্ধশালী ইন্দ্রাদি
অপেক্ষাও জনগণের দ্বারা সম্মাননীয় তুমি যেহেতু
আমাকে বিশেষভাবে প্রকৃষ্টরূপে লাভ করিয়াছ,
অতএব তোমাকে ইহা দিতেছি । তাহা কি ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘ব্যলীক-ফলং’—যেখান হইতে অলীক
(মিথ্যা) অপগত হইয়াছে তাহা ব্যলীক, অর্থাৎ আমা
কর্তৃক দীয়মান বলিয়া পরম সত্য ফল যেখানে রহি-
য়াছে, তাদৃশ ‘নিরয়ং’—নিরয়ং সুতলের সম্পদ,
কয়েক বৎসর ভোগ কর, তারপর অষ্টম মন্বন্তরে
ইন্দ্রপদে তোমাকে অধিষ্ঠিত করিয়া পশ্চাৎ আমার
নিজধাম বৈকুণ্ঠেই তোমাকে আনয়ন করিব—এই
ভাব ॥ ৩৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের
সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে একোবিংশ অধ্যায়ের
মধ্য, তথ্য, বিরুতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবত-অষ্টমস্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



দ্বাবিংশোধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

এবং বিপ্রকৃতো রাজন্ বলিৰ্ভগবতাসুরঃ ।

ভিদ্য়ামানোহ্যপ্যভিমায়া প্রত্যাহাবিক্রবং বচঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের বলির প্রতি সম্বন্ধিত হইয়া তাঁহাকে সূত্রে স্থাপন এবং ন্যূনতা-বোধে বরদান-পূর্বক তদ্বারপালতা স্বীকার বলিত হইয়াছে।

সত্যসার বলি আপনাকে প্রতিশ্রুত বাক্যের সত্যতাসম্পাদনে অসমর্থ বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। কেননা সত্য হইতে দ্রষ্ট-জন লোকসমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়, তাদৃশ নিন্দাকে সাধুগণ যেরূপ ভয় করেন, নরকপতনাদি দুঃসহ ক্লেশকে ততদূর ভয় করেন না, বরং সত্য-রক্ষার নিমিত্ত তাদৃশ দুঃসহ ক্লেশও তাহাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়। বিশেষতঃ ভগবৎপ্রদত্ত ক্লেশ জীবমাত্রেরই পরম শ্লাঘ্যতম। মহারাজ বলি এইরূপ বিবেচনা করিয়া এবং স্বীয় বংশোদ্ভূত পূর্ব অসুরগণের বিষ্ণুতে বৈরানুবন্ধজনিত যোগিগণ-দুর্লভ গতিলাভ ও স্বীয় পিতামহ প্রহলাদের ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তি স্মরণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে প্রতিশ্রুত-বাক্যের সত্যতাসম্পাদনার্থ ভগবানের তৃতীয় পাদবিন্যাসের জন্য স্বীয় মস্তক প্রদান করিলেন। সাধুগণ স্বজনাত্ম্য দস্যুবোধে সেবা-সম্পদ-হরণ-কারী স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ এবং মোহকারণ ধনসম্পত্তি, এমন কি অনিত্য জীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেরই একান্ত শরণাপন্ন হন। বলিও আজ মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

বলি বরূপাশে আবদ্ধ হইয়া ভগবানের শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময় তদীয় পিতামহ ভক্তবর প্রহলাদ তথায় উপস্থিত হইয়া পার্শ্বদগণ পরিবেষ্টিত বামনদেবকে প্রণাম এবং ভগবানের বলির প্রতি ছলপূর্বক ঐশ্বর্য্য-হরণরূপ পরম অনুগ্রহ বর্ণন করিলেন। তৎকালে প্রহলাদের সমক্ষে ব্রহ্মা ও বলি-পত্নী বিষ্ণ্যাবলী ভগবানের জগৎ-কর্তৃহ, কর্তৃত্বাভিমানী জীবের মুঢ়তা এবং ভগবানে সর্বস্ব প্রদানকারী

বলির দুঃখের অসম্ভবত্ব বর্ণন করিয়া তাহার বন্ধন-মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ ভক্ত ব্যতীত অন্যের পক্ষে ঐশ্বর্য্যই যাবতীয় অনর্থের মূল সূতরাং বলির ঐশ্বর্য্যাদি হরণই তাঁহার কৃপা এই কথা জ্ঞাপন করাইলেন। পরে বলির প্রশংসা পূর্বক তাঁহাকে দেব-দুর্লভপদবী প্রদানান্তর স্বীয় সুদর্শন চক্রকে তৎরক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তাহার সমীপে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

অনুবাদ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! ভগবতা (বামনরূপিণা হরিণা) এবং (পূর্বোক্তরূপং) বিপ্রকৃতঃ (বিপ্রলব্ধঃ) অসুরঃ বলিঃ ভিদ্য়ামানঃ অপি (সত্যোচ্চালামান অপি) অভিনায়া (অভিন্নম্ অচলিতম্ আত্মা মনঃ যস্য তাদৃশঃ সন্) অবিক্রবম্ (অকাতরম্ ইদং) বচঃ (বাক্যম্) প্রত্যাহ (হরিং প্রতি উবাচ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্ ! লৌকিকী দৃষ্টিতে ভগবান্ বামনদেব বলির এই প্রকার অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। বলি বামনদেব কর্তৃক সত্য হইতে চালিত অর্থাৎ প্রতিশ্রুত বাক্যের সত্যতা সম্পাদনে অসমর্থ হইতেছেন তথাপি তিনি অবিচলিত চিত্তে অকাতরে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

বলি-প্রহলাদয়োর্বিক্যাবলিপদ্মজস্মোরপি ।
সুস্তির্বরানদাদস্মৈ দ্বাবিংশে করুণামুখিঃ ॥
ববন্ধ কপটী যস্মাদ্বলিং নিরঘমীশ্বরঃ ।
অতস্তুদারি তৎপ্রেমপার্শ্ববন্ধঃ সদাবসৎ ॥ ১০ ॥
এবমেনে প্রকারেণ বিপ্রকৃতো লোকোদৃষ্ট্যাপ-
কৃতঃ ভিদ্য়ামানঃ সত্যোচ্চালামানঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলি, প্রহলাদ, বিষ্ণ্যাবলি ও ব্রহ্মার স্তুতি এবং করুণাসিদ্ধ ভগবানের বলির প্রতি বরদান বলিত হইয়াছে ॥

যেহেতু বামনদেব কপটতা অবলম্বনপূর্বক বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাঁহার দ্বারে সদা অবস্থান করিতেছেন ॥ ১০ ॥

‘এবং বিপ্রকৃতঃ’—লোকদৃষ্টিতে ভগবান্ বামনদেব এইরূপে বলির অপকার করিয়া, ‘ভিদ্য়ামানঃ’—

সত্য হইতে চালিত, অর্থাৎ তাঁহাকে সত্যদ্রষ্ট করার উপক্রম করিলেও (অসুররাজ বলি ক্ষুণ্ণচিত্ত না হইয়া প্রত্যুত্তরে অকাতরে এরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।) ॥১৯॥

শ্রীবলিরূবাচ—

যদ্যুত্তমঃশ্লোক ভবান্মমেরিতং

বচো ব্যলীকং সুরবর্য্য মন্যতে ।

করোম্যাতং তম ভবেৎ প্রলন্তনং

পদং তৃতীয়ং কুরু শীক্ষি মে নিজম্ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—বলিঃ উবাচ,—(হে) উত্তমঃশ্লোক ! (হে) সুরবর্য্য ! দেবশ্রেষ্ঠ ! ভবান্ যদি মম ঈরিতং (প্রতিশ্রুতং) বচঃ (বাক্যং) ব্যলীকং (মিথ্যা) মন্যতে, (তদা অহং) তৎ (প্রতিশ্রুতবাক্যম্) ঋতং (সত্যং) করোমি, প্রলন্তনং ন ভবেৎ (তদ্বাক্যং মিথ্যা ন ভবতু), মে (মম) শীক্ষি (মস্তকে এব) নিজং তৃতীয়ং পদং (পূর্ব্বং মদঙ্গীকৃত-তৃতীয়পাদবিন্যাসং) কুরু (বিধেহি) ॥২॥

অনুবাদ—বলিরাজ বলিলেন,—হে উত্তমঃশ্লোক ! হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি যদি আমার প্রতিশ্রুতিবাক্য মিথ্যা মনে করেন, তাহা হইলে আমি তাহার সত্যতা সম্পাদন করিতছি, আমার বাক্য কিছুতেই মিথ্যা হইবে না। আপনি আমার মস্তকেই তৃতীয় পদ বিন্যাস করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তমঃশ্লোকেতি স্বপ্রভৌ সনম্বোজিঃ স্বস্য বামনস্য ত্রিভিঃ পদৈঃ পরিমিতাং ভূমিং ভিক্ষিত্ব স্বরূপান্তরস্য ত্রিবিষ্ণুস্য ত্রিভিঃ পদৈঃ প্রতিগ্রহীতুং প্রযত-মানস্য নির্লোভস্য বিপ্রবটোস্তব নিস্পৃহত্বং ব্যক্তীভূত-মিত্যেতাং কীর্তিসুধামেব নিরপায়ং পায়ং পায়মেব ভক্তা বয়মানন্দমণ্ডা ভবাম, যদহো লক্ষ্মীকান্তোহপি মাং তাবদতিরক্ষমপি ভূমিং ভিক্ষসে। তত্রাপি ছলেনাধিকজিহ্বক্ষা তত্রাপি বটুবেশত্বেন বটুজনানাং কপটমর্থস্পৃহামশান্তিমপ্রাপ্ত্যা কোপং, দাতরি দণ্ডঞ্চ স্বাভাবিকং ধর্ম্মমভিব্যাজ্য তেষাং বিড়ম্বনং, শাস্ত্রাভি-জ্ঞানাং মদগুরুণামপি বুদ্ধিলোপং, স্বরূপা-পরমাণুমাত্র-পৃষ্ঠেষ্টিবদ্রাদিশু স্বপক্ষত্বব্যঞ্জনা। স্বরূপামৃতমহোদ-ধিমধ্যমগ্নে মগ্নি বিপক্ষত্বব্যঞ্জেত্যেবমাদায় এব তবো-ত্তমঃ শ্লোকাঃ কবিত্তিঃ শ্লোকৈর্গাস্যন্ত ইতি ভাবঃ। যদি ভবান্ মদ্বচো ব্যলীকং মিথ্যা মন্যতে ইতি স্বভক্ত-

মন্যাম্যেনাপি জিগীষুণা হুয়া তৎ স্বভক্তবচো মিথ্যা কর্তৃমশক্যমেবেতি ভাবঃ। হে সুরবর্য্য ! সুরৈর্ব-রণীয় ! ত্রৈলোক্যং ভিক্ষিত্বা বলেঃ সকাশাদানীয় অস্মভ্যং ভোগার্থং দেহীতি সুরৈর্মন্যে বরং প্রার্থিতো ভবান্ অভূদিতি ভাবঃ। তদ্বচ ঋতং সত্যং করোমি। মদন্তং হি প্রলন্তনং ন ভবেৎ, যথা স্বচরণপ্রেমামৃত-মদদানস্য সুরৈঃ স্তুতস্য তব বচস্ত্রিবর্গমাত্রপ্রদায়কত্বাৎ সুরপ্রলন্তকমিতি ভাবঃ। মে শীক্ষি নিজং তৃতীয়ং পদং কুরু, ন চ দ্বাভ্যং বিশ্বং ক্রান্তবতো মম তব শিরঃ পাদপর্য্যাপ্তং ন ভবতীতি মন্যেথা, বিস্তেন চেৎ পদদ্বয়ং জাতং তহীদমধিকমেব স্যাৎ, বিস্তাদপি বিস্তৃষ্টা-মিনোহধিকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে উত্তমঃশ্লোক ! —ইহা নিজ প্রভুর প্রতি বলিমহারাজের সনম্বোজি, অর্থাৎ তোমার নিজের বামনরূপের তিনটি পদের পরিমিত ভূমি যাচঞা করিয়া, অন্য স্বরূপের ত্রিবিষ্ণুরূপের তিনটি পদের দ্বারা প্রতিগ্রহ করিতে প্রযতমান নির্লোভ ব্রাহ্মণবালক তোমার নিস্পৃহত্বই প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপ অক্ষয় কীর্তিসুধাই মুহূর্হঃ পান করিতে করিতেই ভক্ত আমরা আনন্দমত্ত হইব, অহো ! লক্ষ্মীকান্তও আমার ন্যায় অতি দরিদ্রজনের নিকটেও সামান্য ভূমি ভিক্ষা করিতেছে। তাহাতেও ছলপূর্ব্বক অধিক গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ-বালকের বেশে, ব্রাহ্মণজনের কপটতা, অর্থস্পৃহা, অশান্তি, অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ এবং দাতাকে দণ্ডপ্রদানরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের বিড়ম্বনাই করিয়াছ। আবার শাস্ত্রাভিজ্ঞ মদীয় গ্রীষ্মরূপাদপদ্মের বুদ্ধির লোপসাধন, তোমার রূপাকণিকামাত্র-স্পৃহা ইন্দ্রাদির প্রতি স্বপক্ষপাতিত্বের অভিব্যক্তি এবং তোমার রূপামৃত-সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জমান আমার প্রতি বিপক্ষত্বভাবনা—এইরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক কবিগণ তোমার উত্তম যশোরাশি কীর্তন করিবেন—এই ভাব। ‘বচো ব্যলীকং মন্যতে’—যদি আপনি আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন, অর্থাৎ নিজভক্তকে অন্যান্যভাবেও জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনি নিজভক্তের বাক্য মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত করিতে সমর্থ হইবেন না—এই ভাব। ‘হে সুরবর্য্য !’—দেবগণের দ্বারা বরণীয়, অর্থাৎ ‘বলির নিকট হইতে ভিক্ষা

করিয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য আনয়নপূর্বক আমা-
দিগকে ভোগের নিমিত্ত প্রদান করুন’—মনে হয়
এইরূপ বরপ্রদানের জন্য আপনি দেবগণের দ্বারা
প্রার্থিত হইয়াছেন—এই ভাব। ‘তৎ ঋতং কৰোমি’
—তাহা আমি সত্যে পরিণত করিতেছি, আমার
প্রতিশ্রুতবাক্য কখনই ‘প্রলম্বনং ন ভবেৎ’—বঞ্চনা-
ময় হইবে না, যেমন স্বচরণের প্রেমামৃত অপ্রদাতা
সুরবন্দিত আপনার বাক্য ত্রিবর্গমাত্র প্রদায়কত্বহেতু
দেবগণের পক্ষে প্রবঞ্চনাকর, এই ভাব। ‘মে শীক্ষি’
—আপনি আমার মস্তকে নিজ তৃতীয় পদ স্থাপন
করুন। যদি বলেন—‘দুইটি চরণে বিশ্ব অধিকার-
কারী আমার পক্ষে তোমার ঐ মস্তক পাদ-স্থাপনের
পর্যাপ্ত স্থান হইবে না’—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—
এইরূপ মনে করিবেন না, বিশ্বের দ্বারাই যদি দুইটি
পদ পর্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহা ত অধিকই হইবে,
যেহেতু বিভূত হইতেও বিভূত্বামীর আধিক্যই—এই
ভাব ॥ ২ ॥

বিভেমি নাহং নিরয়াৎ পদচ্যুতো

ন পাশবজ্ঞানাদুরতায়্যাৎ ।

নৈবার্থকৃচ্ছ্ৰাভবতো বিনিগ্রহা-

দসাধুবাদাদ্ ভূশমুদ্বিজ়ে যথা ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—পদচ্যুতঃ (স্বস্থানদ্রষ্টঃ) অহম্ অসাধু-
বাদাৎ (ব্রাহ্মণ্য দাতুমঙ্গীকৃত্যপি বলিনা ন দত্তমেবং
নিন্দাবচনাৎ) ভবতঃ বিনিগ্রহাৎ (ভবদীয়দণ্ডাৎ)
ভূশম্ (অত্যর্থম্) উদ্বিজ়ে (বিভেমি)। যথা (যদ্বৎ)
নিরয়াৎ (নরকাদপি তথা) ন বিভেমি, পাশবজ্ঞাৎ
(বরুণপাশবন্ধনাৎ) দুরতায়্যাৎ (দুস্ত্যজাৎ) ব্যসনাৎ
(দুঃখাচ্চ তথা) ন (ন বিভেমি), অর্থকৃচ্ছ্ৰাৎ (অর্থা-
ভাবজনিতকষ্টাদপি) ন এব (তথা ন বিভেমি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আমি স্থানদ্রষ্ট হইয়াও অপযশ হইতে
যাদৃশ ভীত হইতেছি, নরক, পাশবন্ধন, দুস্ত্যজ দুঃখ
অর্থাভাবজনিত কষ্ট কিংবা আপনার প্রদত্ত দণ্ড
হইতেও তাদৃশ ভীত নহি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিং বারুণপাশবন্ধভয়াৎ নরক-
ভয়াদ্বা আত্মানং দাতুমিচ্ছসীতি তত্রাহ—বিভেমীতি
অর্থকৃচ্ছ্ৰাৎ দ্রব্যোপার্জনকষ্টাৎ অসাধুবাদাৎ ভগ-

বদন্তা ব্রাহ্মণবঞ্চকা ভবন্তি যথা বলিরিতি বৈষ্ণব-
লোকদুষ্কীর্তিবাদাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখ, বারুণ-
পাশের বন্ধনের ভয়ে অথবা নরকযাতনার ভয়ে এরূপ
নিজকে দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘বিভেমি’ ইত্যাদি। ‘অর্থকৃচ্ছ্ৰাৎ’ বলিতে
দ্রব্যোপার্জনের কষ্ট হইতে ॥ ‘অসাধুবাদাৎ’—‘ভগ-
বদন্ত ব্রাহ্মণবঞ্চক হয় যেমন বলি’—এইরূপ বৈষ্ণব-
লোকের নিন্দাবচনকে যেরূপ অত্যন্ত ভয় করি ॥ ৩ ॥

পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমহত্তমাপিতম্ ।

যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদচাদিশন্তি হি ॥ ৪ ॥

অম্বয়ঃ—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদঃ চ (এতে
হিতৈষিণেন প্রখ্যাতাঃ জনাঃ অপি) হি (নুনং) যং
(দণ্ডং) ন আদিশন্তি (ন কুর্বন্তি), অহত্তমাপিতম্
(অহত্তমেন পূজ্যতমেন অপিতং বিহিতং তং) দণ্ডং
(নিগ্রহম্ অহং) পুংসাং শ্লাঘ্যতমং (যশস্করমেব)
মন্যে (অবধারণ্যামি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং সুহৃদগণ
যে দণ্ডের বিধান করেন না, পরমপূজ্য আপনা কর্তৃক
বিহিত সেই দণ্ড আমি পুরুষদিগের পক্ষে শ্লাঘ্যতম
বলিয়াই মনে করিতেছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ময়া নিগ্রহাজব দুষ্কীর্তির্জায়তে
বেতি তত্রাহ—পুংসামিতি, হিতৈষিণাৎ দণ্ডয়ন্তোহপি
মাত্রাদয়ো যং দণ্ডম্ আ সম্যক্ প্রকারেণ ন দিশন্তি ন
দদতি মাত্রাদয়ো হি ঐহিকহিতৈষিণোহহত্তমাস্ত পার-
লৌকিকহিতৈষিণো মাতৃকোটিভ্যোহপ্যতিবৎসলা ইতি
ভাষঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমার দ্বারা
নিগ্রহহেতু তোমার ত অপযশই ঘটিবে, তাহাতে
বলিতেছেন—‘পুংসাম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ হিতৈষী বলিয়া
পরমপূজনীয়গণ যে দণ্ড দান করেন, উহাকে আমি
দণ্ডিত পুরুষগণের পক্ষে ‘শ্লাঘ্যতমঃ’—আদরণীয়
বলিয়াই মনে করি, কারণ দণ্ড দান করিলেও মাতা
প্রভৃতি যে দণ্ড ‘ন আ দিশন্তি’—সম্যক্ প্রকারে দিতে
পারেন না। মাতা প্রভৃতি ঐহিক হিতৈষী ও পূজনীয়

বটে, কিন্তু যাহারা পারলৌকিক হিতৈষী, তাঁহারা
মাতৃকোটি হইতেও অতিবৎসল—এই ভাব ॥ ৪ ॥

ত্বং নুনমসুরাণাং নঃ পরোক্ষঃ পরমো গুরুঃ ।

যো নোহনেকমদাক্তানাং বিভ্রংশং চক্ষুরাদিশং ॥৫॥

অশ্বয়ঃ—ত্বং নুনং (নিশ্চিতম্) অসুরাণাং নঃ
(অস্মাকং) পরোক্ষঃ পরমঃ গুরুঃ (অসমক্ষং পরম-
হিতকারী এব ভবসি যতঃ) যঃ (ত্বম্) অনেক-
মদাক্তানাম্ (অনেকৈঃ শৌর্য্যাবীৰ্য্যাদিভৈঃ মদৈঃ অহ-
ঙ্কারৈঃ অজ্ঞানাং শ্রেয়োমার্গদৃষ্টিরহিতানাং) নঃ
(অস্মাকং) বিভ্রংশং (তন্দ্রাদাপনোদকং) চক্ষুঃ (দিব্য-
দর্শনম্) আদিশং (বিহিতবান্ প্রথমপুরুষ আর্ষঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অসুরগণের
পরোক্ষে পরমহিতকারী অর্থাৎ শত্রুরূপে বর্তমান
থাকিয়া আমাদের হিতসাধন করেন, যেহেতু আপনি
শৌর্য্য, বীৰ্য্য প্রভৃতির মদে অজ্ঞ সুতরাং শ্রেয়ঃপথ-
দর্শনে অসমর্থ আমাদের সেই মত্ততা বিনাশক দিব্য-
দর্শন প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নশ্বহং দেবানাং হিতৈষী প্রসিদ্ধো
নাসুরাণাং তন্নাহ—ত্বমিতি গুরুহিতকারী পরোক্ষঃ ।
শত্রুহ্মলেন বর্তমানত্বাদিতি ভাবঃ । প্রত্যক্ষ-হিত-
কারিত্বাদপি পরোক্ষ-হিতকারিত্বং প্রত্যধিকসূচকমত-
এব পরমো দেবানামন্তু পরমঃ তৎকামিতৈশ্বর্য্যপ্রদত্তেন
বাস্তবহিতৈষিত্বাভাবাদিতি ভাবঃ । অস্মাকস্ত ত্বং
বাস্তবহিতকৃদেবেত্যাহ—য ইতি চক্ষুরিতি দেবানাং
ত্বাক্ত্যমিতি ভাবঃ । আদিশদিতি প্রথমপুরুষ আর্ষঃ
॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি দেবতা-
দিগের হিতৈষী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু অসুরগণের নহে,
তাহাতে বলিতেছেন—‘ত্বম্’ ইত্যাদি, আপনি আমাদের
পরোক্ষ হিতকারী গুরু, শত্রুরূপে বর্তমান থাকায়
‘পরোক্ষ’ বলিলেন, এই ভাব । প্রত্যক্ষ হিতসাধন
অপেক্ষাও পরোক্ষ হিতসাধন অধিক, অতএব আপনি
আমাদের পরম গুরু, কিন্তু দেবগণের অপরম, যেহেতু
তাহাদের প্রার্থিত ঐশ্বর্য্যপ্রদানের দ্বারা বাস্তব হিত-
সাধনেরই অভাব—এই ভাব । আমাদের কিন্তু আপনি
যথার্থ হিতকারীই, ইহা বলিতেছেন—‘যঃ’ ইত্যাদি,

অর্থাৎ যে আপনি প্রভূত মদমত্ত আমাদের অসুরগণের
মত্ততানাশক জ্ঞানদৃষ্টি (চক্ষুঃ) প্রদান করিয়াছেন,
দেবগণের কিন্তু অজ্ঞতাই, এই ভাব । ‘আদিশং’—
এখানে প্রথম পুরুষের প্রয়োগ আর্ষ ॥ ৫ ॥

যস্মিন্ বৈরানুবন্ধেন ব্যুতেন বিবুধেতরাঃ ।

বহবো লেভিরে সিদ্ধিং যামুহৈকান্তযোগিনঃ ॥ ৬ ॥

তেনাহং নিগৃহীতোহস্মি ভবতা ভুরিকর্মণা ।

বন্ধশ্চ বারুণৈঃ পাশৈর্নাতিব্রীড়ৈ ন চ ব্যাথে ॥ ৭ ॥

অশ্বয়ঃ—যস্মিন্ (তস্মি) ব্যুতেন (দৃঢ়মূলেন)
বৈরানুবন্ধেন (অবিচ্ছিন্নশত্রুভাবেন) বহবঃ (অনেকে)
বিবুধেতরাঃ (অসুরাঃ) একান্তযোগিনঃ উহ য়াং
(সিদ্ধিং গতাঃ তাং) সিদ্ধিং লেভিরে (প্রাপ্তাঃ), তেন
ভুরিকর্মণা (বহুবিচিত্রকর্মশালিনা মন্নিগ্রহস্তে বহু-
কার্য্যার্থঃ) ভবতা অহং নিগৃহীতঃ (দণ্ডিতঃ), বারুণৈঃ
পাশৈঃ (বরুণস্য পাশাঙ্কৈঃ) বন্ধঃ চ অস্মি, (তেন) ন
অতিব্রীড়ৈ (নাতিশয়ং লজ্জিতো ভবামি), ন ব্যাথে চ
(ক্লম্যতীমপি মনঃপীড়াঞ্চ নানুভবামি) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—আপনাতে দৃঢ় এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রু-
ভাবে দ্বারা অনেক অসুর ঐকান্তিক যোগিগণের লভ্য
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । আপনি একপ্রকার কর্মের
দ্বারা বহু কার্য্য সম্পাদন করেন অর্থাৎ বহুকার্য্য
সাধনেচ্ছা আপনি আমাকে নিগ্রহ করিয়াছেন ।
আপনা কর্তৃক নিগৃহীত এবং বরুণপাশে আবদ্ধ
আমি অতিশয় লজ্জা বা ব্যথা অনুভব করিতেছি না
॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—মাদৃশানাং ত্বদেকান্তভক্তানাং খলু কা
বার্তা যে পুনরসুরাভ্যুদয়ি বৈরমনুবধুতি, তেত্বপি তব
তাবদলৌকিকোব দয়েত্যাহ—যস্মিন্মিতি, তেন গুরুণা
ভুরিকর্মণেতি মন্নিগ্রহস্তে বহুকার্য্যার্থঃ । তথাহি—
কিঞ্চিন্মাত্রী মে ব্রীড়া উৎপদ্যতে সা খলু মে চিত্তশুদ্ধা-
ভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের মত আপনার
একান্ত ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক, কিন্তু যাহারা
আপনাতে নিরবচ্ছিন্ন বৈরভাব পোষণ করে, তাহাদের
প্রতিও আপনার অলৌকিকী দক্ষা, ইহা বলিতেছেন—
‘যস্মিন্’ ইত্যাদি । ‘তেন ভুরিকর্মণা’—গুরু আপনা

কর্তৃক আমার এই নিগ্রহ বহু কার্যসাধনের নিমিত্তই।
‘ন অতিরীড়ে’—অতিশয় লজ্জাবোধ করিতেছি না,
তবে যে কিঞ্চিৎ মাত্র লজ্জা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা
আমার চিত্তশুদ্ধির অভাবেই—এই ভাব ॥ ৬-৭ ॥

পিতামহো মে ভবদীয়সম্মতঃ

প্রহ্লাদ আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ ।

ভবদ্বিপক্ষেণ বিচিত্রবৈশম্যং

সম্প্রাপিতস্ত্বৎপরমঃ স্বপিত্রা ॥ ৮ ॥

অনুব্যঃ—ভবদীয়সম্মতঃ (ভবদ্-ভক্তজন-পূজ-
নীয়ঃ) আবিষ্কৃতসাধুবাদঃ (সর্বত্র প্রখ্যাতকীর্তিঃ)
মে (মম) পিতামহঃ প্রহ্লাদঃ ভবদ্ বিপক্ষেণ (বিষ্কু-
দ্বেষিণা) স্বপিত্রা (হিরণ্যকশিপুনা জনকেন) বিচিত্র-
বৈশম্যং (বিবিধ-বিশ্বম-হিংসাপদং) সম্প্রাপিতঃ (প্রবে-
শিতঃ অপি) ত্বৎ পরমঃ (ত্বমেব পরমঃ অনন্য শরণী-
ভূতঃ যস্য তাদৃশঃ বভূব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ভবদীয় ভক্তগণের পূজনীয় সর্বত্র
বিখ্যাতকীর্তি মদীয় পিতামহ প্রহ্লাদ আপনার বিপক্ষ
স্বীয় পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক বিবিধরূপে ভীষণ
হিংসা প্রাপ্ত হইয়াও আপনারই শরণাপন্ন ছিলেন ॥৮॥

বিশ্বনাথ—অস্মৎকুলদৈবতজ্ঞেনৈব হৃদগো মমা-
বশ্যঃ সহ্য এব ত্বমপি মন্তস্তপোত্রোহয়মিতি বুদ্ধ্যৈব
ময়ি স্নিহ্যসীত্যাহ—পিতামহ ইতি, ভবদ্বিপক্ষেণ
হিরণ্যকশিপুনা বিচিত্রং বিপত্তিং প্রাপিতঃ প্রাপিতো-
হপি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের কুলদেবতা বলিয়া
আপনার প্রদত্ত দণ্ড আমার অবশ্যই সহনীয়, আর
আপনিও ‘এই ব্যক্তি আমার ভক্তের পৌত্র’ এই বুদ্ধি-
তেই আমার প্রতি স্নেহ করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন
—‘পিতামহঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার পিতামহ
শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজ, ‘ভবদ্বিপক্ষেণ’—আপনার শত্রু
নিজ পিতা হিরণ্যকশিপুদ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত
হইয়াও একমাত্র আপনারই শরণাগত হইয়াছিলেন ॥৮

কিমাশ্রনানেন জহাতি যোহন্ততঃ

কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ ।

কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া

মর্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

অনুব্যঃ—যঃ (অয়ম্ আত্মা) অন্ততঃ (আয়ুষঃ
অন্তে স্বয়মেব জীবং) জহাতি (পরিত্যজতি), মর্ত্যস্য
(মনুষ্যস্য) অনেন আত্মনা (দেহেন) কিং (জীবস্য কিং
প্রয়োজনং ভবতি ন কিমপীত্যর্থঃ), রিক্থ-হারৈঃ
(ধনহারিভিঃ) স্বজনাখ্য-দস্যুভিঃ (স্বজনপদবাচ্যৈঃ
দস্যুভিঃ) কিং, (ন কিমপীত্যর্থঃ, তথা) সংসৃতি-
হেতুভূতয়া (পুত্রাদ্ব্যপাদনে সংসার-মার্গভ্রমণস্যৈব
কারণস্বরূপিণ্যা) জায়য়া (জিয়া বা) কিং (ন কিমপী-
ত্যর্থঃ), গেহৈঃ (গৃহৈর্বা) কিং (ন কিমপি প্রয়োজনং,
পরন্ত) ইহ (গৃহে কেবলম্) আয়ুষঃ ব্যয়ঃ (ক্ষয় এব
ভবতি ন কিঞ্চিৎ সুখম্ ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—যে শরীর আয়ুকালাবসানে স্বয়ংই
জীবকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, মর্ত্যজনের এতাদৃশ
শরীর কি প্রয়োজন? সেবা-সম্পত্তিহরণকারী স্বজন-
সংজক দস্যুগণের এবং সংসারমার্গভ্রমণের কারণ-
স্বরূপ স্ত্রীর সঙ্গেই বা কি ফল? যে গৃহে কেবল
আয়ুক্ষয় হয়, তাদৃশ গৃহেই বা প্রয়োজন কি? ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু সোহপি পিতরমনুপেক্ষ্য কিমিতি
মাং প্রপেদে তত্ত্বাহ কিমিতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মনা দেহেন,
রিক্থং ত্বৎসেবার্থকমপি ধনং হরন্তীতি তৈঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই প্রহ্লাদও
পিতার অপেক্ষা না করিয়া কিজন্য আমার শরণাপন্ন
হইয়াছিল? তাহাতে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—
‘কিম্’ ইত্যাদি। ‘আত্মনা’—দেহের দ্বারা, অর্থাৎ
আয়ুর অবসান ঘটিলে যে দেহ অবশ্যই জীবকে পরি-
তাগ করে, মরণশীল ব্যক্তির সেই দেহদ্বারা প্রয়োজন
কি? ‘রিক্থহারৈঃ’—আপনার সেবার নিমিত্ত ধনও
যাহারা হরণ করে, সেই সকল বিত্তহরণকারী স্বজন-
নামক দস্যুগণেরই বা কি প্রয়োজন? ৯ ॥

ইথং স নিশ্চিত্য পিতামহো মহান্

অগাধবোধো ভবতঃ পাদপদ্মঃ ।

ধ্রুবং প্রপেদে হ্যকুতোভয়ং জনাদ্-

ভীতঃ স্বপক্ষক্ষপণস্য সন্তম ॥ ১০ ॥

অনুব্যঃ—হে সন্তম! (সজ্জনশ্রেষ্ঠ!) অগাধ-

বোধঃ (অসীম প্রজাবলসম্পন্নঃ) মহান্ (পূজনীয়ঃ)
 পিতামহঃ সঃ (মৎপিতামহঃ প্রহ্লাদমহারাজঃ) জনাৎ
 (সংসারিসঙ্গাৎ) ভীতঃ (সন্) ইত্থং (পূর্বোক্তরূপং)
 নিশ্চিত্য (হৃদি অবধার্য্য) ধ্রুবম্ (অনপায়ি) অকুতো-
 ভয়ং (ন কুতোহপি ভয়ং যত্র তৎ) স্বপক্ষক্ষণস্য
 (আত্মীয়দৈত্যসংহারিণঃ) ভবতঃ পাদপদ্মং হি প্রপেদে
 (অনন্যশরণতয়া জগাম) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ! অসীম জ্ঞানসম্পন্ন
 পূজনীয় পিতামহ প্রহ্লাদ সংসারিজন-সঙ্গে ভীত
 হইয়া এই প্রকার দূতাসহকারে দৈত্যজনসংহারী
 আপনার অবিদ্বন্দ্র ও অভয়পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া-
 ছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপক্ষং দৈত্যকুলং ক্ষণ্যতীতি তস্য
 ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘স্বপক্ষ-ক্ষণস্য’—স্বপক্ষ
 বলিতে দৈত্যকুলের সংহারকারী আপনারই (নির্ভয়
 ও অক্ষয় পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ।)
 ॥ ১০ ॥

অথাহমপ্যাত্মরিপোস্ত্বাস্তিকং

দৈবেন নীতঃ প্রসভং ত্যাজিতশ্রীঃ ।

ইদং কৃতান্তাস্তিকবত্তি জীবিতং

যয়াক্ষবৎ স্তব্ধমতির্ন বৃধ্যতে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যয়া (শ্রিয়া) স্তব্ধমতিঃ (জড়বুদ্ধিঃ
 জীবঃ) কৃতান্তাস্তিকবত্তি (যমস্য সন্নিহিতম্) অধ্রুবম্
 (অস্থিরম্) ইদং জীবিতং (জীবনং) ন বৃধ্যতে (ন
 স্বরূপতঃ জানাতি, অবিদ্বন্দ্রমেব সদা মন্যতে ইত্যর্থঃ)
 দৈবেন প্রসভং (বলাৎ) ত্যাজিতশ্রীঃ (ত্যাজিতা পরি-
 ব্রজতা তাদৃশী শ্রীঃ সম্পৎ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) অহম্
 অপি (অধুনা) আত্মরিপোঃ (শত্রুস্বরূপস্য) তব স্তিকং
 (সমীপং) নীতঃ (প্রাপিতঃ) অস্মি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—জীব যে সম্পদ-হেতু জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট
 হইয়া ‘যমের নিকটবর্তী এই জীবন অনিত্য’—ইহা
 জানিতে পারে না । সেই সম্পদ হইতে আমি দৈব-
 কর্তৃক বলপূর্বক চ্যুত হইয়া শত্রুরূপী আপনার
 সমীপে নীত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মরিপোরিতি ব্যাজস্ত্যৈবোজিবস্ত-

তন্তু আত্মনঃ পরমপ্রিয়সুহৃদঃ । যদ্বা ; আত্মনঃ
 স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়স্য রিপোর্নাশকস্য মোক্ষপ্রদস্য
 ইত্যর্থঃ । যদ্বা ; আত্মনো মদহঙ্কারস্য শত্রোস্তুহাদ্য মম
 গ্রিভুবনাধীশত্বাহঙ্কারমহারোগঃ সাধু নাশিত ইত্যর্থঃ ।
 দৈবেন প্রহ্লাদপৌত্রত্বপ্রাপকেন ভাগ্যেন যয়া শ্রিয়া
 ধ্রুববুদ্ধিরম্যং মল্লক্ষণো জনঃ ইদং জীবিতং অধ্রুবং
 ন বৃধ্যত ইত্যতো ধ্রুবস্তরিমিব মৎসর্বরোগচিকিৎ-
 সকং ত্বামহং ভাগ্যেন প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আত্ম-রিপোঃ’—নিজশত্রু
 আপনার, ব্যাজস্ততির দ্বারাই এইরূপ বলিলেন, বাস্ত-
 বিক পক্ষে—আত্মার পরমপ্রিয় সুহৃৎ আপনার পদ-
 প্রাপ্তে আনীত হইয়াছি । অথবা—আত্মা বলিতে
 স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের নাশক অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ যে
 আপনি, এই অর্থ । কিংবা—আমার অহঙ্কারের শত্রু
 আপনি আজ আমার ত্রৈলোক্যাধিপতিত্ব রূপ অহঙ্কার-
 মহারোগ বিনাশ করিলেন, এই অর্থ । ‘দৈবেন’—
 দৈব বলিতে প্রহ্লাদের পৌত্রত্ব-প্রাপক সৌভাগ্যের
 দ্বারা, ‘যয়া’—যে সম্পদের মোহে আমার ন্যায় মুগ্ধ-
 মতি জন নিয়ত মৃত্যুর দ্বারপ্রাপ্তে উপস্থিত নিজ
 জীবনকে কখনও অনিত্য মনে করিতে পারে না,
 ইহাতে ধ্রুবস্তরির ন্যায় আমার সর্বরোগের চিকিৎ-
 সক আপনাকে আমি ভাগ্যবশতঃই প্রাপ্ত হইয়াছি—
 এই ভাব ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যেখং ভাষমাণস্য প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।

আজগাম কুরুশ্রেষ্ঠ রাকাপতিরিবোধিতঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) কুরুশ্রেষ্ঠ ।
 ইত্থং (পূর্বোক্তং) ভাষমাণস্য (কথয়তঃ) তস্য
 (তন্মিন্ বলৌ এবং কথয়তি সতি) রাকাপতিঃ (পূর্ণ-
 চন্দ্রঃ) ইব উখিতঃ (সন্) ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ)
 প্রহ্লাদঃ (তত্র) আজগাম (আগতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবর !
 মহারাজ বলি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে
 ভগবৎপ্রিয় প্রহ্লাদ মহারাজ উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের
 ন্যায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

তমিস্রসেনঃ স্বপিতামহং শ্রিয়া
বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণম্ ।
প্রাংস্তং পিশঙ্গাম্বরমঞ্জনত্বিমং
প্রলম্ববাহং শুভগর্ষভমৈক্ষত ॥ ১৩ ॥

অবয়ঃ—ইন্দ্রসেনঃ (বলিঃ) শ্রিয়া (পরময়া শোভয়া) বিরাজমানং নলিনায়তেক্ষণং (পদ্মপলাশ-বিস্তৃতলোচনং) প্রাংস্তং (প্রোন্নতদেহং) পিশঙ্গাম্বরং (পিঙ্গলবসনং) প্রলম্ববাহং (লম্বিতভুজযুগলম্) অঞ্জন-ত্বিমম্ (অঞ্জনবৎ কৃষ্ণকান্তিঃ) শুভগর্ষভং (সর্বলোক-প্রিয়ং সৌভাগ্যশালিনং) স্বপিতামহং তং (প্রহ্লাদম্) ঐক্ষত (দৃষ্টবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন মহারাজ বলিও পরমশোভা-সম্পন্ন পদ্মলোচন, উন্নতকলেবর পিঙ্গলবসনধারী, লম্বিতভুজ অঞ্জনতুল্য কৃষ্ণকান্তি সর্বলোকপ্রিয় সৌভাগ্যবান্ নিজ পিতামহকে দর্শন করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুভগর্ষভং সর্বলোকপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুভগর্ষভং’—সর্বলোকপ্রিয় (নিজ পিতামহকে দেখিতে পাইলেন ।) ॥ ১৩ ॥

তস্মৈ বলিবারুণপাশযজ্ঞিতঃ ।

সমর্হণং নোপজহার পূর্ববৎ ।

ননাম মুক্খীশ্রবিলোললোচনঃ

সত্রীড়নীচীনমুখো বভূব হ ॥ ১৪ ॥

অবয়ঃ—বারুণপাশযজ্ঞিতঃ (বরুণপাশাবদ্ধঃ) বলিঃ তস্মৈ (প্রহ্লাদায়) পূর্ববৎ সমর্হণং (যথাযোগ্য পূজনং) ন উপজহার (ন অগিতবান্, পাশবন্ধনে অসমর্থত্বাদিত্যর্থঃ) অশ্রবিলোল-লোচনঃ (অশ্রু-প্লাবিতনেত্রঃ সন্ কেবলং তমুদ্दिश्य) মুক্খী (শিরসা) ননাম (নতঃ বভূব, পশ্চাৎ) সত্রীড়নীচীনমুখঃ (লজ্জয়া অধোমুখঃ) বভূব হ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কিন্তু বরুণপাশে আবদ্ধ থাকায় বলি পূর্বের ন্যায় পিতামহকে যথাযোগ্য সম্মান করিতে সমর্থ হইলেন না । অশ্রুপ্লাবিত-লোচনে কেবল মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং লজ্জায় অধোমুখে অবস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অপরাধং বিনা কথং বন্ধনমিত্যপরাধ-লক্ষণস্য প্রহ্লাদদৃষ্টত্বাৎ সত্রীড়ম্ । যদ্বা ; প্রহ্লা-

দাৎ সৈদেব শিক্ষিতস্য নিরভিমানত্বলক্ষণস্য ধর্মস্য ভূমিদানপ্রস্তাবে সহসা বিস্মরণাৎ তদর্শনে সতি সত্রীড়ম্ । সত্রীড়ত্বাদেব নীচীনং মুখং যস্য সং ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সত্রীড়-নীচীনমুখঃ’—অপ-রাধ ব্যতীত কিজন্য বন্ধন হইতে পারে, ইহাতে প্রহ্লাদের দর্শনহেতু লজ্জা, অথবা—প্রহ্লাদের নিকট হইতে সর্বদাই নিরভিমানত্বরূপ ধর্মের শিক্ষা করিয়া ভূমিদান প্রসঙ্গে সহসা তাহা বিস্মরণ হওয়ায়, প্রহ্লা-দের দর্শনে লজ্জার উদয় হইয়াছিল এবং লজ্জা-বশতঃই ‘নীচীন’—অধঃকৃত মুখ ঘাঁহার, সেই বলি-মহারাজ (অর্থাৎ প্রহ্লাদের দর্শনে নিজ অহঙ্কারাদি-রূপ অপরাধ স্মরণহেতু লজ্জায় মহারাজ বলি মুখ নত করিয়াছিলেন ।) ॥ ১৪ ॥

স তত্র হাসীনমুদীক্ষ্য সংপতিং

হরিং সুনন্দ-নন্দাদ্যানুগৈরুপাসিতম্ ।

উপেত্য ভূমৌ শিরসা মহামনা

ননাম মুক্খী পুলকাস্রবিক্রবঃ ॥ ১৫ ॥

অবয়ঃ—মহামনাঃ (উদারচিত্তঃ) সং (প্রহ্লাদঃ) তত্র হ আসীনম্ (উপবিষ্টং) সুনন্দ-নন্দাদ্যানুগৈঃ (সুনন্দাদিভিঃ অনুচরৈঃ) উপাসিতম্ (আরাধিতং) সংপতিং (ভগবন্তম্) উদীক্ষ্য (দৃষ্ট্য) পুলকাস্রবিক্রবঃ (পুলকঃ রোমাঞ্চঃ, অশ্রুবিগলিত-নয়ন-জলং চ তাত্য্যং বিহ্বলঃ সন্) শিরসা (মস্তকে নমন্ এব) উপেত্য (সমীপমাগত্য) মুক্খী (মস্তকে) ভূমৌ ননাম (নতঃ বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—মহামতি প্রহ্লাদ তথায় উপবিষ্ট এবং সুনন্দনন্দ প্রভৃতি অনুচরবৃন্দের দ্বারা আরাধিত ভগবানকে দর্শন করিয়া পুলকে ও নয়নজলে বিহ্বল হইয়া অবনতমস্তকে সমীপে আগমনপূর্বক মস্তক দ্বারা ভূমিতে প্রণাম করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

দ্বয়ৈব দত্তং পদমৈন্দ্রমুজ্জিতং

হতং তদেবাদ্য তথৈব শোভনম্ ।

মন্যে মহানস্য ক্রতো হ্যনুগ্রহো

বিদ্বংশিতো যচ্ছিন্ন আত্মমোহনাৎ ॥ ১৬ ॥

অম্বয়ঃ—প্রহ্লাদঃ উবাচ,—ত্বয়া এব (পূর্ব-
মস্মৈবলয়ে) উজ্জিতং (শ্রীবিশালম্) ঐন্দ্রং পদং দত্তং,
(পুনঃ) অদ্য তৎ (ঐন্দ্রং পদং ত্বয়া) এব হাতং
(ভবতি) তথা এব (ইদমপহরণমপি) শোভনং (যুক্ত-
মেব ভবতি) যৎ (যস্মাৎ) আত্মমোহনাৎ (আত্মনঃ
মোহজনকাৎ) প্রিয়ঃ (ঐশ্বর্যাৎ) বিদ্রং শিতঃ (ত্যাজিতঃ
সঃ হি) অস্য (বলেঃ) মহান্ (ভূয়ান্) অনুগ্রহঃ
(প্রসাদঃ) হি (নিশ্চিতং) কৃতঃ (ভবতা সম্পাদিতঃ
ইতি) মন্যে (গণয়ামি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—প্রহ্লাদ বলিলেন,—(হে ভগবন্!)
আপনি এই বলিকে মহাসম্পদশালী ইন্দ্রপদবী প্রদান
করিয়াছিলেন, আজ আবার উহা হরণ করিলেন।
ইহা সঙ্গতই হইয়াছে। যেহেতু ঐ সম্পদ আত্মমোহ-
জনক; উহা হইতে বলিকে চ্যুত করিয়া ইহার প্রতি
মহান্ অনুগ্রহই করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি
॥ ১৬ ॥

যয়া হি বিদ্বানপি মুহ্যতে যত-

স্তৎ কো বিচশ্টে গতিমাত্মনো যথা।

তস্মৈ নমস্তে জগদীশ্বরায় বৈ

নারায়ণায়। অখিললোকসাক্ষিণে ॥ ১৭ ॥

অম্বয়ঃ—বিদ্বান্ যতঃ (সংযতঃ) অপি যয়া
(প্রিয়া) মুহ্যতে (জানাদৃশ্যতে), হি তৎ (তস্যাং প্রিয়াং
সত্যাং) কঃ (জনঃ) আত্মনঃ যথা (যথাবৎ) গতিং
(তত্ত্বং) বিচশ্টে (পশ্যতি অব্বেষ্টুং শকোতি, ন
কোহপীত্যর্থঃ)। অখিললোকসাক্ষিণে (সর্বদর্শিনে)
জগদীশ্বরায় তস্মৈ নারায়ণায় তে (তুভ্যং) নমঃ বৈ
॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বিদ্বান্ এবং সংযত হইয়াও যে শ্রী-
কর্তৃক লোক জ্ঞানপথ হইতে দ্রষ্ট হইয়াছে, সেই শ্রী বর্ত্ত-
মান থাকিতে কোন্ ব্যক্তি আত্মার যথার্থ তত্ত্বদর্শনে
সমর্থ হয়? অতএব সেই সর্বদর্শী জগদীশ্বর নারায়ণ
আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বয়ৈবেতি ন হ্যৈন্দ্রং পদমেতদীয়ং
ত্বয়াহাতং কিন্তু স্বীয়মেব পুনঃ স্বীকৃতং তচ্চ শোভন-
মেব কৃতম্। যতঃ সংযতোহপি জনঃ তৎ তস্যাং
সম্পদে সত্যাং ক আত্মনো গতিস্তত্ত্বং যথাবদ্বিচশ্টে ন

কোহপীত্যর্থঃ। ন চ অত্র তব দত্তাপহারলক্ষণো
দোষোহপি স্নেহেন পুত্রহন্তে দত্তস্যাপি মোদকাদেন-
হিতাশঙ্কয়া পুনরাচ্ছিন্দ্য নীতবতঃ পিতুর্যথা তথৈত্যর্থঃ
॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ত্বয়া এব’—ইত্যাদি, এই
বলির ইন্দ্রপদ আপনি হরণ করেন নাই, কিন্তু স্বীয়
পদই পুনরায় গ্রহণ করিলেন, ইহা সুসঙ্গতই হইয়াছে।
‘যতঃ’—সংযত হইয়াও বিদ্বান্ ব্যক্তি যে সম্পদ
লাভ করিলে মোহিত হন, ‘তৎ’—তস্যাং, সেই সম্পদ
বর্ত্তমান থাকিতে অপর কোন্ ব্যক্তিই বা ‘আত্মনো
গতিং’—যথাযথভাবে নিজ তত্ত্বদর্শনে সমর্থ হয়?
অর্থাৎ কেহই নহে, এই অর্থ। আর এই বিষয়ে
আপনার দত্তাপহাররূপ দোষও নাই, যেমন পুত্রহন্তে
মোদকাদি প্রদান করিয়া অনিষ্ট আশঙ্কায় তাহা
কাড়িয়া লইলে পিতার কোন দোষ হয় না, তদ্রূপ—
এই অর্থ। (অতএব বলির সম্পদ হরণ করিয়া
আপনি তাহার পরম উপকারই করিয়াছেন—এই
ভাব) ॥ ১৬-১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

তস্যানুশুংবতো রাজন্ প্রত্নাদস্য কৃতাজলেঃ।

হিরণ্যগর্ভো ভগবানুবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্! (তদা)
ভগবান্ হিরণ্যগর্ভঃ (ব্রহ্মা) কৃতাজলেঃ (বহুপ্রণামা-
জলেঃ) তস্য প্রহ্লাদস্য অনুশুংবতঃ (তস্মিন্ শুংবতি
এব) মধুসূদনং (শ্রীহরিম্ ইদম্) উবাচ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্!
তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতাজলিবদ্ধ প্রহ্লাদের শ্রুতি-
গোচরেই শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—উবাচেতি কিঞ্চিদন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ
॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘উবাচ’—ব্রহ্মা কিছু বলিবার
জন্য প্রবৃত্ত হইলেন, এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

বহুং বীক্ষ্য পতিং সাধ্বী তৎপরী ভয়বিহ্বলা।

প্রাজলিঃ প্রণতোপেক্ষং বভাষেহবাৎসুখী নৃপ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! সাধবী (পতিব্রতা) তৎপরী (বলমহিষী) পতিং (বলিং) বদ্ধং (পাশেনাবদ্ধং) বীক্ষ্য (দৃষ্টা) ভয়-বিহ্বলা (ভগবতি অপরাধভয়েন ব্যাকুলিতা) প্রণতা প্রাজলিঃ (বদ্ধাজলিঃ) অবাৎমুখী (নতবদনা সতী) উপেন্দ্রং (শ্রীহরিং) বভাষে (কথয়া-মাস) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! এদিকে পতিব্রতা বলির মহিষীও পতিকে পাশবদ্ধ দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুলিতা হইলেন, পরে কৃত্যাজলিপুটে প্রণামপূর্বক অবনতমুখে শ্রীহরিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদৈব বিদ্যাবলিরপি বস্তুং প্রবৃত্তা তাক্ সন্মানয়ন্ হিরণ্যগৰ্ভঃ ক্ষণং তৃষ্ণীং স্থিতঃ । অতন্তস্যা এব বাক্যমবতারয়তি—বদ্ধং বীক্ষ্যতি ভয়বিহ্বলা ভগবত্যাপরাধভয়ব্যাগ্না অবাৎমুখী স্ত্রীস্বভা-বান্নীচীনবদনা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালেই বিদ্যাবলিও বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সমাদরপূর্বক হিরণ্য-গৰ্ভ ব্রহ্মা কিছুকাল নীরব ছিলেন । অতএব সেই বিদ্যাবলিরই বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—‘বদ্ধং বীক্ষ্য’ ইত্যাদি, নিজ পতিকে আবদ্ধ দেখিয়া, ‘ভয়-বিহ্বলা’—শ্রীভগবানে অপরাধের ভয়ে ব্যগ্র হইয়া, ‘অবাৎমুখী’—স্ত্রীজনের স্বভাববশতঃ নতমুখে (এরূপ বলিয়াছিলেন ।) ॥ ১৯ ॥

শ্রীবিদ্যাবলিরূবাচ—

ক্লীড়ার্থমাশ্রয় ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে
স্বাম্যন্ত তত্র কুখিয়োহপর ঈশ কুখ্যঃ ।
কর্তৃত্বং প্রভোস্তুব কিমস্যত আবহন্তি
ত্যক্তহ্রিস্তুদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যাবলিঃ উবাচ,—(হে) ঈশ ! (পর-মেশ্বর ।) তে (ত্বয়া) আশ্রয়ঃ (স্বসৈব) ক্লীড়ার্থং (লীলাবিন্যাসার্থম্) ইদং (প্রত্যক্ষীভূতং) ত্রিজগৎ কৃতং (লোকত্রয়ং বিরচিতং) তু (কিন্তু) অপরে (অন্য) কুখিয়ঃ (দুর্বুদ্ধয়ঃ) তত্র (ভবৎসৃষ্টে ত্রিজগতি) স্বাম্যং (স্বত্ববুদ্ধিং) কুখ্যঃ (কুর্বন্তীত্যর্থঃ), ত্যক্তহ্রিয়ঃ (পর-দ্রব্যেষু স্বাম্য-বুদ্ধয়ঃ অতঃ নির্লজ্জাঃ) অবরোপিত-কর্তৃবাদাঃ (আশ্রন্যেব অবরোপিতঃ অজ্ঞানাদ্ আরো-

পিতঃ কর্তৃবাদঃ জগৎস্রষ্টৃবাদঃ যৈঃ তে তাদৃশাঃ জনাঃ) কর্তৃত্বং (জগৎকর্তৃত্বং) প্রভোঃ (জগৎপালকস্য) অসত্যঃ (জগৎসংহর্তুঃ) তব কিম্ আবহন্তি (তব প্রীত্যর্থং স্বীয়ং কিম্ আহবন্তি, সর্বত্রৈব ত্বৎস্বত্ব-বশাৎ তৈঃ কিমপি ন স্বকীয়ং বস্তু লভতে সমপর্যন্তি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বিদ্যাবলি বলিলেন,—হে ঈশ ! আপনি নিজের ক্লীড়ার নিমিত্ত এই জগতের সৃষ্টি করিয়া-ছেন । কুবুদ্ধিপর ব্যক্তিগণ ইহাতে প্রভুত্ব বা ভোগ-বুদ্ধির আরোপ করিয়া থাকে । পরদ্রব্যে কর্তৃত্ব বুদ্ধিবিশিষ্ট নির্লজ্জ ব্যক্তিগণ আপনাতে কর্তৃত্ববাদ অর্থাৎ আমি দাতা, ভোক্তা ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে, তাহারা আবার ত্রিজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা আপনার প্রীতির নিমিত্ত কি আহরণ করিবে ? ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তে ত্বয়া, কুখিয়ো বলিপ্রভৃতয়ঃ । কর্তৃত্বঃ স্রষ্টৃঃ প্রভোঃ পালয়িত্বঃ অসত্যঃ সংহর্তৃশ্চ তবেতি চতুর্থার্থে ষষ্ঠ্যঃ । এবস্তৃত্যয়ং তুভ্যং কিং বস্তু আবহন্তি দদতি । অহস্তাস্পদ-মমতাস্পদবস্তুনাং মধ্যে কস্মিন্ বস্তুনি স্বাম্যং বর্ততে যৎ তৃতীয়পাদায় প্রতিশ্রুতমূতং করোমীতি উক্তা স্বদেহং দাতুমিচ্ছন্তি, ত্যক্তহ্রিয়ঃ ত্রিভুবনস্য দেহস্য চ ত্বৎসৃষ্টত্বাৎ স্বদীয়মেবেদং সর্বং তুভ্যং দত্ত্বা স্বকীর্তিচিরীর্বো লজ্জামপি কিং ত্যক্তবস্তু ইত্যর্থঃ । অতএবেতে মহোন্মাদ-রোগগ্রস্তাস্তুয়া সন্নিদ্যেদ্যে কুপয়া সাধু চিকিৎসিতা ইত্যাহ—অব-রোপিতোহত্যক্তমারোহমপি সহসৈবাবরোহিতঃ ত্রিভু-বনপালনকর্তারো বস্তুমিতি মিথ্যাহঙ্কারমূলকঃ কর্তৃ-বাদো যেমাং তেষাং তে তস্মাদপরাধিনোহস্য বদ্ধন-মুচিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তে’—ত্বয়া, আপনা কর্তৃক নিজ লীলাপ্রকাশের জন্যই এই জিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু ‘কুখিয়ঃ’—বলি প্রভৃতি কুবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই জিলোকে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহে । আপনিই জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালক ও সংহারকারী, এইরূপ আপনাকে তাহারা কি বস্তু প্রদান করিবে ? ‘তব’—এখানে সম্প্রদানে চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে । অহস্তাস্পদ ও মমতাস্পদ বস্তু-সমূহের মধ্যে কোন বস্তুতে তাহাদের নিজের সত্ত্বা

থাকিতে পারে যে তৃতীয় চরণের জন্য ‘আমার প্রতি-
শ্রুতি আমি সত্য করিব’ বলিয়া স্বদেহ প্রদানের ইচ্ছা
করিতেছে। ‘তত্ত্বস্ত্রিয়ঃ’—ত্রিভুবন এবং তাহার
দেহও আপনারই সৃষ্ট, তাহাতে আপনারই সমস্ত
কিছু আপনাকেই দান করিয়া, স্বকীর্ণি অর্জনের
অভিলাষী হইয়া লজ্জাও কি পরিত্যাগ করিয়াছে ?
—এই অর্থ। অতএব এই সকল লোক উন্মাদরোগ-
গ্রস্ত, সন্দেশ্য আপনি সূঁছু চিকিৎসাই করিয়াছেন, ইহা
বলিতেছেন—‘অবরোপিত-কর্তৃবাদাঃ’—অতি উদ্ধে
আরুত হইলেও সহসাই তাহাদিগকে অধঃপাতিত
করিয়াছেন। ‘আমরা ত্রিভুবনের পালনকর্তা’—এই-
রূপ মিথ্যা অহঙ্কারমূলক তাহাদের কর্তৃত্ববাদ, অত-
এব অপরাধী এই বলির বন্ধন সমুচিতই হইয়াছে—
এই ভাব ॥ ২০ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগন্ময় ।

মুখৈনং হাতসর্বস্বং নামমহতি নিগ্রহম্ ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—ব্রহ্মা উবাচ,—(হে ভূতভাবন ! (ভূত-
হিতকর !) ভূতেশ ! (ভূতাদিধিপতে !) দেবদেব !
(দেবারাধ্য !) জগন্ময় ! হাতসর্বস্বং (গৃহীতসর্বৈ-
শ্বর্যম্) এনং (বলিম্ অধুনা) মুখং (বন্ধনাৎ পরিত্যজ),
অয়ং (ইতঃ পরমপি) নিগ্রহং (মণ্ডং) ন অর্হতি (ন
প্রাপ্তং যোগ্যঃ ভবতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভূতভাবন ! হে
ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে জগন্ময় ! আপনি বলির
যথাসর্বস্ব হরণ করিয়াছেন, এখন ইহাকে মুক্ত
করুন, আর ইনি দণ্ডযোগ্য নহেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং প্রহ্লাদস্য বিজ্ঞ্যাবলেশচ পর-
মার্থোক্ত্যা প্রসাদিতমেব ভগবন্তং ব্রহ্মা লোকতত্ত্ব-
দৃষ্টেভ্য প্রসাদয়তি ভূতেতি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ প্রহ্লাদ ও বিজ্ঞ্যা-
বলির পরমার্থ উক্তি প্রসাদিত ভগবান্কে ব্রহ্মা
লৌকিক তত্ত্বদৃষ্টিতেই প্রসন্ন করিবার জন্য বলিতে-
ছেন—‘ভূতভাবন’—ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনি ইহার
সর্বস্ব গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এই বলিকে বন্ধন-
মুক্ত করুন, যেহেতু ইনি নিগ্রহের যোগ্য নহেন ।) ॥

কৃৎস্না তেহেনেন দত্তা ভুলোকাঃ কস্মার্জিতাশ্চ যে ।
নিবেদিতঞ্চ সর্বস্বমাত্মাবিক্রবয়া ধিয়া ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—(যতঃ) অনেন (বলিনা) তে (ভূভ্যাং)
কৃৎস্না (নিখিলা) ভূঃ (তথা) যে চ কস্মার্জিতাঃ (সৎ-
কস্মাপ্রাপ্তাঃ) লোকাঃ (পদানি আসন্ তে সৰ্ব্ব) দত্তাঃ
(তথা) অবিক্রবয়া ধিয়া (অকাতরবুদ্ধ্যা) সর্বস্বম্
আত্মা (স্বশরীরং) চ নিবেদিতং (ভূভ্যাং সমর্পিতম্
ইতঃপরং ন দণ্ডভাক্ অয়ম্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই বলিরাজ আপনাকে নিখিল ভূমি,
সৎকস্মার্জিত যাবতীয় লোক এমন কি অকাতরচিত্তে
আত্মা পর্যন্ত সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তে ভূভ্যমাত্মা স্বদেহশ্চ নিবেদিতঃ ॥ ২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘নিবেদিতঞ্চ’—আপনাকে
স্বদেহও নিবেদন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

যৎপাদয়োঃশতধীঃ সলিলং প্রদায়

দুর্ব্বাক্ষুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্ষ্যাম্ ।

অপ্যন্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং

দাশ্বানবিক্রবমনাঃ কথমাভিমুচ্ছেৎ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—অশতধীঃ (অকপটমতিঃ জনঃ) যৎ-
পাদয়োঃ (যস্য ভবতঃ চরণয়োঃ) সলিলং (প্রক্ষালন-
জলং তথা) প্রদায় দুর্ব্বাক্ষুরৈঃ অপি সতীং সপর্ষ্যাম্
(উত্তমাং পূজাং) বিধায় (কৃত্বা) উত্তমাং গতিং অপি
ভজতে (ভজতে), অসৌ বলিঃ (তৎপাদয়োঃ) অবিক্রব-
মনাঃ (অকাতরচিত্তঃ সন্) ত্রিলোকীং (ত্রিভুবনং)
দাশ্বান্ (প্রযচ্ছন্ অপি) কথং (কেন হেতুনা) আভিঃ
(বন্ধনদুঃখম্) মুচ্ছেৎ (প্রাপোতি নৈতদৃ যুক্তমিত্যর্থঃ)
॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নিষ্কপট ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণ-
যুগলে সলিলমাত্র দান এবং দুর্ব্বাক্ষুর দ্বারা পূজা
করিয়া উত্তম গতি লাভ করে। এই বলি ঐ পদ-
যুগলে অকাতরচিত্তে ত্রিভুবন দান করিয়াও কি জন্য
বন্ধন-দুঃখভাগী হইবেন ? ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিগ্রহানর্হত্বং কৈমুত্যান্যায়েনাহ যদিতি ।
অসৌ সর্বোহপি জন উত্তমাং গতিং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিং
ভজতি । বলিস্ত ত্রিলোকীং দাশ্বান্ দত্তবান্ কথমাভিঃ
প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্যক্তি যে আপনার নিগ্র-
হের অযোগ্য, তাহাই কৈমুত্যিক ন্যায়ে বলিতেছেন
—‘যৎপাদয়োঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনার পাদপদ্মে
যে কোন লোক জলমাত্র সমর্পণ ও দূর্ব্বাস্কুরের দ্বারা
পূজা করিয়া যদি ‘উত্তমাং গতিং’—বৈকুণ্ঠলোক
লাভ করে, তাহাতে এই বলি সর্ব্বাঙ্গ দান করিয়া
কিরাপে নিগ্রহ ভোগ করিতে পারে ? ২৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ব্রহ্মন্ যমনুগ্হামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্ ।

যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমনাতে ॥২৪॥

অবস্থাঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) ব্রহ্মন্ !
যন্মদঃ (যৈঃ অর্থৈঃ মদঃ যস্য সঃ) পুরুষঃ স্তব্ধঃ
(জড়মীঃ সন্) লোকং (ত্রিজগৎ) মাং চ (জগৎপতিম্)
অবমনাতে (উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে) অহং যং (জনম্) অনু-
গ্হামি (উপকরোমি), তদ্-বিশঃ (তস্য তাদৃশান্
অনর্থহেতুন্ অর্থান্) বিধুনোমি (হরামি, সর্ব্বাঙ্গহরণ-
লক্ষণো হি মদনুগ্রহ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ !
পুরুষ যে ঐশ্বর্যবশতঃ মত্ত ও স্তব্ধ হইয়া ত্রিজগৎ,
এমন কি জগৎপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে ; আমি
যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার তাদৃশ অর্থই হরণ
করিয়া থাকি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য বিশঃ ধনানি । ননু ধনাপহারঃ
কোহয়মনুগ্রহস্তত্তাহ—যন্মদো যৈরর্থৈরেব মদো যস্য
সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদ্বিশঃ’—আমি যাহাকে
অনুগ্রহ করি, তাহার ধনরাশির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া
থাকি । যদি বলেন—দেখুন, ধন অপহরণ আবার
কিজাতীয় অনুগ্রহ ? তাহাতে বলিতেছেন—‘যন্মদঃ’
—যে ধনমদে গব্বিত হইয়া লোকে জগৎ, এমন কি
আমাকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যদা কদাচিৎজীবাত্মা সংসরাম্মিজকর্ম্মভিঃ ।

নানাযোনিষ্বন্যনোহয়ং পৌরুষীং গতিমাত্রজৎ ॥২৫॥

অবস্থাঃ—অনীশঃ (পরতত্ত্বঃ) অয়ং জীবাত্মা

নিজকর্ম্মভিঃ (স্বকীয়-পুণ্যপাপজনকক্রিয়াভিঃ) নানা-
যোনিষু (কৃমিকীটাদিষু) সংসরন্ (জন্মগ্রহণং কুর্ব্বন্
যদা কদাচিৎ (কুচিদেব ভাগ্যবশাৎ) পৌরুষীং গতিম্
(দুর্লভং মনুষ্যজন্ম) আব্রজেৎ (লভ্যতে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—পরতত্ত্ব এই জীবাত্মা স্বকীয় কর্ম্মফলে
নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবশে কদা-
চিৎ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ সর্ব্বসৈবানুগ্রাহ্যজীবস্য ধনানি
হরামি কস্যচিৎ হরামি চ কষ্টমচিদতিশঙ্কেন দদামি
চ মদনুগ্রহস্য লোকৈরতর্ক্যত্বাদ্বিবিধজাতীয়ত্বাদতো
জীবেষু মদনুগ্রহলক্ষণং শৃণুত্যাহ—যদেতি নানা-
যোনিষু কৃমিকীটাদিষুপি অনীশঃ পরতত্ত্বঃ সংসরন্নেব
যদা কদাচিদেব পৌরুষীং গতিং মনুষ্যজন্ম প্রাপ্নুয়াৎ
॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর সকল অনুগ্রাহ্য জীবেরই
ধন যে আমি হরণ করি, তাহা নহে, কাহারও হরণ
করি না, আবার কাহাকেও অত্যধিক ধন প্রদান
করিয়া থাকি । আমার অনুগ্রহ লোকের তর্কাতীত
এবং বিবিধ প্রকার, অতএব জীবের প্রতি আমার
অনুগ্রহের লক্ষণ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—‘যদা’,
অর্থাৎ পরতত্ত্ব (পরাধীন) এই জীবাত্মা নিজ কর্ম্ম-
বশতঃ কৃমি, কীট প্রভৃতি নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে
করিতে সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করে
॥ ২৫ ॥

জন্মকর্ম্মবয়োরাপবিদ্যৈশ্বর্য্যধনাদিভিঃ ।

যদ্যস্য ন ভবেৎ স্তম্ভস্তত্ত্বায়ং মদনুগ্রহঃ ॥ ২৬ ॥

অবস্থাঃ—তত্র (পৌরুষজন্মানি) জন্ম-কর্ম্ম-বয়ো-
রাপ-বিদ্যৈশ্বর্য্য-ধনাদিভিঃ (উত্তমৈঃ জন্মাদিভিঃ) অস্য
(পুংসঃ) স্তম্ভঃ (জন্মাদিজনিতঃ গর্ব্বঃ) যদি ন ভবেৎ,
(যদি ন স্যাদিত্যর্থঃ) অয়ং মদনুগ্রহঃ (অস্তম্ভলক্ষণঃ
অয়ং হি মৎপ্রসাদ এব, অন্যথা দুরতিক্রমনায়ঃ তাদৃ-
শেন স্তম্ভঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেই মানবজন্মে যদি কোন ব্যক্তির
উত্তম জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য বা ধনা-
দির গর্ব্ব না হয়, তাহা হইলে উহাই তাহার প্রতি
আমার অনুগ্রহ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র পৌরুষাঙ্গতো জন্মাদিভির্যদি
দ্রংশোহবহেলনাদি-হেতুর্গর্বো ন ভবেত্তদা তত্র পুংসি
মদনুগ্রহোহয়ং পুর্বেক্তাৎ ধনহরণলক্ষণাদন্যোহনুমেষ
ইত্যর্থঃ । তস্য ধনাদিকং নাপি হরামি অপহারকত্বা-
ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তত্র’—সেই মনুষ্যজন্মেও
যদি উত্তম কুলে জন্মাদির দ্বারা দ্রংশ, অর্থাৎ অবতাদি-
হেতুক গর্ব না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি উহাই
আমার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিতে হইবে । আমার
এই অনুগ্রহ পুর্বেক্তাৎ ধনহরণ হইতে অন্যরূপ মনে
করিতে হইবে, এই অর্থ । তাহার ধনাদি হরণ করি
না, যেহেতু আমি অপহারক নহি—এই ভাব ॥২৬॥

মানস্তুনিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ ।

সর্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহোম মৎপরঃ ॥২৭॥

অবয়বঃ—মৎপরঃ (মদন্যাত্তঃ) সমন্ততঃ
(সর্বশঃ) সর্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং (নিখিলমঙ্গল-বিরো-
ধিনাং) মানস্তুনিমিত্তানাং (মানঃ গর্ব তদৃশুস্তঃ
স্তম্ভঃ অনন্ততা তস্য নিমিত্তভূতানাং) জন্মাদীনাং
(জন্ম-কর্ম-বয়ো রূপ-বিদ্যোদ্যম-ধনাদীনাং সঙ্কেহপি)
হন্ত (খেদসূচকম্ অব্যয় পদং হে ব্রহ্মন্ ! কদাচন)
ন মুহোৎ (ন তৈঃ অভিভূতঃ ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—(তবে যে, আমি ধ্রুব প্রভৃতি ঐকান্তিক
ভক্তদিগকে সম্পদ প্রদান করিয়াছি) তাহার কারণ
(আছে) সর্বতোভাবে সর্বপ্রকার মঙ্গলের বিরোধি
স্বরূপ অভিমান, অনন্ততার মূল কারণ জন্ম-বিদ্যা-
ঐশ্বর্যাদি-সঙ্কেও আমার একান্ত ভক্ত মোহিত হন
না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, মানো গর্বস্তদ্বিশেষঃ স্তম্ভো-
হনন্ততা তন্মোনিমিত্তভূতানাং জন্মাদীনাং ন মুহোৎ ।
“নাগ্নিস্তুপাতি কাষ্ঠানামিতিবৎ স্বপ্তী” তৈর্জন্মাদিভির্ন
মুহোদিত্যর্থঃ । সমন্ততঃ সর্বথৈব হন্ত আশ্চর্য্যমেত-
দिति পদদ্বয়প্রয়োগাৎ পূর্ববৎ যদি শব্দপ্রয়োগাচ্চ
কদাচিদপি ন মুহোদিতি স চ মৎপরো মদেকান্তভক্ত
এবাতিভিকো মদনুগ্রহবান্বেব পুর্বেক্তাদপি শিষ্যত
এব তাদৃশ্যো ধ্রুবাদিভক্ত্যঃ সম্পদো দদাম্যেবেতি
ভাবঃ । কর্মজন্ম্য হি সম্পদনর্থকারিণী তামেব

প্রথমানুকম্প্য ভক্তস্য ভগবান্ হরতি ন তু স্বদস্তামিতি
কেচিৎ । স্বভক্ত্যপ্রেমবর্দ্ধন-চতুরস্য হরেনান্যমপি
নিয়মঃ । পাণ্ডবাদাবপি সম্পদপহারদর্শনাদিত্যপরে
॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ‘মান-স্তম্ভ-নিমিত্তানাং’
—মান বলিতে গর্ব, তাহার বিশেষ স্তম্ভ অর্থাৎ
অনন্ততা, তাহাদের নিমিত্তভূত জন্মাদির দ্বারা যে
মোহিত হয় না—এই অর্থ । এখানে ‘পূরণভগ-
সুহিতার্থ’ ইত্যাদি সূত্রে, সুহিতার্থ বলিতে তৃত্বার্থক
ধাতুর প্রয়োগে ‘নাগ্নিস্তুপাতি কাষ্ঠানাম্’ ইত্যাদি প্রয়ো-
গের ন্যায় করণে স্বপ্তী বিভক্তি হইয়াছে । ‘সমন্ততঃ’
—সর্বতোভাবেই এবং ‘হন্ত’—ইহা আশ্চর্য্য, এই
দুইটি পদ প্রয়োগ অপেক্ষা পূর্ব শ্লোকের ন্যায় ‘যদি’
শব্দের প্রয়োগ করিলে, কখনও মোহিত হয় না এই
অর্থ, অর্থাৎ অভিমানরূপ অবিনয়ের কারণ এবং
সকলদিকে সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রতিবন্ধক পুর্বেক্ত
সৎকুলে জন্ম প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতেও যে ব্যক্তি
কখনও মোহিত হয় না, সেই জন ‘মৎপরঃ’—আমার
একান্তভক্ত, সেই ব্যক্তিই আমার আত্যন্তিক অনুগ্রহের
পাত্র, তিনি পুর্বেক্ত হইতেও বিশিষ্টই, তাদৃশ ধ্রুব
প্রভৃতি ভক্তগণকে আমি অবশ্যই সম্পদ প্রদান করি
—এই ভাব । এই জগতে কর্মফল-হেতু যে সম্পদ
লভ্য হয়, তাহাই অনর্থকারিণী, ভক্তের সেই সম্পদই
অনুকম্পাবশতঃ ভগবান্ প্রথমে হরণ করেন, কিন্তু
স্বদন্ত সম্পদ হরণ করেন না—ইহা কেহ কেহ
বলেন । পরন্তু নিজ ভক্তজনের প্রেমবর্দ্ধনচতুর শ্রীহরির
এইরূপ কোন নিয়ম নাই, যেহেতু পাণ্ডব প্রভৃতিরও
সম্পদ অপহরণ দৃষ্ট হয়—এইরূপ অপরে বলেন ॥২৭

এষ দানবদৈত্যানামগ্রণীঃ কীত্তিবর্দ্ধনঃ ।

অজৈষীদজ্যায় মায়াং সীদমপি ন মুহ্যতি ॥২৮॥

অবয়বঃ—দানব-দৈত্যানাম্ অগ্রণীঃ (শ্রেষ্ঠঃ)
কীত্তিবর্দ্ধনঃ (যশস্বী) এষঃ (বলিঃ) অজ্যায়াম্ (অজ্যেয়াং)
মায়াং অজৈষীৎ (অতিক্রান্তবান্, অতঃ) সীদন্ অপি
(ঐশ্বর্য্যাদিরহিতঃ অপীত্যর্থঃ) ন মুহ্যতি (ন শ্রেন্নো-
মার্গাৎ চ্যুতধীঃ ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—দানবদৈত্যাদিগের অগ্রণী যশস্বী বলি-

রাজ দুর্জয়্য মায়াকে জয় করিয়াছেন, অতএব তিনি ঐশ্বর্যাদিরহিত হইয়াও শ্রেয়োমার্গ হইতে চ্যুত হয়েন নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নম্বাস্তামেতৎ প্রস্তুতো বলিরয়ং তব কীদৃশানুগ্রহবান্ ভক্তো যস্য সম্পদো হরসীতি তত্রাহ—এষ ইতি অজৈষীৎ ন তু জৈষ্যতি জয়তীতি বা প্রযুক্তম্। তেন পূর্বমেব মায়াং জিতবতোহস্য শুভাদয়ো মায়ািকাঃ কৃতঃ সন্তবেষুর্য়মিবর্তনার্থং ময়া ধনৈশ্বর্য্য-হরণং কার্য্যমিতি দ্যোতিতং। সীদন্নপি ন মুহ্যতীতি সম্পত্তিরমুহান্নপি জনো বিপ্রৎপ্রাপ্তিক্রমে বৈক্রব্যান্মুহ্য-ম্বেব দৃষ্ট ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ইহা থাকুক, প্রস্তুত এই বলি আপনার কিপ্রকার অনুগ্রহভাজন ভক্ত, যাহার অর্থ আপনি হরণ করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—‘এষঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ দানব ও দৈত্য-গণের অগ্রণী যশোবর্দ্ধন এই বলি দুর্জয়্য মায়াকে জয় করিয়াছেন। এখানে ‘অজৈষীৎ’—ইহা অতীত-কালের প্রয়োগ, জয় করিবে বা জয় করিতেছে—এরূপ প্রযুক্ত হয় নাই, তাহাতে পূর্বেই যিনি মায়াকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার মায়ািক শুভাদি কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে, যাহাতে আমাকে তাঁহার ধন হরণ করিতে হইবে?—ইহা দ্যোতিত হইয়াছে। ‘সীদন্নপি ন মুহ্যতি’—ইনি সর্ব্বতোভাবে অবসন্ন (ঐশ্বর্য্যরহিত) হইয়াও মোহগ্রস্ত হন নাই, জগতে সম্পদ্রহিত না হইলেও বিপৎকালে বৈক্রব্যবশতঃই লোকে বিমোহিত হয়, এরূপ দেখা যায়—এই ভাব ॥ ২৮ ॥

ক্ষীগরিকথ্যচ্যুতঃ স্থানাৎ ক্ষিপ্তো বদ্ধশ্চ শক্রভিঃ।

জাতিভিষ্চ পরিত্যক্তো যাতনামনুষাপিতঃ ॥ ২৯ ॥

গুরুণা ভৎসিতঃ শব্দো জহৌ সত্যং ন সূরতঃ।

হলৈরুত্তো ময়া ধর্ম্মো নায়ং ত্যজতি সত্যবাক্ ॥ ৩০ ॥

অম্বয়ঃ—ক্ষীগরিকথঃ (ক্ষীগধনঃ) স্থানাৎ (স্বপদাৎ) চ্যুতঃ শক্রভিঃ ক্ষিপ্তঃ (আক্ষিপ্তঃ) বদ্ধঃ চ জাতিভিঃ (অসুরৈঃ) পরিত্যক্তঃ যাতনাং (বন্ধনাদি-পীড়াম্) অনুযাপিতঃ (প্রাপিতঃ) চ গুরুণা (ভার্গবেন) ভৎসিতঃ (নিন্দিতঃ) শব্দো (অয়ং) সূরতঃ (শোভন-ব্রতশীলঃ) সত্যং ন জহৌ (ত্রিপদভূমিপ্রদানাসীকারং

ন ত্যজ্য)। ময়া হলৈঃ (কপটৈঃ এব) ধর্ম্মঃ উক্তঃ (প্রথমতঃ বামনরূপিণা ময়া ত্রিপদভূমিপ্রার্থনাং কৃৎবা পশ্চাদ্ বিরাটরূপিণা তৎপরিমাণারম্ভাৎ ময়া বস্তুতঃ কপটধর্ম্ম এব কৃতঃ, তথাপি) সত্যবাক্ (সত্যপ্রতিজঃ) অয়ং (বলিঃ) ন ত্যজতি (স্বীয়াং প্রতিজ্ঞাং ন মুঞ্চতি) ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—ধনশূন্য, স্বপদচ্যুত, শক্রগণ কর্তৃক তিরস্কৃত ও বদ্ধ, জাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরুকর্তৃক নিন্দিত এবং অভিশপ্ত হইয়াও বলি এই সূরত সত্য পরিত্যাগ করে নাই। আমি কপটতাপূর্ব্বকই ধর্ম্ম বলিয়াছিলাম, তথাপি সত্য-প্রতিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ং ময়্যপি বিপৎসিদ্ধুমধ্যে নিক্ষিপ্তো-হপি ন মুহ্যতীতি কিং বক্তব্যং স্বনিষ্ঠালেশমপি ন ত্যজ-তীত্যাহ ক্ষীণেতি। ‘ন হ্যোতস্মিন্ কুলে কশ্চিন্মিঃ-সত্ত্বঃ কৃপণঃ পুমানি’ত্যাদিনা ময়া প্রথমতঃ হ্রস্বৈরেব প্রায়োগাধর্ম্মোহপি ধর্ম্মঃ উক্তঃ, তথৈবাণ্ডে ‘বিপ্রলশ্ণো দদামীতি ত্রয়াহঞ্চাত্যমানিনা। তদ্ব্যলীকফলং ভুংক্ষু নিরয়ং কতিচিৎ সমা’ ইত্যেনে ধর্ম্মোহপি ধর্ম্ম উক্তঃ। তদপ্যয়ং সত্যবাক্ সত্যং ন ত্যজতি। অন্যন্ত্বেবম্বি-ধেহর্থো শঠে শাঠ্যং প্রকুক্ষীতেতি নীত্যা শাঠ্যমেব কুর্য্যাৎ। তস্মান্ময়া ভক্তবৎসলেনাপি কৃতমেতসৌ-তাদৃশ-কদর্থনং স্বভক্তিनिষ্ঠা-নিঃসীমধৈর্য্যাদিগুণপ্রখ্যা-পনার্থমেবেতি ভাবঃ ॥ ২৯-৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বলি আমা কর্তৃক বিপৎ-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মোহিত হয় না, ইহা আর অধিক কি বক্তব্য, স্বনিষ্ঠালেশও পরিত্যাগ করে নাই, ইহা বলিতেছেন—‘ক্ষীণরিকথঃ’ ইত্যাদি (অর্থাৎ এই বলি সম্প্রতি ধনহীন, স্থানদ্রষ্ট, শক্রগণকর্তৃক তির-স্কৃত, বন্ধনে আবদ্ধ, জাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, স্বগুরু গুরুাচার্য্য কর্তৃক অভিশপ্ত, তথাপি এই সূরত সত্য পরিত্যাগ করে নাই)। ‘হলৈরুত্তঃ’—‘তোমার এই কুলে কোন নিঃসত্ত্ব কৃপণ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে নাই’ ইত্যাদির দ্বারা প্রথমতঃ প্রচ্ছন্নভাবে প্রায়ই অধর্ম্মই বলিয়াছি, সেইরূপ পরে ‘খনাভিমানী তোমা কর্তৃক দিব বলিয়া আমি বঞ্চিত হইয়াছি, সেই মিথ্যাবাক্যের ফলস্বরূপ কয়েক বৎসর নরক বাস কর’—ইত্যাদির দ্বারা ধর্ম্ম হইলেও অধর্ম্মই বলিয়াছি, তথাপি এই

ব্যক্তি ‘সত্যবাক্’—সত্যকে কখন পরিত্যাগ করে নাই। অপরে এইরূপ স্থলে ‘শঠে শাঠ্য আচরণ করিবে’, এই নীতি অনুসারে শাঠ্যই করিত। অত-এব ভক্তবৎসল আমিও ইহার স্বভক্তি-নিষ্ঠা, অসীম ধৈর্য্যাদি গুণ জগতে প্রখ্যাপনের নিমিত্তই এইরূপ কদর্থনা করিয়াছি—এই ভাব ॥ ২৯-৩০ ॥

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি ।

সাবর্ণেরন্তরসায়ং ভবিতোজ্ঞো মদাশ্রয়ঃ ॥৩১॥

অশ্বয়ঃ—(অতঃ) এষঃ (বলিঃ) মে (ময়া) অমরৈঃ অপি (দেবৈরপি) দুষ্প্রাপং (দুর্লভং) স্থানং (পদং) প্রাপিতঃ (লভিতঃ) অয়ং মদাশ্রয়ঃ (অহমেব আশ্রয়ঃ শরণভূতঃ যস্য তাদৃশঃ সঃ) সাবর্ণেঃ অন্তরস্য (সাবর্ণে মনোঃ অন্তরস্য সম্বন্ধী) ইন্দ্রঃ ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অতএব এই বলিকে আমি দেবগণের দুর্লভ পদ প্রদান করিলাম। আমার আশ্রিত এই সাবর্ণি মনুর অধিকার কালে ইন্দ্র হইবেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাস্য সম্পদো হরামীতি ত্বয়া জ্ঞেয়-মিত্যাহ এষ-ইতি। অমরৈর্দুষ্প্রাপমিতি ইন্দ্রপদাৎ স্বর্গাদপি সুতলস্যাধিক্যং তদানীমেবোক্ততং শ্রীকৃষ্ণ-দত্তশ্রীদামধামবদিত্তি জ্ঞেয়ং, ম চেন্দ্রং পদং ত্বস্য গত-মিতি মন্তব্যমিত্যাহ সাবর্ণেরিতি। ন চ তদপি তত্রাপি দেবা ইমং কদর্থম্বিষ্যন্তীতি বাচ্যম্। মদাশ্রয়ঃ অহমস্য দ্বারপালো ভূত্বা জাগ্রদেব স্বাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহার সম্পদ হরণ করিতেছি—এইরূপ ভাবিও না, ইহা বলিতেছেন—‘এষ’ ইত্যাদি। ‘অমরৈঃ অপি দুষ্প্রাপং’—আমি ইহাকে দেবতাগণেরও দুর্লভ স্থান দান করিয়াছি, ইন্দ্রপদ স্বর্গ হইতেও সুতলের আধিক্য তৎক্ষণেই উৎপন্ন হইয়াছিল, যেমন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত শ্রীদাম বিপ্রে-র নগরী, এইরূপ বুঝিতে হইবে। আর ইহার ইন্দ্রপদ চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিও না, ইহা বলিতে-ছেন—‘সাবর্ণেঃ অন্তরস্য’ অর্থাৎ সাবর্ণি মন্বন্তরে এই বলি ইন্দ্র হইবে। তাহা হইলেও সুতলে দেবগণ ইহার কদর্থনা করিবে, এরূপ ভাবিও না, যেহেতু

‘মদাশ্রয়ঃ’—আমিই যাহার আশ্রয়, অর্থাৎ আমি ইহার দ্বারপাল হইয়া সর্বদাই অবস্থান করিব—এই ভাব ॥ ৩১ ॥

তাবৎ সুতলমধ্যাস্তাং বিশ্বকর্মা-বিনিশ্চিতম্ ।

যদাধয়ো ব্যাধন্যচ ক্রমস্তদ্রা পরাভবঃ ।

নোপসর্গা নিবসতাং সম্ভবন্তি যমেক্ষয়া ॥ ৩২ ॥

অশ্বয়ঃ—তাবৎ (ইন্দ্রপদপ্রাপ্তেঃ পূর্ব পর্য্যন্ত) যৎ (যত্র সুতলে) মম ঈক্ষয়া (মম দৃষ্টিপাতেন) নিবসতাং (নিবাসিনাম্) আধন্যঃ (মনঃপীড়াঃ), ব্যাধন্যঃ (শারীরপীড়াঃ) চ ক্রমঃ (ক্রান্তিঃ), তদ্রা পরাভবঃ (অনৈঃ অভিভবঃ এতে) উপসর্গাঃ (উপদ্রবাঃ) ন সম্ভবন্তি (কদাপি ন জায়ন্তে), বিশ্বকর্মা-বিনিশ্চিতং (বিশ্বকর্ম্মরচিতং তৎ) সুতলং (সুতলসংজ্ঞকং লোকম্ অয়ম্) অধ্যাস্তাম্ (অধিকৃত্য বর্ত্তাম) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ঐ ইন্দ্রপদপ্রাপ্তির পূর্ব পর্য্যন্ত ইনি আমার পর্য্যবেক্ষণে যে স্থলে আধি, ব্যাধি, ক্রান্তি, তদ্রা, পরাভব প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান নাই, বিশ্বকর্মা-বিরচিত সেই সুতলনামক লোকে অবস্থান করিবেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বকর্মাণো বিশেষণ স্বর্গীয়ামরাবতী-পুরাদতিবৈশিষ্ট্যেণ নিশ্চিতমিতি ভগবদভিপ্রায়েণ তৎক্ষণাদেব তত্ততোহধিকং জ্ঞাতমিতি ভাবঃ, যৎ যত্র ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বিশ্বকর্মা-বিনিশ্চিতং’—বিশ্ব-কর্ম্মার রচিত (সুতলপুরে ইন্দ্রপদ লাভের পূর্ব পর্য্যন্ত বাস করুক)। বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা বিশেষভাবে স্বর্গীয় অমরাবতী নগরী হইতেও অতিবৈশিষ্ট্যরূপে নির্ণীত এই সুতলপুর, অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভিপ্রায়বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে আধিক্য উৎপন্ন হইয়াছিল, এই ভাব। ‘যৎ’—যে সুতলে আমার দৃষ্টির প্রভাবে আধি, ব্যাধি প্রভৃতি জন্মিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্ত তে ।

সুতলং স্বাগিতিঃ প্রার্থাং জাতিতিঃ পরিবারিতঃ ॥৩৩

অশ্বয়ঃ—ভোঃ মহারাজ ! ইন্দ্রসেন ! (বলঃ) !

জাতিভিঃ পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ হুং) স্বর্গভিঃ
(দেবৈঃ অপি) প্রার্থ্যং (কামনীয়ং) সুতলং (সুতলপুরং)
যাহি (গচ্ছ), তে (তব) ভদ্রং (শুভম্) অস্ত ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ ইন্দ্রসেন ! জাতিগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া আপনি দেবগণেরও প্রার্থনীয় সেই
সুতলপুরে গমন করুন, আপনার মঙ্গল হউক ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—এবং ব্রহ্মাণং প্রত্যুত্ত্বা সাক্ষাদ্বলিমাং
ইন্দ্রসেনেতি মহারাজেতি তব মহারাজহুং নাপযাতি ।
যতঃ স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যমেব ন তু লভ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ব্রহ্মাকে প্রত্যুত্তর
প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ বলিকে বলিতেছেন—হে ইন্দ্র-
সেন, ইত্যাদি । ‘মহারাজ’—হে মহারাজ ! —ইহা
বলায় তোমার মহারাজত্ব চলিয়া যায় নাই, এই ভাব ।
‘স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং’—যে সুতলপুর স্বর্গবাসিগণের
বাঞ্ছিতই, কিন্তু লভ্য নহে ॥ ৩৩ ॥

ন ত্বামভিভবিস্যক্তি লোকেশাঃ কিমুতাপরে ।

ত্বচ্ছাসনাতিগান্ দৈত্যাস্তচক্রং মে সুদয়িস্যতি ॥৩৪॥

অম্বয়ঃ—লোকেশাঃ (লোকপালাঃ অপি) ন ত্বাম্
অভিভবিস্যক্তি (পরাজিত্বং শরুবন্তি), অপরে কিমুত
(কথমপি ন সমর্থ্যঃ ইত্যর্থঃ) মে (মম) চক্রম্ (ইদং
সুদর্শনং) ত্বচ্ছাসনাতিগান্ (ত্বদীয়ং শাসনং বিধানম্
অতীত্য বর্তমানান্) দৈত্যান্ সুদয়িস্যতি (নাশয়িস্যতি)
॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—সেখানে লোকপালগণও আপনাকে
পরাজিত করিতে পারিবেন না, অন্যের কথা আর কি
বলিব ? সেখানে আমার সুদর্শনচক্র আপনার আজা-
লঘনকারী দৈত্যগণকে বিনাশ করিবে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সুদয়িস্যতি খণ্ডয়িস্যতি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘সুদয়িস্যতি’—চূর্ণবিচূর্ণ
করিবে, অর্থাৎ যে সকল দৈত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন
করিবে, আমার সুদর্শনচক্র তাহাদিগকে বধ করিবে
॥ ৩৪ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) বীর ! (অহং) সানুগং (সানুচরং)
সপরিচ্ছদং (সোপকরণং) ত্বাং সর্বতঃ (সর্বতো-
ভাবেন) রক্ষিষ্যে (পালয়িষ্যামি), ত্বান্ তত্র (সুতলে)
মাং সদা (সর্বদা) সন্নিহিতং (সমীপস্থং) দ্রক্ষ্যতে
(চ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে বীর ! আমি অনুচর ও উপকরণ-
সমূহের সহিত আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিব,
আপনিও আমাকে তথায় সর্বদা নিকটে দেখিতে
পাইবেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ মদ্বিরহদুঃখমিত্যাহ—সদা সন্নি-
হিতমিতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেখানে আমার বিরহজনিত
দুঃখও নাই, ইহা বলিতেছেন—‘সদা সন্নিহিতং’, তুমি
সেই সুতলপুরে সর্বদাই আমাকে নিকটে উপস্থিত
দেখিবে ॥ ৩৫ ॥

তত্র দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ তে ভাব আসুরঃ ।

দৃষ্টা মদনুভাবং বৈ সদ্যঃ কুষ্ঠো বিনশ্যতি ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
বলিমোক্ষণং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অম্বয়ঃ—তত্র (চ) মদনুভাবং (মম প্রভাবং)
দৃষ্টা দানবদৈত্যানাং সঙ্গাৎ (জাতঃ) তে (তব যঃ)
আসুরঃ ভাবঃ (বর্ততে সঃ) সদ্যঃ কুষ্ঠঃ (সদ্য এব
প্রতিহতঃ সন্) বিনশ্যতি (বিনাশং যাস্যতি ইতি)
বৈ (নিশ্চিতম্) ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্তমস্কন্ধে দ্বাবিংশোহধ্যায়স্যাম্বয়ঃ ।

অনুবাদ—সেখানে আমার প্রভাব দেখিয়া আপ-
নার দানব দৈত্যসঙ্গজাত আসুরভাব সদ্যই প্রতিহত
হইয়া নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—দুঃসঙ্গাক্ত মা ভৈরীরিত্যাহ তত্রোতি ।
ত্বাদৃশ-ভক্তসঙ্গাদৃষ্টা অপি শিষ্টা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥৩৬

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হমিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

দ্বাবিংশশাস্তমস্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

রক্ষিষ্যে সর্বতোহহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্ ।

সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ত্বান্ ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুঃসঙ্গ হইতেও ভীত হইও না, ইহা বলিতেছেন—‘তত্র’ ইত্যাদি, অর্থাৎ সেখানে তোমার মত ভক্তের সঙ্গবশতঃ দুষ্টজনও শিষ্ট হইবে—এই ভাব ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী সারার্থদশিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদশিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮২২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্য, তথ্য, বিরহিত সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের দ্বাবিংশোহধ্যায়ের গোড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তবস্তং পুরুষং পুরাতনং

মহানুভাবোহখিলসাধুসম্মতঃ ।

বদ্ধাজলির্বাষ্পকলাকুলেক্ষণো

ভক্ত্যুৎকলো গদগদয়া গিরাত্রবীৎ ॥ ১ ॥

গোড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পিতামহ প্রহলাদের সহিত বলি সূতলে গমন করিলে স্বর্গে ইন্দ্রের সহিত ভগবানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে ।

মহামতি বলি ভগবদ্রূপে প্রণতি বা শরণাগতিই একমাত্র জীবগণের পরম প্রয়োজনীয় প্রেমপ্রদানে সমর্থ জানিয়া ভক্তিব্যাকুলচিত্তে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া অনুচরগণের সহিত সূতলে প্রবেশ করিলেন এবং ভগবান্ অদিতির কামনা পূর্ণ ও ইন্দ্রকে স্বর্গাধিকার প্রদান করিলেন; অনন্তর ভক্ত-প্রবর প্রহলাদ বলির মুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের অত্যাশ্চর্য লীলা জড়জগৎ সৃষ্টি, সমদৃষ্টি-যুক্ত কল্পতরু ভগবানের ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি, অসুরগণের প্রতি অসীম-করুণার কথা বর্ণন করিলে ভগবান্ তাঁহাকে বলির সহিত সূতলে যাইতে আদেশ করিলেন । প্রহলাদও কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সূতলে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহার পর নারায়ণ কর্তৃক বলির যজ্ঞের দোষ ও ন্যূনতা

বিস্তার করিতে আদিষ্ট হইয়া, গুণ্ডাচার্য যজ্ঞমন্ত্র-পুরুষের পূজা দ্বারা কর্ম-বৈষম্য বিনাশ, তথা ভগবানের নাম সংকীর্তন দ্বারা দেশকাল-পাত্রগত দোষ-ক্ষয় প্রভৃতি কীর্তন করিয়া ঋষিগণের সহিত বলি-যজ্ঞের সমাধান করিলেন । ঋষিগণ বলির দান-গ্রহণকারী, ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গপুর প্রদানকারী, সর্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট বামন শ্রীহরিকে নিখিল জীবের পালক-রূপে বরণ করিলেন, তাহাতে সর্বপ্রাণীই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ইন্দ্র লোকপালদিগের সহিত বামন-দেবকে অগ্রবর্তী করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে লইয়া গেলেন, সকল দেবগণ, মনিগণ, পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ ও সিদ্ধপুরুষগণ বিষ্ণুর বলিযজ্ঞে আচরিত অত্যন্ত মহৎ কর্ম কীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । ত্রিবিধকর্ম বিষ্ণুর মহিমা-শ্রবণ-কীর্তনই জীবের পরম মঙ্গলদায়ক ।

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অখিলসাধুসম্মতঃ (সমস্ত-সজ্জন-মাননীয়ঃ) মহানুভাবঃ (প্রশস্তমতিঃ স বলিঃ) ভক্ত্যুৎকলঃ (ভক্ত্যা উৎকলঃ সোৎকলঃ) বাষ্প-কলাকুলেক্ষণঃ (বিগলিতাশ্রু-বিন্দু-প্লাবিতলোচনঃ) বদ্ধাজলিঃ (কৃতপ্রণামাজলিঃ সন্) গদগদয়া (ভাবা-বেশান্নিরুদ্ধকল্পয়া) গিরা (বাচা) ইতি (পূর্বোক্তরূপম্) উক্তবস্তং (কথ্যবস্তং) পুরাতনং পুরুষং (সনাতনং বিষ্ণুমুদ্दिश्य) অত্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সনাতন পুরুষ ভগবান্ এইরূপ বলিলে, নিখিল সজ্জনগণের মাননীয়

মহামতি বলির নয়নদ্বয় অশ্রুবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল ।
তিনি ভক্তিব্যাকুলচিত্তে কৃতাজলিসহকারে গদগদ-
বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

প্রবেশিতস্য সূতলং দ্বারপালোহভবদ্বলেঃ ।

ব্রহ্মোবিংশে দিবীন্দ্রং চোপেন্দ্রঃ সন্ পর্যাপালয়ৎ ॥০

তদেব হি ব্রহ্মদ্বি তৃতীয়ং পদং বিন্যস্য ত্রিভুবনেন
সহ ত্বামপি প্রতিগৃহ্মামি, সৰ্ব্ব এতে লোকান্তাং দত্ত-
প্রতিশ্রুতং জানন্তিত্যুক্তবস্তমতএব শ্রুতিরপি ‘ইদং
বিষ্ণুবিচক্ৰমে ব্রহ্মা নিদধে পদ’মিতি । উদগলঃ
উদ্ধাপ্যো গলো যস্য সং ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায়ে
বামনদেব বলিকে সূতলে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং তাহার
দ্বারপাল হইলেন, এবং স্বর্গে উপেন্দ্ররূপ ইন্দ্রকে
পালন করিতে লাগিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥০॥

‘ইতি উক্তবস্তং’—‘তোমার মস্তকে তৃতীয় চরণ
বিন্যাস করিয়া ত্রিভুবনের সহিত তোমাকেও অঙ্গী-
কার করিতেছি, এই সমস্ত লোক তোমাকে প্রতিশ্রুতি-
পালকরূপে জানুক’—এইরূপ ভগবান্ বলিলে (মহা-
রাজ বলি তাঁহাকে কৃতাজলিপুটে গদগদবাক্যে এরূপ
বলিয়াছিলেন) । শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—‘ইদং
বিষ্ণুঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ বিষ্ণু তিনটি পাদবিক্ষেপেই
এই বিশ্ব আক্ৰমণ করিয়াছিলেন । ‘উদগলঃ’—
ভক্ত্যুৎকলঃ, এই স্থলে ‘ভক্ত্যুদগলঃ’—এরূপ পাঠান্তর
রহিয়াছে, যাহার গলদেশে বাস্তুবিন্দু নিপতিত হইতে-
ছিল, সেই বলি ॥ ১ ॥

শ্রীবলিরূবাচ—

অহো প্রণাম্য কৃতঃ সমুদ্যমঃ

প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ ।

যল্লোকপালেন্দ্রদনুগ্রহোহমরৈ-

রলম্বপূর্বেহপসদেহসুরেহপিতঃ ॥ ২ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীবলিঃ উবাচ,—অহো (ত্বৎ প্রণামস্য
মহিমা) প্রণাম্য (যৎ প্রণামং কর্তুং) কৃতঃ (আরম্ভঃ)
সমুদ্যমঃ (প্রযত্ন এব) প্রপন্ন-ভক্তার্থবিধৌ (প্রপন্নানাম্
অনন্যশরণাতয়া ত্বামাগ্রিতানাং ভক্তানাং যঃ অর্থঃ

অভিমতঃ তস্য বিধৌ সম্পাদনবিষয়ে অভক্তেহপি)
সমাহিতঃ (সমর্থো ভবেৎ) যৎ (যেন উদ্যমেন) লোক-
পালৈঃ (অমরৈঃ সত্ত্বগুণ-প্রধানৈঃ দেবৈরপি) অলম্ব-
পূর্বঃ (পূর্বং কদাপি ন লম্বঃ) ত্বদনুগ্রহঃ (শিরসি-
পদধারণরূপঃ ভবৎ-প্রসাদঃ) অপসদে (নিকৃষ্টে
রজঃপ্রধানে) অসুরে (ময়ি) অপিতঃ (দত্তঃ ভবতি) ॥২

অনুবাদ—শ্রীবলি বলিলেন,—আপনার প্রতি
প্রণামের কি আশ্চর্য্য মহিমা, ঐ প্রণতির উদ্যমমাত্র
অভক্তেও শরণাগত ভক্তজনের প্রয়োজন প্রেমসিদ্ধি
সম্পাদনে সমর্থ হয় । ঐ প্রকার উদ্যম-হেতু ভব-
দীয় অনুগ্রহ প্রকাশ মাদৃশ অসুরেও প্রদত্ত হইয়াছে ।
এতাদৃশ অনুগ্রহ লোকপাল ও অমরগণ পূর্বে লাভ
করিতে পারেন নাই ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণামার্থং কৃত উদ্যমোহপি প্রপন্ন-
ভক্তানাং বাঞ্ছিতপূরণে সমাহিতঃ সমর্থো ভবেদিত্য-
দ্যোবাবগতম্ । ‘ত্বৎসর্বস্বমপহর্তুং বিষ্ণুরন্নমাগত’ ইতি
গুরোর্মুখাৎ যদেব ত্বামহমজ্ঞাসিষ্য তদেব ত্বৎপ্রণা-
মার্থমুদ্যম এব কৃতঃ, কিন্তু অসুরাণাং তস্য চ গুরো-
র্ভয়াদেব প্রণামো ন কৃতঃ । হস্ত হস্ত স এবোদ্যম ইদং
ফলং ফলতি স্ম, কিমিত্যাহ যদৃশমাল্লোকপালৈরমরৈঃ
সত্ত্বপ্রধানৈরপি অলম্বপূর্বস্তদনুগ্রহঃ মুদ্ধি চরণার্পণ-
লক্ষণো অপসদে নীচে রাজসে ময্যাপিতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রণাম্য কৃতঃ সমুদ্যমঃ’—
প্রণামের নিমিত্ত উদ্যম করা হইলেও, তাহা প্রপন্ন-
ভক্তের বাঞ্ছিতপূরণে সমর্থ হয়, ইহা অদ্যই অবগত
হইলাম । ‘তোমার সর্বস্ব অপহরণের জন্য এই
বিষ্ণু (ব্রাহ্মণবালকরূপে) আসিয়াছেন’—ইহা শ্রীশঙ্ক-
দেবের মুখ হইতে যখনই জানিতে পারিয়াছিলাম,
তখনই আপনাকে প্রণাম করিতে উপক্রমমাত্রই
করিয়াছিলাম, কিন্তু অসুরগণের ও সেই গুরুদেবের
ভয়েই প্রণাম করা হয় নাই । হায় ! হায় ! সেই
উদ্যমই এতদূর ফলদান করিল !, ইহা বলিতেছেন—
‘যল্লোকপালৈঃ’, লোকপাল ও সত্ত্বপ্রধান দেবগণও
পূর্বে যাহা লাভ করে নাই, মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণরূপ
আপনার তাদৃশ অনুগ্রহ, ‘অপসদে’—নীচ রজঃস্বভাব
আমাতে অপিত হইল ॥ ২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তা হরিমানত্য ব্রহ্মাণং সভবং ততঃ।

বিবেশ সূতলং প্রীতো বলিমুক্তঃ সহাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—বলিঃ ইতি উক্ত্বা
হরিম্ আনত্য (প্রণম্য) ততঃ (পশ্চাৎ) সভবং (শিব-
সহিতং) ব্রহ্মাণং (চ আনম্য) মুক্তঃ (পাশমুক্তঃ) প্রীতঃ
(সম্ভুটচ সন্) অসুরৈঃ (অনুচরগণৈঃ) সহ সূতলং
(সূতলনামকং পুরং) বিবেশ (প্রবিষ্টঃ বভূব) ॥৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—বলি এই কথা
বলিয়া আদৌ শ্রীহরিকে পরে মহাদেবের সহিত
ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্বক নাগপাশ হইতে মুক্ত এবং
সম্ভুট হইয়া অনুচরগণের সহিত সূতলপুরে প্রবেশ
করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তো নাগপাশাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মুক্তঃ’—নাগপাশ হইতে মুক্ত
হইয়া (বলি সূতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন) ॥ ৩ ॥

এবমিদ্ভ্যায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্।

পুরুষিত্বাদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ ॥৪॥

অম্বয়ঃ—ভগবান্ এবং (প্রকারেণ) ইদ্ভ্যায়
ত্রিবিষ্টপং প্রত্যানীয় (স্বর্গং পুনরপি ইন্দ্রাধিকারং
প্রাপয়ন্) অদিতেঃ (দেবমাতুঃ) কামং (বাসনাং)
পুরুষিত্বা (নিষ্পাদয়ন্) সকলং জগৎ অশাসৎ (ররক্ষ)
॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ এইরূপে ইন্দ্রকে পুনরায়
স্বর্গাধিকার প্রদানপূর্বক দেবমাতা অদিতির কামনা
পূরণ করিয়া সমস্ত জগৎ শাসন করিতে লাগিলেন ॥৪॥

লব্ধপ্রসাদং নিম্নুক্তং পৌত্রং বংশধরং বলিম্।

নিশাম্য ভক্তিপ্রবণঃ প্রহ্লাদ ইদমব্রবীৎ ॥৫॥

অম্বয়ঃ—ভক্তিপ্রবণঃ (ভক্তিতৎপরঃ) প্রহ্লাদঃ
বংশধরং (বংশরক্ষকং) পৌত্রং বলিং নিম্নুক্তং (পাশাৎ
বিমুক্তং) লব্ধপ্রসাদং (প্রাপ্তানুগ্রহঞ্চ) নিশাম্য (শ্রুত্বা)
ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যম্) অব্রবীৎ (কথয়ামাস) ॥৫॥

অনুবাদ—স্বীয় বংশধর বলি বন্ধন হইতে মুক্ত
হইয়া ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ এই প্রকার বলিতে লাগিলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ—সমাসেন বলিশক্তয়োঃ সূতলস্বর্গপ্রবেশ-
মুক্তা ব্যাসেনাহ লব্ধেতি। বঙ্গানুবাদ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে বলি এবং ইন্দ্রের
যথাক্রমে সূতলে ও স্বর্গে গমন বর্ণনা করিয়া বিস্তার-
পূর্বক বলিতেছেন—‘লব্ধপ্রসাদং’ ইত্যাদি, অর্থাৎ
বলিকে বন্ধনমুক্ত ও ভগবানের অনুগ্রহপ্রাপ্ত দেখিয়া
প্রহ্লাদমহারাজ এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

নেমং বিরিক্ষো লভতে প্রসাদং

ন শ্রীন্ শর্ব্বঃ কিমুতাপরেহন্যো।

যম্মোহসুরাণামসি দুর্গপালো

বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাভিঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীপ্রহ্লাদঃ উবাচ,—(হে ভগবন্ !)
বিশ্বাভিবন্দ্যৈঃ (নিখিলপুজ্যৈঃ ব্রহ্মাশিবাদিভিঃ) অভি-
বন্দিতাভিঃ (স্তুত-পাদ-পদ্যঃ ত্বং) নঃ (অস্মাকম্)
অসুরাণাং দুর্গপালঃ (দুঃখত্রাতা) অসি, (ইতি) যৎ
(যঃ অনুগ্রহঃ) বিরিক্ষঃ (ব্রহ্মা অপি) ইমং প্রসাদং ন
লভতে, শ্রী (স্বয়ং ভগবৎপ্রিয়া লক্ষ্মীঃ) শর্ব্বঃ (শঙ্ক-
রশ্চ) ন (ন তাদৃশং প্রসাদং লভতে) অপরে (তদ্-
ভিন্নাঃ) অন্যে (দেবাঃ) কিমুত (কথমপি ন লভতে
ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে ভগবন্ !
আপনি ভগবদ্বন্দ্য, ব্রহ্মা-শিবাদিও আপনার শ্রীচরণ
পূজা করিয়া থাকেন, আপনি আমাদের অসুরগণের
দুঃখত্রাতা হইয়াছেন, এইরূপ অনুগ্রহ ব্রহ্মা, লক্ষ্মী,
কিছা শঙ্করও লাভ করেন নাই, অন্যদেবগণের কথা
আর কি বলিব ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্গপালোহসি রক্ষিস্যে সর্বতোহ-
হমিত্যুক্তেঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘দুর্গপালঃ অসি’—অসুরগণের
দুর্গরক্ষক হইলেন, “রক্ষিস্যে সর্বতোহহম্” (৮।২২।
৩৫) আমি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিব,
আপনার এই কথামত ॥ ৬ ॥

যৎপাদপদ্যমকরন্দনিষেবণেন

ব্রহ্মাদয়ঃ শরণদাম্ভুবতে বিভূতীঃ ।

কস্মাদ্বয়ং কুসৃতয়ঃ খলযোনয়ন্তে

দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং ভবতঃ প্রণীতাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(হে) শরণদ, (আশ্রয়প্রদ ।) ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মাপ্রমুখাঃ দেবাঃ) যৎপাদপদ্য-মকরন্দ-নিষেবণেন (যস্য তব পাদপদ্যয়োঃ চরণপঙ্কজয়োঃ যঃ মকরন্দঃ মধু তস্য নিষেবণেন সম্যকসেবয়া) বিভূতীঃ (স্বস্ব-সম্পদঃ) অশ্লুবতে (ভুঞ্জতে) কুসৃতয়ঃ (দুর্ভুতাঃ) খলযোনয়ঃ (ক্রুরদৈত্যকুলজাতাঃ) তে (অসুরাঃ) বয়ং কস্মাৎ (কেন হেতুনা তাদৃশস্য) ভবতঃ (তব) দাক্ষিণ্য-দৃষ্টিপদবীং (রূপাদৃষ্টিপদং) প্রণীতাঃ (প্রাপিতাঃ স্মঃ কেবলরূপৈব কারণম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে শরণপ্রদ ! ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যে পাদপদ্য-মধু সেবন করিয়া নিজ নিজ সম্পদ ভোগ করিতেছেন, দুর্ভুত, খলজাতি অসুর আমরা কি প্রকারে আপনার রূপাদৃষ্টি-পদ প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ আমাদের এইরূপ রূপাদৃষ্টি-লাভ কেবল আপনার অনুগ্রহ হইতেই হইয়াছে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে শরণদ আশ্রয়প্রদ ! বিভূতীঃ সম্পদ এব নহেতাবন্তং প্রসাদম্ । কুসৃতয়ো দুর্ভুতাঃ । বহুমানেন চিৎতানুবর্তনং দাক্ষিণ্যং তেন যা দৃষ্টিস্ত-দ্বিষয়তাং প্রাপিতাঃ, জাতৌব তে প্রসিদ্ধা বয়ং নিগ্রাহ্যাঃ কথমেতাবদনুগ্রহভাজনান্যভূমেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শরণদ’—হে আশ্রয়প্রদ ! ‘বিভূতীঃ’—ব্রহ্মাদি দেবগণ কেবল বিবিধ ঐশ্বর্যই ভোগ করেন, কিন্তু আপনার এইরূপ প্রসাদ (প্রসন্নতা) নহে । ‘দাক্ষিণ্যদৃষ্টিপদবীং’—দাক্ষিণ্য বলিতে সাগ্রহে যে চিত্তের অনুবর্ত্তি, তাহার দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহার বিষয়তা, অর্থাৎ দুর্ভুত উগ্রজাতি অসুর আমরা কিরূপে আপনার উদার দৃষ্টিপথে পতিত হইলাম । দেবগণ স্বভাবতঃই প্রসিদ্ধ, আর আমরা নিগ্রহের যোগ্য হইয়া কিপ্রকারে এইরূপ অনুগ্রহের পাত্র হইলাম—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

সৰ্ব্বাখ্যনঃ সমদৃশোহবিষমঃ স্বভাবো

ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অমিতযোগমায়ালীলাবিশৃষ্টভুবনস্য (অমিতা অনন্তা যা যোগমায়া স্বরূপশক্তিস্তস্য যা লীলা যাদৃষ্টিকক্রিয়াক্রান্তিস্তাদৃশবৃত্ত্যভাসরূপা মায়-শক্তিস্তয়া বিশেষণে সৃষ্টানি ভূতানি অনন্তানি ব্রহ্মাণি যেন তস্য) বিশারদস্য (সর্বজস্য) সৰ্ব্বাখ্যনঃ (সৰ্ব্বান্ত-র্যামিণঃ) সমদৃশঃ (সর্বত্র সমদর্শনস্য) তব স্নিহিতং (চেষ্টিতম্) অহো চিত্রম্ (আশ্চর্য্যজনকং ভবতি) যৎ (যস্মাৎ ইৎ) অবিষমঃ স্বভাবঃ (অপি) ভক্তপ্রিয়ঃ অসি (ভক্তপঙ্কপাতী ভবসি, ভক্তপ্রিয়ত্বেহপি তব বৈষম্যং নাস্ত্যেব যতঃ) কল্পতরুস্বভাবঃ (কল্পতরুর্থথা আপ্রিতানামেব কামং পূরয়তি নত্বনাপ্রিতানাং তথৈব ইম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্) আপনার লীলা অতীব আশ্চর্য্যজনক । আপনি অচিন্ত্য স্বরূপশক্তির ছায়া-রূপিণী মায়াক্রান্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন । আপনি সর্বজ ও সর্বভূতের আত্মস্বরূপ বলিয়া সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন আবার এই প্রকার অবিষম স্বভাববিশিষ্ট হইয়াও আপনি ভক্ত অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত পরন্তু তাহা দৃশ্যমান নহে, কেননা আপনার স্বভাব কল্পতরুর ন্যায় অর্থাৎ কল্পতরু যেমন নিজ আপ্রিত জনগণের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অনাপ্রিত জনের করেন না, আপনি তদ্রূপ সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া নিজ আপ্রিত ভক্তের প্রতি অধিক প্রীতি করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং মাদৃশভক্তেষু তবৈ-তাবানুগ্রহঃ কিন্তু ভক্তমাত্রেষু যেষু কেতবপীত্যহ—চিত্রমিতি হে অমিতযোগ অপরিমিতযোগৈশ্বর্য্য, তব-হিতং চরিত্রমহো চিত্রমত্যাশ্চর্য্যং যুক্তগতীতমিত্যর্থঃ । কিন্তুচিত্রং সমদৃশোহপি তব বিষমস্বভাব ইতি যৎ, কিং মে সমদৃক্তলক্ষণং ? তত্রাহ—মায়্যাঃ স্বীয়মায়-শক্তৌলীলয়া বিশ্বসৃষ্টানি ভুবনানি যেন তস্য সর্বব্রহ্ম-রিত্যর্থঃ । বিশারদস্য সৰ্ব্বাভিজস্য সৰ্ব্বাখ্যনঃ সৰ্ব্বেষাং চেতয়িতুঃ তেন সৰ্ব্বেষাং তব সৃজ্যত্বাৎ অভিজ্ঞেয়ত্বাৎ চেতয়িতব্যত্বাচ্চ সৰ্ব্বেষু তব সমদৃক্ত-মেব দৃষ্টমিত্যর্থঃ । কিং মে বৈষম্যং দৃষ্টং ? তত্রাহ—ভক্তপ্রিয়ো যদসীতি তেষু সৃষ্টেষু মধ্যে যে ভক্তাঃ

চিত্রং তবেহিতমহোহমিতযোগমায়-
লীলাবিশৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য ।

তেষেব প্রীণাসি নান্যেতি ৷ যৎ, এতদেব বৈষম্য-
মিত্যর্থঃ । তহি কিং মমৈষ দোষ এব স্থাপ্যতে ? ন
হি ন হি কিন্তু মহাশুণ এবত্যাহ—কল্পতরুস্বভাব
ইতি । কল্পতরুর্যথা আশ্রিতানামেব কামং পূরয়তি,
ন ত্বনাশ্রিতানাং তথৈব ত্বং ভক্তেতিবতি ভজনবদ্ভুতমাত্র
এব তব প্রীতিরিত্তি বস্তুতস্তে সাম্যমেবায়্যাতম্ ।
যদুক্তং—ত্বয়ৈব “সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে দ্বেষো-
হস্তি ন প্রিয়ঃ । যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে
তেষু চাপ্যহমিতি” ॥ ৮ ॥

শ্রীকান্ন বজ্ঞানুবাদ—কেবল আমাদের ন্যায় ভক্তের
প্রতিই আপনার এরূপ অনুগ্রহ নহে, কিন্তু যে কোন
ভক্তমাত্র, ইহা বলিতেছেন—‘চিহ্নং’ ইত্যাদি ।
‘অমিতমোগ’—হে অপরিমিতমোগেশ্বর্য্য ! আপনার
চরিত্র ‘অহো চিহ্নম্’—অহো কি অত্যশ্চর্য্য, যুক্তির
অতীত—এই অর্থ । কিরূপ বিচিত্র ? তাহাতে
বলিতেছেন—সমদর্শী হইয়াও আপনার স্বভাব
বৈষম্যযুক্ত । কেমন আমার সমদর্শিতার চিহ্ন ?
তাহাতে বলিতেছেন—‘মায়ালীলাবিস্টটভুবনস্য’, নিজ
মায়াজগতির জীলার দ্বারা বিস্টট হইয়াছে নিখিল বিশ্ব
যাঁহা কর্তৃক, সেই সৰ্ব্বস্রষ্টা আপনার—এই অর্থ ।
‘বিশারদস্য সৰ্ব্বাঙ্গানঃ’—সমস্ত কিছু আপনার স্রষ্ট
বলিয়া আপনিই সৰ্ব্বাঙ্গা, অর্থাৎ সকলের চেতনিতা
এবং সৰ্ব্বজ্ঞ, এইজন্য আপনার সমদৃষ্টি প্রসিদ্ধ ।
যদি বলেন—আমার বৈষম্য কি দেখিলে ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘ভক্তপ্রিয়ো যদপি’, আপনার স্রষ্ট সকল
জীবের মধ্যে যাহারা ভক্ত, তাহাদিগকেই আপনি
প্রীতি করেন, অপরের প্রতি নহে, ইহাই আপনার
বৈষম্য—এই অর্থ । তাহা হইলে এই দোষ কি
আমার উপরেই আরোপণ করিতেছে ? তাহার উত্তরে
না, না, ইহা আপনার মহান্ গুণই, যেহেতু আপনি
‘কল্পতরুস্বভাবঃ’—অর্থাৎ কল্পতরু যেমন আশ্রিত
জনেরই কামনা পূরণ করে, কিন্তু অনাশ্রিত জনের
নহে, তদ্রূপ ‘ভক্তেষু’—ভজনপরায়ণ জনমাত্রই আপ-
নার প্রীতি, বাস্তবিকপক্ষে ইহাতে আপনার সাম্যই
সমর্থিত হইতেছে । যেমন শ্রীগীতায় আপনিই বলি-
য়াছেন—“সমোহং সৰ্বভূতেষু” (৯১২৯), অর্থাৎ
আমি সৰ্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, আমার কেহ দ্বেষ
বা প্রিয় নাই, কিন্তু যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন

করেন, তিনি আমাতে আসক্ত, আমিও তাঁহাতে
আসক্ত থাকি । [এখানে কল্পতরুর দৃষ্টান্ত অংশ-
মাত্রে বুঝিতে হইবে, কারণ কল্পতরু আশ্রিতজনে
আসক্ত হয় না, কিংবা আশ্রিত জনের বৈরিকে বিদ্বে-
ষও করে না, ভগবান্ কিন্তু স্বভক্তের শত্রুকে নিজ
হস্তেই বিনাশ করেন, যেমন প্রহ্লাদ-রক্ষণের নিমিত্ত
হিরণ্যকশিপুর বধ, ইত্যাদি শ্রীল চক্রবর্তিপাদের
গীতাভাষ্য দ্রষ্টব্য ।] ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাদ—

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সূতলালয়ম্ ।

মোদমানঃ স্বপৌত্রেন জাতীনাং সুখমাবহ ॥ ৯ ॥

অনুবাদঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) বৎস !
(স্নেহভাজন !) প্রহ্লাদ ! তে (তব) ভদ্রং (শুভমন্ত) ;
সূতলালয়ং (সূতলাখ্যং পুরং) যাহি (গচ্ছ, তত্র চ)
স্বপৌত্রেন (বলিনা সহ) মোদমানঃ (প্রীতঃ সন্)
জাতীনাম্ (অসুরাণাং) সুখং (প্রীতিম্) আবহ
(প্রাপয়) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস,
প্রহ্লাদ ! তোমার মঙ্গল হউক, সম্প্রতি সূতলপুরে
গমন কর এবং তথায় পৌত্র বলির সহিত প্রীত হইয়া
জাতিগণের আনন্দ প্রদান কর ॥ ৯ ॥

নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্ ।

মদর্শনমহাহলাদধ্বন্তকর্ণনিবন্ধনঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদঃ—মদর্শনমহাহলাদধ্বন্তকর্ণনিবন্ধনঃ
(নিত্যং মদর্শনেন যো মহান্ আহলাদঃ আনন্দঃ তেন
ধ্বন্তং বিনষ্টং কর্ণরূপং নিবন্ধনং সংসারহেতুঃ যস্য
তাদৃশঃ ত্বং) তত্র (সূতলালয়ে) নিত্যম্ (অনুক্ষণম্)
অবস্থিতং (তিষ্ঠন্তং) গদাপাণিং (গদাহন্তং) মাং দ্রষ্টা
অসি (দ্রক্ষ্যসি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—আমার দর্শনজনিত আহলাদে তোমার
কর্ণবন্ধন বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সূতলালয়ে তুমি
সর্বদা গদাহন্তে অবস্থিত আমাকে দেখিতে পাইবে
॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ণবন্ধনলক্ষণঃ সংসারস্ত মৎপ্রথম-

দর্শনাইলাদাতিশয়রূপ এব পূর্বমেব ধ্বস্ত ইত্যাহ
মন্দর্শনেতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ধ্বস্তকর্ম-নিবন্ধনঃ’—তোমার
কর্মবন্ধনরূপ সংসার কিন্তু আমার প্রথম দর্শনের
রূপেই পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

আজ্ঞাং ভগবতো রাজন্ প্রহ্লাদো বলিনা সহ ।
বাচমিত্যমলপ্রজ্ঞো মুক্খ্যাধায় কৃতাজলিঃ ॥ ১১ ॥
পরিক্রম্যাদিপুরুষং সর্বাসুরচমুপতিঃ ।
প্রণতস্তদনুজাতঃ প্রবিবেশ মহাবিলম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্ ! সর্বাস-
সুরচমুপতিঃ (নিখিলদৈত্যগণেশ্বরঃ) অমঙ্গলপ্রজঃ
(বিগুহ্মমতিঃ) প্রহ্লাদঃ কৃতাজলিঃ (সন্) বলিনা সহ
বাচম্ ইতি (যথাজপয়তি ভগবান্ এবম্প্রকারমেব
ভবতু ইতি) ভগবতঃ আজ্ঞাং মুক্খি (শিরসি) আধায়
(গৃহীত্বা) আদিপুরুষং (ভগবন্তং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণী-
কৃত্য) প্রণতঃ (কৃতপ্রণামঃ সন্) তদনুজাতঃ (তেন
বিষ্ণুনা অনুজাতঃ অনুমতঃ তদাদেশেন ইত্যর্থঃ)
মহাবিলং (সুতলনামকং মহাগর্ভং) প্রবিবেশ (প্রবিষ্টঃ)
॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্ !
নিখিল দৈত্যগণের অধিপতি বিগুহ্মমতি প্রহ্লাদ
কৃতাজলি হইয়া বলির সহিত তাহাই হউক এই
বলিয়া ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্বক আদি-
পুরুষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশে
সুতলপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

অথাহোশনসং রাজন্ হরিনারায়ণোহস্তিকে ।

আসীনমুত্থিজ্যং মধ্যে সদসি ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! অথ (সপ্রহ্লাদানুচরস্য
বলেঃ সুতলপ্রবেশাৎ পরং) নারায়ণঃ হরিঃ অস্তিকে
(স্ব সমীপে এব) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদজ্ঞানাম্) মুত্থিজ্যং
(যাজ্ঞিকানাং) সদসি (সভায়াং) মধ্যে (মধ্যস্থানে)
আসীনম্ (উপবিষ্টম্) উশনসং (গুপ্তাচার্যাম্) আহ
॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অনন্তর নারায়ণ সমী-
পস্থিত বেদজ্ঞ ঋত্বিজগণ অর্থাৎ ব্রহ্ম, হোতা, উদ্বাভা
ও অধ্বর্যু ইহাদের সভামধ্যে উপবিষ্ট গুপ্তাচার্যকে
বলিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—হরিঃ বলেঃ সম্বন্ধে তস্যাপরাধদোষং
হরতীতি হরিঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘হরিঃ’—বলির সম্বন্ধহেতু
গুপ্তাচার্যের অপরাধরূপ দোষ যিনি হরণ করিয়া-
ছেন ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মন্ সত্তনু শিষ্যস্য কর্মচ্ছিদ্রং বিতম্বতঃ ।

যন্তৎ কর্মসু বৈষম্যং ব্রহ্মদৃষ্টং সমং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্ ! (ব্রাহ্মণবর !) বিতম্বতঃ
(যজমানস্য) শিষ্যস্য (বলেঃ) তৎকর্মসু (যজ্ঞক্রিয়াসু)
যৎ বৈষম্যং (বৈগুণ্যরূপং) কর্মচ্ছিদ্রং (ন্যূনং জাতং)
সত্তনু (বিস্তারয়), ব্রহ্মদৃষ্টং (ব্রাহ্মণৈঃ দৃষ্টমেব কর্ম-
চ্ছিদ্রং) সমম্ (অবিগুণং) ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে ব্রাহ্মণবর, যজ্ঞকারী শিষ্য বলির
যজ্ঞে যে, দোষ ও ন্যূনতা হইয়াছে, তাহা বিস্তার
করুন । ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দৃষ্ট হইলে, তাদৃশ বৈষম্য
আর থাকে না সমতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম বিতম্বতঃ শিষ্যস্য যৎ ছিদ্রমন্তরং
শূন্যং জাতং তৎ সত্তনু বিস্তারয় সঙ্গত্বং । যজমানং
বিনা কথং সন্ধাতব্যমিতি ন বাচ্যমিত্যাহ—যজ্ঞদ্বিতি
ব্রহ্মদৃষ্টং ব্রাহ্মণৈর্দৃষ্টমেব স্বয়ং ভবেৎ কিং পুনর-
নুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কর্ম বিতম্বতঃ’—যজ্ঞকর্মের
অনুষ্ঠানকারী আপনার শিষ্য বলির কর্মে যে ন্যূনতা
ঘটিয়াছে ‘সত্তনু’—বিস্তার করুন, অর্থাৎ সম্প্রতি
আপনি তাহা সম্পূর্ণ করুন । যজমান উপস্থিত না
থাকিলে কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইবে, এরূপ বলিতে
পারেন না, ইহা বলিতেছেন—‘যন্তৎ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ
ব্রাহ্মণের দর্শনমাত্রেই কর্মসমূহের বৈষম্য সমতাপ্রাপ্ত
হয় । ব্রাহ্মণগণের দৃষ্টিতেই যদি সম্পূর্ণ হয়,
তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে যে পূর্ণতা
হইবে, ইহাতে কি বক্তব্য থাকিতে পারে?—এই
অর্থ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুক্র উবাচ—

কৃতস্তৎ কৰ্মবৈষম্যং যস্য কৰ্মেশ্বরো ভবান্ ।

যজ্ঞেশো যজ্ঞপুরুষঃ সৰ্ব্বভাবেন পূজিতঃ ॥ ১৫ ॥

অম্বয়ঃ— শ্রীশুক্রঃ উবাচ,—যজ্ঞেশঃ (যজ্ঞফলদঃ) যজ্ঞপুরুষঃ (যজ্ঞময়ঃ পুরুষঃ) কৰ্মেশ্বরঃ (কৰ্মগামী-শ্বরঃ প্রবর্তকঃ) ভবান্ (স্বয়ং নারায়ণঃ বিষ্ণুরেব) যস্য (বলেঃ) সৰ্ব্বভাবেন পূজিতঃ (সৰ্বেনাপি ভাবেন ন বস্তুমাত্রেন) তৎকৰ্মবৈষম্যং (তস্য বলেঃ যজ্ঞস্য বা কৰ্মণঃ বৈষম্যং বৈগুণ্যং) কুতঃ (কথং সম্ভবতি কথমপি নাত্ৰ বৈগুণ্যশঙ্কা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—আপনি যাবতীয় কৰ্মের প্রবর্তক, যজ্ঞফল-প্রদাতা ও যজ্ঞময় পুরুষ। যিনি আপনাকে সৰ্ব্বতোভাবে পূজা করিয়াছেন, তাঁহার আবার কৰ্ম-বৈষম্য কি প্রকারে থাকিতে পারে ? ১৫ ॥

মন্ততন্ততত্শিহ্রং দেশকালার্হবন্ততঃ ।

সৰ্বং কৰোতি নিশিহ্রমনুসংকীৰ্তনং তব ॥১৬॥

অম্বয়ঃ—(ক্লিয়াসু) মন্ততঃ (অসম্যগ্চারিত-মন্তাৎ) তন্ততঃ (অসম্যগ্ভক্ত বিধেঃ) দেশকালার্হ-বন্ততঃ (অযথাদেশকাল-পাত্র-দ্রব্যব্যাচাচ্চ যৎ) হিহ্রং (বৈগুণ্যং জায়তে) তব অনুসংকীৰ্তনং (ক্লিয়ায়াঃ অনুপশ্চাৎ তব নামসংকীৰ্তনমেব তৎ) সৰ্বং নিশিহ্রং (বৈগুণ্যরহিতং) কৰোতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—স্বরভ্রংশজনিত মন্তগত, ক্রম-বিপর্য্যয়াদি দ্বারা তন্তগত এবং দেশ, কাল ও পাত্রগত যে সকল ন্যূনতা হইয়া থাকে, আপনার নাম-সংকীৰ্তন সে সকলকে নির্দোষ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তথাপি বদতো ভূমন্ করিষ্যাম্যনুশাসনম্ ।

এতচ্ছ্রয়ঃ পরং পুংসাং যন্তবাজানুপালনম্ ॥১৭॥

অম্বয়ঃ—(হে) ভূমন্ ! (বিষ্ণো !) তথা অপি (বলেঃ কৰ্মণঃ নিশিহ্রত্বে অপি) বদতঃ (বৈগুণ্যং কৰ্ত্তৃম্ আদিশতঃ তব) অনুশাসনং (নির্দেশং) করিষ্যামি (পালয়িষ্যামি, যৎ যতঃ) তব আজ্ঞানুপালনম্ (আদেশরক্ষণম্ ইতি) এতৎ (এব) পুংসাং (প্রাণিনাং)

পরং শ্রেয়ঃ (প্রকৃষ্টং কল্যাণজনকং ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে বিষ্ণো ! তথাপি আপনার আদেশ আমি পালন করিতেছি, যেহেতু আপনার আজ্ঞা পালনই পুরুষের প্রকৃষ্ট কল্যাণজনক ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক্র উবাচ—

প্রতিনন্দ্য হরেরাজামুশনা ভগবানিতি ।

যজ্ঞচ্ছিদ্রং সমাধত্ত বলেবিপ্রমিতিঃ সহ ॥ ১৮ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুক্রঃ উবাচ,—ভগবান্ উশনা (পূজ-নীয়ঃ শুক্রাচার্য্যঃ) ইতি (এবং রূপেণ) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) আজ্ঞাম্ (আদেশম্) প্রতিনন্দ্য (সসন্মানং গৃহীত্বা) বিপ্রমিতিঃ সহ (ব্রহ্মজৈঃ ঋষিভিঃ সহ মিলিত্বা) বলেঃ যজ্ঞচ্ছিদ্রং (যজ্ঞকৰ্ম্মণো বৈগুণ্যং) সমাধত্ত (পুরয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুক্রদেব বলিলেন,—ভগবান্ শুক্রাচার্য্য এইরূপে সসন্মানে শ্রীহরির আদেশ গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মজ ঋষিগণের সহিত বলির যজ্ঞের বৈগুণ্য সমাধান করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সমাধত্ত সম্পদৌ, সমাধানেতি পাঠে তামাজং সম্পাদিতবানিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

ভীকার বগানুবাদ—‘সমাধত্ত’—শ্রীশুক্রাচার্য্য যজ্ঞের ক্রটি পূরণ করিলেন। ‘সমাধায়’—এইরূপ পাঠে শ্রীহরির আদেশ পালন করিলেন—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

এবং বলেমহীং রাজন্ ভিক্ষিত্বা বামনো হরিঃ ।

দদৌ ভ্রাত্রে মহেন্দ্রায় ত্রিদিবং যৎ পরৈর্হাতম্ ॥১৯॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! বামনঃ হরিঃ এবম্ (অনেন প্রকারেণ) বলেঃ (বলিসকাশাৎ) মহীং (পৃথিবীং) ভিক্ষিত্বা (প্রার্থয়িত্বা গৃহ্ণন্) ভ্রাত্রে (সোদ-রায়) মহেন্দ্রায় (ইন্দ্রায়) পরৈঃ (শক্রভিঃ অসুরৈঃ) যৎ ত্রিদিবং (স্বর্গপুরং) হাতং (বলেণ গৃহীতং তৎ) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! বামন শ্রীহরি এইরূপে বলির নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করিয়া ভ্রাতা ইন্দ্রকে শক্রগণকর্তৃক অপহৃত স্বর্গ প্রদান করিলেন ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতিপতিব্রজ্ঞা দেবমিপিতৃভূমিপৈঃ ।

দক্ষভৃগ্বজিরোমুখৈঃ কুমারেণ ভবেন চ ॥ ২০ ॥

কশ্যপস্যাদিতোঃ প্রীতৌ সৰ্বভূতভবায় চ ।

লোকানাং লোকপালানামকরোদ্ধামনং পতিম্ ॥ ২১ ॥

অবয়বঃ—প্রজাপতিপতিঃ (প্রজেশানামপি অধিপতিঃ) ব্রজ্ঞা দেবমিপিতৃ-ভূমিপৈঃ (দেবৈঃ, ঋষিভিঃ, পিতৃভিঃ, ভূমিপৈঃ, মনুভিঃ সহ) দক্ষভৃগ্বজিরোমুখৈঃ (দক্ষাদিভিঃ সহ) কুমারেণ (কান্তিকেশেন) ভবেন (শিবেন চ সহ মিলিত্বা) কশ্যপস্যাদিতোঃ (চ) প্রীতৌ (প্রীতিং সন্তোষং জনয়িতুং তথা) সৰ্বভূতভবায় চ (নিখিলজীবমঙ্গলায় চ) বামনং (বামনরূপিণং) লোকানাং লোকপালানাং (শ্রীহরিমেব) পতিং (পালকম্) অকরোৎ (অকল্পয়ৎ) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—দক্ষাদি প্রজেশ্বরগণেরও অধিপতি ব্রজ্ঞা, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুবর্গ, মুনিগণ, দক্ষ, ভৃগু, অজিরাপ্রমুখ এবং কান্তিক ও মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়া কশ্যপ ও অদিতির সন্তোষের জন্য তথা নিখিল জীবের মঙ্গলার্থে বামনকে লোকপাল এবং লোকসকলের পালকরূপে বরণ করিলেন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—ভূমিপা মনবঃ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ভূমিপাঃ’—পৃথিবীপালক বলিতে মনুগণ (অর্থাৎ প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রজ্ঞা—দেবগণ, মনুগণ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ বামনদেবকে লোকসমূহ ও লোকপালগণের পালকরূপে বরণ করিলেন ।) ॥ ২০-২১ ॥

বেদানাং সৰ্বদেবানাং ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

মঙ্গলানাং ব্রতানাঞ্চ কল্পং স্বর্গাপবর্গয়োঃ ॥ ২২ ॥

উপেন্দ্রং কল্পয়াঞ্চক্রে পতিং সৰ্ববিভূতয়ে ।

তদা সর্বাণি ভূতানি ভূশং মুমুদিরে নৃপ ॥ ২৩ ॥

অবয়বঃ—হে নৃপ ! (লোকাদীনাং পতিরিন্দ্রোহস্তি তথাপি) বেদানাং সৰ্বদেবানাং ধর্মস্য, যশসঃ, শ্রিয়ঃ, মঙ্গলানাং ব্রতানাং স্বর্গাপবর্গয়োঃ (স্বর্গসুখম্ অপবর্গঃ মোক্ষঃ তয়োঃ চ কল্পং (পালনে দক্ষং বামনম্) সৰ্ববিভূতয়ে উপেন্দ্রং পতিং কল্পয়াঞ্চক্রে (চকার), ইতি

তদা সর্বাণি ভূতানি (সর্ব জীবাঃ) ভূশং (অত্যর্থং) মুমুদিরে (হাশ্টা বভূবুঃ) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! লোক ও লোকপালদিগের পতি যদিও ইন্দ্র তথাপি ব্রজ্ঞাদি দেবতাগণ বেদ, ধর্ম, যশ, শ্রী, মঙ্গল, ব্রত এবং স্বর্গ ও অপবর্গের পালন-নিপুণ উপেন্দ্রকে সর্বৈশ্বর্যাবিশিষ্ট বলিয়া পালকরূপে কল্পনা করিলেন, তাহাতে সর্ব প্রাণীই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—কল্পং পালনে সমর্থম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘কল্পং’—পালনে সমর্থ (অর্থাৎ বেদ প্রভৃতি এবং স্বর্গ ও মোক্ষের যথাযথ পরিপালনে সুদক্ষ উপেন্দ্রকে সকলের অধিপতি করিয়াছিলেন ।) ॥ ২২-২৩ ॥

ততস্তিস্ত্রঃ পুরঙ্কৃত্য দেবযানেন বামনম্ ।

লোকপালৈদিবং নিন্যে ব্রজ্ঞণা চানুমোদিতঃ ॥ ২৪ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (অনন্তরম্) ইন্দ্রঃ তু ব্রজ্ঞণা চ অনুমোদিতঃ (অনুজ্ঞাতঃ সন্) লোকপালৈঃ (সহ) বামনং পুরঙ্কৃত্য (অগ্রতঃ কৃত্বা) দেবযানেন (বিমানেন) দিবং (স্বর্গং) নিন্যে (প্রাপয়ামাস) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্র ব্রজ্ঞাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া লোকপালগণের সহিত বামনদেবকে অগ্রবর্তী করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে লইয়া গেলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—পুরঙ্কৃত্বানর্ঘ্য-বস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ সং-মান্য দেবযানেন বিমানেন দেবমার্গেণ বা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরঙ্কৃত্য’—দেবরাজ ইন্দ্র বামনদেবকে অমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির দ্বারা সম্মাননা করিয়া, ‘দেবযানেন’—বিমানযোগে অথবা দেব-মার্গে স্বর্গলোকে লইয়া গেলেন ॥ ২৪ ॥

প্রাপ্য ত্রিভুবনং চেন্দ্র উপেন্দ্রভূজপালিতঃ ।

শ্রিয়া পরময়া জুশ্টো মুমুদে গতসাধ্বসঃ ॥ ২৫ ॥

অবয়বঃ—উপেন্দ্রভূজপালিতঃ (উপেন্দ্রস্য শ্রীহরেঃ ভূজপালিতঃ বাহুবলরক্ষিতঃ) ইন্দ্রঃ চ ত্রিভুবনং (ত্রিলোকাধিপত্যং) প্রাপ্য পরময়া (উত্তময়া) শ্রিয়া (সম্পদা) জুশ্টো (সেবিতঃ) গতসাধ্বসঃ (বিনষ্ট-দৈত্যাদি-শত্রু-ভয়শ্চ সন্) মুমুদে (প্রীতো বভূব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—উপেন্দ্র ভুজবলে রক্ষিত ইন্দ্রের ও
ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া পরম সম্পৎশালী
হইয়া নির্ভয়ে সন্তোষের সহিত অবস্থান করিলেন ॥২৫

ব্রহ্মা শৰ্ব্বঃ কুমারশ্চ ভৃগ্বাদ্যা মনয়ো নৃপ ।

পিতরঃ সৰ্ব্বভূতানি সিদ্ধা বৈমানিকাশ্চ যে ॥ ২৬ ॥

সুমহৎ কৰ্ম্ম তদ্বিক্ষোণ্যন্তঃ পরমাত্মতম্ ।

ধিক্ষ্যানি স্থানি তে জগ্মুরদিতিক্ষ শশংসিরে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—(হে) নৃপ ! ব্রহ্মা, শৰ্ব্বঃ (মহাদেবঃ),
কুমারঃ চ (কান্তিকেশঃ চ) ভৃগ্বাদ্যাঃ (ভৃগুপ্রধানাঃ)
মনয়ঃ, পিতরঃ (পিতৃপুরুষাঃ), সৰ্ব্বভূতানি সিদ্ধাঃ
(সিদ্ধপুরুষাঃ) যে চ (অন্যে) বৈমানিকাঃ (বিমান-
চারিণঃ তত্র আসন্) তে (সৰ্ব্ব) বিক্ষোঃ (বামনরূপিণঃ
শ্রীহরেঃ) তৎ (বলিযজ্ঞে আচরিতং) পরমাত্মতম্
(অতিবিচিহ্নং) সুমহৎ (উত্তমং) কৰ্ম্ম গায়ন্তঃ (স্ববন্তঃ)
স্থানি ধিক্ষ্যানি (স্বস্থধামানি) জগ্মুঃ (গতবন্তঃ),
অদিতিং (বামনস্য প্রসুতিং কশ্যপভার্য্যং) শশংসিরে চ
(প্রশংসিতবন্তঃ চ) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ব্রহ্মা, মহাদেব, কান্তিকেশ,
ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ, পিতৃগণ, সমস্ত ভূতগণ, সিদ্ধ-
পুরুষগণ এবং অন্য যে সকল বিমানচর তথায় বর্ত্ত-
মান ছিলেন, তাঁহারা সকলে বিষ্ণুর সেই বলি-যজ্ঞে
আচরিত অত্যন্ত মহৎ কৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে
নিজ নিজ ধামে প্রস্থান করিলেন । তাঁহারা সকলে
ভগবতী অদিতিদেবীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন
॥ ২৬-২৭ ॥

সৰ্ব্বমেতন্ময়াখ্যাতং ভবতঃ কুলনন্দন ।

উরুক্রমস্য চরিতং শ্রোতৃণামঘমোচনম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(হে) কুলনন্দন ! (বংশাহলাদন
রাজন্ !) ময়া শ্রোতৃণাং (শ্রবণকারিণাম্) অঘমোচনং
(সৰ্ব্বপাপবিনাশনম্) উরুক্রমস্য (ত্রিবিক্রমস্য বিক্ষোঃ)
এতৎ সৰ্ব্বং চরিতং (কাৰ্য্যং) ভবতঃ (তব সমীপে)
আখ্যাতং (কীৰ্ত্তিতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে কুলনন্দন ! আমি শ্রোতৃগণের
পাপবিনাশন সমস্ত ত্রিবিক্রম-চরিত তোমার নিকট
কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ২৮ ॥

পারং মহিশ্ন উরুবিক্রমতো গুণানো
যঃ পাথিবানি বিমমে স রজাংসি মৰ্ত্যঃ ।

কিং জায়মান উত জাত উপৈতি মৰ্ত্য

ইত্যাং মন্তদগৃষিঃ পুরুষস্য যস্য ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যঃ মৰ্ত্যঃ (মরণধৰ্ম্মা মনুষ্যঃ) উরু-
বিক্রমতঃ (ত্রিবিক্রমস্য বিক্ষোঃ) মহিশ্নঃ (মহাঅ্যাস্য)
পারম্ (ইয়ত্তাং) গুণানঃ (কীৰ্ত্তনিতুং সমর্থঃ ভবতি)
সঃ (মৰ্ত্যঃ) পাথিবানি (পৃথিবীস্থানি) রজাংসি (ধূলি-
কণান্ অপি) বিমমে (গণায়িতুং সমর্থঃ ভবেৎ), জায়-
মানঃ (জনিষ্যমানঃ) উত (অথবা) জাতঃ মৰ্ত্যঃ
(মনুষ্যঃ) যস্য পুরুষস্য (উরুক্রমস্য মহিশ্নঃ পারম্)
উপৈতি কিম্ ? (কিং তৎপারমধিগন্তুং সমর্থঃ, নৈব
সমর্থ এব) মন্তদৃক্ (মন্তদ্রষ্টা) ঋষিঃ (বশিষ্ঠঃ) ইতি
(এবম্) আহ,—(ন তে বিক্ষো ! জায়মানো স জাতো
মহিশ্নঃ পারমমন্তমাপ ইতি মন্ত্রেণ উবাচ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে মৰ্ত্যজীব ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মহিমার
ইয়ত্তা কীৰ্ত্তন করিতে পারেন, তিনি পৃথিবীস্থ ধূলি-
কণাও গণনা করিতে সমর্থ । ভবিষ্যতে উৎপন্ন
কিছা বর্ত্তমানে জাত কোন মনুষ্য তাঁহার মহিমার
পারগমন করিতে সমর্থ হইবেন বা হইয়াছেন কি ?
মন্তদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষি এইরূপ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ॥২৯

বিশ্বনাথ —এতৎ উরুক্রমস্য চরিতং সৰ্ব্বং ময়া
আ ঈষদেব আখ্যাতং, সৰ্ব্বসৌবাদ্যন্ত-মধ্যভাগস্যান্ন-
মল্লমুক্তমিত্যর্থঃ । নব্বেতৎ কথাযুতং নিঃশেষমেব
বর্ণনিতুমর্হসীত্যত আহ পারমিতি উরুক্রমস্য মহিমুঃ
পারং গুণানো ভবতি, স মৰ্ত্যঃ পাথিবানি রজাংসি
বিমমে । যথৈব পাথিবপারমাণুগণনমশক্যং তথৈব
বিক্ষোণ্ণগণনমপীত্যর্থঃ । যস্য পুরুষস্য পূর্ণস্য
মহিমুঃ পারং কিং জায়মানো মৰ্ত্যঃ উত জাতো বা
উপৈতি ন কোহপীত্যর্থঃ । ইতি মন্তদৃক্ বশিষ্ঠঋষিরাহ—
তথা চ মন্তঃ ‘বিক্ষোণ্ণ কং বীৰ্য্যাণি প্রাবোচমিত্যাদি’ ।
মন্তান্তরঞ্চ । ‘ন তে বিক্ষোজায়মানো ন জাতো
মহিমুঃ পারমমন্তমাপৈতি’ ॥ ২৮-২৯ ॥

ঈকান্ন বঙ্গানুবাদ —‘এতৎ সৰ্ব্বং’—ভগবান্ উরু-
ক্রম শ্রীহরির এই চরিত সমস্তই, ‘ময়া আ ঈষদেব
আখ্যাতং’—আমা কর্তৃক অল্পমাত্রই উক্ত হইল, অর্থাৎ
সমস্ত চরিত্রেরই আদি, অন্ত ও মধ্যভাগের অল্প অল্প
গ্রহণ করিয়া আমি বলিলাম । যদি বলেন—দেখুন,

এরূপ কথামৃত নিঃশেষভাবেই বর্ণনা করা উচিত, তাহাতে বলিতেছেন—‘পারম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ যিনি অনন্তবিক্রমশালী বিষ্ণুর মহিমার অন্ত নির্ণয় করিতে পারেন, সেই মানব পাখিব ধূলিকণাসমূহও গণনা করিতে সমর্থ, অর্থাৎ যেরূপ পাখিব পরমাণুর গণনা অসম্ভব, সেরূপ বিষ্ণুর গুণসমূহের গণনা করাও অসাধ্য—এই অর্থ। মস্তদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্ঠও এরূপ বলিয়াছেন—অতীত কালে জাত, কিংবা সম্প্রতি জায়মান কোন মর্ত্য (মরণশীল ব্যক্তি) কি পরিপূর্ণ-স্বরূপ বিষ্ণুর মহিমার সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন? অর্থাৎ কেহই প্রাপ্ত হন নাই, এই অর্থ। বেদমন্ত্র এইরূপ—‘বিষ্ণোন্ কং বীৰ্য্যানি প্রাবোচম্’ ইত্যাদি, অর্থাৎ এমন কে আছে যে বিষ্ণুর মহিমা প্রকৃষ্টরূপে বলিবেন। মন্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হয়—“ন তে বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি, অর্থাৎ জায়মান বা জাত কোন ব্যক্তিই সেই বিষ্ণুর মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই ॥ ২৮-২৯ ॥

য ইদং দেবদেবস্য হরেরদ্রুতকর্মণঃ ।

অবতারানুচরিতং শৃণ্ব য়াতি পরাং গতিম্ ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—যঃ (জনঃ) অদ্রুতকর্মণঃ (বিচিহ্ন-চরিতস্য) দেবদেবস্য হরেঃ ইদম্ অবতারানুচরিতং (বামনাবতারে আচরিতং কর্মজাতং) শৃণ্ব (শ্রুণো-তীত্যর্থঃ সঃ) পরাম্ (উত্তমং) গতিং য়াতি (লভতে) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি অদ্রুতকর্ম্ম দেবদেব শ্রীহরির এই অবতার-চরিত শ্রবণ করেন, তিনি উত্তমগতি লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—য ইদং শৃণু ভবতি স পরাং গতিং য়াতি ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেসাম্ ।

অষ্টমস্য ব্রহ্মোবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীকুর-কৃতা শ্রীভাগবতাস্তম-
স্কন্ধে ব্রহ্মোবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী

টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘যঃ ইদং’—যিনি শ্রীহরির

এই অবতার চরিত শ্রবণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সঙ্জন-সম্মত ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায়ের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮।২৩ ॥

ক্লিয়মাণে কর্ম্মণীদং দৈবে পিত্র্যেহথ মানুষে ।

যত্র যত্রানুকীর্ত্ত্যেত তৎ তেষাং সূকৃতং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-
হংস্যাং সংহিতায়াং বৈষ্ণাসিক্যামষ্টমস্কন্ধে
বলিবামনচরিতং ব্রহ্মোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

অবয়বঃ—দৈবে (দেবতাপ্রীত্যর্থং) পিত্র্যে (পিতৃ-লোকপ্রীত্যর্থম্) অথ মানুষে (মনুষ্যপ্রীত্যর্থং) ক্লিয়-মাণে (অনুষ্ঠীয়মানে) কর্ম্মণি (পূজায়াং শ্রাদ্ধে দানাদৌ বা) যত্র যত্র ইদম্ (উরুক্রমচরিতম্) অনুকীর্ত্ত্যেত (অনুক্ষণং পশ্চাদ্ বা কীর্ত্তিতং স্যাৎ তদা) তেষাং (কর্ম্মিণাং) তৎ (কর্ম্ম) সূকৃতং (শোভনমাচরিতম্ অবিগুণং জাতম্ ইতি) বিদুঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ জানন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতাস্তমস্কন্ধে ব্রহ্মোবিংশাধ্যায়স্যাবয়বঃ ।

অনুবাদ—দেবগণের, পিতৃলোকের কিম্বা মনুষ্য-গণের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা দানে) যেখানে যেখানে এই উরুক্রমচরিত অনুকীর্ত্তিত হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মীর সেই কর্ম্ম অবি-গুণ অর্থাৎ নির্দোষরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রজ্ঞগণ অবগত আছেন ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ব্রহ্মোবিংশ অধ্যায়ের
মধ্য, তথা, বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধের ব্রহ্মোবিংশাধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।



চতুর্বিংশশোধ্যায়

শ্রীরাজোবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্রুতকর্মণঃ ।

অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাম ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা এবং মহাসমুদ্রে সত্যব্রতকে রক্ষা বণিত হইয়াছে ।

শ্রীভগবানের দশদিধ স্বাংশাবতারের মধ্যে মৎস্যাবতারই আদি । গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-সাধুজন-বেদ-ধর্মসংরক্ষক ভগবান্ প্রাকৃতগুণযুক্ত উচ্চাচ প্রাণিগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাকৃত গুণসংস্পর্শ-রহিত । তাঁহাতে জড়ীয় উৎকর্ষাপকর্ষত্ব-বিচার প্রযুক্ত হইতে পারে না । হমগ্রীব নামক অসুর কর্তৃক কল্লাবসানে নৈমিত্তিক প্রলয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ অপহৃত হওয়ায়, ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমবন্তরে আদি মৎস্যরূপ প্রকট করিয়া বেদোদ্ধার করেন । সেই কল্পেই সত্যব্রত-নামক কোন মহান্ রাজষিকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ পুনরায় মৎস্যরূপ প্রকটিত করেন । এই সত্যব্রতই মহাকল্পে সূর্য্যপুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত এবং শ্রীহরিকর্তৃক মনুপদে স্থাপিত হন । রাজষি সত্যব্রত সলিলমাত্র সেবনপূর্ব্বক শ্রীনারায়ণের তপস্যা করিতেছিলেন । একদা কৃত-মালা নদীতে তর্পণকালে তাঁহার অঞ্জলিস্থিত-জলে এক শফরী দৃষ্ট হয় । তিনি সেই শফরীকে নদী-জলে ত্যাগ করিলে, শফরী তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । রাজা সেই শফরীই যে, মৎস্যরূপী ভগবান্ তাহা না জানিয়াও তাঁহাকে আশ্রয়দানে স্বীকৃত হইলেন এবং কলসীস্থিত জলমধ্যে রাখিলেন । তৎপরে সেই মৎস্যরূপী ভগবান্ সত্যব্রতকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইবার ইচ্ছায় ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিজ কলেবর বদ্ধিত করিতে লাগিলেন । ক্রমশঃ তাঁহার কলেবর এরূপ বদ্ধিত হইল যে, রাজা তাঁহাকে কটাহ, সরো-বর, অক্ষয় হ্রদ, অবশেষে সমুদ্রেও স্থান দিতে সমর্থ হইলেন না । এইরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে রাজা তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অবগত হইয়া নানা স্তব-

স্ততি করিলেন এবং তাঁহার তদ্রূপধারণরহস্য জানিতে চাহিলেন । শ্রীভগবান্ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তদ্দি-বসাবধি সপ্ত দিবস মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তৎকালে তিনি সমস্ত বীজরাশি ও ঔষধিপূর্ণ নৌকাকে একশৃঙ্গ-মৎস্যরূপে আকর্ষণ করিবেন এবং তৎসঙ্গে সত্যব্রতকেও রক্ষা করিবেন, ইহা জ্ঞাপন করিয়া অন্তহিত হইলেন । সত্যব্রত ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে উপবিষ্ট হইলেন । যথা সময়ে প্রলয় উপস্থিত হইলে, নৌকা সমাগত দেখিয়া ভগবদ্বাক্যানুসারে সত্যব্রত বিপ্রশ্রেষ্ঠ-গণ সহ নৌকারোহণ করিলেন । অতঃপর সত্যব্রত মহামৎস্যরূপী ভগবানকে নানা স্তব-স্ততি করিতে ভগবান্ ঋষিগণ সহ তাঁহাকে স্বরহস্য ও ব্রহ্মহানয়ে প্রকটিত বেদ উপদেশ করেন । এই রাজা সত্যব্রত বর্তমানকল্পে বৈবস্বত মনু ।

অশ্বমঃ—রাজা উবাচ,—(হে) ভগবন্ ! অদ্রুত-কর্মণঃ (বিচিহ্ন-চরিতস্য) হরেঃ মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাং (মায়য়া মৎস্যবিড়ম্বনং মৎস্যরূপানুকরণং যস্যো নিরূপ্যতে তাম্) আদ্যাম্ (প্রথমাম্) অবতার-কথাম্ (অবতারবৃত্তান্তং) শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ॥ ১ ॥

অনুবাদ—রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ভগ-বন্ ! অদ্রুতচরিত শ্রীহরি (স্বয়ং অমায়িক হইয়াও) মায়িক মৎস্যের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, আমি সেই দশবিধ স্বাংশ অবতারের আদি অর্থাৎ প্রথম অবতার-বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুর্বিংশে মৎস্যরূপী প্রাহ সত্যব্রতং হরিঃ ।

খেলনমহার্ণবে তেন স্তুতস্তত্ত্বোপদেশকঃ ॥

বামনস্য বিয়দ্ব্যপি বুদ্ধিশ্রবণতঃ স্মৃতিম্ ।

আরুড়ো মৎস্যরূপী স পৃচ্ছাতে ভূভূতা হরিঃ ॥

স্বীচক্রে লীলয়া যাচঞাং কর্মস্বতীজুগুপ্সিতাম্ ।

তথা মাৎস্যং বপুর্দধে জাতিষ্বতীজুগুপ্সিতম্ ॥

অতঃ প্রাসঙ্গিনী মৎস্যাবতারস্য কথা যথা ।

তথৈবাগ্রেতনী সত্যব্রতস্যৈব প্রসঙ্গতঃ ॥ ০ ॥

মায়ামৎস্যস্য মায়িকমৎস্যস্য বিড়ম্বনমনুকরণং যস্যো তাং স তু স্বয়মমায়িকমৎস্য এবোত্যর্থঃ ।

স্বস্যালৌকিকৈঃ প্রভাবৈঃ মায়া মৎস্যস্য তিরস্কারো বা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্বিংশ অধ্যায়ে তত্ত্বোপদেশটা মৎস্যরূপী হরি মহার্গবে ক্রীড়া করতঃ রাজষি সত্যব্রতের দ্বারা স্তত হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করেন—ইহা বণিত হইয়াছে ॥

বামনদেবের ত্রিলোকব্যাপী বুদ্ধি শ্রবণে স্মৃতিপথে উদিত মৎস্যরূপী হরির কথা মহারাজ পরীক্ষিত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥

শ্রীহরি লীলাপূর্বক কৰ্মের মধ্যে নিন্দিত যাঃপ্রা-রূপ কৰ্ম্ম যেমন স্বীকার করেন, সেরূপ জাতির মধ্যে নিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥

অতএব যেরূপ প্রাসঙ্গিকী মৎস্যাবতারের কথা, তদ্রূপ পরবর্তী সত্যব্রতের কথা প্রসঙ্গক্রমে বণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

‘মায়ামৎস্যবিড়ম্বনাং’—মায়িক মৎস্যের ন্যায় বিড়ম্বনা বলিতে অনুকরণ যাহাতে, সেই লীলা; কিন্তু তিনি স্বয়ং অমায়িক মৎস্যই—এই অর্থ। অথবা—নিজের অলৌকিক প্রভাবে মায়িক মৎস্যের তিরস্কার যেখানে, সেই মৎস্যাবতারের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

—

যদর্থমদধাশ্রুপং মাৎস্যং লোকজুগুপ্সিতম্ ।

তমঃ প্রকৃতি দুর্ম্মর্ষং কৰ্ম্মগ্রস্ত ইবেশ্বরঃ ॥ ২ ॥

এতম্ভো ভগবন্ সৰ্ব্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।

উত্তমঃশ্লোকচরিতং সৰ্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৩ ॥

অর্থঃ—যদর্থং (যৎপ্রয়োজনসাধনার্থম্) ঈশ্বরঃ (স্বয়ং জগন্নিয়ন্তা অপি) কৰ্ম্মগ্রস্তঃ (কৰ্ম্মফলাধীনঃ জীবঃ) ইব তমঃ প্রকৃতি (তমঃস্বভাবং) দুর্ম্মর্ষং (দুঃসহং) লোকজুগুপ্সিতং (লোকনিন্দিতং) মাৎস্যং (মৎস্য-সম্বন্ধি) রূপং (বিগ্রহম্) অদধাৎ (স্বীকৃতবান্, হে) ভগবন্ ! সৰ্ব্বলোকসুখাবহং (সকল-জন-প্রীতি-জননম্) এতৎ সৰ্ব্বম্ উত্তমঃশ্লোকচরিতং (ভগবতঃ কৰ্ম্মজাতং) যথাবৎ (যথাত্ত্বং) নঃ (অস্মাকং) শ্রোতৃণাং সমীপে) বক্তুং (বর্ণয়িতুম্) অর্হসি (প্রভবসি) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—যে প্রয়োজনসাধনের জন্য তিনি স্বয়ং

জগতের নিয়ন্তা হইয়াও কৰ্ম্মফলাধীন জীবের ন্যায় তামসপ্রকৃতি-সম্পন্ন দুঃসহ লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! সৰ্ব্বলোকপ্রীতি-কর সেই সমগ্র উত্তমঃশ্লোক-চরিত যথাযথভাবে আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—তমঃপ্রকৃতি দুর্ম্মর্ষং দুঃসহমিব ইত্যু-ভয়গ্রাপি ইব শব্দস্যাম্বয়ঃ । জুগুপ্সিতমপি যাচকরূপং ভক্তস্য বলেরনুগ্রহায় ধৃতবানিতি যুক্তমুক্তং মৎস্যরূপস্ত কস্য ভক্তস্যানুগ্রহায়ৈতি মে জিজ্ঞাসেতি ভাবঃ । উত্তমঃশ্লোকস্য চরিত্রং তু শ্রবণকীৰ্ত্তনাদ্যর্হত্বেন সৰ্ব্ব-লোকসুখাবহং ভবত্যেব মৎস্যাবপুধারণং তু কস্য ভক্তস্য সুখার্থং তদ্বদেতি ভাবঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তমঃপ্রকৃতি দুর্ম্মর্ষং ইব’—তমঃ প্রকৃতি এবং দুঃসহ—এই উভয়স্থলেই ‘ইব’-শব্দের অম্বয় করিতে হইবে (অর্থাৎ কাল-কৰ্ম্মাদির নিয়ন্তা পরমেশ্বর হইয়াও কৰ্ম্মাধীন জীবের ন্যায় লোকনিন্দিত তমঃ প্রকৃতি ও দুঃসহ মৎস্যরূপ কি প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন) । যাচকরূপ নিন্দিত হইলেও ভক্ত বলির প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিমুক্ত, কিন্তু মৎস্যরূপ কোন্ ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা আমার জিজ্ঞাসা—এই ভাব । ‘উত্তমঃশ্লোক-চরিতম্’—উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির চরিত্র শ্রবণ ও কীৰ্ত্তনাদির যোগ্য বলিয়া সকল লোকেরই আনন্দদায়ক হইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্যাবপু ধারণ কোন্ ভক্তের সুখের নিমিত্ত, তাহা বলুন—এই ভাবার্থ ॥ ২-৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্যাশ্বে বিষ্ণুরাতেন ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।

উবাচ চরিতং বিষ্ণোর্মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—সূতঃ উবাচ,—ভগবান্ (পূজনীয়ঃ) বাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) বিষ্ণুরাতেন (পরীক্ষিতা) ইতি (পূর্ব্বোক্তম্) উক্তঃ (কথিতঃ সন্) মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ (আচরিতং) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ তৎ) চরিতং (কৰ্ম্মজাতম্) উবাচ (বর্ণয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন,—মহারাজ পরীক্ষিত্ব

এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ শুকদেব শ্রীহরির মৎস্যাবতারে আচরিত কৰ্ম্মসমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

গোবিপ্রসুরসাধুনাং হৃন্দসামপি চেস্বরঃ ।

রক্ষামিচ্ছংস্তুর্দ্ধতে ধর্ম্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥ ৫ ॥

অম্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ঈশ্বরঃ গো-বিপ্র-সুর-সাধুনাং (গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা-সজ্জনানাং) হৃন্দসাং (বেদানাম্) অপি চ (তথা) ধর্ম্মস্য অর্থস্য চ এব হি রক্ষাং (স্থিতিম্) ইচ্ছন্ (অভিলষন্) তনুঃ (অব-তারমুতিঃ) ধত্তে (ধারয়তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—(হে রাজন্ !) ঈশ্বর, গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধুজন, বেদ, ধর্ম্ম এবং অর্থের রক্ষা করিবার অভিলাষে অবতার-মুতি ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সামান্যোবতারপ্রয়োজনমাহ—গো-বিপ্রেতি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধারণভাবে অবতারের প্রয়োজন বলিতেছেন—‘গো-বিপ্র’ ইত্যাদি (অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ শ্রীহরি গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কালবিশেষে অবতারমুতি ধারণ করেন) ॥ ৫ ॥

উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ ।

নোচ্চাবচত্বং ভজতে নিগুণত্বাচ্ছিয়ো গুণৈঃ ॥ ৬ ॥

অম্বয়ঃ—ঈশ্বরঃ (ভগবান্) বায়ুঃ ইব ধিয়ঃ গুণৈঃ (প্রাকৃতগুণৈঃ বিরচিতেষু) উচ্চাবচেষু (উৎকৃষ্টেষু অপকৃষ্টেষু চ দেব-তির্য্যগাদিষু) ভূতেষু চরন্ (বর্ত্তমানঃ অপি ইত্যর্থঃ) নিগুণত্বাৎ (সত্ত্বাদিপ্রাকৃত-গুণরাহিত্যাৎ) উচ্চাবচত্বম্ (অথবা) ধিয়ঃ (সাধারণ-বুদ্ধেঃ) গুণৈঃ (উচ্চাবচত্বস্ফুরণৈঃ) উচ্চাবচত্বম্ (উৎকৃষ্টত্বমপকৃষ্টত্বং বা) ন ভজতে (ন প্রাপ্নোতি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বায়ুর ন্যায় প্রাকৃত গুণবির-চিত দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং অপ-

কৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও স্বয়ং প্রাকৃত-গুণ-রহিত বলিয়া উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্টভাব প্রাপ্ত হন না । অথবা ভগবান্ বায়ুর ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং অপ-কৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও সাধারণ বুদ্ধি হইতে যে, গুণগত উচ্চাবচত্ব নির্ণীত হয়, তাদৃশ উচ্চাবচত্ব প্রাপ্ত হন না কেননা তিনি নিগুণ । তাৎ-পর্য্য—ভগবদবতার-সমূহ প্রাকৃত-গুণরহিত বস্তুত্ব-বিচারে তাঁহাদের মধ্যে জড়-পার্থক্য নাই বা থাকিতে পারে না ; কিন্তু অপ্রাকৃত রসবিচারে তাঁহাদের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ আছে, তাহা জড় বিচারের অন্তর্গত নহে ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—জুগুপ্সিতত্বং সামান্যতঃ পরিহরতি ধিয়ো গুণ্য্যান্যুচ্চাবচানি রূপাণি তেষু নিয়ন্তুত্বেন চরমীশ্বরো নোচ্চাবচত্বং ভজতে নিগুণত্বাৎ । “কৃতঃ পুনঃ গুরুসত্ত্বময়ৈর্মৎস্যাদ্যাকারৈরুচ্চাবচত্বশ্চেতি ভাবঃ ।” ইতি শ্রীশ্বামিচরণাঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিন্দিতত্ব সংক্ষেপে পরিহার করিতেছেন—‘ধিয়ঃ গুণৈঃ’—মান্বিক গুণযোগে যে সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট রূপ (উচ্চাবচত্ব) পরি-গৃহীত হয়, সেই সকল বিভিন্ন প্রাণিগণের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে তাহাদের নিয়ন্তৃত্বরূপে ঈশ্বর বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিয়াও বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তিনি নিগুণ । তাহাতে আবার গুরুসত্ত্বময় মৎস্যাদি আকার স্বীকারে কি প্রকারে তাঁহার উচ্চ-বচত্ব শঙ্কা হইতে পারে ?—এরূপ শ্রীল শ্রীধর স্বামি-পাদের আশয় ॥ ৬ ॥

আসীদতীতকল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিষিকো লয়ঃ ।

সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভুরাদন্যো নৃপ ॥ ৭ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) নৃপ । অতীতকল্পান্তে (অতীত-কল্পাবসানে) ব্রাহ্মঃ (ব্রহ্মণঃ নিদ্রায়াং ভবঃ) নৈমিষিকঃ (তেনৈব নিমিষেন জাতঃ) লয়ঃ (প্রলয়ঃ) আসীৎ (বভূব) । তত্র (লয়ে) ভুরাদয়ঃ (ভূঃপ্রভৃতয়ঃ) লোকাঃ (ভুবনানি সর্ব্ব) সমুদ্রোপপ্লুতাঃ (সমুদ্রে নিমগ্নাঃ বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! অতীত কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিব্যাবসানে তাঁহার নিদ্রা হেতু নৈমিষিক

প্রলয় ঘটিয়াছিল। তখন ভূ-প্রভৃতি সমস্ত লোক সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীবরাহদেববদনমপি বারদ্বয়মবতীর্ণ-
বানিতি দর্শয়িতুনাহ—আসীদিতি ব্রাহ্মো ব্রহ্মশয়ন-
নিবন্ধনঃ। অতএব নৈমিত্তিকঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবরাহদেবের ন্যায় এই
মৎস্যাবতারও দুইবার হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শনের জন্য
বলিতেছেন—‘আসীৎ’ ইত্যাদি (অর্থাৎ অতীত
কল্পের অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রাকাল উপস্থিত হইলে যে
নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভূমণ্ডলাদি লোক-
সমুদয় সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইয়াছিল)। ‘ব্রাহ্মঃ’—
ব্রহ্মার নিদ্রা-নিবন্ধন, অতএব ইহা নৈমিত্তিক প্রলয়
॥ ৭ ॥

কালেনাগতনিদ্রস্য ধাতুঃ শিশ্নিশিষোর্বলী।

মুখতো নিঃসৃতান্ বেদান্ হয়গ্রীবোহন্তিকেহহরৎ ॥ ৮

অম্বয়ঃ—কালেন (দিবসাবসান-রূপ-কালেন
নিমিত্তেন) আগত-নিদ্রস্য (সংপ্রাপ্ত-নিদ্রস্য অতএব)
শিশ্নিশিষোঃ (শয়িতম্ ইচ্ছাঃ) ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) মুখতঃ
(মুখাৎ) নিঃসৃতান্ (গলিতান্) বেদান্ বলী হয়-
গ্রীবঃ (হয়গ্রীবনামকঃ দানবেন্দ্রঃ) অন্তিকে (সমীপে
স্থিত্বা) অহরৎ (অপহৃতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দিবা অবসান হওয়ায়, ব্রহ্মার নিদ্রা
আসিল, তিনি শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন
তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক
দানববর তৎসমীপে থাকিয়া অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৮

বিশ্বনাথ—মুখতো নিঃসৃতান্ শয়নসময়ে আবর্ত্য-
মানান্ সমীপে স্থিত্বা যোগবলেনাহরৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মুখতঃ নিঃসৃতান্’—শয়ন-
সময়ে ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত, অর্থাৎ আলস্য-
বশতঃ আবর্ত্যমান (যাহা বাহির হইয়া আসিতেছে)
বেদসমূহকে, হয়গ্রীব নামক দৈত্য নিকটে অবস্থান
করতঃ যোগবলে হরণ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

অম্বয়ঃ—ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ দানবেন্দ্রস্য (দানব-
শ্রেষ্ঠস্য) হয়গ্রীবস্য তৎ চেষ্টিতং (বেদহরণরূপম্
আচরণং) জ্ঞাত্বা শফরীরূপং (প্রোক্ষ্যতীমৎস্যবিগ্রহং)
দধার (ধৃতবান্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ষড়ৈশ্বর্যশালী জগদীশ্বর শ্রীহরি দানব-
শ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের সেই আচরণ অবগত হইয়া শফরী-
মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শফরীরূপং দধারেতি তেনৈব রূপেণ
হয়গ্রীবং হত্বা স্বায়ত্ত্ববম্ভবন্তরারভে বেদানহরদিত্য-
গ্রিমোক্তে জ্ঞেয়ম্। তেন মৎস্যরূপং বিনা বেদা-
হরণাসম্ভবাদ্ ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বজ্ঞহিতার্থং মৎস্যরূপং দধা-
রেতি প্রথমো মৎস্যাবতার উক্তঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘শফরীরূপং দধার’—শফরী
মৎস্যের (প্রোক্ষ্য, পুঁটিমাছের) রূপ ধারণ করিয়া-
ছিলেন, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি সেই মৎস্যরূপেই হয়-
গ্রীবকে হত্যা করিয়া স্বায়ত্ত্বব ম্ভবন্তরের আরম্ভে
বেদসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন—ইহা পরবর্তী উক্তি
অনুসারে বুঝিতে হইবে। অতএব মৎস্যরূপ ব্যতীত
বেদ উদ্ধার অসম্ভব বলিয়া ব্রহ্মাদি নিজ ভক্তগণের
হিতার্থে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন—ইহাতে
প্রথম মৎস্য অবতারের কথা বলা হইল ॥ ৯ ॥

তত্র রাজাশ্বিঃ কশ্চিন্নাম্না সত্যব্রতো মহান্।

নারায়ণপরোহতপঃ তপঃ স সলিলাসনঃ ॥ ১০ ॥

অম্বয়ঃ—তত্র (তন্নিম্নে) এব অতীতে কল্পে নাম্না
সত্যব্রতঃ (সত্যব্রতনামধারী) কশ্চিৎ মহান্
(অজ্ঞোখাদিশুণযুক্তঃ) রাজাশ্বিঃ (রাজশি) নারায়ণ-
পরঃ (নারায়ণঃ এব পরঃ প্রাপ্য যস্য তাদৃশঃ বভূব)
সঃ (সত্যব্রতঃ চ) সলিলাসনঃ (সলিলমেব আসনং
যস্য তাদৃশঃ সন্) তপঃ অতপঃ (তপশ্চকার) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই কল্পে চাক্ষুষম্ভবন্তরে সত্যব্রত
নামক কোন এক মহান্ রাজশি নারায়ণ-পরায়ণ
হইয়া সলিলমাত্র সেবনপূর্বক তপস্যা করিয়াছিলেন
॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি মৎস্যঃ সত্যব্রতাভিধ-নিজ-
ভক্তানুগ্রহার্থমবতীর্ণ ইত্যাহ—তত্র মৎস্যস্বরূপে
শ্বেষ্টদেবে ভক্তিমানিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞাত্বা তদানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম্।

দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় সত্যব্রত নামক নিজ-
ভক্তের অনুগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন,
ইহা বলিতেছেন—‘তত্র’—সেই নিজ ইষ্টদেব মৎস্য-
স্বরূপে ভক্তিমান (সত্যব্রত নামক কোন শ্রেষ্ঠ রাজষি
জলে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন ।) ॥ ১০ ॥

তথা—

মৎস্যোহপি প্রাদুরভবদ্ দ্বিঃ কল্লেশ্বিন্ বরাহবৎ ।
আদৌ স্বায়ত্ত্ববীষ্যস্য দৈত্যং স্নানাহরচ্ছতীঃ ।
অন্তে তু চাক্ষুষীষ্যস্য কৃপাং সত্যব্রতেহকরোৎ ॥

(লঘুভাঃ যঃ পুঃ খঃ)

অর্থাৎ বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যদেবও এই কল্ল
দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । প্রথমতঃ স্বায়ত্ত্বব-
ম্বন্তরে হয়গ্রীবনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ
আহরণ করিয়াছিলেন । অন্তর চাক্ষুষম্বন্তরের
অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

যোহসাবস্মিন্ মহাকল্ল তনয়ঃ স বিবস্বতঃ ।

শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাতো মনুর্হে হরিণাপিতঃ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ—যঃ অসৌ (অতীতকল্ল সত্যব্রতনামকঃ
রাজষিঃ) সঃ (এব) অস্মিন্ মহাকল্ল বিবস্বতঃ
(সূর্যস্য) তনয়ঃ (পুত্রঃ) শ্রাদ্ধদেবঃ ইতি খ্যাতঃ
(প্রসিদ্ধঃ সন্) হরিণা (ভগবতা) মনুর্হে (মনোঃ
অধিকারে) অপিতঃ (নিহিতঃ মনুঃ কারিতঃ ইত্যর্থঃ)
॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই সত্যব্রতই এই মহাকল্ল সূর্যপুত্র
শ্রাদ্ধদেব নামে খ্যাত এবং শ্রীহরি-কর্তৃক মনুপদে
স্থাপিত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাকল্ল ইতি দৈনন্দিনকল্লোহপ্যায়ং
মহাকল্লশব্দেনোক্তস্তাদাক্ষিকসত্যব্রতমনোরাদবিশেষার্থ
ইতি সন্দর্ভ, এতৎ মহাকল্লান্তর্গত এব ব্রহ্মদিনে স
বিবস্বন্তনয়ো মনুর্নান্যত্রৈত্যেনো ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মহাকল্ল’—ইহা দৈনন্দিন
কল্ল হইলেও ‘মহাকল্ল’ বলার কারণ তৎকালীন
সত্যব্রত মনুর আদরবিশেষের নিমিত্ত—ইহা ব্রহ্ম-
সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে । অপরে বলেন—এই মহা-
কল্লের অন্তর্গত ব্রহ্মার দিনে তিনিই সূর্যপুত্র মনু,
(অর্থাৎ অতীত কল্ল যিনি সত্যব্রত নামে তপস্যা

করিয়াছিলেন, তিনিই এই মহাকল্ল সূর্যের তনয়
শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত হইয়া শ্রীহরিকর্তৃক মনুপদে
সংস্থাপিত হইয়াছেন ।) ॥ ১১ ॥

একদা কৃতমালায়াং কুর্ব্বতো জলতর্পণম্ ।

তস্যাঞ্জল্যদকে কাচিচ্ছফর্য্যেকাভ্যপদ্যত ॥ ১২ ॥

অর্থঃ—একদা কৃতমালায়াং (তন্মাম্যং নদ্যাং)
জলতর্পণং (দেব-পিতৃদ্যুদ্দেশেন জলাঞ্জলিপ্রদানং)
কুর্ব্বতঃ (সমাচরতঃ) তস্যা (সত্যব্রতস্য) অঞ্জল্যদকে
(অঞ্জলীকৃতে সলিলে) কাচিৎ একা (অসহায়্যা) শফরী
(প্রেচ্ছী) অভ্যপদ্যত (অদৃশ্যত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—একদিন সেই সত্যব্রত কৃতমালা নামী
নদীতে তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার অঞ্জলি-
স্থিত জলে এক শফরী দৃষ্ট হইল ॥ ১২ ॥

সত্যব্রতোহঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত ।

উৎসসর্জ নদীতোয়ে শফরীং দ্রবিড়েশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ—(হে) ভারত ! দ্রবিড়েশ্বরঃ (দ্রবিড়-
দেশাধিপতিঃ) সত্যব্রতঃ তোয়েন সহ (জলেনসহ)
অঞ্জলিগতাং (অঞ্জলিপ্ৰাপ্তাং তাং) শফরীং নদীতোয়ে
(নদীজলে) উৎসসর্জ (তত্য়াজ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ভারতকুলপ্রবর ! দ্রবিড়দেশাধিপতি
সত্যব্রত তখন জলের সহিত অঞ্জলিস্থিত শফরীকে
নদীজলে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৩ ॥

তমাহ সাতিকরণং মহাকারণিকং নৃপম্ ।

যদোভ্যো জাতিঘাতিভ্যো দীনাং মাং দীনবৎসল ।

কথং বিশ্বজসে রাজন্ ভীতামস্মিন্ সরিষ্জলে ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ—সা (শফরী) মহাকারণিকম্ (অতি-
দয়াশীলং) তং (সত্যব্রতাত্ম্যং) নৃপম্ অতিকরণম্
(অতিকারতরং যথা তথা) আহ,—(হে) দীনবৎসল
(দীনেষু কাতরেষু বৎসল কৃপাশীল) রাজন্ ! জাতি-
ঘাতিভ্যঃ (জাতীন্ অস্মান্ হন্তং শীল এষাম্ ইতি
জাতিঘাতিনঃ তেভ্যঃ) যাদোভ্যঃ (জলজন্তুভ্যঃ)
ভীতাং (ব্রহ্মান্ অতএব) দীনাং (কাতরাং) মাং

অস্মিন্ সরিজ্জলে (নদীজলে) কথং (কেন প্রকারেণ) বিসৃজসে (ত্যাগিসি, নৈম ত্যাগো যুক্ত ইত্যর্থঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ—তখন সেই শফরী অতিশয় দয়াশীল সত্যব্রতের নিকট কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—হে দীনবৎসল রাজন! জাতিহিংসক জলজন্তুর ভয়ে ভীতা এবং কাতরা আমাকে আপনি কিরূপে নদী জলে ত্যাগ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

মধু—

অনন্তশক্তির্ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দনঃ ।

ক্লীড়ার্থং যাচন্মামাস স্বয়ং সত্যব্রতং নৃপম্ ॥১৪॥

ইতি মাৎস্যে ।

তমাশ্বনোহনুগ্রহার্থং প্রীত্যা মৎস্যবপুর্দ্ধরম্ ।

অজানন্ রক্ষণার্থান্ন শফর্যাঃ স মনো দধেঃ ॥১৫॥

অর্থঃ—সঃ (সত্যব্রতঃ) আশ্বনঃ (স্বস্য) অনুগ্রহার্থম্ (অনুগ্রহং কর্তুমিত্যর্থঃ) প্রীত্যা (অনুরাগেণ) (মৎস্যবপুর্দ্ধরং) (মৎস্যরূপধারিণম্ সাক্ষাৎ ভগবন্তং) তম্ অজানন্ (অবিদিত্বা এব) শফর্যাঃ (প্রোচ্যঃ) রক্ষণার্থান্ন (রক্ষণং কর্তুং) মনঃ দধে (নিশ্চিতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সত্যব্রত আপনাকে অনুগ্রহীত করিবার জন্যই তাঁহাকে মৎস্যরূপধারী ভগবান্ না জানিয়াই অনুরাগের সহিত শফরীর রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তং প্রসিদ্ধং স্বেষ্টদেবং বিষ্ণুমেব মৎস্যবপুর্ধরমজানন্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তম্ অজানন্’—সেই প্রসিদ্ধ নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুই যে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন—ইহা না জানিয়া (মহারাজ সত্যব্রত সেই শফরীকে রক্ষা করিতে মনঃস্থির করিলেন ।) ॥ ১৫ ॥

তস্যা দীনতরং বাক্যমাশ্রুত্যা স মহীপতিঃ ।

কলসাপ্সু নিধায়ৈনাং দয়ালুর্নিয আশ্রমম্ ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ—দয়ালুঃ (দয়াশীলঃ) সঃ (সত্যব্রত-নামা) মহাপতিঃ (রাজা) তস্যাঃ (শফর্যাঃ) দীনতরং (সকাতরং) বাক্যম্ আশ্রুত্যা (আকর্ণ্য) এনাং

(শফরীং) কলসাপ্সু (কলসজলেষু) নিধায় (স্থাপ-
য়িত্বা) আশ্রমং (স্বকীয়তপোবনং) নিযে (প্রাপয়া-
মাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—দয়ালু সেই রাজা তাহার সকাতর বাক্যশ্রবণে তাঁহাকে কলসস্থ-জলে স্থাপনপূর্বক নিজ আশ্রমে আনয়ন করিলেন ॥ ১৬ ॥

সা তু তত্রৈকরাত্রিণ বর্দ্ধমানা কমণ্ডলৌ ।

অলম্ধ্যাআবকাশং বা ইদমাহ মহীপতিম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ—(ততঃ) সা (শফরী) তু একরাত্রিণ বর্দ্ধমানা (সতী) তত্র কমণ্ডলৌ আআবকাশম্ (আশ্বনঃ স্বস্য অবকাশং স্থিতিমিত্যর্থঃ) অলম্ধ্যা (অপ্রাপ্য) মহীপতিং (রাজানং সত্যব্রতম্) ইদং (বক্ষ্যমাণম্) আহ বৈ (উবাচ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই শফরী একরাত্রিই এরূপ বর্দ্ধিত হইলেন যে, কমণ্ডলু মধ্যে নিজ শরীর রক্ষার্থ স্থান প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি রাজাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

নাহং কমণ্ডলাবস্মিন্ কৃচ্ছ্ং বস্তুমথোৎসহে ।

কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং যত্রাহং নিবসে সুখম্ ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ—(হে রাজন্!) অহম্ অস্মিন্ কমণ্ডলৌ কৃচ্ছ্ং (কণ্টং যথা স্যাৎ তথা) বস্তুং (স্থাতুং) ন উৎসহে (ন অভিলষামি, অতঃ) অহং যত্র (স্থানে) সুখম্ (অসঙ্কীর্ণং যথা স্যাৎ তথা) নিবসে (বস্তুং সমর্থঃ ভবামি তাদৃশং) সুবিপুলং (মহৎ) ওকঃ (নিবাসস্থানং) কল্পয় (রচয়, দেহীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কণ্টের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, অতএব যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে অবস্থানে সমর্থ হই, সেই-রূপ একটী বৃহৎ বাসস্থান নির্দেশ করুন ॥ ১৮ ॥

স এনাং তত আদায় ন্যাধাদৌদধনোদকে ।

তত্র ক্ষিপ্তা মুহূর্ত্তেন হস্তদ্বয়মবর্দ্ধত ॥ ১৯ ॥

অর্থঃ—সঃ (সত্যব্রতঃ) ততঃ (কমণ্ডলুজলাৎ)

এনাং (শফরীম্) আদায় (গৃহীত্বা) ঔদধনোদকে
(মণিকচ্ছজলে) ন্যাধাৎ (অস্থাপয়ৎ), তত্র (ঔদধ-
নোদকে) ক্ষিপ্তা (স্থাপিতা সা শফরী) মুহূর্ত্তেন
(মুহূর্ত্তমাত্রণ কালেন) হস্তব্রহ্মম্ অবর্জত (গ্রিহস্ত-
পরিমিতং বদ্ধিতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তখন রাজা তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধার
পূর্ব্বক এক বৃহৎ কটাহের জলে নিক্ষেপ করিলে,
তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে তিন হস্ত-পরিমিত বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলেন
॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঔদধনোদকে কুপজলে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঔদধনোদকে’—কুপজলে
(নিক্ষিপ্ত হইলে সেই মৎস্য মুহূর্ত্তকালমধ্যে তিন হাত
বুদ্ধি পাইয়াছিলেন ।) ॥ ১৯ ॥

ন মে এতদলং রাজন্ সুখং বস্তুমুদধনম্ ।

পৃথু দেহি পদং মহ্যং যৎ ত্বাহং শরণং গতা ॥ ২০ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! এতৎ উদধনং মে
(মম) সুখং বস্তুং (সুখেন স্থাতুং) ন অলং (যোগ্যং
ন ভবতি, অতঃ) মহ্যং (মম) পৃথু (বিশালং) পদং
(বাসস্থানং) দেহি, যৎ (যস্মাৎ) অহং ত্বা (ত্বাং)
শরণম্ (আশ্রয়ং) গতা (প্রাপ্তা অগ্নিম্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি আবার বলিলেন,—হে
রাজন্ ! এই কটাহ আমার সুখে বাস করিবার উপ-
যুক্ত নহে, আমাকে আর একটী বিশাল বাসস্থান
প্রদান করুন যেহেতু আমি আপনার আশ্রিত ॥ ২০ ॥

তত আদায় সা রাজা ক্ষিপ্তা রাজন্ সরোবরে ।

তদারত্যাগ্না সোহয়ং মহামীনোহস্ববর্জত ॥ ২১ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! রাজা ততঃ (উদধনাৎ)
আদায় (গৃহীত্বা) সা (শফরী) সরোবরে ক্ষিপ্তা
(স্থাপিতা অভূৎ), মহামীনঃ (মহামৎস্যঃ সঃ)
আগ্না (স্বশরীরেণ) তৎ (সরোবরজলম্) আরত্যা
(আচ্ছাদ্য) অস্ববর্জত (বদ্ধিতঃ বভূব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! নৃপ তখন জল হইতে
উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ শফরীকে সরোবরজলে নিক্ষিপ্ত
করিলেন, তথাপি সেই মহামৎস্য নিজ শরীর দ্বারা
সরোবর জল আচ্ছাদন করিয়া বদ্ধিত হইলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ সরোবরং আগ্না দেহেন আরত্যা

॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘তদ্ আরত্যা’—সেই সরো-
বরটি নিজ দেহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বদ্ধিত হইলেন ।
॥ ২১ ॥

নৈতন্মৈ স্বস্ত্যয় রাজম্মুদকং সলিলৌকসঃ ।

নিধেহি রক্ষাযোগেন হ্রদে মামবিদাসিনি ॥ ২২ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! সলিলৌকসঃ (জল-
বাসিনঃ) মে (মম) এতৎ (সরোবর-পরিমিতম্)
উদকং স্বস্ত্যয়ে (সুখায়) ন (ভবতি, অতঃ) রক্ষা-
যোগেন (উপায়েন) অবিদাসিনি (অনুপক্ষয়জলে)
হ্রদে মাং নিধেহি (সংস্থাপয়) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর মৎস্য আবার বলিলেন,—হে
রাজন্ ! জলচর আমার এই সরোবর পরিমিত জলে
আর সুখ হইতেছে না, অতএব সম্প্রতি আমার রক্ষার
কোন উপায় কল্পনা করিয়া অক্ষয়হ্রদে স্থাপন করুন
॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—রক্ষাযোগেন জলং বিনা যথা ন
দ্রিয়তে তথাপায়েনৈত্যর্থঃ । অবিদাসিনি অপক্ষয়-
শূন্যে ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘রক্ষাযোগেন’—রক্ষার উপায়
যাহাতে হয়, অর্থাৎ জল বিনা যাহাতে মারা না যায়,
সেই প্রকার উপায়ে—এই অর্থ । ‘অবিদাসিনি’—
যাহার জল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এমন কোন
মহাহ্রদে (আমাকে স্থাপন করুন ।) ॥ ২২ ॥

ইতুক্তঃ সোহনয়নংস্যাং তত্র তত্রাবিদাসিনি ।

জলাশয়েহসম্মিতং তং সমুদ্রে প্রাক্ষিপজ্জ্বাষম্ ॥ ২৩ ॥

অম্বয়ঃ—ইতি উক্তঃ সঃ (সত্যব্রতঃ) তত্র তত্র
(কথিতে) অবিদাসিনি (উপক্ষয়শূন্যে) জলাশয়ে (তং)
মৎস্যম্ অনয়ৎ, (পুনশ্চ তত্র তত্র) অসম্মিতম্ (অপরি-
মিতং) তং ব্ৰাষৎ (মহামৎস্যং) সমুদ্রে প্রাক্ষিপৎ
(নিক্ষিপ্তবান্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এরূপ বলিলে, সত্যব্রত সেই মৎস্যকে
তৎকথিত অক্ষয় জলাশয়ে লইয়া গেলেন, পরে সে

স্থানেও তাঁহার পরিমিত স্থান না হওয়ায়, অবশেষে সেই অপরিমেয় মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র জলাশয়েহপ্যসম্মিতমমাস্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অসম্মিতং’—সেই জলাশয়ও তাহার পরিমিত স্থান না হওয়ায়, সেই অপরিমিত মৎস্যকে (সমুদ্রের জলে নিষ্ক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন ।) ॥ ২৩ ॥

ক্ষিপ্যমাণস্তমাহেদমিহ মাং মকরাদয়ঃ ।

অদন্ত্যতিবলা বীর মাং নেহোৎপ্লুটুমহঁসি ॥ ২৪ ॥

অবয়বঃ—ক্ষিপ্যমাণঃ (সমুদ্রে নিষ্ক্ষিপ্যমাণঃ সঃ মৎস্যঃ) তং (সত্যব্রতং প্রতি) ইদম্ আহ (উবাচ) —(হে) বীর ! ইহ (সমুদ্রে) অতিবলাঃ (বলবন্তঃ) মকরাদয়ঃ (জলজন্তবঃ) মাম্ অদন্তি (ভক্ষয়িষ্যন্তি, অতঃ) ইহ (সমুদ্রে) মাম্ উৎপ্লুটুং (ত্যক্তুং) ন অহঁসি (ন যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সমুদ্রে নিষ্ক্ষেপ-কালে সেই মৎস্য সত্যব্রতের প্রতি বলিলেন,—হে বীর ! এই সমুদ্রে মহাবল মকরাদি জলজন্তুগণ আমাকে ভক্ষণ করিবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা উচিত হয় না ॥ ২৪ ॥

এবং বিমোহিতস্তেন বদতা বন্ডুভারতীম্ ।

তমাহ কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্ ॥ ২৫ ॥

অবয়বঃ—এবম্ (ইত্যেবং) বন্ডুভারতীং (সুন্দর-বাচং) বদতা তেন (মৎস্য-রূপিণা ভগবতা) বিমোহিতঃ (সঃ সত্যব্রতঃ) তং (মৎস্যং প্রতি) আহ (উবাচ)—মৎস্যরূপেণ (মৎস্যবিগ্রহেন) অস্মান্ মোহয়ন্ (বঞ্চয়ন্) ভবান্ (স্বরূপতঃ) কঃ (ভবতি তৎ কথম্ ইতি শেষঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—মৎস্যরূপী ভগবানের এইরূপ রমণীয় বাক্যে বিমোহিত হইয়া রাজা বলিতে লাগিলেন,—আপনি মৎস্যরূপে কেবল আমাদের বঞ্চনা করিতেছেন, বস্তুতঃ আপনি কে ? ॥ ২৫ ॥

নৈবং বীৰ্য্যো জলচরো দৃষ্টোহস্মাভিঃ শ্রুতোহপি বা যো ভবান্ যোজনশতমহাভিব্যানশে সরঃ ॥ ২৬ ॥

অবয়বঃ—যঃ ভবান্ অহা (দিনেন) যোজনশতং (শতযোজনপরিমিতং) সরঃ অভিব্যানশে (ব্যাপ্তবান্, অতঃ) অস্মাভিঃ এবং বীৰ্য্যঃ (এবম্ ঈদৃশং বীৰ্য্যং প্রভাবঃ যস্য সঃ) জলচরঃ (ইতঃ পূর্ব্বং) নঃ দৃষ্টঃ (ন প্রত্যক্ষীকৃতঃ) অপি চ (ন) শ্রুতঃ (আকথিতশ্চ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—আপনি একদিনেই শতযোজন পরিমিত সরোবরকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, আমরা ইতঃপূর্ব্ব আর এরূপ প্রভাবশালী জলচর প্রত্যক্ষ করি নাই কিম্বা কোথায়েও শ্রবণ করি নাই ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অহা একেনৈব ব্যানশে ব্যাপ্তবান্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অহা’—একদিনেই শতযোজন পরিমিত সরোবরকে নিজদেহ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

নুনং ত্বং ভগবান্ সাক্ষাচ্ছরীনারায়ণোহব্যয়ঃ ।

অনুগ্রহায় ভূতানাং ধৎসে রূপং জলৌকসাম্ ॥ ২৭ ॥

অবয়বঃ—নুনং (নিশ্চিতমেব) সাক্ষাৎ ভগবান্ অব্যয়ঃ (অপক্ষয়শূন্যঃ) নারায়ণঃ হরিঃ (এব) ত্বং ভূতানাং (নিখিলজীবানাম্) অনুগ্রহায় (অনুগ্রহং বিধাতুং) জলৌকসাং (জলচরাণাং) রূপং (বিগ্রহং) ধৎসে (ধারয়সি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্ অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি হইবেন। নিখিল জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সম্প্রতি জলচররূপ ধারণ করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যেশ্বর ।

ভক্তানাং নঃ প্রপন্নানাং মুখ্যো হ্যাত্মগতিবিভো ॥ ২৮ ॥

অবয়বঃ—(হে) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যেশ্বর ! (সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশকর,) পুরুষশ্রেষ্ঠ ! (পুরুষোত্তম), বিভো ! (বিশেষ, ত্বং) প্রপন্নানাং (শরণাগতানাং) ভক্তানাং নঃ (অস্মাকং) মুখ্যঃ (নায়কঃ) আত্মগতিঃ হিঃ (অন্তরাত্মা গতিশ্চ ভবসি অতঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ (অস্ত) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশক ! পুরুষোত্তম !
বিষো ! আপনি মাদৃশ শরণাগত ভক্তগণের একমাত্র
নায়ক অন্তরাখ্যা এবং গতিস্বরূপ অতএব আপনাকে
প্রণাম করিতেছি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনাং গতির্যস্মাৎ স মুখ্যঃ প্রভু-
রিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘আত্মগতিঃ’—জীবগণের
গতি (আশ্রয়) যাহা হইতে, সেই আপনিই আমাদের
নায়ক শরণাগত ভক্তগণের বাস্তব আত্মা ও আশ্রয়,
এই অর্থ ॥ ২৮ ॥

সর্বের লীলাবতারান্তে ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ।

জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যদো রূপং যদর্থং ভবতা ধৃতম্ ॥ ২৯ ॥

অবয়বঃ—তে (তব ভগবতঃ) সর্বের লীলাবতারাঃ
(লীলায়া উপাত্তাঃ অবতারাঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাম্
ইত্যর্থঃ) ভূতিহেতবঃ (মঙ্গলার্থমেব ভবন্তি অতঃ)
ভবতা যদর্থং (ভূতানাং যৎ মঙ্গলং সাধয়িতুম্) অদঃ
রূপং (ইদং মৎস্যশরীরং) ধৃতং (গৃহীতং তৎ) জ্ঞাতুম্
ইচ্ছামি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—আপনার লীলাবতারসকল প্রাণিগণের
মঙ্গলের জন্যই, অতএব আপনি যে জন্য এই মৎস্য-
রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২৯ ॥

ন তেহরবিদ্যাক্ষ পদোপসর্পণং

মৃষা ভবেৎ সর্বসুহৃৎপ্রিয়ান্বনঃ ।

যথৈতরেষাং পৃথগান্বনাং সতা-

মদীদৃশো যদ্বপুর্নভূতং হি নঃ ॥ ৩০ ॥

অবয়বঃ—(হে) অরবিদ্যাক্ষ ! (পদ্মপলাশলোচন),
সর্বসুহৃৎ প্রিয়ান্বনঃ (সর্বেষাং সুহৃদঃ প্রিয়স্য অন্ত-
রাশ্বনশ্চ) তে (তব) পদোপসর্পণং (শ্রীপাদারবিন্দ-
ভজনং) পৃথগান্বনাম্ (দেহাদ্যাভিমানিনাং সতাম্)
ইতরেষাং যথা (অন্যোষাং পদোপসর্পণমিব) মৃষা
(বার্থং) ন ভবেৎ, যৎ (যস্মাৎ) হি নঃ (ভজতাম্
অস্মাকম্) অদুতং (বিচিহ্নং) বপুঃ (মৎস্যরূপম্)
অদীদৃশঃ (দশিতবান্ অসি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে পদ্মপলাশলোচন ! দেহাদ্যাভিমानी

অন্য দেবতাদির আরাধনা যেরূপ ব্যর্থ হয়, সর্ব-
ভূতের সুহৃৎ এবং অন্তরাখ্যা-স্বরূপ আপনার শ্রীপাদ-
পদ্ম-সেবা তাদৃশ ব্যর্থ হয় না । যেহেতু আপনি
আমাদিগকে এই বিচিহ্ন মৎস্যরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন
॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ইতরেষাং দেবেভ্রাদীনাং পৃথগান্বনাং
আত্মনঃ পৃথগ্বেদহ এব আত্মা যেষাং দেহাধ্যাসবতা-
মিত্যর্থঃ । তব তু নাস্তি দেহাধ্যাসঃ দেহাত্মনঃ
পার্থক্যাভাবাদিতি ভাবঃ । যদ্যস্মান্নোহস্মাকং
সতাং ব্রহ্মজ্ঞানাং নিস্তারার্থম্ অদুতমীদৃশং বপুর্নদী-
দৃশঃ দশিতবান্ । পৃথগান্বনোহসতামিতি পাঠে পৃথ-
গান্বনঃ পুংসঃ অসতাং পদোপসর্পণং যথা যুস্মেত্যর্থঃ
॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ইতরেষাং’—অন্যান্য প্রেষ্ঠ
দেবতা প্রভৃতির ‘পৃথগান্বনাং’—আত্মা হইতে পৃথক্
দেহই আত্মা যাহাদের, অর্থাৎ দেহাদিতেই যাহাদের
আত্মবোধ রহিয়াছে, সেই দেহাধ্যাসিগণের, এই অর্থ ।
আপনার কিন্তু দেহাধ্যাস নাই, কারণ আপনার দেহ
ও আত্মার পার্থক্য নাই—এই ভাব । ‘যদ্’—যেহেতু
আমাদের ন্যায় আপনার শরণাগত ভক্তজনের নিস্তা-
রের নিমিত্ত ‘অদুতং বপুঃ’—অদুত এইরূপ মুক্তি
আমাদিগকে দর্শন করাইলেন । ‘পৃথগান্বনঃ অস-
তাম্’—এই পাঠান্তরে, দেহাদিতে আত্মাভিমानी অসৎ
পুরুষগণের পদাশ্রয় গ্রহণ যেরূপ ব্যর্থ হয়, আপনার
পাদপদ্মের শরণাগতি সেরূপ বিফল হয় না—এই
অর্থ ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি ব্রুবামাং নৃপতিং জগৎপতিঃ

সত্যব্রতং মৎস্যাবপুর্য়ুগক্ষয়ে ।

বিহর্তুকামঃ প্রলয়ান্নবেহব্রবী-

চ্চিকীর্ষুরেকান্তজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যুগক্ষয়ে (যুগান্তে)
প্রলয়ান্নবে (প্রলয়সমুদ্রে) বিহর্তুকামঃ (বিহারং
কর্তুমিচ্ছন্) একান্তজনপ্রিয়ঃ (ভক্তবৎসলঃ) মৎস্য-
বপুঃ (মৎস্যরূপধারী) জগৎপতিঃ (শ্রীহরিঃ) প্রিয়ং
চিকীর্ষুঃ (হিতং কর্তুমিচ্ছুঃ সন্) ইতি (পূর্বোক্তং)

শ্রুতবাণং (কথয়ন্তং) নৃপতিং সত্যব্রতং (প্রতি) অব্রবীৎ
(উবাচ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সত্যব্রত এরূপ
বলিলে, প্রলয়সমুদ্রে বিহারেচ্ছুক ভক্তবৎসল মৎস্য-
রূপী শ্রীহরি তাঁহার হিতসাধন-কামনায় বলিতে
লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সপ্তমে হ্যদ্যতনাদৃদ্ধমহন্যোতদরিন্দম ।

নিমগ্নাত্যপ্যায়ান্তোধৌ ত্রৈলোক্যং ভূভুবাদিকম্ ॥ ৩২

অম্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(হে) অরিন্দম !
(শত্রুদমনশীল রাজন্ !) হাদ্যতনাৎ (অদ্যপ্রভৃতি)
উদ্ধৃৎ (পরবর্ত্তিনি) সপ্তমে অহনি (দিবসে) এতৎ
ভূভুবাদিকং (ভূবাদিকং) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবনম্)
অপ্যায়ান্তোধৌ (প্রলয়সমুদ্রে) নিমগ্নাত্যতি (মজ্জমানং
ভবিষ্যতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শত্রুদমন !
অদ্যাবধি সপ্তম দিবসে ভূঃ-প্রভৃতি লোকত্রয় প্রলয়-
সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে ॥ ৩২ ॥

ত্রিলোক্যং লীলমানায়্যং সংবর্ত্তান্তসি বৈ তদা ।

উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিৎশিশালা ত্বাং ময়েনিতা ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়ঃ—সম্বর্ত্তান্তসি (প্রলয়োদকে) ত্রিলোক্যং
লীলমানায়্যং (সত্যং) তদা বৈ ময়া ঈরিতা (প্রেরিতা
উপকল্পিতা) কাচিৎ বিশালা (মহতী) নৌঃ (নৌকা)
ত্বাং উপস্থাস্যতি (ত্বৎসমীপে স্থাস্যতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ত্রিলোক সেই প্রলয়জলে নিমগ্ন হইলে,
আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট
উপস্থিত হইবে ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তাবদোষধীঃ সৰ্ব্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ ।

সপ্তষিভিঃ পরিতৃতঃ সৰ্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৩৪ ॥

আরুহ্য ব্রহ্মতীং নাভং বিচরিস্যাসি বিক্লবঃ ।

একাগ্ৰবে নিরালোকে ঋষীণামেব বর্চসা ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়ঃ—(ততঃ) ত্বং তাবৎ সৰ্ব্বাঃ ঔষধীঃ

উচ্চাবচানি (বিবিধানি) বীজানি চ (নাবমারোপ্য)
সপ্তষিভিঃ পরিতৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) সৰ্ব্বসত্ত্বোপবৃং-
হিতঃ (সৰ্ব্বজন্তুভিঃ সংশ্লিষ্ট) ব্রহ্মতীং নাভম্ (নৌকাম্)
আরুহ্য অবিক্লবঃ (দৈন্যরহিতঃ সন্) ঋষীণাং বর্চসা
(তেজসা) এব নিরালোকে (অন্যৈঃ আলোকৈঃ রহিতে)
একাগ্ৰবে (প্রলয়সমুদ্রে) বিচরিস্যসি (বিহরিস্যসি)
॥ ৩৪-৩৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তুমি সমস্ত ঔষধি এবং
বিবিধ বীজরাশি নৌকায় আরোপিত করিয়া সপ্তষি-
গণে পরিবেষ্টিত এবং সমস্ত জন্তুগণের সহিত মিলিত
হইয়া ঐ ব্রহ্ম নৌকায় আরোহণ-পূর্বক অকাতরে
ঋষিগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে আলোক-রহিত প্রলয়-
সমুদ্রে বিচরণ করিবে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঔষধীরাপায়েতি শেষঃ । সৰ্ব্বৈঃ সত্ত্বৈ-
র্মুখ্য-মুখ্যপ্রাণিভিঃ সপরিব্রজ্যমনুকশ্যপাদিভিরূপবৃং-
হিতো বদ্ধিতমহভূঃ সন্ ঋষীণাং বর্চসা তেজসৈব
বিচরিস্যসি ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘ঔষধীঃ’—সকল প্রকার
ঔষধি (ধান্যাদি) লইয়া, ‘সৰ্ব্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ’—
মুখ্য মুখ্য প্রাণিবর্গের সহিত সপরিব্রজ্য মনু, কশ্যপ
প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া, ঋষিগণের তেজেই
বিচরণ করিবে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

দোদুশ্চরমানাং তাং নাভং সমীরেণ বলীয়াসা ।

উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধীহি মহাহিনা ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়ঃ—(ততঃ) বলীয়াসা (প্রবলেন) সমীরেণ
(বায়ুনা) দোদুশ্চরমানাং (নিতরাং কম্পমানাং) তাং
নাভম্ উপস্থিতস্য (সন্নিহিতস্য) মে (মম) শৃঙ্গে
মহাহিনা (উপস্থিতেন বাসুকিনা) নিবধীহি (বন্ধয়)
॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—পরে যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা
অতিশয় কম্পিত হইবে, তখন উহাকে সন্নিহিতবর্তী
আমার শৃঙ্গে বাসুকি-সর্পের দ্বারা বন্ধন করিবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মে মৎস্যরূপস্যেত্যর্থঃ । মহাহিনা
বাসুকিনা ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘মে’—মৎস্যরূপ আমার

শৃঙ্গে, ‘মহাহিনা’—মহাসৰ্প বাসুকিৰ দেহদ্বাৰা (ঐ নৌকাটিকে আবদ্ধ কৰিবে।) ॥ ৩৬ ॥

অহং ত্বামুষ্ণিভিঃ সার্কং সহনাবমুদম্বতি ।

বিকৰ্ষন্ বিচৰিষ্যামি যাবদ্ব্রাজ্ঞী নিশা প্রভো ॥৩৭॥

অম্বয়ঃ—(হে) প্রভো ! (রাজন্ !) অহম্ ঋষিভিঃ সার্কং (সহ) ত্বাং (ভবন্তং) নাবং (নৌকাঞ্চ) বিকৰ্ষন্ (আকৰ্ষন্) যাবৎ (যাবৎ কালং) ব্রাজ্ঞী নিশা (ব্রহ্মণঃ রাত্রিঃ বহিঃস্থ্যতে তাবৎ) উদম্বতি (প্রলয় সমুদ্রে) বিচৰিষ্যামি (ভ্রমিষ্যামি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! আমি ঋষিগণের সহিত তোমাকে এবং ঐ নৌকা আকৰ্ষণ কৰিয়া যে পর্যন্ত ব্রাজ্ঞী নিশা বৰ্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ কৰিব ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাজ্ঞী নিশেতি যদ্যপ্যয়ং ব্রহ্মদিনগত-চাক্ষুষমম্বন্তরমধ্য এব ভগবদিচ্ছায়ৈবাকস্মিকপ্রল-
য়োহভূৎ । তদপি ত্রৈলোক্যমজ্জনাৎ দৈনন্দিনপ্রলয়-
সাম্যাদৃষ্ট্যা ভগবতঃ ক্রীড়েচ্ছামনুস্মৃত্য নির্বাকুলো
ব্রহ্মাপি কিঞ্চিৎ কালং সুত্বাপ, তদনুসারেণৈব গৌণ্যা
বৃত্ত্যা ব্রাজ্ঞী নিশেত্যুক্তমিতি ভাগবতামৃতব্যাখ্যানুসারী
সন্দৰ্ভঃ । তচ্চ ভাগবতামৃতং যথা “মধ্যে মম্বন্তরস্যৈব
মুনেঃ শাপান্নুং প্রতি । প্রলয়োহসৌ বভূবেতি
পুরাণে কুচিদিদীয়তে । অন্নমাকস্মিকাজ্ঞাতচাক্ষুষ-
স্যান্তরে মনোঃ । প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলনৈবেতি
কুঞ্জচিদিতি” । কিঞ্চ দক্ষস্য মানসকাম্বিকপ্রজাসৃষ্টান্য-
থানুপপত্তেৰৈব প্রলয়োহয়মবশ্যমন্তব্য এব যদুক্তং
চতুৰ্থে—“চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে প্রাক্ সর্গে কালবিপ্লুতে ।
যঃ সসৰ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষঃ কালচোদিত” ইতি
প্রলয়স্য চাতুৰ্বিধ্যমপি নানুপপন্নম্ । অস্য ক্ষুদ্রস্য
প্রলয়স্য নৈমিত্তিক এবান্তৰ্ভাবাৎ । অতএব পৃথিব্যাক্ষ-
রণ-হিরণ্যাক্ষবধাবপি শ্রীবরাহদেবেন চাক্ষুষপ্রলয়ান্ত
এব, স্বায়ত্ত্ববমম্বন্তরারম্ভে পৃথিব্যাক্ষরণে হিরণ্যাক্ষ-
সন্তবাবাভাবাৎ । যদুক্তং তত্রৈব—“উত্তান শাদবংশ্যানাং
তনয়স্য প্রচেতসাম্ । দক্ষস্যৈব দিতিঃ পুত্রী হির-
ণ্যাক্ষো দিতেঃ সূতঃ । কল্পারম্ভে তদা নাস্তি সূতোৎ-
পত্তিৰ্মনোরপি । কাসৌ প্রাচেতসো দক্ষঃ কু দিতেঃ
সূতঃ । অতঃ কালদ্বয়োদ্ধৃতং শ্রীবারাহস্য চেষ্টিতম্ ।

একত্রৈবাহ মৈত্রেয়ঃ ক্ষতুঃ প্রশ্নানুসারত”, ইতি । এব-
মিহাপি কালদ্বয়োদ্ধৃতং মৎস্যচেষ্টিতং স্পষ্টমবিবিচ্য
খল্বেকীকৃত্যেবাহ শ্রীমন্মুনীন্দ্রো । বস্তুতস্ত ‘আসীদ-
তীতকল্পান্তে’, ইত্যাদিনোক্তা যা শফরী বেদানয়নার্থা
সান্য। সত্যব্রতাজলিগতা তু চাক্ষুষমম্বন্তরীয়া
অন্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্ । শ্রীসূতস্ত চাক্ষুষীয়মৎস্যমেবাব-
তারগণনামধ্যে গণিতবান্ । তথাহি—‘রূপং স জগৃহে
মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংগ্ৰবে । নাব্যারোপ্য মহীময্যা-
মপাদ্ধৈবস্বতং মনুমি’তি । শ্রীশ্রামিচরণান্ত অত্রেদং চিত্ত্য-
মিত্যুক্তা ব্রাজ্ঞো লয় ইতি । যোহসাবস্মিন্মহাকল্পে
ইতি চোক্তেরয়ং মহাপ্রলয়ে পৃথিব্যাदीনামবশেষাসং-
ভবাৎ । যাবদ্ব্রাজ্ঞী নিশেত্যুক্তেরয়ং দৈনন্দিন এবৈতি
চেহ । সাম্বর্ত্তকৈরনার্ণবৃষ্টাদিভিৰ্বিনা অকস্মাদেব
সমুমেহহনি ত্রৈলোক্যং নিমগ্ন্যতীতি মৎস্যোক্তেরনুপ-
পত্তেঃ, তস্মাৎ সত্যব্রতস্য জ্ঞানাদ্যুপদেশার্থমাবিভূতো
ভগবান্ বৈরাগ্যার্থং মায়নৈব মার্কণ্ডেয়মিহ তং প্রলয়ং
দৰ্শয়ামাসেত্যাহঃ ॥ ৩৭ ॥

ভীকার বঙ্গানুবাদ—‘ব্রাজ্ঞী নিশা’—যতকাল
ব্রহ্মার রাত্রি থাকিবে (ততকাল আমি প্রলয়সমুদ্রে
বিচরণ কৰিব) । ইহা যদিও ব্রহ্মার দিনগত চাক্ষুষ
মম্বন্তরের মধ্যেই শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই আকস্মিক
প্রলয় হইয়াছিল, তথাপি ত্রিলোক প্রাবিত হওয়ায়
দৈনন্দিন প্রলয়ের সাম্যাদৃষ্টিতে ভগবানের ক্রীড়ার
ইচ্ছা স্মরণ কৰিয়া নির্বাকুল ব্রহ্মাও কিছুকাল শয়ন
কৰিয়াছিলেন, সেই অনুসারেই এখানে গৌণী বৃত্তিতে
‘ব্রাজ্ঞী নিশা’, ব্রহ্মার রাত্রি—এইরূপ উক্ত হইয়াছে,
ইহা ভাগবতামৃতের ব্যাখ্যানুযায়ী বুদ্ধিতে হইবে ।
যথা লঘুভাগবতামৃত—“মধ্যে মম্বন্তরস্যৈব” (৬১)
ইত্যাদি, অর্থাৎ মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে স্বায়ত্ত্বব
মনুর প্রতি অগস্ত্য ঋষির শাপবশতঃ অসময়ে মম্বন্ত-
রেরই মধ্যেই প্রলয় হইয়াছিল । সেই সময়ে প্রলয়ে
নিমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারার্থ বরাহদেব আবিভূত হইয়া-
ছিলেন । বিষ্ণু ধর্মোত্তরাদিতেও উক্ত চাক্ষুষ মম্বন্ত-
রের মধ্যে ভগবদিচ্ছাবশতঃ অকস্মাৎ প্রলয় হইয়া-
ছিল, এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । আরও, দক্ষের
মানসিক, কাম্বিক প্রজাসৃষ্টিৰ উপযোগী ঐরূপ প্রলয়
বুদ্ধিতে হইবে । যেমন শ্রীভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে উক্ত
হইয়াছে—“চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাপ্তে” (৪।৩০।৪৯)

ইত্যাদি, অর্থাৎ কালপ্রভাবে ভগবতী সতীদেবীর শাপে দক্ষের পূর্বদেহ বিনষ্ট হইলে চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরায় সেই দক্ষ প্রাচৈতসদিগের (ধ্রুববংশীয় প্রাচীনবহি রাজার পুত্রদিগের) পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রেরণায় (কালচোদিতঃ) অভিমত প্রজা (ইষ্টাঃ প্রজাঃ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীবরাহদেব কর্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ বধ, এই দুইটি কার্য্য চাক্ষুষ প্রলয়াস্তে (চাক্ষুষ-মন্বন্তরেই) হইয়াছিল, যেহেতু স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরের আরম্ভে পৃথিবীর উদ্ধারণকালে হিরণ্যাক্ষের জন্মই হয় নাই। যেমন লঘুভাগবতামৃতে ঐ স্থলেই উক্ত হইয়াছে—“উত্তানপাদবংশ্যানাং” (৬০) ইত্যাদি, অর্থাৎ উত্তানপাদবংশ-সম্ভূত প্রাচৈতসদিগের পুত্র দক্ষ, দক্ষের কন্যা দিতি, সেই দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময়ে আদিবরাহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মকল্পের আরম্ভে স্বায়ত্ত্ব মনুর পুত্র ও কন্যা হইতে সুতোৎপত্তি হয় নাই, তখন কোথায় বা দিতি এবং কোথায় বা দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। অতএব মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নের অনুসারে স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে ও চাক্ষুষ-মন্বন্তরে বরাহদেবের যে বিভিন্নাকারে লীলা হইয়াছিল, সেই লীলাদ্বয়কে পৃথকরূপে নির্দেশ না করিয়া একত্র সামান্যাকারে বরাহাবতার মাত্র নির্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ এই স্থলেও কালক্রমে উদ্ভূত মৎস্যদেবের চরিত্র স্পষ্টভাবে পৃথকরূপে নির্দেশ না করিয়া একত্র সামান্যাকারেই বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে মহামুনি শ্রীল শুকদেব “আসীদভীতকল্পান্তে” (৭ম স্কন্ধ), অতীত কল্পের অবসানে ইত্যাদি উক্তির দ্বারা বেদের উদ্ধারকারী যে মৎস্যদেবের কথা বলিয়াছেন, তিনি অন্য, আর সত্যব্রতের অজলিগত চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় মৎস্যদেব অন্য—ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শ্রীল সূত গোস্বামী চাক্ষুষ মন্বন্তরের মৎস্যদেবকেই অবতারমধ্যে গণনা করিয়াছেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—“রূপং স জগৃহে” (১।৩।১৫) অর্থাৎ চাক্ষুষ-মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্রপ্লাবনে (পৃথিবীস্থ সকল দেশ জলমগ্ন হইলে) দশমাবতারে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া নৌকারূপা পৃথিবীতে ভাবি বৈবস্বতমনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—এই স্থলে এইরূপ

বিবেচনা করিতে হইবে, এই বলিয়া, ‘ব্রাহ্ম লয়’ ইত্যাদি। ‘এই মহাকল্পে’ ইত্যাদি উক্তির দ্বারা তাহাও সম্ভব নহে, কারণ মহাপ্রলয়ে পৃথিব্যাদির অবশেষ থাকে না। আবার ‘ব্রাহ্মী নিশা’ ইহা বলায়, দৈনন্দিন লয়ও বলিতে পারি না, কারণ স্বায়ত্ত্বক, অনারম্ভি ইত্যাদি বিনা ‘অকস্মাৎ সপ্তম দিবসে ত্রিলোক নিমজ্জিত হইবে’—এরূপ মৎস্যদেবের উক্তিও সঙ্গত হয় না, অতএব সত্যব্রতের জ্ঞানাদি উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য মায়া দ্বারাই মার্কণ্ডেয় ঋষির ন্যায় তাঁহাকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন। (এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীল স্বামিপাদের) ॥ ৩৭ ॥

তথ্য—

মধ্যে মন্বন্তরস্যেব মুনোঃ শাপান্মনুং প্রতি ।
 প্রলয়োহসৌ বভূবেতি পুরাণে কচিদীর্ঘ্যতে ॥
 অন্নমাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
 প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়তি চ কুব্জচিৎ ॥
 সর্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ ।
 বিষ্ণুধর্মোত্তরে হেতুং মার্কণ্ডেয়ং ভাষিতম্ ॥
 মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবে অদশি মায়ায়া ।
 বিষ্ণুনেতি ব্রুবাপৈশ্চ স্বামিভিনৈষ মন্যতে ॥
 (লঘুভাগবতামৃতে পৃঃ ৪ঃ)

অর্থাৎ স্বায়ত্ত্বমনুর প্রতি অগস্ত্যমুনির অভিশাপ হইয়াছিল বলিয়া মন্বন্তর-মধ্যে প্রলয় হইয়াছিল। এই প্রলয়ের বিষয় মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে। চাক্ষুষমন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছায় আকস্মিক প্রলয় হয়, এই কথা বিষ্ণুধর্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বক্তৃকে বলিয়াছেন। মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। চাক্ষুষ মন্বন্তরাবসানে ভগবান্ মায়া-দ্বারা স্বাপ্নিক-বিষয়ের ন্যায় সত্যব্রতকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন,—এই বাক্য বলিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ মন্বন্তরাবসানে প্রলয় স্বীকার করেন নাই ॥ ৩৭ ॥

মদীয়ং মহীমানঞ্চ পরব্রহ্মৈতি শব্দিতম্ ।

বেৎস্যসানুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈবিত্তং হৃদি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—পরব্রহ্ম ইতি শব্দিতং (খ্যাতং) মে (ময়া) অনুগৃহীতম্ (উপদিষ্টং) সম্প্রশ্নঃ (তৎ-

কৃতৈঃ সম্যক্ পৃচ্ছাভিরেব) হাদি বিরতম্ (অন্তঃ প্রকাশিতং) মদীয়ং মহিমানং চ (মাহাত্ম্যঞ্চ) বেৎস্যসি (অবগতঃ ভবিষ্যসি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে মৎকর্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমা অবগত হইবে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অথ প্রকৃতমনুসরামঃ । কিঞ্চাআ-
রামগণসঙ্গিনস্তব হাদি ব্রহ্মানুবৃত্ত্যা জাগতি, সাপি
মৎকৃপয়ৈব সফলা ভবিষ্যতীত্যাহ—মদীয়মিতি শব্দ-
তং ব্রহ্মশব্দসংস্কৃতিতং মদীয়ং মহিমানং মহতো মম
যো মহিমা একো ধর্মস্তং মমৈব ব্যাপকং নির্বিশেষং
স্বরূপং বেৎস্যসি অনুভবিষ্যসি, মে ময়া অনুগৃহীতং
তুভ্যং প্রসাদীকৃত্য দত্তমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মস্বরূপস্য মদীয়-
ত্বেন ময়া দত্তং শক্যত্বাদেব তদর্থং তব পৃথক্
জ্ঞানাদিপ্রদ্যাসেনালমিতি ভাবঃ । কেন প্রকারেণানু-
গ্রহীষ্যসীত্যত আহ—সংপ্রস্নৈস্তুয়া কৃতৈস্তৎপ্রত্যুত্তর-
ত্বেন তব হাদি হৃদয়ে বিরতং বিরতীকৃত্য মনৈবানি-
দ্দিশ্যমপি তদ্ বলাৎ গ্রাহিতমিত্যর্থঃ । বিষয়গ্রহণার্থং
জীবেভ্যো যথা বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনি সৃষ্টা দত্তবানস্মি
তথৈব ব্রহ্মস্বরূপগ্রহণার্থমপি কিমপি স্বসামর্থ্যং তুভ্যং
কৃপয়া দাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আচারামগণের সঙ্গ-
বশতঃ তোমার হৃদয়ে যদি ব্রহ্মস্বরূপ জানিবার ইচ্ছা
জাগ্রত হয়, তাহা হইলে তাহাও আমার কৃপাতেই
সফল হইবে, ইহা বলিতেছেন—‘মদীয়ম্’ ইত্যাদি ।
‘শব্দিতং’—ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সংস্কৃতিত (অর্থাৎ পর-
ব্রহ্ম শব্দবাচ্য), ‘মদীয়ং মহিমানং’—মহান্ আমার
যে মহিমা, অর্থাৎ এক ধর্ম, তাহা আমারই ব্যাপক
নির্বিশেষ স্বরূপ—ইহা তুমি অনুভব করিবে অর্থাৎ
আমিই তোমাকে অনুগ্রহপূর্বক অনুভব করাইব, এই
অর্থ । ঐ ব্রহ্মস্বরূপ আমারই বলিয়া আমি প্রদান
করিতে সমর্থ, অতএব তাহার নিমিত্ত পৃথকরূপে
জ্ঞানাদি অর্জনের প্রয়োজন নাই—এই ভাব । যদি
বলেন—কিপ্রকারে অনুগ্রহ করিবেন ? তাহাতে
বলিতেছেন—‘সংপ্রস্নৈঃ’, তুমি প্রশ্ন করিলে তাহার
প্রত্যুত্তররূপে তোমার হৃদয় প্রকাশিত হইয়া, অর্থাৎ
আমিই অনিদ্দিশ্য হইলেও সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ বল-
পূর্বক গ্রহণ করাইব, এই অর্থ । বিষয়গ্রহণের জন্য

জীবগণকে যেমন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া
প্রদান করিয়াছি, তদ্রূপই ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণের নিমিত্ত
আমার কোনও সামর্থ্য তোমাকে কৃপাপূর্বক প্রদান
করিব—এই ভাব ॥ ৩৮ ॥

ইথমাদিশ্য রাজানং হরিরন্তরধীয়ত ।

সোহস্রবৈষ্কৃত তং কালং যং হ্রষীকেশ আদিশৎ ॥ ৩৯ ॥

অশ্বয়ঃ—হরিঃ রাজানং (সত্যব্রতম্) ইথং
(পূর্বোক্তম্) আদিশ্য অন্তরধীয়ত (তত্রৈব অন্তহিতঃ
বভূব) । সঃ (সত্যব্রতশ্চ) হ্রষীকেশঃ (গ্রীহরিঃ)
যং (কালম্) আদিশৎ (নির্দিষ্টবান্) তম্ (এব)
কালম্ অশ্ববৈষ্কৃত (প্রতীক্ষিতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—গ্রীহরি রাজাকে এইরূপ আদেশপূর্বক
সেখানেই অন্তহিত হইলেন । সত্যব্রতও গ্রীহরির
আদিষ্টকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

আত্মীয়া দর্ভান্ প্রাক্কুলান্ রাজাশিঃ প্রাণ্ডদমুখঃ ।

নিষসাদ হরেঃ পাদৌ চিত্তয়ন্ মৎস্যরাপিণঃ ॥ ৪০ ॥

অশ্বয়ঃ—রাজাশিঃ (সত্যব্রতঃ) প্রাক্কুলান্ (প্রাগ-
গ্রান্) দর্ভান্ (কুশান্) আত্মীয়া (বিস্তারয়ন্)
প্রাণ্ডদমুখঃ (ঈশানকোণাভিমুখঃ সন্) মৎস্যরাপিণঃ
হরেঃ (বিষ্ণোঃ) পাদৌ চিত্তয়ন্ (হাদি স্মরন্) নিষসাদ
(উপবিষ্টবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—রাজাশি তখন পূর্বাগ্র কুশসকল বিস্তার-
পূর্বক ঈশানকোণাভিমুখী হইয়া মৎস্যরাপী গ্রীহরির
চরণযুগল হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে উপবিষ্ট
রহিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাণ্ডত্তরয়োরন্তরালে মুখং যস্য সঃ
॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘প্রাণ্ডদমুখঃ’—পূর্ব ও উত্তর
দিকের অন্তরালে মুখ বাহার, অর্থাৎ ঈশানকোণাভি-
মুখী হইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৪০ ॥

ততঃ সমুদ্র উদ্ভেলঃ সর্বতঃ প্রাবল্লগ্যহীম্ ।

বর্দ্ধমানো মহামৈশ্বর্যধিঃ সমদৃশ্যত ॥ ৪১ ॥

অবয়বঃ—ততঃ বর্ষভিঃ (বর্ষণং কৃতবন্তিঃ) মহামেঘৈঃ (মহন্তিঃ জলধরৈঃ) বর্দ্ধমানঃ (বৃদ্ধিং গতঃ) সমুদ্রঃ উদ্বেলঃ (বেলাতুমিং লত্বয়ন্) সর্বতঃ (সর্বদিক্ষু) মহীং (পৃথিবীং) প্রাবয়ন্ (মজ্জয়ন্) সমদৃশ্যত (সত্যব্রতেন দৃষ্টঃ বভূব) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বর্ষণশীল মহামেঘ দ্বারা সমুদ্র বর্দ্ধিত হইতে হইতে ভীরভূমি লত্বয়ন করিয়া সমস্ত দিকে পৃথিবীকে প্রাবিত করিতে দৃষ্ট হইল ॥ ৪১ ॥

ধ্যায়ন্ ভগবদাদেশং দদুশে নাবমাগতাম্ ।

তামারুরোহ বিপ্রেন্দ্রৈরাদায়ৌষধিবীরুধঃ ॥ ৪২ ॥

অবয়বঃ—ভগবদাদেশং (ভগবতঃ নির্দেশং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) সঃ (সত্যব্রতঃ) আগতাম্ (উপস্থিতাং) নাবং (নৌকাং) দদুশে (দৃষ্টবান্, ততঃ) ওষধিবীরুধঃ (ওষধিভূতাঃ লতাঃ) আদায় বিপ্রেন্দ্রৈঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠৈঃ ঋষিভিঃ সহ) তাং (নৌকাম্) আরুরোহ (আরূঢ়বান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—ভগবানের আদেশ চিন্তা করিতে করিতে সত্যব্রত নৌকা সমাগতা দেখিয়া ওষধিলতা-সমূহ গ্রহণপূর্বক বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ সহ উহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

তমুচুর্মুনয়ঃ প্রীতা রাজন্ ধ্যায়ন্ত কেশবম্ ।

স বৈ নঃ সঙ্কটাদস্মাদবিতা শং বিধাস্যাতি ॥ ৪৩ ॥

অবয়বঃ—মুনয়ঃ (সন্তুষ্টয়ঃ) প্রীতাঃ (সন্তঃ) তম্ উচুঃ—(হে) রাজন্ ! কেশবং (নারায়ণং) ধ্যায়ন্ত (চিন্তয়) , স বৈ (স কেশব এব) অস্মাৎ সঙ্কটাত্ (প্রলয়রূপবিপদঃ) নঃ (অস্মান্) অবিতা (রক্ষিষ্যাতি) শং (মঙ্গলঞ্চ) বিধাস্যাতি (করিষ্যাতি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে মুনীগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্ ! তুমি ভগবান্ কেশবকে চিন্তা কর, তিনিই এই সঙ্কট হইতে আমাদিগকে রক্ষাপূর্বক বিধান করিবেন ॥ ৪৩ ॥

সোহনুধ্যাতস্ততো রাজা প্রাদুরাসীন্নহাৰ্ণবে ।

একশৃঙ্গধরো মৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ ॥ ৪৪ ॥

অবয়বঃ—ততঃ (ঋষিবচনাৎ) রাজা (সত্যব্রতেন) অনুধ্যাতঃ (নিরন্তরং চিন্তিতঃ) সঃ (শ্রীহরিঃ) নিযুত-যোজনং (নিযুতযোজনপরিমিতঃ) একশৃঙ্গধরঃ হৈমঃ (স্বর্ণাভঃ) মৎস্যঃ (মৎস্যরূপধরঃ সন্) মহাৰ্ণবে (প্রলয়মহাসমুদ্রে) প্রাদুরাসীৎ (প্রাদুর্ভূতঃ বভূব) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তখন রাজা নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকিলে, শ্রীহরি নিযুতযোজন পরিমিত, একশৃঙ্গধারী সুবর্ণাভ মৎস্যরূপে প্রলয়-মহাসাগরে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

নিবধ্য নাবং তচ্ছৃজে যথোক্তো হরিণা পুরা ।

বরত্রেণাহিনা তুষ্টমুষ্টিব মধুসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥

অবয়বঃ—হরিণা পুরা (পূর্বং) যথা উক্তঃ (কথিতঃ) তথা স রাজা) তচ্ছৃজে (তস্য মৎস্যস্য শৃঙ্গে) বরত্রেণ (ডোরকরাপেণ) অহিনা (বাসুকিনা সর্পেণ) নাবং নিবধ্য (সমাসজ্য) তুষ্টঃ (সন্) মধুসূদনং (শ্রীহরিং) তুষ্টাব (স্তবতি স্ম) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরির পূর্বকথিত-বাক্যের অনুযায়ী রাজা ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি-সর্পদ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করিয়া সুষ্টচিহ্নে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—বরত্রেণ ডোরকরাপেণ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘বরত্রেণ’—রজ্জুরূপ বাসুকির দেহ দ্বারা (নৌকাটিকে মৎস্যমুষ্টির শৃঙ্গে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ সত্যব্রত ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি করিতে লাগিলেন ।) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

অনাদ্যবিদ্যোগহতাত্মসংবিদ-

শূন্যলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ ।

যদচ্ছ্লোপস্থতা যমাপ্নু-

বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরুভবান্ ॥ ৪৬ ॥

অবয়বঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—অনাদ্যবিদ্যোগ-হতাত্মসম্বিদঃ (অনাদিঃ সনাতনী যা অবিদ্যা অজ্ঞানং তন্না উপহতা বিনষ্টা আত্মসংবিৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানং যেমাং তে অতএব) শূন্যলসংসার-পরিশ্রমাতুরাঃ

(তন্মূলঃ অবিদ্যামূলকঃ যঃ সংসারঃ শরীরপরিগ্রহঃ তত্র চ যঃ পরিশ্রমঃ ত্রিতাপাভিভবজনিতা শ্রান্তিঃ তেন আতুরাঃ দুঃখিতাঃ জনাঃ) ইহ (সংসারে) যদৃচ্ছয়া (যাদৃচ্ছিকসুকৃতমূলয়া ত্বৎকৃপয়া ইত্যর্থঃ) উপসৃতাঃ সদাচার্য্যাদ্বারা সংশ্রিতাঃ সন্তঃ) যন্ আপ্নুয়ুঃ (প্রাপ্নুয়ুঃ, সঃ) ভবান্ (এব) বিমুক্তিদঃ (মুক্ত্যুপায়ভূতঃ) ন (অস্মাকং) পরমঃ গুরুঃ (নিতরাং প্রাপ্য গুরু তত্ত্ব-প্রম্প্রেরণয়া হিতোপদেশটুত্বেন অজ্ঞাননিবর্তনে ন চ উপায়ভূতশ্চ আসীৎ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অনাদি অবিদ্যা-দ্বারা যাহাদের আত্ম-জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য অবিদ্যামূল-সংসারে তাপব্রহ্ম-জনিত কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাঁহারা জগতে ইহ ভক্ত্যুপায়ী সুকৃতবশতঃ সাধু ও আচার্য্যগণের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আপনি সেই মুক্তিপ্রদ ও আমাদের পরম গুরু ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ—অনাদির্ষা অবিদ্যা তয়া উপহতা আরিতা আত্মসম্বিৎ যেষাং তে । অতএবাবিদ্যামূলৈঃ সংসারপরিশ্রমৈরাতুরাঃ । ইহ সংসারে ভ্রমন্ত এব যদৃচ্ছয়া যাদৃচ্ছিক্যা ভক্তকৃপয়েত্যর্থঃ । উপসৃতা আশ্রিতা যন্ আপ্নুয়ুঃ, স ভবান্ গ্রহিৎ ভিন্দ্যাদিত্যন্ত-রেণান্বয়ঃ । পরমো গুরুরিতি মদ্বিষয়কযাদৃচ্ছিক-কৃপাবন্তো ভক্ত্যুপদেশকাঃ সন্তুষ্টো মে গুরুবন্তেষামপি ভক্ত্যুপদেশকত্বং মৎপরমগুরুরিত্যর্থঃ । যদ্বা ; ত্বম-বতীর্ষ্য কদাচিৎ কেষাঞ্চিদ্ গুরুঃ কেষাঞ্চিৎ পরম-গুরুশ্চ ভবসীতি কশ্চিদবতার এব সূচিতঃ । প্রতি-শ্লোকমেব গুরুপদপ্রয়োগাদবসীযতে ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসং-বিদঃ’—অনাদি য়ে অবিদ্যা, তাহার দ্বারা আরত হই-য়াছে আত্মজ্ঞান যাহাদের, তাহারা । অতএব অবিদ্যা-মূলক সংসার-ক্লেশে কাতর হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতেই ‘যদৃচ্ছয়া’—যাঁহার ইচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ভক্ত্যুপদেশের কৃপাতে শরণাগত হইয়া যাহাকে লাভ করে, সেই আপনি আমার হৃদয়গ্রহিৎ ছিন্ন করুন—ইহা পরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে । ‘পরমঃ গুরুঃ’—আমাতে অহৈতুকী করুণাবর্ষণকারী ভক্তির উপদেশক সন্তমিগণ আমার শ্রীগুরুদেব, তাঁহাদেরও ভক্ত্যুপদেশটা বলিয়া আপনি আমার পরম গুরু । অথবা—আপনি অবতীর্ণ হইয়া কখনও কাহাদের

গুরু এবং কাহাদের পরমগুরু হন, ইহাতে কোন অবতাররূপই সূচিত হইতেছেন । প্রতিশ্লোকেই গুরু-পদের প্রয়োগহেতু এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হয় ॥ ৪৬ ॥

জনোহবুধোহয়ং নিজকর্মান্ববন্ধনঃ

সুখেচ্ছয়া কর্ম সমীহতেহসুখম্ ।

যৎসেবয়া তাং বিধুনোত্যসন্নতিং

গ্রহিৎ স ভিন্দ্যাদ্ভদয়ং স নো গুরুঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবুধঃ (দেহাত্মাদ্যাভিমানবান্) নিজ-কর্মান্ববন্ধনঃ (পুণ্যাপান্ন কানাদি কর্ম-বশ্যম্) অয়ং জনঃ (জন্মমরণাদিভাক্ জীববর্গঃ) সুখেচ্ছয়া (শব্দাদি-বৈষয়িক-সুখসম্পাদনেচ্ছয়া) অসুখং (দুঃখং যথা তথা) কর্ম সমীহতে (চেষ্টতে), যৎসেবয়া (যস্য তব সেবয়া) তাম্ অসন্নতিং (দেহাত্মাদ্যাভিমান-স্বতন্ত্রাত্মাভিমানরূপাম্ অসতীং মতিং) বিধুনোতি (নিরসয়তি), সঃ গুরুঃ (হিতোপদেশটা অজ্ঞান-নিবর্তকশ্চ ভবান্) নঃ (অস্মাকং) হৃদয়ং গ্রহিৎ ভিন্দ্যৎ (অপনুদ্যৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, কর্ম্মাধীন এই জীবগণ সুখ-সম্পাদনের আশায় দুঃখকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে । যাঁহার সেবার দ্বারা ঐ প্রকার দুর্ন্যতি বিনষ্ট হয়, সেই পরম গুরু আপনি আমাদের ঐরূপ অসতী মতিরূপ হৃদয়গ্রহিৎ ছিন্ন করুন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ ত্বাং বিনা প্রকারান্তরেণ নিস্তার ইত্যাহ—জীবো ন বিদ্যতে বস্তুতঃ সুখং যতন্তৎ । তাং সুখেচ্ছাম্ । হৃদয়ং হৃদয়গ্রহিৎমজ্ঞানং স ভিন্দ্যৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনাকে ব্যতীত প্রকারান্তরে নিস্তার নাই, ইহা বলিতেছেন—‘জনঃ’ ইত্যাদি । জন বলিতে জীব, ‘অসুখং কর্ম্ম’—যথার্থ সুখ যাহা হইতে নাই, তাদৃশ (দুঃখজনক কর্ম্মের আচরণ করে) । ‘তাং’—সেই সুখের ইচ্ছা যাঁহার সেবাদ্বারা পরিহার করা সম্ভব হয়, সেই আপনি ‘হৃদয়ং গ্রহিৎ’—আমাদের হৃদয়ে স্থিত অজ্ঞানরূপ গ্রহিৎ (বন্ধন) ছিন্ন করুন ॥ ৪৭ ॥

যৎসেবয়্যাগ্নেরিব রুদ্ররোদনং

পুমান্ বিজহ্যাম্ভলমাত্মনস্তমঃ ।

ভজেত বর্ণং নিজমেষ সৌহৃদ্যো

ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোঃ ॥ ৪৮ ॥

অর্থঃ—রুদ্ররোদনং (রজতপিণ্ডঃ সুবর্ণ-পিণ্ডো বা) অগ্নেঃ আত্মনঃ মলম্ ইব (যথা অগ্নেঃ সেবয়া স্বকীয়ং মলং বিজহাতি তথা) পুমান্ (মুমুক্শুঃ পুরুষঃ অপি) যৎসেবয়া (যস্য তব সেবয়া) আত্মনঃ তমঃ (তমোবৎ তিরোধ্যাকং পুণ্যাপুণ্যকর্মাঙ্কং পাপং) বিজহ্যৎ (ভজেৎ), নিজং (স্বাভাবিকং) বর্ণং (স্বরূপঞ্চ) ভজেত (প্রাপুয়াৎ), এষঃ সঃ অব্যয়ঃ ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) নঃ অত্মাকং গুরুঃ ভূয়াৎ (অতঃ) সঃ (এব) গুরোঃ (অপি) পরমঃ (গুরুঃ অর্বাচীনগুরুশামপি আচার্যভূতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সুবর্ণ বা রজতপিণ্ড যেরূপ অগ্নির সেবায় স্বীয় মল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুমুক্শু পুরুষও যাঁহার সেবায় পুণ্য-পাপকর্মাঙ্ক স্বকীয় মল পরিত্যাগ করে ও নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই অব্যয় পরমেশ আমাদের গুরু হউন, যেহেতু তিনি আমাদের গুরুও গুরুস্বরূপ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ জানেনৈবাজ্ঞানং নশ্যেদিতি বাচ্য-মিত্যাহ—যস্য সেবয়ৈব পুমান্ জীবঃ আত্মনঃ স্বস্য তমোহজ্ঞানরূপং মলং বিজহ্যৎ, যথা রুদ্ররোদনং রজতং স্বর্ণঞ্চ । ‘যদরোদীতরুদ্রস্য রুদ্রত্বং যদশ্রুত অশীর্ঘ্যত তদ্রজতং হিরণ্যমভবদি’তি শ্রুতেঃ । তৎ খল্বগ্নেঃ সম্পর্কাদেব মলং জহাতি, স্বং রূপং স্বরূপঞ্চ ভজেৎ ন তু ক্কালাদিত্যস্তথা জ্ঞানাদিভিন্ন মলত্যাগ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হইবে, এইরূপ বলিতে পারেন না, ইহা বলিতেছেন—‘যৎসেবয়া’, যাঁহার সেবার দ্বারাই জীব নিজের অজ্ঞানরূপ মল পরিত্যাগপূর্বক নিজস্বরূপ লাভ করে, যেমন ‘রুদ্ররোদনং’, রৌপ্য বা স্বর্ণ অগ্নির সংস্পর্শে নির্মল হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয় । শ্রুতিতে উক্ত আছে—‘যদ্ অরোদীৎ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ মহাদেব জন্মগ্রহণের পর রোদন করেন বলিয়া ‘রুদ্র’ নামে অভিহিত হন এবং তৎকালে যে অশ্রুত বশিত হইয়াছিল, তাহাই রৌপ্য ও স্বর্ণরূপে পরিণত হয় । সেই

রৌপ্য বা স্বর্ণ অগ্নির সংস্পর্কেই মল পরিত্যাগ করে এবং নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্কালাদির দ্বারা নহে, তদ্রূপ জ্ঞানাদির দ্বারা মলস্বরূপ তামসভাব (তমঃ মলং) বিনষ্ট হয় না, এই অর্থ ॥ ৪৮ ॥

ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশ-

মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্ ।

কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-

স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥

অর্থঃ—অন্যে (হৃদ্বিন্ধাঃ) দেবাঃ, গুরবঃ (আচার্য্যাঃ), জনাঃ চ সমেতাঃ (মিলিতাঃ) স্বয়ং (ভবম্বিরপেক্ষাঃ সন্তঃ) পুংসঃ যৎ প্রসাদাযুতভাগলেশং (যস্য তব প্রসাদস্য অনুগ্রহস্য যঃ অযুতভাগঃ তস্য লেশমাত্রমপি) কর্তুং (আচরিতুং) ন প্রভবন্তি (ন সমর্থ্যঃ ভবন্তি), তম্ ঈশ্বরং ত্বাং (ভবন্তং) শরণম্ (অনন্যভূতমাত্রম্) প্রপদ্যে (গচ্ছামি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অন্য দেব, গুরু এবং লোকসকল স্বত্ত্বভাবে কিংবা সমবেত হইয়া যে পুরুষের কৃপার অযুতভাগের একভাগমাত্রও প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, সেই পরমেশ্বর আপনাকে আশ্রয় করি ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্ত্বাং বিহায় বাটিতি প্রসাদা অপি দেবাদয়ো নৈব সেব্যা ইত্যাহ নেতি । যৎ প্রসাদস্য-যুতভাগস্তস্য লেশমাত্রমপ্যন্যে দেবাঃ, গুরবঃ, পিত্তা-দয়ো জনাঃ সুখদিৎসবো নৃপাদয়শ্চ সর্বে সমেতা অপি স্বয়ং তম্বিরপেক্ষাঃ সন্তঃ কর্তুং ন প্রভবন্তি ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সহজে প্রসন্ন হইলেও দেবতা প্রভৃতি কখনই সেবনীয় নহেন, ইহা বলিতেছেন—‘ন’ ইত্যাদি । ‘যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশম্’—যাঁহার অনুগ্রহের যে অযুতভাগ, তাহার লেশমাত্রও, ‘অন্যে’—অপর দেব-গণ, গুরুগণ, পিত্তাদি আত্মীয়স্বজন এবং সুখদায়ক নৃপতিগণ, সকলে মিলিত হইয়াও অথবা স্বতন্ত্রভাবে, ‘কর্তুং ন প্রভবন্তি’—সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না, (আমি জীবের ঈশ্বর সেই আপনাকেই আশ্রয় করি-তেছি ।) ॥ ৪৯ ॥

অচক্ষুরক্ষস্য যথাগ্রণীঃ কৃত-

স্তথা জনস্যাবিদুষোহবুধো গুরুঃ ।

ত্বমর্কদৃক্ সর্বদৃশাং সমীক্ষণো

বৃত্তো গুরুর্ন স্বগতিং বুভুৎসতাম্ ॥ ৫০ ॥

অর্থঃ—যথা অক্ষস্য (চক্ষুরিন্দ্রিয়হীনস্য) অচক্ষুঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়ঃ হীনঃ এব) অগ্রণীঃ (নেতা) কৃতঃ (কৃতঃ), তথা অবিদুষঃ (মূর্খস্য) জনস্য অবুধঃ (অজ্ঞ এব) গুরুঃ (উপদেশটা কৃতঃ) অর্কদৃক্ (অর্কপ্রকাশকঃ স্বতঃপ্রকাশকঃ জ্ঞানং যস্য সঃ অতঃ) সর্বদৃশাং (সর্বেন্দ্রিয়াণাং) সমীক্ষণঃ (প্রকাশকঃ) ত্বং (ত্বানপি) স্বগতিং বুভুৎসতাম্ (স্বস্য আশ্রয়ঃ গতিং যথা ত্বং বোদ্ধুম্ ইচ্ছতাম্ ইচ্ছতিঃ ইত্যর্থঃ) নঃ (অস্মাভিঃ) গুরুঃ বৃত্তঃ (হিতোপদেশটা কৃতঃ অসি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অন্ধ যেরূপ অন্ধকে অগ্রগামীরূপে কল্পনা করে, সেইরূপ অবুধব্যক্তিও অবুধকেই গুরুপদে বরণ করে। আমরা আশ্রয় জানিতে ইচ্ছুক সেইজন্য সূর্য্যবৎ স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞানসম্পন্ন, সর্বেন্দ্রিয় প্রকাশক আপনাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছি ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—যতন্তুৎসেবয়া বিনা পুমান্ ন মলং বিজহ্যাদিত্যুক্তমতন্তুৎসেবানুপদেশটা গুরুরপি ন সেব্য ইত্যাহ অচক্ষুরিতি। অবিদুষো জনস্যাবুধোহপণ্ডিতঃ পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিদিতি “মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে” ইতি ত্বদুত্তেজস্ত্যুপদেশটৈব বুধঃ স এব গুরুরন্যন্তুনর্থহেতুরিত্যর্থঃ। অতএব নোহস্মাকং স্বগতিং ভক্তিং বুভুৎসতাং গুরোর্বৃত্তো যঃ স তু ত্বমেব সাক্ষাদিত্যর্থঃ। অর্কদৃক্ অর্ক ইব দৃশ্য ইত্যর্থঃ। সর্বদৃশাং সর্বেন্দ্রিয়াণাং সর্বেন্দ্রিয়াণাং সর্বজ্ঞানানাঞ্চ সমীক্ষণঃ প্রকাশক ইতি পক্ষত্রয়ে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু আপনার সেবা বিনা জীব হৃদয়ের অজ্ঞানরূপ মালিন্য অপসারিত করিতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে, অতএব যাঁহারা আপনার সেবার উপদেশ করেন না, তাদৃশ গুরুদেবও সেব্য নহেন, ইহা বলিতেছেন—‘অচক্ষুঃ’ ইত্যাদি, অর্থাৎ অন্ধের পথপ্রদর্শক অন্ধ যেরূপ, ‘অবিদুষঃ জনস্য অবুধঃ গুরুঃ’—অজ্ঞানের পক্ষে অবুধ গুরুও সেরূপই হয়। ‘অবুধ’—বলিতে অপণ্ডিত, যাঁহারা

বন্ধন-মোচনে অভিজ্ঞ তাঁহারাই পণ্ডিত। ‘আমাকেই যাঁহারা আশ্রয় করে, তাঁহারা আমার এই দৈবী মায়াতে অতিক্রম করিতে পারে’ ইত্যাদি আপনার উক্তি অনুসারে ভক্তির উপদেশটাই বুধ (পণ্ডিত), তিনিই শ্রীগুরুদেব, অপরে কেবল অনর্থের হেতু, এই অর্থ। অতএব আমরা ‘স্বগতিং’—নিজ গতি অর্থাৎ ভক্তি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছি, তিনি সাক্ষাৎ আপনিই, এই অর্থ। ‘অর্কদৃক্’—আপনি সূর্য্যের মত দৃশ্য, এই অর্থ। ‘সর্বদৃশাং’—আপনি জীবগণের সকল নেত্রের, সকল ইন্দ্রিয়ের এবং সর্বজ্ঞানের ‘সমীক্ষণঃ’—প্রকাশক, ইহা তিনটি পক্ষেই বুঝিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

জনো জনস্যাশিত্যেহসতীং গতিং

যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ ।

ত্বং ত্বায়াং জানমমোঘমজসা

প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদম্ ॥ ৫১ ॥

অর্থঃ—জনঃ (প্রাকৃতঃ গুরুঃ) জনস্য (শিষ্যস্য) অসতীং গতিম্ (অর্থকামাদিমতিম্) আদিশতে (উপদিশতি), যয়া (অসত্যা মত্যা জনঃ) দুরত্যয়ং (দুরতিক্রম্যং) তমঃ (অজ্ঞানতাং) প্রপদ্যেত (লভেত), ত্বং তু অমোঘং (অব্যর্থম্) অব্যয়ং (সনাতনং) জ্ঞানম্ (আদিশসি), জনঃ (মুমুক্শুঃ) যেন (জ্ঞানেন) অজসা (ঐচ্ছিত্যি) নিজং পদং (স্ব-স্বরূপং প্রপদ্যতে (লভতে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃতগুরু শিষ্যকে অর্থ-কামাদিবুদ্ধি প্রদান করেন, লোক তাহা হইতে দুরতিক্রম অজ্ঞানতা লাভ করে, কিন্তু তুমি অব্যর্থ সনাতনজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাক, মুমুক্শুব্যক্তি সেই জ্ঞানদ্বারা সত্ত্বরই নিজ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্টান্তব্যক্তিগতমর্থং স্পষ্টমাহ—জন ইতি আদিশতে উপদিশতি, অতঃ প্রাকৃতো গুরুরনর্থ-হেতুর্দূরে পরিহরণীয় ইত্যর্থঃ। ত্বন্তু গুরুরূপাব-তীর্ণঃ। অব্যয়ং জ্ঞানভক্ত্যুৎসাহ জ্ঞানমেব উপদিশসি ন তু কেবলং বিদ্যাময়ং যৎফলমুৎপাদ্য ব্যোতীত্যর্থঃ। নিজং পদং ত্বচ্চরণারবিন্দং বৈকুণ্ঠং বা ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৃষ্টান্তব্যক্তিগত অর্থই স্পষ্ট-

ভাবে বলিতেছেন—‘জনঃ’ ইত্যাদি। ‘আদিশতে’—উপদেশ করে (অর্থাৎ প্রাকৃত গুরু লোককে অসঙ্গতি বলিতে অর্থ, কামাদি-বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করে)। অতএব অনর্থের হেতু প্রাকৃত গুরু দূর হইতেই পরিহরণীয় (পরিত্যাগের যোগ্য)—এই অর্থ। কিন্তু আপনিই গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ‘অব্যয়ং’—অব্যয় বলিতে জ্ঞান ও ভক্তি হইতে উদ্ধৃত জ্ঞানই আপনি উপদেশ করেন, কিন্তু কেবল বিদ্যাময় জ্ঞান নহে, যাহা ফল উৎপন্ন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এই অর্থ। ‘নিজং পদং’—নিজপদ বলিতে আপনার চরণকমল অথবা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইতে পারে (অর্থাৎ আপনি অক্ষয় অব্যর্থ ভক্তিরূপ জ্ঞানের উপদেশ করেন, যাহা দ্বারা লোক যথার্থরূপে সত্ত্ব আপনার চরণকমল লাভ করিতে সমর্থ হয়) ॥ ৫১ ॥

ত্বং সর্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো

হ্যাত্মা গুরুর্জানমভীষ্টসিদ্ধিঃ

তথাপি লোকো ন ভবন্তমক্ষধী-

জানাতি সত্ত্বং হাদি বন্ধকামঃ ॥ ৫২ ॥

অম্বয়ঃ—ত্বং (ভবান্) সর্বলোকস্য (নিখিল-জীবস্য) সুহৃৎ (হিতৈষী) প্রিয়েশ্বরঃ (প্রিয়ঃ প্রীতি-বিষয়শ্চ অসৌ ঈশ্বরঃ অন্তঃ প্রবিষ্টঃ নিয়ন্তা চ) আত্মা (ধারকঃ) গুরুঃ (হিতোপদেশট্টা) জ্ঞানং (সৎজ্ঞান-প্রবর্তকঃ) অভীষ্টসিদ্ধিঃ হি (বাঞ্ছিতফলদশ ভবসি) তথা অপি অক্ষধীঃ (মূঢ়মতিঃ) হাদি বন্ধকামঃ (নিবন্ধ-দুর্কাসনঃ) লোকঃ সত্ত্বং (নিয়ন্তৃত্বেন বর্তমানং) ভবন্তং ন জানাতি (ন অনুভবিতুম্ অর্হতি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্বলোকের সুহৃৎ, প্রিয়, নিয়ন্তা, আত্মা, হিতোপদেশট্টা, সত্যজ্ঞানপ্রবর্তক এবং বাঞ্ছিত-ফলপ্রদাতা, চিত্তে দুর্কাসনা নিবন্ধ থাকায়, মূঢ়মতি লোক নিত্য বিরাজমান আপনাকে জানিতে পারে না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—নম্বেবং গুরুভূতং মাং কিমিতি সর্বং ন প্রপদ্যন্তে, দুর্বুদ্ধিহাদিত্যাহ ত্বমিতি সুহৃদাদিরূপ ইত্যন্যে সুহৃদাদয়ো বস্তুতঃ সুহৃদাদয়ো নৈব ভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বাঃ সুহৃৎ, সখ্যাবাবিষয়ঃ প্রিয়ঃ

কান্ত্যাবাবিষয়ঃ, ঈশ্বরঃ দাস্যাবাবিষয়ঃ। আত্মা শাস্ত্যাবাবিষয়ঃ। গুরুর্দাস্যাবাবিশেষবিষয়ঃ। যদ্বাঃ অন্তঃ সুতাদিরিতি বাৎসল্যাবাবিষয়ঃ। জ্ঞানং ভাবশূন্যানাং কেবলমোক্ষপ্রদঃ। অভীষ্টসিদ্ধিঃ সকা-মানাং সর্বকামপ্রদ ইতি। সত্ত্বং সাধুরূপং ত্বামক্ষ-ধীরসাধুর্যতো হাদি নিবন্ধদুর্কাসনঃ ॥ ৫২ ॥

ঈশ্বরের বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই প্রকার গুরুরূপ আমার কিজন্য সকলে শরণগ্রহণ করে না? তাহার উত্তরে দুর্বুদ্ধিহেতুই, ইহা বলি-তেছেন—‘ত্বং’ ইত্যাদি (অর্থাৎ আপনিই সকল লোকের সুহৃৎ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান ও অভীষ্ট সিদ্ধিরূপ)। অপর এই জগতের বন্ধু প্রভৃতি যথার্থ বন্ধু কখনই হইতে পারে না, এই অর্থ। অথবা—সুহৃৎ বলিতে সখ্যাবাবের বিষয়, প্রিয়—কান্ত্যাবাবের বিষয়, গুরু—দাস্যাবাবিশেষের বিষয়। অথবা—অন্তঃ পুত্রাদি বাৎসল্যাবাবের বিষয়। ভাব-শূন্য জ্ঞানিজনের জ্ঞান কেবল মোক্ষপ্রদ। সকা-ম ব্যক্তিগণের অভীষ্টসিদ্ধি বলিতে তাহাদের সর্ব কাম-নার প্রদাতা আপনি। ‘সত্ত্বং’—সাধুরূপী আপনাকে ‘অক্ষধীঃ’—অসাধু জন বুঝিতে পারে না, যেহেতু তাহাদের হৃদয়ে দুর্কাসনা নিবন্ধ রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥

তং ত্বামহং দেববরং বরেণ্যং

প্রপদ্য ঈশং প্রতিবোধনায়।

ছিদ্ধার্থদীপৈর্ভগবন্ বচোভি-

গ্রহীন্ হৃদয়ান্ বিরহু স্বমোকঃ ॥ ৫৩ ॥

অম্বয়ঃ—(হে) ভগবন্ ! অহং (তু) প্রতি-বোধনায় (আত্মজ্ঞানলাভার্থং) তং (তাদৃশং) দেববরং (দেবনামাদি পূজ্যতমং) বরেণ্যং (শরণীয়তমম্) ঈশং (নিয়ন্তারং) ত্বাং (ভবন্তং) প্রপদ্যে (শরণং লভে, ত্বং) অর্থ দীপৈঃ (পরমপুরুষার্থভূত-পরমাত্ম-স্বরূপ-প্রকাশকৈঃ) বচোভিঃ (উপদেশবাক্যৈঃ) হৃদয়ান্ (হৃদয়গতান্) গ্রহীন্ (গ্রহিবৎ অনির্মোচ্যান্ দেহাত্মাভিমানাদীন্) ছিদ্ধি (খণ্ডয়), স্বং (স্বকীয়ম্) ওকঃ (স্থানং পদং) বিরহু (মাং প্রতি প্রকাশয়) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্ ! আত্মজ্ঞানলাভের জন্য তাদৃশ দেববরবরেণ্য নিয়ন্তৃস্বরূপ আপনার শরণ লাভ

করিতেছি। আপনি পরমার্থপ্রকাশক উপদেশবাক্য-
দ্বারা মদীয় হৃদয়গত-গ্রহি খণ্ডন এবং স্বকীয় পদ
প্রকাশ করুন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—অহন্ত ত্বত্ত্বকৃপাসিদ্ধজনবিগতাক্ষান্তা-
মেব গতিং পশ্যামীত্যাহ—তমিতি প্রতিবোধনায় সং-
সারশয্যায় নিদ্রাণং মাং কৃপয়া প্রতিবোধয়েত্যর্থঃ।
অর্থদীপেঃ পরমার্থপ্রকাশকৈর্হৃদয়ভবান্ গ্রহীন্
স্বমোকো বৈকুণ্ঠং বিবৃণু তৎপ্রাপকবন্ধা গ্রহি ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার ভক্তের কৃপায় সিদ্ধ
যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারা আমার অজ্ঞানরূপ অন্ধতা
বিদূরিত হওয়ায় আপনাকেই আমার আশ্রয়রূপে
লাভ করিয়াছি, ইহা বলিতেছেন—‘তম্’ ইত্যাদি।
‘প্রতিবোধনায়’—সংসার শয্যায় নিদ্রিত আমাকে
কৃপাপূর্বক জাগরিত করুন, এই অর্থ। ‘অর্থদীপেঃ’
—পরমার্থপ্রকাশক বাক্যসমূহ দ্বারা আমার হৃদয়গ্রহি
ছেদন করিয়া, ‘স্বম্ ওকঃ’—আপনার নিজধাম
বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির পথ বলিয়া দিন, এই ভাব ॥৫৩॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তবস্তং নৃপতিং ভগবানাদিপুরুষঃ।

মৎস্যরূপী মহাভাষ্যো বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

অবয়বঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—মহাভাষ্যো (প্রলয়-
মহা সাগরে) বিহরন্ (বিচরণশীলঃ) মৎস্যরূপী
ভগবান্ আদিপুরুষঃ (বিষ্ণুঃ) ইতি উক্তবস্তং নৃপতিং
(সত্যব্রতং প্রতি) তত্ত্বং (যথার্থবাক্যম্) অব্রবীৎ
(উবাচ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—সত্যব্রত এরূপ
বলিলে পর প্রলয়সাগরে বিচরণশীল মৎস্যরূপী আদি-
পুরুষ ভগবান্ তাহার প্রতি তত্ত্ববাক্য বলিয়াছিলেন
॥ ৫৪ ॥

পুরাণসংহিতাং দিব্যাং সাংখ্যযোগক্লিষ্টাবতীম্।

সত্যব্রতস্য রাজর্ষেরাশ্বগুহ্যমশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥

অবয়বঃ—(স চ ভগবান্) রাজর্ষেঃ সত্যব্রতস্য
(সমীপে) দিব্যাং (দেবস্য স্বস্য সম্বন্ধিনীং প্রতি-
পাদিকাং) সাংখ্যযোগক্লিষ্টাবতীং (সাংখ্যং প্রকৃতি-

বিলক্ষণাত্মক-স্বরূপযাথাত্মজ্ঞানং, যোগঃ ভগবন্তুক্তি-
যোগঃ, ক্লিষ্টা নিত্যনৈমিত্তিকাদিক্লিষ্টাযোগঃ তে এতে
প্রতিপাদ্যন্তেন অস্যাং সম্ভূতিতথা তাং) পুরাণসং-
হিতাং (মৎস্যপুরাণরূপাং সংহিতাং তথা) আশ্বগুহ্যং
(স্বরহস্যং চ) অশেষতঃ (সাকল্যেন অব্রবীৎ) ॥৫৫॥

অনুবাদ—সেই ভগবান্ রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকট
দিব্য সাংখ্যযোগ এবং ক্লিষ্টা প্রতিপাদিকা পুরাণসং-
হিতা ও নিজরহস্য নিঃশেষে বর্ণন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুরাণসংহিতাং মৎস্যপুরাণম্ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—‘পুরাণসংহিতাং’—মৎস্য-
পুরাণ (ভগবান্ তৎকালে সত্যব্রতকে মৎস্যপুরাণ
এবং গোপনীয় আশ্বতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন ।)
॥ ৫৫ ॥

অশ্রোষীদৃষিতিঃ সাকমাত্মতত্ত্বমসংশয়ম্।

নাব্যাসীনো ভগবতা প্রোক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫৬ ॥

অবয়বঃ—নাবি (নৌকায়াম্) আসীনঃ (উপ-
বিষ্টঃ সং) ঋষিতিঃ সাকং (সহ) ভগবতা (মৎস্য-
রূপিণা নারায়ণেন) প্রোক্তং (কথিতম্) আশ্রুতত্ত্বম্
(আশ্রয়ঃ প্রত্যগাশ্রয়ঃ তত্ত্বং যাথাত্ম্যং) সনাতনং ব্রহ্ম
(তদ্ যাথাত্ম্যং) অসংশয়ং (নিঃসংশয়ং যথা ভবতি
তথা) অশ্রোষীৎ (শুশ্রাব) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—নৌকায় উপবিষ্ট সত্যব্রত ঋষিগণের
সহিত ভগবান্ কর্তৃক বর্ণিত আশ্রুততত্ত্বরূপ ও সনা-
তন ব্রহ্মতত্ত্ব নিঃসংশয়রূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

অতীতপ্রলয়পায় উখিতায় স বেধসে।

হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ ॥ ৫৭ ॥

অবয়বঃ—(অথ) অতীতপ্রলয়পায়ে (অতীতস্য
প্রলয়স্য অপায়ে নিবৃত্তৌ) সং হরিঃ হয়গ্রীবং (তন্মা-
মকং বেদাপহারিণম্) অসুরং হত্বা (বিনাশ্য) উখি-
তায় (শয়নাৎ প্রতিবুদ্ধায়) বেধসে (ব্রহ্মণে) বেদান্
প্রত্যাহরৎ (দদৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—স্বায়ত্ত্ববম্বন্তরীয় প্রলয়ের অবসানে
সেই গ্রীহরি হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ পূর্বক নিদ্রা
হইতে উখিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥৫৭

স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ।

বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্লৈহস্মিন্নাসীদ্বৈবস্বতৌ মনুঃ ॥৫৮

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ সঃ সত্যব্রতঃ (তন্মাকঃ) রাজা তু (নৃপতিশ্চ) বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ (ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ) অস্মিন্ কল্লে (বর্তমানে যুগে) বৈবস্বতঃ (সূর্য্যপুত্রঃ) মনুঃ আসীৎ (অভবৎ) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে বর্তমান কল্লে বৈবস্বত-মনুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—মৎস্যাবতারদ্বয়স্য সময়দ্বয়ং প্রয়োজনদ্বয়ঞ্চাহ—অতীতপ্রলয়স্য অপায়ে স্বায়ত্ত্ববম্ভবন্তরারম্ভে ইত্যর্থঃ । তু ভিন্নোপক্রমে সত্যব্রতস্ত চাক্ষুষম্ভবন্তরমধ্য ইতি শেষো বোধ্যঃ, ‘চাক্ষুষোদধিসংপ্লেবে অপাদ্বৈবস্বতং মনুমি’তি বাক্যানুরোধাদ্ । বিষ্ণোর্মৎস্যরূপস্য প্রসাদাৎ জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুত ইতি চাক্ষুষীয়মৎস্যাবতারস্য প্রয়োজনমুক্তম্ ॥ ৫৮ ॥

টীকান্ন বঙ্গানুবাদ—মৎস্য অবতারের সময়দ্বয় এবং প্রয়োজনদ্বয় বলিতেছেন—‘অতীতপ্রলয়পায়ে’, অতীত প্রলয়ের অবসানে, অর্থাৎ স্বায়ত্ত্বব ম্ভবন্তরের আরম্ভে, এই অর্থ । ‘স তু’—‘তু’ শব্দ ভিন্ন উপক্রমে, সত্যব্রত কিন্তু চাক্ষুষ ম্ভবন্তরের মধ্যেই, ইহা বুঝিতে হইবে, কারণ “চাক্ষুষোদধিসংপ্লেবে, অপাদ্ বৈবস্বতং মনুম্” (১।৩।১৫), অর্থাৎ চাক্ষুষ ম্ভবন্তরে যে উদধিসংপ্লেব অর্থাৎ জলপ্রাবন হয়, তখন তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রমাণ বচন রহিয়াছে । ‘বিষ্ণোঃ’—মৎস্যরূপী বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সেই রাজর্ষি সত্যব্রত বর্তমান কল্লে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন, ইহার দ্বারা চাক্ষুষীয় মৎস্যাবতারের প্রয়োজন বলা হইল ॥ ৫৭-৫৮ ॥

সত্যব্রতস্য রাজর্ষের্মায়ামৎস্যস্য শাগ্ণিণঃ ।

সংবাদং মহদাখ্যানং শ্রুত্বা মুচ্যত কিল্বিষাৎ ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—(জনশ্চ) রাজর্ষেঃ সত্যব্রতস্য (তথা) মায়ামৎস্যস্য (মায়য়া স্বীকৃতমৎস্যবিগ্রহস্য) শাগ্ণিণঃ (বিষ্ণোশ্চ) সংবাদং (সংবাদরূপং) মহৎ (উত্তমম্

ইদম্) আখ্যানং শ্রুত্বা কিল্বিষাৎ (সর্বপাপাৎ) মুচ্যত (মুক্তঃ ভবেৎ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—রাজর্ষি সত্যব্রত এবং মায়ামৎস্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর সংবাদরূপ এই উত্তম আখ্যান শ্রবণ করিলে সর্বপাপ হইতে বিমুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

অবতারং হরৈর্যোঃয়ং কীর্ত্তয়েদম্ভবং নরঃ ।

সংকল্পান্তস্য সিদ্ধান্তি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৬০॥

অন্বয়ঃ—যঃ অয়ং নরঃ অম্ভবং (প্রতিদিনং) হরেঃ (নারায়ণস্য) অবতারাং (মৎস্যাবতারচরিতং) কীর্ত্তয়েৎ (উচ্চারয়েৎ), তস্য (নরস্য সর্বের) সঙ্কল্পাঃ (মনসঃ বাঞ্ছিতানি) সিদ্ধান্তি (ফলন্তি) সঃ (নরশ্চ) পরমাম্ (উত্তমাং বৈকুণ্ঠাদিলক্ষণাং) গতিং (স্থানং) যাতি (লভতে) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—যে মানব প্রতিদিন শ্রীহরির মৎস্যাবতারচরিত কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় এবং তিনি উত্তম গতি লাভ করেন ॥ ৬০ ॥

প্রলয়পয়সি ধাতুঃ স্তপ্তশক্তের্মুখেভ্যঃ

শ্রুতিগণমপনীতং প্রত্যুপাদত্ত হত্বা ।

দিতিজমকথয়দ্যো ব্রহ্ম সত্যব্রতানাং

তমহমখিলহেতুং জিহ্মমীনং নতোহস্মি ॥৬১॥

ইতি শ্রীমত্তাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টমস্কন্ধে মৎস্যাবতারচরিতং চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—যঃ প্রলয়পয়সি (প্রলয়সলিলে বিহরন্) স্তপ্তশক্তেঃ (স্তপ্তা অপ্রবৃদ্ধা শক্তিঃ সৃষ্টিশক্তিঃ যস্য তস্য) ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) মুখেভ্যঃ অপনীতম্ (অপহৃতং) শ্রুতিগণং (বেদরাশিম্) দিতিজং (শ্রুতিগণহারিণং দেতাং) হত্বা প্রত্যুপাদত্ত (পুনঃ ধাত্রে সমর্পয়ামাস, অপি চ) সত্যব্রতানাং (সত্যব্রতস্য রাজর্ষেঃ সন্তুষ্টানাঞ্চ সমীপে) ব্রহ্ম (তদ্ যথাত্ম্যপ্রতিপাদকং পুরাণম্) অকথয়ং (বর্ণয়ামাস), অহম্ অখিলহেতুং (সর্বকারণং) জিহ্মমীনং (কপটমীনং) তং (হরিং প্রতি) নতঃ (প্রণতঃ) অস্মি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—যিনি প্রলয়-সলিলে বিচরণ করিতে করিতে সুগুপ্তি অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত, সৃষ্টিাদি শক্তি-রহিত ব্রহ্মার মুখ হইতে অপহৃত-বেদরাশি দৈত্য-বিনাশ-পূর্বক পুনরায় ব্রহ্মাকে অর্পণ এবং সত্যব্রত ও সন্তুষ্টিগণের সমীপে ব্রহ্মপ্রতিপাদক পুরাণ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি মায়ামৎস্য নিখিল কারণস্বরূপ সেই শ্রীহরিকে প্রণাম করি ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—সমাসেন প্রয়োজনদ্বয়ং পুনঃ স্পষ্টতমাহ প্রলয়েতি । দিতিজমসুরং রুদ্রির্যোগমপহরতীতি ন্যায়াত্, সত্যব্রতানামিতি গৌরবেণ বহুবচনম্ । জিহ্ম-মীনং কুটিলাকারং মীনং যস্য শৃঙ্গে নৌনিবন্ধা স তু মীনঃ কুটিলাকার “আড়িসংজ্ঞঃ” প্রসিদ্ধ এব লোকে ইতি তথোক্তম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হৃষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।

অষ্টমস্য চতুর্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ন মে বিরক্তির্ন চ ভক্তিগন্ধঃ

পাণ্ডিত্যলেশো ন বা সুরভম্ ।

তরঙ্গলোলাং স্বধিয়ং নিরোদ্ধুং

জালং স্জাম্যেব ন হন্ত তীকাম্ ॥

অষ্টমস্কন্ধটীকেয়ং শ্রীরাধায়াঃ সরস্বতে ।

ফাল্গুনে গুরুপক্ষীয়-ষষ্ঠ্যাং পূর্ণা ব্যারাজত ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডায় নমঃ ।

শ্রীমদগোবর্দ্ধনায় নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সংক্ষেপে মৎস্যাবতারের প্রয়োজনদ্বয় পুনরায় স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—‘প্রলয়-পয়সি’ ইত্যাদি । ‘দিতিজং’—দিতিপুত্র বলিতে এখানে রুদ্রি অর্থে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বুঝাইয়াছে

(অর্থাৎ যিনি হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে সংহারপূর্বক তৎকর্তৃক প্রলয়সমুদ্রে নিদ্রাবেশে সুগুপ্তি ব্রহ্মার মুখ-সকল হইতে অপহৃত বেদরাশি উদ্ধার করিয়া-ছিলেন) । ‘সত্যব্রতানাং’—ইহা গৌরবে বহুবচন । ‘জিহ্মমীনং’—কুটিলাকার মীন (মৎস্য), যাহার শৃঙ্গে নৌকা নিবদ্ধ ছিল । তাদৃশ কুটিলাকার মীন জগতে ‘আড়ি’ (আইড় মাছ) নামে প্রসিদ্ধ বলিয়া ঐরূপ উক্ত হইল ॥ ৬১ ॥

ইতি ভক্তচিহ্নের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার অষ্টম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

আমার বৈরাগ্য নাই, ভক্তিগন্ধও নাই, পাণ্ডিত্যের লেশ কিম্বা সদাচারও নাই, হায় ! সংসারতরঙ্গে দোদুল্যমান আমার চিত্তকে সংযত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছি, কিন্তু টীকা নহে ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে ফাল্গুন মাসের গুরুপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অষ্টম স্কন্ধের এই টীকা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলেন ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন এবং শ্রীগুরুদেবকে বারবার প্রণাম করিতেছি ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১২৪ ॥

ইতি অব্যয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য, বিরহিত সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমভাগবত অষ্টমস্কন্ধের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

অষ্টমস্কন্ধঃ সমাপ্ত ।

